গ্রন্থাবলী সিরিজ

ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী

(প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে)

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত



শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে'
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

[মূল্য ১॥০ টাকা।

সূচিপত্র

সামাজিক ও ব্যঙ্গ

রসাত্মক কবিতা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী

জীবনচরিত ও কবিত্ব

উপক্রমণিকা।

—:*:—

বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক, কবিতার অভাব নাই। উৎকৃষ্ট কবিতারও অভাব নাই—বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অনেক সুকবি বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনেক উত্তম কবিতা লিখিয়াছেন, বলিতে গেলে বরং বলিতে হয় যে, বাঙ্গালা সাহিত্য, কাব্যরাশিভারে কিছু পীড়িত। তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিয়া সে বোঝা আরও ভারি করি কেন? সেই কথাটা আগে বুঝাই।

প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া, মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। সামসামগ্রীটা কি এ? বহুকষ্টে পিসীমা তাঁহাকে সামগ্রীটা বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে, এ "কেলা কা ফুল।" রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায় যে, এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলা কা ফুল বলিতে শিখিয়াছি। তাই আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিতে বসিয়াছি। আর যেই কেলা কা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন।

একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি-সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস-ভবভূতিও অনেক দূরে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীত ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—

> "সাধো আছে মা মনে।
> দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব,
> জাহ্নবী-জীবনে।"

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায়—বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সেই রূপ, আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা "বৃত্রসংহার" পরিত্যাগ করিয়া "পৌষপার্ব্বণ" চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্ব্বণে যে একটা সুখ আছে—বৃত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠা-পুলিতে

যে একটা স্থখ আছে, শচীর বিম্বাধরপ্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই। সে জিনিসটা একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না; দেশশুদ্ধ জোনস্, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভালবাসিতে হইবে। যাহা মা'র প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিসগুলি মা'র প্রসাদ। এই খাঁটি বাঙ্গালাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মা'র প্রসাদ; মা'র প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতী বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মা'র প্রসাদ ছাড়িব না। এই কবিতাগুলি মা'র প্রসাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম।

এই সংগ্রহের জন্য বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই পাঠকের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার উদ্যোগ, পরিশ্রম ও যত্নেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা আমাকে করিতে হইলে, আমি কখন পারিয়া উঠিতাম না।

এক্ষণে পাঠককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে জীবনী উপহার দিতেছি, তাহার জন্যও ধন্যবাদ গোপাল বাবুরই প্রাপ্য। তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া গোপাল বাবু আমাকে কতকগুলি নোট দিয়াছিলেন। আমি সেই নোটগুলি অবলম্বন করিয়া এই জীবনী সঙ্কলন করিয়াছি। গোপাল বাবু নিজে সুলেখক, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। তাঁহার নোটগুলি এরূপ পরিপাটী যে, আমি তাহাতে কাটাকুটি বড় কিছু করি নাই, কেবল আমার নিজের বক্তব্যের সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছি। প্রথম পরিচ্ছেদটি বিশেষতঃ এই প্রণালীতে লিখিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, গোপাল বাবুর নোটগুলি প্রায় বজায় রাখিয়াছি—আর কিছুই গাঁথিতে হয় নাই। তৃতীয় পরিচ্ছেদের জন্য আমি একাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

এই কথাগুলি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, গোপাল বাবুই এই সংগ্রহ ও জীবনীর জন্য আমার ও সাধারণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বাল্য ও শিক্ষা।

প্রয়াগে যুক্তবেণী—বাঙ্গালার ধান্যক্ষেত্রমধ্যে মুক্তবেণী—কলিকাতার ১৫ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন। যেখানে এই পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার পশ্চিমপারস্থ গ্রামের নাম "ত্রিবেণী"—পূর্ব্বপারস্থিত গ্রামের নাম "কাঞ্চনপল্লী" বা কাঁচরাপাড়া।

কাঁচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারহট্ট, কুমারহট্টের দক্ষিণে গৌরীভা বা গরিফা। এই তিন গ্রামে অনেক বৈদ্যের বাস। এই বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। গরিফার গৌরব রামকমল সেন, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কুমারহট্টের গৌরব, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। কাঁচরাপাড়ার একটি অলঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। *

কাঁচরাপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাস একটি বৈদ্যবংশের আদি পুরুষ। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের দুই পুত্র;—(১) বিজয়রাম, (২) নিধিরাম। বিজয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। সেই জন্য তিনি বাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার একটি টোল ছিল, তথায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

কনিষ্ঠ নিধিরাম, আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কবিভূষণ উপাধি পাইয়াছিলেন। নিধিরামের তিনটি পুত্র জন্মে;—(১) বৈদ্যনাথ, (২) ভোলানাথ এবং (৩) গোপীনাথ।

গোপীনাথের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র হরিনারায়ণ দাসের ঔরসে শ্রীমতী দেবীর গর্ভে (১) গিরিশচন্দ্র, (২) ঈশ্বরচন্দ্র, (৩) রামচন্দ্র, (৪) শিবচন্দ্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

---

* এই প্রদেশের বৈদ্যগণ রাজকার্য্যেও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। নাম করিলে অনেকের নাম করা যাইতে পারে।

ঈশ্বরচন্দ্র, পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ১৭৩৩ শকের (বাঙ্গালা ১২১৮ সালে) ২৫এ ফাল্গুন শুক্রবারে কাঁচরাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

গুপ্তেরা তাদৃশ ধনী ছিল না; মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। পৈতৃক ধান্যক্ষেত্র, পুষ্করিণী, উদ্যান এবং রাইয়তি জমির আয়ে এই একান্নভুক্ত পরিবারের কোন অভাব ঘটিত না। সমাজমধ্যে এই গৃহস্থেরা মান্য-গণ্য ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা চিকিৎসা-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া স্বগ্রামের নিকট সেয়ালদহের কুঠীতে মাসিক ৮ আট টাকা বেতনে কাজ করিতেন।

কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় ঈশ্বরচন্দ্রের মাতা-মহাশ্রম। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হইতেই স্বীয় জননীর সহিত কাঁচরাপাড়া, এবং মাতামহাশ্রমে বাস করিতেন। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে, কান-পুরে বিষয়কর্ম্ম করিতেন। মাতামহের অবস্থা বড় ভাল ছিল না।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালের যে দুই একটা কথা জানা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর বড় দুরন্ত ছেলে ছিলেন। সাহসটা খুব ছিল। পাঁচ বৎসর বয়সে কালীপূজার দিন, অমাবস্যার রাত্রে একা নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। অন্ধকারে, একজন কেহ পথে তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়া গিয়াছিল। সে ঘোর অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে রে?—কে যায়?"

"আমি—ঈশ্বর।"

"একেলা এই অন্ধকারে অমাবস্যার রাত্রিতে কোথায় যাইতেছিস্?"

"ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ী লুচি আনিতে।"

দেশকালগুণে এ সাহসের পরিণাম—হোগল-কুঁড়িয়ায় বসিয়া কবিতা লেখা।

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃক্রম যৎকালে ১০ বর্ষ, সেই সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

স্ত্রীবিয়োগের কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তিনি বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয় হইতে বাটী না আসিয়া কার্য্যস্থলে গমন করেন। নববধূ একাকিনী কাঁচরাপাড়ার বাটীতে আসিলে, হরিনারায়ণের বিমাতা (মাতা জীবিতা ছিলেন না) তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতে-ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময়ে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের উপযোগী বটে। ঈশ্বরচন্দ্রের এই মহৎ গুণ ছিল যে, তিনি খাঁটি জিনিস বড় ভালবাসিতেন, মেকির বড় শত্রু। এই সংগ্রহস্থিত কবিতাগুলি পড়িলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে, কবি মেকির বড় শত্রু—সকল রকম মেকির উপর তিনি গালিবর্ষণ করিতেছেন—গবর্ণর জেনরল হইতে কলিকাতার মুটে পর্য্যন্ত কাহারও মাফ নাই। এই বিমাতার আগমনে কবির সঙ্গে মেকির প্রথম সম্মুখ-সাক্ষাৎ। খাঁটি মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার স্থানে একটা মেকি মা আসিয়া দাঁড়াইল। মেকির শত্রু ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর সহ্য হইল না, এক-গাছা রুল লইয়া স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগে তিনি নিক্ষেপ করেন। কবিপ্রযুক্ত রুল সৌভাগ্যক্রমে, বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খুঁজিল—বিমাতা ত্যাগ করিয়া একটা কলা গাছে বিঁধিয়া গেল।

অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া কিরাতপরাজিত ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত দিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। কিন্তু বরদানার্থ পিনাক-হস্তে পশুপতি না আসিয়া, প্রহারার্থ জুতাহস্তে জ্যেঠামহাশয় আসিয়া উপস্থিত। জ্যেঠামহাশয় দ্বার ভাঙ্গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে পাদুকা প্রহার করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ হইল সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিলেন, এ সংসার মেকি চলিবার ঠাঁই—মেকির পক্ষ হইয়া না চলিলে এখানে জুতা খাইতে হয়। ইহার পর, যখন তাঁহার লেখনী হইতে অজস্র তীব্র জ্বালাবিশিষ্ট বক্রোক্তি সকল নির্গত হইল, তখন পৃথিবীর অনেক রকম মেকি তাঁহার নিকট জুতা খাইল। কবিকে মারিলে, কবি মার তুলিয়া রাখেন। ইংরেজ-সমাজ বায়রণকে প্রপীড়িত করিয়াছিল—বায়রণ, ডন জুয়ানে তাহার শোধ লইলেন।

পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ আসিয়া সান্ত্বনা করিয়া বলেন, "তোদের মা নাই, মা হইল, তোদেরই ভাল। তোদেরি দেখিবে শুনিবে।"

আবার মেকি! জ্যেঠামহাশয় যা হোক—খাঁটি রকম জুতা মারিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পিতামহের নিকট এ স্নেহের মেকি ঈশ্বরচন্দ্রের সহ্য হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র পিতামহের মুখের উপর বলিলেন,—"হাঁ! তুমি আর একটা বিয়ে ক'রে যেমন বাবাকে দেখছ, বাবা আমাদের তেমনই দেখ্‌বেন।"

দুরন্ত ছেলে, কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র লেখা-পড়ায় বড়

মন দিলেন না। বুদ্ধির অভাব ছিল না। কথিত আছে, ঈশ্বরচন্দ্রের যখন তিন বৎসর বয়স, তখন তিনি একবার কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিয়া পীড়িত হয়েন। সেই পীড়ায় তাঁহাকে শয্যাগত হইয়া থাকিতে হয়। কলিকাতা তৎকালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং মশা-মাছির বড়ই উপদ্রব ছিল। প্রবাদ আছে, ঈশ্বরচন্দ্র শয্যাগত থাকিয়া সেই মশা মাছির উপদ্রবে একদা স্বতঃই আবৃত্তি করিতে থাকেন—

"রেতে মশা দিনে মাছি,
এই তাড়্যে কল্‌কেতায় আছি।"

I lisped in numbers, for the numbers came !

তাই নাকি? অনেকে কথাটা না বিশ্বাস করিতে পারেন—আমরা বিশ্বাস করিব কি না, জানি না। তবে যখন জন ষ্টুয়ার্ট মিলের তিন বৎসর বয়সে গ্রীক শেখার কথাটা সাহিত্যজগতে চলিয়া গিয়াছে, তখন এ কথাটা চলুক।

ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই তৎকালে সাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচালী, কবি প্রভৃতিতে যোগদান এবং সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ও পিতৃব্যদিগের সঙ্গীত-রচনা-শক্তি ছিল। বীজগুণে নাকি অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে।

কিন্তু পাঠশালায় গিয়া লেখা-পড়া শিখিতে ঈশ্বরচন্দ্র মনোযোগী ছিলেন না। কখনও পাঠশালায় যাইতেন, কখনও বা টো টো করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন। এ সময়ে মুখে মুখে কবিতা-রচনায় তৎপর ছিলেন। পাঠশালার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা পারস্য ভাষার যে সকল পুস্তক অর্থ করিয়া পাঠ করিত, শুনিয়া, ঈশ্বর তাহার এক এক স্থল অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখা-পড়া-শিক্ষায় অমনোযোগী দেখিয়া, গুরুজনেরা সকলেই বলিতেন, ঈশ্বর মূর্খ এবং অপরের গলগ্রহ হইবে। চিরজীবন অন্নবস্ত্রের জন্য কষ্ট পাইবে।

সেই অনাবিষ্ট বালক সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে সচরাচর প্রচলিত প্রথানুসারে লেখা-পড়া না শিখিলেই ছেলে গেল, স্থির করা যায়। কিন্তু ক্লাইব বালককালে কেবল পরের ফল চুরি করিয়া বেড়াইতেন, বড় ফ্রেড্রিক বাপের অবাধ্য বয়াটে ছেলে ছিলেন এবং আর আর অনেকে এইরূপ ছিলেন। কিংবদন্তী আছে, স্বয়ং কালিদাস নাকি বাল্যকালে ঘোর মূর্খ ছিলেন।

মাতৃহীন হইবার পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া মাতুলালয়ে অবস্থান করিতে থাকেন। কলিকাতায় আসিয়া সামান্য প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্বভাবসিদ্ধ কবিতা-রচনায় বিশেষ মনোযোগ থাকায়, শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, আজকাল অনেক ছেলেকে সেই ভ্রমে পতিত হইতে দেখি। লিখিবার একটু শক্তি থাকিলেই, অমনি পড়া-শুনা ছাড়িয়া দিয়া কেবল রচনায় মন। রাতারাতি যশস্বী হইবার বাসনা। এই সকল ছেলেদের দুই দিক্ নষ্ট হয়—রচনাশক্তি যেটুকু থাকে, শিক্ষার অভাবে তাহা সামান্য ফলপ্রদ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যে পড়া-শুনায় অমনোযোগী হউন, শেষে তিনি কিছু শিখিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য-রচনায় তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনি বাল্যকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহা বড় দুঃখেরই বিষয়। তিনি সুশিক্ষিত হইলে, তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাঁহার কবিত্ব, কার্য্য এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী হইত। আমার বিশ্বাস যে, তিনি যদি তাঁহার সমসাময়িক লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্ত্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত। তাঁহার রচনায় দুইটি অভাব দেখিয়া বড় দুঃখ হয়—মার্জ্জিত রুচির অভাব, এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। অনেকটাই ইয়ারকি। আধুনিক সামাজিক বানরদিগের ইয়ারকির মত ইয়ারকি নয়—প্রতিভাশালী মহাত্মার ইয়ারকি। তবু ইয়ারকি বটে। জগদীশ্বরের সঙ্গেও একটু ইয়ারকি—

'কহিতে না পার কথা,—কি রাখিব নাম।
তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম॥'

ঈশ্বর গুপ্তের যে ইয়ারকি, তাহা আমরা ছাড়িতে রাজি নই। বাঙ্গালা সাহিত্যে উহা আছে বলিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা দুর্লভ সামগ্রী আছে।

অনেক সময়েই এই ইয়ারকি বিশুদ্ধ এবং ভোগ-বিলাসের আকাঙ্ক্ষা বা পরের প্রতি বিদ্বেষশূন্য। রত্নটি পাইয়া হারাইতে আমরা রাজি নই, কিন্তু দুঃখ এই যে—এতটা প্রতিভা ইয়ারকিতেই ফুরাইল!

একজন দেউলেপড়া শুঁড়ী মতি শীলের গল্প শুনিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, "কত লোকে খালি বোতল বেচিয়া বড়মানুষ হইল,—আমি ভরা বোতল বেচিয়া কিছু করিতে পারিলাম না?" সুশিক্ষার অভাবে ঈশ্বর গুপ্তের ঠিক তাই ঘটিয়াছিল। তাই এখনকার ছেলেদের সতর্ক করিতেছি—ভাল শিক্ষা লাভ না করিয়া কালির আঁচড় পাড়িও না। মহাত্মাদিগের জীবনচরিতের সমালোচনায় অনেক গুরুতর নীতি আমরা শিখিয়া থাকি। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সমালোচনায় আমরা এই মহতী নীতি শিখি—সুশিক্ষা ভিন্ন প্রতিভা কখন পূর্ণ ফলপ্রদ হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত প্রখর ছিল। একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। কঠিন সংস্কৃত ভাষার দুর্ব্বোধ শ্লোক-সমূহের ব্যাখ্যা একবার শুনিয়াই তাহা অবিকল কবিতায় রচনা করিতে পারিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার একজন বাল্য-সখা, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের সংবাদ প্রভাকরে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

"ঈশ্বর বাবু দুগ্ধপোষ্যাবস্থার পরই বিশাল বুদ্ধি-শালিতা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। যৎকালীন পাঠশালার প্রথম শিক্ষায় অতি শৈশবকালে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বালকেরা পারস্ত-শাস্ত্র পাঠ করিত। তাহাতেই যে দুই একটি, পারস্ত-শব্দ শ্রুত হইত, তাহার অর্থ শ্রুতিমাত্রেই বিশেষ বিদিত হইয়া, বঙ্গ-শব্দের সহিত সংযোজনা করিয়া, উভয় ভাষায় মিলিত অথচ অর্থবিশিষ্ট কবিতা অনায়াসেই প্রস্তুত করিতেন। ১১।১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই অক্রমে অত্যল্প পরি-শ্রমে ঈদৃশ মনোরম বাঙ্গালা গান প্রস্তুত করিতে পারগ হইয়াছিলেন যে, সখের দলের কথা দূরে থাকুক, উক্ত কাঞ্চনপল্লীতে বারোয়ারী প্রভৃতি পূজোপলক্ষে যে সকল ওস্তাদী দল আগমন করিত, তাহাদের সমভিব্যাহারী ওস্তাদলোক উত্তর-গান ত্বরায় প্রস্তুত করিতে অক্ষম হওয়াতে, ঈশ্বর বাবু অনায়াসে অতি শীঘ্রই অতি সুশ্রাব্য চমৎকার গান পারিপাটী প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া দিতেন।"

লেখক পরে লিখিয়া গিয়াছেন, "ঈশ্বর বাবু অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থাতেই ইংরাজি বিদ্যাভ্যাস এবং জীবিকান্বেষণ জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। আমার সহিত সন্দর্শন হইয়া প্রথমতঃ যখন তাঁহার সহিত প্রণয়-সঞ্চার হয়, তখন আমারও পঠদ্দশা। তিনি যদিও আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক ছিলেন, তথাপি উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক, কেবল বিদ্যাভ্যাসেই আসক্ত ছিলাম। আমি সে সময় সর্ব্বদা তাঁহার সংসর্গে থাকিতাম, তাহাতে প্রায় প্রতিদিনই এক একটি অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ হইত। অর্থাৎ প্রত্যহই নানা বিষয়ে অবলীলাক্রমে অপূর্ব্ব কবিতা রচনা করিয়া সহচর সুহৃৎসমূহের সম্পূর্ণ সন্তোষ-বিধান করিতেন। কোন ব্যক্তি কোন কঠিন সমস্যা পূরণ করিতে দিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা যাদৃশ সাধু শব্দে সম্পূরণ করিতেন, তদ্রূপ পূর্ব্বে কদাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই।"

উক্ত বাল্যসখা শেষ লিখিয়া গিয়াছেন, "ঈশ্বর বাবু যৎকালীন ১৭।১৮ বর্ষবয়স্ক, তৎকালীন দিবা-রাত্রি একত্র সহবাস থাকাতে, আমার নিকট মুগ্ধ-বোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অনুমান হয়, একমাস কি দেড়মাসমধ্যেই মিশ্র পর্য্যন্ত এককালীন মুখস্থ ও অর্থের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। শ্রুতিধরদিগের প্রশংসা অনেক শ্রুতিগোচর আছে, ঈশ্বর বাবুর অদ্ভুত শ্রুতিধরতা সর্ব্বদাই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতা তাঁহার স্বপ্রণীতই হউক বা অন্যকৃতই হউক, একবার রচনা এবং সমক্ষে পাঠমাত্রই হৃদয়ঙ্গম হইয়া, এক-বারে চিত্রপটে চিত্রিতের ন্যায় চিত্রস্থ হইয়া চিরদিন সমান স্মরণ থাকিত।"

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মাতামহ-বংশের পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াই ঠাকুরবাটীতে পরিচিত হয়েন। পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত ঈশ্বর-চন্দ্রের বিশেষ সখ্য জন্মে। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার নিকট নিয়ত অবস্থান পূর্ব্বক কবিতা রচনা করিয়া সখ্যবৃদ্ধি করিতেন। যোগেন্দ্রমোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। লেখা-পড়া শিক্ষা এবং ভাষানু-শীলনে তাঁহার অনুরাগ ও যত্ন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে তাঁহার রচনাশক্তিও জন্মিয়াছিল। যোগেন্দ্র-মোহনই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী সৌভাগ্যের এবং যশঃ-কীর্ত্তির সোপানস্বরূপ।

ঠাকুরবাটীতে মহেশচন্দ্র নামে ঈশ্বরচন্দ্রের এক আত্মীয়ের গতিবিধি ছিল। মহেশচন্দ্রও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মহেশের কিঞ্চিৎ বাতিকের ছিট্ থাকায় লোকে তাঁহাকে "মহেশা পাগলা" বলিত। এই মহেশের সহিত ঠাকুরবাটীতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রায়ই মুখে মুখে কবিতা-যুদ্ধ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্রের যৎকালে ১৫ বর্ষ বয়স, তৎকালে গুপ্তীপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

দুর্গামণির কপালে সুখ হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, আবার মেকি! দুর্গামণি দেখিতে কুৎসিতা! হাবা! বোবার মত! এ ত স্ত্রী নহে, প্রতিভাশালী কবির অর্দ্ধাঙ্গ নহে—কবির সহধর্ম্মিণী নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে আর তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন না।

ইহার ভিতর একটু Romanceও আছে। শুনা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, কাঁচরাপাড়ার একজন ধনবানের একটি পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়েন। কিন্তু তাঁহার পিতা সে বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া, গুপ্তীপাড়ার উক্ত গৌরহরি মল্লিকের উক্ত কন্যার সহিত বিবাহ দেন। গৌরহরি, বৈদ্যদিগের মধ্যে এক জন প্রধান কুলীন ছিলেন, সেই কুল-গৌরবের কারণ এবং অর্থ দান করিতে হইল না বলিয়া, সেই পাত্রীর সহিতই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা পুত্রের বিবাহ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় নিতান্ত অনিচ্ছায় বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের পরই তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি আর সংসারধর্ম্ম করিব না। কিছু কাল পরে ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয় মিত্রগণ তাঁহাকে আর একটি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলেন যে, দুই সতীনের ঝগড়ার মধ্যে পড়িয়া মারা যাওয়া অপেক্ষা বিবাহ না করাই ভাল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী হইতে আমরা এই আর একটি মহতী নীতি শিক্ষা করি। ভরসা করি, আধুনিক বর-কন্যাদিগের ধনলোলুপ পিতৃমাতৃগণ এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

ঈশ্বর গুপ্ত, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ না করুন, চিরকাল তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া ভরণ-পোষণ করিয়া মৃত্যুকালে তাঁহার ভরণ-পোষণ জন্য কিছু কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। দুর্গামণিও সচ্চরিত্রা ছিলেন। কয়েক-বৎসর হইল দুর্গামণি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

এখন আমরা দুর্গামণির জন্য বেশী দুঃখ করিব, না ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য বেশী দুঃখ করিব? দুর্গামণির দুঃখ ছিল কি না, তাহা জানি না। যে আগুনে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সে আগুন তাঁহার হৃদয়ে ছিল কি না, জানি না। ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল—কবিতায় দেখিতে পাই। অনেক দাহ করিয়াছে দেখিতে পাই। যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই। যে উন্নতি স্ত্রীলোকের সংসর্গে হয়, স্ত্রীলোকের প্রতি স্নেহ-ভক্তি থাকিলে হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই। স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাত্র। ঈশ্বর গুপ্ত তাহাদের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া হাসেন, মুখ ভেঙ্গান, গালি পাড়েন, তাহারা যে পৃথিবীর পাপের আকর, তাহা নানা প্রকার অশ্লীলতার সহিত বলিয়া দেন—তাহাদের সুখময়ী, রসময়ী, পুণ্যময়ী করিতে পারেন না। এক এক বার স্ত্রীলোককে উচ্চ আসনে বসাইয়া কবি যাত্রার সাধ মিটাইতে যান—কিন্তু সাধ মিটে না। তাঁহার উচ্চাসনস্থিতা নায়িকা বানরীতে পরিণত হয়। তাঁহার প্রণীত "মানভঞ্জন" নামক বিখ্যাত কাব্যের নায়িকা ঐরূপ। উক্ত কবিতা আমরা এই সংগ্রহে উদ্ধৃত করি নাই। স্ত্রীলোক-সম্বন্ধীয় কথা বড় অল্পই উদ্ধৃত করিয়াছি। অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় মুক্তকণ্ঠ—অতি কদর্য্য ভাষায় ব্যবহার না করিলে গালি পূরা হইল মনে করেন না। কাজেই উদ্ধৃত করিতে পারি নাই।

এখন দুর্গামণির জন্য দুঃখ করিব, না ঈশ্বর গুপ্তের জন্য? ভরসা করি, পাঠক বলিবেন, ঈশ্বর গুপ্তের জন্য।

১২৩১ সালের কার্ত্তিক মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা হরিনারায়ণের মৃত্যু হয়।

মাতার মৃত্যুর পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া, মাতুলালয়ে থাকিয়া, ঠাকুরবাটীতেই প্রতিপালিত হইতেন। পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক হইয়া উঠে। জ্যেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ শিবচন্দ্র পূর্ব্বেই মরিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের লালন-পালনভার ঈশ্বরচন্দ্রের উপরই অর্পিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

কর্ম্ম।

প্রবাদ আছে, লক্ষ্মী-সরস্বতীতে চিরকাল বিবাদ। সরস্বতীর বরপুত্রেরা প্রায় লক্ষ্মীছাড়া; লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর বিষনয়নে পতিত। কথাটা কতক সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে লক্ষ্মীর বড় অপরাধ নাই। বিক্রমাদিত্য হইতে কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত দেখিতে পাই, লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর পুত্রগণের বিশেষ সহায়। লক্ষ্মী, চিরকাল সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া খাড়া করিয়া রাখিতেন,নহিলে বোধ হয়,সরস্বতী অনেক দিন,বিষ্ণুপার্শ্বে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া, ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন হইতেন—তাঁহার পালিত গর্দ্দভগুলি সহস্র চীৎকার করিলেও উঠিতেন না। এখন হয় ত সে ভাবটা তেমন নাই। এখন সরস্বতী কতকটা আপনার বলে বলবতী; অনেক সময়েই আপনার বলেই পদ্মবনে দাঁড়াইয়া বীণায় ঝঙ্কার দিতেছেন দেখিতে পাই, হয় ত দেখিতে পাই, দুইজনে একাসনে বসিয়াই সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন—সতীনের মত কোন্দল-ঝগড়া নাক-কাটাকাটি কিছু নাই। অনেক সময় দেখি, সরস্বতী আসিয়াছেন দেখিয়াই লক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু যখন ঈশ্বর গুপ্ত সরস্বতীর আরধনায় প্রথম প্রবৃত্ত, তখন সে দিন উপস্থিত হয় নাই। লক্ষ্মীর একজন বরপুত্র তাঁহার সহায় হইলেন। লক্ষ্মী, সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিলেন।

যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তি এবং রচনাশক্তি দর্শনে এই সময়, অর্থাৎ ১২৩৭ সালে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিতে অভিলাষী হয়েন। ইহার পূর্ব্বে ৬ খানি মাত্র বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়াছিল।

(১) "বাঙ্গালা গেজেট" ১২২২ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। ইহাই প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র। (২) "সমাচার দর্পণ" ১২২৪ সালে শ্রীরামপুরের মিশনরিদিগের দ্বারা প্রকাশ হয়। (৩) ১২২৭ সালে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে "সংবাদ-কৌমুদী" প্রকাশ হয়। (৪) ১২২৮ সালে "সমাচার-চন্দ্রিকা"। (৫) সংবাদ তিমিরনাশক" এবং (৬) বাবু নীলরত্ন হালদার কর্ত্তৃক "বঙ্গদূত" প্রকাশ হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র, যোগেন্দ্রমোহনের সাহায্যে, উৎসাহে এবং উদ্যোগে সাহসী হইয়া, সন ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘে "সংবাদ প্রভাকর" প্রচারারম্ভ করেন। তৎকালে প্রভাকর সপ্তাহে একবারমাত্র প্রকাশ হইত। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে প্রভাকরের জন্ম-বিবরণ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, "৺বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়। তখন আমাদিগের যন্ত্রালয় ছিল না, চোরবাগানে এক মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা হইত। ৩৮ সালের শ্রাবণমাসে পূর্ব্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে স্বাধীনরূপে যন্ত্রালয় স্থাপিত করা যায়। তাহাতে ৩৯ সাল পর্য্যন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে অতি সম্ভ্রমের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।"

কিঞ্চিদধিক ১৯ বর্ষবয়স্ক নবকবি-সম্পাদিত নব প্রভাকর অল্পদিনের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। কলিকাতার যে সকল সম্ভ্রান্ত ধনবান্ এবং কৃতবিদ্য লেখক, সাপ্তাহিক প্রভাকরের সহায়তা করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাদিগের নামের নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, ৺বাবু নন্দলাল ঠাকুর, ৺বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ৺বাবু নন্দকুমার ঠাকুর, ৺বাবু রামকমল সেন, শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৺হলিরাম ঢেঁকিয়াল ফুকন, শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ন হালদার, বাবু ব্রজমোহন সিংহ, ৺কৃষ্ণচন্দ্র বসু, বাবু রসিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু ধর্ম্মদাস পালিত, বাবু শ্যামাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নীলমণি মতিলাল ও অন্যান্য। শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, যিনি এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকদ্বয় *

---

* সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ
সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ।
উদেতি ভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ
সদর্থসংবাদ-নবপ্রভাকরঃ॥
নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু
কচিদ্ভ্রমং ভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ।
অন্যোন্যন্ত্বিমল-প্রভাকরকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে
স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরাস্বাস্তদ্বিরেফা রসম্॥

অদ্যাবধি প্রভাকরের শিরোভূষণ রহিয়াছে। জয়-গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক উত্তম উত্তম গদ্য-পদ্য লিখিয়া প্রভাকরের শোভা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।"

এই প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। মধ্যে একবার প্রভাকর মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিলেন বটে,কিন্তু আবার পুনরুদিত হইয়া অদ্যাপি কর বিতরণ করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড় তা'র নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া যান। ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেক ছিল বটে—অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র; কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল, যাহা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্যনৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্ব্বণ, আজ মিশনরি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবীশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবীশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর এক জন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বসু, আর এক জন। ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট ঋণী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।

১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন প্রাণত্যাগ করায়, সংবাদ প্রভাকরের তিরোধান হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "এই সময়ে (১২৩৯ সালে) জগদীশ্বর আমাদিগের কর্ম্ম এবং উৎসাহের শিরে বিষম বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ মহোপকারী সাহায্যকারী বহুগুণধারী আশ্রয়-দাতা বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সাংঘাতিক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের দন্তে পতিত হইলেন। সুতরাং ঐ মহাত্মার লোকান্তরগমনে আমরা অপর্য্যাপ্ত শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া এক-কালীন সাহস এবং অনুরাগশূন্য হইলাম। তাহাতে প্রভাকর-করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর-কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।"

প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমিদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণে "সংবাদ-রত্নাবলী" প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন।

১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের যে ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে এই রত্নাবলী সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, "বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়া-বাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে 'সংবাদ-রত্নাবলী' আবির্ভূত হইল। মহেশচন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছুমাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। রত্নাবলী সাধারণসমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্ম্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।"

ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "ফলতঃ গুণাকর প্রভাকর-কর বহুকাল রত্নাবলীর সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না। তাহা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-প্রদেশে শ্রীক্ষেত্রাদি তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া, কটকে পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্যামামোহন রায় পিতৃব্য মহাশয়ের সদনে কিছু দিন অবস্থান করিয়া একজন অতি সুপণ্ডিত দণ্ডীর নিকট তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন, এবং তাহার কিয়দংশ বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন।"

১২৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কটক হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়াই প্রভাকরের পুনঃ প্রচার জন্য চেষ্টিত হয়েন। তাঁহার সে বাসনাও সফল হয়। ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র প্রভাকরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত প্রকাশসূত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, "১২৪৩ সালের ২৭এ শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ব্বার বারত্রয়িকরূপে প্রকাশ করি। তখন এই

গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি, আমাদিগের এমত সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ-অসংসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, পাতুরেঘাটানিবাসী সাধারণমঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর এবং তদনুজ বাবু গোপাললাল ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে বয়োপযুক্ত বহন বিত্ত প্রদান করিলেন এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যকক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ক্রটী করেন না। এ কারণ আমরা উল্লিখিত ভ্রাতাদ্বয়ের পরোপকারিতা গুণের ঋণের নিমিত্ত জীবনের স্থায়িত্বকাল পর্য্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখিলাম।"

অল্পকালের মধ্যেই প্রভাকরের প্রভা আবার সমুজ্জ্বা হইয়া উঠে। নগর এবং গ্রাম্য প্রদেশের সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কৃতবিদ্যগণ এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে যথেষ্ট সহায়তা করিতে থাকেন। কয়েক বর্ষের মধ্যেই প্রভাকর এতদুর উন্নতি লাভ করে যে, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় হইতে প্রভাকরকে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত করেন। ভারতবর্ষের দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে এই প্রভাকরই প্রথম প্রাত্যহিক।

প্রভাকর প্রাত্যহিক হইলে, যে সকল ব্যক্তি লিপি-সাহায্য এবং উৎসাহ দান করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৪ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন :—

"প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে যে যে মহোদয় জীবিত আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম,—

শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ন হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, গোপালকৃষ্ণ মিত্র, বিশ্বম্ভর পাইন, গোবিন্দচন্দ্র সেন, ধর্ম্মদাস পালিত, বাবু কানাইলাল ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীশম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর, হরিমোহন সেন, জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক।"

"সীতানাথ ঘোষ, গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গোপালচন্দ্র দত্ত, শ্যামাচরণ বসু, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ শীল এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত, ইঁহারা কেহ তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত প্রভাকরের লেখক বন্ধুর শ্রেণীমধ্যে ভুক্ত হইয়াছেন।"

"শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমাদিগের সম্প্রদায়ের একজন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু, শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের ন্যায় তাবৎ-কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, অতএব ইঁহাদিগের বিষয় প্রকাশ করা অতিরেকমাত্র। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির শ্রমের হস্তে যখন আমরা সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণ করি, তখন তাহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা করিবেন।"

"রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু, ইঁহার সদ্‌গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব? এই সময়ে আমাদিগের পরম স্নেহান্বিত মৃত বন্ধু বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ শেলস্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু, ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইঁহার অধিক শক্তি দৃষ্টি হইতেছে। কবিতা নর্ত্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্যতালে ইঁহার মানসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য কি পদ্য উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।"

"ঠাকুরবংশীয় মহাশয়দিগের নামোল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র, যেহেতু, প্রভাকরের উন্নতি, সৌভাগ্য, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছু, তাহা কেবল ঐ ঠাকুরবংশের অনুগ্রহ দ্বারাই হইয়াছে। মৃত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত করেন। পরে বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও গোপাললাল ঠাকুর, ৺চন্দ্রকুমার-ঠাকুর, ৺নন্দলাল ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু মথুরানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের আশার অতীত কৃপা বিতরণ করিয়াছেন এবং ইঁহাদিগের যত্নে অদ্যাপি অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রতি যথোচিত স্নেহ করিয়া থাকেন।"

"এই প্রভাকরের প্রতি বাবু গিরিশচন্দ্র দেব মহাশয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্য আমরা অত্যন্ত বাধ্য আছি। বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহকরতঃ ইহার সৌভাগ্যবর্দ্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী, রায় হরিনারায়ণ ঘোষ

প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের পত্রে সমাদর করিয়া উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ-যত্নশীল আছেন।"

প্রভাকরের বর্দ্ধ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং সাহায্যকারী সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কলিকাতার প্রায় সমস্ত ধনবান্ এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রভাকরের গ্রাহক ছিলেন। মূল্যদানে অসমর্থ অনেক ব্যক্তিকে ঈশ্বর-চন্দ্র বিনামূল্যে প্রভাকর দান করিতেন। তাহার সংখ্যাও ৩।৪ শত হইবে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানের প্রবাসী বাঙ্গালীগণও গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া নিয়ত স্থানীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাইতেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাতা সংবাদ প্রেরণে প্রভাকরের বিশেষ উপকার করেন। প্রভাকর এই সময়ে বাঙ্গালার সংবাদপত্র সমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া লয়।

১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ড-পীড়ন" নামে একখানি পত্রের সৃষ্টি করেন। ১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত-মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, "১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষণ্ড-পীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্ব্বে কেবল সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধপুঞ্জ প্রকটিত হইত, পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষণ্ড-পীড়ন করিয়া, আপনিই পাষণ্ড-হস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনৈক কৃতঘ্ন ব্যক্তি, যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধার্ম্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগদান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।"

সম্বাদ ভাস্কর-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক দিন হইতেই মিত্রতা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভাস্কর-সম্পাদক তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্ব্বে বন্ধুরূপে এই প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন। এক্ষণে সময়াভাবে আর সেরূপ পারেন না।"

১২৫৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় লেখেন, "ভাস্কর-সম্পাদক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইক্ষণে যে গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহাতে কি প্রকারে লিপি দ্বারা অস্মৎপত্রের আনুকূল্য করিতে পারেন? তিনি ভাস্কর পত্রকে অতি প্রশংসিতরূপে নিষ্পন্ন করিয়া বন্ধুগণের সহিত আলাপাদি করেন, ইহাতেই তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করি। বিশেষতঃ সুখের বিষয় এই যে, সম্পাদকের যে যথার্থ ধর্ম্ম, তাহা তাঁহাতেই আছে।"

এই ১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ড-পীড়ন" এবং তর্কবাগীশ "রসরাজ" পত্র অবলম্বনে কবিতা-যুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লানি এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। দেশের সর্ব্বসাধারণেই সেই লড়াই দেখিবার জন্য মত্ত হইয়া উঠে। সেই লড়াইয়ে ঈশ্বরচন্দ্রেরই জয় হয়।

কিন্তু দেশের রুচিকে বলিহারি! সেই কবিতা-যুদ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনকার পাঠকের বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। দৈবাধীন আমি এক সংখ্যা মাত্র রসরাজ এক দিন দেখিয়াছিলাম। চারি পাঁচ ছত্রের বেশী আর পড়া গেল না। মনুষ্যভাষা যে এত কদর্য্য হইতে পারে, ইহা অনেকেই জানে না। দেশের লোকে এই কবিতা-যুদ্ধে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিহারি রুচি! আমার স্মরণ হইতেছে, দুই পত্রের অশ্লীলতায় জ্বালাতন হইয়া, লং সাহেব অশ্লীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যত্নবান্ ও কৃতকার্য্য হয়েন। সেই দিন হইতে অশ্লীলতা পাপ আর বড় বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যায় না।

অনেকের ধারণা যে, এই বিবাদসূত্রে উভয়ের মধ্যে বিষম শত্রুতা ছিল। সেটি ভ্রম। তর্কবাগীশও গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত হইলে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে সময়ে মৃত্যুশয্যায় পতিত হন, তর্কবাগীশ সে সময়ে রুগ্ন শয্যায় পতিত ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে আসিতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তর্কবাগীশ সেই রুগ্ন শয্যায় শয়ন করিয়া ভাস্করে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা দেওয়া গেল।

"প্রশ্ন! প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোথায়?

উত্তর। স্বর্গে।

প্র। কবে গেলেন?

উ। গত শনিবারে গঙ্গাযাত্রা করিয়াছিলেন, রাত্রি দুই প্রহর এক ঘণ্টা কালে গমন করিয়াছেন।

প্র। তাঁহার গঙ্গাযাত্রা ও মৃত্যু শোকের বিষয়, শনিবাসরীয় ভাস্করে প্রকাশ হয় নাই কেন?

উ। কে লিখিবে? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত।

প্র। কত দিন?

উ। এক মাস কুড়ি দিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই দুইটি নাম দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান, তবে আপনার পীড়ার বিষয়ে ও প্রভাকর-সম্পাদকের মৃত্যুশোক স্বহস্তে লিখিবেন, আর যদি প্রভাকর-সম্পাদকের অনুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের জীবন-বিবরণ ও মৃত্যুশোক প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল।"

তর্কবাগীশ মহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক এক পক্ষ পরই অর্থাৎ ১২৬৫ সালের ২৪এ মাঘ প্রাণত্যাগ করেন।

পাষণ্ডপীড়ন উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্র "সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এখানিতে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইত। "সাধুরঞ্জন" ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল।

অল্পবয়স হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফস্বলের অনেকগুলি সভায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা, টাকীর নীতিতরঙ্গিণী সভা, দর্জ্জিপাড়ার নীতিসভা প্রভৃতির সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা,প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিতেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই; তাহা হইলে সভার জালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রামরঙ্গিণী, শ্যামতরঙ্গিণী, নববাহিনী, ভবদাহিনী প্রভৃতি সভার জালায়, তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ নাই। কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রামরঙ্গিণী সভা, হাটে হাটভঙ্গিনী, মাঠে মাঠসঞ্চারিণী, ঘাটে ঘাটসাধনী, জলে জলতরঙ্গিণী, স্থলে স্থলশায়িনী, থানায় নিথাতিনী, ডোবায় নিমজ্জিনী, বিলে বিলবাসিনী, এবং মাচার নীচে অলাবুসমপহারিণী সভা সকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে।

সে কাল আর এ কালের সন্ধিস্থানে ঈশ্বর গুপ্তের প্রাদুর্ভাব। এ কালের মত তিনি নানা সভার সভ্য, নানা স্কুল কমিটির মেম্বর ইত্যাদি ছিলেন—আবার ও দিকে কবির দলে হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিতেন। নগর এবং উপনগরের সখের কবি এবং হাফ আখড়াই দল সমূহের সঙ্গীতসংগ্রামের সময় তিনি কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত হইয়া সঙ্গীত রচনা করিয়া দিতেন। অনেক স্থলেই তাঁহার রচিত গীত ঠিক উত্তর হওয়ায় তাঁহারই জয় হইত। সখের দলসমূহ সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা করিত, তাঁহাকে পাইলে আর অন্য কবির আশ্রয় লইত না।

সন ১২৫৭ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একটি নূতন অনুষ্ঠান করেন; নববর্ষে অর্থাৎ প্রতিবর্ষে ১লা বৈশাখে তিনি স্বীয় যন্ত্রালয়ে একটি মহতী সভা সমাহূত করিতে আরম্ভ করেন। সেই সভায় নগর, উপনগর এবং মফস্বলের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক এবং সে সময়ের সমস্ত বিদ্বান্ ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইতেন। কলিকাতার ঠাকুরবংশ, মল্লিকবংশ, দত্তবংশ, শোভাবাজারের দেববংশ প্রভৃতি সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা সেই সভায় উপস্থিত হইতেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সভায় মনোরম প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিয়া সভাস্থ সকলকে তুষ্ট করিতেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা তাহা পাঠ করিতেন। যে সকল ছাত্রের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা নগদ অর্থ পুরস্কারস্বরূপ পাইতেন। নগর ও মফস্বলের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ছাত্রদিগকে সেই পুরস্কার দান করিতেন। সভাভঙ্গের পর ঈশ্বরচন্দ্র সেই আমন্ত্রিত প্রায় চারি পাঁচ শত লোককে মহাভোজ দিতেন।

প্রাত্যহিক প্রভাকরের কলেবর ক্ষুদ্র এবং তাহাতে সম্পাদকীয় উক্তি এবং সংবাদাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিতে হইত, এ জন্য ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে মনের সাধে কবিতা লিখিতে পারিতেন না। সেই জন্যই তিনি ১২৬০ সালের ১লা তারিখ হইতে এক একখানি স্থূলকায় প্রভাকর প্রতি মাসের ১লা তারিখে প্রকাশ করিতেন। মাসিক প্রভাকরে নানাবিধ খণ্ডকবিতা ব্যতীত গদ্যপদ্যপূর্ণ গ্রন্থও প্রকাশ করিতে থাকেন।

প্রভাকরের দ্বিতীয়বার অভ্যুদয়ের কয়েক বর্ষ পর হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র দৈনিক প্রভাকর সম্পাদনে ক্ষান্ত হয়েন। কেবল মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন এবং বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ঘটনা

হইলে তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় উক্তি লিখিতেন। সহকারী সম্পাদক বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন। মাসিক পত্র সৃষ্টির পর হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, তাহা সম্পাদন করিতেন। শেষ অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের দেশপর্য্যটনে বিশেষ অনুরাগ জন্মে. সেই জন্যই তিনি সহকারীর হস্তে সম্পাদনভার দান করিয়া, পর্য্যটনে বহির্গত হইতেন। কলিকাতায় থাকিলে, অধিকাংশ সময়ে উপনগরের কোন উদ্যানে বাস করিতেন।

শারদীয়া পূজার পর জলপথে প্রায়ই ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালা ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তিনাশ দর্শনে কবিতা প্রণয়ন পূর্ব্বক প্রভাকরে প্রকাশ করেন। আদিশূরের যজ্ঞস্থলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌড় দর্শন করিয়া তাহার ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে কবিতা রচনা করেন। গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণে বর্ষাধিক কাল অতিবাহিত করেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেইখানেই সমাদর এবং সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন না,তাঁহারাও তাঁহার মিষ্টভাষিতায় মুগ্ধ হইয়া আদর করিতেন। এই ভ্রমণসূত্রে স্বদেশের সকল প্রান্তের সম্ভ্রান্ত লোকের সহিতই তাঁহার আলাপ পরিচয় এবং মিত্রতা হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া মফস্বলের ধনবান্ জমীদারগণ মহানন্দ প্রকাশ করিতেন এবং অযাচিত হইয়া পাথেয়স্বরূপ পর্য্যাপ্ত অর্থ এবং নানাবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য উপহার দিতেন। যাঁহার সহিত একবার আলাপ হইত, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের মিত্রতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেন। মিষ্টভাষিতা এবং সরলতার দ্বারা তিনি সকলেরই হৃদয় হরণ করিতেন। ভ্রমণকালে কোন অপরিচিত স্থানে নৌকা লাগিলে, তীরে উঠিয়া পথে যে সকল বালককে খেলিতে দেখিতেন, তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদিগের বাটীতে যাইতেন। তাহাদিগের বাটীতে লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কোন ফল-মূল দেখিতে পাইলে চাহিয়া আনিতেন। ইহাতে কোন হীনতা বোধ করিতেন না। বালকদিগের অভিভাবকগণ শেষ ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, যথাসাধ্য সমাদর করিতে ত্রুটী করিতেন না। ভ্রমণকালে বালকদিগকে দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে ডাকিয়া গান শুনিতেন এবং সকলকে পয়সা দিয়া তুষ্ট করিতেন।

প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাঁহাদিগের জীবনী প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশবর্ষ কাল নানা স্থান পর্য্যটন এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া, শেষ সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেন। বাঙ্গালীজাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী। সর্ব্বাদৌ ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বহুকষ্টে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তৎপ্রণীত "কালীকীর্ত্তন" ও "কৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে প্রতি মাসের প্রভাকরে রামনিধি সেন (নিধু বাবু), হরুঠাকুর, রাম বসু,নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস. রাসু ও নৃসিংহ এবং আরও কয়েক জন প্রাচীন খ্যাতনামা কবির জীবনচরিত, গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। সেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

মৃত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী এবং তৎপ্রণীত অনেক লুপ্তপ্রায় কবিতা এবং পদাবলী বহুপরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া, সন ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরে প্রকাশ করেন। সেই সনের আষাঢ় মাসে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ।

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে "প্রবোধ প্রভাকর" নামে গ্রন্থ প্রকাশারম্ভ হইয়া, সেই সনের ১লা ভাদ্রে তাহা শেষ হয়। পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন সেই পুস্তক প্রণয়নকালে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন। উক্ত সনের ১লা চৈত্রে "প্রবোধ প্রভাকর" স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়।

তৎপরে প্রতিমাসের মাসিক প্রভাকরে ক্রমান্বয়ে "হিতপ্রভাকর" এবং "বোধেন্দুবিকাশ" প্রকাশ ও সমাপ্ত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অনুজ বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত পরে পুস্তকাকারে "হিতপ্রভাকর" ও "বোধেন্দুবিকাশের" প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। তিনখানি পুস্তকেরই দ্বিতীয় খণ্ড অপ্রকাশিত আছে।

কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস এবং নীতিবিষয়ক অনেকগুলি কবিতা "নীতিহার" নামে প্রভাকরে প্রকাশ করেন।

১২৬৫ সালের মাঘ মাসের মাসিক প্রভাকর

সম্পাদনের পর ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মঙ্গলাচরণ এবং পরবর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করিয়াই তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন।

অবিশ্রান্ত মস্তিষ্ক চালনাসূত্রে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইত। সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে জলপথে এবং স্থলপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ১২৬০ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রমবৃদ্ধি হয়। মাসিক পত্র সম্পাদন এবং উপর্য্যুপরি কয়খানি গ্রন্থ এই সময় হইতে লিখেন। কিন্তু এই সময়টিই তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্নকালস্বরূপ সমুজ্জ্বল।

১২৬৫ সালের মাঘের মাসিক প্রভাকর সম্পাদন করিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন। শেষ তাহা বিকারে পরিণত হয়। উক্ত সনের ৮ই মাঘের প্রভাকরের সম্পাদকীয় উক্তিতে নিম্নলিখিত কথা প্রকাশ হয়।

"অদ্য কয়েক দিবস হইতে আমাদিগের সর্ব্বাধ্যক্ষ কবিকুলকেশরী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় জ্বরবিকার রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত আছেন। শারীরিক গ্লানি যথেষ্ট হইয়াছিল, সদুপযুক্ত গুণযুক্ত এতদ্দেশীয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন। তদ্দ্বারা শারীরিক গ্লানি অনেক নিবৃত্তি পাইয়াছে। ফলে এক্ষণে রোগ নিঃশেষ হয় নাই।"

ঈশ্বরচন্দ্রের রোগের সংবাদ প্রকাশ হইবামাত্র দেশের সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং মিত্রমণ্ডলী দুঃখিতান্তঃকরণে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে যান। অনেকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট অবস্থান, তত্ত্বাবধান এবং চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দান করিতে থাকেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পীড়ায় সাধারণকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন এবং বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, পরদিনে অর্থাৎ ৯ই মাঘের প্রভাকরে তাঁহার অবস্থার ও চিকিৎসার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

তৎপরদিন অর্থাৎ ১০ই মাঘের প্রভাকরে তাহার পরবৃত্তান্ত লিখিত হয়। পীড়ায় সকল মনুষ্যেরই দুঃখ সমান—সকল চিকিৎসকেরই বিদ্যা সমান এবং সকল ব্যাধিরই পরিণাম শেষ এক। অতএব সে সকল কিছুই উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখি না।

১০ই মাঘ শনিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনাশা ক্ষীণ হইয়া আসিলে, হিন্দুপ্রথামত তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়। ১২ই মাঘ সোমবারের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র লেখেন,—

"সংবাদ প্রভাকরের জন্মদাতা ও সম্পাদক আমার সহোদর পরমপূজ্যবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় গত ১০ই মাঘ শনিবার রজনী অনুমান দুই প্রহর এক ঘটিকা কালে শ্রীভাগীরথী-তীরে নীরে সজ্ঞানে অনবরত স্বীয়াভীষ্টদেব ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক এতন্মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে পরমেশ্বর সাক্ষাৎকারে গমন করিয়াছেন।"

এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্য তাঁহার স্বহস্তগঠিত।

তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া, অনুজ রামচন্দ্রের সহিত পরান্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। একদা সেই সময়ে রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "ভাই, আমাদিগের মাসিক ৪০ টাকা আয় হইলে উত্তমরূপ চলিবে। শেষ প্রভাকরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের দৈন্যদশা বিদূরিত হইয়া, সম্ভ্রান্ত ধনবানের ন্যায় আয় হইতে থাকে। প্রভাকর হইতেই অনেক টাকা আসিত। তদ্ব্যতীত সাধারণের নিকট হইতে সকল সময়েই বৃত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। একদা অনুজ রামচন্দ্রকে অর্থোপার্জ্জনে উদাসীন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এক দিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি, তোর দশা কি হইবে ?" বাস্তবিক ঈশ্বরচন্দ্রের সেইরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

অর্থের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র মমতা ছিল না। পাত্রাপাত্র ভেদ জ্ঞান না করিয়া সাহায্যপ্রার্থী মাত্রকেই দান করিতেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ প্রতিনিয়তই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন, ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁহাদিগকে নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তিদান ব্যতীত সময়ে সময়ে অর্থসাহায্য করিতেন। পরিচিত বা সামান্য পরিচিত ব্যক্তি, ঋণ প্রার্থনা করিলে, তদ্দণ্ডেই তাহা প্রদান করিতেন। কেহ সে ঋণ পরিশোধ না করিলে, তাহা আদায় জন্য ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা করিতেন না। এই সূত্রে তাঁহার অনেক অর্থ পরহস্তগত হয়। সমধিক আয় হইতে থাকিলেও তাহার রীতিমত কোন হিসাবপত্র ছিল না। ব্যয় করিয়া যে সময়ে যত টাকা বাঁচিত, তাহা কলিকাতার কোন না কোন ধনী লোকের নিকট রাখিয়া দিতেন। তাহার রসিদপত্র লইতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (!!) সেই টাকাগুলি

আত্মসাৎ করেন। রসিদ অভাবে তদীয় ভ্রাতা তৎসমস্ত আদায় করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাটীর দ্বার অবারিত ছিল। দুই বেলাই ক্রমাগত উনুন জ্বলিত, যে আসিত, সেই আহার পাইত। তিনি প্রায় মধ্যে মধ্যে ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মীয়, মিত্র এবং ধনী লোকদিগকে আহার করাইতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি বৎসর বাঙ্গালার অনেক সম্রান্ত লোকের নিকট হইতে মূল্যবান্ শাল উপহার পাইতেন। তৎসমস্ত গাঁটরী বাঁধা থাকিত। একদা একজন পরিচিত লোক বলিলেন, "শালগুলা ব্যবহার করেন না, পোকায় কাটিবে, নষ্ট হইয়া যাইবে কেন? বিক্রয় করিলে অনেক টাকা পাওয়া যাইবে। আমাকে দিউন, বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া দিব।" ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কয়েক শত টাকা মূল্যের এক গাঁটরী শাল তাহাকে দিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি আর টাকাও দেয় নাই, শালও ফিরাইয়া দেয় নাই। ঈশ্বরচন্দ্রও তাহার আর কোন তত্ত্ব লয়েন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্যকালে যদিও উদ্ধত, অবাধ্য এবং স্বেচ্ছানুরক্ত ছিলেন, বয়োবৃদ্ধি সহকারে সে সকল দোষ যায়। তিনি সদাই হাস্যবদন। মিষ্ট কথা, রসের কথা, হাসির কথা নিয়তই মুখে লাগিয়া থাকিত। রহস্য এবং ব্যঙ্গ তাঁহার প্রিয় সহচর ছিল। কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন না। তিনি সদালাপী ছিলেন। কথায় হউক, বক্তৃতায় হউক, বিবাদে হউক, কবিতায় হউক, গীতে হউক, লোককে হাসাইতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। সামান্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন। শত্রুরাও তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইত।

চরিত্রটি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিল না। পানদোষ ছিল। প্রকাশ আছে যে, যে সময়ে তিনি সুরাপান করিতেন, সে সময়ে লেখনী অনর্গল কবিতা প্রসব করিত। যে কোন শ্রেণীর যে কোন পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তি যে কোন সময়ে তাঁহাকে যে কোন প্রকার কবিতা, গীত বা ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিতে অনুরোধ করিত, তিনি আনন্দের সহিত তাহাদিগের আশা পূর্ণ করিতেন। কাহাকেও নিরাশ করিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ আপন কবিতায় স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সুরাপান করিতেন।

(১) এক (২) দুই (৩) চারি ছেড়ে দেহ ছয় (৬)।
পাঁচেরে (৫) করিলে হাতে রিপু রিপু নয়॥
তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটী।
বাবু সেজে পাটীর উপরে রাখি পাটী॥
পাত্র হয়ে পাত্র পেয়ে ঢোলে মারি কাটি।
ঝোলমাখা মাছ নিয়া চাটি দিয়া চাটি॥

তিনি সুরাপান করিতেন, এজন্য লোকে নিন্দা করিত। তাই ঈশ্বর গুপ্ত মধ্যে মধ্যে কবিতায় তাহাদিগের উপর ঝাল ঝাড়িতেন। ঋতু কবিতার মধ্যে পাঠক এই সংগ্রহে দেখিতে পাইবেন।

যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক, স্কুলের ছাত্র, কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার স্মৃতিপথে বড় সমুজ্জ্বল। তিনি সুপুরুষ, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন। কথার স্বর বড় মধুর ছিল। আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে একটু গম্ভীরভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন। তাঁহার কতকগুলি নন্দীভৃঙ্গী থাকিত, রসাভাসের ভার তাহাদের উপর পড়িত। ফলে তিনি রস ব্যতীত এক দণ্ড থাকিতে পারিতেন না। স্বপ্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভালবাসিতেন। আমরা বালক হইলেও আমাদিগকেও শুনাইতে ঘৃণা করিতেন না। কিন্তু হেমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার আবৃত্তিশক্তি পরিমার্জ্জিত ছিল না। যাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কবিতা রচনার জন্য দীনবন্ধুকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র—তিনিই প্রথম প্রাইজ পান। তাঁহার রচনা-প্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল—সরল স্বচ্ছ—দেশী কথায়, দেশীভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্পবয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধ হয়, তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র, সকলেই গিয়াছেন—তাঁহাদের কথাগুলি লিখিবার জন্য আমি আছি।

---

(১) কাম (২) ক্রোধ (৩) লোভ (৪) মোহ (৬) মাৎসর্য্য (৫) মদ। "রিপু রিপু নয়" অর্থাৎ "মদ" শব্দ এখানে রিপু অর্থে বুঝিবে না।

সুরাপান করুন, আর পাঁটার স্তোত্র লিখুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিলাসী ছিলেন না। সামান্য বেশে সামান্য ভাবে অবস্থান করিতেন। যথেষ্ট অর্থ থাকিলেও ধনী ব্যক্তির উপযোগী সাজসজ্জা কিছুই করিতেন না। বৈঠকখানায় একখানি সামান্য গালিচা বা মাদুর পাতা থাকিত, কোন প্রকার আসবাব থাকিত না। সম্ভ্রান্ত লোকেরা আসিয়া তাহাতে বসিয়াই ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া তৃপ্ত হইয়া যাইতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

কবিত্ব।

ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি? ভারতবর্ষে পূর্ব্বে জ্ঞানীমাত্রকেই কবি বলিত। শাস্ত্রবেত্তারা সকলেই "কবি।" ধর্ম্মশাস্ত্রকারও কবি, জ্যোতিষশাস্ত্রকারও কবি।

তার পর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। "কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ।" এখানে অর্থটা ইংরেজি Poet শব্দের মত। তার পর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে "কবির লড়াই" হইত। দুই দল গায়ক জুটিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচনার নাম "কবি।"

আবার আজকাল কবি অর্থে poet; তাহাকে পারা যায়, কিন্তু "কবিত্ব" সম্বন্ধে আজকাল বড় গোল। ইংরেজিতে যাহাকে Poetry বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি না, আমরা বিচার করিতে বাধ্য।

পাঠক বোধ হয়, আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না যে, এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা আমি বুঝাইতে বসিব। অনেক ইংরেজ ও বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না। মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া, তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না; সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইঁহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরামালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। কাশীরামের মত সুভদ্রা-হরণ কি শ্রীবৎসচিন্তা, কৃত্তিবাসের মত তরণীসেন-বধ, মুকুন্দরামের মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না; বৈষ্ণবকবিদের মত বীণায় ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।

সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে যে, তার অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শসকল আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে, সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি। মধুসূদনাদি তাহা পারিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই. এই জন্য এই অর্থে আমরা মধুসূদনাদিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া, ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্নশ্রেণীতে ফেলিয়াছি। কিন্তু এইখানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছু রহিল না?

রহিল বৈ কি! যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈ কি। ঈশ্বর গুপ্ত সেই রসের রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়, অন্যে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্ব্বণে পিটাপুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন; অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল সাজাইয়া কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাবৎ তাহার সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকে উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন, তোমরা মাতা বা

শিশুর চক্ষে অশ্রুবিন্দুশ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও, তিনি চালের দরটি কসিয়া দেখিয়া তাহার ভিতর একটু রস পান ;—

'মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে
ভাঙ্গা মন আর গড়ে নাকো।'

তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে, উনুনগোড়ায় বসাইয়া, শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের সংসারে এক রকম খাঁটী কাব্যরস বাহির করেন ;—

"বধূর মধুর খনি, মুখ-শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায় চক্ষু ছলছল॥"

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধূঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্যরস পান, তপ্‌সে-মাছে মৎস্যভাব ছাড়া তপস্বিভাব দেখেন। পাঁটায় বোকা গন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, তোমাদের এ দেশ, এ সমাজ বড় রঙ্গভরা। তোমরা মাথা কুটাকুটি করিয়া দুর্গোৎসব কর, আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি। তোমরা এ ওকে ফাঁকি দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাসি হাস, ওখানে মিছা কান্না কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় গুণবতী, বড় মনোমোহিনী, প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্ম্মের ভাণ্ডার,—তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমি দেখি, উহারা বড় রঙ্গের জিনিস। মানুষে যেমন রূপী বাঁদর পোষে, আমি বলি, পুরুষে তেমনি মেয়েমানুষ পোষে, উভয়কে মুখ ভেঙ্গানোতেই সুখ। স্ত্রীলোকের রূপ আছে—তাহা তোমার আমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন, কিন্তু তিনি বলেন, উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা নহে—উহা দেখিয়া হাসিবার কথা। তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন, মাঘমাসের প্রাতঃস্নানের সময় যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য, যুবতীগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয় ত, সেই নীহারশীতল স্বচ্ছসলিলধৌত কবিতকান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন, "দেখ—দেখি, কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময় পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাহাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর।" তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্ম্মে আস্থা ও যত্ন দেখিয়া বলিবে, "ধন্য স্বামিপুত্রসেবাব্রত। ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য।" ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিবেন, রন্ধনের চাল চর্ব্বণেই গেল, পিটুলির জন্য কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামী ভোজন করাইবার সময়ে শাশুড়ী-ননদের মুণ্ড ভোজন হইল এবং কুটুম্ব-ভোজনের সময় লজ্জার মুণ্ড ভোজন হইল। স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirst। ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিদ্বেষপ্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের রচনা অনেক সময় হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ এবং পরশ্রীকাতরতাপরিপূর্ণ ; পড়িয়া বোধ হয়, ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মা'র পেটে জন্মিয়াছে—দুয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরঘাতিনী রসিকতাও এ দেশে প্রবেশ করিয়াছে। হুতোম পেঁচার নক্‌সা বিদ্বেষপরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না, কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি। গৌরীশঙ্করকে গালি দিবার সময়েও রাগ করিয়া গালি দেন না। সেটা কেবল জিগীষা—ব্রাহ্মণকে কুভাষায় পরাজয় করিতে হইবে, এই জিদ। কবির লড়াই ঐ রকম শত্রুতাশূন্য গালাগালি। ঈশ্বর গুপ্ত "কবির লড়াইয়ে" শিক্ষিত—সে ধরণটা তাঁহার ছিল।

অন্যত্র তাও না কেবল আনন্দ। যে যেখানে সম্মুখে পড়ে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহারই গালে এক চড়, নহে একটা কানমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন—কারণ আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু হাসিবার জন্য। কেহই চড়চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গবর্ণর জেনেরল, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, কৌন্সিলের মেম্বর হইতে মুটে, মাঝি, উড়িয়া বেহারা কেহ ছাড়া নাই। এক একটি চড়-চাপড় এক একটি বজ্র—যে মারে, তাহার রাগ নাই ; কিন্তু যে খায়, তার হাড়ে হাড়ে লাগে। তাতে আবার পাত্রাপাত্র-বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন—

"বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে"

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত দুই চরণে আমাদের ঢেরা সই রহিল—

"সিন্দূরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি।
নসী যশী ক্ষেমী বামী রামী শ্যামী গুল্‌কী॥"

মহারাণীকে স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agitator-দের কান ধরিয়া টানাটানি—

"তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু;
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেমন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙ্গে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসী হব,
ঘুঁসি খেলে বাঁচব না।"

সাহেব বাবুরা কবির কাছে অনেক কানমলা খাইয়াছেন—একটা নমুনা—

"যখন আস্‌বে শমন করবে দমন
কি বোলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি হুট বোলে, বুট পায়ে দিয়ে
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে?"

এক কথায় সাহেবদের নৃত্য-গীত—

"গুড়্‌ গুড়্‌ গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥"

সখের বাবু বিনা সম্বলে—

"তেড়া হয়ে তুড়ি মেরে, টপ্পাগীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হন, পচা শাল চেয়ে॥
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা, এঁটোকাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেয়ে॥"

কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের ঐ ধরণ নাই। অনেক স্থানেই কেবল রঙ্গরস, কেবল আনন্দ। তপসে-মাছ লইয়া আনন্দে—

"কষিত কনক-কান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপদাড়ী তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে॥"

অথবা আনারসে—

"লুণ মেখে নেবুরস রসে যুক্ত করি!
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা চিনি তায় ভরি॥"

অথবা পাঁটা—

"সাধ্য কার একমুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে॥
হাড়কাঠে ফেলে দিই ধ'রে দুটি ঠ্যাঙ্গ।
সে সময় বাদ্য করে ছ্যাডাঙ্গ ছ্যাডাঙ্গ॥
এমন পাঁঠার নাম, যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়ে বংশে বোকা॥"

তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বর গুপ্ত মেকির উপর গালিগালাজ করিতেন। মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন, মেকি সাহেবেরা গালি খাইতেন, মেকি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা "নস্য-লোসা দধিচোষার" দল গালি খাইতেন। হিন্দুর ছেলে মেকি খ্রীষ্টিয়ান হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহার রাগ সহ্য হইত না। মিশনরিদিগের ধর্ম্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটিক্সের উপর রাগ। যথাস্থানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ পাইবেন, এ জন্য এখানে উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম না।

অনেক সময় ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোধসম্ভূত। অশ্লীলতা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান দোষ। উহা বাদ দিতে গিয়া, ঈশ্বর গুপ্তকে Bowdlerize করিতে গিয়া, আমরা তাঁহার কবিতাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছি। যিনি কাব্যরসে যথার্থ রসিক, তিনি আমাদিগকে নিন্দা করিবেন। কিন্তু এখনকার বাঙ্গালা লেখক বা পাঠকের যেরূপ অবস্থা, তাঁহাতে কোনরূপেই অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র রাখিতে পারি না। ইহাও জানি যে, ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তির জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সভ্যভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার

বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। ঋষিরাও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। সেকালের বাঙ্গালীদিগের ইহা এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, অশীতিপর বৃদ্ধ ধর্ম্মাত্মা, আজন্ম সংযতেন্দ্রিয়, সভ্য, সুশীল, সজ্জন, এমন সকল লোকও কুকাজ দেখিয়াই রাগিলেই "বদ্‌জোবান" আরম্ভ করিতেন। তখনকার রাগ-প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল। ফলে সে সময় ধর্ম্মাত্মা এবং অধর্ম্মাত্মা উভয়কেই অশ্লীলতায় সুপটু দেখিতাম—প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্ম্মাত্মা। যিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অশ্লীল, তিনি পাপাত্মা। সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ন যে মাতা, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটী সোনা কাড়িয়া লইয়া, তাহার পরিবর্ত্তে এক পিত্তলের সামগ্রী দিয়া গেল—মার বদলে বিমাতা। তার পর যৌবনের যে অমূল্য রত্ন—শুধু যৌবনের কেন, যৌবনের, প্রৌঢ়বয়সের, বার্দ্ধক্যের তুল্যরূপেই অমূল্যরত্ন যে ভার্য্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। যাহা গ্রহণীয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না. কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তার পর অল্পবয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র অন্নকষ্টে পড়িলেন! কত বানরে, বানরের অট্টালিকায় শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর, সর, পায়সান্ন ভোজন করে, আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া, শাকান্নের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত। কত কুক্কুর বা মর্কট বরূপে জুড়ী জুতিয়া তাঁহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগ্দেবী ধারণ করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার কাদা ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন না। দুর্ব্বল মনুষ্য হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়া, দুঃখের গহ্বরে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিভাশালীরা প্রায়ই বলবান্।

ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে, সমাজকে স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অত্যাচারজনিত যে ক্রোধ, তাহা মিটিল না। জ্যেঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া বিলক্ষণ উত্তম-মধ্যম দিতে লাগিলেন। সেকেলে বাঙ্গালীর ক্রোধ কদর্য্যের উপর কদর্য্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত। বোধ হয়, ইহাদিগের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবদ্বিজাদি প্রভৃতি যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র, তাহারই প্রতি ব্যবহার্য্য—যে দুরাত্মা, তাহার জন্য এই কদর্য্য ভাষা। এইরূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতা আসিয়া পড়িয়াছে।

আমরা ইহাও স্বীকার করি যে, তাহা ছাড়া অন্য বিষয়ে অশ্লীলতাও তাঁহার কবিতায় আছে। কেবল রঙ্গদারীর জন্য, শুধু ইয়ারকির জন্য এক আধটুকু অশ্লীলতাও আছে। কিন্তু দেশ-কাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর কবি, চোরপঞ্চাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিলেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে—দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা-পার্ব্বণ অশ্লীল, উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্রি বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী, হাফ-আকড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত। ঈশ্বর গুপ্ত সেই বাতাসে জীবন-প্রাপ্ত ও বর্দ্ধিত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা অনায়াসে একটুখানি মার্জ্জনা করিতে পারি।

আর একটা কথা আছে। অশ্লীলতা সকল সভ্যসমাজেই ঘৃণিত। তবে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরাজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরাজেরা করেন না। ইংরাজের কাছে প্যান্টালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল—ইংরাজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি, পায়জামা বা উরু শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না; মা, ভগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে, স্ত্রীপুরুষে মুখ-চুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীলব্যাপার, কিন্তু ইংরাজের চক্ষে উহা পবিত্র কার্য্য। মাতৃপিতৃসমক্ষেই

উহা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা দেশী জিনিস সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতী জিনিস সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন যে, তাঁহাদের পরস্ত্রীর মুখ-চুম্বনে আপত্তি নাই, কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ, আলতাপরা মলপরা পা দর্শনে বিশেষ আপত্তি। ইহাতে আমরা কেবলই যে জিতিয়াছি, এমত নহে, একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই। মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্ব্বত-শৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতী রুচি-বিরুদ্ধ; স্তন বিলাতী রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্য বাবু হয় ত ইহা শুনিয়া কানে অঙ্গুল দিয়া পরস্ত্রী-মুখচুম্বন ও করস্পর্শের মহিমা-কীর্ত্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এই বুঝি যে, পৃথিবী আমাদিগের জননী। তাই তাঁকে ভক্তিভাবে, স্নেহ করিয়া "মাতা বসুমতী" বলি; আমরা তাঁহার সন্তান; সন্তানের চক্ষে মাতৃস্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপচিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহে—এখানে পাঠকের হৃদয় নরক। এখানে ইংরাজি রুচি বিশুদ্ধ নহে, দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতি রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মমুর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাহারা রামায়ণ কুমার-সম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা-শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল। এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প, শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।

অন্যের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে বে-কসুর খালাস দিতে রাজি; কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, আর অনেক স্থানেই তত সহজে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদর্য্য, যথার্থ অশ্লীল এবং বিরক্তিকর। তাহার মার্জ্জনা নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের যে অশ্লীলতার কথা আমরা লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না। আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে নেড়ামুড়া করিয়া বাহির করিয়াছি। অনেকগুলিকে কেবল অশ্লীলতা দোষ জন্যই একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে তাঁহার কবিতার এই দোষের এত বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম, তাহার কারণ এই যে, এই দোষ তাঁহার প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার, তাহা বুঝিতে গেলে, তাহার দোষ গুণ দুই বুঝাইতে হয়। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিষ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্ত্তি তাহা ত আমাদের হাতেই আছে পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বলিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা, জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হইয়াছি যে, একজন যুবা কলিকাতায় আসিয়া, সাহিত্যে ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে? তাহাও দেখিতে পাই—নিজ প্রতিভাগুণে। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভানুযায়ী ফল ফলে নাই, প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে। এখন ইহা এক প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম যে, প্রতিভা ও সুরুচি পরস্পর সখী—প্রতিভার অনুগামী সুরুচি। ঈশ্বর গুপ্তের

বেলা তাহা ঘটে নাই কেন? এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তাই আমি দেশের রুচি বুঝাইলাম, কালের রুচি বুঝাইলাম এবং পাত্রের রুচিও বুঝাইলাম। বুঝাইলাম যে, পাত্রের রুচির অভাবের কারণ (১) পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহধর্ম্মিণী অর্থাৎ যাঁহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম্ম শিক্ষা করি, তাঁহার পবিত্র সংসর্গের অভাব (৪) সমাজের উপর অত্যাচার এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে মেঘে প্রভাকরের তেজোহ্রাস করিয়াছিল, এই সকল উপাদানে তাহার জন্ম। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন অশ্লীল, তখন কুরুচির বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, ভারতচন্দ্রাদির ন্যায় কোথাও কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অশ্লীল নহেন। তাই দর্পণতলস্থ প্রতিবিম্বের সাহায্যে প্রতিবিম্বধারী সত্তাকে বুঝাইবার জন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অশ্লীলতা দোষ এত সবিস্তারে সমালোচনা করিলাম। ব্যাপারটা রুচিকর নহে। মনে করিলে, নমঃ নমঃ বলিয়াই দুই কথায় সারিয়া যাইতে পারিতাম। অভিপ্রায় বুঝিয়া বিস্তারিত সমালোচনা পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

মানুষটা কে, আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক—কবিতা না হয় এখন থাক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্ত বিলাসী ছিলেন না। অথচ দেখিতে পাই, মুখের আটক-পাটক কিছুই নাই। অশ্লীলতায় ঘোর আমোদ, ইয়ারকি ভরা—পাঁটার স্তোত্র লেখেন, তপসে মাছের মজা বুঝেন, লেবু দিয়া আনারসের পরমভক্ত, সুরাপান * সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠ—আবার বিলাসী কারে বলে? কথাটা বুঝিয়া দেখা যাউক।

এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত কতকগুলি নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক কবিতা পাইবেন। অনেকের পক্ষে ঐগুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু যদি পাঠক ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে চাহেন, তবে সেগুলি ফরমায়সি কবিতা নহে। কবির আন্তরিক কথা তাহাতে আছে, অনেকগুলির মধ্যে ঐ কয়েকটি বাছিয়া দিয়াছি—আর বেশী দিলে রসিক বাঙ্গালী পাঠকের বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পরমার্থবিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে পদ্যে যত লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই। এ গ্রন্থ পদ্যসংগ্রহ বলিয়া আমরা তাঁহার সে গদ্য কিছুই উদ্ধৃত করি নাই. কিন্তু সে গদ্য পড়িয়া বোধ হয় যে, পদ্য অপেক্ষাও বুঝি গদ্যে তাঁহার মনের ভাব আরও সুস্পষ্ট। এই সকল গদ্য ও পদ্যে প্রণিধান করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারিব যে, ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম্ম, একটা কৃত্রিম ভান ছিল না। ঈশ্বরে তাঁর আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি মদ্যপ হউন, বিলাসী হউন, কোন হবিষ্যাশী নামাবলীধারীতে সেরূপ আন্তরিক ঈশ্বরের ভক্তি দেখিতে পাই না। সাধারণ ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বরভক্তের মত তিনি ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন। যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখামুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে যথার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ পিতা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। মুখামুখী হইয়া বাপের সঙ্গে বচসা করিতেন। কখন বাপের আদর পাইবার জন্য কোলে বসিতে যাইতেন, আপনি বাপকে কত আদর করিতেন, উত্তর না পাইলে কাঁদাকাটা বাধাইতেন। বলিতে কি, তাঁহার ঈশ্বরে গাঢ় পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা যায় না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বর সম্মুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বলিয়া তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে বকিয়া ফাটাইয়া দিতেছেন। বাপ নিরাকার নিগুর্ণ চৈতন্য মাত্র, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ বাপ নহেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক সময়ে কষ্ট হইত।

"কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্।
একবার তাহে তুমি, নাহি দাও কান॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্বলোকে কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয়॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হয়ে তুমি হ'লে কালা।

* সুরাপানের মার্জ্জনা নাই। মার্জ্জনার আমিও কোন কারণ দেখাইতে ইচ্ছুক নহি। কেবল সে সম্বন্ধে পাঠককে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির এই উক্তিটি স্মরণ করিতে বলি—"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

মনে সাধ কথা কই নিকটে আনিয়া।
অধীর হলেম ভেবে, বধির জানিয়া॥”

এ ভক্তের স্তুতি নহে—এ বাপের উপর বেটার অভিমান। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি পিতৃপদ লাভ করিয়াছ সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য নহি।

ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বরভক্তির যথার্থ স্বরূপ যিনি অনুভূত করিতে চান, ভরসা করি, তিনি এই সংগ্রহের উপর নির্ভর করিবেন না। এই সংগ্রহ সাধারণের আয়ত্ত ও পাঠ্য করিবার জন্য ইহা নানাদিকে সঙ্কীর্ণ করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কতকগুলি গদ্য পদ্য প্রবন্ধ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তি বুঝিতে পারিবেন। সেগুলি যাহাতে পুনর্মুদ্রিত হয়, সে যত্ন পাইব।

বৈষ্ণবগণ বলেন, হনুমানাদি দাস্যভাবে, শ্রীদামাদি সখ্যভাবে, নন্দ-যশোদা পুত্রভাবে এবং গোপীগণ কান্তভাবে সাধনা করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার সকল আমাদিগের হইতে এত দূর সংস্থিত যে, তদালোচনায় আমাদের যাহা লভনীয়, তাহা আমরা বড় সহজে পাই না। যদি হনুমান্, উদ্ধব, যশোদা বা শ্রীরাধাকে আমাদের কাছে পাইতাম, তবে সে সাধনা বুঝিবার চেষ্টা কতক সফল হইত। বাঙ্গালার দুইজন সাধক আমাদের বড় নিকট। দুই জনই বৈদ্য, দুইজনেই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইঁহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, পুত্র বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।

“তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার॥
পিতৃ নামে নাম পেয়ে উপাধি পেয়েছি।
জন্মভূমি জননীর, কোলেতে বসেছি॥
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্তভাবে, ভাব গুপ্ত রয়?”

পুনশ্চ—আরও নিকটে—

“তোমার বদনে যদি না সরে বচন।
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন॥
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায়॥”

যার এই ঈশ্বর-ভক্তি, যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্ব্বদা নিকটে অতি নিকটে দেখে—ঈশ্বর-সংসর্গতৃষ্ণায় যাহার হৃদয় এইরূপে দগ্ধ—সে কি বিলাসী হইতে পারে? হয় হউক। আমরা এরূপ বিলাসী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী দেখিতে চাই না।

তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসী, হবিষ্যাশী বা অভোক্তা ছিলেন না, পাঁটা, তপ্‌সেমাছ বা আনারসের গুণ গাহিতে ও রসাস্বাদনে উভয়েই সমর্থ ছিলেন। যদি ইহা বিলাসিতা হয়, তিনি বিলাসী ছিলেন। তাঁহার বিলাসিতা তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—

“লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা, কৃপণের ঘরে॥”

শাকান্নমাত্র যে ভোজন না করে, তাহাকেই বিলাসিমধ্যে গণনা করিতে হইবে, ইহাও আমি স্বীকার করি না। গীতায় ভগবদুক্তি এই—

“আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
স্নিগ্ধা রস্যাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥”

স্থূলকথা এই, যাহা আগে বলিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু, এবং মেকি ধর্ম্মের শত্রু। লোভী, পরদ্বেষী অথচ হবিষ্যাশী ভণ্ডের ধর্ম্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। ভণ্ডের ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া তিনি জানিতেন না। তিনি জানিতেন, ধর্ম্ম ঈশ্বরানুরাগে, আহারত্যাগে নহে। যে ধর্ম্মে ঈশ্বরানুরাগ ছাড়িয়া পানাহারত্যাগকে ধর্ম্মের স্থানে খাড়া করিতে চাহিত—তিনি তাহার শত্রু। সেই ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ পাঁটার স্তোত্র, আনারসের গুণগানে এবং তপসের মহিমা বর্ণনায় কবির এত সুখ হইত। মানুষটা বুঝিলাম, নিজে ধার্ম্মিক, ধর্ম্ম খাঁটি, মেকির উপর খড়্গাহস্ত। ধার্ম্মিকের কবিতায় অশ্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয়, তাহা বুঝিয়াছি। বিলাসিতা কেন দেখি, বোধ হয়, তাহা এখন বুঝিলাম।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ব্যঙ্গের কথায়, ব্যঙ্গের কথা হইতে তাঁহার অশ্লীলতার

কথায়, অশ্লীলতার কথা হইতে তাঁহার বিলাসিতার কথায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে।

অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শব্দ-ছটায়, অনুপ্রাস যমকের ঘটায় তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়। অনুপ্রাস-যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই-ভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না দেখিয়া, অনেক সময় রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে তাঁহার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকানুপ্রাসে অনুরাগ, দেশ, কাল, পাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ি। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বেই —কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালীওয়ালার পাঁচালীতে ইহার বেশী বাড়াবাড়ি। দাশরথি রায় অনুপ্রাস-যমকে বড় পটু—তাই তাঁর পাঁচালী লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমত নহে। কিন্তু অনুপ্রাস-যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, পাঁচালীওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান নাই। এই অলঙ্কার-প্রয়োগের পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই—এত অনুপ্রাস-যমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে নাই। এখানেও মার্জ্জিত রুচির অভাব জন্য বড় দুঃখ হয়।

অনুপ্রাস যমক যে সর্ব্বত্রই দুষ্য, এমত কথা আমি বলি না। ইংরাজীতে ইহা বড় কদর্য্য শুনায় বটে, কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর। কিছুরই বাহুল্য ভাল নহে—অনুপ্রাস-যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া ঢাকিয়া পরিমিতভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে, বাঙ্গালাতেও তাই। মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেন,—বড় বুঝিয়া সুঝিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া, ব্যবহার করেন—মধুর হয়। শ্রীমান্ অক্ষয়চন্দ্র সরকার গদ্যে কখন কখন দুই এক বুঁদ অনুপ্রাস ছাড়িয়া দেন, রস উছলিয়া উঠে। ঈশ্বর গুপ্তের এক একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে—

"বিবিজান চ'লে যান লবেজান ক'রে॥"

ইহার তুলনা নাই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময় অসময় নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীমা সম্বন্ধ নাই—একবার অনুপ্রাস-যমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে। এইরূপ শব্দ ব্যবহারে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগিশূন্য অধিপতি। এই দোষগুণের উদাহরণ-স্বরূপ দুইটি গীত বোধেন্দুবিকাশ হইতে উদ্ধৃত করিলাম,—

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কে রে, বামা, বারিদবরণী,
তরুণী, ভালে, ধ'রেছে তরণি,
কাহার ঘরণী, আসিয়ে ধরণী,
করিছ দনুজ-জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ,
অনুপম রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদননিধনকরণকারণ,চরণ শরণ লয়॥
বামা, হাসিছে ভাসিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কাররবে বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয়।
বামা, টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে,
ছলিছে ভুবনময়॥
কে রে, ললিতরসনা, বিকটদশনা,
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা,
আসবে মগনা রয়॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কে রে বামা, ষোড়শী রূপসী,
সুরেশী, এ যে, নহে মানুষী,
ভালে শিশু শশী, করে শোভে অসি,
রূপমসী চারু ভাস,
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হ'তেছে কম্প,
গেল রে পৃথ্বী, করে কি কীর্ত্তি,
চরণে কৃত্তিবাস॥
কে রে, করাল-কামিনী, মরালগামিনী,
কাহার স্বামিনী, ভুবনভামিনী
রূপেতে প্রভাত, করিছে যামিনী,

কে রে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে,
রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির অঙ্গে,
করিছে তিমির নাশ।
আহা, যে দেখি পূর্ব্ব, যে ছিল গর্ব্ব,
হইল খর্ব্ব, গেল রে সর্ব্ব,
চরণসরোজে, পড়িয়ে শর্ব্ব, করিছে সর্ব্বনাশ।
দেখি, নিকট মরণ, কর রে স্মরণ,
মরণহরণ, অভয়চরণ,
নিবিড় নবীন নীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ॥

ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তাঁহার যেমন এই গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে—যখন অনুপ্রাস-যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছিলেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায় এমন বাঙ্গালীর এমন প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই—ইংরাজীনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল ভাষা নহে—ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা, দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় কেলাকা ফুল নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্যোগী—তাহার বিশেষ কারণ, তাঁহার ভাষার এই গুণ। খাঁটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড় মিঠে লাগে—ভরসা করি, পাঠককেও লাগিবে। এমন বলিতে চাই না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অনুকরণমাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত না হয়, তাহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি। একদিকে সংস্কৃতের স্রোতে মরাগাঙ্গে উজান বহিতেছে—কত "ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রাড়বিপাক্ মলিম্লুচ" গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না—আর একদিকে ইংরেজীর ভরাগাঙ্গে বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে—মাধ্যাকর্ষণ, যবক্ষারজান, ইবোলিউশন, ডিবলিউশন প্রভৃতি জাহাজ পিনেস বজরা ক্ষুদেলঞ্চের জ্বালায় দেশ উৎপীড়িত, মাঝে স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া কৃশাঙ্গী এই বাঙ্গালা ভাষার স্রোত বড় ক্ষীণ বহিতেছে। ত্রিবেণীর আবর্ত্তে পড়িয়া লেখক তুলারূপেই ব্যতিব্যস্ত। এ সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইতে পারে।

ঈশ্বর গুপ্তের আর এক গুণ, তাঁহার কৃত সামাজিক ব্যাপার সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। তিনি যে সকল রীতি-নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে। সে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে, ভরসা করি।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব-বর্ণনা নবজীবনে বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত হইয়াছে। আমরা ততটা প্রশংসা করি না। ফলে, তাঁহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাহার উদাহরণ এই সংগ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবেন। "বর্ষাকালের নদী" "প্রভাতের পদ্ম" প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাইবেন।

স্থূল কথা, তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই। যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী, তাঁহারা প্রায় আপন আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী। ঈশ্বর গুপ্তও আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। আমরা দুই একটা উদাহরণ দিই।

প্রথম, দেশবাৎসল্য। বাৎসল্য পরমধর্ম্ম; কিন্তু এ ধর্ম্ম অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কি না, বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধর্ম্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের

অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিম্ন কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি, সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন,—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥"

তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার কয়জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয়জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের কথায় যা, কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন। মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে কবিতাটি আছে, পাঠককে তাহা পড়িতে বলি। "মাতৃসম মাতৃভাষা" সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেকে বুঝিতেছেন. কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া এ কথা বলে? "বাঙ্গালা বুঝিতে পারি" এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত! আজিও না কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে, যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করে এবং আপনাকে মাতৃভাষা অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরাজীনবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনার গৌরববৃদ্ধির চেষ্টা পায়। যখন এ মহাত্মারা সমাজে আদৃত, তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে।

দ্বিতীয়, ধর্ম্ম। ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মেও সমকালিক লোকদিগের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তখনকার লোকদিগের ন্যায় উপধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিতেন না। এখন যাহা বিশুদ্ধ হিন্দু-ধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই গ্রহণ করিতেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিশুদ্ধ পরমমঙ্গলময় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম কি. তাহা অবগত হইবার জন্য, তিনি সংস্কৃত অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্য হেতু সে সকলে যে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাঁহার প্রণীত গদ্যপদ্যে তাহা বিশেষ জানা যায়। এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্ম ছিলেন, আদি-ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া বক্তৃতা, উপাসনাদি করিতেন। এ জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আদৃত হইতেন।

তৃতীয়, ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল। তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং নিরস্ত হইলাম।

এক্ষণে এই সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। ঈশ্বর গুপ্ত যত পদ্য লিখিয়াছেন, এত আর কোন বাঙ্গালী লেখে নাই। গোপালবাবুর অনুমান, তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখিয়াছেন। এখন যাহা পাঠককে উপহার দেওয়া যাইতেছে, তাহা উহার ক্ষুদ্রাংশ। যদি তাঁহার প্রতি বাঙ্গালী পাঠক-সমাজের অনুরাগ দেখা যায়, তবে ক্রমশঃ আরও প্রকাশ করা যাইবে। এ সংগ্রহ প্রথম খণ্ড মাত্র। বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলি যে ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি, এমত নহে। যদি সকল ভাল কবিতাগুলি প্রথম খণ্ডে দিব, তবে অন্যান্য খণ্ডে কি থাকিবে?

নির্ব্বাচনকালে আমার এই লক্ষ্য ছিল যে, ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রকৃতি কি, যাহাতে পাঠক বুঝিতে পারেন, তাহাই করিব। এ জন্য কেবল আমার পছন্দমত কবিতাগুলি না তুলিয়া সকল রকমের কবিতা কিছু কিছু তুলিয়াছি অর্থাৎ কবির যত রকম রচনাপ্রথা ছিল, সকল রকমের কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছি। কেবল যাহা অপাঠ্য, তাহারই উদাহরণ দিই নাই। আর "হিতপ্রভাকর," বোধেন্দুবিকাশ," "প্রবোধপ্রভাকর" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কিছু সংগ্রহ করি নাই। কেন না, সেই গ্রন্থগুলি অবিকল পুনর্মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে। ভরসা করি, তাহার স্বতন্ত্র একখণ্ড প্রকাশিত হইতে পারিবে।

পরিশেষে বক্তব্য যে, অনবকাশ—বিদেশে বাস প্রভৃতি কারণে আমি মুদ্রাঙ্কণকার্য্যের কোন তত্ত্বাবধান করিতে পারি নাই। তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, তবে পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী

পারমার্থিক ও নৈতিক

প্রণাম তোমায়

প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা।
দেখিতে সুন্দর অতি, জগতের শোভা॥
আকাশের অকস্মাৎ, আর এক ভাব।
হয় দৃষ্ট নব সৃষ্ট, সুখদ স্বভাব॥
তরুণ তপন হরে, তরল তামস।
লোহিত লাবণ্য হেরি, মোহিত মানস॥
ক্রমে ক্রমে সে ভাবের, হয় ভাবান্তর।
খরতর-কর-কর, হন দিবাকর॥
ক্রমেতে ক্রমের হ্রাস, পশ্চিমেতে গতি।
দিন যত গত তত, দীন দিনপতি॥
পরিশেষে পুনর্ব্বার, ঘোর অন্ধকার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার॥
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম আমার॥
প্রফুল্লিত কত ফুল, বন উপবনে।
শত শত শতদল, শোভা করে বনে॥
কুসুমের বাস ছেড়ে, কুসুমের বাস।
বায়ুভরে এসে করে, নাসিকায় বাস॥
মধুভরে টলটল, ঢলঢল রূপ।
আস্যভরা হাস্য তায়, দৃশ্য অপরূপ॥
মাঝে মাঝে যত দ্বিজ, নিজ নিজ দলে।
রস খায় যশ গায়, বোসে পুষ্পদলে॥
শরীর পতন করে, ধন্য তার ক্রিয়া।
বাঁচায় অসংখ্য জীব, মকরন্দ দিয়া।
ক্ষণপরে সেই শোভা, নাহি থাকে তার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমায়॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম আমার॥
নয়নেতে হেরি এই, বিরূপ আভাস।
শ্বেতময় সমুদয়, অমল আকাশ॥
পুন দেখি নব নব, অসম্ভব সব।
শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ নভ॥
আরবার দেখি তায়, নাহি সেই রূপ।
সজল জলদজালে, জগৎ বিরূপ॥
নয়নেরে লজ্জা দেয়, অন্ধকাররাশি।
তাই দেখে মাঝে মাঝে, চপলার হাসি॥
সে সময় মনে মনে, ভাবি এই ভাব।
স্বভাবের সেই ভাব, হবে না অভাব॥
ক্ষণপরে চেয়ে দেখি, সকলি বিকার।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা বুঝে সাধ্য কার?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার॥
এই আমি, এই আছি, এই অবয়ব।
এই রূপ, এই রস, এই আছে রব॥
এই হস্ত, এই পদ, এই আছে সব।
এই এই, আর নেই, পরে এই শব॥
এই ভ্রাতা, এই পুত্র, এই পরিবার।
এই হাস্য, এই সুখ, এই হাহাকার॥
এই ভাব, এই ভক্তি, এই বিলোকন।
এই চিন্তা, এই শক্তি, এই বুদ্ধি মন॥
এই মেধা, এই যত্ন, এই অনুমান।
এই তুমি, এই আমি, এই অভিমান॥

ক্ষণপরে আমি কোথা, কেবা আর কার ?
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার।
তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে সাধ্য কার ?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥

প্রার্থনা (১)

এত দিন বেঁচে আছি, তোমার কৃপায়।
হই হই করিতেছি, ভবের সভায় ॥
যে পথে চালাও তুমি, সেই পথে চলি।
যেরূপ বলাও তুমি, সেইরূপ বলি ॥
আমি বলি আমি চলি, সাধ্য কিন্তু নাই।
চলাও বলাও তুমি, চলি বলি তাই ॥
বল্ বল্ তব বল, সেই বলে বলি।
বল বল তব বল, সেই বলে বলী ॥
স্ববলে এ বল তুমি, যখন হরিবে।
আমি তুমি বলাবলি, কে আর করিবে ?
আছি আমি, আর আমি, রহিব না মোলে।
যে তুমি সে তুমি রবে, আমি যাব চ'লে ॥
কি হইব, কোথা যাব, কি বলিতে পারি।
মিশাবে জলধিজলে, জলধির বারি ॥
আছে সব হলে শব, যাবে সব চুকে।
আমি এসে আমি আর, বলিব না মুখে ॥
ভ্রমেতে ঘুরিবে সব, করি হাহাকার।
ঘুচিল নশ্বর দেহ, ঈশ্বর তোমার ॥
নশ্বর ঈশ্বর আমি, বুঝাইব কায়।
ঈশ্বর যাবার নয়, ঈশ্বর কি যায় ?
ছিল গুপ্ত হলো গুপ্ত, গুপ্ত কোথা আছে।
সকলি হইল গুপ্ত, ঈশ্বরের কাছে ॥
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যক্ত কভু নও।
কেমনে করিব ব্যক্ত, ব্যক্ত যদি হও ?
থাকে গুপ্ত, গুপ্ত থাক, ব্যক্তে নাহি ফল।
কমলে পড়িবে শেষ, কমলের জল ॥
তত দিন আছি আমি, যত দিন থাকি।
আমার জানিয়া তুমি, তোমারেই ডাকি ॥
তোমার করুণা বিনা, সুখ কিসে হবে ?
তুমি যদি সুখী কর, সুখ পাব তবে ॥
সন্তোষের ধন ভরা, ভবের ভাণ্ডারে।
তুমি যদি নাহি দেও, কে লইতে পারে ?
সুখেতে করেছি কত সুভোগ-সম্ভোগ।
দিয়েছ, হয়েছে তায়, সুখের সংযোগ ॥
যোগ ভোগ দুই ইচ্ছা, সকলের মনে।
ভোগ ভোগ, যোগ যোগ হইবে কেমনে ॥
ভোগ যেন কর্ম্মভোগ, ভুগিতে না হয়।
যোগে যেন অনুযোগ, কখন না রয় ॥
কিরূপে মনের ভাব, করিব প্রকট।
করিবার কিছু নাই, তোমার নিকট ॥
চলিবার বলিবার, শেষ হলো সব।
ব'লে ক'য়ে একেবারে, হলেম নীরব ॥

প্রার্থনা (২)

ধ'রে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়ে স্নেহ,
মিছা কাল করিলাম বই।
স্বরূপ মানুষ কই, এমন মানুষ কই ?
আমি তো মানুষ নিজে নই ॥
কোথা বিভু বিশ্বকর, আমায় করিয়া নর,
বেদনা দিতেছ কেন আর ?
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ দ্বেষ,
কেন দিলে দম্ভ অহঙ্কার ?
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছায় চালিছ, এ সংসার।
যে কলে চালাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
সম্ভাবনা কি আছে আমার ?
যা হোক্ তা হোক্ নাথ, আজ কিবা সুপ্রভাত,
প্রণিপাত চরণে তোমার।
মধুর মধুর ভাব, তুমি তায় আবির্ভাব,
সকলেতে করিছ বিহার ॥
কান্তপ্রিয় এই কান্ত, অতিশান্ত ঋতুকান্ত,
মরি কিবা কান্ত মনোহর।
যার বলে বলাক্রান্ত, নাশিয়া নিশির ধ্বান্ত,
নিশাকান্ত কান্ত করে কর ॥
বিগত বিশেষ দায়, প্রভাকর প্রভা পায়,
ক্রমে তার বাড়িছে প্রভাব।
প্রভাকরকর-করে প্রভাকর কর করে,
প্রভাকর করের কি ভাব ॥

ডাকে প্রভাকর-কর, ওহে প্রভাকর-কর,
মনোময় হও দয়াময়।
কেহ নাহি জানে গুপ্ত, বল হে ঈশ্বর গুপ্ত,
তুমি ব্যক্ত চরাচরময়॥

মায়া

বিশ্বরূপ নাট্যশালা দৃশ্য মনোহর।
শোভিত সুচারু আলো সূর্য্য শশধর॥
স্বভাব স্বভাবে লয়ে সম্পাদনভার।
করিছে সকল সূত্র হয়ে সূত্রধার॥
জলধর বাদ্যকর বাদ্য করে কত।
সমীরণ সঙ্গীত করিছে অবিরত॥
ছয় কালে ছয় কাল হয় ছয় রূপ।
রঙ্গভূমে রঙ্গ করে ভাঁড়ের স্বরূপ॥
অধিকারী একমাত্র অখিলপালক।
আমরা সকলে তাঁর যাত্রার বালক॥
প্রকৃতি-প্রদত্ত সাজ শরীরেতে লয়ে।
বহুরূপ সঙ সাজি বহুরূপী হয়ে॥
শিশুকালে একরূপ সহজে সরল।
অথল অপূর্ব্ব ভাব অবল অচল॥
সুকোমল কলেবর অতি সুললিত।
নব নবনীত সম লাবণ্য গলিত॥
ফণী, জল, অনলেতে কিছু নাহি ভয়।
নাহি জানে ভাল মন্দ সদানন্দময়॥
আইলে যৌবনকাল আর একরূপ।
যুবক সূর্য্যের সম দীপ্ত হয় রূপ॥
দিন দিন বৃদ্ধি হয় শারীরিক বল।
নানারূপ চিন্তা হেতু মানস চঞ্চল॥
ইন্দ্রিয়ের সুখ হেতু কত প্রকরণ।
বহুবিধ অনুষ্ঠান অর্থের কারণ॥
পরিশেষে বৃদ্ধকাল কালের অধীন।
কৃষ্ণপক্ষে শশী প্রায় দিন দিন ক্ষীণ॥
আছে চক্ষু কিন্তু তায় দেখা নাহি যায়।
আছে কর্ণ কিন্তু তায় শব্দ নাহি ধায়॥
আছে কর কিন্তু তাহা না হয় বিস্তার।
আছে পদ কিন্তু নাই গতিশক্তি তার॥
পলিত কুন্তলজাল গলিত দশন।
লোলিত গাত্রের মাংস স্খলিত বচন॥
ছিল আগে এই দেহ সবল সচল।
এখন ধরিল গিরি স্বভাবে অচল॥
ওহে জীব ভাল তুমি রঙ করিয়াছ।
তিন কালে তিন রূপ সঙ সাজিয়াছ॥
কেবল কুহকে ভুলে কৌতুক দেখাও।
আপনি কৌতুক কিছু দেখিতে না পাও॥
ভাল কোরে যাত্রা কর বুঝে অভিপ্রায়।
কর তাই অধিকারী তুষ্ট হন যায়॥
যাত্রা কোরে তুমি যাবে আমি যাব চ'লে।
এ যাত্রার শেষ হবে গঙ্গাযাত্রা হ'লে॥
স্থিরভাবে এক খেলা খেল চিরকাল।
ভাল ভাল ভাল বাজী জগদিন্দ্রজাল॥
ছায়াবাজী মায়াবাজী কত বাজী জোর।
ভাবিলে ভবের বাজী, বাজী হয় ভোর॥
হায় এ কি অপরূপ ঈশ্বরের খেলা।
এক ভূতে রক্ষা নাই পাঁচ ভূতে মেলা॥
ভূতে ভূতে যোগাযোগ ভূতে করে রব।
দেখিয়া ভূতের কাণ্ড অভিভূত সব॥
ভূতের আকার নাই বলে কেহ কেহ।
দেখিলাম এ ভূতের মনোহর দেহ॥
কবে ভূত ছিল ভূত আবির্ভূত কবে।
পুনরায় এই ভূত কবে ভূত হবে॥
ভূতের বাসায় থাকো দেখ নাকো চেয়ে।
দিবানিশি তোমারে হে ভূতে আছে পেয়ে॥
ভূতের সহিত সদা করিছ বিহার।
অথচ জান না কিছু ভূতের ব্যাপার॥
কখনো নিগ্রহ করে কভু করে দয়া।
নাহি মানে রাম নাম নাহি মানে গয়া॥
এই ভূত করিয়াছে রামের গঠন।
এই ভূত করিয়াছে গয়ার সৃজন॥
এই ভূতে রহিয়াছে বিশ্ব জড়ীভূত।
হোলিবোষ্ট ছাড়া নন এই পাঁচ ভূত॥
ভূতনাথ ভগবান্ ভূতের আধার।
সর্ব্বভূতে সমভাবে আবির্ভাব যাঁর॥
ভূত হবে কলেবর ভূতের সদন।
অতএব ভূতনাথে সদা ভাব মন॥
আসিয়াছ জগতের মেলা দরশনে।
দেখ দেখ দেখ জীব যত সাধ মনে॥
কিন্তু এক উপদেশ কর অবধান।
ঠাটের হাটের মাঝে হও সাবধান॥

দেখো যেন মনে কভু নাহি হয় ভুল।
কোরো না কাচের সহ কনকের তুল ॥
তাঁরে দেখ একবার যাঁর এই মেলা।
মেলার আমোদে মেতে দেখো না ক মেলা ॥

সাম্য

সকলেরে জ্ঞান কর আপনার সম।
তাহাতেই সিদ্ধ হবে দম আর শম ॥
পরিমাণ করি মান মান রাখ মানে।
স্বমানে সমানে সব তবে লোক মানে ॥
নিজ মান চাই শুধু কারে নাহি মানি।
সে মানে কে মানে ভাই কিসে হব মানী ?
সরলতা কর যদি সবার সহিত।
তবেই সন্তোষ লাভ সহজে স্বহিত ॥
লইতেছ পরধন বিস্তারিয়া কর।
মরণ নিকট অতি স্মরণ না কর ॥
আগে জান অহং কার অহঙ্কার পরে।
পরে পরে পরজ্ঞান না চলিলে পরে ॥

স্বায়ম্ভুব মনুর বিশ্বদর্শন

কোথা হতে আসিয়াছি, কেন জন্ম পাইয়াছি,
কেন বা জীবিত আছি, না হয় নির্ণয়।
এই ছিল অন্ধকার, নাহি ছিল এ প্রকার,
অকস্মাৎ কি আবার, হেরি আলোময় ॥
মরি মরি আহা আহা, ক্ষণপূর্ব্বে ছিল যাহা,
এখনি ভাবিলে তাহা, মনে হয় ভয়।
মোহজালে জড়ীভূত, ক্ষণে ক্ষণে অভিভূত,
যে কাল হয়েছে ভূত, অনুভূত নয় ॥
এ কি দেখি অপরূপ, আকাশের চারুরূপ,
মুহুর্মুহু নানারূপ হয় আর লয়।
শোভিত বিনোদ বন, কুসুমিত তরুগণ,
কোথা হতে সমীরণ, শব্দ তার বয় ॥
স্বভাবের ভাবভরে, মোহনীয় মিষ্টস্বরে,
নানা রাগে গান করে, বিহঙ্গমচয়।
কিবা শোভা হায় হায়, নয়ন যে দিকে চায়,
কেবল দেখিতে পায়, সুখের আলয় ॥
নাসাপথে ঘ্রাণ চলে, শব্দ ধায় শ্রুতিতলে,
রসনা কাহার বলে, আস্বাদন লয়।
বদনে বচন-বৃষ্টি, কটাক্ষে জগৎ-সৃষ্টি,
দেখিয়া এরূপ সৃষ্টি, হতেছে বিস্ময় ॥
বিকল মনের কল, এইমাত্র কোরে বল,
উঠেছিল ক্ষুধানল, জ্ব'লে অতিশয়।
স্নিগ্ধবারি সহকারে, সুমধুর ফলাহারে,
জুড়াইল একেবারে, জঠর-নিলয় ॥
কে করিল এই তঙ্ক, কে করিল এই পঙ্ক,
কে দিয়াছে বুদ্ধি মন, কে দিয়াছে ছয় ?
কে দিলে আমায় জনু, কে দিলে আমায় তনু,
করিলেন এই মনু, কোন্ মহাশয় ?
এক ঘরে বহু ঘর, কারিগুরি বহুতর,
যোগাযোগ পরস্পর, দ্বার আছে নয়।
এই কাণ্ড অনিবার্য্য, কেমনে হইল ধার্য্য,
ভাবিয়া ভবের কার্য্য, মোহিত হৃদয় ॥
হিতকারী কেবা আছে, যাই আমি কার কাছে,
পাই আমি কার কাছে, তার পরিচয় ?
এই সব চরাচর, পাইয়াছে কলেবর,
জিজ্ঞাসা করিলে পর, কথা নাহি কয় ॥
শুন ওহে দিবাকর, তিমির-বিনাশ-কর,
জগতের শোভাকর, তুমি জ্যোতির্ম্ময়।
প্রভাকর-প্রিয়তম, মানস-গগনে মম,
ঘোরতর ভ্রমতম, কর দেখি ক্ষয় ॥
নদী নদ অগণন, ওহে বন উপবন,
ওহে ভাই জীবগণ, আছ সমুদয়।
হয়েছি কাতর অতি, স্বভাবে চঞ্চলমতি,
করি হে সবার প্রতি বিহিত বিনয় ॥
আমি তো স্বয়ম্ভু নই, অবশ্যই কৃত হই,
কর্ত্তা কই, কর্ত্তা বই, ক্রিয়া নাহি হয়।
মনেতে জেনেছি এই, তোমাদের কর্ত্তা যেই,
আমার নির্ম্মাতা সেই, বিভু বিশ্বময় ॥
মনোহর এ সংসার, ইচ্ছায় হয়েছে যাঁর,
সেই সর্ব্বমূলাধার, কোন্‌খানে রয় ?
প্রকাশ করিয়া ভাই, সবিশেষ বল তাই,
কেমনেতে আমি পাই, তাঁহার আশ্রয় ?
আকার-প্রকার তাঁর, হয় বল কি প্রকার,
কিরূপে পাইব তাঁর, পরম প্রণয় ?
বল ভাই কি প্রকারে, পূজা করি আমি তাঁরে,
এই মনে বারে বারে হতেছে সংশয় ॥

অখিলের অধীশ্বর, গুণাতীত গুণাকর,
কোথা তুমি পরাৎপর, নিত্য নিরাময়।
কিসে পাব দরশন, প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ,
ভেবে মন উচাটন, স্থির নাহি রয়॥
ভবারণ্যে ভ্রমি একা, দুঃখের না হয় লেখা,
দয়া করি দাও দেখা, দীন-দয়াময়।
তোমার সৃজিত হই, তোমা বই কারে কই,
ওহে বিভু তোমা বই, কিছু কিছু নয়॥
নাম ধর কৃপাকর, আমায় কৃতার্থ কর,
নিজ জ্ঞান দান কর, হইয়ে সদয়।
তোমার স্বরূপ-ধ্যান, তোমার স্বরূপ-জ্ঞান,
স্থিরভাবে হয় যেন, অন্তরে উদয়॥
প্রপন্নে পবিত্র কর, পরিতাপ পরিহর,
"প্রণব" প্রদান কর, হয়ে মনোময়।
তব প্রেমে হয়ে প্রীত, মুখে গাই এই গীত,
জয় জয় জগদীশ, জগদীশ জয়!

সংসার-জাঁতা

চণকাদি শস্যচয়, জাঁতায় পতিত হয়,
বক্রভাবে চক্র ঘুরে তার।
ঘর্ ঘর্ ঘন ঘর্ষে, পৃথক্ পৃথক্ স্পর্শে,
চূর্ণ হয় দেহ সবাকার॥
কিন্তু যেই সেই দণ্ডে, ধরে গিয়া সেই দণ্ডে,
সেই দণ্ডে দণ্ড নাহি আর।
মূলের আশ্রয় লয়, পূর্ব্ববৎ স্থূল রয়,
তার দেহে না হয় প্রহার॥
সেইরূপ বিশ্বপাতা, সুচারু সংসার-জাঁতা,
বিনা করে করিয়া ধারণ।
নর আদি জন্তুচয়, সমভাবে সমুদয়,
দণ্ডযোগে করেন পেষণ॥
যে জন সুজন হয়, চক্রমাঝে নাহি রয়,
দণ্ডের নিকটে করে বাস।
দণ্ডী সেই কভু নয়, সুখী হয় অতিশয়,
দণ্ডী তার দণ্ড করে নাশ॥
শুন জীব সবিশেষ, লয়ে কার উপদেশ,
ত্যজিয়াছ আত্ম-অনুরোধ?
সংসার জাঁতার ঘায়, যাতনায় প্রাণ যায়,
নাহি তায় কিছুমাত্র বোধ।
চক্রে আর কেন রও, আছ জীব শিব হও,
সুখে লও দণ্ডীর আশ্রয়।
স্থিরভাবে এই দণ্ড, সার কর এই দণ্ড,
নাহি রবে কালদণ্ড-ভয়॥

সংসার-সমুদ্র

যেমন ধীবরগণ, করি কর প্রসারণ,
ফেলে জাল সরোবর-জলে।
যত মীন দিয়া ঝম্প, তার মাঝে মারে লম্ফ,
তারা সব বদ্ধ হয় কলে॥
ধীবর তাদের ধরি, তখনি বিনাশ করি,
পূর্ণ করে আপনার আশা।
ছিল মূর্ত্তি মনোহর, জল ছেড়ে জলচর,
পেটের ভিতরে পায় বাসা॥
যে মীন সম্মুখ দিয়া, নতভাবে লয় গিয়া,
জালিকের চরণ শরণ।
মুক্ত হয় অনায়াসে, যুক্ত নয় জালফাঁসে,
আর তার না হয় মরণ॥
সেইরূপ বিশ্বপাল, পেতেছেন মায়াজাল,
ভীম ভব-জলনিধি-জলে।
পরতত্ত্ব-পরিহত, প্রমত্ত মানব যত,
তার মাঝে নৃত্য করে বলে॥
সেই জীব সমুদয়, জালপাশে ধৃত হয়,
স্থিত নয় ক্ষণকাল সুখে।
দুঃখ সয় অতিশয়, ভ্রমে করি কালক্ষয়,
নীত হয় মরণের মুখে॥
যে জন সুজন হয়, বিভুর শরণ লয়,
বদ্ধ তায় নাহি হয় জালে।
কদম্ব-কুসুম-অণু, পুলকে পূরিত তনু,
সুখী সেই ইহ পরকালে॥
অতএব শুন জীব, প্রাপ্ত হবে নিজ শিব,
হইবে অশিব সব গত।
মায়াজাল-মুক্ত হও, সত্যের আশ্রয় লও,
ঈশ্বরের হও পদানত॥

সংসার-কানন

দেখ রে অবোধ জীব, কাল বয়ে যায়।
সংসার-অরণ্যে আসি, কি করিলে হায়!
কি দেখিলে কি শুনিলে, কি ভাবিলে সার।
কি ফল পাইলে বল, ভ্রমিয়া সংসার?
বনের প্রথম ভাগ, দেখিতে সুন্দর।
শৈশব-সময় নামে,খ্যাত চরাচর॥
নাহিক জঞ্জালজাল, কণ্টক-কামনা।
পথিক না পায় তাহে, বিশেষ যাতনা॥
নব নব তরু চারু, পূর্ণ ফুল-ফলে।
মন-মধুকর গুঞ্জে, প্রতি দলে দলে॥
পরিস্কৃত প্রমোদিত, স্বভাব-সদন।
মধুমল্লিকার বেড়া, মোহনীয় বন॥
ষোল বিঘা পরিমিত, ভূমির অন্তরে।
শোভনীয় যৌবনের, বন শোভা করে॥
মন্দ মন্দ বহে গন্ধ, মকরন্দভরা।
সৌরভে মাতিয়া ধায়, মানস-ভ্রমরা॥
উড়ে গিয়া বসে কাম-কণ্টক-কাননে।
ফুটিছে কেতকী যথা, সুহাস্য আননে॥
মদে মত্ত মধুকর, না জানি বিশেষ।
লুব্ধ হেতু ক্ষুব্ধ হয়ে, পায় বহু ক্লেশ॥
কলঙ্ক-কণ্টকশ্রেণী, অতি তীক্ষ্ণতর।
মুগ্ধ মধুচোর-অঙ্গ করে জরজর॥
তথাপি আসক্ত অলি, দুষ্ট ক্ষুধাভরে।
সরম ভরম ভয়, সব তুচ্ছ করে॥
কাল গতে হলে কিছু, প্রবোধ-সঞ্চার।
ক্রমে ভৃঙ্গ পরিহরে, কেতকী-বিহার॥
অন্য ফুলে ফুলবঁধু, তত্ত্ব করে রস।
অঙ্গেতে ক্রমশ বাড়ে, অনৃত অলস॥
ধনাশা-পিপাসা-শান্তি, করিবার তরে।
প্রবেশে পাতক-পদ্মে, লোভসরোবরে॥
কালকূট সম রস, পান করি তায়।
ক্ষিপ্তপ্রায় অলিরায়, ইতস্তত ধায়॥
ক্রোধ কুচ্ছ কলহ কার্পণ্য কদাচার।
চাপল্য চাতুর্য্য পরপীড়া পরদার॥
লালসা লাম্পট্য শাঠ্য চৌর্য্য মিথ্যাকথা।
অনৃত-আচার অবিচার নিষ্ঠুরতা॥
ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ-বল্লী-শাখাদলে।
ভ্রমিছে ভ্রামক ভৃঙ্গ, মধু-আশা ছলে॥
কিন্তু সেই পুষ্পরস, দুষ্প্র এ সংসারে।
নিবৃত্তি-কাননে আছে, মায়াসিন্ধু-পারে॥
যে বনে বিরাজে জ্ঞানবাপী মনোহর।
মধুর সলিল তাহে, অতি তৃপ্তিকর॥
তরল তরঙ্গে তার, কলিত কমল।
সন্তোষ সুন্দর নাম, বিভা নিরমল॥
সেই তামরসপূর্ণ, সুখ-সুধারসে।
বিবেকী মানসভৃঙ্গ, ভুঞ্জে নিরলসে॥
চল ওরে মন মম, সেই রম্য বনে।
কাজ নাই বিষভরা, বিষয়-কাননে॥
হের রে নিবিড়তর, দুর্গম গহন।
মোহ-অন্ধকারাবৃত, ঘোর-দরশন॥
অতএব আয় আয়, মানস আমার।
নিবৃত্তি-কাননে যাই, মহানদীপার॥

সংসার-সাজঘর

বাজীকর হয়ে কত, করিতেছ বাজী।
যখন যে সাজ দেও, সেই সাজে সাজি॥
জানিতে না পারি কিছু, কি সাজে কি সাজে।
সাজা নয় সাজা চোর, তোমার এ সাজে॥
সাজঘরে বোসে তুমি, সাজাইছ কত।
আপনি সাজিয়া সাজ, জ্ঞানে হই হত॥
সাজ পেয়ে নেচে উঠি, আপনার ঝাঁকে।
কি ছিলাম কি হলেম, বোধ নাহি থাকে॥
নীলগিরি-চূড়ায় বসিয়া আছি এই।
দেখিতে দেখিতে আর, নীলাচল নেই॥
বুঝিতে না পারি কিছু, ইহার কারণ।
কে আনি ধবলাচলে, করিল স্থাপন॥
যে সাজে সেজেছি আগে, সেই সাজ কই?
এই আছি সবল অবল কেন হই॥
ভাল ভাল ইন্দ্রজাল, বাজী বটে জোর।
দেখাতে দেখাতে বাজী, বাজী কর ভোর॥
কিছু না দেখিতে পাই, শুধু শুনি গোল।
কে সাজালে এই সাজ, কে বাজালে ঢোল॥
কেমন কুহক বাজী, না পাই ভাবিয়া।
অন্তরে লুকাও কোথা, অন্তরে থাকিয়া?
থেকে থেকে উড়ে যাও, পুষে কিসে রাখি?
আমার অন্তরে থেকে, আমারেই ফাঁকি॥

ধর ধর করি কিন্তু, ধরিতে না পারি।
জানিলাম পোষা নও, মানিলাম হারি॥
তুমি যদি পোষা হয়ে, না মানিলে পোষ।
আমার কি দোষ তায়, আমার কি দোষ?
স্থিররূপে তুমি নাহি, বাস কর মনে।
তুষিব তোমায় কিসে, পুষিব কেমনে?
ডুরি দিয়া বাঁধি যদি, ঘটে ঘোর দায়।
শিকল কাটিয়া কর, বিকল আমায়॥

আত্মপর

নিজ পর ভেদ করা, শক্ত অতিশয়।
যারে বলি সহজ, সহজ সে তো নয়॥
মনের তনয় মিত্র, মনের ত নয়।
ব্যাধি করি দেহে বাস, দেহ করে ক্ষয়॥
বনবাসী তরুলতা, ঔষধ হইয়া।
জীবের জীবন রাখে, ব্যাধি বিনাশিয়া॥

সৎসঙ্গ

অসতের সহ নয়, বসতের বিধি।
কাচ সহ বাস্ করি, নীচ হয় নিধি॥
বসত-বিধান সদা, সতের সহিত।
হয়, তায় সমুদায়, অহিত রহিত॥
হিতাহিত সদসৎ, সঙ্গের অধীন।
অসতের সঙ্গগুণে, সাধু হয় হীন॥
অতি হীন কীট যদি, ফুলে স্থান পায়।
অনায়াসে স্থান পায়, দেবতার পায়॥
পিপীড়ার বাস হলে, বেলের পাতায়।
নাচিয়া বেড়ায় ঘুরে, শিবের মাথায়॥
শারী শুক পড়ে যদি, মানুষের স্থলে।
রসনা পবিত্র করি, রাধাকৃষ্ণ বলে॥

গুরু

গুরু গুরু গুরু গুরু, সকলেই কয়।
গুরু রব গুরু বটে, ফলে গুরু নয়॥
গুণে গুরু লঘু হয়, গুণে গুরু গুরু।
বিচারেতে গুরু লঘু, হয় লঘু গুরু॥
শিষ্যের সম্পদ হলে, যে করে গ্রহণ।
গুরু ব'লে কিসে তারে, করিব বরণ?
শিষ্যের সন্তাপ যত, যে হরিতে পারে।
গুরুবোধে গুরু ব'লে পূজা করি তারে॥

গুণী

স্বভাবে অবোধ অতি, গুণ নাহি যার।
তার কাছে কোথা আছে গুণের বিচার॥
যে জন আপনি গুণী, গুণ সেই জানে।
দেখিয়া গুণীর গুণ, গুরু ব'লে মানে॥
বাজারে পড়িয়া থাকে, অমূল্য রতন।
চ'লে যায় চাষা তায়, করিয়া দলন॥
রত্নব্যবসায়ী যেই, সেই চিনে হীরে।
যতনে রতন তুলি, রাখে বুক চিরে॥
জ্ঞান উপদেশ মাত্রে, পাপ নাহি যায়।
তবে যায় যদি পায়, সার অভিপ্রায়॥
করেছ যে সব দোষ, মনে যাহা আছে।
স্বীকার করিবে সব, ঈশ্বরের কাছে॥
বিমল হইবে তায়, মানসের পুর।
পাপ তাপ যত আছে, সব হবে দুর॥
যে প্রকার বিলোকনে, বৈদ্যের বদন।
কখনই নাহি হয়, ব্যাধি বিমোচন॥
তবে হয় রোগীর রোগের নিবারণ।
যত্ন করি যদি করে, ঔষধ সেবন॥
অতএব ভাব জীব, কিসে হবে হিত।
ব্যাধির বিনাশ হেতু, বিশেষ বিহিত॥
জ্ঞানরূপ ঔষধ করিলে ব্যবহার।
পাপ তাপ রোগ ভোগ, থাকিবে না আর॥

শাস্ত্রপাঠ

লও তুমি যত পার, শাস্ত্রের সন্ধান।
হও তুমি পৃথিবীর, পণ্ডিত প্রধান॥
ঈশ্বরের প্রতি যদি, প্রেম নাহি রয়।
যত পড়, যত শুন, কিছু কিছু নয়॥

রূপ ও গুণ

জগতে সুন্দর অতি, যাহা যাহা হয়।
গুণ না থাকিলে তার, কিছু কিছু নয়॥
সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি, চম্পকের ফুল।
সুদল সুবাসে ক'রে, অন্তর আকুল॥
কিন্তু এই দোষ বড়, মধু নাই তার।
এই হেতু অলি তাহে, করে না বিহার॥

জ্ঞানী

আপনারে জ্ঞানী ব'লে, দিতে পরিচয়।
সে বড় সহজ নয়, শক্ত অতিশয়॥
যথা অসি মাত্রে কভু, খরধার নয়।
একাঘাতে করে ছেদ তীক্ষ্ণ যদি হয়॥

গ্রন্থপাঠ

পুঁথি পাঠ করে কিন্তু, নাহি তায় মন।
কেমনে পাইবে সেই, জ্ঞানরূপ ধন?
প্রদীপে না তেল দিয়া, বাতী যদি জ্বালো।
কোথায় প্রতিভা তার, কিসে হবে আলো?

সাধু

রাগ নাই, দ্বেষ নাই, নাই কোন দোষ।
সোনা আর ধূলিলাভে, সম পরিতোষ॥
কোনরূপে নাহি রাখে, কিছু অভিমান।
সমভাবে দেখে সব, আপন সমান॥
অন্তরে ঈশ্বর-চিন্তা, মুখে প্রেমরস।
সাধু সাধু সাধু সেই, গাই তার যশ॥
সাধু সাধু সাধু রব, অনেকেই কয়।
ফলে সে সরল সাধু, অনেকেই নয়॥
যেমন পোস্তের ফুল, শাদা সমুদয়।
কদাচিৎ দুই এক রক্তবর্ণ হয়॥

কাল

অপরূপ এক পক্ষী, জীবের না হয় পক্ষী,
দুই পক্ষ দুই পক্ষ যার।
জন্ম লাভ প্রতিপদে, পায় পদ প্রতিপদে,
লোকে বলে পদ নাই তার॥
বহুরূপী বিহঙ্গম, ক্ষণে ক্ষণে নানা ক্রম,
বিনা অঙ্গে ধরে অবয়ব॥
এলো এই গেল এই, সেই এই, এই সেই,
এই এই নেই নেই রব॥
শূন্যে শূন্যে উড়ে যায়, শূন্যে শূন্যে চোরে খায়,
শূন্যে শূন্যে আয়ু করে শেষ।
দেখা যায়, ওই যায়, আর নাহি ফিরে চায়,
ছিল মীন, এই হলো মেষ॥
এই ভেড়া হয় ষাঁড়, বুকে চড়ে নেড়ে ঘাড়.
ঘাস খেয়ে করিবে চরণ।
মিথুন যবন প্রায়, বিনাশ করিতে চায়,
অনায়াসে করিবে ভক্ষণ॥
দেখে তার মন্দ মত, দন্তাঘাতে দশরথ,
একেবারে করিবে নিধন।
করি-অরি নাম ধরি, দশরথে করে করি.
উদরেতে করিছে গ্রহণ॥
পরে এক গুণযুতা, স্বভাবে প্রসূতা সুতা,
সিংহপ্রাণ করিল হরণ।
একজন দস্যু আসি, মারিয়া তুলার রাশি,
বধিবেক কন্যার জীবন॥
তার দর্প হবে মিছা, দংশন করিবে বিছা,
বিছা যাবে ধনুকের হাতে।
ধনুর ধরিয়া ছিলে, মকর ফেলিবে গিলে,
মকর মরিবে কুম্ভাঘাতে॥
কুম্ভ জল জলে লীন, পরিশেষে এই মীন,
এই দিন হবে পুনর্ব্বার।
স্বভাবের এই শোভা, এইরূপ মনোলোভা,
এই ভাবে হইবে সঞ্চার॥
প্রকৃতির কার্য্য যত, কভু নয় অন্য মত,
এই ভাব এইরূপ সব।
এই রবে এই ভূমি, এই আমি এই তুমি,
রব কিংবা রবে এক রব॥
তাই বলি অন্ত নিশা, তোমারে দেখিয়া কৃশা,
অস্থির হয়েছে মম মন।

এ সুখ কি হবে আর, এ প্রকার সবাকার,
আর কি পাইব দরশন ?
বন্ধুর বিচ্ছেদ হবে, তুমি নাহি আর রবে,
রবি সহ এলে পরে অহ,
অতএব বলি তাই, এই এক ভিক্ষা চাই,
স্থির ভাবে রহ রহ রহ ॥

শরীর অনিত্য

জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয় ।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥
পাতিয়া বিষম জাল, বৃথা সুখে হর কাল,
শরীর পেয়েছ ভাল ব্যাধির আলয় ।
অনিত্য মোহের আশা, কেবল ভূতের বাসা,
যে আশায় ভবে আসা, তাহে হও লয় ।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয় ।
দেহ-গেহ নবদ্বার, তিন স্থান শূন্য তার,
যাকে তব অধিকার, পুরস্কার নয় ।
বুঝিয়া নিগূঢ় মর্ম্ম, নীতিমত কর কর্ম্ম,
পরে আছে ধর্ম্মাধর্ম্ম পরীক্ষার ভয় ।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয় ॥
আমি আমি অহঙ্কার, ফলিতার্থ আমি কার,
কহ দেখি আপনার, সত্য পরিচয় ?
মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাঁকি,
তুমি আমি এই বাক্য, কেবা আর কয় ।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয় ॥
তোমার যে কলেবর, কেবল কলের ঘর,
দৃশ্য বটে মনোহর পঞ্চভূতময় ।
যখন টুটিবে কল, ছুটিবে সকল বল,
সুখদল হতবল, দুঃখের উদয় ।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয় ॥
নিয়ত তোমার ঘরে, গোপনেতে বাস করে,
বিষম বিক্রম করে, পাপ রিপু ছয় ।
ভ্রম-নিদ্রা পরিহর, জ্ঞান-অস্ত্র করে ধর,
রিপুদলে বশ কর, মন মহাশয় ।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয় ॥
অনিত্য ভৌতিক দেহ, কার প্রতি কর স্নেহ,
এক ভিন্ন আর কেহ আপনার নয় ।
যদবধি থাকে কায়া, জ্ঞাননেত্রে দেখ মায়া,
ত্যজিয়া তাহার ছায়া, ছাড় ভ্রমচয় ।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয় ॥
আমি মুখে আমি কই, ফলিতার্থ আমি কই,
আমি যদি আমি নই, মিথ্যা সমুদয় ।
দারা পুত্র পরিবার, বল তবে কেবা কার,
মোহযুক্ত এ সংসার, ফক্কিকারময় ।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয় ॥
দ্বেষ হিংসা পরিহর, বিবেকের সঙ্গ ধর,
সকলের প্রতি কর, সরল প্রণয় ।
রসনারে কর বশ, বিভুগুণামৃত-রস,
পান করি লভ যশ, হয়ে কালজয় ।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয় ॥
দয়া ধর্ম্ম উপকার, কর নিজ অলঙ্কার,
গলে পর চারু হার বিশেষ বিনয় ।
মিছা ধন উপার্জ্জন, ভবে ভাব নিত্যধন,
স্মরণ করহ মন, মরণ নিশ্চয় ।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয় ॥
এক ভিন্ন নাহি আর, তিনি সংসারের সার,
আত্মরূপে সবাকার, হৃদয়ে উদয় ।
অনিত্য বিষয় বিত্ত, নিত্যরূপে ভাব নিত্য,
ভক্তিভরে ভজ চিত্ত, নিত্য নিরাময় ।
জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয় ॥

রোজসই

অহরহ অহরহ, কত গত হয়
এই অহ এই রহ, লোকে এই কয় ॥
রাত্রি দিন যুক্ত ভুক্ত, কাল সমুদয় ।
দিন রাত্রি আছি আমি মুখে পরিচয় ॥
দেখি বটে এই কাল, ফলত অদৃষ্ট ।
সুখ-দুঃখ-ভেদে বলি, আপন অদৃষ্ট ॥
প্রপঞ্চ-শরীর পেয়ে, যতদিন রই ।
এই কাল এই আমি, এই মাত্র কই ॥
নাহি জানি কেবা, কেবা, আমি কেবা
কভু ভাবি আমি আমি, কভু আমি
বই করি স্থিতি কাল, খুলে দেহ-
ভবের খাতায় শুধু, করি ঢে

বাজিল ছুটীর ঘড়ী, হ'ল রোজসই।
আর কেন ওহে ভাই, কর হই হই ?
বোঝা গেল সবিশেষ, মিছে বোঝা বই।
কার প্রতি ভার দিই, কার ভার বই ?
আমি বলি এই এই, তুমি বল ওই।
দেখা যাবে এই ওই, ক্ষণকাল বই॥
কূলে থেকে জল লহ, বলি পই পই।
ডুবিলে মায়ার হ্রদে, পাবে নাক থই॥

কে আমি ?

হে নাথ! আমি আমি, কেন কই হে।
জেনেছি জেনেছি সখা, আমি আমি নই হে॥
আমি কভু নই আমি, এ আমির তুমি স্বামী,
তবে কেন মিছে আমি আমি হয়ে রই হে ?
আমি আমি এই ভাব, এ যে আমি চিদাভাস,
ভাসেতে মিশাল ভাস, আমি তবে কই হে ?
না জেনে পড়েছি ফাঁদে, ছাদিয়াছ ঘোর ছাঁদে,
যাতনায় প্রাণ কাঁদে, কিসে মুক্ত হই হে ?
হয়ে গেল যা হবার, উপায় ছিল না তার,
বার বার কেন আর, করি হই হই হে ?
লেগেছে বিষম ফাঁস, নিজ অস্ত্রে কাট পাশ,
আশাবাস কর নাশ, বলি পই পই হে।
এমন আর কে আছে, বলিব কাহার কাছে,
আপনি তুলিয়া গাছে, কেড়ে নিলে মই হে॥
তরঙ্গ প্রখর অতি, বেগবতী স্রোতস্বতী,
ত্রিবেণীতে তিন ধার, জল তই তই হে।
হও হও অনুকূল, দেও দেও দেও কূল,
অকূল পাথারে পোড়ে, পাবো নাক থই হে॥
সকলি তো গেছে বুঝা, থাকিতে সুপথ সোজা,
এ পাপ ভূতের বোঝা, কেন আর বই হে ?
এ দিকে হয়েছি দীন, খেটেছি অনেক দিন,
এখনই দিন দিন, হ'ল দিন সই হে॥
মিটে গেল আশা-বাই, থেকে আর কাজ নাই,
আপনার দেশে যাই, হয়ে রিপুজয়ী হে।
সমুদ্রের বিম্ব যাহা, সমুদ্রের বস্তু তাহা,
মাটীর নির্ম্মিত ঘট, নহে মাটী বই হে॥
রাখিবে না আমি নাম, ছেড়ে এই পঞ্চগ্রাম,
আমার যে নিজ ধাম, তাই আমি লই হে।
তুমি বিম্ব প্রভাকর, প্রতিবিম্ব প্রভাহর,
তোমার তোমাতে নাথ, লয় আমি হই হে॥

কে তুমি ?

তুমি কেবা আমি কেবা, না পাই সন্ধান।
তোমা ছাড়া 'আমি' হয়ে, আমি অভিমান॥
এই তুমি এই আমি, এক যদি হয়।
তুমি তুমি আমি আমি, ভেদ নাহি রয়॥
আমায় জানিলে আমি, আর নাহি দায়।
অহং কার বোধ হলে অহঙ্কার যায়॥
বল বল তত্ত্বকথা, শুনি সবিশেষ।
দেহ দেহ দেহ নাথ, দেহ উপদেশ॥
তুমি আমি এই যদি, হ'ল নিরূপণ।
তুমি আমি দুই ছাড়া, কারে বলি মন ?
কে মন ?—কেমন সেই, সে মন কিরূপ ?
কেমনে জানিব সেই, মনের স্বরূপ ?
হায় হায় কারে আমি, সুধাইব আর ?
বুঝিতে না পারি কিছু, মনের ব্যাপার॥
তুমি আমি এক ঘরে, থাকি দুই জন।
কোথা হতে এ আবার আসিয়াছে মন ?
এক ঘরে বাস বটে, কিন্তু একা একা।
গুপ্তভাবে থাক তুমি, নাহি দেও দেখা॥
তোমায় না দেখে একে, বিষম ব্যাকুল।
তাহাতে আবার মন, করিল আকুল॥
না দেখি না দেখি নাথ, না দেখি তোমায়।
মনের না দেখা পেয়ে, ঘটিয়াছে দায়॥
কোন মতে নাহি হয়, বাধা সে আমার।
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর॥
বায়ুবৎ গতি করি, কোথা যায় উড়ে।
কার সাধ্য ধরে তারে, ত্রিভুবন ঢুঁড়ে ?
কবে বা এ মন হবে, মনের মতন।
কেমনে মনের বেগ, করিব বারণ ?
যত দিন এই মন, না হইবে বশ।
তত দিন পাইব না, তত্ত্ব-সুধারস॥
মন যদি বশে আসে, তবে কারে ভয় ?
একেবারে করি আমি, সমুদয় জয়॥
তখন এরূপ ভেদ, আর নাহি রবে।
দয়াময় নিজে তুমি, মনোময় হবে॥

কর কর কর প্রভু, কল্যাণ আমার ।
হর হর হর সব, মনের বিকার ॥
মনের ঘুচিলে রোগ, ভোগ হবে শেষ ।
রহিবে না কাম ক্রোধ, মোহ মদ দ্বেষ ।
দূর হবে অহঙ্কার, আত্ম-অভিমান ।
বিবেক বৈরাগ্য দোঁহে, মনে পাবে স্থান ॥
ভ্রমতম নাশ কর, তপন হইয়া ।
রেখো না আপন ভাব, গোপন করিয়া ॥

মনের মানুষ

মনের মানুষ কোথা পাই ?
মানুষ যদ্যপি হবে ভাই ।
যাহা বলি কর তবে তাই ।
বিপদ হয়েছে যারা, বিপদের হেতু তারা,
জগতে মানুষ কেহ নাই ।
মনের মানুষ কোথা পাই ?
মানুষ মানুষ করে সব,
মানুষ মানুষ শুধু রব,
ফলে আমি দেখি শব,
মানুষ মানুষ করে সব ।
নর সব দেখি একাকার,
কিন্তু নাহি মানে একাকার ।
একাকারে সবার বিকার ।
একাকার মিছে ধরে, একাকার নাহি করে,
মনে নাহি ভাবে একাকার ।
নর সব দেখি একাকার ॥
ছাড় ছাড় ছাড় মিছা ভেক,
করিয়া জ্ঞানের অভিষেক,
অন্তর বাহির কর এক,
হৃদয়ে পরম ধন, কর মন দরশন,
হয়ো না কমলবনে ভেক ।
ছাড় ছাড় ছাড় মিছে ভেক ॥
তুমি ত চকোর বট মন,
হয়েছে চাঁদের (আত্মার) দরশন,
সুখে কর পীযুষ ভোজন ।
এখনি ঘুচাও ক্ষুধা, প্রভাতে (মৃতু) চাঁদের সুধা,
চকোর কি পেয়েছে কখন ?
তুমি ত চকোর বট মন ॥

বল দেখি কেন এলে ভবে ?
এ ভবেতে কত দিন রবে ?
কি ছিলে কি শেষে তুমি হবে ?
আসিয়া জনমভূমি, তোমায় চেন না তুমি,
আমায় চিনিবে তবে কবে ?
বল দেখি কেন এলে ভবে ?
কালে আর রহিবে না কেহ,
পেয়েছ যে মনোহর দেহ,
দেহ নয় ভূতের সে গেহ ।
বিফল প্রাণের আশা, ভাঙ্গিয়ে ভূতের বাসা,
মিছামিছি কেন কর স্নেহ ?
কালে আর রহিবে না কেহ ॥
এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি ?
করি বা কি আর নাহি বাকি ?
প্রাণেরে কেমনে আর রাখি ?
হয়েছি মরণগামী, কোথা তুমি কোথা আমি,
যখন মুদিব আমি আঁখি ।
এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি ?

নির্গুণ ঈশ্বর

কাতর কিঙ্কর আমি তোমার সন্তান ।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান ॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্ ।
এক বার তাহে তুমি, নাহি দাও কান ॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্বলোকে, কত কথা কয় ।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয় ॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা ॥
জগতের পিতা হয়ে, তুমি হলে কালা ॥
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া ।
অধীর হলেম ভেবে, বধির জানিয়া ॥
সে ভাবেতে ডাকি আমি, মনে লয় যেটা ।
কান বুজে কান্ কর, ভাল নয় সেটা ॥
কার কাছে দুঃখ আর, করিব প্রকাশ ।
কে আর শুনিবে সব, মনের আর্ত্তনাদ ?
রহিল তোমার এক, কালা পরিবাদ ।
কেবল শ্রুতির দোষে, হইল প্রমাদ ॥
শ্রুতির হইলে দোষ, স্মৃতি কোথা রয় ।
দর্শনে কি হবে আর, কিছু ভাল নয় ॥

আবার কি কথা শুনি, প্রকৃতির কাছে।
তোমার নয়নে না কি, দোষ ধরিয়াছে?
লোচনের দ্বার আর, না হয় মোচন।
অন্ধ হয়ে প'ড়ে আছ, করিয়া শয়ন॥
চারিদিকে আপনার পরিবার যারা।
অনিবার হাহাকার, করিতেছে তারা॥
তুমি যদি অন্ধ হয়ে, চক্ষু বুজে রবে।
আমাদের দশায় কি, হবে বল তবে?
দৃষ্টিহীন যদি হয়, পিতার নয়ন।
সুতের সন্তাপ তবে, কে করে হরণ?
ত্রিলোকের নেত্র যিনি, নেত্র নাই তাঁর।
কে আছে কাহার কাছে, দাঁড়াইবে আর?
উঠ উঠ মিছে কেন, বলি বারে বারে।
জেগে যে ঘুমায় তারে, কে জাগাতে পারে?
অনুভবে বুঝিলাম, কানা তুমি বটে।
নতুবা কি আমাদের, দুঃখ এত বটে?
দর্শনেতে এত যদি, না হইত দোষ।
নিয়ত থাকিত পূর্ণ, সন্তোষের কোষ॥
আবার কি সর্ব্বনাশ, হয়েছ অচল।
শুনিয়া আমার শিরে, পড়িছে অচল॥
হয় দৃশ্য এই বিশ্ব, যাহার সম্পদ।
এমন পদের পতি, হারালেন পদ॥
চলিবার শক্তি না কি, কিছু নাই আর?
বিপদ হইলে তুমি বিপদ আমার॥
আপনিই যদি তুমি, পড়েছ বিপদে।
তবে আর সন্তানেরে, কে রাখিবে পদে?
পদে পদে তব পদে, মন যদি রয়।
আপদ বিপদ তবে, এত কেন হয়?
গোপনেতে পদ রাখা, তোমার কি পদ।
তা হইলে কিসে আমি, পাব বল পদ?
পিতা হয়ে যদি নাহি, পদে দেহ পদ।
তবে আর নাহি দেখি, উদ্ধারের পদ॥
তোমার যে পদ তাহা, আমারি ত পদ।
তবে কেন নাহি দেও, পদের সে পদ॥
পদ-দান-ভয়ে যদি, না শুনিলে পদ।
তবে কেন ব'কে মরি, মিছে ছাড়ি পদ॥
কিন্তু পিতা যে সময়ে, ঘটিবে বিপদ।
সে সময়ে পাই যেন বিপদের পদ॥
শুনিলাম আর এক, কথা ভয়ঙ্কর।
নিজে তুমি ভবকর, কিন্তু নাই কর॥

এই বিশ্ব যার করে, বিশ্ব করে যেই।
বিশ্বকর বিভু হয়ে, করহীন সেই॥
যে শুনিছে সে হাসিছে, কারে আর কব।
কেমনে বুঝাব আমি, কর নাই তব॥
বল শুনি সবিশেষ, ওহে গুণাকর।
অকর যদ্যপি তুমি, নাহি ধর কর॥
দিবাকর নিশাকর, দুই করকর।
নিয়ত নিয়মে দেয়, কার করে কর?
বিচার করিলে ফলে, স্থির এই ঘটে।
স্বভাবেই করহীন, কর নাই বটে॥
যখন এ দেহ তুমি, করনি নিষ্কর।
তখনি জেনেছি তুমি, আপনি নিষ্কর॥
বুঝিতে না পারি পিতা, তোমার এ লীলে।
নিষ্কর হইয়া কেন, নিষ্কর না দিলে?
পাটা নিয়া যে ভূমি, দিয়াছ তুমি নাথ!
পরিমাণ মাত্র তার, সাড়ে তিন হাত॥
তাহাতে অসার মাটী, কাঁটা বনময়।
কেমনে সুশস্য হবে, উর্ব্বরা তো নয়॥
কেবল বাড়িছে বন, চাষ হবে কিসে?
অঙ্কুরিত হলে তরু, কাটে কাম-কীশে॥
সুবিচার নাহি কর, হয়ে তুমি রাজা।
কিরূপে বাঁচিবে প্রজা, সদা শুকোহাজা॥
বিপদ আমার পক্ষে, রক্ষে কিসে হয়।
প্রতি কাল, এসে কাল, ক'রে কর লয়॥
কোনরূপে তার কাছে, নাহি চলে ফাঁকি।
জমা-জমি কড়া কমি, নাহি রাখে বাকি॥
করি বা কি তার বাকি, রাখি কোন ভাবে।
আঁখির নিমিষে ধ'রে, বেঁধে নিয়ে যাবে॥
পাইয়া তোমার ভূমি, এই ভোগ তার।
না হলো সুখের যোগ, কর্ম্মভোগ সার॥
তার হাতে বদ্ধ আছি, হাত নাই যার।
দেখি শেষ কপালেতে, কি হয় আমার॥
পড়েছি তোমার হাতে, তুমি হও পর।
মনে ঠিক জানিয়াছি, তুমি নও পর॥
দয়াকর দয়া কর, পাতিয়াছি কর।
কর পাত একবার, আমি দিই কর॥
না কর উপুড়হস্ত, গুটাইয়া রাখো।
পেতে কর, পেতে কর, কিছু কাল থাকো॥
আমায় দিয়াছ কর, কর তার লও।
করে লিখি তব গুণ, অনুকূল হও॥

প্রেম-তুলি তুলি তাহে, ভক্তি-রঙ দিয়া।
হৃদিপটে তব রূপ, রাখিব লিখিয়া॥
মনোময় রূপ ধরি, দরশন দেহ।
তুলি ধরি চিত্র করি, পূর্ণ করি দেহ॥
মনে, হাতে, যাতে পারি, তোমার বিভাস।
অন্তর বাহিরে আমি, করিব প্রকাশ॥
শুনিলাম অপরূপ, নাক নাই তব।
সুবাস কুবাস নাহি, হয় অনুভব॥
গন্ধবহে, গন্ধ বহে, কাছে অহরহ।
তুমি তার গন্ধভার, কিছু নাহি লহ॥
তোমার শরীর না কি, এমনি অবশ।
নিরন্তর করাঘাত, করিছে অবশ॥
অবশেষে দণ্ড খাও, অবশ হইয়া।
বায়ুর যাতনা সদা, রয়েছ সহিয়া॥
ক্ষরী ধরী বজ্র বারি, করিছে প্রহার।
শিশির নিয়ত মারে, নিশির নীহার॥
সহজে কোমলকায়, সয় সমুদয়।
এ সকল যাতনায়, যাতনা না হয়॥
পরম মঙ্গলময়, তুমি নিজে শিব।
শিবের অশিব শুনে, কাঁদে যত জীব॥
খেলিয়া ভবের খেলা, তুমি হলে কাঁদি॥
দেখিয়া তোমার নাট, হাসি আর কাঁদি॥
অভিধান অভিধান, রাখিয়াছে মুখ।
কিন্তু এ কি অসম্ভব, নাহি তব মুখ॥
মুখ হয়ে মুখ নাই, বিমুখ হয়েছ।
মূক হয়ে একেবারে, নীরব রয়েছ॥
অজ গজ চারিমুণ্ড, পাঁচমুণ্ড যারা।
নাহি বুঝি মাথা মুণ্ড, কি বলেছে তারা॥
শাস্ত্র সব মুখ বোলে, ডাক কোন গুণে।
মুণ্ডপাত হইতেছে, মুণ্ড নাই শুনে॥
কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাম।
তুমি হে আমার বাবা "হাবা-আত্মারাম"॥
তোমার বদনে যদি, না স্বরে বচন।
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন?
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসারায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায়॥
তুমি তো আপন ভাবে, হইলে বিমুখ।
এই ভিক্ষে দীন সুতে, হয়ো না বিমুখ॥
চরমে পরম পদ, যদি যাই ভুলে।
সে সময় একবার, চেয়ো মুখ তুলে॥

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, কুমার তোমার॥
গুপ্ত হয়ে গুপ্ত সুতে, ছল কেন কর?
গুপ্ত কায় ব্যক্ত করি, গুপ্তভাব হর॥
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি ধরেছি।
জন্মভূমি জননীর, কোলেতে বসেছি॥
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্তভাবে, ভাব গুপ্ত রয়?
গুপ্তভাবে চিত্রগুপ্ত, চিত্র করি যবে।
গুপ্ত সুতে গুপ্ত করি, গুপ্তগৃহে লবে॥
আছি গুপ্ত পরিশেষে, গুপ্ত হবে ভেবে।
বল দেখি সে সময়ে, গুপ্ত কোথা রবে?
গুপ্ত হয়ে যখন মুদিব, আমি আঁখি।
তখন এ গুপ্ত সুতে, কিসে দিবে ফাঁকি?

শ্রীমদ্ভাগবত

"প্রকাশিত পরিদৃশ্য বিশ্ব চরাচর।"
সমভাবে সদা কাল, সর্ব্বসুগোচর॥
এই জগতের "সৃষ্টি" "স্থিতি" আর "ক্ষয়"।
নিরূপিত নিয়মিত, যাঁহা হতে হয়॥
সৃজিত পদার্থে সবে, "তিনি" বর্ত্তমান।
সংক্ষেপে হয় তাই, সত্তার প্রমাণ॥
বিস্তারিত না থাকিলে, বিভুর বিভাস।
"অসৎ জগৎ" কভু, হতো না প্রকাশ॥
"অবস্তুতে" নাহি হয়, বস্তুর বিস্তার।
কেমনে করিব তার, সত্তার স্বীকার?
"বন্ধ্যার সন্তান" আর "আকাশের ফুল।"
কেবল অলীকমাত্র নাহি তার মূল॥
জগতের জন্মাদির হেতুমাত্র যিনি।
"সিদ্ধজ্ঞান" "স্বতঃ" "সত্য" "সর্ব্বগত" তিনি॥
তিনিই "সর্ব্বস্বধন" "সর্ব্বমূলাধার।"
"নিরাধার" "নিরঞ্জন" "নিত্য" "নির্ব্বিকার॥"
বিমোহিত যে "বেদে," বিবিধ বুধগণ।
যে "বেদের মহিমা" না, হয় নিরূপণ॥
"আদি কবি" "বিধাতার" হৃদয়-আকাশে।
যাঁহার করুণাবলে যে "বেদ" প্রকাশে॥
"তেজ" "জল" "কাচ" এই, তিনে পরস্পরে।
"অসত্যে সত্যের ভাণ," যে প্রকার ধরে॥

"বিকার-বিশিষ্ট বোধে," "জলভ্রম" হয়।
বাস্তবিক 'অসত্য' সে, সত্য নয় নয় ॥
ত্রিগুণের সৃষ্টি হেতু, সেরূপ প্রকার।
'সত্যরূপে' বোধ হয়, অখিল সংসার ॥
ফলত 'অলীক' এই, মিথ্যা সমুদয় ॥
একমাত্র 'তিনি' বিনা, 'সত্য' কিছু নয় ॥
'যিনি' হন আপনার, প্রভাবে প্রচার।
'যাঁতে' নাই কোনরূপ, উপাধি সঞ্চার ॥
সেই 'সত্য' 'স্বরূপ' বিকার নাই যাঁর।
'পরম-পুরুষ' তিনি, ধ্যান করি তাঁর ॥

পরমার্থ

প্রীতি যদি রাখ তুমি, জগতের প্রতি।
করিবে তোমায় প্রীতি, জগতের পতি ॥
জগতের প্রিয় হও, ব্যবহার-গুণে।
জগৎ বন্ধন কর ব্যবহার-গুণে ॥
যেভাবে জগতে তুমি, দেখিবে যেরূপ।
জগৎ সে ভাবে তোরে, দেখিবে সেরূপ ॥
প্রেমবলে জগতের, প্রিয় হয় যেই।
জগদীশ পুরুষের, প্রিয় হয় সেই ॥
প্রণয় শিখিতে যার, মনে সাধ আছে।
এখনি শিখুক গিয়া, পতঙ্গের কাছে।
দেখ তার কি প্রকার, প্রণয়ের ধারা।
অনায়াসে অনলে, পুড়িয়া হয় সারা ॥
লাফ মেরে ঝাঁপ দিয়া, প্রাণ দেয় সুখে।
একবার আহা উহু, করে নাকো মুখে ॥
সহজে কি প্রেম কোরে, তারে পাবি বোকা।
চিরকাল একভাব বুড়া হয়ে খোকা ॥
জানাশুনে ঝাঁপ দে রে, দূরে যাক্ ধোঁকা।
এখনি পুড়িয়া মর, হয়ে প্রেম-পোকা ॥
ঘরে ঘরে ফের যদি, ঘরছাড়া হয়ে।
ঘর ছেড়ে কিবা কাজ, থাক ঘর লয়ে ॥
পেট নিয়ে দ্বারে দ্বারে, যদি শুণ হাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর, ফল কি রে বাপু ?
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে, না ফিরিতে হয়।
তবে বাপু ঘর ছাড়া, অনুচিত নয় ॥
বসে থাক এক ঠাঁই, নীরব হইয়া।
চেঁচায়ো না কারো কাছে, পেটে হাত দিয়া ॥

ঠক্ ঠক শব্দ করি, ঘুরাতেছ মালা।
ভাবিয়াছ দশের যশের তুমি শালা ॥
চাল নাই, খুঁটি নাই, নাহি গুণ-লেশ।
কেমনে হইবে শালা বল না বিশেষ ॥
ঠক্ ঠকে ঠোকে যাবে, আয়ু ফুরাইলে।
কি হইবে মিছামিছি, মালা ঘুরাইলে ॥
হৃদয় পবিত্র নহে, কিসে রবে সুখে।
না বুঝিয়া পরিণাম, হরিনাম মুখে ॥
ফেরে ফেরে ফেরাতেছ, জ'পে ফের ফের।
জান না কি এই ফেরে, কত আছে ফের ॥
পড়ুক কাঠের মালা, হাত থেকে খ'সে।
জপ রে মনের মালা, স্থির হয়ে ব'সে ॥
কদিন বাঁচিবে আর, কদিন বাঁচিবে।
এ ভাবে কদিন আর, জীবন যাপিবে ?
কদিন ধরিবে আর, দেহের এ বল ?
কদিন চলিবে আর, দেহের এ কল ?
কদিন ইন্দ্রিয়গণ, রবে আর বশ।
কদিন করিবে ভোগ, বিষয়ের রস ?
জীবন জীবনবিম্ব, স্থায়ী কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, কখন্ কি হয় ॥
শতবর্ষ পরমায়ু, লিপি বিধাতার।
রজনী হরণ করে, অর্দ্ধভাগ তার ॥
বাল্য, রোগ, জরা, দুঃখ, বিষম জঞ্জাল।
বিফলে বিনাশ হয়, তার অর্দ্ধকাল ॥
তথাপিও অবশিষ্ট, অল্পকাল যাহা।
কলহ দম্পতি-সুখে, নষ্ট হয় তাহা ॥
তথাপি কিঞ্চিৎকাল, বাকী যাহা রয়।
দলাদলি নিন্দাবাদে, করে তাহা ক্ষয় ॥
অহরহ পাপ-পথে, চলে দেহ-রথ।
ভ্রমেও ভাবে না জীব, পরমার্থ-পথ ॥
গত কাল পুন কিছু, আসিবে না আর।
আসিছে যে কাল তাহা, স্থিত থাকে কার ?
বর্ত্তমান কাল শুধু, হিতকর হয়।
করিতে উচিত যাহা, কর এ সময় ॥
কেন আর কাল কাট, হেলায় হেলায়।
জীবন করিছ শেষ, খেলায় খেলায়।
আর কত ঘুরিবে হে, মেলায় মেলায়।
এই বেলা পথ দেখ, বেলায় বেলায় ॥
ভূতে করে হাড় গুঁড়া, ঠেলায় ঠেলায়।
জান না কি যাবে প্রাণ, কালের ঠেলায় ?

মুক্তি মুক্তি করি সদা, যত নারী নরে।
কথায় বসায়ে হাট, কেনা-বেচা করে॥
কেহ বেচে কেহ কেনে, কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে, কারো নাই কান॥
সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কার নাই।
কোথা যুক্তি কোথা মুক্তি, ভাবি আমি তাই॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে, আকৃতির নাশ।
পাঁচে পাঁচ মিশাইয়া, হয় অপ্রকাশ॥
অবিনাশী আত্মা এক, স্বভাবেই রয়।
বল তবে এ জগতে মুক্তি কার হয়?

বিভুর পূজা

জয় জয় জগদীশ জগতের সার।
সকলি অসার আর সকলি অসার॥
ইচ্ছায় করিয়া সৃষ্টি বিবিধ প্রকার।
ইচ্ছায় করিছ পুন সকল সংহার॥
ইচ্ছাময় ইচ্ছা তব কে বলিতে পারে।
বর্ণ হারে বর্ণিবারে সদা বর্ণ হারে॥
দেখে তব অসম্ভব এ ভব-বিভব।
যেরূপে যে ব্যাখ্যা করে সকলি সম্ভব॥
শিবরূপ সর্ব্বজীব সর্ব্বমূলাধার।
আত্মরূপে বিরাজিত দেহে সবাকার॥
কত ভ্রমে ভ্রমে জীব তোমার উদ্দেশে।
মিছে চেষ্টা মৃগতৃষ্ণা প্রাণ যায় শেষে॥
সিন্ধুভরা আছে সুধা বিন্দু নাহি চায়।
বিষ খেতে বিষধরী ধরিবারে যায়॥
অমূল্য রতন তরে না করে যতন।
কাচের কারণে করে শরীরপতন॥
ঘোর দ্বন্দ্ব ভ্রমে অন্ধ অন্ধকার তায়।
নয়ন থাকিতে জীব দেখিতে না পায়॥
মনোময় তুমি কিন্তু তোমায় ভুলিয়া।
কত ভাবে কত ভাবে কল্পনা তুলিয়া॥
কঙ্কর কঙ্কর শিলা যদি থাকে প্রেম।
তব জ্ঞানে মাটী খোরে প্রাপ্ত হবে হেম॥
কি দিয়ে পূজিতে হয় কেহ নাহি জানে।
গঙ্গাজল বিল্বদল গন্ধ-পুষ্প আনে॥
অরূপ সরূপ তুমি কত রূপ বলে।
তুমি কি জলের বশ তুষ্ট তুমি ফলে?

যোগ যাগ ভোগ রাগ ভোগে করি ভর।
আগে ভাগে পূর্ণ করে আপন উদর॥
খায় খাক্ যত পারে অন্ন জল ফল।
তোমাতে থাকিলে মন তবে পাবে ফল॥
হে নাথ! অনাথনাথ দীন-দয়াময়।
আমি দীন বোধহীন ক্ষীণ অতিশয়॥
কি ভাবে ভাবিব ভাব না পাই ভাবিয়া।
কৃপাকর কৃপা কর নিজ জ্ঞান দিয়া॥
জগতে যে কিছু দেখি সকলি তোমার।
কি দিয়া করিব পূজা কি আছে আমার?
তুমি প্রভু আমি দাস তোমারি হয়েছি।
দিয়াছ পেয়েছি দেহ রেখেছ রয়েছি॥
আমারে করেছ দান এই দেহ-ভূমি।
তাহাতে দিয়াছ প্রাণ প্রাণনাথ তুমি॥
আমায় না জেনে আমি 'আমি আমি' কই।
তুমি যদি স্বামী হও 'আমি আমি' কই॥
আমি 'আমি' নই ফলে, আর কেহ নই।
জগদাত্মা পরমাত্মা তব সত্তা হই॥
মাটীর নির্ম্মিত ঘট নহে মাটী বই।
সলিলের বিম্ব আমি সলিলেই রই॥
যে সময়ে নিজ প্রভা করিবে হরণ।
পাঁচে পাঁচ মিশাইবে হইবে মরণ॥
আকাশ রয়েছে এই ঘটের আগারে।
এই ঘট হ'লে নাশ মৃত্যু বলে তারে॥
শূন্য হতে পুণ্য পাপ গণ্য করি নয়।
অথচ জানে না কেহ মরিলে কি হয়॥
যে হয় সে হয় ম'লে বিফল বিচার।
প্রভু হে তোমার প্রতি প্রণতি আমার॥
দাতার প্রধান তুমি দয়ার নিধান।
দত্তহারী কেহ নাই তোমার সমান॥
দিয়ে প্রাণ পুন লহ করিয়া হরণ।
তথাচ করুণাময় পতিতপাবন॥
উপকারী দত্তহারী দেহ কত শিব।
এ ভব-বন্ধন-দায় মুক্ত হয় জীব॥
যতকাল এই দেহে থাকিবে জীবন।
ততকাল তোমাতেই থাকে যেন মন॥
করিতে তোমার পূজা কোথায় কি পাই।
চারিদিকে চেয়ে দেখি কোন দ্রব্য নাই॥
প্রেমপুষ্প শ্রদ্ধানীর ভাব-বিল্বদল।
সবে মাত্র আছে এই পূজার সম্বল॥

শরীর-নৈবেদ্য মম উপচার সহ।
সাজায়ে রেখেছি এই লহ লহ লহ ॥
ছয়রিপু দান শেষ অতি বলবান্।
তোমার নিকটে বিভু দিব বলিদান ॥

ভক্তাধীন

যে হও সে হও তুমি যে হও সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্ত ছাড়া নও ॥
ভাবময় ভাবরূপে অন্তরেই রও।
অন্তর অন্তর তুমি কদাচ না হও ॥
বাক্যরূপে রসনায় তুমি কথা কও।
সর্ব্বসহারূপে তুমি সমুদয় সও ॥
ভারী হলে ভবভার মস্তকেতে বও।
আমি হে কি দিব ভার বুঝে ভার লও ॥
যে হও সে হও তুমি যে হও সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্ত ছাড়া নও ॥

আমি

সকলি অসার আর সকলি অসার।
চিদানন্দ সদানন্দ একমাত্র সার ॥
স্ব-স্বরূপ বিশ্বরূপ তুমি বিশ্বসার।
এ জগতে কেবা জানে মহিমা তোমার ॥
চিন্ময় চৈতন্যরূপ সর্ব্বমূলাধার।
আত্মরূপে বিরাজিত দেহে সবাকার ॥
স্বভাবে তিমিরময় অখিল সংসার।
আলোরূপে তব রূপ হতেছে প্রচার ॥
যদি না প্রকাশ পায় প্রতিভা তোমার।
জগৎ কি হতে পারে শোভার ভাণ্ডার?
আমি যে হে 'আমি' বলি সে 'আমিটি' কার।
আমির 'আমিত্ব' তুমি সে নহে আমার ॥
তুমিই বলাও 'আমি' বলি বার বার।
তুমি না বলালে 'আমি' বলে সাধ্য কার?
এ আমি যাহার 'আমি' পুন হ'লে তার।
বলিতে বলিতে 'আমি' 'আমি' নাই আর ॥
'আমি' যদি 'আমি' নই, কে হইবে কার।
অতএব এ সংসার সব ফক্কিকার ॥
সকলি অসার আর সকলি অসার।
চিদানন্দ সদানন্দ একমাত্র সার ॥

সম্বন্ধ নির্দ্দেশ

অমঙ্গলে ভরা ধরা কারো সুখ নাই।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি করিছে সবাই ॥
শোক তাপ বিলাপের বেদনা কেমন?
কাতরে ডাকিছে সবে করিয়া রোদন ॥
তাদের সে রবে তুমি নাহি দাও কান।
শুন নাক কোন কথা হয়েছ পাষাণ ॥
তোমারে ডাকিছে তবু জ'লে পু'ড়ে মরে।
অভিমানে দুঃখে তাই নাই নাই করে ॥
নাস্তিক নাস্তিক আছে নাহি মানে বেদ।
আস্তিক নাস্তিক হয় এই বড় খেদ ॥
কর না কুশল দান বিহিত বিচারে।
তুমিই নাস্তিক ক'রে তুলেছ সবারে ॥
নাস্তিকেরা মেরে ফেলে বলে নাই নাই।
আছ আছ আছ ব'লে আমরা বাঁচাই ॥
'নাই' হ'লে মর তুমি 'আছ' হ'লে বাঁচো।
বার বার বলি তাই আছো আছো আছো ॥
কিছুই ত হইত না তুমি নাহি হ'লে।
আমরা সবাই আছি তুমি আছ ব'লে ॥
মনেতে না দেখা পাই নাহি পাই 'পাঁচে'।
পাঁচের অতীত ধনে দেখি আঁচে আঁচে ॥
পাঁচ ছাড়া আঁচ ছাড়া এমন যে ধন।
সহজে কি হয় তার তত্ত্ব-নিরূপণ?
অস্থিরপঞ্চকে পোড়ে স্থির নাহি পাই।
মনে যদি তর্ক করি, নাই বুঝি নাই ॥
শরীর আড়ষ্ট হয় নাহি স্বয়ে ধ্বনি।
ফোঁপাইয়া কেঁদে উঠি তখনি অমনি ॥
ভয়ঙ্কর সেই ভাব না হয় গোচর।
কেমন কেমন করে মনের ভিতর ॥
সে সময়ে 'কেটা' যেন ভিতরে ঢুকিয়া।
ঘোরতর অন্ধকারে আলো প্রকাশিয়া ॥
বলে ওরে দেখ্ দেখ্ কেন হোস জড়।
ঠাস্ কোরে মনের গালেতে মারে চড় ॥
চড় মেরে নাহি থাকে কোথা চ'লে যায়।
সে চড়ে চেতন পেয়ে করি হায় হায় ॥
বাহিরে ভিতরে আর নাহি দেখি তারে।
কেমনে সে এসেছিল গেল কি প্রকারে?
যখন প্রকাশ পায় সে জ্যোতির ছটা।
তখন ভিতরে আর থাকে নাক ছটা ॥

সসাগরা সপ্তদ্বীপা তব অধিকার।
ছয় ছেড়ে শেষ দ্বীপে করেছ বিহার॥
পরম পীযূষ তথা করিতেছ পান।
আপনি আপন স্বরে ধরিতেছ গান॥
ছয় দ্বীপে ছয় থাকে সদা যায় দেখা।
তোমার সে নবদ্বীপে তুমি থাক একা॥
সেখানেতে নাহি হয় ছয়ের গমন।
কাজেই সহজে তাই না হয় মিলন॥
অগ্নি জল বায়ু আছে আছে চাকা কল।
চালাতে জানিনে আমি হয়েছে অচল॥
অক্ষরে অক্ষরে যোগ সন্ধান না হয়।
কলের কুলুপ খোলা শক্ত অতিশয়॥
শেখালে না শিখি নাই কে শিখাবে আর।
মিছিমিছি ডাক্ ছাড়া হলো যা হবার॥
অধিক ভাবিতে গেলে বেড়ে যায় বাই।
এখানেও 'তুমি' 'আমি' সেখানেও তাই॥
পিতা বলি মাতা বলি বন্ধু আর ভাই।
যখন যা বোলে ডাকি তুমি নাথ তাই॥
ভাবের অন্যথা যেন কিছুতে না হয়।
যে ভাবে সে ভাবে তুমি আছই সদয়॥
তুমি, আমি, উভয়েতে যে স্বপাদ হয়।
সে স্বপাদ কথনই ঘুচিবার নয়॥
কান পেতে শুন শুন দোহাই দোহাই।
নূতন সম্পর্ক এক ঘটাইতে চাই॥
নাস্তিকেরা "নাস্তি" বোলে করিছে নিধন।
'অস্তি' ব'লে আমি করি তোমায় স্থাপন॥
তোমার 'অস্তিত্ববাদ' করেছি যখন।
পাকাপাকি একথানা করিব তখন॥
জন্ম দিয়া 'বাপ' তুমি হয়েছ আমার।
জন্ম দিয়া আমি তবে কে হব তোমার?
যদ্যপি আদর কর মনেতে বিচারি।
এ স্বপাদে তোমার তো বাবা হতে পারি॥
বার বার 'বাবা' ব'লে ডেকেছি তোমায়।
একবার 'বাবা' ব'লে ডাক না আমায়॥
ছেলের এ আবদারে আদর তো চাই।
বাপ বোলে ডাকিলে তো লজ্জা কিছু নাই॥
অধমে বলিতে বাপ লজ্জা যদি হয়।
যা বলিবে তাই বল বিলম্ব না সয়॥
ছেলে বল দাস বল বলা কিন্তু চাই।
না বলিলে কোন মতে ছাড়াছাড়ি নাই॥
ফুটে না বলিতে পার ভঙ্গী ক'রে কও।
'ওরে বাবা আত্মারাম' হাবা কেন হও॥
যেরূপে জানাতে হয় সেরূপে জানাও।
যেরূপে মানাতে হয় সেরূপে মানাও॥

সব ভরপূর

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর
বাবা সব ভরপূর।
পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচুর
বাবা গৌরব প্রচুর॥
পেয়েছ উত্তম দেহ, যোগপথে মন দেহ,
পরিহরি মোহ স্নেহ চল সুরপুর।
যোগযুক্ত অহঙ্কার, করি তায় অলঙ্কার,
করহ ওঁকার সার গর্ব্ব হবে চুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥
নিশ্বাস হইলে রোধ, পরিজন হীনবোধ,
কাঁদিবে জনম শোধ আহা উহু সুর।
মুদিলে নয়ন-পদ্ম, মন-মধুকর সদ্য,
কৈবল্য কমল-সদ্ম পাইবে মধুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥
সুখ কভু মিথ্যা নয়, যত অনুগত-চয়,
শীলতায় বশ হয় শুন হে চতুর!
বিধাতার সুনির্ম্মাণ, সুখদ সম্ভোগ তান,
ভোগ যোগে রাখ মান দুঃখ হবে দূর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর॥
সুরা কভু নহে হেয়, সুরজন-উপাদেয়,
রমণীতে সেই পেয়, পান কর শূর।
তাহে প্রজাবৃদ্ধি হয়, প্রজাপতি প্রথা রয়,
পিতৃ-নাম নহে ক্ষয় বৃদ্ধি হয় ভুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥
পরিজন-স্নেহনিধি, যতনে মিলায় বিধি,
এত নহে মন্দবিধি সুখের অঙ্কুর।
ধনধান্যে লক্ষ্মীলাভ, সৌভাগ্যের সুপ্রভাত,
মনোগত এই ভাব, আদেশ মনুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥
আশাই অতুল্য ভোগ, কর্ম্ম হয় যশোযোগ,
এ তো নহে পাপ রোগ আরাধ্য সাধুর।

সুখের এ কর্ম্মভূমি, পুত্র মিত্র নহে উমি,
এ সব ত্যজিয়া তুমি হইবে ফতুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥
কুম্ভধারী নট মত, হও কাল অবিরত,
গৃহকার্য্যে থাকি রত ধিয়াও ঠাকুর।
চরম সময় তব, শ্রুত মাত্র হরি রব,
পার হয়ে ভবার্ণব যাবে শান্তিপুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥

সব হ্যায় ফাঁক

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক,
বাবা সব হ্যায় ফাঁক।
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাঁক,
বাবা মিছা কর জাঁক॥
পেয়েছ যে কলেবর, দৃশ্য বটে মনোহর,
মরণ হইলে পর পুঁড়ে হবে খাক্।
আমি আমি অহঙ্কার, আমার এ পরিবার,
কোথায় রহিবে আর, আমি আমি বাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক॥
নিশ্বাস হইলে রুদ্ধ, মৃত্তিকায় দেহ শুদ্ধ,
চারিদিকে হবে শুদ্ধ রোদনের হাঁক।
মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাঁকি,
কোথায় রহিবে চাকি, ভেঙ্গে যাবে চাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হয় ফাঁক্॥
মিথ্যা সুখে সদা রত, শত শত অনুগত,
গৌরব করিয়া কত গোঁফে দেও পাক।
পোষাকের দাম মোটা, জুতা পায়ে তেড়ি ওটা,
কপালে জুড়িয়া ফোঁটা শোভা করে নাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক্॥
নারীর কোমল গাত্র, মদনের সুরা-পাত্র,
তাহার উপর মাত্র নয়নের তাক।
বসনে বিচিত্র সাজ, কাবায় রঙ্গিন কাজ,
শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ, ঢেকে রাখ টাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক॥
স্নেহ করে পরিজন, সদাই সন্তুষ্ট মন,
সুদে সুদে বাড়ে ধন, কত লাক লাক।
রাখিয়াছে বাপ দাদা, ধপ ধপ বর্ণ শাদা,
সারি সারি তোড়া বান্ধা, শোভে থাকে থাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক॥
হইয়া আশার বশ, ভ্রমে চাহ মিছা যশ,
বিষয়-বিষের রস, নহে পরিপাক।
তুমি কেবা কেবা পুত্র, আপনার নাহি কুত্র,
মিছামিছি মায়াসূত্র, শেষ কুম্ভীপাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক॥
চিন্তা কর পরকাল, নিকট বিকট কাল,
উচ্চৈঃস্বরে বাজে ভাল, শমনের ঢাক্।
জীবন ছাড়িবে কোল, না রহিবে কোন বোল,
হরেকৃষ্ণ হরিবোল, এই মাত্র ডাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক॥

কিছু কিছু নয়

দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়,
বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়,
বাবা অন্ধকারময়॥
ধন বল জন বল, সহায় সম্পদ্ বল,
পদ্মদল-গত জল চিহ্ন নাহি রয়।
কারে বলি আমি আমি, আমি যে মরণগামী,
মিছামিছি দিই আমি আমি পরিচয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
আগে হও পরিচিত, পরিশেষে পরিমিত,
না হইলে নিজ হিত পরিহিত নয়।
কার বস্তু কেবা হরে, কার বস্তু কার করে,
কেবা কারে দান করে কেবা দান লয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
যোগে সদা অনুযোগ, ভোগে সদা কর্ম্মভোগ,
তবু পাপ-আশা রোগ সাম্য নাহি হয়।
জলে নাহি তেল মিশে, তথাচ না ভাঙ্গে দিশে,
বিষম বিষয়-বিষে কিসে সুখোদয়?
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
কি হেতু সংসারসূত্র, কোথা পিতা কোথা পুত্র,
কোথা ছিলে যাবে কুত্র বল মহাশয়।
না ভাবিয়া পরকাল, আপনার কর কাল,
বৃথা সুখে হর কাল নাহি কাল ভয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

কারিগুরি বহুতর, দৃশ্য বটে মনোহর,
কলে বদ্ধ কলেবর দেহ যারে কয়।
সে কল বিকল হবে, তুমি নাহি তুমি রবে,
তুমি রব রবে রবে, কবে লোকচয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
রমণী-বচন-মদ, পানমাত্রে গদগদ,
তুচ্ছ করি ব্রহ্মপদ প্রফুল্ল হৃদয়।
অবশেষে বোধশূন্য, স্বভাবে স্বভাব ক্ষুণ্ণ,
কোথা তার থাকে পুণ্য পাপে হয় লয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
কারে বল সুচতুর, তুমি বটে বাহাদুর,
যত দেখ ভরপুর, ভরপুর নয়।
সুখলাভ করিবার, বস্তু নয় পরিবার,
দুখে কাল হরিবার হেতু সমুদয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥
হিসাবের পথ সোজা, ঠিকে কেন দেহ গোঁজা,
সহজেই যায় বোঝা ভার বোঝা নয়।
ভব-ভ্রম পরিহরি, মুখে বল হরি হরি,
কৃতান্ত-কুঞ্জর হরি, হরি দয়াময়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়॥

তত্ত্ব

ম'লে কি হে সকলি ফুরায়?
বল বল বল নাথ ম'লে কি সকলি ফুরায়?
এই জীব আর নাহি আসে পুনরায়?
এই দেহ এ প্রকারে, নাহি হয় বারে বারে,
কর্ম্মভোগ একেবারে সব ঘুচে যায়।
এই দেখি এই এই, দেখিতে দেখিতে নেই,
এই এই সেই সেই শুনি পরম্পরায়॥
এই সব এই শব, এইরূপ এই ভব,
কে মরে কে বেঁচে থাকে বোঝা বড় দায়।
নাম মাত্র ঘটাকাশ, এই জীব চিদাভাস,
ঘটের হইলে নাশ, পাঁচে পাঁচ পায়॥
অবিনাশী চিদাভাস, তার কভু নাহি নাশ,
দেহ-নাশে কেন লোক করে হায় হায়?
কে মরে কে পায় মুক্তি, বুঝিতে না পারি যুক্তি,
নানা জনে নানা উক্তি শুনে হাসি পায়॥
এই বলে হলো হলো, এই বলে মলো মলো,
কেবা হলো কেবা মলো সুধাইব কায়?
যত নরে পরস্পরে, বিচার বিতর্ক করে,
ঠিক যেন সম্ভাষণ কালায় কালায়॥
কেহ কয় এই হয়, কেহ কয় নয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ যেন কাণায় কাণায়।
সার কথা বলি যারে, সেই গালে চড় মারে,
বিচারেতে নাহি হারে হাসিয়া উড়ায়॥
ডাক ছাড়ে চোটে চোটে, মুখে যেন খই ফোটে,
কার সাধ্য এঁটে ওঠে কথায় ছটায়?
কত ছাঁদে করি ছাঁদ, বাদী হয়ে তুলে বাদ
যুক্তিহীন তর্কবাদ কতই ঘটায়॥
উপাসক এক দল, প্রকাশিয়া বুদ্ধিবল,
ম'লে পরে জন্ম নাই, বলিয়া বেড়ায়।
এই কথা ব্যক্ত করে, নরলোক যত মরে,
তাদের সকল আত্মা, ভোগ নাহি পায়॥
আগে তোলা গাছে ঝোলা, বাতাসে খেতেছে দোলা,
গগনে ঘুরিয়া সব এখন খেলায়।
ভবিষ্যতে একদিন, হবে তারা ভোগাধীন,
বিচার হইবে শেষ, বিভুর সভায়॥
পুণ্যবান লোক যারা, চিরস্বর্গ পাবে তারা,
পাপী রবে চিরকাল নরক বাসায়।
জন্ম এই হলো সবে, পরে নাহি জন্ম হবে,
এই কথাটি স্থির ক'রে, কে এসে শুনায়?
কবে কোন্ নরলোক, গিয়ে সেই পরলোক,
ফিরে আসিয়াছে পুন পুরাতন কায়?
পূর্ব্বজন্মে ছিল যাহা, প্রকাশ করিয়া তাহা,
কেবা সব হৃদয়ের সংশয় কাটায়?
স্থির যার আছে মন, সেই করে নিরূপণ,
কিছুমাত্র প্রয়োজন নাহি জিজ্ঞাসায়।
জন্ম আর স্থিতি নাশ, স্বভাবেতে সুপ্রকাশ,
বার বার সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ দেখায়॥
ভূতের না হয় ধ্বংস, ভূতে ভুক্ত ভূত অংশ,
সমবেত হয়ে ভূত শরীর গড়ায়॥
জড় দেহ ভূতময়, ভূতে হয় ভূতে লয়,
সকলেই অভিভূত ভূতের খেলায়॥
যদি বলি দেহ জড়, চার্ব্বাকেতে মারে "চড়,"
তখনি চেতন বোলে লাঠী নিয়ে ধায়।
ভক্তি-রথ টানে নাকো, পরকাল মানে নাকো,
তব তত্ত্ব জানে নাকো আসিয়া ধরায়॥

তব তত্ত্বী যারা হয়, তাদের পাগল কয়,
অনল নিবাতে চায় তৃণের শাখায়।
তৃপ্ত নয় তত্ত্বরসে, রত সদা অপযশে
নাস্তিক বলিয়া বসে গায়ের জ্বালায়॥
আত্মার শরীর ধরা, বস্ত্র ছেড়ে বস্ত্রপরা,
জোঁক সব তৃণে তৃণে যেমন বেড়ায়।
প্রবৃত্তির বশ হয়ে, প্রাক্তনের ক্রিয়া লয়ে,
দেহ ঘরে ঢোকে জীব তোমার ইচ্ছায়॥
দেহ-ঘটে আত্মা রন, কিন্তু তিনি দেহ নন,
সচেতন অচেতন মায়ার মায়ায়।
স্থিতি নাশ নাশ স্থিতি, সংসারের এই রীতি,
কেমনে কহিব তবে মলেই ফুরায়?
কেমনে ঘুচিবে রোগ. না হয় সুযোগ যোগ,
নাশিতে কর্ম্মের ভোগ সম্ভোগ বাড়ায়।
ভোগেতে কি ভোগ ছাড়ে, কর্ম্মেতেই কর্ম্ম বাড়ে,
ঘুচাতে গায়ের মলা ধুলা মাখে গায়॥
ঔষধ না খেলে পরে, শরীরে কি রোগ মরে,
কুপথ্যে রোগের নাশ হয়েছে কোথায়?
বিনা আলোকের ভাস, কিসে হবে তমোনাশ,
অন্ধকার অন্ধকার কেমনে ঘুচায়? :
কাটিতে দড়ীর ফাঁস, অস্ত্রের না করে আশ,
সূতা দিয়ে সেই গেরো কেবল জড়ায়।
মিছে করি পরিশ্রম, কিছুই হলো না ক্রম,
ঘোচে না মনের ভ্রম অজ্ঞাত দশায়॥
মিথ্যায় সত্যের ভাণ, মনে নাহি পায় স্থান,
তত্ত্বনিরূপণ হয় জ্ঞান-অবস্থায়।
"আমি" যদি "তুমি" হই, আমার বিনাশ কই,
এ কথাটি কারে কই কে বলে আমায়?
ছিল শিব হলো জীব, আছি জীব হব শিব,
এইরূপ জীব শিব আমায় তোমায়।
পাশভুক্ত হলে জীব, পাশমুক্ত হলে শিব,
জীব ঘুচে শিব হব কোথা সদুপায়॥
যখন কাটিব ডোর, ঘুচে যাবে কর্ম্ম ঘোর,
জীব ঘুচে শিব হব সন্দেহ কি তায়।
যে জীবেতে দয়াময়, তোমার না দয়া হয়,
সেই জীব জীব রয় শিবত্ব না পায়॥
তুমি কৃপা কর যারে, ত্রিতাপে তরাও তারে,
সেই জীব একেবারে শিব হয়ে যায়।
ফলত তোমার তাত, কিছুমাত্র নাহি হাত,
নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ করে সমুদয়॥

কর্ম্ম যার যে প্রকার, তব ইচ্ছা সহকার,
সে প্রকার ভোগ তার ঘটায় ঘটায়।
ক্রিয়াসাক্ষী সচেতন, ফলদাতা সনাতন,
অথচ নির্লেপ তুমি আকাশের প্রায়॥
নিজ কর্ম্ম উপসর্গ, তাহাতে নরক স্বর্গ,
পুণ্যপাপে সুখ দুঃখ ভোগায় ভোগায়।
তব তত্ত্বহত যত, প্রবৃত্তির পথে রত,
দুখে সুখে অবিরত দোষ গুণ গায়॥
মরি মরি আহা আহা, তোমার বিচারে যাহা,
কেহই জানে না তাহা হায় হায় হায়!
কিন্তু নাথ! স্থির জানি, ঘোরতর অভিমানী,
কেবল অধর্ম্ম করে মানব-সভায়॥
রিপু পিশাচের মতে, পাপাচার নানামতে,
তোমার পবিত্র পথে ভ্রমে নাহি ধায়।
এমন যে মূঢ় জন, যদি স্থির করি মন,
ক্ষণকাল চোখ বুজে তোমা পানে চায়॥
মনে মুখে এই কয়, হর মম পাপচয়,
দীনদয়াময় তুমি রয়েছ কোথায়?
কটাক্ষেতে একবার, সে পাপ থাকে না আর,
কর্ম্মপাশ কাটে তার তোমার কৃপায়॥
কিন্তু ওহে দয়াময়, এ বড় সহজ নয়,
অকস্মাৎ এ প্রবৃত্তি কেবা দেয় তায়?
ভিতরের ভাব তার, সাধ্য কার বুঝিবার,
তবেই বুঝিতে পারি বুঝালে আমায়॥
এ বোঝা ত সোজা নয়, বক্তা হয়ে কেবা কয়,
কে বোঝাবে কে বুঝিবে তব অভিপ্রায়।
বুঝিবার নাহি পুঁজি, কাজ নাই বোঝাবুঝি,
এই বুঝি সোজাসুজি স্থান দেহ পায়॥
তুমি প্রভু আমি দাস, পদমাত্র অভিলাষ,
ফিরি নাক আর কোন পদের আশায়।
এই ঘরে ঢুকাইয়া, আছ তুমি লুকাইয়া,
দেখা যদি নাহি দেও কি কাজ দেখায়?
এখন রয়েছি একা, পাইব পাইব দেখা,
চাতকেরে জলধর কদিন ভাঁড়ায়?
পূর্ণিমার নিশা হ'লে, আপনি টানিবে কোলে,
চকোর চাঁদের সুধা প্রভাতে কি পায়?
যখন সময় হবে, আপনিই কোলে লবে,
আপনিই দেখাইবে বিহিত উপায়।
অঙ্কুর হয়েছে সবে, সময়ে সুফল হবে,
অঙ্কুরে ফলের আশা বৃথায় বৃথায়॥

শুন ওহে মম মূল, হও হও অনুকূল,
যেন নাহি হয় ভুল দশম দশায়।
ভাঙো ভাঙো হয় মেলা, এখন ক'র না হেলা,
যায় যায় যায় বেলা খেলা হলো সায়॥
পায় যেন হই অল্পে, আর যেন কোন কল্পে,
মায়ার মাতালে গল্পে নাহি পাড়ি সায়।
পূজা হোম জপ মন্ত্র, নাহি জানি বেদ মন্ত্র,
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুথি প্রকৃতি পড়ায়॥
কখনো পড়িনি শ্রুতি, পেয়েছি যুগল শ্রুতি,
শ্রুতির অধীন স্মৃতি স্মৃতি কেবা চায়?
রসনা আচার্য্য হয়, শ্রুতিমূলে সদা কয়,
"জয় জগদীশ জয়" মধুর ভাষায়॥
এই ধ্বনি প্রতিক্ষণ, ধ্বনিধনে ধনী মন,
আপনি আপন ভাবে হাসায় কাঁদায়।
শুনেছি দর্শন ছয়, নয়ন দর্শনদ্বয়,
সমুদয় ব্রহ্মময় নিয়ত দেখায়॥
কাজ নাই দরশন, যাহা করি দরশন,
তাতেই মোহিত মন তব মহিমায়।
ধরা জল বহ্নি বাত, দিবা নিশি সন্ধ্যা প্রাত,
সকলই প্রতিভাত তোমার প্রভায়॥
যত কিছু রমণীয়, যত কিছু কমনীয়,
সকলেই শোভনীয় তোমার শোভায়।
প্রভাকর প্রভা-কর, তুমি তার প্রভাকর,
নতুবা এ রবি-ছবি কোথায় লুকায়॥
এই ভব চরাচর, বটে বটে মনোহর,
কিন্তু নহে স্থিরতর রচিত মায়ায়।
বিবেকী বিবেক কয়, নিত্য নয় নিত্য নয়,
সমুদয় ভূতময় ভূতের মেলায়॥
ভূতাতীত নিরঞ্জন, তুমি মাত্র নিত্যধন,
এ ধনের মদে মত্ত কর হে আমায়।
তোমায় চিনেছে যেই, তোমায় কিনেছে সেই,
না চায় কিছুই আর তোমায় না চায়॥
একেবারে স্থির হয়, কোন কথা নাহি কয়,
সে কি আর ভবঘোরে ঘুরিয়া বেড়ায়?
কিছু আর নাহি চায়, কোনখানে নাহি যায়,
ব'সে থাকে তব তত্ত্ব-তরুর ছায়ায়॥
সন্তোষের সরোবরে, মগ্ন হয়ে স্নান করে,
নাহি থাকে তৃষ্ণা ক্ষুধা শান্তিসুধা খায়।
সদানন্দ ভাব ধরে, নিত্য সুখে কাল হরে,
কর্ণপাত নাহি করে কাহারো কথায়॥
নিজ ভাবে নিজে গলে, নিজ বোধপথে চলে,
দেহ মাত্র গেহ তার বাস করে যায়।
ভেদাভেদ কিছু নাই, সমভাব সব ঠাঁই,
সতত সমান সুখ যথায় তথায়॥
বিকারবিহীন মন, তৃণ দেখে ত্রিভুবন,
কোটি কোটি ইন্দ্র এলে ফিরে নাহি চায়।
শুচি নাই শুচি নাই, তুল্য দেখে সোনা ছাই,
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ করে পড়িয়া ধূলায়॥
সে সময়ে তুমি তার, দেহ কর অধিকার,
রাজা হয়ে বসো গিয়ে মনের সভায়।
অন্তরে বিরাজ কর, ধীরেন্দ্রের ধর্ম্ম ধর,
যত সব দুষ্ট চোর ভয়েতে পলায়॥
অভেদে হইয়া এক, কর আত্ম-অভিষেক,
উপসর্গ আদি ভেদ আসিতে না পায়।
বিষম বিপক্ষ যারা, কেমনে আসিবে তারা,
প্রবোধ প্রহরী হয়ে বসে প্রহরায়॥
তুমি ধাতা তুমি পাতা, ফলদাতা তুমি ত্রাতা,
তুমি নাথ সর্ব্বমূলাধার।
সৃজিয়াছ শত শত, অচল সচল যত,
চলাচল অখিল সংসার॥
তৃণ আদি ধরাধর, এই সব চরাচর,
অপরূপ শোভার ভাণ্ডার।
আহা কিবা মরি মরি, স্বভাব স্বভাব ধরি,
দেখাতেছে মহিমা তোমার॥
জলে স্থলে শূন্যোপরে, পরস্পরে সুখে চরে,
সকলেরি সরস অন্তর।
অহঙ্কার-সুরাপানে, মেতে ঘোর অভিমানে,
কেবল অসুখী যত নর॥
বাসনার হয়ে বশ, খেতেছে বিষয়-রস,
পেতেছে তাহাতে কত দুখ।
আশা নাহি হয় নাশ, ক্রমে বাড়ে অভিলাষ,
কেহ নাহি পায় সত্যসুখ॥
যত ভোগ বাড়ে যার, তত রোগ বাড়ে তার,
কিছুতেই শেষ নাহি হয়।
কিবা দীন কিবা ভূপ, সকলেরি একরূপ,
সব ঘরে হাহাকারময়॥
যার যত বাড়ে পদ, তার তত বাড়ে মদ,
মদে পদ স্থির রাখা দায়।
শত লক্ষ কোটীশ্বর, সম্রাট ভূপতীশ্বর,
তার পর ব্রহ্মপদ চায়॥

কতই কল্পনা জানে, ইন্দ্র চন্দ্র বেঁধে আনে,
শমনেরে করে ছত্রধারী।
স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি স্থল, সব দেয় রসাতল,
তোমারে করিয়া আজ্ঞাকারী॥
কখনো এ ভাব ধরে, তোমার তুমিত্ব হরে,
একেবারে মানে না তোমায়।
যে বলে ঈশ্বরো নাস্তি, কেবা তার দেয় শাস্তি,
তুমি কিছু বল না তো তায়॥
এখন না বল বল, পরে দিবে প্রতিফল,
এ কথাটি বুঝাইব কারে?
এই দেহ-অন্তে তার, দণ্ড হবে কি প্রকার,
তথ্য তার কে করিতে পারে?
দুরাচার বলি যত, পরের পীড়নে রত,
প্রকাশিয়া প্রবল প্রতাপ।
নির্দ্দোষ অধীন যারা, তাদের করিছে সারা,
পদে পদে দিয়ে পরিতাপ॥
এমন নিদয় নর, তাদেরি উন্নত কর,
দণ্ড কিছু দেখিতে না পাই।
মনোদুখে তাই কই, দণ্ডদাতা বিভু কই,
নাই নাই নাই "তুমি" নাই॥
ক্ষণ পরে পুনর্ব্বার, করি এই সুবিচার,
তোমার কৃপার উপদেশে।
যুক্তি আছে স্থির করা, প্রবল পাপের ভরা,
ডোবেই ডোবেই ডোবে শেষে॥
দোষহীন দীনচয়, পীড়া পেয়ে এই কয়,
'মুখ ফুটে কিছু কব নাকো।
ব্যথা পাই যে প্রকার, কর তার প্রতীকার,
হে ঈশ্বর! যদি তুমি থাকো॥'
আর্ত্তনাদ শুনে তার, না করিয়া সুবিচার,
তুমি আর কিরূপেতে বাঁচো?
সোয়ে সোয়ে বারে বারে, দণ্ড দাও একেবারে,
আছ আছ আছ তুমি আছো॥
দণ্ডদাতা নাম ধর, দোষী জনে দণ্ড কর,
হর হর হর পাপভার।
ক্রিয়াসাক্ষী দয়াময়, বিচারে যেমন হয়,
সাধুজনে দেও পুরস্কার॥
কর্ত্তা নাই কেহ আর, এইরূপ এ সংসার,
নিজে হয় নিজে পায় নাশ।
এ কথা তো শুনিব না, যুক্তি বোলে গুণিব না,
এখনি করিব উপহাস॥

'স্বভাবে' যগুপি হয়, সে 'স্বভাব' অন্য নয়,
সে 'স্বভাব' তুমিই তো হও।
স্বভাবে স্বভাব লয়ে, ধাতা পাতা ত্রাতা হয়ে,
কারণরূপেতে সদা রও॥
আমারে এ সব লোক, আস্তিক নাস্তিক কোক,
যে প্রকার ইচ্ছা যার হয়।
আস্তি নাস্তি নাহি জানি, কেবল তোমায় মানি,
তোমাতেই মন যেন রয়॥
প্রাণাধিক প্রিয়তম, হর হর হর ভ্রম,
কর কর কৃপা-বিতরণ।
গুরু বোলে কারে ধরি, কার কাছে শিক্ষা করি,
মানবের ধর্ম্ম আচরণ?
অনেকেরি কাছে যাই, গুরু না দেখিতে পাই,
মিছামিছি তর্কবাদ করা।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু এ কি বিপরীত,
ভিতরেতে অভিমানভরা॥
বিদ্যার যে সার মর্ম্ম, নাহি দেখি তার কর্ম্ম,
কর্ম্মে নাই ধর্ম্মের সঞ্চার।
আমি 'স্বামী' বড় কত, চলিবে আমার মত,
বিদ্বানের এই অহঙ্কার॥
পৃথিবীর সব ঠাঁই, সমান দেখিতে পাই,
অভিমানে সাধিতেছে ক্রিয়া।
দেখ দেখ দেখ পিতে, ধর্ম্মমত চালাইতে,
দলাদলি করে তোমা নিয়া॥
কত মতে চলিতেছে, কত কথা বলিতেছে,
কত মতে ছলিতেছে কত।
এইরূপ ঘেষাঘেষে, পরস্পর দেশে দেশে,
মতগর্ব্বে সবে অনুরত॥
একের সন্তান হয়ে, একের দোহাই লয়ে,
বিচারেতে বিবাদ বাড়ায়।
তব তত্ত্ব ছোঁবে নাকো, ভিতরেতে ডোবে নাকো,
ভেসে ভেসে কেবল বেড়ায়॥
ধর্ম্মযুদ্ধে যুদ্ধ করি, পরস্পর অস্ত্র ধরি,
কাটাকাটি এতে ওতে তাতে।
প্রকৃতিরে হাসাতেছে, পৃথিবীরে ভাসাতেছে,
স্বজাতির শোণিতের স্রোতে॥
'ধর্ম্মের' আচার্য্য যারা, এই তো ধার্ম্মিক তারা,
বুঝিলাম ধর্ম্ম-আচরণে।
দেখে শুনে সাধু যত, বিরলে হাসিছে কত,
তুমিও হাসিছ মনে মনে॥

সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়ে যেই, তোমারেই পায় সেই,
অনুকূল তুমি হও তায়।
অহঙ্কার অভিমান, যতক্ষণ বলবান,
ততক্ষণ তোমায় কি পায়?
শিখে "বিদ্যা অর্থকরী," গৃহস্থের ধর্ম্ম ধরি,
অর্থ এনে চালিব সংসার।
কিরূপেতে অর্থ পাই, বল বল কোথা যাই,
সে তো নয় সহজ ব্যাপার॥
জানে উপার্জ্জনধারা, বিষয়ী পুরুষ যারা,
অর্থকরী বিদ্যা শিখিয়াছে।
বড় বোলে নিজে জানে, নিজে থাকে নিজমানে,
কারে নাহি যেতে দেয় কাছে॥
সভ্য অভিমানী যারা, মরি কিবা সভ্য তারা,
সভ্যতার কি কব ব্যাভার।
কার্য্য করে দেখিয়াছি, পরীক্ষায় জানিয়াছি,
সভ্যতাই পাপের ভাণ্ডার॥
কত কাণ্ড ঘরে ঘরে, ভিতরে সকলি করে,
গোপনে পাপের নাহি ভয়।
চুপি চুপি ব্যবধান, সাবধান সাবধান,
দেখো যেন প্রকাশ না হয়॥
যাঁরা কিছু সভ্য হন, অনাসেই এই কন,
উহু উহু বাপ্ বাপ্ বাপ।
'আড়ালে যা কর ভাই, তাহে কোন পাপ নাই,
প্রকাশ হলেই বড় পাপ॥'
কোথা নাথ দয়াময়, দেখ দেখ সমুদয়,
মজিল মজিল সব দেশ।
পরস্পর পরস্পরে, পাপাচারে রত করে,
করিয়া মিথ্যার উপদেশ॥
দেখিতেছি এই ধরা, ছলনা-চাতুরীভরা,
ন্যায়-পথে ধন নাহি আসে।
ন্যায়েতে যে ধন হয়, সে কিছু অধিক নয়,
নির্ব্বাহ না হয় অনায়াসে॥
বিনা ধনে কি প্রকারে, উদর চলিতে পারে,
পরিবার কিসে থাকে বশ?
যাই আমি যার বাসে, দুখী বোলে সেই হাসে,
কয় কত বচন কর্কশ॥
কিঞ্চিৎ ধনের পতি, তারা নয় শান্তমতি,
মানমদে মেতে সদা রয়।
নম্র হয়ে প্রতিক্ষণ, যতই যোগাই মন,
তথাপিও তুষ্ট নাহি হয়॥
কত উপাসনা করি, কতরূপ ভেক ধরি,
নর প্রভু না হন সদয়।
যে সময়ে চাই টাকা, তখনি বদন বাঁকা,
আর নাহি হেসে কথা কয়॥
ব্যবসা-বাণিজ্য করি, যদ্যপি উদর ভরি,
বিঘ্ন কত সহজ সে নয়।
ভেবে করিলাম স্থির, কোন মতে সংসারীর,
কিছুতেই সুখ নাহি হয়॥
পাইতে রাজার প্রীতি, যদি শিখি রাজনীতি,
রাজরীতি অতি সুকঠিন!
রাজা রন রাজপাটে, ফিরিতেছি হাটে-ঘাটে,
আমি নিজে দীন হীন ক্ষীণ॥
তুমি অতি অপরূপ, সকল ভূপের ভূপ,
দেখিতেছ রাজ-আচরণ।
রাজাদের রাজ্য-পাট, যেন নটুয়ার নাট,
ব্যবহার বেশ্যার মতন॥
ভূপতির শুভদৃষ্টি, কাণামেঘে যেন বৃষ্টি,
রুষ্টি তুষ্টি পারিনে বুঝিতে।
তোষে কত পোরে আশ, রোষে হয় সর্ব্বনাশ,
নাহি দেয় দেখিতে শুনিতে॥
লোচন যাঁহার কাণ, চোখে না দেখিতে পান,
শুনে শুধু করেন বিচার।
ইথে যত হতে পারে, সে কথা কহিব কারে,
মন্ত্রীর চরণে নমস্কার॥
বচনেতে কার্য্য নাই, রাজদ্বারে অর্থ চাই,
কিসে হয় সংঘটনা তার?
"মান" আর "অপমান," দ্বারী দুই বলবান,
রক্ষা করে ভূপতির দ্বার॥
এই কথা কহে "মান", থাকে মান পাবে মান,
এসো এসো, খোলা আছে পুর।
"অপমান" ডেকে কয়, অপমানে থাকে ভয়,
এসো না রে দূর দূর দূর॥
মানবের অভিমান, কত তার পরিমাণ,
অনুমান কিছুতে না হয়।
কিসেই বা বাড়ে মান, কিসে হয় অপমান,
ব্যবহারে মনে করি ভয়॥
ধনী আর রাজগণ, কি বলিলে তুষ্ট হন,
নিরূপণ করিতেছি তাই।
মানময় সম্ভাষণ, মহিমার সম্বোধন,
বিশেষণ খুঁজে নাহি পাই॥

যখন যে ভাবে রই, তোমারে হে "সর্ব্বজই,"
"তুমি" বোলে, "তুই" বোলে ডাকি।
যা বলি তাতেই তুষ্ট, কিছুতে না হও রুষ্ট,
মনে কিছু ভয় নাহি রাখি ॥
মানুষের সম্বোধনে, বড় ভয় হয় মনে,
তুমি "তুই" সাধ্য কার কয়?
"মহামান্য গুণমণি, শিরোমণি নৃপমণি,"
মহারাজ "বাবু" মহাশয় ॥
যত কর সম্বোধন, তবু নাহি উঠে মন,
কি বলিব ভেবে মরি দুখে।
তোমারে হে দয়াময়, যদি বলি "মহাশয়",
বাধো বাধো যেন হয় মুখে ॥
যেখানে বিপদ যত, প্রায় সব এইমত,
দুই এক সাধু লোক যাঁরা।
স্বজাতির দেখে গতি, হয়ে অতি শুদ্ধমতি,
লোকালয় ছেড়েছেন তাঁরা ॥
বান্ধব, কুটুম্বগণ, আর আর নিজ জন;
সুখে রব সকলের সহ ॥
নাহি সুখ একটুক, দিন দিন ঘটে দুখ,
বৃদ্ধি হয় কেবল কলহ ॥
লোকাচারে দেশাচারে, জাতিপ্রথা ব্যবহারে,
নাহি হয় সত্যের প্রকাশ।
সত্যের হইলে দাস, এ সকল হয় নাশ,
সমাজেতে করে উপহাস ॥
সমাজেতে যদি রই, সত্য সভা ছাড়া হই,
তোমা ছাড়া হতে তবে হয়।
সত্য আর লোকাচার, আলো আর অন্ধকার,
একাধারে কেমনেতে রয়?
যদ্যপি তোমায় স্মরি, সত্যের সাধনা করি,
দেশ তায় দ্বেষ করে কত।
অনাচারী নিজে যারা, অনাচারী বলে তারা,
হরি হরি ভেবে জ্ঞানহত ॥
স্বভাবে বিকারে মরে, হরি ব'লে ভাস ধরে,
মিথ্যাময় জগৎ অসৎ।
আপনি অসৎ হয়, সত্যেরে অসৎ কয়,
হায় হায় হায় রে জগৎ ॥
জগতের এই গতি, নর নহে মহামতি,
সুখ নাহি হয় ধনে জনে।
পূর্ব্বতন সাধু যত, তপস্যায় হয়ে রত,
সাধ ক'রে গিয়েছেন বনে ॥
রাগ দ্বেষ অহঙ্কার, অভিমান পাপাচার,
ধনের বিকার নাই যথা।
বনচর-সঙ্গী হয়ে, কেবল সাধনা লয়ে,
নিত্য সুখে রয়েছেন তথা ॥
সে সাধুর সঙ্গ-যোগ, কপালে হলো না ভোগ,
মিছে কেন নরদেহ ধরি?
যথা যোগী যোগাসনে, গিয়ে আমি সেই বনে,
পশু কিংবা পাখী হয়ে চরি ॥
ওহে পশু-পক্ষীগণ! শুন মম নিবেদন,
যাতনা সহে না প্রাণে আর।
মানবের দেহ নিয়া, তোদের শরীর দিয়া,
কর রে আমার উপকার।
সাধু রে তোরাই সাধু, সাধু সাধু সাধু সাধু,
বিষয়ে না হও ঝালাপালা।
যথা রুচি তথা যাও, যথা রুচি খাও দাও,
ভুগিতে না হয় কোন জ্বালা ॥
কুল মান জাতিধর্ম্ম, নাহি জান কোন কর্ম্ম,
নাহি থাক দলাদলি-ঘোঁটে।
পরকাল নাহি মনো, রাজ-পীড়া নাহি জানো,
তাই খাও যখন যা জোটে ॥
নাহি জান জুয়াখেলা, নাহি জান গুরু চেলা,
নাহি জান মন্ত্র পূজা স্তব।
নাহি জান তোষামোদ, উমেদারী অনুরোধ,
কেবল শিখেছ নিজ রব ॥
অভিমান কিছু নাই, এক ভাব সব ঠাঁই,
একভাবে থাক চিরদিন।
সদাই আনন্দময়, সুখময় সদাশয়,
নাহি মানো মৌলিক কুলীন ॥
নাহি দেও রাজকর, রাজারে না কর ডর,
ঠেকনিক রাজনীতি-দায়।
দেওনি হাটের কড়ি, খাওনি গুরুর ছড়ি,
নাহি জান ব্যয় আর আয় ॥
নাহি চড় গাড়ী ঘোড়া, নাহি পর জামাজোড়া,
নাহি পর বস্ত্র অলঙ্কার।
আপনি না বাবু হও, কাহারে না বাবু কও,
নাহি বও "যে আজ্ঞার" ভার ॥
কিছুই বালাই নাই, সম সুখে আছ ভাই,
নাহি চাও বালিস মাজুর।
স্বভাবে হয়েছ রাজা, নাহি আর রাজা সাজা,
নাহি কর "হুজুর হুজুর।"

কেহ নও হাড়ি মুচি, সবাই সমান শুচি,
কথনই না হও মলিন।
ধুলা কাদা কাঁটাবন, তাহাতে প্রফুল্ল মন,
নাহি করে গাত্র ঘিন্ ঘিন্॥
নাহি দান প্রতিগ্রহ, ভোগ কর শুভগ্রহ,
ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়ে।
স্থিতি নাশ কি প্রকারে, কি হতেছে এ সংসারে,
একবার দেখ নাকো চেয়ে।
নাহি চাও রাজ্য দেশ, মনে নাই দ্বেষাদ্বেষ,
পরধন কর না হরণ।
ভাণ্ডার উদর মাত্র, পূর্ণ কর সেই পাত্র,
নাহি জান সঞ্চয় কেমন॥
পরকুচ্ছা নাহি কর, পরিবাদ নাহি ধর,
নাহি কর লোকাচার-ভয়।
সাধুর খাতক নও, আপনিই সাধু হও,
সদাকাল সদয় হৃদয়॥
সদাই মনেতে খুশী, নাহি ছোঁও কোশা কুশি,
কুশো হাতে শ্রাদ্ধ নাহি কর।
নাহি লও কোন দুখ, কেবল করিছ সুখ,
বাপ মলে কাচা নাহি পর॥
রবি আর ক্ষিতি গোল, শাস্ত্রে শাস্ত্রে কত গোল,
সে গোলের গোলে নাহি থাকো।
কিছুর সংশয় নাই, মীমাংসার হেতু তাই,
গুরু ব'লে কারে নাহি ডাকো॥
এলে মানবের কাছে, পাপতাপ ঘটে পাছে,
মনে মনে করি এই ত্রাস।
সিদ্ধ-সাধু-যোগি-সহ, বিভু ধ্যানে অহরহ,
বিরল বিপিনে কর বাস॥
লোকালয়ে এসো নাই, ভাল করিয়াছ ভাই,
এলে পরে প্রমাদ ঘটিত।
মানুষের ব্যবহারে, অভিমান অহঙ্কারে,
হৃদয়ের ভাণ্ডার ভরিত॥
কিন্তু ভাই স্তুতি করি, সরল স্বভাব ধরি,
সরলতা দেখাও দেখাও।
স্বভাবের ভাব যাহা, বিশেষ করিয়া তাহা,
মানবেরে শেখাও শেখাও॥
তোমাদের আচরণ, সদালাপ সুবচন,
জানে না অজ্ঞান নর যত।
হয়ে ঘোর অভিমানী, তাই বলে নীচ প্রাণী,
হাসিব কাঁদিব আর কত॥

দম্ভ যার নাহি রয়, মহা প্রাণী তারে কয়,
অভিমানী, মহাপ্রাণী নহে।
মত্ত হয়ে অহঙ্কারে, এই নর কি প্রকারে,
আপনারে মহাপ্রাণী কহে?
তোমাদের ভগবান্, করেছেন যাহা দান,
তাই নিয়া সুখে কর ভোগ।
ভাব সেই পরপ্রভু, শিখো না শিখো না কভু,
মানবের অভিমান-রোগ॥
দেখিয়া স্বভাব-ভাব, করিতেছি অনুভাব,
যথন যে ভাব ঘটে ঘটে।
ওহে ভাই বনচর, যদিও না হও নর,
মহৎ তোমরা বটে বটে॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা যাহা, তোমরা পালিছ তাহা,
কথনই কর না লঙ্ঘন।
যথাচারী নর যত, হিতাহিত-জ্ঞানহত,
নাহি করে নিয়ম পালন॥
স্বভাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই সুখে রবে,
অভাব না হবে কোন দিন।
আমার এ কলেবর, অভাবে পূরিত ঘর,
আমি নর চিরদিন দীন॥
নর-দেহ নে রে নে রে, তোর দেহ দে রে দে রে,
নে রে নে রে, ঘর দ্বার ছাপা।
বিনয়-বচন ধর, দায় হতে মুক্ত কর,
ক্ষীণ দেখে হোস নে রে থাপা॥
ধোরে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়া স্নেহ,
মিছা কাল করিলাম বই।
স্বরূপে মানুষ কই, এমন মানুষ কই,
আমি ত মানুষ নিজে নই॥
কোথা বিভু বিশ্বকর, আমায় করিয়া নর,
বেদনা দিতেছ কেন আর?
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ-দ্বেষ,
কেন দিলে দম্ভ অহঙ্কার?
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছায় চলিছে এ সংসার।
যে কলে চালাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
সম্ভাবনা কি আছে আমার?
কিন্তু নাথ মনে জানি, নর বটে মহাপ্রাণী,
তাহাতে সংশয় কিবা আছে?
কাম ক্রোধ অহঙ্কারে, লোভে যায় ছারেথারে,
এই বড় দোষ ঘটিয়াছে॥

মানবীয় মানসীয়, শক্তি অতি রমনীয়,
হয় তায় অভাব মোচন।
নানারূপ যুক্তি ধরি, নানাবিধ গ্রন্থ করি,
বস্তুতত্ব করে নিরূপণ॥
ব্যাকরণ অলঙ্কার, জ্যোতিষাদি কাব্য আর,
আয়ুর্ব্বেদ নীতি-উপদেশ।
অঙ্ক আদি শত শত, বিষয়ের বিদ্যা যত,
জ্ঞান আর বিজ্ঞান বিশেষ॥
জ্ঞানেতে তোমায় জানে, ভক্তি করি তাই মানে,
জ্ঞানে করে গ্রন্থের রচনা।
রাশি, পক্ষ, গ্রহ, বার, স্থির করি বার বার,
গ্রহণাদি করিছে গণনা॥
কৃষিকার্য্যে দেয় ভোগ, চিকিৎসায় হরে রোগ,
শিল্পকার্য্যে হয় কত ক্রিয়া।
পরস্পর সহকারে, পরস্পর উপকারে,
যায় সব অভাব ঘুচিয়া॥
মানুষের বুদ্ধিবলে, কলে জলে তরী চলে,
স্থলে কলে চলে বাষ্পরথ।
তাহাতে কল্যাণ কত, সুখী লোক শত শত,
দূর নহে ছমাসের পথ॥
বিলাতে হতেছে যাহা, এখনি এখানে তাহা,
তারে তার আসে সমাচার।
ঘটিকাদি ছাপা কল, সকলি বুদ্ধির বল,
বিশেষ কহিব কত আর?
স্বভাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই সুখে রবে,
অভাব না হবে কোন দিন।
আমার এ কলেবর, অভাবে পূরিত ঘর,
আমি নর চিরদিন দীন॥
এত গুণে গুণী নর, হয়ে এত কার্য্যকর,
এত সব করি প্রকরণ।
যেব দস্ত কার্য্যদোষে, নাহি থাকে পরিতোষে,
না পায় সুখের আস্বাদন॥
ভবসিন্ধু-পার হেতু, জ্ঞানরূপ এক সেতু,
মানবে করেছ তুমি দান।
সংসার-সাগর-পার, কেহ নাহি হয় আর,
অকূলে পড়িয়া যায় প্রাণ,
হায় হায় হাহাকার, মুখে রব সবাকার,
জীবিকার সঞ্চার-কারণ।
সন্তোষের সমাচায়, কেহ নাহি লয় আর,
বৃথা করে জীবনযাপন॥
কৃপা কর কৃপাকর, মানবে মানব কর,
হর হর মনের বিকার।
আমিও মানুষ নই, মানুষে মানুষ কই,
ধরি মানুষের ব্যবহার।

গৌরব অভাবে সকলি মিথ্যা

সেই তরু তরু নয় নাহি যার ফল।
সেই লতা লতা নয় নাহি যার দল॥
সেই নদী নদী নয় নাহি যার জল।
সেই সেনা সেনা নয় নাহি যার বল॥
সেই অসি অসি নয় নাহি যার ধার।
সেই ফল ফল নয় নাহি যার তার॥
সেই দেহ দেহ নয় নাহি যার রূপ।
সেই দেশ দেশ নয় নাহি যার ভূপ॥
সেই ফুল ফুল নয় নাহি যার মধু।
সেই নারী নারী নয় নাহি যার বঁধু॥
সেই যোগী যোগী নয় নাহি যার যোগ।
সেই ভোগী ভোগী নয় নাহি যার ভোগ॥
সেই মণি মণি নয় নাহি যার প্রভা।
সেই রূপ রূপ নয় নাহি যার শোভা॥
সেই চাষা চাষা নয় নাহি যার চাষ।
সেই প্রভু প্রভু নয় নাহি যার দাস॥
সেই লেখা লেখা নয় নাহি যার রস।
সেই কবি কবি নয় নাহি যার যশ॥
সেই নেড়া নেড়া নয় নাহি যার ছাব।
সেই গীত গীত নয় নাহি যার ভাব॥
সেই ভূমি ভূমি নয় নাহি যার কর।
সেই গলা গলা নয় নাহি যার স্বর॥
সেই মাঠ মাঠ নয় নাহি যার ঘাস।
সেই ছাগ ছাগ নয় নাহি যার মাস॥
সেই ঢুলী ঢুলী নয় নাহি যার কাঁসী।
সেই মুখ মুখ নয় নাহি যার হাসি॥
সেই রিপু রিপু নয় নাহি যার ক্রোধ।
সেই বুধ বুধ নয় নাহি যার বোধ॥
সেই পাক পাক নয় নাহি যার খেলা।
সেই গুরু গুরু নয় নাহি যার চেলা॥
সেই নট নট নয় নাহি যার নাট।
সেই পোড়ো পোড়ো নয় নাহি যার পাঠ॥

সেই ভারী ভারী নয় নাহি যার ভার।
সেই দ্বারী দ্বারী নয় নাহি যার দ্বার॥
সেই গৃহী গৃহী নয় নাহি যার দারা।
সেই মেঘ মেঘ নয় নাহি যার ধারা॥
সেই পথ পথ নয় নাহি যার পথী।
সেই রথ রথ নয় নাহি যার রথী॥
সেই মত মত নয় নাহি যার মতি।
সেই পদ পদ নয় নাহি যার গতি॥
সেই শিশু শিশু নয় নাহি যার মাতা।
সেই ডাল ডাল নয় নাহি যার পাতা॥
সেই ফণী ফণী নয় নাহি যার মণি।
সেই পিক পিক নয় নাহি যার ধ্বনি॥
সেই গাভী গাভী নয় নাহি যার ক্ষীর।
সেই মন মন নয় নাহি যার স্থির॥
সেই নর নর নয় নাহি যার মায়া।
সেই ভূত ভূত নয় নাহি যার গয়া॥
সেই ধনী ধনী নয় নাহি যার ধান।
সেই জ্ঞানী জ্ঞানী নয় নাহি যার জ্ঞান॥
সেই মানী মানী নয় নাহি যার মান।
সেই ধ্যানী ধ্যানী নয় নাহি যার ধ্যান॥

দেহ-ঘর

পাঁচের বাঁধুনী এই নবদ্বার বাস।
এত দিন যাহে আমি করিলাম বাস॥
পড় পড় হইয়াছে নাহি রয় আর।
একে একে ভেঙ্গে চুরে হ'ল চুরমার॥
কালের বরষা ইথে ভরসা কি আছে।
খুঁটী খসা কাঁচা ঘর কেমনেতে বাঁচে?
বাঁধন গিয়াছে খসে ছাঁদন ছাড়িয়া।
কাঁহনি বাঁধুনি বৃথা নাড়িয়া নাড়িয়া॥
কাঁদে মন ঘন ঘন শুনে ঘন ডাক।
যে দিকে চাহিয়া দেখি সে দিকেই ফাঁক॥
উড়িয়া চালের খড় হয়ে গেল ফাঁকা।
খুঁচি দিয়া কত দিন যাবে আর রাখা?
পবন পেছন থেকে মারিতেছে ঢেকা।
বংশ-হারা হতে হল থাকে নাকো ঠেকা॥
যে বংশের ঘর এই সে বংশ কি রয়?
ঘুণ ধ'রে একে একে হয়ে গেল ক্ষয়॥
হংসবেদী ভেঙ্গে গেলে ধ্বংস সব হবে।
অংশে গেলে অংশ মিশে বংশ কোথা রবে?
যখন ঘরামী এসে ঘর গেল গড়ে।
প্রকৃতি বলিয়াছিল এই যায় পড়ে॥
না বুঝে তখন ঘরে ঢুকিলাম একা।
এখন সে ঘরামীর কোথা পাই দেখা?
ঘরামীর ঘর কোথা জানিনে রে ভাই।
মিছামিছি এথা সেথা খুঁজিয়া বেড়াই॥
কেহ যদি দেখা পাও বলো তার কাছে।
এ ঘর বজায় রাখে সাধ্য কার আছে॥
এ কারণ মাড়াবে না আমার এ ভূমি।
ভয় আছে বলি পাছে কি করেছ তুমি॥
এই হেতু মজুরীর কড়ি নাহি লয়।
সেরে দিতে হেরে যাবে মনে আছে ভয়।
ঘর গোড়ে মজুরী না নিতে আসে আর।
মিছামিছি খেটে গেল ভূতের ব্যাগার॥
বল নাই বলিবার বলি আর কারে।
যে গড়েছে সে ভাঙ্গিলে কে রাখিতে পারে?
যায় যাবে যাক ঘর না রয় না রয়।
আর যেন এই ঘরে ঢুকিতে না হয়॥

জরা অপেক্ষা মরণ ভাল

জরা এসে শরীর করেছে অধিকার।
বল করি বাড়িতেছে বিষম বিকার॥
রাখে না রাখে না আর বলের সঞ্চার।
থাকে না থাকে না দেহ থাকে নাকো আর॥
ফুরায়েছে সমুদায় কিছু নাহি বাকি।
কেবল অপেক্ষা আছে মুদিতে দু' আঁখি॥
তুলিতে না হবে মুখ খুলিতে নয়ন।
আর না উঠিতে হবে করিলে শয়ন॥
কলসী হইল শূন্য দেখে পাই ভয়।
গড়াতে গড়াতে জল কত দিন রয়?
কলেবর-সরোবর করিয়া শোষণ।
কালরূপ নিদাঘেতে খেতেছে জীবন॥
অহরহ দাহ করে জ্বালিয়া অনল।
জরা হতে মরা ভাল বেঁচে কিবা ফল?
কি ছিলে কি হলে এসে ভবের ভবনে।
আর বা কি হতে হয় ভাব না কি মনে?

হ'ল শেষ ধ'রে কেশ টানিছে শমন।
উপায় না পাবে আর করিলে গমন ॥
এমন অমর আর তখন কি লাগে।
শমন দমন কর গমনের আগে ॥
হবে না বিহিত কিছু অজ্ঞানেতে মলে।
হারাবে পরম নিধি জ্ঞানহারা হলে ॥
দড়ী দিয়া বাঁধিয়াছে ভাঙ্গিয়াছে রথ।
পরিত্রাণ কিসে পাবে দেখ তার পথ ॥
হেলা ক'রে বেলাটুকু কাটায়ো না আর।
ভাঙ্গিয়া অসার খেলা সত্য কর সার ॥
ভব-রোগ ঘোর ভোগ নাশ নাই তার।
সত্যরূপ পথ্য হ'লে হয় প্রতীকার ॥
অতএব জীব ভাই আর কেন মজ।
ভাবভরে ভক্তিরসে ভগবানে ভজ ॥
কালকরী-অরি হরি হরি হরি বল।
হরিনাম বল আর পথের সম্বল ॥
পরিণামে পরিণামে না থাকিবে ভয়।
শমন দমন হবে গমন-সময় ॥

আর কিছু চাইনে

দয়াময় তোমা বিনা আর কিছু চাইনে
আর কিছু চাইনে।
তব নাম সুধা বিনা আর কিছু খাইনে
আর কিছু খাইনে ॥
তব গুণ-গীত বিনা অন্য গীত গাইনে
অন্য গীত গাইনে।
তব প্রেম-পথ বিনা অন্য পথে যাইনে
অন্য পথে যাইনে ॥
তব শ্রদ্ধা-জল বিনা অন্য জলে নাইনে
অন্য জলে নাইনে।
তব সুখে সুখ বিনা কিছু সুখ পাইনে
কিছু সুখ পাইনে ॥
তব ভাব দিক্ ছেড়ে অন্য দিকে ধাইনে
অন্য দিকে ধাইনে।
ওহে হরি তোমা ছাড়া কোন দিকে চাইনে
কোন দিকে চাইনে ॥
চিরকাল খেটে মরি নাহি পাই মাইনে
নাহি পাই মাইনে।
বিনা মূলে কিনে লবে লিখেছ কি আইনে
লিখেছ কি আইনে ॥

মানুষ কে?

নিয়ত মানসধামে একরূপ ভাব।
জগতের সুখ-দুখে সুখ-দুখ লাভ ॥
পরপীড়া পরিহরি, পূর্ণ পরিতোষ।
সদানন্দে পরিপূর্ণ স্বভাবের কোষ ॥
নাহি চায় আপনার পরিবার সুখ।
রাজ্যের কুশলকার্য্যে সদা হাস্যমুখ ॥
কেবল পরের হিতে প্রেম লাভ যার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?
নাহি চায় রাজ্যপদ নাহি চায় ধন।
স্বর্গের সমান দেখে বন উপবন ॥
পৃথিবীর সমুদয় নিজ পরিজন।
সন্তোষের সিংহাসনে বাস করে মন ॥
আত্মার সহিত সব সমতুল্য গণে।
মাতা পিতা জ্ঞাতি ভাই ভেদ নাহি মনে ॥
সকলে সমান মিত্র শত্রু নাই যার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?
অহঙ্কার-মদে কভু নহে অভিমানী।
সর্ব্বদা রসনারাজ্যে বাস করে বাণী ॥
ভুবন ভূষিত সদা বক্তৃতার বশে।
পর্ব্বত সলিল হয় রসনার রসে ॥
মিথ্যার কাননে কভু ভ্রমে নাহি ভ্রমে।
অঙ্গীকার অস্বীকার নাহি কোন ক্রমে ॥
অমৃত নিঃসৃত হয় প্রতি বাক্যে যার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?
মঙ্গলের প্রতি শুধু প্রেম অতিশয়।
কদাচ না করে তাহে জীবনের ভয় ॥
পরিবার পরিহত আশা পরিক্রমে।
জীবের কল্যাণ হেতু নানা স্থানে ভ্রমে ॥
দুর্গম সুগম স্থল বিবেচনা নাই।
চিন্তার সহিত নিদ্রা থাকে এক ঠাঁই ॥
সতত গলায় পরে করুণার হার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?
চেষ্টা যত্ন অনুরাগ মনের বান্ধব।
আলস্য তাদের কাছে রণে পরাভব ॥

ইঙ্গিতে কুশলগণে আয় আয় ডাকে।
পরিশ্রম প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে থাকে ॥
চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে সমুদয় আশা।
যতনে হৃদয়েতে বাসনার বাসা।
স্মরণ স্মরণ মাত্রে আজ্ঞাকারী যাঁ'র।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?

পাপপথে যেয়ো না

মন তুমি মনোরথে, চল নিজ ভাব-রথে,
অভাবীর ভাবপথে ধেয়ো না হে ধেয়ো না।
অকৃতজ্ঞ জন যেই, পরম পামর সেই,
তবু তার অপযশ গেয়ো না হে গেয়ো না ॥
দ্বেষহীন কর দেশ, লোকের যে করে দ্বেষ,
তার কাছে উপদেশ চেয়ো না হে চেয়ো না।
নিরাশারে সঙ্গে লও, স্বভাবে সন্তোষ হও,
অসন্তোষ-কাননেতে যেয়ো না হে যেয়ো না ॥
শম-দম-চক্র কালে, নাশ কর রিপু-দলে,
ডুব দিয়া পাপ-জলে নেয়ো না হে নেয়ো না।
বিষম বিষের জল, কভু নয় সুশীতল,
অধর্ম্ম বৃক্ষের ফল খেয়ো না হে খেয়ো না ॥
দেহ নহে আপনার, মোহ কর পরিহার,
মায়ার যাতনা আর পেয়ো না হে পেয়ো না।
রসনা পবিত্র করি, জপ কর হরি হরি,
আশা-নদে পাপতরী বেয়ো না হে বেয়ো না ॥

কামনা-ত্যাগে পরমার্থ অন্বেষণ

ওহে মন-মধুকর এ কি দেখি ভ্রম।
কার ক্রমে ব্যতিক্রম ভ্রমে তুমি ভ্রম ॥
ভ্রমিছ বিষয়-বনে যেন মত্ত করী।
সঙ্গে করি নিজ বধূ ভ্রান্তি-মধুকরী ॥
কামনা-কেতকীফুলে সৌরভে ভুলিয়া।
গুন্ গুন্ করিতেছ গুণ বিস্তারিয়া ॥
তুমি ভৃঙ্গ অন্তরঙ্গ বলি আমি তাই।
কণ্টকীর পক্ষ হলে পক্ষ যাবে ভাই ॥
অতএব মন-অলি উপদেশ ধর।
পরমার্থ-পদ্মফুলে মধুপান কর ॥
সে ফুলের সবিশেষ গুণ কেবা জানে।
যাবে ধন্দ মহানন্দ মকরন্দ পানে ॥

অকারাদ্য ঈশ্বরস্তুতি

অনাদি অনন্ত অজ অজর অক্ষর।
অক্ষয় অভয় অতি অজয় অমর ॥
অনির্ব্বচনীয় অবয়বে অবতার।
অখিল অনাথনাথ অতি চমৎকার ॥
অপরূপ অবয়ব নানা অবতারে।
অদ্ভুত অবস্থা অবলম্ব বারে বারে ॥
অত্যন্ত অভাব্য ভাব হেরি অবিরত।
অখিলের অধিপতি অতি অভিমত ॥
অবিভক্ত অভিযুক্ত অভক্ত প্রভৃতি।
অবগত আছে তব অদ্ভুত প্রকৃতি ॥
অত্যন্ত অবোধ আমি অবশ্য অধম।
অপার মহিমা-সীমা করিতে অক্ষম ॥
অবনীতে অবনীত করা ভবভাব।
অধীন হইতে নাহি হয় অনুভাব ॥
অনাথের নাথ ওহে অধমতারণ।
অবশ্য অতর্ক্য ভাব অলক্ষ্যকারণ ॥
অবলীলাক্রমে বহ অবনীর ভার।
অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সমৃদ্ধি তোমার ॥
অপূর্ব্ব অভূতপূর্ব্ব অতি মনোহর।
অতুল্য অমূল্য অর্থ অতি অগোচর ॥
অনুরূপ অপরূপ অরূপ স্বরূপ।
অবনতজনে অবগত কত রূপ ॥
অতীন্দ্রিয় অতিপ্রিয় অনন্তে ভূতলে।
অন্তরীক্ষে পরিব্যাপ্ত অতল সুতলে ॥
অবিকার অখণ্ডিত অধিকার তব।
অণুমাত্র অবলম্বে অবনীসম্ভব ॥
অবিজ্ঞেয় অতিধ্যেয় অমর প্রধান।
অতল-বিতল অধিষ্ঠাতা অসমান ॥
অনন্ত সৃষ্টির কর্ত্তা অন্ত কেবা পায়।
অমরাদি অভিভূত তোমারি মায়ায় ॥
অজ্ঞান অকৃতী প্রভু আমি অতি দীন।
অবেদ্য অভেদ্য ভাব ভাবি অনুদিন ॥
অকিঞ্চন হয়ে তব অপ্রমিত গুণে।
অধিক কি দিব অবস্তব্ধ দে'খে শু'নে ॥

অণু হতে অণু তুমি নাহি অনুরূপ।
অথচ অখিল-ব্যাপ্ত অতিব্যক্ত রূপ॥
অসাধ্য অবাধ্য মুগ্ধ অবিদ্যার বলে।
অবোধে অবেদ্য ভাব বর্ণিবে কি বলে॥
অবহিতভাবে তব অভিহিত ভাব।
অতি অল্প বর্ণিলাম করি অনুভাব॥
অধীনের অর্ব্বাচীন অভিপ্রায় যত।
অনুগ্রহ করি অন্ত হও অবগত॥
অবধান অনুমতি হয় এই চাই।
অন্তে যেন রাঙ্গাপায় অব্যাহতি পাই॥

আকারান্ত ঈশ্বরস্তুতি

আদিহীন আদিনাথ আদি সবাকার।
আশু শিবকারী আত্মা আপনি আমার॥
আধ্যাত্মিক আদি তাপ আশ্রয় আপদে।
আশ্চর্য্য আরাম আছে আপনার পদে॥
আশ্রিত থাকিয়া আশা-নাশা রাঙ্গাপায়।
আশা নাহি পূরে আর আক্ষেপ বাড়ায়॥
আপামর যে রসের পাইয়া আস্বাদ।
আকুল হইয়া আছে আহা কি আহ্লাদ॥
আমা হতে আলোচনা হ'ল না তাহার।
আক্ষেপ কি ইহা হতে আছে বল আর॥
আকার স্বরূপ কিন্তু নাহিক আকার।
আবার আকারে ব্যাপ্ত আছে সবাকার॥
আশ্চর্য্য আকারে আছ অখিল আকারে।
আদর্শস্বরূপ রূপ আকারে আকারে॥
আকার-আকর তুমি আধিপত্য কত।
অদৃশ্য অথচ আছ আভাসের মত॥
আশা পূরে আপনার করিতে আদর।
আঁখি যুগে আনন্দাশ্রু ঝরে দর দর॥
আচ্ছাদিত করে ফেলে আনন আমার।
আদরের কথা কিছু নাহি সরে আর॥
আপনার আদরেতে আপনি আদৃত।
হও রও আদরের আমোদে আবৃত॥
আমারে আদর কর বলিয়া আমার।
আসন্ন হইল কাল আশঙ্কা অপার॥
আপনার আসঙ্গে আসীন হ'য়ে রই।
আশা এই আসা যাওয়া হীন যেন হই॥
তুমিই আধেয় বস্তু তুমিই আধার।
তুমিই আচার্য্য সার তুমিই আচার॥
আপনি আনন্দে আছ আপ্লাবিত হয়ে।
আব্রহ্ম আনন্দে মত্ত যে আনন্দ লয়ে॥
আপনিই আখণ্ডল আদি আচ্ছাদক।
আপনি আদ্যন্তকারী সাধক বাধক॥
আকীট পতঙ্গ অঙ্গে আকর্ষণ করি।
আশ্চর্য্য আহ্লাদে আছ আহা মরি মরি॥
তুমি হে আশার ধন আগমাদি কয়।
দেখো হে আমার আশা যেন সিদ্ধ হয়॥
আশা-নাশ না হ'লে সে আশা যায় দূরে।
আশার আশ্রয়ে হয় আসা ঘুরে ঘুরে॥
আশাহীন আরাধনে আশু যে আরাম।
আশানাশা আশা দেন আসি আত্মারাম॥
আশুতোষ আশুতোষ করেন বিধান।
আশার আজ্ঞার আর থাকে না নিদান॥
হে আঢ্য আশ্রয় দেহ এই আশা করি।
আশা-তরী করি ভর যেন আশা তরি॥
আপনার প্রতি আমি আস্থা করি যত।
আশ্চর্য্য আভাস মনে আবির্ভাব তত॥
আচ্ছন্ন হইতে থাকি আপনার রসে।
আকাঙ্ক্ষা পুরাতে নারি আপনার বশে॥
আনুপূর্ব্ব আন্তরিক আছে যে আঁদ্ধাশ।
আত্মাতে আয়ত্ত করি আমার আশ্বাস॥
আত্যন্তিক আক্ষেপ আইসে কত মনে।
আধুনিক আবেদন এই শ্রীচরণে॥
আমরণ আত্মধন আত্মাতে সঁপিয়া।
আপ্যায়িত থাকি যেন আত্মারে জপিয়া॥
আবৃত্তির আশা আর নাই আত্মনাথ।
আমার আমার ভাবে কর হে আঘাত॥
আত্মভাবে আছে মম আস্ফালন ভারী।
আজ তো গেল না 'আমি আমার' এ জারী॥
আমি কার কে আমার না পাই আভাষ।
আনন্দে আটখানা হয়ে ভাবি যে আকাশ॥
আশীর্ব্বাদ কর নাথ আছি যতদিন।
আপনার আশ্রয়েতে থাকি হে অধীন॥
তব আধিপত্যে চিত্ত নিত্য মত্ত রয়।
আত্মাসক্তভাবে যেন আয়ুক্ষয় হয়॥

নিদ্রাকালে শঠ উপকারী

পরের অহিতকারী নীচ যেই খল।
নিজলাভ বিনা শুধু খুঁজে মরে ছল॥
কখন জানে না মনে হিত বলে কারে।
উপকার লাভ করে পর-অপকারে॥
সদা ভাবে কার কবে কিসে মন্দ হবে।
মুষলের সাজা পায় কুশলের রবে॥
নিয়তই মনে পায় অতিশয় দুখ।
শয়নে ভোজনে নাই কিছুতেই সুখ॥
মিছে আঁখি মুদে থাকে ঘুম যায় চ'ড়ে।
ছটফট করে রেতে বিছানায় প'ড়ে॥
দৈবাধীন চখে যদি ঘুম এসে তার।
তবেই সে খল করে পর-উপকার॥
জেগে থেকে কেবল অধর্ম্মে কাটে কাল।
যতক্ষণ নিদ্রা যায় ততক্ষণ ভাল॥

বাক্য অপেক্ষা কার্য্য ভাল

কাজে যদি করা হয় কর তবে ভাই।
মিছামিছি মুখে ব'লে কোন ফল নাই॥
শরতের মিছা মেঘ ডাকডোক্ সার।
ছিটে-ফোঁটা নাহি তায় জলের সঞ্চার॥
সেইরূপ মিছা তব মুখে আড়ম্বর।
ফলে যদি না হইলে কার্য্য হিতকর॥
তখনি করিবে তাহা যখন যা হয়।
বিলম্ব-বিধান তায় কোনমতে নয়॥
কল্পনায় কর যদি আলস্য এখন।
কখন হবে না আর সুফল-সাধন॥
অতএব কর ভাই সাধ্য হয় যত।
কল্পনা না হয় যেন রাবণের মত॥

জীবের প্রতি

কে তুমি, কে তুমি, জীব! কে তুমি তা কও।
যে তুমি যাহার তুমি তার তুমি হও॥
দেহে কর আমি বোধ "দেহ" তুমি নও।
অংশরূপে হংসরূপে দেহে তুমি রও॥
কে তোমার বহে ভার কার ভার বও।
আমার আমার করি কার ভার সও॥
কিরূপে সৃজিত হয় এই কলেবর।
মনে কর কিরূপেতে হলে তুমি নর॥
করিছ যে দেহ পেয়ে এত অহঙ্কার।
মিছে স্নেহ, এই দেহ মনে কর কার॥
মনে কর, কোথা তুমি করিতেছ বাস।
মনে কর কিরূপে এ দেহ হবে নাশ?
মনে কর, কে তোমার তুমিই বা কেবা।
আমার বলিয়া তুমি কর কার সেবা॥
দেহেতে অভেদ ভাব এ কি অপরূপ।
একবার ভাবিলে না আপন স্বরূপ॥
কেবল ভ্রমেতে কর আমার আমার।
অদ্যাবধি আত্মবোধ হলো না তোমার॥
মায়ার কুহকে ভুলে কিছু নও জ্ঞাত।
ভুলিয়াছ পুরাতন সখা "অবিজ্ঞাত"॥
কেবল দেখিছ স্থূল দৃষ্টি নাই মূলে।
পেলে নাম "পুরঞ্জন" নিরঞ্জন ভুলে॥
মুকুরে নিরখি মুখ সুখ কতরূপ।
মনে মনে অভিমান হয়েছি সুরূপ॥
গলদেশে সূত্র দিয়া সূত্র তায় ভারী।
'ব্রাহ্মণ' হয়েছি ব'লে কর কত জারী॥
বেদপাঠে পূজা পাও পণ্ডিত হইয়া।
সবে করে সমাদর কুলীন বলিয়া॥
আপনিই ভবে প'ড়ে না পাও পাথার।
অথচ লোকেরে কর ভবনদী পার॥
তিন খাঁই "দড়া" বেঁধে আপনার গলে।
ত্রিলোক বেঁধেছ তুমি কুহকের বলে॥
একে তো মায়ার সূত্রে পড়িয়াছ বাঁধা।
আবার এ সূত্র দেখে লাগিয়াছে ধাঁধা॥
কোথায় সূত্রের গোড়া নিরূপণ নেই।
এক খেয়ে উঠিতেছে কত খেই খেই॥
করিয়াছ আরোহণ অভিমান-রথে।
কেবল করিছ গতি প্রবৃত্তির পথে॥
ছেড়ে তত্ত্ব মদে মত্ত কিসে পাবে পদ।
হারাইলে পূর্ব্বকার সহায় সম্পদ॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চতুষ্টয়॥
অভিমান সার মাত্র কিছুই ত নয়॥
"তুমি" কোন বর্ণ নও জাতি তব নাই।
দেহধর্ম্মে অহঙ্কার কেন কর ভাই?

নর নও নারী নও তুমি নও কেউ।
ত্রিগুণসাগরে কেন গুণিতেছ ঢেউ॥
তুমি আমি আমি তুমি জেন এই সার।
তুমি আমি এক হলে কেবা আর কার?
দেহেতে অভেদ জ্ঞান কর পরিহার।
আমার এ দেহ বলে ছাড় অহঙ্কার॥
বিচারে তোমার তনু কখন তো নয়।
ভূতের ভবন এই ভূতে হবে লয়॥
জড়ে কেবা জড়ীভূত করিল তোমারে,
কেন হও অভিভূত ভূতের ব্যাপারে?
ভূতের কুহকে যদি হয়েছ হে ভূত।
আর কেন মিছামিছি কাল কর ভূত?
সকলি ভূতের হাট ভূতের ভবন।
ভূতাতীত ভূতনাথ কর রে স্মরণ॥
সাহসে বাঁধিয়া বুক, প্রকৃতির দেখে মুখ,
দূরে যাবে সব দুখ, বিষয়ে বিশেষ সুখ,
হয় হয়, হলো হলো, না হয় না হয়, হলো,
হয় হয়, নয় নয়, মিছে খেদ করো না॥
চিরজীবী নহে কেহ, পতন হইবে দেহ,
পেয়েছ ভূতের গেহ, মিছে কেন এত স্নেহ,
থাকে থাকে থাক্ থাক্, যায় যাবে যাক যাক্,
থাকে থাক্ যায় যাক্, ভেবে আর মরো না॥
রবে আর কত কাল, কালে হয় গত কাল,
নিকট বিকট কাল, না ভাবিলে মহাকাল,
এই কাল, সেই কাল, কালেই আসিছে কাল,
পাবে কাল, যত কাল, বৃথা কাল হরো না॥
ভুলিয়াছ তব ভাব, ভাবিতেছে ভব-ভাব,
স্বভাবে স্বভাব ভাব, কর নিজ অনুভাব,
কি ভাব কি ভাব ভাব, কে বুঝে ভাবের ভাব,
ভাবে ভাব আবির্ভাব, অভাবেরে ধরো না॥
মানসবিহারী হংস, তুমি হে তোমার অংশ,
দেহিরূপে অবতংস, নাহিক তোমার ধ্বংস,
মানসের সরোবর, পরিহরি নিরন্তর,
কর কিরে, গুণনীরে আর তুমি চ'রো না॥
ছিলে তুমি অপ্রকাশ, হইলে হে সুপ্রকাশ,
ভাল বাস ভাল বাস, পেয়ে বাস কর বাস,
কত আশ অভিলাষ, কত হাস-পরিহাস,
গুন ভাব ধর ভাব, ভ্রমবাস পরো না॥
আমি হে ছিলাম একা, পেয়েছি তোমার দেখা,
নাহিক সুখের লেখা, আর কেন হও ভেকা,
ঠেকিয়া হলো না শেখা, দিতেছ জলের রেখা,
দেখো শেষ ভুলে দেশ আর যেন সরো না।
অশিবের ধন নও, আছ জীব শিব হও,
শিবরব মুখে কও, শিবের সদনে রও,
কেন হে অশিব লও, অশিবের ভার বও,
বার বার দেহে আর পাপভার ভরো না॥

ঈশ্বরের করুণা

অখিল সংসার, রচনা যাঁহার,
সে জন কি গুণ ধরে।
নিয়মে সৃজন, নিয়মে পালন,
নিয়মে নিধন করে॥
এ ভব-বিষয়, সব শিবময়,
শিবের সাগর ভব।
শুন ওহে জীব, ভোগ কর শিব,
অশিব কি আছে তব॥
অনাদি কারণ, সুখের কারণ,
বিধান করেন কত।
নীতিমত যোগে, রহ সুখভোগে,
মনের বাসনা যত॥
কুরীতি কলাপ, কুসহ আলাপ,
বিষম বিলাপ হয়।
করি অবধান, হয়ে সাবধান,
বিধান পালন কর॥
ভোগের কারণ, যাহা চায় মন,
সকলি র'য়েছে কাছে।
ধরিয়া স্বভাব, বিরাজে স্বভাব,
কিসের অভাব আছে?
যে নিধি চাহিবে, তাহাই পাইবে,
ভবের ভাণ্ডার ভরা।
নানা ফুল ফল, সুশীতল জল,
ধারণ ক'রেছে ধরা॥
আহার বিহার, অশেষ প্রকার,
সকলি বিধির বিধি।
অবিধি হরিয়া, সুবিধি ধরিয়া,
পাইবে পরম নিধি॥
রাখ সেই ক্রম, যেরূপ নিয়ম,
অনিয়ম হ'লে পরে।

শরীর-রতন, অকালে পতন,
যতন কেহ না করে ॥
হইলে অতীত, তখনি পতিত,
কথিত নিগূঢ় কথা।
নিয়ম যে রাখে, সাধু বলি তাকে,
সুখী সেই যথা তথা ॥
অভিমত-মত, কার্য্যে হ'য়ে রত,
অবিরত চাল দেহ।
অভাব রবে না, অশিব হবে না,
কুকথা ক'বে না কেহ ॥
সাপের গরল, নাম হলাহল,
ব্যাভারে অমৃত হয়।
ব্যবহার-দোষে, সকলেই রোষে,
সুধা হয় বিষময় ॥
কর পরিহার, অহিত আচার,
বিহিত বিচার ধর।
করিতে স্বহিত, সুজন-সহিত,
সতত সুপথে চর ॥
যে কোন সময়, যে কোন বিষয়,
হয় তব দুখ-হেতু।
সার কথা এই, দুখ নয় সেই,
সমূহ সুখের সেতু ॥
ভবে ভগবান্, করুণানিদান,
বিধান করেন যাহা।
সেই সমুদয়, অতি সুখময়,
কুশলপুরিত তাহা ॥
শরীর-ধারণে, সুখের কারণে,
যদি ঘটে কিছু দুখ।
তাহে রহে সুখে, এক গুণ দুখে,
কোটি গুণে পাবে সুখ ॥
যদি কোন ক্রমে, আপনার ভ্রমে,
অসুখ-সাগরে পশি।
ওরে মূঢ়মতি, জগতের পতি,
তাহে কভু নন দোষী ॥
এই ধরাতলে, নিজ কর্ম্মফলে,
সকলে করিছে ভোগ।
স্বকর্ম্ম ভুলিয়া, ঈশ্বরে দূষিয়া
মিছা করে অভিযোগ ॥
আঁখিহীন নর, প্রভাকর-কর,
দেখিতে কভু না পায়।
নিজে তাপভরে, তাপ স'য়ে মরে,
অথচ অযশ গায় ॥
রূপের আভাসে, তিমির বিনাশে,
ভুবন প্রকাশে যেই।
সেই প্রভাকরে, দোষারোপ করে,
মনে বড় খেদ এই ॥
এসে এই ভবে, জ্ঞানহীন সবে,
ভ্রম-পথে সদা ভ্রমে।
দুখ পায় যত, দ্বেষ করে তত,
নাহি বুঝে কোন ক্রমে ॥
হায় হায় হায়, এ কি ঘোর দায়,
এ কথা বুঝাব কা'রে।
যিনি নিরঞ্জন, অখিল-রঞ্জন,
গঞ্জন করিছে তাঁরে ॥
সুখের সময়, মোহিত হৃদয়,
নাহি কর তাঁর নাম।
মনে কত ভুর, কহে ক'রে সুর,
বড়া বাহাদুর হাম্ ॥
দেখ শত শত, দাস-দাসী কত,
সতত করিছে সেবা।
রূপে গুণে মানে, ধন-পরিমাণে,
আমার সমান কেবা ॥
দারা সুত ভাই, দুহিতা জামাই,
পরিবার দেখ যত।
জ্ঞাতিগণ যারা, অনুগত তারা,
কুলীন কুটুম্ব কত ॥
টাকা দিয়া পালি, কত দিই গালি,
কখন করে না রাগ।
মুখের ধমকে, সকলে চমকে,
কেঁচো হ'য়ে থাকে নাগ ॥
বটে বাপ্ দাদা, ছিল নামজাদা,
ভূষিত ভুবন-ধাম।
কেমন সুকৃতি, আমি হয়ে কৃতী,
ঢেকেছি তাদের নাম ॥
কত বলে বলি, কত ছলে ছলি,
কত ছলে আমি থাকি।
যথায় তথায়, কথায় কথায়,
কত জনে দিই ফাঁকি ॥
দেখ এ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
আমারে কেবা না জানে।

আমা সম নাই, জয়ী সব ঠাঁই,
আমারে কেবা না মানে॥
সকলেই বশ, ভব-ভরা যশ,
দশ দিকে আছে গাঁথা।
হুকুমে হাজির, উজীর নাজীর,
বাদশার কাটি মাথা॥
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, কুল-পুরোহিত,
আর যত দ্বিজ আছে।
ড্যাম্ ড্যাম্ সব, মুখে নাই রব,
ভয়েতে আসে না কাছে॥
"হুট্" বোল উঠি, "বুট্" পায়ে ছুটি,
কেমন আমার ভাব।
কত আমি গুরু, ওই দেখ গুরু,
দিতেছে গোরুর জাব॥
নিজ বল বল, নিজ দল দল,
আপনা আপনি জানি।
কোথায় ঈশ্বর, নহে সুখকর,
তাঁরে আমি নাহি মানি॥
সুখের সময়, সুখের উদয়,
আমা হ'তে হয় সব।
নিজে আমি বড়, সব দিকে দড়,
কিসে হব পরাভব॥
টলে যদি রতি, মদনের রতি,
আনি এইখানে ব'সে।
আমার প্রতাপে, ত্রিভুবন কাঁপে,
রবি শশী পড়ে খ'সে॥
কোথা সুররাজ, কোথা তাঁর বাজ,
গোঁপে যদি দিই চাড়া।
সহিত অমর, করি যোড়কর,
এখনি হইবে খাড়া॥
অসাধ্য আমার, কিছু নাহি আর,
সকলি করিতে পারি।
থেকে এই পুরে, খাই সাধ পুরে,
ক্ষীরোদসাগর-বারি॥
দেবতার স্থল, দিই রসাতল,
ধরা জ্ঞান করি সরা।
দেখ দিয়া কর, আমার উদর,
চারি পোয়া গুণে ভরা॥
গুণ আছে যাই, প্রকাশিয়া তাই,
হয়েছি প্রধান ধনী।
সকলেই কয়, সব দিকে জয়,
সদা জয় জয় ধ্বনি॥
এই দেখ নাম, এই দেখ থাম,
এই দেখ বালাখানা।
এই দেখ পাখা, মখমলে ঢাকা,
কারিগুরি তায় নানা॥
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি,
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া।
এই দেখ তাজ, এই দেখ সাজ,
এই দেখ জামাজোড়া॥
এই দেখ ছাতি, এই দেখ হাতী,
এই দেখ সপ্ মোড়া।
এই দেখ তেজ, এই দেখ সেজ,
মেজ দেখ ঘরজোড়া॥
কেমন পুকুর, কেমন কুকুর,
কেমন হাতের কোড়া।
কেমন এ ঘড়ি, কেমন এ ছড়ি,
কেমন ফুলের তোড়া॥
দেখ না কেমন, চিকণ বসন,
জাহাজে এসেছে সবে।
রাজা আমি যাই, তাই সিন্ পাই,
আর কি এমন হ'বে॥
কেমন বিছানা, এ কথা মিছা না,
এসেছে বিলাত থেকে।
দোষেনি জনেকে, মোহিত অনেকে,
আমার এ ঝাড় দেখে॥
আঁখি যদি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে,
দোষ দিতে পারে কেটা।
কবি কহে ভাল, ঝাড়ে নাই আলো,
ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা॥
নাহি জেনে সার, এরূপ প্রকার,
কত অহঙ্কার করে।
নাহি পায় হিত, হিতে বিপরীত,
পাপানলে পুড়ে মরে॥
শুন রে পামর, বোধহীন নর,
সকলি ভোজের বাজী।
মিছে তোর ধন, মিছে তোর জন,
মন যদি হয় পাজী॥
মিছে বাড়াবাড়ি, মিছে তোর বাড়ী,
মিছে তোর গাড়ী ঘোড়া।

করো না অমন, হইবে দমন,
শমন মারিবে কোঁড়া ॥
তোর টাকা কড়ি, তোর ছড়ি ঘড়ি,
তোর গদি আল্‌বোলা।
মাতিয়াছ মদে, উঠিয়াছ পদে,
বাড়িয়াছে বোল্‌বোলা ॥

মনের প্রতি উপদেশ

পরের পাইলে দোষ কোনমতে ছাড় না।
আপন কুনীতি প্রতি নাহি মাত্র তাড়না ॥
আত্মছিদ্রে যাও নিদ্রে শান্তিকথা পাড় না।
বিবেক-ঔষধ কভু চিন্তা-খলে মাড় না ॥
শরীরে কুযশ-ধুলা কি কারণ ছাড় না।
করুণা-কুঠারে কেন ক্রোধ-কাষ্ঠ ফাড় না ॥
ললিত লালস সুখে সুত সম লালনা।
চিত্তপথে চঞ্চলতা হয় তাহে চালনা ॥
অলীক আমোদভোগে কখন ত আল না।
প্রবোধ-প্রদীপ কভু হৃদয়েতে জ্বাল না ॥
ইচ্ছায় পাতকপুঞ্জ সদা কর পালনা।
এরূপ কুরীতি তব কদাপিও ভাল না ॥
স্বীয় সুখে প্রিয়ভাব পর প্রতি ছলনা।
নিজ দুখে দ্রব হও পরদুখে গল না ॥
আপনার ভাব সদা স্বভাবেতে কলনা।
কপটতা হয় তব প্রাণপ্রিয়া ললনা ॥
পর-উপকার-পথে ভ্রমেতেও চল না।
হায় তব ভান্ দেখে লজ্জা পায় ফলনা ॥
কর্ম্ম-ভয়ে ভীত নও ধর্ম্ম-ভয় জান না।
ইহ সুখে শর্ম্ম-লাভ পর-সুখ মান না ॥
চরম পরম তত্ত্ব অন্তরেতে আন না।
তত্ত্বমসি-তীরে যেতে তত্ত্বগুণ টান না ॥
ভূতগত কার্য্যে পুন দৃষ্টি-বাণ চাল না।
ভাবী ভয়ঙ্কর বলি ভ্রমেতেও ভাব না ॥
দীনের দীনতা দেখি দয়াদান কর না।
কৃপাদানে কৃপণতা কি কারণ হর না ॥
চিন্তা-জ্বরে জ্বর পর-চিন্তা-জ্বরে জ্বর না।
বিনয় বিনোদ-বস্ত্র মানসেতে পর না ॥
কি হেতু এসেছ ভবে মনে কেন স্মর না।
উড়ে যায় কাল' পক্ষী ধর ধর ধর না ॥
সন্তোষ-ক্ষীরোদ-তীরে যাবে কি না যাবে না।
অঞ্জলি পূরিয়া সুধা খাবে কি না খাবে না ॥
আহা হেন স্নিগ্ধনীরে নাবে না হে নাবে না।
এমন শীতল জল পাবে না হে পাবে না ॥
ক্ষীরোদ-শায়ীর গুণ গাবে না হে গাবে না।
যে গায় সে আর ভবে ভাবে না হে ভাবে না ॥
কাম-কুঞ্জে পাপ-পুষ্প তুলো না হে তুলো না।
কোপের কু-বাতাসেতে ফুলো না হে ফুলো না ॥
মোহে মজি মায়া-দ্বার খুলো না হে খুলো না।
মদরূপ মদালসে ঢুলো না হে ঢুলো না ॥
দাম্ভিকতা দোলমঞ্চে দুলো না হে দুলো না।
শিয়রে ভুজঙ্গ কাল ভুলো না হে ভুলো না ॥
কদাশা-কুযন্ত্রে পড়ি পাইতেছ যন্ত্রণা।
যারে সুখযন্ত্র ভাব সে ত সুখযন্ত্র না ॥
পুনঃ পুনঃ শুনিতেছ মহামোহমন্ত্রণা।
পরসুখ-প্রাপণের এ মন্ত্রণা মন্ত্র না ॥
সকল কুতন্ত্র তব অন্তরে স্বতন্ত্র না।
নির্ব্বাণের তন্ত্র পড় অন্য তন্ত্র তন্ত্র না ॥
ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মহামতি মন।
হও হও হও তুমি সুজন রাজন ॥
তুমি এই জগতের ঈশ্বর হইয়া।
কার কাছে হাত পেতে ভিক্ষা কর গিয়া ॥
কারে তুমি প্রভু বল কার তুমি দাস!
কার কাছে কর তুমি প্রসাদ প্রয়াস ॥
মিছে মিছি কেন তুমি এত পাও দুখ।
তোমারি তো কাছে আছে নিত্যানন্দ-সুখ ॥
মন হয়ে তুমি কার যোগাতেছ মন।
হায় হায় এ কি দায় ব্যাপার কেমন ॥
তুমি যদি হও মন মনের মতন।
কারে ভয়, করি জয় এ তিন ভুবন ॥
ওরে বাপ স্থির তুমি হও একবার।
সমুদয় মনোরথ পূরিবে তোমার ॥
ক্ষণমাত্র কিছু আর কষ্ট নাহি পাবে।
আপনিই গোলে যাবে আপনার ভাবে ॥
সংসারের সর্ব্বজীবে সমভাব হবে।
ছোট বড় কিছু মাত্র ভেদ নাহি রবে ॥
অবিরত স্বেচ্ছামত যাবে যথা তথা।
মুখ ফুটে কার সহ কহিবে না কথা ॥
পেয়ে এক চিরন্তন মহারত্ন নিধি।
না মানিবে কোন বাধা না মানিবে বিধি ॥

বড় বড় রাজা যত তোমায় দেখিয়া।
করযোড়ে নত হবে নিকটে আসিয়া॥
অতএব এই ভাব কর পরিহার।
স্বভাব ধরিলে কিবা অভাব তোমার॥
মহামতি মহারাজ মহাশয় মন।
কেন তুমি করিতেছ বৃথায় ভ্রমণ॥
মনোমত স্থান এক করি নিরূপণ।
সুখেতে বিশ্রাম কর হয়ে মহাজন॥
সাধক সাধুর ধর্ম্ম করিয়া ধারণ।
সাধু কর্ম্মে কর সদা সময় হরণ॥
সময়ে আপনি এসে ঘটে সমুদয়।
কখনই তার আর অন্যথা না হয়॥
যে কিছু হতেছে গত করো না স্মরণ।
ভবিষ্যৎ কল্পনায় মজ না রে মন॥
একেবারে দূর কর কল্পনার রোগ।
উপস্থিত যাহা হয় তাই কর ভোগ॥
সংসারেতে বিষয়ের স্থিতি আর নাশ।
কোনমতে অগ্রে তাহা না হয় নির্য্যাস॥
যা হয় তা হয় হবে কে করে বারণ।
তুমি কেন ভেবে মর ভোগের কারণ॥
তুমি যার সে তোমার নিকটেই আছে।
ছিছি ছিছি তুমি মন যাও কার কাছে॥
শুন শুন শুন এক বচন আমার।
যাহাতে হইবে মন মঙ্গল তোমার॥
ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বস্তু সব যথা।
থেক না থেক না আর থেক না রে তথা॥
আশু কর আয়াসের স্থান পরিহার।
এখন উচিত হয় বিরলে বিহার॥
নিজবোধ-অস্ত্র দিয়া খরতর ধার।
পাশের নাশের পথ কর পরিষ্কার॥
পিঞ্জরে কি বদ্ধ থাকা শোভা আর পায়।
এখন দেখিতে হবে মুক্তির উপায়॥
আপনিই জ্ঞাত হও আপন স্বরূপ।
কিরূপে স্বরূপে এত হয়েছ বিরূপ॥
স্বরূপ কিরূপ তাহা স্বরূপেই রয়।
আপনি বিরূপ হ'লে বিরূপ কি হয়॥
স্বরূপে বিরূপ হয় বিরূপ করিলে।
স্বরূপ স্বরূপ হয় স্বরূপ ধরিলে॥
বুদ্ধির বিচলগতি করিয়া বিনাশ।
সদ্রাগ সদ্ভাবে কর স্বভাব প্রকাশ॥
সহজে সহজলাভ হইবে তোমার।
স্বভাবে অভাব তবে ঘটিবে না আর॥
হীনভাবে আর কেন পরবশে রও।
হও হও হও মন অনুকূল হও॥
কর কর এই কর মন মহাশয়।
বিষয়ের বিষ যেন খেতে নাহি হয়॥
দুটি পায়ে ধরি মন সঙ্গেতে লইয়া।
কোথায় নিবৃত্তি-পথ দেহ দেখাইয়া॥
নিবৃত্তির পথে গিয়া সদানন্দে রই।
আর যেন সংসারেতে আসক্ত না হই॥
সবিনয়ে নিবেদন মানস আমার।
মায়া-জায়া-কায়া-ছায়া মাড়ায়ো না আর॥
ভয়ঙ্করী নিশাচরী ছলিয়া মায়ায়।
পরম পদার্থহীন করিছে তোমায়॥
সর্ব্বসার মূলাধার যিনি সর্ব্বগত।
অনুরাগে তাঁর প্রেমে হও অনুরত॥
সুপবিত্র পুণ্যধাম মুনি মনোনীত।
জাহ্নবীর তটে বটে বাস সুবিহিত॥
পাপময় স্থান নয় সুখের সুবাস।
দেখিয়া পবিত্র ভূমি কর অধিবাস॥
নদীর তরঙ্গ-কেলি যেরূপ প্রকার।
এই দেখি খরতর পরে নাই আর॥
জলমাঝে জলবিম্ব নামমাত্র সার।
বুঁদি বুঁদি এই হয় তখনি সংহার॥
আকাশে চপলাখেলা অতি চমৎকার।
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা ক্ষণে অন্ধকার॥
এই দেখি সম্পদের হয়েছে প্রকাশ।
পরে দেখি বিপদ করেছে তারে নাশ॥
এই দেখি অগ্নিশিখা অতি বলবান্।
আঁখির পলকে দেখি হয়েছে নির্ব্বাণ॥
এই সব ক্ষণধ্বংস যেরূপ প্রকার।
সেরূপ জানিবে মন অখিল সংসার॥
বাপ, বাপ, কালসাপ মুখে বিষ ধরে।
নদীরে বিশ্বাস নাই কখন কি করে॥
অতএব ওরে মন জেনো এই ধরা।
সকলি অনিত্য আর অবিশ্বাসে ভরা॥
বল বল বল মন কিসে পাবে হিত।
সংসারে আসক্তি করা অতি অনুচিত॥
ভূপালের ভ্রূভঙ্গিমা ঘোর ভয়ঙ্কর।
কোনরূপে নহে তাহা সুখের আকর॥

কুটিল-কটাক্ষরূপ কুটীর-কলাপ।
বেশ্যারূপে ধন যথা করে প্রেমালাপ॥
সে ধন চঞ্চল অতি চপলের প্রায়।
স্থিররূপে কভু তারে রাখা নাহি যায়॥
তাই বলি ভেবে দেখ এ ধন কি ধন।
ধনলোভে কেন কর বৃথায় যতন॥
নিশাযোগে শয্যাভোগে ঘুমাবে যখন।
স্বপনেও ধনচিন্তা কোরো না তখন॥
কাঁথায় ঢাকিয়া দেহ কাশীধামে যাবো।
পথে পথে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে খাবো॥
কুকাজ সম্পদ সুখ নিত্য সে ত নয়।
কেবল আমার আমি জেনেছি নিশ্চয়॥
এক পাশে সুমধুর গীত আলাপন।
আর পাশে সুরসজ্ঞ মহাকবিগণ॥
পশ্চাতে চামর করে কিন্নরী রমণী।
মনোহর রুনুঝুনু কঙ্কণের ধ্বনি॥
আর আর মনোমত যত কিছু আছে।
অবিচ্ছেদে নিরন্তর যদি থাকে কাছে॥
সংসারের সুখে তবে মুগ্ধ হও মন।
করিনে করিনে আমি করিনে বারণ॥
না হয় এমন যদি না হয় এমন।
বিষয়-বিষের কূপে ডুব না রে মন॥
মজ মজ পরমার্থ সুধারসে মজ।
একমনে একধ্যানে ভগবানে ভজ॥
ভিক্ষা নিয়া আমি করি উদর ভরণ।
সদা থাকি দিগম্বর পরিনে বসন॥
নাহি চাই শয্যা, করি ধুলায় শয়ন।
ধনীর নিকটে নাহি কোন প্রয়োজন॥
সকল কামনা যাহে সিদ্ধ করা হয়।
এমন সম্পদ যদি সম্ভাবিত রয়॥
হই হই ভাগ্যধর অতুল বিভবে।
কি হবে হবে তায় কি হবে কি হবে॥
সম্ভাবিত যদি হয় এ প্রকার বল।
শক্রশিরে লাথি মেরে দিই রসাতল॥
হয় হয় হলো হলো বল অতিশয়।
তাতেই কি হয় বল তাতেই কি হয়॥
কুটুম্ব আত্মীয় আর জ্ঞাতি-বন্ধুগণে।
প্রমোদিত যদি করি ধন-বিতরণে॥
পুরালেম অকাতরে দানের আশয়।
তাতেই কি হয় বল তাতেই কি হয়॥
একভাবে শোভা করি চিরকাল রয়।
জীবের শরীর যদি নাহি পায় ক্ষয়॥
রোক্ রোক্ রয় দেহ চিরকাল রবে।
তাতেই কি হবে বল তাতেই কি হবে॥
এ সকল কিছুতেই নিত্যসুখ নাই।
কিছু নয় কিছু নয় তাই বলি ভাই॥
অবিনাশী নিত্যরূপ সুখের ভাণ্ডার।
কর কর কর মন কর অধিকার॥
ঈশ্বরে অচলা ভক্তি যদি মন রয়।
মনে হয় জন্ম আর মরণের ভয়॥
স্বজনে না থাকে যদি মমতা-সঞ্চার।
মনেতে বিকাশ পায় কামের বিকার॥
পাপময় সঙ্গদোষ করি পরিহার।
বিমল-বিপিনে হয় যদ্যপি বিহার॥
বিষয়ে বৈরাগ্য হবে অতি বলবান্।
এই সব যদি মন থাকে বর্ত্তমান॥
কিসের অভাব তবে কিছুই না চাই।
যেখানে সেখানে থাকি ব্রহ্মানন্দ পাই॥
জন্ম নাই জরা নাই নাশ নাই যাঁর।
এমন যে সর্ব্বময় সর্ব্বমূলাধার॥
সুখেতে সঞ্চয় কর তার তত্ত্বজ্ঞান।
কর কর একমনে কর তাঁর ধ্যান॥
যে কিছু দেখিছ তুমি ভৌতিক কেবল।
অনর্থক কল্পনাতে কিছু নাই ফল॥
আমি দেখি অতি ক্ষুদ্র ধনী যত জনা।
কেন কেন কেন মন কর উপাসনা॥
তারা যদি রোষ করে তাতেই কি দোষ।
তাদের তোষেতে বল কি তোমার তোষ॥
জগতের আধিপত্য সম্পদ সম্ভোগ।
তাতেই তোমার রুচি এ যে ঘোর রোগ॥
এই ভব এই ভোগ হয় যাঁর ক্রিয়া।
সমুদয় আছে তাঁর অধীন হইয়া॥
ধন ধন ক'রে কেন মত্ত আর হও।
ওরে বাপু চিত্তধন! নিত্যধন লও॥
ধরেছ যে ঘোরতর চপলস্বভাব।
কত দিনে বল তার হইবে অভাব॥
আপনি হতেছ নষ্ট স্বভাবের দোষে।
ক্ষণমাত্র রহিলে না নিজ পরিতোষে॥
কখন বা রসাতলে করিছ প্রবেশ।
কখন লঙ্ঘন কর গগন-প্রদেশ॥

এরূপে অস্থির হয়ে একা তুমি মন।
চক্রবৎ চতুর্দ্দিকে করিছ ভ্রমণ॥
নিকটে নির্ম্মল নিধি পরমাত্মধন।
ভুলে নাহি একবার কর দরশন॥
মন যদি মনে তুমি না করিবে তাঁরে।
তবে আর সুস্থ হবে কিরূপ প্রকারে॥
শ্রুতি পড় স্মৃতি পড় পড় ইতিহাস।
বেদ আদি শাস্ত্র পড় যথা অভিলাষ॥
ক্রিয়াকাণ্ড যা করিবে তাহে আছে ফল।
ক্ষুদ্র এক স্বর্গরূপ গ্রামে পাবে স্থল॥
তাতেই কি হবে বল নিত্য সে তো নয়।
ক্রিয়াকাণ্ড ভ্রম-ভাণ্ড ভেঙে পায় ক্ষয়॥
এ সকল বণিকের ব্যবসার প্রায়।
মিছেমিছি যাতায়াত কত কষ্ট তায়॥
সংসার দুঃখের ভার করিতে মোচন।
একমাত্র সেই নিত্য সত্য সনাতন॥
এই ভার নাশিবার ইচ্ছা যদি হয়।
লহ লহ লহ তবে তাঁহার আশ্রয়॥
সে বিনে এ পাপ মুক্ত কে করে তোমায়!
নাই নাই নাই আর দ্বিতীয় উপায়॥
গুঁড়িগুঁড়ি মেরে দেহ শুখাতেছে রস।
ক্রমেই ইন্দ্রিয় সব হ'তেছে অবশ॥
কে যেন মুগুর মেরে হাড় করে গুঁড়ো।
মরণের কাছাকাছি হইলাম বুড়ো।
চলিতে না পারি আর গতিশক্তি নাই।
নয়নেতে অন্ধকার দেখি শুধু ভাই॥
নড়্ বড়্ কোরে সব পোড়ে গেল দাঁত।
কানেতে না যায় ধ্বনি হোলে বজ্রাঘাত॥
কালের স্বভাবে গেল তুপুড়িয়া গাল।
মুখ হোতে টস্ টস্ ঝরিতেছে লাল॥
বাক্যে করে অনাদর বন্ধুগণ যারা।
স্বামী ব'লে সেবা আর নাহি করে দারা॥
হায় হায় বুড়ো হ'লে কি দুর্দ্দশা হয়।
তনয় তখন তার তনয় ত নয়॥
বুড়ার মাথার চুল শুভ্ররূপ ধরে।
শোনের নুড়ির ন্যায় ফুর্ ফুর্ করে॥
যুবতী দেখিয়া তারে ফিক্ ফিক্ হাসে।
দূরে হ'তে চোলে যায় নিকটে না আসে॥
দাস-দাসী আদি করি রুষ্ট সমুদয়।
সমাদরে কেহ আর কথা নাহি কয়॥
বৃদ্ধকালে পুরুষের বেঁচে কিবা সুখ।
হায় হায় এর চেয়ে কিছু নাই দুখ॥
যাবৎ শরীর সুস্থ যাবৎ নীরোগ।
যাবৎ প্রাচীনকাল না হয় সম্ভোগ॥
যাবৎ ইন্দ্রিয়বল নাহি পায় ক্ষয়।
যাবৎ এ দেহঘটে পরমায়ু রয়॥
তাবৎ করিবে শুধু মঙ্গল-সাধন।
বৃথা যেন নাহি হয় শরীর-পতন॥
এখন না হয় যদি সুকৃতি-সঞ্চার।
বল মন বল তবে কবে হবে আর॥
গৃহেতে অনল লেগে পুড়ে হ'লে ছাই।
তখন খুঁজিলে কূপ কি হইবে ভাই॥
সময়েতে কর শ্রম ভ্রম পরিহর।
শেষের উচিত যাহা আগে তাহা কর॥
কি করি কি করি কিছু না হয় নির্ণয়।
ঘোরতর গোলযোগে পূরিল হৃদয়॥
সুরধুনী গঙ্গার পবিত্র তটে গিয়া।
নিয়ত তপস্যা করি তাপস হইয়া॥
অথবা রূপসী-রামা ভোগ করি সুখে।
মিছে কেন কষ্ট পাব তপস্যার দুখে॥
অথবা শাস্ত্রের গুণ নিত্য করি গান।
অথবা কি কাব্যসুধা-রস করি পান॥
সবে মাত্র অল্পকাল পেয়েছি জীবন।
কি করিব কিছু নাহি হয় নিরূপণ॥
কোনরূপে দুইদিক্ রক্ষা নাহি হয়।
এদিক্ রাখিতে গেলে ওদিক না রয়॥
হায় হায় আয়ু আর না রয় সঞ্চিত।
যোগে ভোগে দুয়েতেই হলেম বঞ্চিত॥
প্রভুর সাধন করা বিষম ব্যাপার।
কত তায় কষ্ট ভোগ অশেষ প্রকার॥
বড় বড় ধনবান্ নরপতি যত।
তাঁদের চঞ্চল মন ঘোটকের মত॥
আমাদেরো উচ্চপদে আশা অতিশয়।
কিছুতেই মনোরথ ক্ষুদ্র নাহি হয়॥
এদিকে বার্দ্ধক্য করে শরীরে চরণ।
যম করে প্রিয়তম জীবন হরণ॥
ওরে ভাই বল তাই শুনি সুবিহিত।
কি তবে উচিত হয় কি তবে উচিত॥
যত কিছু কর্ম্ম দেখ চারিদিকে চেয়ে।
কি আছে কুশলকর তপস্যার চেয়ে॥

মনোহর কেলিঘর সুন্দর কি নয়।
সঙ্গীতে কি নাহি হয় মোহিত হৃদয়॥
প্রণয়িনী-প্রণয় কি নয় প্রেমকর।
যে প্রেমে প্রমত্ত সদা হরি আর হর॥
কে কহিবে এই সব প্রেমকর নয়।
ফলে সে ক্ষণিক মাত্র নিত্য নাহি হয়॥
পতঙ্গের পাল করি পাখার বিস্তার।
অদূরে উড়িতে থাকে যেরূপ প্রকার॥
সেই পাখা পবনের প্রহার পাইয়া।
দীপ-শিখা কাঁপে যথা ব্যাকুল হইয়া॥
সম্ভোগ সেরূপ জানি যত সাধুগণ।
লোকালয় ছেড়ে করে গহনে গমন॥
সৃষ্টির প্রথমাবধি শরীর-ধারণ।
কত বার ত্রিভুবন করেছি ভ্রমণ॥
যথা যথা সবারি ত, দরশন করি।
কামনা-কারিণী-ভোগে মত্ত মন-করী॥
দেব যক্ষ আদি করি দেখিলাম সবে।
এ বারণ কে বারণ করিয়াছে কবে॥
মন-করী বশ করি জ্ঞানাঙ্কুশ দিয়া।
ধৈর্য্যরূপ কীলকেতে রেখেছে বাঁধিয়া॥
কেবা হেন পুণ্যবান্ কেবা তাঁরে জানে।
চোখে কভু দেখি নাই শুনি নাই কানে॥
সমুদয় মনোরথ হয়েছে বিরত।
সুখের যৌবন কাল হয়ে গেল গত॥
এত করি শিখিলাম গুণ যে সকল।
গুণগ্রাহী বিনা সব হইল বিফল।
সকলি বৃথায় হ'লো সকলি বৃথায়।
এখন কি করি বল হায় হায় হায়॥
দুরন্ত কৃতান্ত-কাল নিতান্ত নিকট।
ভয়েতে দেহের ভঙ্গী হতেছে বিকট॥
চরণে প্রণত হয়ে পূজি নাই শিব।
হায় হায় কোথা যাব কোথা পাব শিব॥
সবে মাত্র সেই এক মুক্তির সোপান।
সে সোপানে উঠিবার হ'লো না সোপান॥
জগতের অধীশ্বর মহেশ্বর হন।
জগতের অন্তরাত্মা নিজে নারায়ণ॥
উভয়ে অভেদ তাঁরা শাস্ত্রে শুনি তাই।
বাস্তবিক আমাতে সে দেবজ্ঞান নাই॥
তথাপিও শশিখণ্ড ভূষণ যাঁহার।
সদাই অচলা ভক্তি তাঁতেই আমার॥

মহাযোগী জ্যোতির্ম্ময় যোগে অনুরত।
কাজেই তাঁহার প্রেমে মন হয় রত॥
শরতের সিতপক্ষ সব শুভ্রময়।
শর্ব্বরীর শোভা চারু চন্দ্রিকা উদয়॥
সুরতরঙ্গিণী-তটে নিশীথ-সময়।
যখন নীরব হয় চরাচরময়॥
তখন সেখানে ব'সে হরষিত-মনে।
ডাক্ ছেড়ে শিব শিব বলিব বদনে॥
বম্ বম্ হর হর ভোলা মহেশ্বর।
এই ব'লে নেচে গেয়ে জুড়াব অন্তর॥
হায় হায় হায় আমি কত দিনে আর।
শিবপ্রেমে মুগ্ধ হব এরূপ প্রকার॥
আমার সর্ব্বস্ব ধন যে কিছু সম্ভব।
ধন ধান্য ধেনু ধাম বিষয় বিভব॥
কত দিনে হয়ে আমি করুণানিধান।
অকাতরে সে সকল করিব হে দান॥
পরিণামে নীরস যে সংসারের সুখ।
একেবারে সেই সুখে হইয়া বিমুখ॥
শারদীয় পূর্ণমাসী, পবিত্র কাননে।
'হর' 'হর' এই রব বলিব আননে॥
কবে আমি কাশীধামে গঙ্গাতীরে গিয়া।
ধরিয়া সন্ন্যাস-বেশ কৌপীন পরিয়া॥
মস্তকে অঞ্জলি ধরি প্রফুল্ল অন্তরে।
কেবল বলিব মুখে হরে হরে হরে॥
হে ভব! প্রসন্নো ভব মনোভব-অরি।
শিব শিব বম্ বম্ হর হর হরি॥
শিব শিব কালি কালি কালের ঘরণী।
প্রসীদ প্রসীদ মা গো ব্রহ্মসনাতনি॥
এইভাবে ক্ষণকাল যদি করি ক্ষয়।
একেবারে সদানন্দে হয়ে যাব লয়॥
হে নাথ অনাথনাথ! কোথা দয়াময়।
দয়া কর দীন-দীনে হইয়ে সদয়॥
বল বল বল নাথ কত দিনে আর।
এরূপ সৌভাগ্য-ভোগ হইবে আমার॥
গিরি-গুহা-গহ্বরেতে পাষাণ-আসনে।
লোমাঞ্চিত পুলকিত হরষিত-মনে॥
শ্রদ্ধা-জলে ডুব দিয়া শুদ্ধ করি মন।
পূজিব ভাবের ফুলে তোমার চরণ॥
বাহ্যভাব রবে নাকো রবে না স্বপন।
তোমাতেই দেহ প্রাণ করিব অর্পণ॥

দুঃখদাতা সংসারী পুরুষ আছে যত।
তাদের সেবায় আর হইব না রত॥
তোমার করুণারূপ গুরু-আজ্ঞা ধরি।
সুখেতে কাটিব কাল ফলাহার করি॥
পরমাত্মা-রতিরসে অনুরত হয়ে।
নীরবেই রব এক অনুরাগ লয়ে॥
পৃথিবী সুন্দর শয্যা শয়নের স্থান।
মনোহর বাহুলতা তাহে উপাধান॥
সুশোভিত চন্দ্রাতপ আকাশ-মণ্ডল।
নিশামণি, গ্রহমণি, প্রদীপ উজ্জ্বল॥
অনুকূল পবন ব্যজন সদা করে।
প্রফুল্লিত ফুলের আমোদে মন হরে॥
শান্তমতি মুনি যত ভেবে এই সার।
"বিরতি-বনিতা" সহ করেন বিহার॥
সকল ক্ষিতির পতি রাজা যারে কহ।
রত্নখাটে বিরাজিত মহিমার সহ॥
ভোগপথ যোগপথ দুই দেখ চেয়ে।
তিনি কি অধিক সুখী যোগীদের চেয়ে॥
টুকুরো টুকুরো ছেঁড়া পরিয়া বসন।
পচা গলা কাঁথা গায়ে শীত-নিবারণ॥
কোন চিন্তা থাকিবে না মনের ভিতর।
অযাচক ভিক্ষাভোগে ভরিব উদর॥
নিজ বশে যথা তথা করিয়া ভ্রমণ।
বনে আর শ্মশানেতে করিব শয়ন॥
সাধুতার সহ সদা রহিবে ধীরতা।
যোগরূপ মহোৎসবে মনের স্থিরতা॥
এ সব বিভব যদি হয় সংঘটন।
ত্রিলোকের রাজ্য তবে কিবা প্রয়োজন?
সব আশা পরিহরি ভিখারী যে জন।
ধূলিশয্যে শুয়ে থাকে রাজার মতন॥
অবনী আপনি তারে স্থান দেন বুকে।
নিজকর-বালিসেতে নিদ্রা যায় সুখে॥
প্রয়োজন নাহি তার গৃহ মনোহর।
তরুতল সুশীতল সুবিমল ঘর॥
নিশিকালে শশী করে আলো প্রকটন।
প্রদীপের কিছু তার নাহি প্রয়োজন॥
বনিতা-বিলাসে তার বাসনা কি হয়।
"বিরতির" রতিরসে বিরত সে নয়॥
প্রতিক্ষণ সুরূপসী দিগদারাগণ।
করিতেছে বায়ুরূপ চামর ব্যজন॥
এ ভব "মণ্ডল" মাত্র আর কিছু নয়।
পণ্ডিতের কেন হ'বে লোভের উদয়॥
সফরীর 'ফর্‌ফরি' পুঁটি যারে কয়।
গভীর জলধি তায় চঞ্চল কি হয়॥
ছিলাম কামান্ধ হ'য়ে অজ্ঞান যখন।
দেখিয়াছি নারীময় সকল ভুবন॥
সেই ত আমরা ভাই রয়েছি এখন।
সেরূপ ত আর নাহি হয় দরশন॥
বিবেক কাজল প'রে দৃষ্টি অভিনব।
বোধ হয় ব্রহ্মময় সমুদয় ভব॥

তত্ত্বজ্ঞান।

বল দেখি ভাই, শুনি আমি তাই,
কি তোমার আছে পুঁজি।
এসে এই ভবে, চিরদিন রবে,
মনেতে ভেবেছ বুঝি॥
আমার আমার, মুখে বার বার,
মিছে কেন আর কহ।
পেয়ে কলেবর, হলে তুমি নর,
কখন অমর নহ॥
ভাব নিজ ভাব, হবে সুখলাভ,
সরল স্বভাব ধর।
সকলে সমান, প্রেম কর দান,
অভিমান পরিহর॥
আমার এ সব, আমার বিভব,
সুত সুতা সহোদর।
তোমার তনয়, তোমার ত নয়,
মমতা সমতা কর॥
পথ ছেড়ে সোজা, ব'য়ে কার বোঝা,
কুমতে কুপথে চর।
বল তুমি কার, কেবাই তোমার,
কার ভার ব'য়ে মর॥
অসৎ সহিত, বসত বিহিত,
এ ভাব কভু না ধর।
অহিত রহিত, সুজন সহিত,
সতত বসত কর॥
পরবাসে রয়ে, পরবশ হয়ে,
মিছে কেন কাল হর।

ভাব কি ভাবনা, কেন রে ভাবনা,
পরম পুরুষ পর ॥
ভ্রমে পরম্পর, দেখে নিজ পর,
নাহি জানে নিজ পর।
সকলেই পর, শুধু সেই পর,
পর নাহি তার পর।
নিজ পরিবারে, নিজ ভাব যারে,
নিজ নহে সেই পর ॥
তোমার যে জন, হইবে আপন,
কেমনে সে হবে পর ॥
ভবের ভিতরে, যেবা তোর তরে,
অশেষ সুখের নিধি।
তাহারে ভজ না, সে রসে মজ না,
এ কি রে বিহিত বিধি ॥
তাহার পীরিতে, গিরিতে ফিরিতে,
কিছুই না করি ভয়।
অনলে অনিলে, পাতালে সলিলে,
সব ঠাঁই পাব জয় ॥
জয় গুণধাম, জয় দাতারাম,
রাম রাম নাম লহ।
রাম নাম নিয়া, হাসিয়া খেলিয়া,
বেড়াও সবার সহ ॥
ভাই হে যখন, খুলিয়া নয়ন,
আইলে জনম-ভূমি।
যে তোরে দেখিল, সকলে হাসিল,
কেবলি কাঁদিলে তুমি ॥
শেষেতে যখন, মুদিয়া নয়ন,
যাইবে আপন বাসে।
তোমার গমনে, যেন কোন জনে,
সে সময়ে নাহি হাসে ॥
সদা সদাচার, হইলে প্রচার,
দশ দিকে যশ ছুটে।
দেহ হ'লে শব, কাঁদে যেন সব,
হাহারব যেন উঠে ॥
যত দিন আছ, যত দিন বাঁচ,
যত দিন রবে ভবে।
প্রেমেতে বাঁধাও, কাঁদিয়া কাঁদাও,
হাসিয়া হাসাও সবে ॥
সাধু যদি হও, সাধু পথে রও,
নাহিক সুখের লেখা।
খলের আচার, আগার,
যেমন জলের রেখা ॥
জগতে সবাই, হয় ভাই ভাই,
আপনা দেখ না একা।
দেখাবে যেরূপ, দেখিবে সেরূপ,
মুকুরে বদন দেখা ॥
ভালবাস যাহা, যদি চাও তাহা,
ভালবাস তবে সবে !
পাবে সুখসার, ভূলোকে সবার,
ভালবাসা তুমি হবে ॥
সময় পাইয়া, সুখের লাগিয়া,
করিলে না কিছু যত্ন।
আসিয়া মেলায়, মায়ার খেলায়,
হেলায় হারালে রত্ন ॥
করিয়া যতন, পরিয়া ভূষণ,
দেহ ঢাক চারু বাসে।
আঁচড়িয়া কেশ, যত কর বেশ,
ততই শমন হাসে ॥
জারজ কুমার, ভেবে আপনার,
যে জন আদর করে।
ভ্রম শুধু তার, তনয় আমার,
মনে কত সাধ ধরে ॥
তাহার জননী, এদিকে অমনি,
আপনারি মান মানে।
বলে এ কি পাপ, তুমি কার বাপ,
যার বাপ সেই জানে ॥
নাহি জেনে মূল, স্থূলে হয়ে ভুল,
বিষয়-আসবে রত।
ভাবিয়া প্রধান, যত অভিমান,
অপমান হয় তত ॥
এই যে আমার, ধরা অধিকার,
আমি হই ক্ষিতিপতি।
শুনে তার ভাষ, করি পরিহাস,
হাসেন ধরণী সতী ॥
অবনী আমার, স্বামী আমি তার,
এ কথা শুনিবে যেই।
লাজ না বাসিবে, কুভাব ভাবিবে,
কুহাস হাসিবে সেই।
পেয়েছ রসনা, পুরাও বাসনা,
ঘোষণা করহ মুখে।

আমার পিতার, অখিল সংসার,
ভোগ করি আমি সুখে ॥
পৈতৃক বিভব, স্বভাবে সম্ভব,
ভোগ কর ভবে থেকে।
কেহ না দুষিবে, সকলে তুষিবে,
পুষিবে হৃদয়ে রেখে ॥
ভাই আছ যত, হয়ে একমত,
এক ভাব সবে ধর।
করি এক মন, করি এক পথ,
সমানে সুভোগ কর ॥
কেহ নহে পর, সব সহোদর,
পরস্পর কর স্নেহ।
এক রসে সব, কর এক রব,
একের দোহাই দেহ ॥
একের বাজার, একের হাজার,
একে হয় কত শত।
এক টেনে নিলে, কিছু নাহি মিলে,
সমুদয় হয় হত ॥
তাই বলি ভাই, এক বিনা নাই,
একের পূজাই ধর।
সদা এক-জ্ঞানে, থেকে এক-ধ্যানে,
জীবন সফল কর ॥

প্রভাত

ওহে জীব বাক্য ধর, ভ্রম-নিদ্রা পরিহর,
পূর্ব্বদিকে কর দরশন।
ছবির কি কব ঘটা, রবির আরক্ত ছটা,
কবির প্রফুল্ল করে মন ॥
পরিয়া সুচারু ভূষা, হাস্যমুখী হলো ঊষা,
দেখ তার অপরূপ শোভা।
বিভাকর-করে বিভা, প্রকাশ হতেছে দিবা,
আহা কিবা নিত্য মনোলোভা ॥
নিশা সহ ছিল তারা, কোথায় এখন তারা,
কোথায় গিয়েছে অন্ধকার।
অধ ঊর্দ্ধে করি দৃষ্টি, হইতেছে কৃপা-বৃষ্টি,
যেন এই সৃষ্টির সঞ্চার ॥
প্রভায় পূরিল ভব, দেখি সব অভিনব,
কত কব, রব নাহি সরে।
ভাবে ভাব পরাভব, দেখ সব অনুভব,
যেন নব নদ ধব পরে ॥
লোহিত লাবণ্য ধরি, মোহিত করেছে হরি,
সহিত আপন প্রিয় জায়া।
পতি-প্রেম-রসে গলে, টল টল তনু টলে,
স্থলে জলে জলে জলে ছায়া ॥
ধরণীর ঊর্দ্ধে রয়ে, তরুণী ঘরণী ল'য়ে,
হইয়াছে কেলি-রসে রত।
ক্ষণে ক্ষণে কত শোভা, মরি কিবা মনোলোভা,
হেরিলে বিস্ময় জন্মে কত ॥
ক্ষণে ক্ষণে কোলে টানে, ক্ষণে ফেলে অধপানে,
দৃষ্টি মাত্রে দ্রব হয় শিলা।
ছায়াজায়া সঙ্গে করি, মায়ামুগ্ধ নিজে হরি,
আহা মরি কি আশ্চর্য্য লীলা ॥
ধন্য ধন্য ভাব-রস, দিক্ দশ প্রেমে বশ,
ত্রিভুবন যার যশ ঘোষে।
একাকী নায়ক মিত্র, কত নায়িকার মিত্র,
সমভাবে সকলেরে তোষে ॥
তমোহর হীনকর, অতিশয় শুভকর,
জগতের জীবন-স্বরূপ।
সহস্র করের করে, কিবা শোভা সুরোবরে,
সে রূপের নাহি অনুরূপ ॥
নলিনী ফেলিয়া বাস, বিস্তার করিয়া বাস,
প্রকাশ ক'রেছে নিজ রূপ।
নাহি রূপের তুলনা, যেন কোন মনোরমা,
প্রকাশিছে ছটার স্বরূপ ॥
মাথার আঁচল খুলে, প্রিয়-পানে মুখ তুলে,
হেসে হেসে কি খেলা খেলায়।
আহা কিবা মনোহর, দিবাকর দিয়া কর,
স্নেহে তার বদন মুছায় ॥
নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে, হেঁটমুখে পড়ে বনে,
মনে এই ভাবের আভাষ।
কমল-দলের তলে, রবি ছবি জলে জলে,
বিদূরিত হ'তেছে বিলাস ॥
লতাগুলি উঠো উঠো, মুখখানি ফোটো ফোটো,
ছোটছোট কমলের কলি।
মধুকর দলে দলে, সেই কলি দলে দ'লে,
কেলিরসে বলী বটে অলি ॥
মোহিত মধুর রসে, উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসে,
এক ছেড়ে রে গিয়া আর।

মধুলোভী মধুব্রত, পাইয়াছে সদাব্রত,
লুঠিতেছে মধুর ভাণ্ডার ॥
দেখি ভানু অনুকূল, বনে বনে কত ফুল,
মধুভরে প্রফুল্ল বদন।
তাদের সুবাস লয়ে, পবন চঞ্চল হয়ে,
শূন্যপথে করিছে গমন।
বার্ত্তা পেয়ে বায়ুমুখে, উড়ে ছুটে গিয়ে সুখে,
বিহঙ্গ পতঙ্গ অগণন।
পান করে ফুলরস, গান করে বিভু-যশ,
শুনিয়া অবশ হয় মন ॥
শুন ওহে প্রভাকর, মনাকাশে প্রভাকর,
প্রভাকর তোমার রচিত।
পালিতেছ প্রভাকরে, পাল এই প্রভাকরে,
তোমাতেই করেছি অর্পিত ॥
সদা সুস্থ রাখ দেহ, রচনার শক্তি দেহ,
নষ্ট কর কষ্ট সমুদয়।
নাহি চাই হীরা হেম, তোমার পবিত্র প্রেম,
অন্তরে উদয় যেন হয় ॥

তত্ত্ব-প্রকরণ

প্রভাকর নিজকরে কত প্রভাকরে।
জগতের সমুদয় অন্ধকার হরে ॥
গগনে হইলে সেই নাথের উদয়।
কমল অমল ভাবে প্রকটিত হয় ॥
হেরি কিবা সরোবর-শোভা মনোহর।
বধূ সহ মধু খায় বঁধু মধুকর ॥
অস্তাচলে গেলে পর, সেই দিবাকর।
আকাশ আসনে আসি বসে শশধর ॥
যামিনী কামিনী তার প্রেমভাব ধরে।
সখী যারা তারা তারা, চারু শোভা করে ॥
কুমুদ প্রমোদ হেতু, প্রমোদের আশে।
আমোদ-প্রমোদ-ভরে, প্রেম জলে ভাসে ॥
চকোর-নিকর ভাবে, দূর করে ক্ষুধা।
হেলায় খেলায় সুখে, পান করি সুধা ॥
এইরূপে শশী সূর্য্য উদয়-অধীন।
দিন গতে রাত্রি হয়, রাত্রি গতে দিন ॥
রাত্রি দিন দিন রাত্রি, প্রভাত প্রদোষ।
ক্রমে ক্রমে শূন্য করে, আয়ুর কলস ॥
গ্রহরাশি সমুদয়, তিথি পরিক্রমে।
বার বার আসে যায়, যাহার নিয়মে ॥
রীতিমত হ্রাস-বৃদ্ধি দৃশ্য সবাকার।
নিয়ম লঙ্ঘন করে সাধ্য আছে কার ॥
মূলসূত্র বোধ হেতু সার প্রণিধান।
মন বুদ্ধি অহঙ্কার যে করিল দান ॥
যাহাতে মীমাংসা করে, জ্ঞানের উদয়।
সৃষ্টির কৌশল সব অনুভব হয় ॥
বোধ-রূপ অনলেতে ভ্রান্তি-বন দহে।
আমি আমি আমি বুদ্ধি আর নাহি রহে ॥
জলবিম্ব সমভাব, আমি জলগামী।
আমি কিন্তু আমি সেই, ভিন্ন নই আমি ॥
এ ভাবের কর্ত্তা যেই, কর্ত্তা নাই যাঁর।
সেই প্রভু তাঁর পদে, প্রণাম আমার ॥

সার উপদেশ

হায় হায় কি আশ্চর্য্য মনুষ্যের মন।
কিছুই নিশ্চিত নাই কখন কেমন ॥
দৃঢ়জ্ঞানে এক বস্তু নাহি ভাবে সার।
এই ভাবে একরূপ ক্ষণে ভাবে আর ॥
সুখে মুগ্ধ হয়ে করে অধর্ম্ম স্বীকার।
বিশ্বাসের প্রতি শেষ বিশেষ বিকার ॥
তত্ত্বনিষ্ঠ দৃঢ়জ্ঞানী যেমন সুধীর।
একমনে এক বস্তু সেই ভাবে স্থির ॥
ভ্রমশীল অজ্ঞানের দুঃখ নানারূপে।
দগ্ধ করি নিজ গৃহ গ্রাস করে কূপে ॥
স্বীয় পথ রুদ্ধ কার মিথ্যা উপদেশে।
কলুষ-কণ্টকে পড়ি খঞ্জ হয় শেষে ॥
অবোধ কুরঙ্গ-কুল নিজ নিজ ভ্রমে।
সূর্য্য-কর জলবোধে নানাস্থানে ভ্রমে ॥
ভ্রমে শ্রমে প্রাণ যায় পিপাসার দায়।
সর্ব্বব্যাপী প্রভাকর দোষী নন তায় ॥
আহারের লোভ হেতু ক্ষীণ মীনরাশি।
লোহার কণ্টক-কলে বিদ্ধ হয় আসি ॥
সুখ-লোভে সেরূপ অবোধ লোক যত।
পাপের কণ্টকে প'ড়ে আয়ু করে হত ॥
পরমপিতার পথে কিছু নাহি খেদ।
জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, প্রভেদ প্রভেদ ॥

ধর্ম্মভেদে মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন ভেক্।
উদ্ধারের কর্ত্তা সেই সারমাত্র এক॥
ঈশ্বরের এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি।
ভবসিন্ধু-পার হেতু নিজ ধর্ম্মতরি॥
স্বীয় পথ পরিহরি পরপথে ধায়।
চরমে পরম বস্তু কভু নাহি পায়॥
জলবর্ত্ম ছেড়ে জীব ভুলপথ ধরে।
জলে থেকে মীন যথা পিপাসায় মরে॥
লোভে ক্ষোভে বুদ্ধি হত অয়ি অলিবঁধু।
নলিনী ব্যতীত নাহি কাষ্ঠে হয় মধু।
স্বকণ্ঠে অমূল্যহার দেখিতে না পায়।
কাঁচভূষা,অন্বেষণে দূরদেশে যায়॥
তৃষ্ণায় যদ্যপি যায় চাতকের প্রাণ।
তথাচ মহীর নীর নাহি করে পান॥
চকোরের যদি হয় অতিশয় ক্ষুধা।
চিত্ত-সুখে খায় শুধু চারুচন্দ্র-সুধা॥
স্বভাবসুসিদ্ধ যার তার এক ভাব।
স্বভাবে সন্তুষ্ট মন সার বস্তু লাভ॥
অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নিমধ্যে রাখে।
সলিলের স্নিগ্ধগুণ সলিলেই থাকে॥
বাতাসের গুণ যাহা বাতাসেই স্থিতি।
ক্ষিতির ধারণাশক্তি ধরে সেই ক্ষিতি॥
ফলের সুস্বাদ যাহা ফলমধ্যে হয়।
কুসুমের গন্ধগুণ কুসুমেই রয়॥
আকাশের গুণ কিছু বাতাসেতে নহে।
নিজ নিজ কর্ম্মগুণ নিজ ধর্ম্মে রহে॥

মনের প্রবৃত্তি-সম্ভোগ

তামসী যামিনীযোগে, প্রবৃত্তি-প্রণয়-ভোগে
সুখে সুপ্ত মহামতি মন।
রজনী বিগত হয়, তরুণ অরুণোদয়,
এখন রহিল অচেতন।
যুগল চরণ ধরি, বিবেক বিনতি করি,
বলে জাগো জনক আমার।
কাল যায় বাক্য ধর, জগদীশ নাম স্মর,
আলস্য করহ পরিহার॥
শুনি সুত সুবচন, ক্রোধে পরিপূর্ণ মন,
কহে কুবচন কটুরাশি॥
আরে রে অবোধ পুত্র, দূর দূর দুখ-সূত্র,
কিবে লাভ এ ভাব প্রকাশি॥
দূর হও দুরাচার, এস না'ক পুনর্ব্বার,
নিরুপম নিলয়ে আমার।
যদি পুন দেখা হয়, তখনি করিব ক্ষয়,
মনে রাখ এ বচন সার॥
শুনি জনকের ভাষা, ভঙ্গ হ'লো ভাবি আশা,
বিবেকের জন্মিল বিবেক।
পুরী, পরিজনচয়, ত্যাগ করি সমুদয়,
অরণ্য-আশ্রমে অভিষেক॥
তদবধি এ সংসারে, প্রবর্ত্তিত পরিবারে,
অত্যাচার করিছে প্রচার।
কামিনী-অনল জ্বালি, কাম করে ঠাকুরালি,
দাহনেতে দগ্ধ ত্রিসংসার॥
প্রধান অনিষ্টকর, ক্রোধ নামে সহোদর,
রক্তারক্তি করে অহরহ।
অনুরোধ উপরোধ, কিছুই মানে না ক্রোধ,
অনুচর কোন্দল কলহ॥
অসূয়া তাহার প্রিয়া, বিরূপ যাহার ক্রিয়া,
বিরাগ বৈরক্তি সুত সুতা।
রক্তিম লোচন-দণ্ডে, দেয় দণ্ড প্রতি দণ্ডে,
দণ্ড দণ্ডে দয়া দুঃখযুতা॥
তৃতীয় সোদর লোভ, যার প্রিয় সখা ক্ষোভ,
প্রলোভ পরম প্রিয়াত্মজ।
মহাতৃষ্ণা নামে দারা, দীর্ঘাকারা ধৈর্য্যহারা,
স্থৈর্য্যহীন নয়ন-নীরজ॥
দুহিতা লালসা নামা, অধীরা অস্থিরা বামা,
জনকের নয়ন-পুতলি।
ঘোরতর ক্ষুধামদে, মত্ত হয়ে জনপদে,
ধায় শুধু খাই খাই বলি॥
অতঃপর মোহবীর, মাদকে অস্থির শির,
ঢল ঢল চঞ্চল শরীরে।
জ্ঞানপথ করি রুদ্ধ, আতঙ্ক দেখায় শুদ্ধ,
পুণ্যশীল পথিক সুধীরে॥
প্রিয় দারা মিথ্যাদৃষ্টি, মোহিত করিছে সৃষ্টি,
সুনিপুণা রাক্ষসী মায়ায়।
যারে ধরে একবার, রক্ষা নাহি থাকে তার,
ইহ, পর, ত্রিকাল হারায়।
পঞ্চম সোদর মদ, অতিশয় উচ্চপদ,
বিপদ ঘটায় পদে পদে।

আমি আমি রব মাত্র, গরিমা-পূর্ণিত গাত্র,
দিবা-রাত্র মত্ত মানমদে ॥
ভ্রমাত্মিকা প্রিয়া সহ, বিহরিত অহরহ,
নাই তাহে বিলাস বিচল।
জীবের অশুভকল্প, গৌরবের গালগল্প,
অল্প নহে জল্পনার জল ॥
সর্ব্বানুজ মাৎসর্য্য, সকল সুগুণবর্জ্জ,
অনিবার্য্য অনিষ্ট-তৎপর।
বয়সে কনিষ্ঠ বটে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ গুণ ঘটে,
জ্যেষ্ঠ নামে খ্যাত চরাচর।
এই ছয় সহোদর, প্রচুর প্রমাদকর,
প্রবৃত্তির প্রমোদ বাড়ায়।
বশীভূত করি মনে, বিরাজে বিষয় বনে,
নিবৃত্তিরে নিবাস ছাড়ায় ॥

নিবেদন

জয় জয় জগন্নাথ জগতের সার।
একমাত্র তুমি বিভু অন্য নাহি আর ॥
অপরূপ ভূতময় অখিল সংসার।
তোমার প্রভাবে নাথ হয়েছে প্রচার ॥
ভূতাতীত ভূতনাথ তুমি নীরাধার।
সর্ব্বভূতে আবির্ভূত সর্ব্বমূলাধার ॥
অনিত্য ভূতের দেহ দিয়াছ আমায়।
ভূত সেজে বেড়াতেছি ভূতের মেলায় ॥
বুঝিতে না পারি কিছু ভূতের ব্যাপার।
ভূতে ভূতে অতিভূত কত হ'ব আর ॥
এ ভূত অদ্ভুত অতি স্বভাবে সম্ভব।
ভিতরে বাহিরে ভূত ভূতময় সব ॥
একভাবে নানা ভাব ভাবে সমভাব।
কে করিবে অনুভাব স্বভাব স্বভাব ॥
ভাবিতে ভাবিতে হয় ভাবের অভাব।
অভাবে আবার কত ভাবের প্রভাব ॥
অভাব স্বভাব ভাব ভাবিবার নয়।
যত ভাবি তত ভাবে ভাবের উদয় ॥
ভেবে ভেবে স্থির ভাব না পাই বিশেষ।
ভাবের ভাবনা করি আয়ু হল শেষ ॥
মিছে কেন ভাবি ভাবী ভবের ব্যাপারে।
ভবভাবি তব ভাবি কে হইতে পারে ॥
ভাবের অতীত ভাবি তুমি ভাবময়।
স্ব-ভাবে স্বভাব হোক্ তোমাতেই লয় ॥
একভাবে এক ভাব অন্তরেই রয়।
আর যেন কোন ভাব ভাবিতে না হয় ॥
ভাবহীনে কৃপা কর করুণানিধান।
ভাবের ভেদক হয়ে ভাব কর দান ॥
জানিতে না পারি কিছু কি আছে কপালে।
মোহিত হয়েছে মন জগদিন্দ্রজালে ॥
মোহিনী মায়ার খেলা মহা মোহকর।
কিছু তা'র নাহি হয় জ্ঞানের গোচর ॥
কেমন কৌতুকে এঁটে কুহক-কপাট।
ভব-হাটে কত ঠাটে করিতেছে নাট ॥
বাহিরের নাট শুধু দেখিয়া বেড়াই।
ভিতরে কি আছে তার দেখিতে না পাই ॥
বিনা খিলে কি কৌশলে রাখিয়াছে এঁটে।
সাধ্য নাই ঘরে যাই সে কপাট কেটে ॥
অসারে ভাবিয়া সার মিছে করি শোর।
দেখিতে দেখিতে বাজী বাজী হ'ল ভোর ॥
বপুবাসে রিপু চোর হইয়া প্রবল।
হরণ করিল সব যে ছিল সম্বল ॥
একে একে সমুদায় হয়ে গেল ক্ষয়।
পরমার্থ পুরুষার্থ আর নাহি রয় ॥
দীনহীনে দয়া কর দীনদয়াময়।
আর যেন পাপ তাপ ভুগিতে না হয় ॥
কৃপা-অস্ত্রে ভ্রমপাশ করিয়া ছেদন।
মোচন করিয়া দেহ মায়ার বন্ধন ॥
বিনা দণ্ডে দণ্ড পাই বিনা সূত্রে বাঁধা।
দেখিতে না পাই কিছু লাগিয়াছে ধাঁধা ॥
বাঁধা পড়ে ধাঁধা ভোগ কেন করি আর।
মোচন করিয়া দেহ লোচনের দ্বার ॥
আপনি আপন দেখে করি নিজ হিত।
রিপুভাব ঘুচে যাক রিপুর সহিত ॥
দেহে যেন আত্মভাব নাহি থাকে আর।
আর যেন নাহি করি আমার আমার ॥
এ দেহ আমার নয় আমি নই দেহ।
ভ্রমপাশে বদ্ধ হয়ে মিছে করি স্নেহ ॥
আমি কা'র কা'র দেহ বিচার না করি।
মোহ-মদ পান ক'রে অভিমানে মরি ॥
ভূতের ভবন দেহ দেহ এই জ্ঞান।
মমতা শমতা করি, করি তব ধ্যান ॥

দেহের গরবে করি মিছে অহঙ্কার।
শরীর আমার কই আমি কই তার॥
আমি কই, 'আমি' কই নাহি হয় স্থির।
কিরূপে হইবে তবে আমার শরীর॥
না চিনিয়া আপনারে করি অভিমান।
আপনি আপন বোধে হ'তেছি প্রধান॥
আমি শুচি আমি জ্ঞানী ধর্ম্মশীল আমি।
ধনে মানে বড় আমি অনেকের স্বামী॥
এইরূপে তত্ত্বহীন, মত্ত হয়ে মদে।
টলেছে মনের পদ, কিসে রব পদে॥
জাতি ধর্ম্ম বড় ছোট ভেদাভেদ নাই।
তোমার নিকটে নাথ সমান সবাই॥
আত্মবোধ না হইলে কিছু নাহি হয়।
অজ্ঞানে কিরূপে পাব আত্মপরিচয়॥
একে আমি অন্ধ তাহে ঘোর অন্ধকার।
কেমনে নেত্রের জ্যোতি হইবে প্রচার॥
হৃদাকাশে রবিরূপে উদয় হইয়া।
বাসনা-রজনী দেহ প্রভাত করিয়া॥
অবিদ্যার অন্ধকার দূর হবে তায়।
মনের মন্দিরে আমি দেখিব তোমায়॥
তুমি আমি দুই পাখী এক গাছে বাস।
তোমার গোপন ভাব না হয় প্রকাশ॥
খিচিমিচি করি আমি ডাকিয়া ডাকিয়া।
তুমি আছ সমভাবে নীরব হইয়া॥
এ প্রকার চমৎকার কব কার কাছে।
এমন আশ্চর্য্য নাকি আর কোথা আছে॥
বলহীন হইতেছি আমি খেয়ে ফল।
ফলভোগ না করিয়া তুমি পাও বল॥
ফলাহার করি আমি তথাচ অস্থির।
কিরূপেতে অনাহারে আছ তুমি স্থির॥
প্রাণেশ্বর বিহঙ্গম সবিশেষ বল।
বিফলের ফলভোগে কি হইবে ফল॥
এই ভাবে কত কাল হারাইব বল।
কত কাল ভোগ হবে এ গাছের ফল॥
দীনের সকল দিন যায় ক্ষণে ক্ষণে।
দিন দিন দীননাথ, দীন হীন জনে॥
কত দিন রব আর কত দিন রব।
কত দিন করিব হে আমি আমি রব॥
চরণ করিয়া দেহে হরণ আশায়।
মরণ বরণ করি ডাকিছে আমায়॥

কখন নয়ন মুদে করিব শয়ন।
এখন তখন নাই কি হয় কখন॥
শরীরে যতন করি রতন ভাবিয়া।
পতন হইলে যাব কোথায় চলিয়া॥
তখন এ ভাবে তুমি আমায় কি পাবে।
দেখিতে দেখিতে সব শেষ হয়ে যাবে॥
পাইলে আপন কাল কালে লবে হ'রে।
মিছে কেন মরি আর হাহাকার ক'রে॥
এমনি মায়ার মোহে মোহিত হৃদয়।
মরণ নিকট অতি স্মরণ না হয়॥
তোমায় না ভেবে করি মিছে পরাক্রম।
অজর অমর আমি মনে এই ভ্রম॥
সম্পদ সম্ভোগ সুখ স্বপনের প্রায়।
না বুঝিয়া মিছামিছি করি হায় হায়॥
বিকসিত ফুল সম দেহের আকার।
ক্ষণমাত্র দৃশ্য শোভা পরে নাই আর॥
জীবন জীবন-বিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়॥
আকাশে চপলা-খেলা যেরূপ প্রকার।
সেইরূপ এই দেহে আয়ুর সঞ্চার॥
এই দেহ এই প্রাণ তোমারি তো সব।
মরণ বারণ করা সাধ্য নাহি তব॥
সকলি সৃজন কর, নাশ কর তুমি।
সাগর শোষণ করি জল কর ভূমি॥
গগন আচ্ছন্ন করে যেই ধরাধর।
সে ভূধর কালে হয় ধুলায় ধূসর॥
ধরাধর নাম তা'র আর নাহি রয়।
ধরাধরে ধরা ধরে পাতিয়া হৃদয়॥
কোথা বিধি, কোথা বিষ্ণু, কোথা কৃত্তিবাস।
সমুদয় দেবাসুর করিয়াছ নাশ॥
কে বুঝিবে তোমার এ ভাঙ্গা গড়া ক্রিয়া।
গহন দহন কর দাবানল দিয়া॥
এক ভাঙ্গো আর গড়ো কত যোগে যোগ।
গেল না তোমার এই ভাঙ্গা-গড়া রোগ॥
ভাঙ্গ ভাঙ্গ গড় গড় ইচ্ছা যাহা হয়।
সকলি তোমার ইচ্ছা তুমি ইচ্ছাময়॥
ম'রে যদি বেঁচে আসি থাকে জ্ঞানযোগ।
তবে তো জানিতে পারি ভাঙ্গা-গড়া রোগ॥
যাহা গড় তাহা ভাঙ্গ পুন কর তাই।
ভাঙ্গা-গড়া দেখে হ'ল ভাঙ্গা-গড়া বাই॥

এইরূপে একরূপ কার নয় স্থির।
কেহ বা তোমার গড়ে প্রণব-শরীর ॥
যাহার মনের ভাব যেরূপ প্রকার।
সেইরূপে গড়ে সেই তোমার আকার ॥
আকার তোমার নাই তুমি নিরাকার।
কল্পনায় করে জীব আকার স্বীকার ॥
অভিরুচিমত কত মন্ত্র তার পড়ে।
পূজিয়া তোমায় সবে ভাঙ্গে আর গড়ে ॥
ধরাধামে এইরূপ উপাসক যত।
কল্পনায় অপরূপ রূপ করে কত।
যেরূপে যে ভাবে যেই করে উপাসনা।
সে ভাবেতে তুমি তার পূরাও বাসনা ॥
তোমাতে রাখিয়া মন পূজুক পুতুল।
সাধনায় সিদ্ধ হবে কিছু নাহি ভুল ॥
কার মনে সূক্ষ্ম ভাব, কার মনে স্থূল।
ভক্তি আর শ্রদ্ধা হয় সকলের মূল ॥
নানা শাস্ত্রে উক্তি আছে যুক্তি-কথা এই।
তোমারে যে ভক্তি করে মুক্তি পায় সেই ॥
তুমি হে ভক্তের ধন ভক্তাধীন নাম।
কেহ বলে হরি হরি কেহ বলে রাম ॥
স্বরূপ কিরূপ তুমি নাহি যায় জানা।
দেশে দেশে মতে মতে নাম তাই নানা ॥
কেহ কহে জগতের পিতা তুমি ধাতা।
কেহ কহে ব্রহ্মময়ী জগতের মাতা ॥
মাতা হও পিতা হও যে হও সে হও।
ফলে তুমি একমাত্র তুমি ছাড়া নও ॥
তরু খাট শয্যা আদি অশেষ প্রকার।
পৃথিবী একাকী হন সবার আধার ॥
কত কত নদী নদ দেখি কত স্থলে।
সকলি মিশেছে গিয়া জলধির জলে ॥
সেইরূপ বাঁকা সোজা নানা পথ আছে।
সকলেই কাছে যাবে আগে আর পাছে ॥
নানারূপ মত বটে, তুমি এক স্থির।
বহু বর্ণ ধেনু যথা শাদা হয় ক্ষীর ॥
কিছু নাহি মানে সেই তোমায় যে মানে।
কিছু নাহি জানে সেই তোমায় যে জানে ॥
রসনায় ঘৃতের আস্বাদ যেই ধরে।
সে'ত আর ঘোল খেয়ে গোল নাহি করে ॥
কমলের মধু খেয়ে মন যার ভুলে।
সে কি আর উড়ে যায় শিমুলের ফুলে ॥
আনন্দ-কাননে যার মন-পাখী চরে।
কানন-ভ্রমণে সে কি আশা আর করে ॥
পরম পীযূষ-রস সুখে যেই খায়।
বিষয়-বাসনা-বিষ সে কি আর চায় ॥
মন যার সুশোভিত প্রেম-হেম-হারে।
কুবেরের ধনে নাহি মুগ্ধ করে তারে ॥
শান্তির সলিলে যার শীতল শরীর।
সে কি আর খেতে চায় নীরদের নীর ॥
সন্তোষের সমীরণ লাগে যদি গায়।
প্রয়োজন কিছু নাই তালের পাখায় ॥
সাধু সহ বাস যার হয় একবার।
বসৎ অসৎপুরে সে করে না আর ॥
প্রত্যয় পরম ধন সর্ব্বমূলাধার।
মনের মন্দিরে যেন বাস হয় তার ॥
কিরূপ আকারে আমি গড়িব তোমায়।
কি বচনে মন্ত্র পড়ি ফুল দিব পায় ॥
গূঢ় ভাব নাহি পাই আমি মূঢ়মতি।
প্রকাশ করহ নিজ পূজার পদ্ধতি ॥
মনোময় রূপ তুমি করহ ধারণ।
নয়ন মুদিয়া আমি করি দরশন ॥
তাহাতে যেরূপ হবে রূপের সঞ্চার।
স্বরূপ সেরূপ রূপ জানিব তোমার ॥
তাহাতে যে ভাবে হবে ভাবের সঞ্চার।
সেই ভাবে পূজা আমি করিব তোমার ॥
কোথায় বসাব নাহি ভেবে পাই মনে।
বস বস বস মম হৃদয়-আসনে ॥
বনফুলে বিধি নয় তোমার অর্চ্চন।
মন খুলে মন-ফুলে পূজিব চরণ ॥
কেমনে পূজিব আমি দিয়ে গঙ্গাজল।
ভক্তি-জলে পূজা করি চরণ-কমল ॥
শ্রদ্ধারূপ চন্দনেতে চর্চ্চিত করিয়া।
মানসে পড়িব মন্ত্র নীরব হইয়া ॥
শাঁক ঘণ্টা কাঁসর প্রভৃতি দিয়া ফেলে।
আরতি তোমায় করি জ্ঞানদীপ জ্বেলে ॥
ছয় রিপু বলি দিই লহ লহ ভোগ।
অভোগের ভোগ এই দূর কর ভোগ ॥
প্রেমের আগুন তব বিগুণ কি তায়।
জীবন আহুতি দিলে পূজা হবে সায় ॥
আজ মরি কাল মরি কিংবা মরি যবে।
নিশ্চয় মরিতে হবে থাকিব না ভবে ॥

এ অবধি যদবধি মরণ না হয়।
তদবধি মন যেন তোমাতেই রয় ॥
যখন যেরূপে আমি যেখানেতে রই।
তিল আধো তোমা ছাড়া যেন নাহি হই ॥
যদ্যপি ঘুমায়ে রই মুদিয়া নয়ন।
স্বপনে তোমায় যেন করি দরশন ॥
ঘুমায়ে ঘুমায়ে যেন জপি তব নাম।
ক্ষণমাত্র নাহি হয় জপের বিশ্রাম।
দিনে রেতে জাগরণে যতক্ষণ যায়।
অন্তর বাহিরে শুধু হেরিব তোমায় ॥
অন্য আলাপন যেন না করিতে হয়।
করিব তোমার ধ্যান সকল সময় ॥
যে সময়ে দেহে প্রাণে হইবে বিচ্ছেদ।
সে সময়ে মনে যেন নাহি থাকে খেদ ॥
জ্ঞানেতে ত্যজিব প্রাণ আনন্দিত হ'য়ে।
হাসিতে হাসিতে যাব তব নাম লয়ে ॥
আমার সমল মন করিয়া অমল।
মরণ-সময়ে দিও চরণ-কমল ॥
পতিতপাবন নাম করেছ ধারণ।
পতিত পবিত্র কর পতিতপাবন ॥
অতীত হতেছে কাল না পাই ভাবিয়া।
কতদিন রব আর পতিত হইয়া ॥
পতিত বলিয়া যদি ঘৃণা করা হয়।
বল তবে কিসে এই পাপ হবে ক্ষয় ॥
রাখ রাখ ঠেলে রাখ তাহে নাই খেদ।
কিসে পাপ কিসে পুণ্য কিসে পাব ভেদ ॥
ঠেলা যেন নাহি হই মানব-সভায়।
যদ্যপি ঠেলিতে হয় তুমি ঠেলো পায় ॥
তুমি যদি পায়ে কোরে ঠেলো একবার।
তবে সব পাপ তাপ ঘুচিবে আমার ॥
পরিত্রাণ পতিতে না কর যদি ভবে।
পতিতপাবন নাম, কেহ নাহি লবে ॥
রাখ রাখ রাখ নাথ নামের গৌরব।
ফুটুক্ করুণা-ফুল ছুটুক্ সৌরভ ॥
অপরাধ-তরু যেন নাহি ফলে আর।
কর কর কর তা'রে সমূলে সংহার ॥
পাপ-কাঁটাবন ভরা কলেবর-ভূমি।
ভিতরের যত কিছু সব জান তুমি ॥
যেন আর পাপ-পথে নাহি হই রত।
ক্ষমা কর ক্ষমা কর অপরাধ যত ॥
তব নাম-অনল উঠুক্ মুখ ফুঁড়ে।
পাপরূপ তৃণরাশি ছাই হোক্ পুড়ে।
আধি-ব্যাধি-বিমোচন সত্য সনাতন।
মনের সকল পীড়া কর নিবারণ ॥
লোভ-জ্বরে জর-জর মানস আমার।
সমভাবে সদা তার ভোগের সঞ্চার ॥
আপনার পূর্ব্বভাব বলিতে না পারে।
একেবারে অভিভূত মায়ার বিকারে ॥
ঘোর অহঙ্কার দাহ দহিছে হৃদয়।
ধনাগম আশাতৃষা কৃশা নাহি হয় ॥
কামনা কুপথ্যে আরো বাড়িছে বিলাপ।
ক্ষণমাত্র ছাড়া নয় প্রবৃত্তি-প্রলাপ ॥
মমতা-মোহের ঘোরে অচেতন হয়।
থেকে থেকে প্রলাপেতে ভুল কথা কয় ॥
এই জ্বরে লঙ্ঘনের কথা শুনে হাসে।
গুরুবাক্য 'লঙ্ঘন' সে করে অনায়াসে ॥
সত্যের সুপথ্যে তার রুচি নাহি যায়।
কেবল কুপথ্য করি যাতনা বাড়ায় ॥
পীড়ায় কাতর হয়ে জ্ঞানহীন মন।
বিষয়-বাসনা-বিষ করিছে ভোজন ॥
ছট্‌ফট্ করে যত বিষের জ্বালায়।
ততই পিপাসা বাড়ে ঘটে ঘোর দায় ॥
প্রণিপাত করি নাথ চরণে তোমার।
মনের এ রোগ ভোগ কত সহে আর ॥
তুমি ত দেখিছ সব অন্তরেতে র'য়ে।
মনোরোগ দূর কর বৈদ্যরাজ হয়ে ॥
শান্তি-জল দেও তারে তৃপ্ত হয়ে খাবে।
ধনাগম আশা-তৃষা কৃশা হয়ে যাবে ॥
শান্তি-রসামৃত যদি খায় একবার।
বাসনা-বিষের জ্বালা রহিবে না আর ॥
আত্মবোধ-বটিকায় জ্বরত্যাগ হবে।
মমতা-মোহের ঘোর আর নাহি রবে ॥
তখনি কাটিয়া যাবে মায়ার বিকার।
অভিমান-দাহ তবে কোথায় রবে আর ॥
বিবেক-বটিকা-রস করিলে সেবন।
কামনা-কুপথ্য তার হবে নিবারণ ॥
নিবৃত্তির রসে যাবে প্রবৃত্তি-প্রলাপ।
সত্যের সুপথ্যে যাবে সকল বিলাপ ॥
মনের এই মহারোগ নাশ যদি হয়।
তবেই করিব আমি ত্রিভুবন জয় ॥

এই মন যদি হয় মনের মতন।
মনের মতন তবে পাইব রতন॥
নিত্য পাব নিত্য সুখ ভাবনা কি আর।
আনন্দে আনন্দপুরে করিব বিহার॥
গদগদভাবভরে পড়িব হে ঢোলে।
তব নামামৃত-রসে মন যাবে গ'লে॥
অন্তর-অন্তর তুমি হইবে না আর।
নিরন্তর রবে নাথ অন্তরে আমার॥
কিছুই না চাই আর কিছুই না চাই।
হৃদি দোলমঞ্চে তুলে তোমায় নাচাই॥
ভাবময় হয়ে ধর মনোময় কায়।
নাচিতে নাচিতে তুমি নাচাও আমায়॥
জীবে করি শিব-দান বাঁচাও বাঁচাও।
না চাও নাচিতে যদি আমায় নাচাও॥
বাহ্যভাব গ্রাহ্য যেন নাহি হয় মনে।
নৃত্য করি নিত্য সুখে নিত্য নিকেতনে॥
অভিলাষ-নগরেতে নাহি আর আশ।
দ্বেষহীন-দেশে গিয়া সুখে করি বাস॥
রোগ শোক পাপ তাপ কিছু নাই তথা।
প্রকাশিত কিছু নাই, নাই কোন কথা॥
সত্যের সদন সেই অহিত রহিত।
সুখের সাক্ষাৎ হবে তোমার সহিত॥
অসতের বসতের নহে সেই বাস।
কোন কালে নাহি বহে দুখের বাতাস॥
ভেদাভেদ নাই তথা বিচার আচার।
সর্ব্বজীবে সমভাব সদা সদাচার॥
একাকার নাই তথা সব একাকার।
একাকারে এক হয়ে করিব বিহার॥
নাহি রবে আমি আমি আমার আমার।
তোমায় তোমায় দিয়া হইব তোমার॥

নিত্যধন-অন্বেষণ

মৃত্যু আছে গ্রাস করি জীবের জীবন।
পতিত জরার গ্রাসে সুখের যৌবন॥
সন্তোষ, লোভের ভয়ে ছেড়ে নিজ ঠাঁই।
কোন্ দেশে পলায়েছে অন্বেষণ নাই।
পরিপূর্ণ-যৌবন যুবতীজন যত।
হাব-ভাব ভঙ্গি ঠাট করিতেছে কত॥

পৃথিবী পূরিল আসি পাপ অনাচার।
শান্তির সুখের এক ক্রান্তি নাহি আর॥
সেই সুখ কোথা আছে না হয় নির্ণয়।
ভ্রান্তির নিকটে কোথা শান্তির উদয়॥
অহঙ্কারী জনে করি বদন বিস্তার।
গুণীর গুণের গ্রাম করিছে আহার॥
ভয়ঙ্কর হিংস্রজন্তু অশেষ প্রকার।
যাহাদের কাছে নাই নরের নিস্তার॥
তারা সব মানবের বাসস্থান হরে।
র'য়েছে সকল বন অধিকার ক'রে॥
অতিশয় দুরাশয় দুষ্টলোক যারা।
রাজার উপরে করে অত্যাচার তারা॥
এরূপ চেষ্টায় রত যত দুরাচার।
কিরূপে হরিয়া লবে ভূপের ভাণ্ডার॥
তাহাতে আপদ নানা থাকে না সম্পদ।
রাজার বিপদ হয় প্রজার বিপদ॥
ধন যত সদা হয় নাশের অধীন।
স্থিরভাবে কখন না থাকে এক দিন॥
সকলি নাশের গ্রাসে হতেছে পতন।
কে না এসে কোন বস্তু করিছে হরণ॥
সকলেরি এক দশা ভবের ভিতরে।
কিছুই না স্থির হয়ে অবস্থান করে॥
সকলি চঞ্চল আর অনিত্য সকল।
একমাত্র নিত্যধন ঈশ্বর কেবল॥
অতএব বলি শুন ওরে বাপধন।
অনর্থক করিতেছ কি ধন সাধন॥
সংসারের যত ধন অনিত্য জানিয়া।
এক-ধ্যানে থাক সেই নিত্যধন নিয়া॥
এখন যগুপি যাও এ ধন ভুলিয়া।
কি ধন পাইবে শেষ নিধন হইয়া॥
কর কর এখনিই কর অধিকার।
হাত ছাড়া হ'লে পরে পাইবে না আর॥
উপায় এখন' আছে রয়েছে সময়।
শেষ যেন হাহাকার করিতে না হয়॥
শারীরিক মানসিক পীড়া শত শত।
মানবের আরোগ্যের আয়ু করে হত॥
আধি-ব্যাধি উভয়েই হয়ে বলবান্।
দেহ মনে স্বাস্থ্য-সুখ করে না প্রদান॥
মানব কখন' নাহি পায় সুখপদ।
যেখানে সম্পদ জেনো সেখানে বিপদ॥

সম্পদে কেমনে হবে সুখের সঞ্চার।
বিপদ রেখেছে খুলে দুখের ভাণ্ডার॥
জন্ম নিয়া জীবরূপে আসিছে যে জন।
তাহারি মাথার কেশ ধরিছে মরণ॥
সাধ্য কা'র তা'র হাত যায় ছাড়াইয়া।
আপনার বশে রাখে আয়ত্ত করিয়া॥
বিধির সৃজিত যত ভাবের বিভব।
এই আছে এই নাই এইরূপ সব॥
সকলি খেতেছে কাল কিছু নাহি বাছে।
চিরস্থায়ী কা'রে বলি, এমন কি আছে॥
বিষয়ের ভোগ যাহা স্বভাবে চপল।
অস্থির তরঙ্গবৎ সদাই চঞ্চল॥
জীবন জীবনবিম্ব চিরধন নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়॥
যৌবন কুসুম সম শোভার অধীন।
দেখিতে দেখিতে হয় অমনি মলিন॥
সে যৌবন যতক্ষণ করে অবস্থান।
কুশলের কার্য্য নাহি করে সমাধান॥
অতএব বুধগণ কি কহিব আর।
মনেতে জানিছ এই সংসার অসার॥
দোহাই দোহাই ভাই বিনয় আমার।
কৃপা করি সকলের কর উপকার॥
যাহার সহিত দেখা হইবে যখনি।
এই কথা ব'লে তারে বুঝাবে তখনি॥
ওরে ভাই ধন জন কেহ নয় কা'র।
একা এলে একা যাবে সঙ্গী নাই আর॥
এই গেহ, এই দেহ, এই সমুদয়।
এখন তখন নাই কখন্ কি হয়॥
মিছে কেন হও তবে মায়ায় মোহিত।
নিজ নিজ বোধে কর নিজ নিজ হিত॥
বল বল ডেকে বল যত সব নরে।
ভ্রান্ত হয়ে কেন আর কর্ম্মভোগ করে॥
মেঘেতে দামিনী-খেলা যেরূপ প্রকার।
অবিকল সেইরূপ ভোগের ব্যাপার॥
বাতাসেতে বিচলিত মেঘের জীবন।
দেহ-মেঘে সেইরূপ জীবের জীবন॥
এমন জীবন যদি হইল নশ্বর।
যৌবনের অভিমান কেন করে নর॥
তাই বলি ভাই সব নিকট মরণ।
ভ্রম হর ধৈর্য্য ধর স্থির কর মন॥
নিরন্তর যার ধ্যান করে যোগিগণে।
একেবারে নত হও তাঁহার চরণে॥
জীবের জীবিত কাল ক'রে বর্ত্তমান।
আয়ুর হতেছে গতি বায়ুর সমান॥
যৌবনের অহঙ্কার কত দিন রয়।
মনের কল্পিত-ধন নিত্য কভু নয়॥
ভোগ ভোগ কর্ম্মভোগ ভোগ কারে বলে।
ভোগায় ভোগের গাছে, কিবা ফল ফলে॥
প্রণয়িনী প্রমোদাদি প্রেমালাপ সুখ।
সে সুখ ত সুখ নয়, ঘোরতর দুখ॥
যতক্ষণ ততক্ষণ পরে নাই আর॥
অমৃতের বিনিময়ে বিষের সঞ্চার॥
অতএব পরব্রহ্মে করি কর্ণধার।
ভয়ানক ভবসিন্ধু সুখে হও পার॥
বিষম বিষয়-বিষে কষ্ট পদে পদে॥
ডুব না ডুব না আর নরকের নদে॥

পিতা ও পুত্র

পুত্র।

প্রণিপাত করি পিতা চরণে তোমার।
ক্ষমা কর অপরাধ সকল আমার॥
আপনি করেন প্রভু এরূপ জল্পনা।
ভাল মন্দ যত কিছু মনের কল্পনা॥
স্বভাবেতে সুশোভিত বস্তু সমুদয়।
প্রিয়াপ্রিয় ঈশ্বরের নিরূপিত নয়॥
কাম ক্রোধ লোভ আদি বৃত্তিপাশ দিয়া॥
রাখেন না কভু তিনি বন্ধন করিয়া॥
আপনার কর্ম্মপাশে বদ্ধ আছে জীব।
কর্ম্মপাশ হ'লে নাশ জীব হয় শিব॥
নিকটেই ব্রহ্মানন্দ বিদ্যমান আছে।
তাপ নাহি যেতে পারে কভু তার কাছে॥
সমুচিত সাধন সঞ্চিত হ'লে তার।
অনাসেই সেই সুখে হয় অধিকার॥
আপনার বাক্যে যদি না থাকে সংশয়।
এরূপ নিশ্চয় যদি এরূপ নিশ্চয়॥
বল পিতা এ জগতে কেন জীব সবে।
ক্ষণিক সুখের লোভে ব্যগ্র হয় তবে॥

যে সুখ কেবলি হয় দুখের আধার।
আদি অন্ত দুদিকেই কষ্টভোগ সার॥
তাতেই ব্যাকুল হয়ে কেন জীব মরে।
কর্ম্মভোগ ক'রে কেন কর্ম্মভোগ করে॥
সুখের সে নয় যদি সুখের সে নয়।
দেহে আর মনে কেন এত কষ্ট লয়॥
দুখ আছে তায় যদি দুখ আছে তায়।
মিছে কেন করিতেছে অশেষ উপায়॥
কি কারণ অকারণ দুঃখে কাল হরে।
বারেক ভাবিয়া তাহা নাহি দেখে নরে॥
যে উপায়ে একেবারে দুখ পায় লয়।
সে উপায়ে কেন সবে ঐক্য নাহি হয়॥
একেবারে পুরে যায় চির মনোরথ।
কেন তারা ছাড়ে সেই প্রবৃত্তির পথ॥
এমন পরমপথ করি পরিহার॥
কুপ্রবৃত্তি-পথে কেন বহে পাপভার॥
এমন বিশ্বাস আছে এমন বিশ্বাস।
প্রাণিমাত্রে ক'রে থাকে সুখের আশ্বাস॥
একান্তেই সাধে সবে সুখের উপায়।
কিছুতেই কেহ আর দুখ নাহি চায়॥
এমন নির্ম্মল সুখে করিয়া নিবৃত্তি।
বার বার কেন হয় তাপেতে প্রবৃত্তি।
তাবতেই আশা-রথে হইয়াছে রথী।
প্রায় ত দেখিনে কারে এ পথের পথী॥
সংসার-সুখেতে রত সবলেরি মন।
বিষমাখা-সুধা করে সবাই ভোজন॥
ইথেই সংশয়ে কই আপনার কাছে।
এ বিষয়ে গুরুতর বাধা কিছু আছে॥
অবশ্যই আছে কোন দৈব-বিড়ম্বনা।
নতুবা হইবে কেন এমন ঘটনা॥
বচনীয় নয় তাহা, প্রকাশিত নয়।
পুনঃ পুনঃ নহে কেন হেন দশা হয়॥
যদিও আমার মনে হতেছে নিশ্চয়।
ঈশ্বরের অভিপ্রেত কখন এ নয়॥
কেন না আপনি যিনি করুণানিধান।
তিনি কি করেন কভু দুখের বিধান?
কিছুতে না হয় ভবে দুখের সঞ্চার।
জীব সব সুখী হোক্ ইচ্ছা এই তাঁর॥
আমরা অজ্ঞান তাই না জেনে বিশেষ।
স্বভাবের দোষে পাই অনর্থক ক্লেশ॥
তথাপি না দূর হয় মনের সন্দেহ।
অকারণে কোন কিছু করে না ত কেহ॥
কেনই সে নিত্য সুখে হইয়া বিরত।
ইচ্ছায় অনিত্য সুখে সদা হই রত॥
কহিতে দুখের কথা বিদরে হৃদয়।
মনের প্রতিজ্ঞা কভু স্থির নাহি রয়॥
নিয়তই যে বিষয়ে ভোগ করি দুখ।
কোন অংশে কিছুমাত্র নাহি পাই সুখ॥
তখন প্রতিজ্ঞা হয় এমন প্রকার।
প্রাণান্তেও এই কর্ম্ম করিব না আর॥
জোর ক'রে গলা টিপে কে যেন আসিয়া।
তখনি তখনি দেয় প্রবর্ত্ত করিয়া॥
এই আছি ক্ষান্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা-আসনে।
কোথা হ'তে আবার প্রবৃত্তি আসে মনে॥
কখন বা আপনার ইচ্ছাপথে রই।
পরইচ্ছা-পরতন্ত্র কখন বা হই॥
হিতবোধ কভু করি অহিত আচার।
অহিত ভাবিয়া করি হিত পরিহার॥
ইহাতে কারণ এক আছেই নিশ্চয়।
সে কারণ আমার ত জ্ঞানগম্য নয়॥
অতএব কৃপা করি কর উপদেশ।
শুনিব বিশেষ আমি শুনিব বিশেষ॥

পিতা

প্রাণাধিক প্রিয়তম হও তুমি সোঝা।
সোঝা হ'লে বোঝা যায় এতো নহে বোঝা॥
ক্রমে ক্রমে উপদেশ করিতেছি যাহা।
স্বীকার করিয়া তুমি মানিতেছ তাহা॥
এইরূপে সুধাইলে সংশয় না রবে।
এখন পেয়েছি হাতে পথে এসো তবে॥
ইচ্ছা আর অনিচ্ছায় পরের ইচ্ছায়।
জীব যত কর্ম্ম করে সন্দেহ কি তায়॥
এ যে বাপু বিস্ময়ের বিষয় তো নয়।
কেন তায় এত তবে হতেছে বিস্ময়॥
যতদিন না বুঝিবে নিগূঢ় তাৎপর্য্য।
ততদিন মুগ্ধ হবে এ নহে আশ্চর্য্য॥
পূর্ব্বতন তত্ত্বজ্ঞানী মহাত্মা যে সব।
করেছেন এ বিষয়ে কত অনুভব॥

নিয়তই যুক্তিযোগে তত্ত্ব-নিরূপণে।
সকল সংশয় ছেদ করিলেন মনে॥
প্রাণি-প্রবৃত্তির হেতু করিয়া উদ্দেশ।
করেছেন নানাবিধ হেতুর নির্দ্দেশ॥
শাস্ত্রমতে যুক্তিমতে হয়েছে সন্ধান।
প্রবৃত্তির হেতু ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান॥
দুঃখের বিনাশ হয়ে সুখ যাতে পায়।
জীবের প্রবৃত্তি যেন সে দিকেই ধায়॥
যখন করিবে কোন ক্রিয়ার সাধন।
আগে তার এ প্রকার ক'রে আলোচন॥
যদি করি এই কর্ম্ম পাব তায় সুখ।
ইথে আর ঘটিবে না কোনরূপ দুখ॥
যদবধি এ জ্ঞানের না হয় উদয়।
তদবধি কিছুতে কি প্রবৃত্ত সে হয়॥
লাভের স্থিরতা-বোধ হইলে অন্তরে।
ক্ষণমাত্র তাহে আর বিলম্ব কি করে॥
শিব-সাধনতা মাত্র হেতু জেনো তার।
সন্দেহ কি আর তাহে সন্দেহ কি আর॥
কোন কোন মহাশয় কহেন এমন।
ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান যদিও কারণ॥
কিন্তু তাহা কোন মতে না হয় প্রধান।
সাধারণ ব'লে তার দিই অভিধান॥
কোন জীব কোন কর্ম্মে করিয়া প্রবেশ।
যতক্ষণ নাহি পায় ফল তার শেষ॥
যতক্ষণ শুভাশুভ না হয় নিশ্চয়।
কিসে হবে ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানোদয়॥
নয় যে পরের ক্রিয়া করে দরশন।
শ্রবণে পরের ক্রিয়া করিছে শ্রবণ॥
নহে কার' উপদেশ করিয়া গ্রহণ।
বিষয়ে প্রবৃত্তি পায় যত জীবগণ॥
স্থিররূপে উপকার না জেনে নিশ্চয়।
ইষ্ট-লাভ হবে ইহা করিয়া প্রত্যয়॥
প্রবেশের আগে করে এমত বিচার।
অবশ্যই এই কর্ম্ম উচিত আমার॥
যাহাতে সহজে হয় দোষের সাধন।
প্রাণি-প্রবৃত্তির সে কি প্রধান কারণ॥
এ প্রমাণ কভু নয় প্রমাণের মত।
স্বভাবতঃ দেখা যায় দোষ ইথে কত॥
এরূপ সিদ্ধান্ত যদি হইত নির্য্যাস।
রোগীর কুপথ্যে কভু হ'ত না প্রয়াস॥

যে জন কুপথ্য করে ইচ্ছা অনুসারে।
ভাল মন্দ আগে তার জানিতে না পারে॥
তখন কি থাকে তার ফলের বিচার।
সেরূপ কুপথ্য করে রুচি যাহে যার॥
কুপথ্যের উপদেশ কেহ নাহি করে।
আপন লোভের দোষে আপনি সে মরে॥
কুপথ্যের দোষ নয় অগোচর তার।
দেখিতেছে শুনিতেছে অশেষ প্রকার॥
যে করে অপথ্যভোগ ভোগে সেই দুখ।
কখন কি পায় সেই স্বাস্থ্যতার সুখ॥
অপথ্য-সেবনে করে সবাই বারণ।
তথাচ করে না সেই নিষেধ শ্রবণ॥
এখানে রোগীর দেখ রোগের সময়।
ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান কখন কি হয়॥
আমার বিচারে এই স্থির নিরূপণ।
লোভ হয় কুপথ্যের প্রধান কারণ॥
লোভ হ'লে বলবান্ বুদ্ধি করি নাশ।
অপথ্য-সেবনে দেয় পুনঃ পুনঃ আশ॥
তস্কর প্রভৃতি দেখ কুজন সকল।
বার বার ভুগিতেছে কুকর্ম্মের ফল॥
"ধনঞ্জয় মন্ত্রে" রাজা অভিষেক করে।
বেড়ী পায় কারাগারে খেটে খেটে মরে॥
কারামুক্ত হয়ে নিজ গৃহেতে আসিয়া।
তখনি তখনি পুনঃ চুরি করে গিয়া॥
ভালরূপে সে তো জানে কুকর্ম্মের ফল।
তথাচ তাহার লোভ ক্রমেই প্রবল॥
কিছুতেই নাহি যায় সে প্রবৃত্তি তার।
কাজেই কহিতে হবে লোভ মূলাধার॥
গো, মেষ, ছাগল আদি তৃণভোজী যারা।
কৃষকের ক্ষেত্রে গিয়া শস্য খায় তারা॥
বার বার ধরিয়া প্রহার করে চাষা।
তথাচ না ছাড়ে সেই শস্যভোজ-আশা॥
ইহাতে লোভের কার্য্য করিব স্বীকার।
লোভেই প্রবৃত্তি দেয় এরূপ প্রকার॥
পর-প্রিয়াভোগে রত পুরুষ যখন।
সে সময়ে কাম হয় প্রবৃত্তি-কারণ॥
তাহাতে অশেষ পাপ সে ত জানে মনে।
জানে ত পাইবে দণ্ড রাজার শাসনে॥
তবু যে তাহার মনে ধৈর্য্য নাহি থাকে।
কামের প্রবৃত্তি তারে অন্ধ ক'রে রাখে॥

অবিকল এইরূপ ক্রোধের স্বভাব।
ক্রোধের লালসা করে বোধের অভাব ॥
বধিলে পরের প্রাণ নিজ প্রাণ যাবে।
কখন কখন সে ত মনেতে না ভাবে ॥
তবু যে ক্রোধের কার্য্য সাধে স্বেচ্ছাচারে।
দশায় পেয়েছে তারে কি করিতে পারে।
অপর অপর হেতু থাকে ইথে থাক্।
সে বিষয়ে মিছে কেন ব্যয় করি বাক্ ॥
লোভ কাম ক্রোধ হবে মূল হেতু তার।
নিশ্চিত জানিবে ইথে অন্যথা কি আর ॥
বহু বিবেচনা করি কোন কোন ধীর।
বিচারেতে করেছেন এই মত স্থির ॥
কাম আদি প্রবৃত্তির হেতু যদি হয়।
হয় হোক্ ফলে তারা মুখ্য হেতু নয় ॥
যে কারণ সুগোচর হতেছে প্রত্যক্ষ।
অবশ্য প্রবল হবে প্রমাণে সে পক্ষ ॥
সকলের অবস্থা ত না হয় সমান।
সহজে অবল কেহ কেহ বলবান ॥
তারাই ত প্রভু হয় ধনশালী যারা।
যাদের না থাকে ধন দাস হয় তারা ॥
পরাধীন যারা তারা আজ্ঞাধীন হয়।
দীন ভাবে আজ্ঞা ব'য়ে দিন করে ক্ষয় ॥
কামাতুর প্রভু তার হারা হয়ে জ্ঞান।
পর-নারী-হরণেতে আজ্ঞা করে দান ॥
কামাধীন না হয়ে সে প্রভু আজ্ঞা মানে।
বল করি পর-বধূ ধ'রে ধ'রে আনে ॥
ক্রোধী প্রভু যে সময়ে আজ্ঞা করে দান।
অমুকের মাথা কেটে এখনিই আন ॥
নিজে নয় ক্রোধাধীনে তথাচ সে জন।
অনায়াসেই পরমুণ্ড করিছে ছেদন ॥
যে সময়ে লোভী প্রভু আজ্ঞা দেন তায়।
অমুকের ঘর-বাড়ী লুটে নিয়ে আয় ॥
নিজে নহে লোভশীল কিন্তু সেই জন।
পরের সর্ব্বস্ব ক'রে তখনি হরণ ॥
অতএব স্থিররূপে হয় অনুমান।
কামাদি কখন নয় কারণ প্রধান ॥
প্রাণি-প্রবৃত্তির হেতু যে জন যা কয়।
ঈশ্বরের ইচ্ছা তার মূল হেতু হয় ॥
জগতের অধিপতি পরমেশ যিনি।
সকল জীবের হন নিয়ন্তাই তিনি ॥

সকলের হৃদয়েতে করিয়া বিহার।
যখন প্রবৃত্তি দেন যেরূপ প্রকার ॥
তখনি সে জীব করে সেরূপ প্রকার।
করিতে অন্যথা তার সাধ্য আছে কার ॥
কোন কোন পণ্ডিতের উক্তি এই হয়।
তা নয় তা নয় নয় নয় নয় নয় ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা কভু হেতু নয় তার।
তা হইলে ঈশ্বরেতে ঘটে ব্যভিচার ॥
যদিও ঈশ্বর হন সর্ব্ব-মূলাধার।
জনক পালক প্রভু নিয়ন্তা সবার ॥
এখানেতে হবে এই করিতে বিচার।
সামান্য প্রভুর মত কার্য্য নয় তাঁর ॥
কাম ক্রোধ লোভের অধীন যিনি নন।
তিনি কি জীবের কভু প্রবর্ত্তক হন ॥
কোনমতে কিছুতেই হবার যা নয়।
মিছে মিছি যত শোক কেনই তা কয় ॥
যদ্যপি হতেন তিনি প্রবৃত্তির মূল।
তবে ত জীবের মনে হইত না ভুল ॥
হইত শিবের আশা সকলের মনে।
পেত না প্রবৃত্তি কেহ অশিব-সাধনে ॥
সকলে করিত ভবে সুখেতে সঞ্চার।
কার' ভাগ্যে দুখভোগ হইত না আর ॥
কখনই কার' ক্রিয়া হ'ত না বিফল।
সকলেই প্রাপ্ত হ'ত অভিমত ফল ॥
কৃপাময় পিতা হন সেই ভগবান্।
সমুদয় জীব হয় তাঁহার সন্তান ॥
অপার কৃপার নিধি সত্য সনাতন।
অস্বার্থে করেন যিনি লালন-পালন ॥
এমন সদয় যিনি এমন সদয়।
তিনি কি কখন হন হৃদয়-নিদয় ॥
কদাচই নহে তাঁর এমন বিধান।
বিনা স্বার্থে কুপ্রবৃত্তি করেন প্রদান ॥
কিছুতে সম্ভবে এ কি কিছুতে সম্ভবে।
অকলঙ্ক নামে তাঁর কলঙ্ক যে হবে ॥
বিচিত্র বিনোদ বিশ্ব বিরচনা যাঁর।
এরূপ অবিবেচনা হ'তে পারে তাঁর ॥
ও কথা বলে না যেন ও কথা বলে না।
তা হ'লে ত কিছু আর কথাই চলে না ॥
নিরূপণে কর যদি এরূপ বিচার।
তা হ'লে ত কাণ্ডজ্ঞান কিছু নাই তাঁর ॥

এমন অজ্ঞান সে কি এমন অজ্ঞান।
জেনে শুনে সন্তানেরে দুখ করে দান॥
সকলের অন্তর্য্যামী আত্মা যেই হয়।
কিবা সাধ্য কি অসাধ্য জ্ঞাত সেই নয়॥
সকল সমান যার সকল সমান।
এরে সুখ ওরে দুখ সে করে না দান॥
নিরপেক্ষ হন যিনি নিরপেক্ষ হন।
প্রবৃত্তির হেতু তিনি নন কভু নন॥
প্রাণি প্রবৃত্তির প্রতি "স্বভাবই" মূল।
কিছু নাই ভুল তায় কিছু নাই ভুল॥
স্বভাবের বশ জীব স্বভাবেই চরে।
যেরূপ স্বভাব যার সেরূপ সে করে॥
যেরূপ স্বভাব লয়ে যে এসেছে ভবে।
সেরূপেতে দেহযাত্রা সাঙ্গ তার হবে॥
কোন জ্ঞানী করেছেন এমন নির্ণয়।
স্বভাবের শক্তি কোথা, স্বতঃসিদ্ধ নয়॥
স্বভাবের ভাব দেখ বিশেষ বিশেষ।
একরূপে কখনো সে না হয় নির্দ্দেশ॥
কেহ কয় ঈশ্বরীয় নিয়ম যা হয়।
স্বভাব তারেই বলি জানিবে নিশ্চয়॥
কেহ কয় পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম যাহা হয়।
স্বভাব নামেতে দিই তার পরিচয়॥
কেহ কয় ক্রিয়া জন্য সংস্কার যাহা।
তারেই "স্বভাব" বলি অন্য নয় তাহা॥
কেহ কয় এ স্বভাব বস্তুর স্বরূপ।
কেহ কয় তাহা নয় আর এক রূপ॥
স্বভাব ত এককালে একরূপ নহে।
সময়ে সময়ে তারে নানারূপ কহে॥
ত্রিগুণা প্রকৃতি আদি জীবের স্বরূপ।
ঈশ্বরের নিয়মাদি যত যত রূপ॥
বস্তুগুণ "কারণ অবস্থা" আদি করি।
সকলেই রহিয়াছে একরূপ ধরি॥
প্রবৃত্তি ত কখনই একরূপ নয়।
প্রচুর প্রবৃত্তিপর প্রাণী সমুদয়॥
স্বভাবের এক ভাব ভেবে দেখ মনে।
প্রবৃত্তির হেতু তবে সে হবে কেমনে।
স্বরূপ যে, সরূপেই স্বরূপ প্রকাশে।
কিছুমাত্র শক্তি নাই পরভাস ভাসে॥
সুবর্ণ সুবর্ণ যাহা সুবর্ণেই রয়।
শ্বেত শ্যাম নীল আদি বিবর্ণ না হয়॥

চিত্রের বিচিত্র ভাব চিত্রেই নির্ণীত।
একবর্ণে নানা বর্ণ না হয় চিত্রিত॥
জীবের "প্রাক্তন কর্ম্ম" কিবা সংস্কার।
প্রবৃত্তির মূল হেতু এই জেনো সার॥
এই তত্ত্ব নিরূপিত বিশেষ বিচারে।
ইহাতে সংশয় আর কি হইতে পারে॥
পূর্ব্বেতে করেছে কর্ম্ম যেরূপ প্রকার।
সেই কর্ম্মে জন্মেছে যেরূপ সংস্কার॥
তাহারি হইয়া বশ জীব শত শত।
অদৃষ্টের অনুসারে কর্ম্ম করে যত॥
আগে আগে কর্ম্ম করে যেরূপ প্রমাণে।
প্রবৃত্তি প্রবলা পরে সেই পরিমাণে॥
প্রাণাধিক প্রিয়তম অধিক কি কব।
অতিশয় সুকঠিন এই অনুভব॥
এ সব সর্ব্বজ্ঞ সম মহা জ্ঞানবান্।
করেছেন নানারূপে নানা অনুমান॥
জ্ঞান শক্তি প্রভাবেতে যত বড় যিনি।
তত দূর নিরূপণ করিলেন তিনি॥
তাঁহারাই হয়েছেন যখন বিস্ময়।
অজ্ঞানে আশ্চর্য্য হবে বিচিত্র সে নয়॥
কিন্তু বাপু মনে কর কথা পূর্ব্বকার।
ইষ্টসাধনাদি করি যত কিছু আর॥
জীব-প্রবৃত্তির হেতু এই সমুদয়।
একের অভাবে এর কিছুই না হয়॥
পরস্পর যোগে এরা প্রবর্ত্ত করায়।
সেই যোগে প্রবৃত্তির পথে প্রাণী ধায়॥
এই ভবে যত বস্তু কর দরশন।
তার প্রতি আছে কত পৃথক্ কারণ॥
একই কারণে শুধু এক দ্রব্য হয়।
কখনই নয় বাপু কখনই নয়॥
গুটিকত কারণের একত্র মিলন।
হইলে ত হয় তায় কার্য্যের সাধন॥
কুম্ভকার একমাত্র ঘটের নির্ম্মাণে।
আয়োজন হেতু তার কত দ্রব্য আনে॥
কেবল মৃত্তিকা লয়ে কি গড়িবে ছাই।
দড়ি দণ্ড চাকা জল সকলি ত চাই॥
যত কিছু বস্তু তুমি দেখিছ সংসারে।
সকলই জন্ম পায় এরূপ প্রকারে॥
জীবের প্রবৃত্তি জেনো সেরূপ প্রকার।
সমূহ কারণে তার হতেছে সঞ্চার॥

যদি তুমি বল বাপু এরূপ বচন।
পূর্ব্বতন যত সব জ্ঞান-গুরুগণ॥
সংশয়-জলধি-জলে হয়ে কর্ণধার।
এত কেন বাক্য-জাল করিল বিস্তার॥
সংক্ষেপে কহিলে পর বুদ্ধি তায় বাধে।
অধিক বচন-ব্যয় করিল কি সাধে॥
বিস্তারিত বাক্য-জাল নহে অন্যরূপ।
বুদ্ধিবৃত্তি-মার্জ্জনের যন্ত্রের স্বরূপ॥
ক্রমে ক্রমে যত তায় করিবে প্রবেশ।
ততই জড়তা যাবে সূক্ষ্ম পাবে শেষ॥
কত দেখ উপকার এই বাক্য-জালে।
কিছুমাত্র কষ্ট নাই বুঝিবার কালে॥
এত ক'রে করিলেন কারণ নির্ণয়।
তবু তায় একেবারে ঘোচে না সংশয়॥
উভয় কারণ যদি থাকে বর্ত্তমান।
কেবা তার অপ্রধান কেবাই প্রধান॥
একের প্রাধান্য করি যদ্যপি স্বীকার।
হইবে অপর তবে অনুগত তার॥
যখন কহিবে কেহ এরূপ বচন।
তৃপ্ত আছে দুধ-ভাতে করিয়া ভোজন॥
যখন দুগ্ধের নাম আগেতে কহিবে।
তোষের প্রধান হেতু দুগ্ধই হইবে॥
আগেতে অন্নের নাম করিবে যখন।
তোষের প্রধান হেতু অন্নই তখন॥
কিন্তু দেখ দুধ-ভাত করিয়া আহার।
উভয় সংযোগ বিনা তৃপ্তি হয় কার॥
একের অভাব হ'লে সে সুখ হবে না।
তবে আর দুধ-ভাত কবে না কবে না॥
অপ্রধান প্রধান প্রভেদে কিবা করে।
পরস্পর যোগাযোগে এক ভাব ধরে॥
প্রবৃত্তির হেতু এরা কারণ সবাই।
ছোট বড় ভেদ করি প্রয়োজন নাই॥
করিয়াছে যত জীব, কর্ম্ম যে প্রকার।
হবেই হবেই শেষ ফলভোগ তার॥
প্রাক্তন প্রবল হয়ে ঘটাবে প্রবৃত্তি।
হবে না হবে না সেই ভোগের নিবৃত্তি॥
প্রবর্ত্তক হয়ে তায় নিজে ভগবান্।
ক'রে দেন শুভাশুভ ফলের বিধান॥
তখন প্রকৃতি ধরে আপন প্রকৃতি।
প্রকৃত কাজেতে সে ত করে না বিকৃতি॥

ত্রিগুণের ধর্ম্ম যাহা করিবে প্রকাশ।
হিতবোধে তবে তায় প্রবৃত্তি-প্রকাশ॥
দুষ্কৃতির দোষ হ'লে জন্মে না সুকৃতি।
সুকৃতি যাহার থাকে সে হয় সুকৃতী॥
কিছুতে না হয় এই সূত্রের ছেদন।
কারণের বশে করে, কার্য্যের সাধন॥
ভাল মন্দ যাহা করে প্রতি জনে জনে।
ইষ্টলাভ-আশা থাকে প্রতি মনে মনে॥
জীব-প্রবৃত্তির হেতু না হ'লে এরূপ।
সৃষ্টির নিয়ম তবে হইত বিরূপ॥
একরূপ কারণের ক্রিয়া একরূপ।
কিসে হবে কার্য্য তার বহুবিধ রূপ॥
দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি সম সবাকার।
সম সব অবয়ব আকার প্রকার॥
অথচ হতেছে ক্রিয়া পৃথক্ প্রকার।
প্রাক্তনের ভোগ তাই করিব স্বীকার॥
ইতর প্রভৃতি প্রাণী যত চরাচরে।
আগেতে করেছে যাহা শেষে তাই করে॥
আগেতে যা করে নাই শেষেতে করিবে।
কেমনেতে বল তার প্রমাণ হইবে॥
কে করে প্রবর্ত্ত কিসে প্রবৃত্তি বা পায়।
অদৃষ্টের হাত তারা কিরূপে ছাড়ায়॥
প্রাক্তনেরে ঠেলে ফেলে দিয়ে রসাতল।
ঈশ্বর প্রবৃত্তিদাতা এই যদি বল॥
একেবারে ঘোরতর দোষ হবে মূলে।
ঈশ্বরের এ কলঙ্ক যাবে নাক' ধুলে॥
যিনি হন কৃপা আর শিবের সম্পদ।
তিনি নন পক্ষপাতী ঘৃণার আস্পদ॥
ইহা কি কখন বাপু সম্ভাবনা হয়।
যদি হন নিরপেক্ষ শুদ্ধ কৃপাময়॥
অদোষে কি তিনি কারে ক'রে অনুরত।
দুঃখ দেন অবিরত নিদয়ের মত॥
এক জনে সাধু কর্ম্মে ক'রে অনুরাগী।
নিয়তই করিবেন আনন্দের ভাগী॥
লৌকিক যে সব প্রভু আছে এ সংসারে।
যখন এ কর্ম্ম তারা করিতে না পারে॥
তখন সে প্রভু যিনি ত্রিলোকের পিতে।
তিনি কি এমন কর্ম্ম পারেন করিতে॥
অতএব প্রাণাধিক প্রাণের নন্দন।
সামান্য রাজার ধর্ম্ম কর দরশন॥

শাসনের আসনেতে আরূঢ় যে ভূপ।
তাহার অধীনে থাকে ভৃত্য নানারূপ॥
সে সবার মান কিছু একরূপ নয়।
যে যেমন পাত্র তার সেইরূপ হয়॥
কার্য্য অনুসারে হয় মান অপমান।
তিরস্কার পুরস্কার বেতন বিধান॥
স্বভাবে-ধরণীপতি হন এইমত।
সুবিচার পরায়ণ পক্ষপাত হত॥
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন।
সাধু ভূপতির হয় এই সুলক্ষণ॥
প্রাক্তনের ক্রিয়া তাঁর করি সুগোচর।
সুমতি প্রদান তারে করেন ঈশ্বর॥
যদিও প্রাক্তন তাঁর ভাগ্যের ভাণ্ডার।
সুকৃতির ফলে হয় সাধু-সংস্কার॥
এ কথা অন্যথা আমি করিনে করিনে।
কিন্তু তারে মূলে ব'লে ধরিনে ধরিনে॥
সেই সব প্রাক্তনাদি ক্রিয়া অনুসারে।
সাধু পদে প্রবর্ত্ত করেন বিভু তাঁরে॥
জড় তারা হেতু বটে কিন্তু নয় মূল।
ঈশ্বর করেন সব কিছু নাই ভুল॥
রাজারে রাজার ক্রিয়া করি বিতরণ।
আপনি করেন কার্য্য রাজার মতন॥
করিয়াছে জীবগণ কর্ম্ম যত যত।
ঈশ্বর প্রবৃত্তি দেন সেইমত মত॥
যে যেমন যোগ্য তার সেরূপ নিয়োগ।
নিজ নিজ ভাগ্যফল সবে করে ভোগ॥
ক্রিয়া ফলে কার দুঃখ কার হয় তোষ।
ইহাতে কিছুই নাই ঈশ্বরের দোষ॥
যে যেমন সেইরূপ না করিলে তাকে।
ঈশ্বরের কলঙ্কের সীমা নাহি থাকে॥
যদি বল প্রবর্ত্তক এরূপ প্রকারে।
ঈশ্বরেতে দোষ তবে দিতে কেবা পারে॥

ঈশ্বর কারণ নয়, কেবল প্রাক্তনে হয়,
জীব যত ভোগে অনুরত।
এ কথা ত কথা নয়, কতদূর দোষ হয়,
দেখ তায় গোলযোগ কত॥
পূর্ব্বতন কর্ম্ম যারা, ভোগের আগেতে তারা,
একে একে হইয়াছে নাশ।
কর্ম্ম দেয় কর্ম্মফল, কেমনে এমন বল,
সকলে করিবে উপহাস

অচেতন তারা সবে, পরিমিত কিসে হবে,
কে রাখিবে স্থির পরিমাণ।
দাতা যদি না রহিল, ফলে ফল কি হইল,
কে করিবে রীতিমত দান।
চেতন আপনি যিনি, ভিতরের সাক্ষী তিনি,
সমুদয় করি দরশন।
ক্রিয়া যার যে প্রকার, উপযুক্ত ফল তার,
সেরূপ করেন বিতরণ॥
যদি বল এইমত, সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বগত,
পুরুষের কিবা প্রয়োজন।
নিজ নিজ কার্য্য মত, ফলভোগে হয় রত,
জীব যত সবাই চেতন॥
শক্তিহীন কেহ নয়, ক্রিয়া করি ফল লয়,
সমুদয় তাদের গোচর।
আপনারা পারে যাহা, পরের উপরে তাহা,
কেন তবে করিবে নির্ভর॥
শুন বাপু তবে কই, চেতন চেতন কই,
অচেতন অজ্ঞানে সবাই।
সাক্ষি-চেতনের সম, থাকিবে না কিছু ভ্রম,
এমন ত সম্ভাবনা নাই॥
এই জীব পরস্পরে, এখনি যে কর্ম্ম করে,
ক্ষণপরে স্মরণ না রয়।
পূর্ব্বজন্মে শত শত, কর্ম্ম করিয়াছে যত,
কেমনেতে মনে তার হয়॥
বিশেষতঃ প্রাণী যত, তোমার কথিত মত,
ফলভোগে হইলে স্বাধীন।
আপনার রুচিমত, ফলভোগে হয়ে রত,
কেহ কার' হতো না অধীন॥
কার না থাকিত ভেদ, ছোট বড় ভেদাভেদ,
দূরে গেলে কে মানিত কায়।
কারে না দেখিতে দুখী, সকলেই হ'লে সুখী,
দুঃখ তবে দাঁড়াত কোথায়॥
অতএব বাপধন, ক্রিয়াসাক্ষী যিনি হন,
পক্ষপাত কিছু নাই তার।
যাহার যেরূপ কর্ম্ম, সেরূপ বুঝিয়া মর্ম্ম,
তিনি দেন দণ্ড-পুরস্কার॥
ঈশ্বরেচ্ছা, বাপু আর, প্রাক্তনাদি সংস্কার,
প্রবৃত্তির হেতু যথা হয়।
জীবের স্বভাব যাহা, সেইরূপে হেতু তাহা,
অন্যথা হবার কভু নয়॥

ভাবতঃ প্রাণীচয়, স্বভাবের বশে রয়,
স্বভাবের অনুগত চিত্ত।
স্বভাব না পেলে পরে, বিষয় ভোগের তরে,
কেমনেতে হইবে প্রবৃত্ত ॥
তিল আদি বীজচয়, স্বভাবতঃ স্নেহময়,
যন্ত্র-মুখে করিয়া অর্পণ।
পেষণ করিবে যত, তাহারা করিবে তত,
শরীরের রস বিতরণ ॥
এ বলিয়া যদি তুমি, পৃথিবীর যত ভূমি,
মহাযন্ত্রে করহ পেষণ।
স্নেহরস কোথা তার, কিসে পাবে উপকার,
মিছে হবে শরীর-পতন ॥
স্বভাব যা নয় যার, ধর্ম্ম কোথা পাবে তার,
কর্ম্ম তার হবে না সেরূপ।
প্রকৃতিতে সব টানে, প্রকৃতিতে কর্ম্ম আনে,
প্রকৃতির ধর্ম্ম এইরূপ।
ইষ্টসাধনতা যায়, তাতেই প্রবৃত্তি পায়,
অকারণে না হয় প্রবেশ।
স্বভাব স্বভাবে রয়, অভাব হবার নয়,
স্বভাবেই স্বভাব বিশেষ ॥
রোগী জীব যে সময়, কুপথ্যে প্রবৃত্ত হয়,
একেবারে নাহি যায় জ্ঞান।
হবে ইথে অপকার, এ বোধ ত থাকে তার,
তবু যে সে নহে সাবধান ॥
কেন না সে ধৈর্য্য ধরে, কেনই কুপথ্য করে,
যা করিলে প্রাণে মরে শেষ।
যদিও না প্রাণ যাবে, পরে ত যাতনা পাবে,
তথাচ শুনে না উপদেশ ॥
যা করিবে বটে তাই, অন্য কিছু হেতু নাই,
আশু সুখে করে অভিলাষ।
কাজেই প্রবৃত্তিভরে, কুপথ্য করিলে পরে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা দাহ হবে নাশ ॥
তৃষ্ণা দাহে প্রাণে মরে, দেহ ছট্ ফট্ করে,
হয় হেন ব্যাকুল হৃদয়।
মনে এই স্থির জানে, খেলেই বাঁচিবে প্রাণে,
তথন কি ধৈর্য্য আর হয় ॥
মন্দ হবে ভবিষ্যতে, সে সময়ে কোন মতে,
পরিণাম থাকে না বিচার।
'ব্যাধি' বলে শুধু নয়, আমি রোগে সমুদয়,
ঘোটে থাকে এরূপ প্রকার ॥
মানসিক যত রোগে, কামাদি বৃত্তির ভোগে,
আশু সুখ পাবার কারণ।
ভাবী ভয় না ভাবিয়া, প্রবৃত্তির প্রেম নিয়া,
করে কত কুকর্ম্ম সাধন।
প্রাক্তনাদি সমুদয়, প্রবৃত্তির হেতু নয়,
পরস্পর সমান প্রধান।
সবাই করায় ভোগ, একের না হলে যোগ,
কিছু নাহি হয় সমাধান ॥

পুত্র

পুন পুন চিত, হয়ে সঙ্কুচিত,
অনুচিত কহি যাহা।
তাহে যত দোষ, হয়ে আশুতোষ,
ক্ষমা কর প্রভু তাহা ॥
আপনার সহ, করি অহরহ,
কলহ আপন হিতে।
প্রকাশিয়ে স্নেহ, সমুহ সন্দেহ,
নাশ করি দেহ পিতে
করি প্রণিপাত, যদবধি তাত,
সংশয় আমার রবে।
করিব প্রস্তাব, যখন যে ভাব,
অন্তরে উদয় হবে ॥
সন্দেহ সংহার, হইলে আমার,
কিছু আর নাহি কব।
পেয়ে উপদেশ, জানিয়া বিশেষ,
তখন নীরবে রব ॥
জীবের প্রাক্তন, প্রবৃত্তি কারণ,
সংস্কার যারে কহে।
তাহাতে সংশয়, হতেছে উদয়,
সে কভু নিশ্চয় নহে ॥
এরূপ বিচারে, অশেষ প্রকারে,
দোষ হ'তে পারে কত।
তোমার বচনে, সন্দেহ ভঞ্জনে,
সন্দেহ বাড়িছে যত ॥
অদ্য যেই সুত, হইল প্রসূত,
সংস্কার কোথা পাবে।
প্রসূতির স্তন, করিয়া গ্রহণ,
কিরূপেতে ক্ষীর খাবে ॥

পড়িলে অবনী, তখনি অমনি,
তাহার জননী সুখে।
কোলে করি নিয়া, বুকে শোয়াইয়া,
স্তন দেয় তার মুখে॥
মরি মরি আহা, কারে কই তাহা,
ভাবিয়া হারাই দিশে।
যেরূপে সে খায়, কে তারে শেখায়,
প্রবৃত্তি সে পায় কিসে॥
জননী-জঠরে, অনল-কোঠরে,
শীতল রাখেন যিনি।
তার মার স্তনে, সুধা-বিতরণে,
বালকে বাঁচান তিনি॥
করুণানিধান, বোধের বিধান,
প্রবৃত্তি-প্রদানকারী।
তাঁহারি কৃপায়, শিশু বেঁচে যায়,
উপদেশ পায় তাঁরি॥
বিনা সংস্কারে, দুগ্ধ খেতে পারে,
বিচারে হতেছে স্থির।
কি হবে মানিয়া, প্রাক্তনের ক্রিয়া,
নীরজ দলের নীর॥
শিশুর ব্যাপার, যদি এ প্রকার,
স্বভাবে সম্ভবে ভবে।
শত শত বার, মরা বাঁচা আর,
কে করে স্বীকার তবে॥
তোমার বচনে, হেতু নিরূপণে,
গোলযোগ কত ঘটে।
স্থির করি মন, দেখুন এখন,
বটে কি না ইহা বটে॥
আপনার মতে, জীব এ জগতে,
আগে যাহা করিয়াছে।
ক্রিয়াধীন তার, একটি সংস্কার,
আছেই আছেই আছে॥
যার যাহা ফল, না হয় বিফল,
অদৃষ্ট কভু না মরে।
প্রথমে যে জন, করেছে যেমন,
শেষেতে তেমনি করে॥
এখনি যে সুত, হইল প্রসূত,
অমনি খেতেছে মাই।
পূরব-সংস্কার, কারণ তাহার,
তাহাতে সংশয় নাই॥

কিসের অভাব, আছেই স্বভাব,
স্ব-ভাব লবেই লবে।
অদৃষ্টের ভোগ, সেই যোগাযোগ,
হবেই হবেই হবে॥
আছে জ্ঞান বল, যত কথা বল,
বল করি নিজ পক্ষে।
ফলে কোথা ফল, এ নহে প্রবল,
শেষ কিসে পায় রক্ষে॥
আদির নির্ণয়, যদি তাহে হয়,
সংশয় কিছু না রহে।
হইয়া সম্মত, আপনার মত,
মনোমত সবে কহে।
আদি জন্ম কবে, আদি জন্ম সবে,
সবে কবে এই মত।
তা হ'লে ত আর, খাটে না বিচার,
প্রমাণ করিবে কত॥
জন্ম-জন্মান্তর, আছে নিরন্তর,
আসে যায় জীব যত।
তাহে করি ফাঁকি, কত জন্ম বাকি,
কত বা হয়েছে গত॥
আদি আছে যার, অন্ত চাই তার,
আদি অন্ত ছাড়া কিবা।
কাল-পরিচ্ছেদে, আদি-অন্ত-ভেদে
আসে যায় নিশা দিবা॥
প্রভাত ধরিয়া, প্রভেদ করিয়া,
দিবা-নিশি সীমা হয়।
রাশি-পক্ষ যত, হয় সেই মত,
সীমা ছাড়া কেহ নয়।
অতএব কই, জন্ম যারে কই,
আদি অন্ত চাই তার।
গোড়া বিনা আগা, কিসে থাকে লাগা,
ভোগাতে ভুলিনে আর॥
ধরাধামে যত, বস্তু শত শত,
আগাগোড়া ছাড়া নাই।
জীবের শরীর, আদি অন্ত স্থির,
শেষ ক'রে বল তাই॥
কে আগে জন্মিল, কি কর্ম্ম করিল,
অদৃষ্ট পাইল কিসে।
মূল নিরূপিত, হইলে নিশ্চিত,
তবে ত ভাঙ্গিবে দিশে॥

এরূপ প্রকারে, বিশেষ বিচারে,
প্রথম ধরিবে যবে ॥
নাহি পূর্ব্বক্রিয়া, প্রাক্তন লইয়া,
গোল কত তায় হবে ॥
প্রথমে যখন, হইল নন্দন,
আদি জন্ম সেই তার।
কিছুই না জানে, তবে দুগ্ধ পানে,
কোথা পেলে সংস্কার।
ইহাতে নিশ্চয়, হতেছে নির্ণয়,
সর্ব্বময় যারে বলে।
শিশু সুত যত, দুগ্ধ-পানে রত,
তাঁহারই করুণাবলে ॥
যে হয় উচিত, বুঝিয়া বিহিত,
তাহে নিয়োজিত করে।
তাঁহার ইচ্ছায়, জীব সমুদয়,
চরাচরে সুখে চরে।
কোথা সে অদৃষ্ট, সবারি অদৃষ্ট,
প্রমাণে সুদৃষ্ট নয়।
অপূর্ব্ব স্বীকার, অপূর্ব্ব বিচার,
দোষ ছাড়া কিসে হয় ॥
প্রাক্তন উপর, করিলে নির্ভর,
স্থির নাহি হ'তে পারে।
যিনি সর্ব্বগত, পক্ষপাত হত,
কেমনে করিবে তাঁরে ॥
আমার বচন, করিলে গ্রহণ,
দোষ কিছু নাহি হয়।
ভব-চরাচরে, পরম-ঈশ্বরে,
পক্ষপাতী কেবা কয় ॥
ইহ জন্ম বই, জন্ম আর কই,
প্রসঙ্গ করিলে তায়।
মিছে তর্ক এনে, পূর্ব্বজন্ম মেনে,
কেবলি কলহ সার ॥
ঈশ্বরের নিগূঢ় যে সার অভিপ্রায়।
মানবের বুদ্ধি কভু সে পথে না ধায় ॥
গোপনীয় কি ভাব রয়েছে তাঁর মনে।
অজ্ঞান মানুষে তাহা জানিবে কেমনে ॥
বিনা স্বার্থে সৃজিলেন অখিল সংসার।
ইথে কিছু নাহি তাঁর নিজ উপকার ॥
কেবলি লীলার হেতু যে রচিল ভব।
পক্ষপাত দোষ তার কিরূপে সম্ভব ॥
যে কোন বিষয়ে হ'ক স্বার্থ থাকে যার।
সহজেই সেই করে অন্যায় আচার ॥
নিরপেক্ষ নিত্যধন নিরঞ্জন যিনি।
এ ভব অনিত্য লীলা করেছেন তিনি ॥
সংক্ষেপে সন্ধান করি দেখ অনায়াসে।
লীলা বিনা আর কিছু বুঝিতে না আসে ॥
বিস্তারিত এই বিশ্ব দৃশ্য মনোহর।
চরাচরে সুখে চরে জীব বহুতর ॥
কেহ ছোট কেহ বড় এইরূপ যত।
ইতর-বিশেষ তায় ভেদাভেদ কত ॥
এ ভেদ প্রভেদ করে শক্তি আছে কার।
কাজেই করিতে হবে লীলার স্বীকার ॥
অনিত্য-ভবের সৃষ্টি ক্রীড়ার কারণে।
আদি মাত্র জন্ম লাভ করে প্রতি জনে ॥
কেহ সুখী কেহ দুখী ভবের ভিতরে।
কেহ ভাল কেহ মন্দ ক্রিয়া কত করে ॥
এইমত রত যত আমরা সবাই।
পরস্পর অবস্থায় সমান না পাই ॥
সমান না হলো হলো তায় কিবা ক্ষতি।
সাধ্য কার দোষ দেয় ঈশ্বরের প্রতি ॥
ঈশ্বরীয় লীলা এই, যদি এই রটে।
কোন দিকে কিছুতেই দোষ নাহি ঘটে ॥
নাটকের সূত্রধার যেরূপ প্রকার।
ক'রে থাকে নানারূপ যাত্রার প্রচার ॥
ভবযাত্রা অবিকল হয় সেইমত।
একমাত্র অধিকারী সেই সর্ব্বগত ॥
সামান্য যাত্রার পতি ইচ্ছা অনুসারে।
সাজাতেছে কত সঙ অশেষ প্রকারে ॥
অজা, ভেড়া, হাতী, ঘোড়া, রাজা, প্রজা, কৃষি।
দাসী, দাস আদি করি যোগী আর ঋষি ॥
যে সাজে সাজায় যারে সে ধরে সে সাজ।
ধরিতে ইতর সাজ নাহি করে লাজ ॥
কার নাই অভিমান কার নাই দুখ।
সকলেই সাজে সাজ পেয়ে সম সুখ ॥
একজন কতবার কত সাজ ধরে।
অধিকারী তুষ্ট যাহে তাই মাত্র করে ॥
যাহারে যেমন বলে সে ধরে সে বেশ।
ইতরবিশেষভেদে নাহি রাগ দ্বেষ ॥
ঈশ্বরের খেলা হয় সেরূপ এ ভবে।
তাঁহাতে বৈষব্য আদি দোষ কিসে হবে ॥

অতএব পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম যাহা হয়।
প্রবৃত্তির কারণ সে কোনমতে নয়॥
ঈশ্বর প্রবৃত্তিকারী আপনই হন।
করেন প্রবৃত্তি দান যখন যেমন॥
তখন প্রবৃত্তি পাই সেরূপ প্রকার।
সেইরূপ কার্য্য করি ইচ্ছা যাহা তাঁর॥
প্রাক্তন প্রবৃত্তি হেতু নয় নয় নয়।
ঈশ্বরের ইচ্ছা মূল নিশ্চয় নিশ্চয়॥

পিতা

তোমার মুখের অমৃত-বাণী।
শুনিয়া অন্তরে সন্তোষ মানি॥
যতনে যতই করিবে তত্ত্ব।
ততই পাইবে নিগূঢ় তত্ত্ব॥
লহ উপদেশ হে প্রিয়তম।
ক্রমেতে ঘুচিবে মনের ভ্রম॥
সংশয় উদয় হ'লে হৃদয়ে।
প্রকাশ করিবে অকুতোভয়ে॥
বোধবিধু তাহে বিকাশ হবে।
অজ্ঞান তিমির কিছু না রবে॥
যদিবধি মনে সন্দেহ রহে।
নীরবে থাকা ত উচিত নহে॥
বাপু হে প্রস্তাব করিবে যত।
সন্দেহ-ভঞ্জন করিবে তত॥
বল বল বল বলিবে কত।
উত্তর করিতে নহি বিরত॥
আঁধারে রয়েছ প্রদীপ জ্বালো।
তবে ত দেখিবে হইলে আলো॥
আলো বিনা আঁখি মিছে কি হবে।
আঁধারে রতন কে পায় কবে॥
বাপু হে তোমার মনে হতেছে সংশয়।
পূর্ব্ব আর পরজন্মে কর না প্রত্যয়॥
প্রত্যয়ে ব্যত্যয় করি হতেছ অস্থির।
আমি যাহা বলিয়াছি স্থির তাই স্থির॥
জীব-প্রবৃত্তির হেতু করিতে নির্ণয়।
তুলিতেছ মিছে তর্ক যুক্তি যাহা নয়॥
জীবের প্রবৃত্তি যাহা দেখিছ সংসারে।
স্থির হ'য়ে মর্ম্ম লও বিশেষ বিচারে॥
"প্রাক্তনাদি" হেতু তার হ'তে নাহি পারে।
কে বলে তোমারে বাপু কে বলে তোমারে॥
পূর্ব্বকার জন্মগত কর্ম্ম না মানিলে।
মিছামিছি মাথামুণ্ড বিচার করিলে॥
কোটিবর্ষে হবে নাক বোধের উদয়।
তিমিরে আচ্ছন্ন রবে তোমার হৃদয়॥
প্রাণি-প্রবৃত্তির প্রতি কারণ যা হয়।
অদৃষ্ট প্রাক্তন আদি তাহারেই কয়॥
ইহাতে উদয় হ'লে সন্দেহ তোমার।
কাজেই করিতে হবে এরূপ বিচার॥
পূর্ব্ব আর পরজন্ম শাস্ত্রে যাহা পাই।
আছে কি না আছে তাহা স্থির করা চাই॥
উত্থাপন যদি কর আপত্তি এরূপ।
নির্ণয় করিতে হবে জীবের স্বরূপ॥
সুখ-দুখ ভোগাভোগ কে করে সংসারে।
জীব ব'লে বাচ্য তবে করা যায় কারে॥
স্থূল সূক্ষ্ম-কারণ-শরীরযুক্ত যিনি।
চেতন বা আত্মা নামে উক্ত হন তিনি॥
সেই আত্মা যিনি এই শরীর আগারে।
জীব ব'লে ব্যবহার করা যায় তাঁরে॥
এ কথা অবশ্য তুমি করিবে স্বীকার।
ইহাতে সংশয় মাত্র কিছু নাই আর॥
নিজ মনে এই গুলি রাখিয়া স্মরণ।
ধীর হয়ে কর দেখি তত্ত্ব নিরূপণ॥
এই জীব পূর্ব্বে কভু জন্মে নাই আর।
পরেও হবে না আর জন্মলাভ তার॥
সবে মাত্র এলো জীব এই জন্ম লয়ে।
ম'রে গেলে একেবারে যাবে শেষ হয়ে॥
এমত সিদ্ধান্ত যদি কর সপ্রমাণ।
করিতে হইবে তার কারণ সন্ধান॥
যাতে না প্রমাণ আছে না আছে কারণ।
কেমনে প্রামাণ্য করি সে সব বচন॥
অকারণে কহিতেছ কথা যে সকল।
কোনমতে নহে তাহা বিশ্বাসের স্থল॥
পূর্ব্বাপর জন্ম যাহা অলীক সে হয়।
বল বল কিরূপেতে করিবে নিশ্চয়॥
কোথায় প্রমাণ পেলে তত্ত্ব-নিরূপণে।
অভাব নির্ণয় তার করিবে কেমনে॥
এরূপ যদ্যপি বল তুলে এক ছল।
অসাক্ষিক বিষয়ের সাক্ষীতে কি ফল॥

মরা বাঁচা এই দুই হতেছে প্রত্যক্ষ।
প্রয়োজন নাহি ইথে প্রমাণ পরোক্ষ ॥
সব জীব একবার জন্মলাভ করে।
সেই জীব সময়েতে ক্রমে সব মরে ॥
সত্যরূপে দেখিতেছি আমরা সবাই।
অপর সাক্ষীর আর আবশ্যক নাই ॥
পূর্ব্বাপর জন্মের প্রমাণ নাহি পাই।
ম'রে কেহ অদ্যাবধি ফিরে আসে নাই ॥
নিজ চোখে দৃষ্টি করি গিয়া পরলোকে।
কে এসেছে সাক্ষ্য দিতে এই নরলোকে ॥
অতএব কার বাক্যে করিয়া নির্য্যাস।
শত শত জন্মে আমি করিব বিশ্বাস ॥
কিছুতেই সত্যরূপে সাক্ষী নাই যার।
কাজেই করিব তার অভাব স্বীকার ॥
বাপধন, ছি ছি তুমি এমন তনয়।
বিচারের ধর্ম্ম কভু এমন ত নয় ॥
প্রাণিতত্ত্ব-নিরূপণ কঠিন ব্যাপার।
সহজে সংশয় ছেদ হতে পারে কার ॥
পূর্ব্ব আর পরজন্ম নাহি মানে যারা।
অদ্যাবধি মাতৃ-গর্ভে বাস করে তারা ॥
ঘোরতর মহামেঘে আঁধার করিয়া।
জ্ঞানরূপ রবিকর রেখেছ ঢাকিয়া ॥
দেখিতে না পায় কিছু দেখিতে না পায়।
সন্দেহ কি তায় বাপু সন্দেহ কি তায় ॥
পূর্ব্ব আর বর্ত্তমান জন্ম পর পর।
আছেই আছেই আছে আছে নিরন্তর ॥
যত দেখ চরাচরে চরে জীব সবে।
আগে ছিল মধ্যে হ'লো পরে পুন হবে ॥
জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ, এই জীবের স্বভাব।
কিছুতেই যার আর না হয় অভাব ॥
আপনারে অন্য পরে কর দরশন।
জন্ম, স্থিতি, নাশ ছাড়া নহে কোন জন ॥
এই জন্ম এই নাশ সাক্ষ্য করে দান।
পূর্ব্বাপর জন্মে আর কি চাই প্রমাণ ॥
স্বভাবেই সিদ্ধ হয় এরূপ প্রকার।
স্বভাব স্বভাব সেধে সাক্ষ্য দেয় তার ॥
ইথেই তোমার মনে সন্দেহ রবে না।
প্রমাণের হেতু আর ভাবিতে হবে না ॥
এখনি সহজে হবে তথ্য-নিরূপণ।
এ জগতে যত কিছু কর দরশন ॥
স্বভাবে অভাব তারা ধরে না ধরে না।
স্বভাবের অতিক্রম করে না করে না ॥
স্বভাব আপন ভাব হরে হরে না।
অবস্থার ভেদে কভু মরে না মরে না ॥
দেখহ প্রচুর রূপে প্রবল প্রমাণ।
রসরূপে পৃথিবীতে জল বিদ্যমান ॥
পরীক্ষায় পরিদৃষ্ট সে জলের ভাব।
তরল সরল আর শীতল স্বভাব ॥
তপন আপন প্রভা করি প্রকটন।
ক্রমে ক্রমে সেই জল করে আকর্ষণ ॥
আকাশে আকৃষ্ট হয়ে সেই বারিচয়।
মেঘাকারে পরিণত হয় যে সময় ॥
আর এক ভাব ধরে তখন সে জল।
নয়নে না দৃষ্ট হয় কোমল তরল।
ধূম্রাকার অন্ধকার নানারূপ ধরে।
খেচর হইয়া ঘন ঘনরূপে চরে ॥
সেই ঘন ঘন, ঘন পবন-প্রহারে।
যখন ভূতলে পড়ে জলের আকারে ॥
পুনরায় দেখা যায় যে জল সে জল।
তরল সরল সেই কোমল শীতল ॥
পুন হয় সমুদয় পূর্ব্বের মতন।
স্বরূপ গুণের তার কে করে পতন ॥
যেরূপ দেখিলে এই জলের ব্যাপার।
সকলি নিশ্চয় জেনো সেরূপ প্রকার ॥
যদি কিছু নাহি হয় দৃষ্টির গোচর।
তাহাতে কি হবে তার গুণের অন্তর ॥
কিছু কাল দৃষ্টিপথে না রয় না রয়।
স্বভাবে অভাব তার কদাচই নয় ॥
জ্ঞান-নেত্রে যে দেখিবে বস্তু সমুদয়।
তার কাছে অভাব কি দৃষ্ট কভু হয় ॥
অবোধে না দেখে বলে অভাব হয়েছে।
সে বলিবে বিদ্যমান সকলি রয়েছে।
কার্য্য আর কারণ অবস্থা এই তিন।
সকল পদার্থ এই তিনের অধীন ॥
ঈশ্বরের কৃপায় যে জ্ঞানশক্তি পায়।
কোনরূপ ভ্রম নাহি স্পর্শ করে তায় ॥
কোন এক জ্ঞানবান্ করেন যখন।
কোন এক বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণ ॥
বস্তুর স্বভাব গুণ হয় যে প্রকার।
তখন সেরূপ তিনি করেন বিচার ॥

লৌকিক প্রমাণ সাক্ষী কিছু নাহি চান।
জ্ঞানেতে করেন শুধু কারণ সন্ধান ॥
যে বিষয় দৃষ্ট হয় জ্ঞানের গোচরে।
সে বিষয়ে সাক্ষীর কি প্রয়োজন করে ॥
যে সকল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ নাহি হয়।
তাদের অস্তিত্বে যদি না কর প্রত্যয় ॥
অজ্ঞানেতে সবে যদি এইরূপ বলে।
জগতের কার্য্য যত কিসে তবে চলে ॥
নয়নাদি ইন্দ্রিয় ত সবারি সমান।
দৃষ্টি আদি ক্রিয়া যাহে হয় সমাধান ॥
সে সব ইন্দ্রিয় কেহ দেখিতে না পাই।
এ ব'লে কি বলা যাবে চোক্ কান নাই ॥
নিজ চোখে নিজ চোখে দেখিতে না পাই।
কিছু ক্ষতি নাই তায় কিছু ক্ষতি নাই ॥
ঘট, পট আদি করি হেরি যে সকল।
তেজোরূপ নয়নের জ্যোতির সে বল ॥
নয়নে না হয় কভু শ্রুতি দরশন।
সে শ্রবণ করিতেছে বচন শ্রবণ ॥
নাসা আর রসনারে দেখা নাহি যায়।
রস আর ঘ্রাণের প্রত্যক্ষ হয় তায় ॥
শ্রুতি নেত্র নাসা জীব স্ব স্ব গুণ লয়ে।
নিয়ত দিতেছে সাক্ষ্য বদনেতে রয়ে ॥
অথচ ইন্দ্রিয় নাই যদি কেহ কয়।
পাগল পাগল সেই জানিবে নিশ্চয় ॥
শতবর্ষ গত হলো ঘটিয়াছে যাহা।
প্রমাণে প্রত্যক্ষ দেখ হইতেছে তাহা ॥
সে সব ঘটনা আগে দেখিয়াছে যারা।
অদ্যাপি জগতে কেহ বেঁচে নাই তারা ॥
রয়েছে সকল কার্য্য দেখিতেছে সবে।
চাক্ষুষ সাক্ষীর বল অপেক্ষা কি তবে ॥
প্রাণাধিক শুন শুন, অধিক কি কব পুন,
নিছে এক প্রস্তাবনা নিয়া।
বৃথা হ'ল পরিশ্রম, গেল না তোমার ভ্রম,
মানিবে না প্রাক্তনের ক্রিয়া ॥
ক্ষণেক নীরবে রও, একমনে তত্ত্ব লও,
তবে যাবে সংশয় কাটিয়া।
ভ্রান্ত তুমি যার মতে, তারে আমি ভালমতে,
দেখাইব চোখে হাত দিয়া ॥
কার বাক্যে ভুলিতেছ, বৃথা বাদ তুলিতেছ,

গরল বিতর্ক হর, তরল-স্বভাব ধর,
কথা শুন সরল অন্তরে ॥
প্রাক্তনাদি কর্ম্মফলে, যত জীব ধরাতলে,
যায় আসে শত শত বার।
ম'রে পুন ধরে দেহ, স্বচক্ষে দেখেছে কেহ,
সাক্ষী তুমি নাহি পাও তার ॥
করিলে এরূপ উক্তি, বিচারে চলে না যুক্তি,
সমুদয় মিথ্যা হয়ে যায়।
যত কিছু এ ভুবনে, তত্ত্ব তার নিরূপণে,
দেখা-সাক্ষী পাইবে কোথায় ॥
পার্থিব-পদার্থচয়, পেত নাক পরিচয়,
একেবারে একে হ'ত আর।
তোমাদের মতে চ'লে, ঈশ্বর আছেন ব'লে,
কেহ না করিত অঙ্গীকার ॥
ধরে প্রাণী বহু দেহ, যেরূপ দেখেনি কেহ,
তর্ক কর এই কথা নিয়া।
ঈশ্বরের কাছে গিয়া, ঈশ্বরের যত ক্রিয়া,
সেরূপ কে এসেছে দেখিয়া ॥
সৃষ্টিকারী যিনি হন, দৃষ্টিপথে নাহি রন,
অথচ মানিতে হয় তাঁরে।
কার্য্য যাঁর এ সংসার, কারণ রূপেতে তাঁর,
ব্যক্ত তিনি বিবিধ ব্যাপারে ॥
এরূপ না মানো যদি, উথলিয়া ভ্রান্তি-নদী,
ডুবাইবে নিয়ম নগর।
খাইলে অজ্ঞান জল, বিমল যুক্তির স্থল,
হইবে না জ্ঞানের গোচর ॥
আছে জন্ম পূর্ব্বাপর, জ্ঞানগুরু বিজ্ঞবর,
পরস্পর করেন স্বীকার।
জন্ম স্থিতি নাশ জেনে, ভূত ভবিষ্যৎ মেনে,
সুনিয়মে চলিছে সংসার ॥
একমাত্র জন্ম হয়, যাহারা এ কথা কয়,
তাদের জিজ্ঞাসা কর গিয়া।
ম'লেই ফুরায়ে যায়, না আসে পুনরায়,
জানিয়াছে কেমন করিয়া।
পূর্ব্বে জীব জন্মে যথা, তাহারা কি গিয়া তথা,
ফিরে এসে কহিছে এমন।
ম'লে আর জন্ম নাই, গিয়া ভবিষ্যৎ-ঠাঁই,
চোখে কি করেছে দরশন ॥
একবার জন্মে সব, ম'লেই হ'লেই

কিছু দিন মাত্র র'য়ে, অলীক পদার্থ হয়ে,
একে একে লোপ সব পায় ॥
যে সব প্রত্যক্ষবাদী, হয়ে ঘোর প্রতিবাদী,
না মানেন পূর্ব্ব-সংস্কার।
জ্ঞান-নেত্র নাহি পান, অন্ধবৎ ব'কে যান,
তাঁদের বিচারে নমস্কার ॥
পূর্ব্বাপর মানিবে না, কার্য্য হেতু জানিবে না,
আনিবে না যুক্তির বিচার।
নাস্তিক কাহারে বলে, সে ফল কি গাছে ফলে,
নাস্তিকতা কারে বলি আর ॥
ইঁহাদের উপদেশে, সকলে চলিলে দেশে,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছু নাহি রবে।
পরিপূর্ণ পাপভরে, সর্ব্বমতে এ সংসারে,
নিয়মের ব্যতিক্রম হবে ॥
জন্ম নিয়া প্রাচিণয়, স্বভাবে প্রবৃত্ত হয়,
অদৃষ্টের অপেক্ষা না রাখে।
ম'রেই পাইবে লয়, এরূপ যদ্যপি হয়,
ঈশ্বরে ঈশত্ব কোথা থাকে ॥
মিছে খেদ করি আহা, কহিলাম আমি যাহা,
যদি তাহা না কর প্রমাণ।
জগতের কর্ত্তা যেই, জগতে হইবে সেই,
অচেতন জড়ের সমান ॥
তোমাদের উক্তি নিয়া, উপদেশ-পথে গিয়া,
যদি আমি এরূপ বুঝাই।
সবে কবে এ প্রকার, এক বিনা দুইবার,
রচিবার শক্তি তাঁর নাই ॥
চোখে দেখা নহে শোনা, স্বর্ণকার লয়ে সোনা,
করে দেখ কেমনে ব্যাপার।
সুবর্ণ সুবর্ণ রেখে, ভেঙে চুরে থেকে থেকে,
গড়িতেছে কত অলঙ্কার ॥
সোনা মাত্র এক খণ্ড, করি তাহা খণ্ড খণ্ড,
করে ভূষা বিবিধ প্রকার।
পুন পোড়াইয়া তাই, জড় করি এক ঠাঁই,
পূর্ব্ববৎ গড়ে পুনর্ব্বার ॥
এ প্রকারে বারে বার, একজন স্বর্ণকার,
যদি পারে গড়িতে এরূপ।
স্বর্ণখণ্ড উপলক্ষ, তাহে খণ্ড লক্ষ লক্ষ,
নাহি করে স্বরূপে বিরূপ ॥
অতএব বাপধন, যিনি হন নিত্যধন,
নিরুপম সর্ব্ব-মনোরম।
মহাশিল্পী মহেশ্বর, সর্ব্বশক্তি বিশ্বকর,
এতই কি হবেন অক্ষম ॥
কারণ অবস্থা নিয়া, স্বীয় শক্তি সমর্পিয়া,
জীবেরে গড়িতে বার বার।
হয়ে এই ভবধব, হন তিনি পরাভব,
কিছুই কি শক্তি নাই তাঁর ॥
এক জীবে একবার, রচিতে ক্ষমতা তাঁর,
বহু শ্রম করেন স্বীকার।
সেই জীবে সে প্রকারে, দুইবার রচিবারে,
হয়ে যায় শক্তির সংহার ॥
যিনি হন সর্ব্ব-শক্তি, হরিছ তাঁহার শক্তি,
শক্তিহীন কহিছ অনায়াসে।
শুনিলে এরূপ কথা, উপহাস যথা তথা,
পাগলে পাগল ব'লে হাসে ॥
কেন বাপু করিতেছ প্রলাপ দর্শন।
ভাল নয় ভাল নয় এ সব বচন ॥
তোমাদের অভিপ্রায় যেরূপ প্রকার।
ঈশ্বরের কর্ম্মে তায় ঘটে ব্যভিচার ॥
প্রাণী সব ম'রে গিয়ে অমনি ফুরায়।
পুনরায় কেহ আর জন্ম নাহি পায়।
কাজেই ইহাতে ঘটে দোষ অতিশয়।
ঈশ্বরীয় মহিমায় কলঙ্ক যে হয় ॥
আগেতে ছিল না শক্তি জীব গড়িবারে।
পরেও রবে না তাহা সেই অনুসারে ॥
মাঝে মাত্র কিছু দিন ক্ষমতা পাইয়া।
করিছেন মিছে লীলা জীব গড়াইয়া ॥
এরূপ অক্ষম যদি সেই ভগবান।
কেমনে বলিব তাঁরে সর্ব্বশক্তিমান্ ॥
শাস্ত্রের নিগূঢ়ভাব অর্থ বোধ করে।
ছলে আর বলে তাঁর বল লও হরে ॥
এত কাল মরিলাম এত শাস্ত্র ঘেঁটে।
উঠিতে পারিনে তবু তোমাদের এঁটে ॥
ঈশ্বরীয় তত্ত্ব যদি বলে দেও কেটে।
"সর্ব্বশক্তিময়" নাম ফেলো তাঁর ছেঁটে ॥
সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিত কভু নাই তাঁয়।
এমন অন্যায় কথা বলা নাহি যায় ॥
বিচিত্র সকল শক্তি তাঁতেই সম্ভবে।
হবেই হবেই ইহা বলিতেই হবে ॥
ভূষণ-কার্য্যের কর্ত্তা যথা স্বর্ণকার।
উপাদান-কারণ সুবর্ণ হয় তার ॥

জীব-সৃজনের ঈশ কর্ত্তা সে প্রকার।
পরমাণু—উপাদান—কারণ তাহার॥
যে সকল পরমাণু একত্র হইয়া।
বিদ্যমান মনোহর শরীর ধরিয়া॥
সৃষ্টিকালাবধি আর অন্ত হয় গত।
পরস্পর এই সব পরমাণু যত॥
আকর্ষণ যোগাযোগ শক্তি হয়ে হারা।
আগেতে কি ছাড়া হয়ে ছিল সব তারা॥
আকর্ষণ যোগে হয়ে জড় এক ঠাঁই।
এত কাল সমবেত হ'তে পারে নাই॥
অধুনা কেবলমাত্র সমবেত হয়ে।
প্রকাশিত হইতেছে দেহ নাম লয়ে॥
হ'লে পরে এ জীবের জীবন সংহার।
তাদের সে শক্তি পুন থাকিবে না আর॥
যোগাযোগ গুণ আর রবে না রবে না।
পূর্ব্ববৎ সমবেত হবে না হবে না।
তা নয় তা নয় বাপু তা নয় তা নয়।
কথার মতন কথা এ কথা কি হয়॥
পরমাণু-পুঞ্জ সদা যুক্ত পরস্পরে।
চিরকাল সমভাবে সমগুণ ধরে॥
প'ড়ে সেই সর্ব্বাকার ঈশ্বরের করে।
নূতন নূতন দেহ বিরচনা করে॥
এরূপ যদ্যপি তুমি না কর স্বীকার।
নিশ্চয় তোমার তবে বুদ্ধির বিকার॥
আত্মা হন অবিনাশী মানিতে ত হবে।
শরীর-গ্রহণ-শক্তি হলো তাঁর কবে॥
আত্মার কি সবে এই নবকলেবর।
আবার হবে না পুনঃ দেহ গেলে পর॥
দেহ-ধারণার শক্তি একেবারে যাবে।
রবেন কি ভবিষ্যতে নিরালম্ব-ভাবে॥
এরূপ কি সম্ভাবনা হ'তে কভু পারে।
কি কব তোমারে আর কি কব তোমারে॥
কার কাছে হেন কথা বলো নাক গিয়া।
যে শুনিবে সেই দেবে হেসে উড়াইয়া॥
যে আপত্তি পূর্ব্বেতে করেছ উত্থাপন।
এখন করিব আমি তাহার খণ্ডন॥
কান পেতে শুন যদি মনোযোগ দিয়া।
বিদ্যার সার্থক তবে প্রকাশ করিয়া॥
বিশ্বাস তোমার কাছে স্থান যদি পায়।
কাটিব তোমার কথা তোমারি কথায়॥

যে সুত প্রসূত হয়ে পড়িল অবনী।
স্তনপান করিতেছে তখনি অমনি॥
তুমি বল স্বভাবেতে দুগ্ধ সেই খায়।
ঈশ্বরের করুণায় প্রাণে বেঁচে যায়॥
প্রথম সে স্তনপানে প্রবৃত্তি দেখিয়া।
মানিবে তা পূর্ব্বকার প্রাক্তনের ক্রিয়া॥
সে প্রবৃত্তি-কথা যদি এরূপেতে কবে।
পূর্ব্বাপর জন্ম তবে মানিতেই হবে॥
শিশুটি না প্রথমে জন্মিলে একবার।
মাই খেতে কখন পেত না সংস্কার॥
আগে আগে দুগ্ধপান করিয়াছে যাই।
সংস্কারে এক্ষণে খেতেছে তাই মাই॥
প্রাক্তনের ফলে হয় যেই সংস্কার।
যদ্যপি না লয়ে বিভু তাঁর সহকার॥
বালকের আপনি প্রবৃত্তি দিয়া দান॥
বাঁচান করুণা করি করুণানিধান॥
ইহাতে করুণাময় নাম হ'ল তাঁর।
কলঙ্কের পরিসীমা নাহি থাকে আর॥
সে প্রবৃত্তি হ'লে পরে ঈশ্বরের ক্রিয়া।
তবে আর কোন শিশু যেতো না মরিয়া॥
সব ছেলে বেঁচে যেতো আসিয়া অবনী।
হাহাকার করিত না কাহার জননী॥
দেখ দেখ যত শিশু পড়িয়া ধরায়।
অমনি মায়ের কোল শূন্য করি যায়॥
ঈশ্বরের বুকে বাঁশ দিয়েছে কি আগে।
প্রাণনাশ করিলেন সেই রাগে রাগে॥
ঈশ্বরের সর্ব্বনাশ কি করেছে তারা।
দুগ্ধপান না করিয়া প্রাণে যায় মারা॥
তোমারি বচনে নাই তাদের ত পাপ।
তবে কেন শোকে মরে তাদের মা বাপ॥
প্রথমে জন্মে নাই জন্ম এই সবে।
বিনা কর্ম্মে আদি জন্মে পাপ কিসে হবে।
আপনি নীরব হবে আপন বিচারে।
কষ্ট পেয়ে কেন তারা মরে অনাহারে॥
অপার কৃপার ধন সেই ভগবান্।
তাঁর কাছে একরূপে সকলি সমান॥
নিরপেক্ষ নিরাময় নিত্য নিরঞ্জন।
সমনেত্রে সকল করেন দরশন॥
প্রবর্ত্তক হ'লে তিনি এমন কি হয়।
অনাহারে অকালেতে যায় যমালয়॥

একেরে প্রবৃত্তি দিয়ে রাখেন বাঁচিয়ে।
অপরে নিদয় হয়ে ফেলেন মারিয়ে ॥
কভু জ্ঞানে, কভু হন ভ্রমেতে আকুল।
তার বেলা ভুল নাই এর বেলা ভুল ॥
জগতের পালক যে, ভোলা যদি হয়।
পালনের শক্তি তাঁর কিরূপেতে রয় ॥
ভোলা মহেশ্বর বটে কিন্তু নন ভোলা।
বিচারীয় যত কিছু সব আছে তোলা ॥
যাহা যাহা ঘটে তাহা তাহারি কপালে।
কিছু মাত্র ভুল নাই বিচারের কালে ॥
সদয়-হৃদয় সেই দয়ার নিধান।
কখনই নন তিনি নিদয় পাষাণ ॥
সকলই নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ করে।
কর্ম্মগুণে বাঁচে আর কর্ম্মদোষে মরে ॥
জীবের প্রাক্তন-কর্ম্মে করিয়া নির্ভর।
প্রবৃত্তির দাতা হন যদ্যপি ঈশ্বর ॥
এরূপ কহিলে কিছু দোষ নাহি রয়।
একেবারে ঘুচে যায় সকল সংশয় ॥
ঈশ্বর অপক্ষপাতী হইবে প্রমাণ।
তাঁহাতে বৈষম্য-দোষ কে করিবে দান ॥
আহা আহা মরি বাপু যিনি সর্ব্বসার।
প্রণিপাত কর কর চরণে তাঁহার ॥
করিয়াছ অপর   অশেষ প্রকার।
তাঁর কাছে ক্ষম   ভক্ষা চাহ একবার ॥
যে জীবের পূর্ব্বকার শুভাদৃষ্ট আছে।
ঈশ্বরের কৃপাবলে সেই জীব বাঁচে ॥
আছেই সোপান তার আছেই সোপান।
কাজেই প্রবৃত্তি পেয়ে স্তন করে পান ॥
যার আছে দুরদৃষ্ট সে করিবে ভোগ।
কেমনে করেন প্রভু প্রবৃত্তি প্রয়োগ ॥
দুরদৃষ্ট-দোষে সেই প্রবৃত্তি না পায়।
দুগ্ধপান না করিয়া কাল-গৃহে যায় ॥
আর এক কথা বাপু না কহিলে নয়।
শুনিলে এখনি হবে বোধের উদয় ॥
স্বভাব স্বভাব এক ধরিয়াছ বোল।
স্বভাবের ক্রিয়া ব'লে করিতেছ গোল ॥
স্বভাবের কারণ ত নহে বলবান্।
কি উপায়ে তুমি তার করিবে প্রমাণ ॥
এখনি ভূমিষ্ঠ হ'স যে দুই নন্দন।
তাদের নিকটে গিয়া কর দরশন ॥
হইবে তোমার মনে প্রতীতি উদয়।
দু-জনের একরূপ স্বভাব কি হয় ॥
এখনি পরীক্ষা করি হও অবগত।
উভয়ের স্বভাবের ভেদাভেদ কত ॥
এক জন তখনি করিয়া দুগ্ধপান।
অনায়াসে বাঁচাইবে আপনার প্রাণ ॥
আর জন প্রবৃত্ত হবে না দুগ্ধপানে।
তখনই আপনি সে ম'রে যাবে প্রাণে ॥
স্বভাবের কারণতা করিলে স্বীকার।
দেখ তায় কত হয় দোষের সঞ্চার ॥
প্রবৃত্তির মূল যদি হইত স্বভাব।
এরূপে কদাচ তার হতো না অভাব ॥
উভয়ের ভাব তবে হইত সমান।
অকালে কখন কার যেত নাক প্রাণ ॥
বিশেষতঃ এমন ত বিবেচনা চাই।
স্বভাবের প্রধানতা কোথা আমি পাই ॥
স্বাভাবিক নিয়মের অধীন সবাই।
উপদেশ শিখিতে কি প্রয়োজন নাই ॥
স্বভাবে সকল কার্য্য সিদ্ধ যদি হবে।
উপদেশ নিতে তবে ব্যগ্র কেন সবে ॥
বাবা তুমি হাবা নও দেখ না বিশেষে।
কে কোথা শিক্ষিত হয় বিনা উপদেশে ॥
যে পেয়েছে উপদেশ যেমন যেমন।
সে জন করিছে কার্য্য তেমন তেমন ॥
শুধুমাত্র স্বাভাবেতে নির্ভর করিয়া।
যে জন না কর্ম্ম করে উপদেশ নিয়া ॥
কখন তাহার ক্রিয়া না হয় সফল।
পদে পদে ভাগ্যে ফলে বিপরীত ফল ॥
নানারূপ উপদেশ করিয়া গ্রহণ।
কোনরূপ কার্য্য করি আমরা যখন ॥
তখন সৌভাগ্য বাপু হইলে উদয়।
তবেই ত শুভকর কার্য্য করা হয় ॥
নচেৎ দুর্ভাগ্য-দোষে হিতে বিপরীত।
তাতেই প্রবৃত্ত হই যা নয় উচিত ॥

হিতকার্য্য করে যেই সে পায় সুখ।
যে জন অহিত করে তারি ঘটে দুখ ॥
সময়ে না হ'লে পরে ভাগ্যের উদয়।
উপদেশ শিক্ষা সব ভুলে যেতে হয় ॥
বিস্মৃত না হয় যেই কপালের বলে।
ক্রিয়ারূপ বৃক্ষে তার শুভ ফল ফলে ॥

অবিকল সেইরূপ শিশুর ব্যাপার।
প্রবৃত্তির মূল মাত্র পূর্ব্ব-সংস্কার॥
প্রাক্তনের গুণে হ'লে প্রবৃত্তি উদয়।
অনায়াসে দুগ্ধ খেয়ে বেঁচে তবে রয়॥
অদৃষ্ট বিগুণে যার সেরূপ না ঘটে।
থাকে না জীবন আর তার দেহ-ঘটে॥
তত্ত্ব-নিরূপণে এই নিগূঢ় সিদ্ধান্ত।
হরণ করিবে সব ভ্রমরূপ ধ্বান্ত॥
এতএব দেখ বাপ দূষণ তোমার।
এখন হইল চারু-ভূষণ আমার॥
তোমার যে দ্বিধা ছিল সব ঘুচিয়াছে।
বুঝিতে এখন আর অপেক্ষা কি আছে॥
কতই বকিব আর এ বড় জঞ্জাল।
করিয়াছ পূর্ব্বপক্ষ "আদি সৃষ্টিকাল"॥
"বিলিতী বচন" এ যে বিলিতী বচন।
কার কাছে শিক্ষা পেয়ে শিখেছ এমন॥
কতই হাসিব আর ভেবে মরি তাই।
হিঁদু হিঁদু গন্ধ ইথে কিছুমাত্র নাই॥
এমন সিদ্ধান্ত যাহা শুনিবার নয়।
কেমনে তোমার মনে হইল উদয়॥
"আদি সৃষ্টি" অনাসৃষ্টি সৃষ্টি ছাড়া হয়।
কে তোমারে কয় বাপু কে তোমারে কয়॥
পৃথিবীতে আছে যত আস্তিক নাস্তিক।
কখন কহে না কেহ এমন অলীক॥
অদ্যাবধি যত যত শাস্ত্র হইয়াছে।
তার মাঝে আদি সৃষ্টি কোন্ শাস্ত্রে আছে॥
আমার ত হয়ে গেল বয়সের শেষ।
নয়নে পড়েছে জাল শিরে নাই কেশ॥
ভ্রমণ করিতে কোন দেশ নাই আর।
পড়িয়াছি কত শাস্ত্র শেষ নাই তার॥
কোন কালে কোনখানে শুনি নাই যাহা।
ফাঁকি তুলে অগ্র তুমি করিতেছ তাহা॥
ম্লেচ্ছ বিনা কোন শাস্ত্রে নাই এ দৃষ্টান্ত।
কাজে কাজে তাই বলি "বিলিতী-সিদ্ধান্ত"॥
করিতেছ তুমি বাপু এই অনুমান।
সকলের আগে যবে জন্মিল সন্তান॥
তখন অদৃষ্ট লাভ হয় নাই তার।
দুগ্ধপানে কেমনে পাইল সংস্কার॥
আদি সৃষ্টিকালে যেই প্রথম জন্মিল।
কেমনে প্রবৃত্তি পেয়ে প্রাণেতে বাঁচিল॥

আদি-সৃষ্টি ব'লে যারে করিছ স্বীকার।
তাই হয় পূর্ব্বপক্ষ প্রস্তাব তোমার॥
বুঝেছি বুঝেছি আর বোঝাতে হবে না।
উত্তর শুনিলে এই সন্দেহ রবে না।
জগতে কি আছে কোন প্রমাণ এমন।
আদি সৃষ্টি-কাল যাহে নয় নিরূপণ॥
সৃষ্টিছাড়া "আদি সৃষ্টি" সৃষ্টিতে যা নাই।
কি প্রমাণে প্রস্তাব করিলে তুমি তাই॥
'আদি-সৃষ্টিকাল' ব'লে কাহারে ধরিবে।
বিচারে কিরূপে তার নির্দ্দেশ করিবে॥
আদি-সৃষ্টি আরম্ভের পূর্ব্বের যে কাল।
জ্ঞানের সে গম্য নয় বিষম বিশাল॥
ছিলেন কি না ছিলেন ঈশ্বর তখন।
আগেই করিতে হবে সেই নিরূপণ॥
ছিলেন না এইরূপ স্থির যদি হয়।
করে তাঁর সৃষ্টি হ'ল করহ নির্ণয়॥
কে ছিল তখন বল কে ছিল তখন।
কে আসিয়া সে ঈশ্বরে করিল সৃজন॥
ছিলেন যদ্যপি কর এমত স্বীকার।
ঈশ্বরত্ব-শক্তি হ'ল কিরূপেতে তাঁর॥
সে কালে কেমনে হন সর্ব্বশক্তিমান্।
কেবা তাঁরে সেই শক্তি করিল প্রদান॥
প্রমাদ ঘটিবে বাপু প্রমাণ করিতে।
কে হয় ছেলের বাপ ছেলে না হইতে॥
সংসার-সম্বন্ধ-গন্ধ ছিল না যখন।
কেমনে ভবের পতি হবেন তখন॥
সৃজন পালন নাশ এই মাত্র তিন।
ইহাই ত ঈশ্বরের শক্তির অধীন॥
ভাঙাগড়া গড়াভাঙা হয় তাঁর ক্রিয়া।
ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব এই তিন নিয়া॥
এই সব শক্তি তাঁর করিলে হরণ।
আদি-সৃষ্টিকাল তবে হয় নিরূপণ॥
হেনকাল কবে তার হয়েছে গোচর।
ছিলেন না যে কালেতে আপনি ঈশ্বর॥
এ কথা কি কার মনে ভাল কভু লাগে।
ঈশ্বরের এই সৃষ্টি ঈশ্বরের আগে॥
গাভী বিনা দুগ্ধ হয় হাসি পায় শুনে।
কারণ অভাবে কার্য্য হবে কা'র গুণে॥
কারক পালক আর তারক যে জন।
তারে ছেড়ে কিসে হ'ল সৃষ্টির সৃজন॥

বিশ্বপতি নাম যাহে করেন ধারণ।
চিরকাল বিদ্যমান সে সব কারণ॥
প্রতিক্ষণ তারা দেয় এই পরিচয়।
ঈশ্বর অনাদি নিত্য সর্ব্বশক্তিময়॥
আপনি অনাদি তিনি আদি নাই তাঁর।
কাজেই মানিতে হবে অনাদি সংসার॥
যে হয় অনাদি তার অনাদি রচনা।
কোথা হ'তে কর তবে আদির সূচনা॥
অনাদি প্রণালীক্রমে সৃষ্টির ব্যাপার।
জন্ম-স্থিতি নাশ এই তিন সাক্ষী তার॥
মহাপ্রামাণিক-সাক্ষী বর্ত্তমান যা'র।
সামান্য সাক্ষীর কিবা আবশ্যক তার॥
ঈশ্বর আপনি নিজে অনাদি যেমন।
পূর্ব্বাপর জন্ম হয় অনাদি তেমন॥
আছেই এরূপ আছে সংশয় কি তার।
এ কথা খণ্ডন করে হেন সাধ্য কার॥
প্রাক্তনাদি নাহি মেনে, আর এক তর্ক এনে,
করিতেছ এরূপ বিচার।
"ঐশিক আদেশমত, কার্য্য করে জীব যত,
ঈশ্বরের লীলা মূলাধার॥
যিনি এই বিশ্বকর, তিনি নন স্বার্থপর,
লীলাকর যাত্রাকর সম।
কেবলি লীলার তরে, অনিত্য এ চরাচরে,
সৃজিত পুরুষ-পরম॥
স্বার্থী হ'লে দোষ পাই, কিছু যার স্বার্থ নাই,
সে করে না অন্যায় আচার॥
লীলাকারী যেই প্রভু, পক্ষপাতী নন কভু,
পক্ষপাত কিসে হবে তাঁর॥
যাত্রাকরে যাত্রা করে, যা'রে যাহা আজ্ঞা করে,
সেই করে সেরূপ প্রকার।
ধরিতে অশেষ সজ্জা, কার মনে নাহি লজ্জা,
সমান আনন্দ সবাকার॥
সেইরূপ লীলাকারী, ভবযাত্রা-অধিকারী,
ইথে তাঁর কিছু নাই দোষ।
নিজ ইচ্ছা অনুসারে, যে সাজে সাজান যারে,
সেই সাজে সে হয় সন্তোষ॥"
বাপু হে জিজ্ঞাসা করি কহ সবিশেষ।
কোন্ জ্ঞানী দিয়াছেন হেন উপদেশ॥
করিতে জ্ঞানের তত্ত্ব দেখিছ প্রলাপ।
জ্যালা জ্যালা জ্যালা বটে জ্যালা মোর বাপ॥

যাত্রার দৃষ্টান্ত দিয়া ঈশ্বরের সহ।
ত্রিভুবন ছাড়া যাহা সেই কথা কহ॥
অলৌকিক লৌকিক ত ভেদ করা চাই।
না কর না কর তাহে ক্ষতি কিছু নাই॥
বটে বটে বটে সব ঈশ্বরের খেলা।
এ বচনে কেহ আর করিবে না হেলা॥
সুকৃতি দুষ্কৃতি দুটি করিতেছে মেলা।
তাদের ত পায়ে ক'রে নাহি যায় ঠেলা॥
চিরকেলে বস্তু তারা বিনাশের নয়।
তাদেরি প্রভাবে বাপু যত কিছু হয়॥
প্রাক্তন-কর্ম্মের মাত্র সহকার নিয়া।
করেন ত্রিলোকপতি সমুদয় ক্রিয়া॥
এ কথা কহিলে পরে সব দিক্ রয়।
কিছুতেই তার আর দোষ নাহি হয়॥
নতুবা বিচার করি আর যত কবে।
এক এক দোষ তায় রবেই ত রবে॥
ভবধব ভগবান্ স্বার্থপর নন।
করিলেন এই সৃষ্টি লীলার কারণ॥
সুখী দুখী ছোট—বড় দোষ নাই তায়।
বল বল বল এটি শোভা কিসে পায়॥
যিনি হন স্বার্থহীন দীন-দয়াময়।
তাঁর ধর্ম্ম কখন ত এ প্রকার নয়॥
স্বার্থপর নন ব'লে পরব্রহ্ম যিনি।
কারে সুখী কারে দুখী করিবেন তিনি॥
কেহ বা করিবে ভোগ সকল সম্পদ।
কেহ বা করিবে ভোগ বিপুল বিপদ॥
বিনা দুখে কেহ কেহ সব সুখ পাবে।
নিরন্তর হাহাকারে কার দিন যাবে॥
কেহ বা সুকর্ম্ম করি স্বর্গেতে চড়িবে।
কেহ বা কুকর্ম্ম করি নরকে পড়িবে॥
সর্ব্বদোষহীন যিনি সর্ব্বগুণধাম।
এরূপ ইচ্ছায় তাঁর ইচ্ছাময় নাম॥
এ ভাবে প্রবৃত্তিকারী তিনি যদি হন।
দয়াময় নন কভু দয়াময় নন॥
অতি বড় ভয়ঙ্কর অতিশয় ক্রূর॥
তার চেয়ে কেহ নাই নিদয় নিঠুর॥
ধরাধামে আছে কত পামর পাপিষ্ঠ।
বিনা স্বার্থে করে যারা পরের অনিষ্ট॥
কখন করে না ভুলে পর-উপকার।
ইচ্ছাধীন পাপ করে অশেষ প্রকার॥

স্বার্থহীন কার্য্যে যদি দোষ নাহি হবে।
তারা কেন দয়াময় নাহি হয় তবে॥
তাদের না দেও কেন কৃপাময় নাম।
তাদের চরণে কেন কর না প্রণাম॥
স্বার্থহীন হয়ে যদি সেই সৃষ্টিকর।
গড়িতে গড়িতে নর গড়েন বানর॥
এমন ইতর ইচ্ছা মুগ্ধ করে যাঁকে।
ঈশ্বর নামের তাঁর মর্য্যাদা কি থাকে॥
আপনার হাতে গড়া সন্তান সকলে।
নিরর্থক ডোবাবেন নরকের জলে॥
অসৎ প্রবৃত্তি দিয়া ঘটায়ে অসুখ।
ইচ্ছা করি দেখিবেন ইতর কৌতুক॥
করিবেন নানাবিধ দুখ দরশন।
শুনিবেন শোক-পূর্ণ রোদন-বচন॥
অরে বাপ বড় পাপ কব আর কায়।
নিশ্চয় কি এই তাঁর গূঢ় অভিপ্রায়॥
ইহাতেও তাঁর ভাবে যেতে হবে গোলে।
ফুটিতে কি পারিব না দয়াহীন বোলে॥
স্বেচ্ছায় করেন যত অনিষ্ট-বিধান।
অথচ আমার প্রভু করুণানিধান॥
স্বেচ্ছাচারী দয়াময় ভব-অধিকারী।
এ কথাটি আমি বাপু বলিতে কি পারি॥
এ যে বড় ভয়ানক তত্ত্ব-নিরূপণ।
পারে না পারে না কভু হইতে এমন॥

লৌকিক-উপমা নিয়া, ঈশ্বরের বিশ্বক্রিয়া,
যাত্রার যে কথা তুলিয়াছ।
নাটকের সূত্রধার, কোরে থাকে স্বেচ্ছাচার,
এ প্রকার কোথা দেখিয়াছ॥
যাত্রার যে অধিকারী, সে নয় অন্যায়কারী,
কার্য্য সব করে ন্যায়মত।
যাহারা অধীন তা'র, গুণ যা'র যে প্রকার,
সেই হয় সেইরূপে রত।
বালকাদি ভাঁড় যত, অভ্যাসে হইয়া রত,
যে করেছে যেমন সাধন।
সেরূপ সে ধরে সাজ, তাহে তার কিবা লাজ,
করে কাজ তাহারি মতন॥
সাজিতে ভিখারী কৃষি, মহীপাল যোগী ঋষি,
যাতে যা'র আছে অধিকার।
তা'রেই সাজায় তাই, কিছুই অন্যথা নাই,
পাগল ত নহে সূত্রধার।

নীতিজ্ঞ নিপুণ নট, কার্য্য নাহি করে নট,
বিজ্ঞবৎ বিধি ব্যবহার॥
শুনিতে তাহার যাত্রা, সাধু সব করি যাত্রা,
সাধুরবে করে পুরস্কার॥
অনিপুণ অধিকারী, হ'লে পরে স্বেচ্ছাচারী,
কাজে কাজে একে করে আর।
নাহি বোধ নাহি লজ্জা, তা'রে দেয় সেই সজ্জা,
যা'র যাতে নাই সংস্কার॥
অজারে সাজায় ঋষি, ঋষিরে সাজায় কৃষি,
বিপরীত দোষ কর তায়।
অযাত্রার সেই যাত্রা, যাহে ঘটে গঙ্গাযাত্রা,
তা'র যাত্রা কে শুনিতে যায়॥
কেলিকিল যত তার, বাধ্য নাহি থাকে আর,
অতিশয় অন্যায় দেখিয়া।
দরশক লোক যত, কাণ্ড দেখে জ্ঞানহত,
হাসে কত বালীক বলিয়া॥
যাত্রার উপমা দিয়া, সংসার-যাত্রার ক্রিয়া,
যদি চাও প্রমাণ করিতে।
শাস্ত্রমতে দিয়া যুক্তি, করিলাম যত উক্তি,
সেই মতে হইবে আসিতে॥
যে শিখেছে যেইরূপ, তার সজ্জা সেইরূপ,
যে প্রকার দেয় যাত্রাকর।
ভবযাত্রা-অধিকারী, সেরূপ প্রবর্ত্তকারী,
প্রাক্তনের কর্ম্মে করি ভর॥
এরূপ কহিলে পর, রক্ষা পায় পরস্পর,
ন্যায়পর হন সর্ব্বগত।
যা'র যথা ক্রিয়াযোগ, সুখ দুখ করে ভোগ,
প্রবৃত্তি সে পায় সেই মত॥
সংসার চক্রের মত, ঘুরিতেছে ক্রমাগত
আদি অন্ত স্থির নাই তা'র।
এই হয় এই রয়, ক্ষণ পরে পায় লয়,
ক্রমশই সৃজন সংহার॥
আপন অপূর্ব্ব-সাজে, সকলে অপূর্ব্ব সাজে,
অপূর্ব্ব এ লীলার প্রবাহ।
সবে তাঁর আজ্ঞাধারী, একমাত্র অধিকারী,
বিশ্বযাত্রা করেন নির্ব্বাহ॥
যা'র তুমি কর তত্ত্ব, ধর তা'র সার তত্ত্ব,
মোহে মত্ত হ'ও না'ক আর।
হ'লে পরে গঙ্গাযাত্রা, এরূপ সংসারযাত্রা,
করিতে হ'বে না পুনর্ব্বার॥

পুত্র

জনক কনকভূষা মাথার আমার।
প্রণিপাত করি তাত চরণে তোমার॥
আপনার বচনেতে সুধাবৃষ্টি হয়।
শীতল হ'তেছে তাহে তাপিত-হৃদয়॥
কিন্তু পিতা তবু চিতে রয়েছে সংশয়।
ছেদন করুন প্রভু হইয়া সদয়॥
মনের ত অধিক ধারণা গুণ নাই।
কাজেই সন্দেহ হয় বার বার তাই॥
তত্ত্ব-নিরূপণ হেতু কার কাছে যা'ব।
এ প্রকার জ্ঞানগুরু কোথা আর পা'ব॥
বুঝেছি বুঝেছি মনে বুঝেছি নিশ্চয়।
বস্তুর স্বভাব কভু অভাব না হয়॥
ক্ষিতির কাঠিন্য গুণ ক্ষিতিতেই রয়।
কিছুতেই তার আর অন্যথা না হয়॥
শীতল তরল হয় জলের স্বভাব।
কখন না হয় সেই গুণের অভাব॥
অনলের দাহকতা অনলে সঞ্চারে।
দাহিকা-গুণের সে কি ব্যতিক্রম করে॥
বাতাসের শোষকতা স্বভাব স্বভাবে।
সদাকাল সেই গুণ থাকে সমভাবে।
আকাশের গুণ হয় অবকাশ দান।
প্রচুর পরীক্ষা করি পেতেছি প্রমাণ॥
স্ব ভাবেই আছে এরা ধরিয়া স্বভাব।
কদাচই অভাব না হয় অন্যভাব॥
ছিল আছে পরেতেও এ ভাবেই রবে।
হবেই হবেই ইহা মানিতেই হবে॥
মানিতে হইলে এই ভূতের ব্যাপার।
জীবের বিষয়ে তবে সন্দেহ কি আর॥
যথাক্রমে বার বার স্থিতি জন্ম নাশ।
ইথেই প্রবলরূপে প্রমাণ প্রকাশ॥
একমাত্র জন্মলাভ করে জীবগণ।
পারিনে পারিনে আর বলিতে এমন॥
এই জীব ছিল জীব হবে পুন পরে।
চক্রবৎ ঘুরে ঘুরে চরাচরে চরে॥
তত্ত্ব-নিরূপণ-পথে হইলে চলিতে।
অবশ্য হইবে ইহা অনাদি বলিতে॥
অনাদি যেমন সেই বিশ্বপতি শিব।
তেমতি অনাদি এই বিশ্ব আর জীব॥
যতদূর জানিলাম মানিলাম তাই।
তথাচ বিশ্বাস মনে নাহি পায় ঠাঁই॥
ভবধব এই তব আর ভবচর।
সমানে অনাদি যদি হয় পরস্পর॥
অনাদি জীবেতে আর অনাদি ভবনে।
ঈশ্বরের কারণ তা মানিব কেমনে॥
যেরূপ অনাদি সিদ্ধ নিত্য সর্ব্বসার।
এরাও অনাদি সিদ্ধ নিত্য সে প্রকার॥
এখানেতে সে অনাদি নিত্য নিরঞ্জন।
কি বলিয়া জগতের হবেন কারণ॥
কারণ কারণ আর কার্য্য যাহা হয়।
উভয়েতে সমকালে স্থায়ী কভু নয়॥
যে সময়ে কার্য্যের উদ্ভব হয় নাই।
তার আগে কারণের অবস্থিতি চাই॥
কার্য্য আর কারণের সমকালীনতা।
কখনই হয় নাই এরূপ স্থিরতা॥
প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হয় প্রকৃষ্ট প্রমাণ।
কারণ আপনি আগে হয় বর্ত্তমান॥
পরে পরে করে যত কার্য্যের সঞ্চার।
সন্দেহ কি আর ইথে সন্দেহ কি আর॥
কুম্ভকার বস্ত্রকার আর স্বর্ণকার।
মাটী সূতা কনক লইয়া সহকার॥
পরে করে ঘট পট বসন ভূষণ।
কর দরশন প্রভু কর দরশন॥
এ সব কারণ যদি আগে না থাকিত।
ঘট পট ভূষণাদি কভু না হইত॥
কার্য্যগুলি দূরে থাক্ হবে কি প্রকারে।
কারণ নির্দ্দেশ কেবা করিত সংসারে॥
ঘটাদি কার্য্যের প্রতি উহারা কারণ।
ইহাও ত কখন হতো না নিরূপণ॥
কার্য্য আর কারণেতে লাগিয়াছে দিশে।
ঈশ্বর জগৎপতি বলি আমি কিসে॥
অনাদি যদ্যপি হয় ভব-চরাচর।
ঈশ্বরে কেমনে হন ভবের ঈশ্বর॥
তা'দের উপরে তাঁর কারণতা কই।
কি কারণে কারণ তাঁহারে তবে কই॥
অনাদি চেতন যদি শরীরী সকলে।
কি কারণে জগদীশে পিতা তা'রা বলে॥
নিত্যরূপে যদি হয় তাহারই প্রধান।
পিতা ব'লে কেন তাঁরে দিলে তবে মান॥

নিজ নিজ ক্ষমতায় বড় যদি হয় ॥
কেন তাঁরে স্বাধীনতা করিল বিক্রয় ।
কেন তাঁরে ভয় করে এরূপ প্রকার ॥
কেনই বা অধীনতা করিল স্বীকার ।
তা'রা ত পারিত নিজে হইতে ঈশ্বর ॥
ঈশ্বরে করিয়া রাজা কেন দিলে কর ।
বস্তুতঃ কি ইহা হয় বিশ্বাসের স্থান ॥
ঈশ্বরের সহ জীব সমান প্রধান ।
স্বভাবে সমান হ'লে সেই প্রাণিচয় ॥
কথন কি স্বাধীনতা করিত বিক্রয় ।
হ'ত না হ'ত না কভু হ'ত না অধীন ॥
থাকিত থাকিত তা'রা থাকিত স্বাধীন ।
এতক্ষণ দেখিলাম করি প্রণিধান ॥
যদ্যপি করিতে হয় স্বভাব সন্ধান ।
জীব আর জগৎ যা হয় তাই হয় ।
অনাদি বলিতে হবে, না বলিলে নয় ॥
জীব আর জগতের নিত্যতা স্বীকারে ।
কার্য্য-কারণের ভাবে দোষ হ'তে পারে ॥
এখন দেখুন মনে করিয়া বিচার ।
আদি সৃষ্টিকাল যদি না করি স্বীকার ॥
ঈশ্বর কারণ ব'লে মত যা'রা গড়ে ।
তাদের সে মতে দোষ পড়ে কি না পড়ে ॥
প্রাহ্য যদি নাহি হয় প্রস্তাব আমার ।
অনবস্থা-দোষ তবে করুন স্বীকার ॥
অনবস্থা-বিষয়েতে শাস্ত্রকার যাঁরা ।
গুরুতর দোষ ব'লে লিখেছেন তাঁরা ॥
প্রবৃত্ত হইয়া এই তত্ত্বের বিচারে ।
বিভুর বৈষম্য আদি দোষ নাশিবারে ॥
জীবে আর ভবে যদি নিত্য বলা যায় ।
বলুন বলুন যাহা নিজ অভিপ্রায় ॥
অনবস্থা-দোষ কিসে হইবে খণ্ডন ।
তাহার উপায় তবে করুন এখন ॥
এদিক্ ওদিক্ প্রভু যে দিক্ লইবে ।
এক দিকে দোষ তায় হইবে হইবে ॥
কার্য্য-কারণাদি ভাব ইথে যদি পাই ।
এ দোষ স্বীকারে তবে কোন বাধা নাই ॥
সে দোষেতে পার পাই হইয়া সন্তোষ ।
বিচারেতে হারিব না এ যে বড় দোষ ॥
পড়ে ত পড়ুক দোষ ঈশ্বরের ঘাড়ে ।
অনবস্থা খণ্ডনেতে বিচার কে ছাড়ে ॥

পিতা

এতদিন মিছে মিছে ম'লেম বকিয়া ।
লইলে না সারমর্ম্ম মনোযোগ দিয়া ॥
এক কানে কথাগুলি প্রবেশ করিয়া ।
বাহির হইয়া গেল আর কান দিয়া ॥
সে সকল প্রণিধান হইলে তোমার ।
বার বার প্রস্তাবনা করিতে না আর ॥
যা হ'ক তা হ'ক বাপু বলি তবে পুন ।
এক ভাবে স্থির হ'য়ে মন দিয়া শুন ॥
অনাদি সংসার এই এরূপ স্বীকারে ।
বল তা'য় কি প্রকারে দোষ হ'তে পারে ॥
কারণের আগে কভু কার্য্য নাহি হয় ।
নিশ্চয় নিশ্চয় তাতে কি আছে সংশয় ॥
প্রথমতঃ কারণ থাকিয়া বর্ত্তমান ।
পরেতে করিবে যত কার্য্যের নির্ম্মাণ ॥
কিন্তু বাপু এইরূপ মতে তোমার ।
"আদিসৃষ্টি-কাল" কেন করিব স্বীকার ॥
মানিতেই হবে এক আদিসৃষ্টি নিয়া ॥
এ কথাটি কে বলেছে মাথা-দিব্য দিয়া ॥
কিছুতে না হয় যা'র আদির নির্ণয় ।
তারেই 'অনাদি' ব'লে সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
আদি নাহি স্থির হয় করিয়া বিচার ।
'অনাদি' বলিব তাই সজীব-সংসার ॥
বিচারে 'অনাদি' বটে বলিতেই হয় ।
কিন্তু বাপু কোনমতে নিত্য তারা নয় ॥
নিত্য ব'লে 'তারে' শুধু করিব নির্য্যাস ।
যাহার কথন নাই জন্ম আর নাশ ॥
জগৎ 'অনাদি' বটে প্রমাণেতে পাই ।
যে গুণে সে 'নিত্য' হ'বে সে গুণ ত নাই ॥
ভব আর ভবচর নিত্য হ'লে পরে ।
কেন তা'রা বার বার জন্মে আর মরে ॥
বার বার এ প্রকার জন্ম আর নাশ ।
স্বভাবেই অনিত্যতা পেতেছে প্রকাশ ॥
ঈশ্বরের জন্ম নাই নাহিক সংহার ।
সদাকাল সমভাবে স্থিতির সঞ্চার ॥
জন্ম আর নাশের অধীন নন যিনি ।
এক মাত্র চিরন্তন নিত্যধন তিনি ॥
সেরূপ যদ্যপি হ'ত জীবের স্বভাব ।
কথনই হইত না স্থিতির অভাব ॥

নিত্য ব'লে নির্দ্দেশ অবশ্য হ'ত তবে।
ঈশ্বরের সমকালি বলিতই সবে॥
থাকিত না তাহে আর কিছুই সন্দেহ।
ঈশ্বরের কারণতা মানিত না কেহ॥
ঈশ্বর যে গুণে হন ভবের কারণ।
বলি তবে সে কথাটি করহ শ্রবণ॥
অনাদি সময়াবধি অখিল-সংসার।
পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয়ে হতেছে সংহার।
ইথেই সহজে হয় তত্ত্ব-নিরূপণ।
জগতের প্রতি হন ঈশ্বর কারণ॥
বিশ্বের প্রলয়-দশা ঘটে যে সময়।
কিছুই না রয় আর কিছুই না রয়॥
কেবল একাকী মাত্র সেই ভগবান্।
স্বরূপ স্বভাব সহ রন বর্ত্তমান॥
কারণরূপেতে তাঁর প্রভাব প্রচার।
স্বভাবে করেন তাই সৃষ্টি-পুনর্ব্বার॥
অবিনাশী নিত্যরূপ জেনে সেই ঈশে।
কার্য্য কারণের ভাবে দোষ দিবে কিসে॥
জগতের 'সত্তা' বাপু নিত্য কভু নয়।
এখন তোমার মনে হ'ল ত প্রত্যয়॥
উদ্ভব সময়ে সেই সত্তার সঞ্চার।
সংহার-সময়ে সেই সত্তার সংহার॥
ঈশ্বরের অবিনাশী সত্তার সহিত।
ইহার তুলনা করা হয় কি উচিত॥
স্বভাবে স্বভাবে যা'র এতই ক্ষীণতা।
কিসে তার গ্রাহ্য হবে সমকালীনতা॥
জীবাত্মা অনাদি হয় এ কথা শুনিয়া।
স্বভাবে নির্দ্দেশ কর ঈশ্বর বলিয়া॥
হইবে তোমার মনে এমন উদয়।
ইহা কিছু নিতান্তই অসম্ভব নয়॥
ঈশ্বরের সহ তার স্বভাবে তুলনা।
রাখ রাখ মনে রাখ ভুল না ভুল না॥
এ বলে কি জীব তাঁর অধীনে রবে না।
ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন হ'বে না হ'বে না॥
ঈশ্বর কি আপনার শক্তি হারাইয়া।
রাখিতে অক্ষম হন অধীন করিয়া॥
স্বাধীন ঈশ্বর সম হয় জীবগণ।
ব'ল না ব'ল না আর ব'ল না এমন॥
জীবাত্মাটি কারে কয়, কাহার স্বরূপ হয়,
হয় নাই হৃদয়-অঙ্গম।
ইথেই তোমার মনে, মূলতত্ত্ব-নিরূপণে,
বার বার হইতেছে ভ্রম॥
বিশেষ করিয়ে তার, যদি বলি সুবিস্তার,
বড়ই বাহুল্য হয় তবে।
শুনিতে শুনিতে শেষ, উপদেশে হবে দ্বেষ,
কিছুই ত মনে নাহি রবে॥
তত্ত্বী হয়ে যত তত্ত্ব, যে জন করুন তত্ত্ব,
এর চেয়ে কঠিন কি আছে।
এখন যা আমি কই, আমাতে সম্ভব কই,
নিগূঢ় জানিব কার কাছে॥
সংক্ষেপেতে ব'লে যাই, ধারণা করিতে তাই,
অধিক হবে না পরিশ্রম।
এখনি সংশয় যাবে, ভিতরের ভাব পাবে,
প্রাণাধিক প্রাণপ্রিয়তম॥
এ জগতে জীব যত, নিজবোধ হয়ে হত,
সকলেই জীব জীব কয়।
নিজে জীব কি পদার্থ, নাহি জানে ফলিতার্থ,
সার অর্থ কেহ নাহি লয়॥
ভ্রম সব হর হর, স্থির ভাব ধর ধর,
কর কর স্বরূপ নির্ণয়।
ঈশ্বর আপনি বিম্ব, জীব তাঁর প্রতিবিম্ব,
এই জীব আর কিছু নয়॥
প্রতিবিম্ব যেবা যার, সমান স্বভাব তার,
অবশ্য সে করিবে ধারণ।
প্রতিবিম্ব জীব সবে, বিম্বের সমান তবে,
বলিতেই হবে এ বচন॥
কিন্তু প্রতিবিম্ব যারা, বিম্বের নিকটে তারা,
এতই অধীন হয়ে রয়।
পৃথিবীতে সে প্রকার, অধীনতা কোথা আর,
কভু কার দৃষ্টি নাহি হয়॥
তোমার মনেতে বাপু আছে ত এখন।
ছেলেবেলা ছেলেখেলা করেছ যখন॥
কতবার দেখিয়াছ খেলিয়া খেলিয়া।
রবির ছবির আগে মুকুর রাখিয়া॥
দর্পণ ভানুর আগে যদি রাখা যায়।
তপন আপন আভা দান করে তায়॥
মুকুরস্থ সেই রবি প্রতিবিম্বরূপ।
স্বভাবতঃ সম হয় সূর্য্যের স্বরূপ॥
আকাশের রবি যথা চক্ষে দেয় তাপ।
দর্পণের রবি ধরে সেরূপ স্বভাব॥

তবে বাপ এখন ত হও অবগত।
বিম্বে আর প্রতিবিম্বে ভেদাভেদ কত॥
রবি ছবি থেকে সেই দর্পণ ভিতরে।
সমান দাহিকাশক্তি যদ্যপিও ধরে॥
তবু সে সূর্য্যের সহ সমান কি হয়।
সেই কর রবি-কর আর কিছু নয়॥
সূর্য্যের অধীন হয়ে রবেই সে রবে।
অধীনতা ছেড়ে দিতে সাধ্য নাহি হবে॥
বরম্ এখনি দেখ দর্পণ ভাঙ্গিয়া।
যার কর তার করে মিশাইবে গিয়া॥
কাহার প্রভাবে আর সে ক্ষমতা রয়।
তখনই প্রতিবিম্ব বিম্বে পায় লয়॥
এখানে বিশেষ করি কর অনুভব॥
ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব এই জীব সব॥
যাহার প্রভাবে জীব জন্ম পায় দান।
হয় কিনা হয় তারা তাঁহার সন্তান॥
জন্ম-স্থিতি পালনের কর্ত্তা হয় যেই।
কে কহিবে জগতের পিতা নহে সেই॥
বিম্ব হ'তে প্রতিবিম্ব করিলে স্বীকার।
ঈশ্বর হবেন তবে কর্ত্তা সবাকার॥
স্থাপক পালক তিনি হলেন নির্ণয়।
বলিতে ত পারিবে না সংহারক নয়॥
প্রতিবিম্ব মাত্র যদি বিম্বে পায় লয়।
সংহারক বলিতে কি থাকিল সংশয়॥
জীবেরা অনাদি নিত্য অনন্ত চেতন॥
বলিতে হইল যদি এরূপ বচন॥
কার্য্যেও ঈশ্বর সম বলা যদি যায়।
বিশেষ আপত্তি কিছু করি নাক তায়॥
ঈশ্বরের স্বরূপ এরূপ হোক নর।
বলিতে ত পারিব না 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥'
দেহেন্দ্রিয় সঙ্গদোষে জীব সমুদয়।
স্বরূপে বিরূপ করি হতেছে বিস্ময়॥
আত্মরূপ ভুলে গিয়ে হয়েছে এমন।
কেবলি চেতন নাম কাজে অচেতন॥
তুলনায় উপমায় কহিলে সমান।
ঈশ্বরে করিতে হয় কলঙ্ক প্রদান॥
মুকুরের মূর্ত্তি হয় যেরূপ প্রকার।
প্রতিবিম্ব রবি পায় সেরূপ আকার॥
গগনের রবি তায় না হন বিরূপ।
স্বভাবে সমান ভাবে স্বরূপে স্বরূপ॥
প্রচুর প্রভায় হবে প্রকাশ প্রকাশ।
দাহিকার শক্তি তাঁর হবে নাক নাশ॥
তপন-বিম্বের এই যেরূপ প্রমাণ।
ঈশ্বর-বিম্বের ভাব সেরূপ সমান॥
দেহাদি-ইন্দ্রিয়-দোষ জীবাত্মার ভোগ।
পরম-আত্মার তায় কিছু নাই যোগ॥
যে কিছু দুর্দ্দশা হক্ জীবাত্মারি হবে।
নির্লেপ নির্গুণে তাহা কিরূপে সম্ভবে॥
তিনি নিত্য স্বপ্রকাশ চেতনস্বরূপ।
স্বরূপেতে কখনই না হয় বিরূপ॥
যখন দুর্ব্বল এত যত জীবগণে।
ঈশ্বরের অধীনতা ছাড়িবে কেমনে॥
কিরূপেই সে ক্ষমতা হবে বল তার।
প্রতিবিম্ব বই সে ত অন্য নয় আর॥
এমন কি শক্তি আছে তাই প্রকাশিয়া।
বসিবেক ঈশ্বরের ঈশ্বর হইয়া॥
নূতন প্রস্তাব এক করিয়াছ শেষে।
উত্তর করিতে তার পেট ফাটে হেসে॥
জগৎ অনাদি ব'লে করেছি প্রমাণ!
অনবস্থা-দোষ তায় তুমি কর দান॥
বিষম বিষম এ যে বড়ই বিষম।
এত কেন ভ্রম বাপু এত কেন ভ্রম॥
অনবস্থা ব'লে যার না হয় প্রমাণ।
তাহাতেই দোষ দেন যত জ্ঞানবান্॥
প্রামাণিক অনবস্থা-দোষের না হয়।
শপথ করিয়া বাপু শাস্ত্রে এই কয়॥
অনবস্থা স্বীকারেতে দোষ নাহি যায়।
ঈশ্বরের দুরবস্থা কেন হবে তায়॥
জগতের মূল হেতু অনাদি ঈশ্বর।
নিরূপণে হতেছেন জ্ঞানের গোচর॥
তখন অনাদি সৃষ্টি অবশ্যই হবে।
আদি সৃষ্টি কাল তুমি কোথা পাও তবে॥
স্রষ্টা আর সৃষ্টি যদি অনাদি হইল।
অনবস্থা দোষ তবে কোথায় রহিল।
মূল-হেতু যদি সে ঈশ্বর না হইত।
ঈশ্বরের কিংবা এক ঈশ্বর থাকিত॥
তবেই পারিতে তুমি বলিতে এমন॥
মূলহীন অনবস্থা-দোষের কারণ॥
অনবস্থা আপনিই তত্ত্ব হয় বৃথা।
সেখানে কি আর কার খাটে কোন কথা॥

অনবস্থা এ অবস্থা না করি গ্রহণ।
হবে না হবে না কভু তত্ত্ব নিরূপণ॥
যে প্রকার বীজ আর অঙ্কুর দেখিয়া।
একেবারে যেতে হয় বিস্ময় হইয়া।
উভয়ের মধ্যে কারে কারণ কহিব।
কার্য্য ব'লে কারেই বা নির্দ্দেশ করিব॥
বীজ না থাকিলে কভু গাছ নাহি হয়।
গাছ না থাকিলে বল বীজ কিসে রয়॥
উভয়ের মধ্যে এর আদি কেবা হয়।
কিছুতে সিদ্ধান্ত তার হবে না নির্ণয়॥
সেইরূপ রথচক্র যে সময়ে ঘোরে।
আদি-অন্ত-নিরূপণে সবে পড়ে ঘোরে॥
চক্রঘোরে চক্রঘোর ভাঙিবার নয়।
করিতে পারে না কেহ আদির নিশ্চয়॥
সেখানেতে অনবস্থা করিব স্বীকার।
না করিলে কোনমতে গতি নাই আর॥
জগতের অনাদিত্ব যথার্থ যখন।
বিচারেতে এই হলো তত্ত্ব-নিরূপণ॥
তখন এ অনবস্থা কেহই করে না।
দোষ ব'লে গণ্য আর হবে না হবে না॥

কাল

(১)

কাল-হস্তে সমুদয়, কাল ছাড়া কিছু নয়,
কালে হয় কালে লয়, কালে যায় কাল রে।
কে বুঝে কালের মর্ম্ম, কে বুঝে কালের কর্ম্ম,
এরূপ কালের ধর্ম্ম আছে চিরকাল রে॥
একেবারে অনিবার্য্য, সমভাবে হয় ধার্য্য,
এ সব কালের কার্য্য বিষম বিশাল রে।
এই এক প্রকরণ, অনুরূপ পরক্ষণ,
মোহিত করেছে মন জগদিন্দ্রজাল রে॥
বৃক্ষ এক অবিরল, মূলে তার নাই স্থল,
অবিরত ফলে ফল, নাহি পাতা ডাল রে।
আস্বাদনে হই বশ, ভ্রমে কত কারি যশ,
বিষ-মাখা তার রস, মধুর রসাল রে॥
কারুকর্ম্ম বহুতর, মনোহর শোভাকর,
আকাশে রয়েছে ঘর, নাহি খুঁটী চাল রে।

ভাবভরে হেরি ভব, ভাবে ভাব পরাভব,
ভূতের ব্যাপার সব, ভাল ভাল ভাল রে॥
কালে কাল লুপ্ত রয়, খণ্ডিবার কভু নয়,
কৃষ্ণ-কেশ শুভ্র হয়, বৃদ্ধ হয় বাল রে।
সমুদ্র শুকায়ে যায়, দ্বীপের সঞ্চার তায়,
দিনকর ক্ষীণ-কায়, হ'লে সন্ধ্যাকাল রে॥
কালের বিচিত্র গতি, অনুকূলা বসুমতী,
দ্বারকার অধিপতি ব্রজের রাখাল রে।
কালে সেই যদুবংশ, এককালে হ'ল ধ্বংস,
ভূতে ভুক্ত ভূত-অংশ, ভূত যড়জাল রে॥
দশানন দর্পধারী, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-অধিকারী,
ইন্দ্র-চন্দ্র আজ্ঞাকারী, নিশাচরপাল রে।
গেল তার জোর ডঙ্কা, বন্ধনে সিন্ধুর শঙ্কা,
বানরে পোড়ালে লঙ্কা, বাজাইয়া গাল রে।
যারা আগে হৃষ্টমনে, আহারের অন্বেষণে,
বেড়াইত বনে বনে, পোরে বৃক্ষ ছাল রে।
কালেতে তাহারা নব্য, হইয়াছে সভ্য-ভব্য,
অসম্ভব ভবিতব্য, প্রসন্ন কপাল রে॥
সত্যধর্ম্ম লোপ হয়, বেদ-বিধি নাহি রয়,
প্রকটিত পাপময়, বদন-করাল রে॥
হতেছে বনের নর, অবনীর অধীশ্বর,
কি হইবে, অতঃপর হায় হায় কাল রে॥

(২)

ভবের ভৌতিক-ভাব ভাবনীয় নয়।
ভাবিলে স্বভাব ভাবে ভাবের উদয়॥
ভূত ভেবে ভূত সেজে বৃথা হই ভাবী।
নাহি বুঝি কার ভাবে কেন ভাবি ভাবি॥
ভাবের ভবন বটে ভবের ব্যাপার।
যত ভাবে যত ভাব নাহি তার পার॥
কভু হাস্য পরিহাস সুখের সঞ্চার।
কখন দারুণ দুঃখ শুধু হাহাকার॥
কখন কাহার ভাগ্যে সুখের সংযোগ।
কেবা করে রাজ্যপাট কেবা করে ভোগ॥
দেখিয়া কালের গতি মিছে খেদ করা।
কার পক্ষে চিরকাল ধরা নন ধরা॥
কোথাকার লোক এসে কোথা করে বাস।
প্রচুর প্রভাবে করে প্রভুত্ব প্রকাশ॥
কালেতে ভবন বন জনহীন স্থান।
কালেতে কাননে হয় নগর নির্ম্মাণ॥

আকাশে উঠেছে চূড়া অতি উচ্চতর।
অতি দীর্ঘ কলেবর ধরে ধরাধর ॥
কালক্রমে হয় তার শরীর-পতন।
ভূধর অধরে করে ধরণী চুম্বন ॥
ব্যাপার হইল ভারি এসে ভব হাটে।
মোহিত হইল মন নাটুয়ার নাটে ॥
মোহ-মেঘে ঘেরিয়াছে অখিল সংসার।
বোধ-রূপ শশাঙ্কের না হয় সঞ্চার ॥

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা

করুণা কর হে করুণাকর।
হর হে সকল বিপদ হর ॥
প্রণতি করি হে চরণে তব।
প্রণত পতিতে প্রসন্নো ভব ॥
সকলি দেখিছ হৃদয়ে রয়ে।
বিহিত করহ সদয় হয়ে ॥
তোমারি চরণ স্মরণ করি।
তোমারি ভাবনা ধ্যানেতে ধরি ॥
কাতরে তোমারে অন্তরে ডাকি।
মনের বিষয় মনেতে রাখি ॥
ধর হে আপন প্রভাব ধর।
কর হে বিহিত বিচার কর ॥
পালক শাসক তুমি এ ভবে।
নামের মহিমা রাখিতে হবে ॥
পামর পাতকী পাষণ্ড যত।
পাপের ঘটনা করিছে কত ॥
আদোষে হইয়া কুপথে রত।
রমণী বালক করিছে হত ॥
শুনিয়া বধির হতেছি কানে।
সহে না সহে না সহে না প্রাণে ॥
এ সব দেখিয়া হয়ে পাষাণ।
কেমনে দেহেতে ধরিব প্রাণ ॥
দেখিতে কিছু ত নাহিক বাকী।
তপন শশাঙ্ক তোমার আঁখি ॥
জীবের অন্তরে যে কিছু আছে।
সে সব বিদিত তোমার কাছে ॥
অন্তর-বাহির-অধিপ হয়ে।
কিরূপে এখন রয়েছ সয়ে ॥
দয়াবান্ ভগবান্ দয়া দান কর।
দিয়ে জয় সমুদয় শত্রুভয় হর ॥
সবাকার তুমি সার মূলাধার হরি।
কোথা নাথ ভবতাত প্রণিপাত করি ॥
প্রতিক্ষণ জ্বালাতন দুখে মন দহে।
বার বার অনাচার কত আর সহে ॥
তোমা বই কারে কই হয়ে রই স্তব্ধ।
অনিবার অশ্রুধার হাহাকার শব্দ ॥
এ বিপদে রাখ পদে দুটি পদে ধরি।
প্রতীকার কর তার সুবিচার করি ॥
কলেবর জর জর অতি খর তাপে।
ধরাধর থরথর ঘোরতর পাপে ॥
এ দেশের বড় ফের পাপীদের দাপে।
টলটল্ টলমল ধরাতল কাঁপে ॥
হও মূল অনুকূল শ্বেতকুল পক্ষে।
সমুদয় শত্রুক্ষয়, তবে হয় রক্ষে ॥
অতি ক্ষীণ জ্ঞানহীন চিরাধীন যারা।
মেরে লাফ করে পাপ দেয় তাপ তারা ॥
আজ্ঞাচারী রক্ষাকারী অস্ত্রধারী যত।
একেবারে এ প্রকারে পাপাচারে রত ॥
নরপশু হয়ে বস্তু করে অস্তু নষ্ট।
হতস্রব কত কব কত সব কষ্ট ॥
কি বিশাল সেনাপাল বামা বাল নাশে।
অকারণে ক্রোধ-মনে প্রভুগণে শাসে ॥
যে বিহিত কর হিত সমুচিত স্নেহ।
নিজবলে দুষ্টদলে রসাতলে দেহ ॥

হিতহার

এ জগতে বড় বড় বুদ্ধিমান্ যত।
প্রায় দেখি সকলেই অভিমানে রত ॥
ধনের ঈশ্বর হয়ে প্রভু হন যাঁরা।
প্রায় দেখি অহঙ্কারে পরিপূর্ণ তাঁরা ॥
অতএব মনের মানুষ কোথা পাই।
ভবজ্বালা জুড়াইতে কার কাছে যাই ॥
কেবা বলে কারে বলি কে আছে এমন।
কোথা গিয়ে সাধু কথা করিব শ্রবণ ॥

সংসারের কিছুতেই মঙ্গল ত নাই।
হিতকর কোন কিছু দেখিতে না পাই ॥
দেখে শুনে ভয় হয় সাধে করি দ্বেষ।
পুণ্যকর যত কর্ম্মে শূন্য লাভ শেষ ॥
যত পার তত কর পুণ্যের সঞ্চার।
বহুকালে উপার্জ্জিত যে সব ব্যাপার ॥
পরিণামে সে সকল দান করে দুখ।
সংসারীর ভাগ্যে নাই কিছুতেই সুখ ॥

দারুণ দুর্গম দেশ করেছি ভ্রমণ।
হয় নাই তাহে কিছু সুখের সাধন ॥
জাতি কুল অভিমান করি সংবরণ।
নিরন্তর সেবিয়াছি ধনীর চরণ ॥
তুচ্ছ করি আপনার মান অপমান।
কত যেন লালায়িত কাকের সমান ॥

দূর ছাই যত বলে সহ্য করি তাই।
এক দিন মুখ ফুটে কিছু বলি না ই ॥
কতই কুণ্ঠিত হয়ে অন্নের কারণ।
করেছি পরের গৃহে উদর পূরণ ॥
এত ক'রে ক্ষণকাল পাই নাই ফল।
আশার পিপাসা তবু নিয়ত প্রবল ॥
হাঁরে নীচ পাপ আশা সন্তোষ হলিনে।
মলিনে মলিনে তুই এখন মলিনে ॥

পাতালে প্রবেশ করি পাইব রতন।
এই লোভে করিয়াছি ভূতল খনন ॥
ধাতু-লাভ হেতু করি পর্ব্বতে গমন।
কতবার করিয়াছি গহন দহন ॥
লোভের অধীন হয়ে কত শতবার।
জলনিধি পারাবার হইয়াছি পার ॥
অনর্থক রোচে কত বিনয়-বচন।
কত ক'রে তুষিয়াছি নৃপতির মন ॥
তন্ত্রের বিধানমতে মন্ত্রের সাধন।
শ্মশানে করেছি কত যামিনী যাপন ॥
কোনখানে কাণাকড়ি করিনি উপায়।
ওরে আশা ছেড়ে যা রে ধরি তোর পায় ॥
কখনই ভাঙ্গিল না পিপাসা তোমার।
কি সুখে আমার কাছে থাক তুমি আর ॥

দুর্জ্জনের তর্জ্জনের হইয়া অধীন।
আরাধনা করি কত কাটালেম দিন ॥
বিকট বদনে কটু কহিয়াছে যত।
সকলি রয়েছি সোয়ে হয়ে অনুগত ॥
অন্তরেতে বাষ্পরোধ ক'রে ক্রমাগত।
শূন্যমনে কাষ্ঠহাসি হাসিয়াছি কত ॥
হতবুদ্ধি যত জন ধন-বলে বলী।
পড়েছি তাদের কাছে হয়ে কৃতাঞ্জলি ॥
ওরে আশা বলি বলি শোন একবার।
এখন আমারে তুই কর পরিহার ॥
যা হবার হয়ে বয়ে গেল ফুরাইয়া।
আর তুমি নাচায়ো না এমন করিয়া ॥

কমল-দলের জল যেরূপ প্রকার।
সেইরূপ এই দেহে প্রাণের সঞ্চার ॥
এত কাল হয়ে আমি বিবেক-বিহীন।
কিছুই না করিলাম হরিলাম দিন ॥
বৃথা হলো আয়ু শেষ মরি মরি আহা।
হেন কর্ম্ম কিছু নাই না করেছি যাহা ॥

ধনমদে অচেতন মত্ত যত জন।
সে সব ধনীর কাছে করেছি গমন ॥
লজ্জাহীন হয়ে যেন পশুর সমান।
নিজ মুখে নিজ-গুণ করিয়াছি গান ॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ওরে লোভ দুরাচার।
এর চেয়ে পাপ-কর্ম্ম কিছু নাই আর ॥

ভোগ্যধন যাহা তাহা না করিয়া ভোগ।
আপনি ভক্ষিত হই এ যে ঘোর রোগ ॥
একদিন হই নাই তপস্যায় রত।
তাপেতে তাপিত তবু হতেছি নিয়ত ॥
কোন কালে কাল কিছু গত হয় নাই।
কেবলি হতেছি গত আমরা সবাই ॥
আশা-তৃষ্ণা একবার হইল না ক্ষীণ।
আমরাই জীর্ণ হয়ে হতেছি মলিন ॥

শরীরের মাংস সব পড়িয়াছে ঝুলে।
কালো রেখা নাহি আর মস্তকের চুলে ॥
পাকিয়াছে কেশপাশ বাঁকিয়াছে গাল।
ঢাকিয়াছে দৃষ্টিপথ চক্ষে প'ড়ে জাল ॥

মুখের সুভঙ্গী নাই দেহে নাই বল।
অবশ হতেছে ক্রমে ইন্দ্রিয় সকল॥
নিকট হতেছে যত মরণের দিন।
ততই বাড়িছে আশা নবীন নবীন॥
অধম পিশাচ লোভ হইয়া অমর।
নিয়তই ধরিতেছে নব কলেবর।

বিষয়-ভোগের আশা হইয়াছে শেষ।
পুরুষার্থ অভিমানে জন্মিয়াছে দ্বেষ॥
প্রাণাধিক বয়স্থ বান্ধব যত জন।
সকলেই পরলোকে করেছে গমন॥
এই মরি এই মরি বোধ হয় হেন।
যষ্টি ধ'রে ষষ্ঠীবুড়ী সাজিয়াছি যেন॥
নয়নে নিরখি শুধু ঘোর অন্ধকার।
শ্রুতি-পথে ধূ-ধূ-ধূ-ধূ ধ্বনি মাত্র সার॥
তথাচ এ দুষ্ট দেহ অহঙ্কারে মরে।
মরণ স্মরণে কভু ভয় নাহি করে॥

আত্ম-বিলাপ

না বুঝিলে সার মর্ম্ম হায় হায় হায় রে।
কে আমার আমি কার, আমার কে আছে আর,
যত দেখ আপনার, ভ্রম মাত্র তায় রে॥
আত্মার আত্মীয় কই, আত্মার আত্মীয় কই,
আত্মার আত্মীয় নই, আত্মা কই কার রে।
ইন্দ্রিয় যাহার বশ, ছোটে যশ দিক্ দশ,
পরম পীযুষ-রস, সুখে সেই খায় রে॥
নিজ নাভি পদ্ম-গন্ধে, মৃগকুল ঘোর দ্বন্দ্বে,
যেমন মনের ধন্দে নানা দিকে ধায় রে।
সেইরূপ অম্বুদ্দেশ, করে যত্ন তাহে দ্বেষ,
ভ্রমিতেছ দেশ দেশ, অবোধের প্রায় রে॥
কেমন তোমার ভ্রম, মিছামিছি কেন শ্রম,
করিছ যে পরিক্রম, ফল নাহি তায় রে।
আর কেন কর হেলা, ভাঙ্গিল দেহের খেলা,
অতএব এই বেলা ভাবহ উপায় রে।
সংসার বিস্তার হাট, দেখিতে সুন্দর ঠাট,
নাটুয়ার ঘোর নাট সদাই নাচায় রে।
ঠাট-নাট বুঝে যারা, নেচে নাহি হয় সারা,
পুতুল না চায় তারা পুতুল নাচায় রে॥
এ ব্রহ্মাণ্ড যার ভাণ্ড, কে বুঝে তাহার কাণ্ড,
হাটেতে ভাঙ্গিয়া ভাণ্ড, কি খেলা খেলায় রে।
করিয়া কামনা-কল্প, ফাঁদিলে লোভের গল্প,
সেই গল্প নহে অল্প, নাহি তার সায় রে॥
বারবার ফিরে আসা, আনায় বাড়ায় আশা,
বাঁধিলে ভোগের বাসা, কর্ম্মভোগ তায় রে।
বিষ ভেবে মকরন্দ, বিষয়ে করিছ দ্বন্দ্ব,
দীপধারী নিজে অন্ধ, দেখিতে না পায় রে॥
না জানিয়া আপনারে, আপন ভাবিছ কারে,
জান না যে এ সংসারে শত্রু পায় পায় রে।
অতি খল অবিমল, মহাবল রিপুদল,
দেবে শেষ রসাতল ছল যদি পায় রে॥
কার বলে তুমি চল, কার বলে কর বল,
বিশ্বাস কি আছে বল, মেঘের ছায়ায় রে।
না রহিলে নিজ পদে, ঢুলিলে অজ্ঞান-মদে,
উলিলে পাপের হ্রদে ভুলিলে মায়ায় রে॥
আমি যাহা ভাল কই, তুমি তাহা কর, কই,
মিছামিছি হই হই, শেল লাগে গায় রে।
গায়ের জ্বালায় জ্বলি, ডাক্ ছেড়ে তাই বলি,
ভাই ভেয়ে দলাদলি, তোমায় আমায় রে॥
আমি বলি ঘরে চল, বনে যাই তুমি বল,
শিখালে এমন ছল, বল কে তোমায় রে॥
আমার বচন লও, আমার নিকটে রও,
নিরুপায় কেন হও থাকিতে উপায় রে॥
যত্ন করি প্রাণপণে, সুখ-ফল অন্বেষণে,
বিষয়-বাসনা-বনে ভ্রমিছ বৃথায় রে।
ভয়ানক এই বন, সঙ্গে নাই লোকজন,
ফিরে যাই ওরে মন আয় আর আয় রে॥

সুখ-দুঃখ

চক্রবৎ সুখ-দুঃখ ঘুরিছে সংসারে।
জীবের ক্ষমতা নাই শিবের ব্যাপারে॥
যে সময় দয়াময় যাহারে সদয়।
সে সময় তার হয় অতি শুভোদয়॥
ধনে জনে লক্ষ্মীলাভ ভাগ্য-ফুল ফোটে।
ধিধি-রবে যশ তার দশ দিকে ছোটে॥
দয়াময় বিভু পুনঃ হইলে নিদয়।
পূর্ব্বকার ভাব তার নাহি আর রয়॥

সম্পদের পদে হয় বিপদের বাস।
শুকাইয়া ভাগ্য-ফুল নাহি থাকে বাস॥
অনুতাপে অনুতাপে অন্তরে অসুখ।
দিন দিন দীনভাবে পায় কত দুখ॥
সেরূপ সম্ভ্রম আর নাহি পায় দেশে।
ধন যায় মান যায় প্রাণ যায় শেষে॥
দস্যুভাব ধরে কত পোষ্য অনুগত।
ক্রমে হয় প্রতিকূল অনুকূল যত॥
কখন্ কিরূপ হয় কিছু নাই স্থির।
ভবের এ ভাব দেখে সবাই অস্থির॥
স্থিররূপে দৃষ্টি নাই সম্পদ-বিপদে।
মুগ্ধ হয়ে আছে জীব মোহরূপ মদে॥

তত্ত্ব-বোধ

দেহ হয় ক্ষীণ ক্রমে দেহ হয় ক্ষীণ।
কালের অধীন তুমি কালের অধীন॥
ভবে আর রবে কত, কাল যত হয় গত,
নিকট হতেছে তত মরণের দিন।
কালের অধীন তুমি কালের অধীন॥

উপদেশ লও মন উপদেশ লও।
স্থিরভাবে রও সদা স্থিরভাবে রও॥
পাবে রত্ন নিজপুরে, ভ্রমে কেন ভ্রম দূরে,
মিছে কেন ভব ঘুরে ভবঘুরে হও।
স্থিরভাবে রও সদা স্থিরভাবে রও॥

লহ সুবিধান মন লহ সুবিধান।
জুড়াইবে প্রাণ তাহে জুড়াইবে প্রাণ॥
এ ভব যাহার কৃত, সে তব হৃদয়ে ধৃত,
হয়ে প্রীত কর চিত প্রেমামৃত পান।
জুড়াইবে প্রাণ তাহে জুড়াইবে প্রাণ॥

বিফল বিচার মন বিফল বিচার।
এক বিনা আর নাহি এক বিনা আর॥
একেতেই সব হয়, একেতেই সব লয়,
একেতেই একময় সব একাকার।
এক বিনা আর নাহি এক বিনা আর॥

মন রে আমার শুন মন রে আমার।
সকলি অসার আর সকলি অসার॥
এক ভাবে ভাব রাখি, যে দিকে ফিরাবে আঁখি,
দেখিবে সকল ফাঁকি, এক মাত্র সার।
সকলি অসার আর সকলি অসার॥

আমার আমার মিছে আমার আমার।
নহে আপনার কেহ নহে আপনার॥
আমি তুমি কেন কই, আমি যার তার হই,
এ জগতে হরি বই কেহ নাই আর।
নহে আপনার কেহ নহে আপনার॥

কর সদুপায় মন কর সদুপায়।
দিন বয়ে যায় মিছে দিন বয়ে যায়॥
কাজেতে কর না হেলা, এই বেলা লও পেলা,
এখনি ভবের খেলা হয়ে যাবে সায়।
দিন বয়ে যায় মিছে দিন বয়ে যায়॥

নিবৃত্তি আশ্রয়

সংসারের মাঝে এই কুহক-কানন।
কত দূর ব্যাপিয়াছে নাহি নিরূপণ॥
জ্ঞানহীন পশু সম হয়ে তুমি মন।
মতিভ্রমে বনে আসি করিছ ভ্রমণ॥
কিসে হয় হিতাহিত না জানিয়া সার।
ইচ্ছামতে করিতেছ আহার বিহার॥
অবিরত আছ রত সুখ অন্বেষণে।
কালরূপ ব্যাধ-ভয় নাহি হয় মনে॥
শমন সংহার-বেশে বিস্তারিয়া গ্রাস।
কিছু তার স্থির নাই কবে করে গ্রাস॥
প্রকট বিকট মুখ নিকট তোমার।
কষিত কনক-কায় করিবে আহার॥
অতএব মন ভায়া সাবধান হও।
ভ্রম-পথ ছেড়ে দিয়া জ্ঞান-পথ লও।
এই বেলা কর তবে সমুদয় ক্রিয়া।
গহন দহন কর হুতাশন দিয়া॥
কাঁটাময় তরুচয় পুড়ে হ'লে ছাই।
কুহক-কানন আর রবে না রে ভাই॥
বন হ'লে পরিষ্কার সব দিকে ভালো।
দেখিয়া হাঁটিবে পথ সমুদয় আলো॥
নিত্যধামে গিয়া শেষ পাবে নিত্য সুখ।
স্ব ভাবে দেখিতে পাবে স্বভাবের মুখ॥

নিয়ত নিরাশা তবে রবে অনুগত।
আদা আশা হবে তার আশা-পথ হত॥
স্বভাবে নিষ্কাম হও ভাব রাখি স্থির।
জ্ঞান-অস্ত্রে ছেদ কর কামনার শির॥
কামনায় করে কর্ম্ম ভ্রমপথগামী।
তাহে তুমি তুমি নও আমি নই আমি॥
ভোগের আশায় জীব যত করে যোগ।
সে যোগের যোগে শেষ শুধু অনুযোগ॥
পুত্র হেতু কর তুমি যাগ-যজ্ঞ কত।
সে পুত্র তোমার কোলে কেন হয় হত॥
কর ব্রত উপবাস ধনের কারণ।
কি হেতু বিনাশ পায় তোমার সে ধন॥
ভোগের সম্ভ্রম বল কোথায় তোমার।
ভোগ ভোগ এই ভোগ কর্ম্মভোগ সার॥
কর্ম্মকাণ্ড ভাণ্ডাভাণ্ড বস্ত কোথা তার।
প্রবৃত্তি-প্রয়াসে হয় পাপের সঞ্চার॥
নিবৃত্তি আশ্রয় কর বোধের সহিত।
প্রবৃত্তি বিনাশ হ'লে তবে হবে হিত॥
ঈর্ষা, মোহ, অহঙ্কার, দূর হবে সব।
ক্রমে ক্রমে হংসযোগে রবে মাত্র রব॥
পরমাত্মা পরিতুষ্ট সদা সেই রবে।
সে ভাবে মিশায়ে ভাব মুগ্ধ তুমি রবে॥
ওহে মন বার বার কি কহিব আর।
একমাত্র সার আর সকলি অসার॥
অতএব সার বলি এক রসে মজ।
একের প্রেমিক হয়ে একমাত্র ভজ॥

কালধর্ম্ম

ভাগ্যরূপ চারুতরু হ'লে ফলবান্।
সুফল-সম্ভোগে নর হয় বলবান্॥
শরীর সদনে সদা সুখের প্রবেশ।
প্রতিকূল অনুকূল দ্বেষহীন দেশ॥
সমুদয় প্রিয় হয় নাহি লয় দোষ।
সদা শুদ্ধ থাকে রুদ্ধ কুবেরের কোষ॥
কুকর্ম্ম-কলাপ কভু কেহ নাহি ধরে।
দিক্‌দশ হয়ে বশ যশ গান করে॥
কিন্তু হয় যে সময় ভাগ্যের অভাব।
তখনি অমনি তার আর এক ভাব॥
অনুরাগ আপনি প্রকাশ করে রাগ।
বিরাগে বিলুপ্ত হয় সুরাগ-পরাগ॥
পরিজন প্রিয়জন নাহি করে হিত।
একেবারে হয়ে উঠে সব বিপরীত॥
কোনরূপে নাহি হয় ভাল প্রণিধান।
আপনি বিনাশ করে আপনার প্রাণ॥
পাঁকেতে পতিত হ'লে মহাবল করী।
ছাড়ে ভেক ভীমরব উপহাস করি॥
সময়ে সকলি হয় অসম্ভব কিবা।
সময়েতে শিব হয় শঠরাজ শিবা॥
কেতু যুক্ত, গ্রাস ভুক্ত, অতি ভয়ঙ্কর।
পতঙ্গ, পতঙ্গ সম অঙ্গ থর থর॥
হরি হরি নিজ স্থান করিলে প্রয়াণ।
পুচ্ছ তুলে কুচ্ছ গায় গুনীর সন্তান॥
সরোবরে সুশোভিত কোমল কমল।
মনোহর সুখকর স্বভাবে অমল॥
জগতের দীপ্তিদাতা রবি ছবি ধরে।
প্রভাতে প্রভাতে তারে প্রকটিত করে॥
কিন্তু দেখ কমলিনী ছাড়া হ'লে দল।
হরি লয় শোভা হরি, শুষ্ক করি দল॥
হুতাশন-প্রিয়তম-সখা সমীরণ।
প্রবল অনলে হয় বৃদ্ধির কারণ॥
কেমন বিচিত্র ভাব ধরে সেই বায়ু।
আলিঙ্গনে শেষ করে প্রদীপের আয়ু॥
চক্রকারী চক্রাধারী প্রভু ভগবান্।
ব্যাধের বাণের ঘায় হারালেন প্রাণ॥
ভাগ্যহীনে বুদ্ধি-হীন বৃদ্ধ হয় শিশু।
পেরেকের খোঁচা খেয়ে মরিলেন "ইশু"।
সকলের জ্ঞানদাতা সিদ্ধ যার বাক্।
কাটে চুল বেঁধে ডুবে মলো সেই ডাক॥
যে জনায় যে সময় সুসময় হয়।
সুখ আসি নিজে লয় তাহার আশ্রয়॥
অভাব না থাকে কিছু বাড়ে যশ মান।
সব দিকে হয়ে উঠে সবার প্রধান॥
বিকসিত হ'লে ফুল অলিকুল যত॥
গুণ গুণ করি তায় গুণ গায় কত॥
মধুহীন হ'লে পরে নাহি আসে আর।
নূতন কুসুমে করে প্রণয় প্রচার॥
সময়ের দোষে সব বিপরীত ঘটে।
কালধর্ম্ম এক পদ বটে কি না বটে॥

হৃদয়ের প্রতি

(১)

ভেদে এক সর্ব্বজই, সর্ব্বত্যাগী হয়ে রই,
আর যেন বিষয়ের কিছুতেই থাকিনে।
যে আমি সে আমি রব, আমিই আমার হব,
আমি বিনা আর কার সঙ্গ যেন রাখিনে॥
হৃদয়ে উদয় বোধ, দূরে যাবে দ্বেষ ক্রোধ,
অনুরোধ করে যেন কারে আর ডাকিনে।
সত্য এক জেনে সার, করি সত্য ব্যবহার,
মিথ্যার মেঘেতে যেন সত্য-শশী ঢাকিনে॥
ছাড়িয়া নিগূঢ় তত্ত্ব, ভুলে এক সার তত্ত্ব,
মানমদে হয়ে মত্ত, আর যেন পাকিনে।
ভুলের আশ্রয় ধরি, কুলের গৌরব করি,
ফুলের ফাঁপুনি স্থায় ঝাঁকে যেন ঝাঁকিনে॥
বচনেতে বিষমাথা, যত সব মুখ বাঁকা,
দেখিয়ে সে বাঁকামুখ, আর যেন বাঁকিনে।
পদ মাত্র প্রাণাধিক, পদের রাখিব ঠিক,
মদের নেশার ঝোঁকে, আর যেন ঝাঁকিনে॥
ওরে ওরে মনোরথ, চল তুমি তত্ত্ব-পথ,
ভ্রম-পথে তোমারে হে, আর যেন হাঁকিনে।
নিরাহারে যায় প্রাণ, নীরাহার স্থবিধান,
তবু যেন তোষামুদি তিক্তরস চাকিনে॥
অজ্ঞানের তুলি লয়ে, চিত্রকর পোটো হয়ে,
হৃদয়ের পটে যেন, রাগছবি আঁকিনে।
ওরে মন বড়দাদা, ভাই তুমি হও শাদা,
নিন্দকের নিন্দা-কাদা গায়ে যেন মাখিনে॥
শোন্ শোন্ ওরে মন, স্থির হয়ে বাপধন,
তুমি যদি স্থির হও, তবে আমি টলিনে।
নিজ-ভাব ভাব রাখি, নিজ-ভাবে বসে থাকি,
এদিক্ ওদিক্ আর কোন দিকে চলিনে॥
মানী হই যার মানে, সে যদি আমায় মানে,
অপরের অপমানে, অভিমানে গলিনে।
বাহুবলে ধনবলে, যে যা বলে, বলে, বলে,
বলী হয়ে ধর্ম্মবলে কারে কিছু বলিনে॥
ঘরে ঘরে দলে দলে, দলুক, যে দলে দলে,
মিশে আমি কার দলে কারে যেন দলিনে।
মিছে মিছি ছলে ছলে, ছলুক, যে যত ছলে,
ছল ক'রে আমি যেন কারে আর ছলিনে॥
রাগ-দ্বেষে সদা রত, হিতাহিত জ্ঞানহত,
সে মতের পথে যেন আমি আর চলিনে।
কে করিছে দ্বেষাদ্বেষ, এ কথা জানিলে দেশ,
তবে আর আমি কভু দ্বেষানলে জ্বলিনে॥
কাঞ্চনের কান্তি যাহা, কিছুতে কি যায় তাহা,
পুড়ে ঘোষে তার প্রভা বৃদ্ধি করে মলিনে।
শীলতা যাহার বল, তারে তুষ্ট সাধু-দল,
ভেক করে উপহাস অলি বসে নলিনে॥
ঘোর শত্রু যে তোমার, অনুগত তুমি তার,
দুর দুর দুরাচার হয়ে কেন মলিনে।
অভিমান-দম্ভ-রোগ, শরীরে করিছে ভোগ,
প্রতীকার ব্যবস্থার কোন কথা কলিনে॥
তথ্যরূপ পথ্য যেটি, তোমারি ত তথ্য সেটি,
কবিরাজ বৈদ্য হয়ে ব্যবসায়ী হলিনে।
গুপ্তভাব ব্যক্ত কর, রিপুরোগ হয় হর,
ঔষধে অভাব কি রে বিবেকের থলি নে॥
একেবারে সোজা হও, কার ভার বোঝা বও,
যার তার ভার আর মস্তকেতে বস্‌নে।
যে তোমার তুমি তার, এই মাত্র ব্যবহার,
আপনার বিনা আর কোন কিছু লোস্‌নে॥
যে তোমার হিতকারী, হও তার আজ্ঞাচারী,
পরের নিকটে গিয়ে কোন কথা কস্‌নে।
কিন্তু অভিমান-বলে, পাপ-কথা যারা বলে,
সে পাপ তেজের কথা কোনমতে সোস্‌নে॥
বাহিরে থাকুক কালো, অন্তরে জ্বলুক আলো,
ভিতরেতে স্নেহ কর, রসময় মোস্‌নে॥
মত্ত যেই অহঙ্কারে, যেও না রে তার দ্বারে,
অসতের বসতের নিকটেতে রোস্‌নে।
বলি মন ওরে ওরে, হরে হরে এ কথরে,
দুখরের বস্তু তুই, কখনই নোস্‌নে।
তুমি মাত্র সর্ব্বমূল, তোমার কি জতি, কুল,
জাতি কুল অভিমানে শতধরে হোস্‌নে॥
শান্তিরূপ সরোবরে, নেলিনে রে নেলিনে।
সুধাময় জল তার খেলিনে রে খেলিনে॥
সন্তোষের সদনেতে গেলিনে রে গেলিনে।
এখন সুপথে মন, এলিনে রে এলিনে॥
গুরুদত্ত তত্ত্বরস ঢেলিনে রে ঢেলিনে।
মধুর সুস্বাদ তার পেলিনে রে পেলিনে॥
এলো যারা এলে তারা আমি কভু এলিনে।
খেলিব সত্যের খেলা লুকোচুরি খেলিনে

আমায় যে ঠেলা মারে তারে আমি ঠেলিনে॥
হেলায় বসিয়া আছি কিছুতেই হেলিনে॥
যে মোট ধরেছি শিরে সে মোট ত ফেলিনে।
বিপক্ষের দিকে আমি আঁখি আর মেলিনে॥
মন তুমি বশ হয়ে দূর কর ভাবনা।
আশার অধীন হয়ে কার কাছে যাব না॥
পরের প্রত্যাশা-পাশে পরিতাপ পাব না।
নত হয়ে পায়ে প'ড়ে অন্ন আর খাব না॥
যেখানেতে অহঙ্কার সেখানেতে ধাব না।
মানী লোকে মান দিবে যেচে মান চাব না॥
ঈশ্বরের গুণ বিনা কার গুণ গাব না।
ভাব ভাব ভাব তাঁরে ভাব না রে ভাব না॥
বল বল ধর্ম্মবল বল আর নাই রে।
দোহাই দোহাই সেই ধর্ম্মের দোহাই রে॥
পেয়েছি ধর্ম্মের পথ ছাড়িব না ভাই রে।
চল চল চল মন এই পথে যাই রে॥
সত্যধন কোথা আছে বল শুনি তাই রে।
সদা সুখে এক মুখে সত্যগুণ গাই রে॥
এ দিক্ ও দিক্ আর দুদিকে না চাই রে।
দুমুখ শাঁকিনী সাপ হতে নাহি চাই রে॥
কোথা আছ সত্যবাদী কোথা দেখা পাই রে।
নত হয়ে প'ড়ে তার চরণে লুটাই রে॥
বাহিরে মাখাল ফল দেখিতে সবাই রে।
ভিতরে পাপের হ্রদ নাহি মিলে থই রে॥
হাজারের মাঝে দেখি বাজায়ে গোঁসাই রে।
গোপনে দেখিতে পাই সে গোঁসাই সাঁই রে॥
সত্য কই কারে কই কোথায় বেড়াই রে।
কষ্টকর অষ্টপাশ কেমনে এড়াই রে॥
মিথ্যার বাতাস জোর হাঁকে সাঁই সাঁই রে।
লঘু হয়ে তার আগে কেমনে দাঁড়াই রে॥
ছলনার মাটী আর কেমনে মাড়াই রে।
সাধু সত্য ব্যবহার কিরূপে ভাঁড়াই রে॥
কেবা শুচি কে অশুচি ভেবে হ'ল বাই রে।
কিসে পাপ কিসে পুণ্য কারে বা বুঝাই রে॥
ইনি উনি যিনি তিনি ভস্ম আর ছাই রে।
মাতালে মাতাল বলে এ বড় বালাই রে॥
সত্য-রথ সত্যমত কেমনে চালাই রে।
লোকালয় ছেড়ে তাই পালাই পালাই রে॥
অবিচারে সুবিচার নাহি পায় ঠাঁই রে।
সকলি ধনের বশ বলি হারি যাই রে॥

(২)

মহারাজ মন তুমি নিজে মহাশয়।
ছল-চক্রে পোড়ে কেন হও দুরাশয়॥
ইন্দ্রিয় মৃগের পতি রাজা তুমি হরি।
হরি হয়ে কার্য্যদোষে কেন হও হরি॥
হরি, হরি ধরি, পেয়ে প্রভাবে প্রকাশ।
হরি হরি সেই হরি প্রভা-কর নাশ॥
জগৎ জুড়ায় হরিরব-সুধাপানে।
হরি রবে সকলেই হাত দেয় কানে॥
হরি হয়ে ধর্ম্ম কেন হরির মতন।
হরিনামে কেন কর কলঙ্ক ধারণ॥
জগৎ তোমার বটে কিন্তু এক নয়।
সমুদয় জগৎ তোমার বশে রয়॥
অভিমানী জগতের মিছে মাত্র ভাষ।
মিছে মাত্র ভাস তার মিছে মাত্র ভাস॥
বিবেকী জগৎ করে সত্যের প্রকাশ।
সত্যের আভাস তায় সত্যের আভাস॥
মন তব মনে আছে বিষম বিকার।
জগতের ভুল তাই কর না স্বীকার॥
কর্ত্তারূপে ভ্রম তব জগৎ-সৃজনে।
জগৎ বজায় থাকে ইচ্ছা তাই মনে॥
নিত্যধন সনাতন একমাত্র সৎ।
জগৎ অসৎ তাই জগৎ অসৎ॥
নিত্য হরি সৎ মন বস্তু তুমি খাঁটি।
জগতের সঙ্গদোষে কেন হও মাটী॥
অহঙ্কারে অহঙ্কার কোটি ক্ষণে ক্ষণে।
অহং কার একবার নাহি পড়ে মনে॥
অভিমান সুরাপানে দেখিতে না পাও
জগৎ হাসাও তুমি জগৎ কাঁদাও॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অহঙ্কার।
এ সকল বটে তব নিজ পরিবার॥
দ্বেষ হিংসা আদি করি আর আর যত।
অনুগত ভেবে তুমি তাহে অনুরত॥
বিবেক বৈরাগ্য আর বস্তুর বিচার।
এরা কি হে নহে মন তব পরিবার॥
কৃপা মৈত্রী শ্রদ্ধা শান্তি দয়া আর ক্ষমা।
এরা কি হে নহে মন তব প্রিয়তমা॥
কুবৃত্তির প্রবৃত্তির পেয়ে পরিবাদ।
তাকাও না সে দিকেতে পাকাও বিবাদ॥

মহামোহ-দলে মিশে দলাদলি ঘোঁট।
এদেরি উপরে যত করিতেছ চোট॥
অভিমান অহঙ্কার রাগ দ্বেষ লয়ে।
বাড়াবাড়ি আড়া-আড়ি ছাড়াছাড়ি হয়ে॥
বিবেকীর দলপাশে বদ্ধ আছে যারা।
ঈশ্বরপ্রেমিক সব সত্যপ্রিয় তারা॥
পরিবার ছাড়া নয় তারা ত তোমার।
বাধ্য হয়ে আনুগত্য করে ত স্বীকার॥
তথাচ তাদের প্রতি কর তুমি হেলা।
ঠেলিতেছ বলে পায়ে মেরে কত ঠেলা॥
ঠেলাঠেলি করিতেছ ঠেলা মেরে পায়।
কতদূর ঠেলা হবে এ ঠেলার দায়॥
তারা যদি ঠেলে দেয় তখন কি হবে।
ঠেলা হয়ে আর তুমি তুমি নাহি রবে॥
এ কথাট মহারাজ বলি কার কাছে।
ডাল-পালা মারা গেলে গুঁড়ি কিসে বাঁচে।
যে সকল হয় তব অঙ্গের প্রধান।
তাদের ছেদন করা এই কি বিধান॥
হস্ত পদ আদি যদি কর পরিহার।
দেহের গৌরব রবে কোথায় তোমার॥
আপনি করিলে নাশ আপনার বল।
কার্য্যদোষে আপনিই হইবে অচল।
অধীন তাহারা বটে কিন্তু নহে হীন।
অধীনে রাখিতে পার তবেই অধীন॥
নতুবা স্বাধীন হয়ে বিবেকের দল।
নিজ নিজ সাধ্যমত প্রকাশিবে বল॥
সত্যের প্রচার হবে সত্যের প্রচার।
রহিবে না তাহে আর মিথ্যার ব্যাপার॥
যখন উঠিবে তারা বিদ্যা প্রকাশিয়া॥
কোথায় রহিবে তব অবিদ্যার ক্রিয়া॥
বোধের উদয় এসে হইবে যখন।
তোমার ক্রোধের দশা কি হবে তখন॥
জান কি রে জান কি রে কি হয় অতীত।
বল না রে বল না রে কে হয় পতিত॥
নিরন্তর নতভাবে নত যারা রয়।
পতিত না হয় তারা পতিত না হয়॥
প্রমাণ এমন আছে প্রমাণ এমন।
উপরেতে উঠে যেই সে হয় পতন॥
ইন্দ্রিয়ের অধিপতি তুমি একাদশ।
হও হও হও মন আপনার বশ॥
হয়েছ প্রবীণ তুমি হয়েছ প্রবীণ।
এ সময়ে কেন আর হও পরাধীন॥
রিপুর করেতে সোঁপে বপুর ভাণ্ডার।
কর্ত্তা হয়ে তুমি যদি কর অবিচার॥
মহিমা না রবে তায় এই ভয় করি।
যে শুনিবে সে বলিবে হরি হরি হরি॥
তাই বলি কার্য্য কর কর্ত্তার মতন।
কর কর কর নিজ তত্ত্বের সাধন॥
তুমিই ত সেই তুমি আর কিছু নয়।
স্বরূপ হইলে তবে বিরূপ কি হয়॥
সহজেই হবে এসে প্রবোধ প্রকাশ।
হৃদয়ে ধরিয়ে ক্ষমা ক্রোধ কর নাশ॥

জীবের প্রতি

(১)

সুকৃতি সাধন করিয়ে কতই,
হ'লে তুমি জীব নর রে।
ইন্দ্রিয় সহিত সুখের সদন,
পেলে চারু কলেবর রে॥
যে কিছু দেখিছ এ ভবভবনে,
অতিশয় মনোহর রে।
সভাবে স্বভাব স্বভাব সাধিছে,
হয়ে মহামোহকর রে॥
সতত হতেছ মোহেতে মোহিত,
সমুদয় চরাচর রে।
নদ নদী কত বন উপবন,
জলনিধি জলধর রে॥
ফলফুলময় লতা তরুবর,
শোভে ধরা ধরাধর রে।
বিনোদ গগনে রাজিত-সুচারু,
দিবাকর নিশাকর রে॥
ভূচর খেচর বায়ু বারিচর,
প্রাণী দেখ বহুতর রে।
প্রকৃতি-প্রসাদে পৃথক্ পৃথক্,
প্রমোদিত পরস্পর রে॥
গুন্ গুন্ স্বরে কমল-কেশরে,
মধু পিয়ে মধুকর রে।
কমলে কমল কুমুদকুসুম,
সুশীতল-সরোবর রে।

সুরভি-সুবাসে, আমোদ বিতরে,
সমীরণ ফরফর রে।
শীতল-পরশ সরস-শরীর,
বাস নাসা বাসাচর রে।
কানন-কুটীরে, কোকিল কলাপ,
কুহরে মধুর স্বর রে।
নিজ নিজ ভাবে, ভাবে দ্বিজ যত,
সহ প্রিয় সহচর রে॥
দেখ জল স্থল, অনল আকাশ,
অনিল শীতলকর রে।
ভূতের ব্যাপার, ভৌতিক সকলি,
পাঁচ ভূতে এক ঘর রে॥
পিতা মাতা আদি জাতি জ্ঞাতি যত,
সুত সুতা সহোদর রে।
সম্পদ বিভব, ভোগের বিষয়,
নহে কভু স্থিরতর রে॥
অনিত্য হইয়া, কেমনে এ সব,
হবে চিরসুখকর রে।
এই এই এই, সেই সেই সেই,
নেই নেই নেই স্বর রে॥
অতএব শিব, শিব যদি হবে,
উপদেশ ধর ধর রে।
মায়া-জায়া-ছায়া ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না,
সর সর সর সর রে॥
অভিমান আদি, লোভ মোহ যত,
ভ্রম হর হর হর রে।
শেষ জেনে এক, শেষ কর সব,
দ্বেষজ্বরে কেন জর রে॥
বোধের অসিতে, ক্রোধের সংহার,
কর কর কর কর রে।
উলঙ্গ রয়েছে, বিবেক-বসন,
পর পর পর পর রে॥
কাহার ভয়েতে কাতর হইয়া,
কাঁপিতেছ থর থর রে।
নিকটে অভয়, ভয় তবে কিসে,
কার ডরে তুমি ডর রে॥
ত্রিতাপে তাপিত, হয়ে তুমি আর,
তাপ পেয়ে কেন মর রে।
অন্তর অন্তরে, আনন্দ-কাননে,
চর চর চর চর রে॥

ভাবের আকাশে, নয়ন-যুগল,
হয় যেন নীরধর রে।
হরিগুণগানে, পুলকে প্রেমাশ্রু,
ফেলে যেন দরদর রে॥
সন্তোষ-সলিলে, মানস-সাগর,
ভর ভর ভর ভর রে।
বিষয়-বাসনা, বিষম-বারিধি,
তর তর তর তর রে॥
ভাব না কেন রে, ভাবনা কেন রে,
ভবের ভাবিকবর রে!
যাহারে ভাবিলে, ভাবনা থাকে না,
ভাব ভাবে করি ভয় রে॥
অরির বরেতে, শরীর সূচনা,
হরির ধারণা ধর রে।
ধ্যানে জ্ঞানে মনে, জপ জপ জপ,
হর হর হর হর রে॥
সকলি অনিত্য, নিত্য শুধু সেই,
পরমপুরুষপর রে।
সদা সর্ব্বক্ষণ সেই, নিত্যধন,
স্মর স্মর স্মর স্মর রে॥

(২)

বিফলে সময়, যদি কর ক্ষয়,
অসময় কিবা হবে রে।
নিজ-বোধহীন, হয়ে ভ্রমাধীন,
কত দিন আর রবে রে॥
শরীর-রতন, নহে চিরধন,
এত ভ্রম কেন তবে রে।
নাহি জান জীব, আপনার শিব,
অশিব ভুগিছ ভবে রে॥
কত দিন আর, আমার আমার,
অভিমান-ভার ববে রে।
আর কত কাল, বিষম বিশাল,
রিপু ষড়জাল সবে রে॥
এখন চেতন, হ'ল না চেতন,
চেতন পাইবে কবে রে।
পরিহরি সব, হরি হরি রব,
মুখে আর কবে কবে রে॥
পরম সুধার, সুমধুর তার,
আর কতক্ষণে লবে রে।

কর রে সাধন, পাইবে সুধন,
নিধন হইবে যবে রে ॥
করিতে ভাবনা, কিসের ভাবনা,
কেন রে ভাবনা ভাবে রে।
ভাবি ভাবময় তাহারে সদয়,
ভাবেতে যে জন ভাবে রে॥
ভাব না বুঝিয়ে, ভাবনা করিয়ে,
কেমনে ভাবনা যাবে রে।
ভাবের বিষয়, হ'লে ভাবোদয়,
অনাসে সে ধন পাবে রে ॥
বাহিরে থাকিয়া, বাহিরে দেখিয়া,
মিছে কেন কাল হর রে।
শুন বলি সার, জাগো একবার,
ঘুমে কেন আর মর রে ॥
ঘরের ভিতর, আছে এক ঘর,
যে ঘরে প্রবেশ কর রে।
মহা মূলধন, রয়েছে গোপন,
সেই ধন গিয়া ধর রে ॥
দিবস থাকতে, পাইবে দেখিতে,
অতিশয় মনোহর রে।
এলে পরে নিশা, হারাইবে দিশা,
আঁধার হইবে ঘর রে ॥
কাল আর নাই, দিনে দিনে ভাই,
কর তুমি তাই কর রে।
নিয়ে সার ধন, সুখে তুমি মন,
আশা-পাশ হতে তর রে ॥
করুণা-কমল, করিয়া অমল,
অলি হয়ে তায় চর রে।
পাপ-অন্ধকার, কেন রাখ আর,
প্রভাকর প্রভা কর রে ॥

পরমায়ুঃ

যত দিন আয়ু-বায়ু না হইবে নাশ।
তত দিন সুখে কর জগতে বিলাস ॥
কালের কুটিল গতি দেখ দেখ জীব।
সাধ্যমতে সিদ্ধ নিজ নিজ নিজ শিব ॥
যদবধি পরমায়ুঃ দেহঘটে রবে।
তদবধি কিছুতেই মরণ না হবে ॥
বিজন বিরল বনে করিলে প্রবেশ।
বাঘ আদি জন্তুগণ করিবে না দ্বেষ ॥
তক্ষক আসিয়া ক্রোধে দংশে যদি গায়।
রক্ষক হইয়া বিভু বাঁচাবেন তায় ॥
পর্ব্বতের চূড়া হতে হইলে পতন।
যাতনা হবে না দেহে যাবে না জীবন ॥
গভীর জলধি-জলে মগ্ন যদি হয়।
অনাসেই পাবে প্রাণ নাহিক সংশয় ॥
দাবানলে বেষ্টিত যদ্যপি কর তায়।
অনলের তাপ তার লাগিবে না গায় ॥
পারিবে না পোড়াইতে প্রবল অনল।
আয়ু তারে বাঁচাইবে করিয়া শীতল ॥
দৈববলে কোনরূপ না হয় ব্যাঘাত।
প্রবেশ করে না দেহে অস্ত্রের আঘাত ॥
তখনি মরিবে হ'লে জীবন অতীত।
অকালে কালের করে কে হয় পতিত ॥
পরমায়ু মহাধন স্থিত থাকে যার।
কে পারে অকালে তারে করিতে সংহার ॥
শত শত শরাঘাতে স্থির হয়ে রয়।
উদরে ঢুকিয়া বিষ সুধা সম হয় ॥
সময় হইগা শেষ আয়ু যায় যার।
কিছুতেই কোনরূপে রক্ষা নাই তার ॥
সদুপায় যত সব বিফল হইবে।
তৃণের আঘাত পেয়ে তখনি মরিবে ॥
ঈশ্বর আপনি আসি করেতে লইয়া।
যদ্যপি ঔষধ দেন ভিষক হইয়া ॥
তথাচ হবে না তায় কিছু প্রতীকার।
আয়ুর অন্যথা করে সাধ্য আছে কার ॥
কনক-কুটীর-কায় আঁধার করিয়া।
প্রাণের প্রদীপ যায় আপনি নিবিয়া ॥
হয়ে শব যায় সব পড়ে ধরাতলে।
সে দীপ কি কোন কালে পুনর্ব্বার জ্বলে ॥
এইরূপ চলিতেছে অখিল সংসার।
এই দেখি এই আছে এই নাই আর ॥
এই এই সেই সেই করিতে করিতে।
এইরূপে এক দিন হইবে মরিতে ॥
চিরকাল এই ভবে কেহ নাহি রবে।
এইরূপে হয় আর লয় পায় সবে ॥
কাল-কাল-মহাকাল মহেশ্বর যিনি।
সদা কাল সমভাবে স্থিতমাত্র তিনি ॥

কালের অতীত সেই কালের ঈশ্বর ।
সকলি নশ্বর আর সকলি নশ্বর ॥
চিরকাল স্থির কাল কালে কালভেদ ।
বুঝিলে কালের মর্ম্ম দূর হয় খেদ ॥
কালে হয় রেণুযোগে পর্ব্বত-সৃজন ।
কালে হয় সেই গিরি ভূতলে পতন ॥
কালে হয় মহাবন নগর-প্রধান ।
কালেতে নগর হয় বনের সমান ॥
কালেতে গোষ্পদ হয় সাগর অপার ।
কালেতে সাগরে হয় দ্বীপের সঞ্চার ॥
অতিশয় দীন আদি অধীন স্বাধীন ।
কালের অধীন সব কালের অধীন ॥
পরিপূর্ণ হ'লে কাল কেহ নাহি রয় ।
কালের বিচিত্র খেলা বুঝিবার নয় ॥
কাল প্রাপ্ত হ'লে পরে প্রকাশিয়া গ্রাস ।
রাহু আর কেতু করে রবি শশী গ্রাস ॥
নিয়ৎ নিকট হ'লে নাহি রয় কেহ ।
ভক্ষ্যেতে ভক্ষণ করে ভক্ষকের দেহ ॥
কালেতে বানর নর একত্র হইয়া ।
সবংশে রাবণে দিল নিপাত করিয়া ॥
কালেতে রাক্ষসকুল না রহিল আর ।
স্বর্ণময় লঙ্কাপুরী হ'ল ছারখার ॥
অতএব প্রিয়গণ সাবধান হও ।
কালের নিকটে সব উপদেশ লও ॥
এই কাল হইতেছে যাহাতে সঞ্চার ।
ক্ষণকাল প্রেম-ফুলে পূজা কর তার ॥

সকলি অনিত্য

ভ্রান্তি-ঘোরে মুগ্ধ হয়ে কি করিছ মন ।
দগ্ধ করে তব দেহ মোহ হুতাশন ॥
এ বেলা জ্ঞানের সলিলে হয়ে স্নাত ।
আপনার স্বভাবে আপনি হও জ্ঞাত ॥
ভোগের ভবন নহে এই কলেবর ।
যোগের গঠন সব রোগের আকর ॥
যে কিছু সুন্দর শোভা যৌবন অবধি ।
পরিশেষে শুষ্ক হয় লাবণ্য-জলধি ॥
প্রথমে ইন্দ্রিয়-বলে প্রতিভা-প্রকাশ ।
সে সকল তেজ, বল, ক্রমে হয় হ্রাস ॥
স্বভাব স্বভাবে সব প্রভাবে প্রণীত ।
পরে তাহা লয় হয় কিছু নয় স্থিত ॥
খরতর বহে স্রোত সদা একধার ।
নদ নদী ঝিল বিল সব একাকার ॥
প্রবল তরল বেগ বিষম গভীর ।
ছুটে নীর তীর সম ভেদ করি তীর ॥
কল কল কল রব দৃশ্য ভয়ঙ্কর ।
স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়ে ফেরে জলচর ॥
বরষায় এই ভাব স্বভাবে সঞ্চার ।
পরিশেষে সে ভাব না রহে কিছু আর ॥
একেবারে ম্লানমুখ হিম আগমনে ।
মৃদুভাবে করে গতি অতি ক্ষুণ্ণ-মনে ॥
বহুরত্ন-পরিপূর্ণ প্রবল সমুদ্র ।
ঈশ্বরীয় লীলাক্রমে কালে হয় ক্ষুদ্র ॥
না হয় তাহাতে আর তরণীর গতি ।
বিরচিত দ্বীপ তাহে জীবের বসতি ॥
প্রভায় প্রদীপ্ত করে দিক্ সমুদয় ।
কিন্তু সে অচির-প্রভা চিরস্থিত নয় ॥
নানা জাতি বিহঙ্গম সায়াহ্ন সময় ।
বিশ্রাম-কারণে আসি এক বৃক্ষে রয় ॥
পরস্পর সারানিশি সুখে অবস্থান ।
সুমধুর স্বরে করে বিভুগুন-গান ॥
প্রভাত হইলে আর নাহি কার দেখা ।
পরস্পর ছুটে যায় সব হয় একা ॥
সৌরভেতে আমোদিত পুষ্পের কানন ।
প্রকটিত ফুলপুঞ্জ প্রফুল্ল আনন ॥
সম্ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমে ভুঞ্জে কত রস ।
গুণ গুণ গুণ গুঞ্জে মুখে গায় যশ ॥
স্বভাবে শোভিত সব অতি মনোলোভা ।
নয়নে ধরে না সেই মনোহর শোভা ॥
ক্ষণপরে কুসুমের কেশর বিকল ।
হত যশ নাহি রস খ'সে পড়ে দল ॥
শুকাইয়া ধরার হৃদয়ে দেয় ধারা ।
অলিবৃন্দ নিরানন্দ মকরন্দ হারা ॥
গগন করেছে স্পর্শ পর্ব্বতশিখর ।
পতিত মস্তক সহ ধূলায় উপর ॥
গগনে নির্ম্মল শশী সুশীতল কর ।
যাঁহার উদয়ে ফুল্ল জীবের অন্তর ॥
মানুষের মানস-কুমুদ-বন্ধু যিনি ।
অমাগ্রাসে অনুদয়ে মৃত হন তিনি ॥

বিচিত্র বৃহৎ বিশ্ব দৃশ্য যাহা হয়।
সমুদয় নাশ হবে স্থায়ী কিছু নয়॥
না রহিবে বায়ু জল অগ্নি আর ভূমি।
কিছুমাত্র না রহিবে কোথা আমি তুমি॥
শিব হরি প্রভৃতি অমর কেহ নাই।
কালের করাল গ্রাসে পতিত সবাই।
অতএব মন ভাই উপদেশ ধর।
অহঙ্কার-অলঙ্কার পরিহার কর॥
পরাও ভাবের গলে বিবেকের হার।
ওহে চিত্ত ভজ নিত্য সেই সত্য সার॥

সঙ্গীত

(১)

আর কবে ভাই মানুষ হবে?
মানুষ হবে, মানুষ হবে,
আর কবে ভাই মানুষ হবে?
দেখে তোর আকার প্রকার, আচার বিচার,
মানুষ কবে, মানুষ কবে?
হ'তে চাও মানুষ যদি, ভ্রান্তি-নদী
এই বেলা পার হও রে তবে।
মনেরে ব'লে কয়ে, শুদ্ধ হয়ে
ডুব দিয়ে আয় শান্তি-শবে॥
অমৃত খেয়ে সুখে, নীরব মুখে,
মৃত হয়ে যেন রবে॥
লোকেতে বলুক মন্দ, সদানন্দ,
শবেতে সব সবেই সবে॥
নয়নে ছোট বড় দেখবে যারে,
তুষবে তারে প্রিয়-রবে।
জগতে হাঁড়ি মুচি সবাই শুচি,
সমভাবে ভাববে সবে॥
রজনী পোহায় পোহায় হইয়াছে,
তিন ঘড়ি রাত আছে সবে।
এখনি প্রভাত হ'লে কুতূহলে,
নিজ স্থলে যেতে হবে॥
স্বভাবে হও রে সোজা ভূতের বোঝা,
আর কতদিন মাথায় ববে?
ছাড় রে ভোগের আশা, পুন আসা,
হবে না এই ভ্রমের ভবে॥

ভবে না তুমিই রবে, আমি রব,
রবে কেবল রবটি রবে।
চরমে হবে ভাল, গুপ্ত আলো,
প্রভাকরে টেনে লবে॥

(২)

হায়, আমি কি করিলাম এত দিন।
দিন যত গত গত, দিন দিন দীন॥
বৃথায় হইল জন্ম, বৃথায় হয়েছি মম্ম,
অতনু-শাসনে তনু তনু অনুদিন।
ভাবে নাহি ভাবি ভাবি, কার ভাবে মিছা ভাবি,
না ভাবিয়া ভবভাবী, ভেবে হই ক্ষীণ॥
অসার ভাবিয়া সার, হারাইয়া সর্ব্বসার,
কত বা গণিব আর এক দুই তিন।
সহজ আমার ভাই, সহজে না দেখা পাই,
জলে থেকে পিপাসায় মরে যথা মীন॥
সহজে যেরূপ কই, সহজে সেরূপ নই,
মিছা করি হই হই হয়ে বোধহীন।
নাহি হয় অনুভব, এ দেহ হইলে শব,
কোথা ভব, কোথা রব, কোথা হব লীন॥
প্রবৃত্তির অনুরোধে, মাতিয়া বিষম ক্রোধে,
এখন আপন বোধে হতেছি প্রবীণ।
কাল-করী হরি হরি, হরিনাম পরিহরি,
বৃথা কেন কাল হরি হয়ে পরাধীন।
ডাকে প্রভাকরকর, কোথা প্রভাকরকর,
প্রকাশিয়া প্রভাকর শুভদিন দিন॥

(৩)

যুবতী-যৌবন-জলে, ডুব না রে আর।
জ্ঞানহীন লোভী মীন, মানস আমার॥
রমণীর রমণীয়, কলেবর কমনীয়,
ও ত নহে গমনীয়, দুখেরি আধার।
মদন ধীবর কাল, করি কত ষড়জাল,
তাহাতে বিশাল জাল, করেছে বিস্তার।
রতি-রজ্জু করে করি, বসে আছে তটোপরি,
এখনি তোমারে ধরি, করিবে সংহার॥
শান্তি নদী সুবিমল, তাহাতে করুণা-জল
সমভাবে সুশীতল, কত গুণ তার।
সে জলে ডুবিলে পর, ঘুচিবে জেলের ডর
স্থির হয়ে নিরন্তর করিবে বিহার॥

পরম প্রবাহ ভাল, একরূপ চিরকাল,
সে জলে কুহক জাল, ফেলে সাধ্য কার।
খেলিবি আনন্দ করি, দেখে তোরে ক্ষেমঙ্করী, *
যদি লয় পায়ে করি, হবি রে উদ্ধার॥

(৪)

কেহ নাহি আর ভবে কেহ নাহি আর।
সর্ব্বগত তুমি বিভু তুমি সর্ব্বসার॥
কোথা হে করুণাকর, কাতরে করুণা কর,
কৃপাময় নাম ধর, করুণা অপার।
পাপানলে সদা জ্বলি, কার বলে হব বলী,
তোমা বিনা কারে বলি, কে আছে আমার॥
ভবক্ষুধা ক'রে কৃশ, কর হে পরম-ঈশ,
বিষয়-বাসনাবিষ-বারিনিধি পার।
হর হর তাপ হর, পতিতে পবিত্র কর,
তবে বুঝি মহেশ্বর, মহিমা তোমার॥
কেমনেতে স্থির থাকি, মনেরে বুঝায়ে রাখি,
যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখি অন্ধকার।
হৃদয় আকাশে আসি, রবি ছবি ভাস ভাসি,
অজ্ঞান-তিমির রাশি করহ সংহার॥
এই দেখি এই সব, পরে সেই সব শব,
বুঝিতে না পারি তব, এ ভব-ব্যাপার।
ভ্রম যেন নাহি রয়, মোহ যেন নাহি হয়,
দূর কর সমুদয়, মায়ার বিকার॥
নিজ দেহ দেখে স্থূল, মনের হইল ভুল,
নাহি ভাবে সর্ব্বমূল, তুমি মূলাধার।
আত্মভাব রেখে দূরে, না যায় সন্তোষ-পুরে,
কামনা-কাননে ঘুরে করে হাহাকার॥
প্রকাশিয়া নিজ স্নেহ, অধিকার করি দেহ,
মনেরে প্রবোধ দেহ, এসে একবার।
পেলে তব শ্রীচরণ, মোহিত হইবে মন,
আশা-রোগ নিবারণ তবে হবে তার॥
মনের মালিন্য হর, মনেতে বিরাজ কর,
এই মন, কলেবর, বিভব তোমার।
মনোময় রূপ ধরি, দরশন দেহ হরি,
জনম সফল করি হেরে একবার॥
তব রূপ ধ্যানে ধরি, জ্ঞানেতে তোমায় স্মরি,
আর যেন নাহি করি আমার আমার।
অসার সংসার এই, সার ইথে কিছু নেই,
মন যেন ভাবে এই, তুমি মাত্র সার॥

মনভ্রমরের প্রতি করুণা-কুমুদ

শুন রে ভ্রমর-মন, কি ভ্রম।
কি ভ্রমে, কি ভ্রমে, কি ভ্রমে ভ্রম॥
করুণা-কুমুদ-আমোদ ভুলে।
মজিলে কামনা-কমল-ফুলে॥
আদরে তাহারে করিয়া বধূ।
বসিয়া বসিয়া খাইছ মধু॥
আমি ত সতত সলিলবাসী।
তোমার নিকটে হয়েছি বাসি॥
তুমি ত হ'লে না হৃদয়বাসি।
তবু হে তোমারে ভাল ত বাসি॥
নিয়ত নলিনী নূতন রসে।
তোমারে আদরে রেখেছে বশে॥
বধূর মধুর বচন মুখে।
রাখিবে যতনে থাকিবে সুখে॥
ভাল হে নাগর তোমারি ভালো।
নিবিল আমার প্রণয় আলো॥
ভ্রমণ করিয়া কত সরোবর-সলিলে।
বিকশিত শত শত শতদল দলিলে॥
রজনীতে ক্ষুণ্নমনে কোন্ বনে চলিলে।
বৃথায় হইল সব যত কথা বলিলে॥
বঁধু বধূ-মধুপানে মত্ত হয়ে টলিলে।
প্রেমভরে নলিনীর নলিনাঙ্গ ঢলিলে॥
আমারে প্রবোধ দিয়া মিছা ছল ছলিলে।
সোহাগের সোহাগায় সোনা হয়ে গলিলে।
বিহিত বচনে শেষ ক্রোধানলে জ্বলিলে।
বঞ্চনা করিলে প্রেমে, সুখ-ফল ফলিলে॥

বিষয়ে সুখ নাই

জন্মিলে মানুষ একা সঙ্গী নাই কেহ।
কেবল আপন-প্রতি আপনার স্নেহ॥
একের ভাবনা মাত্র একরূপ বলে।
মানুষের স্বভাবেতে দুই পদে চলে॥

* ক্ষেমঙ্করী—পরমেশ্বরী ও শঙ্খচিল।

দ্বেষ-রাগশূন্য মন ক্ষুণ্ণ কভু নয়।
আপনার সম দেখে জীব সমুদয়॥
সুখেতে ভ্রমণ করে সন্তোষের বনে।
সহজে সহজ ভাব লাভ হয় মনে॥
বিবাহ হইলে শেষ ভাসে ক্লেশনীরে।
দ্বিতীয় দেহের ভার পড়ে এসে শিরে॥
মনে হয় সার বোধ অসার সংসার।
হিতাহিত বিবেচনা নাহি থাকে আর॥
রমণী-রঞ্জন হেতু কামনার ফাঁদ।
সংসার-সাগরে বাঁধে বিষয়ের বাঁধ॥
পূর্ণশশী সম শোভা যুবতীর মুখে।
ঘোর ক্ষুধা সুধা ভ্রমে বিষ খায় সুখে॥
"স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী" শাস্ত্রে এই বলে।
চতুষ্পদ পশুপ্রায় চারি পায়ে চলে॥
অর্থের কারণ হয় উপার্জ্জনে মন।
নানা ছল প্রতারণা করে অন্বেষণ॥
বোধহীন সদা ক্ষীণ না বুঝে বিশেষ।
দারুণ দুঃখের দশা প্রাপ্ত হয় শেষ॥
জন্মিলে সন্তান হয় অন্য প্রকরণ।
তৃতীয় দেহের চিন্তা উদয় তখন॥
লালন-পালন হেতু বিষম ব্যাকুল।
অকূল চিন্তা-অর্ণবে নাহি পায় কূল॥
চতুষ্পদ নাহি থাকে ছয় পদ হয়।
পশু ঘুচে কীট সম হয়ে শেষে রয়॥
ভ্রমময় মায়াসূত্রে যুক্ত এককালে।
ঊর্ণনাভ বদ্ধ যথা আপনার জালে॥
এইরূপে ক্রমে যত বাড়ে পরিবার।
মস্তকে ততই পড়ে সংসারের ভার॥
তখন অনেক ধনে প্রয়োজন হয়।
কোনরূপে নাহি রহে কোনরূপ ভয়॥
সমুদ্র লঙ্ঘন করি অভয় অন্তরে।
অনাসে ভ্রমণ করে দেশ-দেশান্তরে॥
বহুকষ্টে যদি কিছু উপার্জ্জন হয়।
নানারূপ বিড়ম্বনা ভোগের সময়॥
রোগের প্রহারে যায় ভোগের প্রয়াস।
নতুবা শমন করে জীবন বিনাশ॥
যদ্যপি জীবিত ভাই থাকে সেই জন।
সুখের আস্বাদ নাহি পায় তার মন॥
পরিবারমধ্যে নহে সকলে সমান।
পরস্পর মনে মনে মহা অভিমান॥

যখন যাহার মনে তুষ্টি নাহি হয়।
তখনি অমনি তার মলিনহৃদয়॥
এইরূপে জরজর বিষয়ের বিষে।
বিষয়ী পুরুষ তবে সুখী হবে কিসে॥
সম্পদ-রক্ষণে বহু বিপদ্-সঞ্চার।
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি অগ্নিভয় আর॥
চোর-ভয়ে রাজ-ভয়ে ভীত প্রতিক্ষণ।
কিরূপে মানব পায় সুখের আসন॥
বিষয় বিবাদ কত ক্রোধের নিধান।
দ্বেষ হিংসা সমুদয় হয় বলবান্॥
জ্ঞাতি দ্বন্দ্বে, অর্থনাশ রাজার সদনে।
কদাচ না দেখে মুখ দয়ার দর্পণে॥
চিরকাল রব আমি এই ভ্রম ধরে।
মরণ নিকট অতি স্মরণ না করে॥
সংসারী জীবের এক স্বতন্ত্র বিধান।
আনন্দ অন্তরে তার নাহি পায় স্থান।
পারজন কেহ হ'লে কুকার্য্যেতে রত।
তখনি লজ্জায় তার হয় মুখ নত॥
হইলে পুত্রের পীড়া কতই জঞ্জাল।
প্রতিদিন প্রাতে উঠে পাচনের জ্বাল॥
ঔষধ পথ্যের তরে চিন্তায় মোহিত।
ক্ষণে ক্ষণে পরামর্শ বৈদ্যের সহিত॥
মরিলে সন্তান হয় পাগলের প্রায়।
শোকে সব বল বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়॥
মায়ামদে মত্ত হয়ে মনে শোক আনে।
কার পুত্র কেবা আমি কিছু নাহি জানে॥
ত্যজিয়া আহার নিদ্রা দুখে হরে কাল॥
মোহকূপে মগ্ন হয়ে যায় পরকাল।
হে বিভো করুণাময়! দূর কর খেদ।
মহামায়াজালপাশ সব কর ছেদ॥
বিবেক বৈরাগ্য দুই এ ঘোর সঙ্কটে।
নিয়ত নিযুক্ত থাক্ মনের নিকটে॥
দয়া ধর্ম্ম সত্য আদি সেনাগণ যত।
করুক্ বিপক্ষদলে সংগ্রামেতে হত॥
মিথ্যা রাগ প্রতারণা শত্রুকুল যারা।
খরতর জ্ঞান-অস্ত্রে সব হবে সারা॥
জগতে কেবল হয় সত্যের প্রচার।
মিথ্যার বাতাস যেন নাহি বহে আর॥
ভবের ভৌতিক খেলা মিছে সমুদয়।
একমাত্র সত্য তুমি বোধ যেন হয়॥

তুমি সত্য নিত্যরূপ এই জানি সার।
আত্মরূপে বিরাজিত হৃদয়ে আমার॥
যেমন তেমন তুমি বিফল বিচার।
মনোময়রূপে লহ প্রণাম আমার॥

ব্রহ্মজ্ঞান

প্রকাশিয়া নিজ ছবি, উদিত হইল রবি, *
প্রভাতেই প্রভাত প্রকাশ।
রজনী † হয়েছে শেষ, আলোকে ব্যাপিল দেশ,
অন্ধকার ‡ হইল বিনাশ॥
"আমি আমি" এ প্রকার, স্বপন দেখিনে আর,
পাইলাম আত্মপরিচয়।
ভ্রমনিদ্রা পরিহরি, সুখে জাগরণ করি,
দেখিতেছি সত্য সুখময়॥
ভুলে সেই সর্ব্বগত, যাতনা পেয়েছি কত,
চিরদিন হয়ে পরাধীন।
কাটিয়া মায়ার পাশ, মনেরে করিয়া নাশ,
এত দিনে হলেম স্বাধীন॥
দেশাচার স্বেচ্ছাচার, কিছুই রাখিনে আর,
অভিমান হয়ে গেল নাশ।
দেশ কাল ভেদ নাই, যখন যেখানে যাই,
সেইখানেই আমার নিবাস॥
পেয়েছি পরমনিধি, না মানি নিষেধ-বিধি,
উপরোধ অনুরোধ নাই।
আমি, তুমি, তিনি, উনি, আর নাহি ভেদ গণি,
এ জগতে সমান সবাই॥
এই আমি, আমি নই, এই আমি, আমি হই,
হইলাম আমিই আমার।
ব্রহ্মরূপ সমুদয়, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নয়,
ব্রহ্মময় অখিল সংসার॥
কি কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, নাহি করি সে ধর্ত্তব্য,
ত্রিভুবন তৃণের সমান।
আপনি আপন বশ, ব্রহ্মানন্দ সুধারস,
প্রতিক্ষণ সুখে করি পান॥
চেয়ে নাহি চক্ষু মেলি, নিজভাবে হাসি খেলি,
নাচি গাই আপনার ভাবে।
নাহি শোক নাহি রোগ, অবিচ্ছেদে সুখভোগ,
ভাব পেয়ে রয়েছি স্বভাবে॥
উদয় হতেছে হেন, কোন কুলবধূ যেন,
মধুদান করিছে আমায়।
নাহি যায় কার কাছে, হৃদয়ে উদয় আছে,
কেহ তারে দেখিতে না পায়॥
কিবা সে মধুর তার, তায় মাত্র তার তার,
সে মধু ত এঁটো করা নয়।
যে খেয়েছে আছে সুখে, ফুটিতে না পারে মুখে,
কিছুতেই প্রকাশ না হয়॥
মলেন ঈশ্বরগুপ্ত, হলেন ঈশ্বর গুপ্ত,
ব্যক্ত হ'লে গুপ্ত কোথা রয়।
গুপ্ত যদি নাহি রবে, গুপ্তভাবে দেখি তবে,
ঈশ্বরের খেলা সমুদয়॥

মিশনরি

যথার্থ যে মূলধর্ম্ম, স্বতন্ত্র তাহার মর্ম্ম,
কর্ম্ম হেতু নাহি যায় জানা।
নানা জাতি নানা মত, উদ্ধারের নানা পথ,
জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ নানা।
পরমেশ কৃপাময়, এক ভিন্ন দুই নয়,
সবার উপাস্য হন যিনি।
শ্বেত পীত কৃষ্ণবর্ণ, নরনারী যত বর্ণ,
সকলের ত্রাণকর্ত্তা তিনি॥
এই যে অখিল বিশ্ব, স্থূলরূপে হয় দৃশ্য,
সুপ্রকাশ্য শোভা অপরূপ।
প্রকাশিয়া অনুরাগ, বহু খণ্ডে করি ভাগ,
সৃজিল মনুষ্য বহুরূপ॥
যত দেখ ছিন্নভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম চিহ্ন,
তাঁর সেই ইচ্ছা সমুদয়।
ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বোধ ভিন্ন আশা,
কিন্তু তাহে নিজে ভিন্ন নয়॥
বিফল বুদ্ধির ভুল, অতএব বলি স্থূল,
শুন ভাই মিশনরি মন।
শরীর ভারতবর্ষে, বাস কর মহা হর্ষে,
দ্বেষাদ্বেষে নাহি প্রয়োজন॥
আপনার মত যাহা, স্বজাতি সমীপে তাহা,
ব্যক্ত কর ঈশু-গুণ গেয়ে।

---

* রবি—তত্ত্বজ্ঞান। † রজনী—মায়া।
‡ অন্ধকার—অজ্ঞান।

বার বার এ প্রকার, ভ্রমে কেন ভ্রম আর,
হিন্দুদের পরকাল খেয়ে ॥
জুসজাতি সুনিপুণ, তারা জানে ঈশু-গুণ,
কোরাণে যবন নাশে খেদ।
তোমাদের বাইবেলে, তোমাদেরি সুখ মেলে,
আমাদের শিরোধার্য্য বেদ ॥
শাস্ত্রবল বাহুবল, উপদেশ যত বল,
যুক্তিবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বটে।
সকল জীবের ভাব, একই ভাবে আবির্ভাব,
সেই নিত্য নিয়ন্তা-নিকটে ॥

———

প্রার্থনা

জয় জয় সর্ব্বসার, জয় জয় সর্ব্বাধার,
জয় জয় জগদীশ জয়।
দয়াময় দাতারাম, অশেষ আনন্দধাম,
গুণাতীত সর্ব্বগুণময় ॥
ভক্তাধীন নাম ধর, ভক্তের ভাবনা হর,
ভাবগ্রাহী তুমি ভগবান্।
যে ভাবে যে ভাবে ভাবে, আমার মনের ভাবে,
ভাব-পথে কর অবস্থান ॥
নয়ন মুদিত করি, ভাবনায় ভাব ধরি,
বিরলে বসিয়া ভাবি একা।
ওহে হরি দয়া করি, মনোময় রূপ ধরি,
অন্তর বাহিরে দেহ দেখা ॥
কত ভাবে কত ভাবি, ভাবে আমি যত ভাবি,
ভাবি ভাবে ভাবের উদয়।
ভাবময় ভবধব, ভাবভরা তব ভব,
কৃপাভব ভব কৃপাময় ॥
ভাব না যদি হে ধরি, কেমনে ভাবনা করি,
ভাবনায় ভাবনা কি আছে।
ভাব-সূত্রে দিয়া হাত, যতই টানিব নাথ,
ততই আসিবে তুমি কাছে ॥
যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমনি লাভ,
তুমি বিভু আবির্ভাব ভাবে।
ভাব ছাড়া কভু নও, ভাবে তার মনে রও,
ভাবি হয়ে যে ভাবে যে ভাবে ॥
তুমি হে পরম ভাব, অন্তরে পরম ভাব,
তব ভাব হেরি ভাবময়।
এই ভাবে এই ভাবে এক ভাবে যেই ভাবে,
সেই পাবে তোমারে নিশ্চয় ॥
কেমন বিচিত্র ভাব, ভাবেতে করিছ ভাব,
প্রকাশ হতেছে তায় ভাব।
মনের যেরূপ ভাব, করে মাত্র অনুভাব,
ভাব কি বুঝিবে তব ভাব ॥
ভাব হয়ে ভাব হর, সার ভাব দান কর,
ত্রাণ কর ভাবের এ ভাবে।
ভাব যেন স্থির রয়, ভাবে নাহি রত হয়,
প্রতিক্ষণ তোমারেই ভাবে ॥
শুধু এই অভিলাষ, হইয়া তোমায় দাস,
তোমায় ভজিব অবিরত।
হায় এ কি বিপরীত, কিছু নাহি হয় হিত,
বিড়ম্বনা ঘটে তায় কত ॥
কিছুই না করিলাম, বৃথা কাল হরিলাম,
মরিলাম হয়ে বোধ হত।
পরম পঙ্কজ ভুলে, কামনা-কেতকী ফুলে,
উড়ে গিয়া মন হয় রত ॥
বিষয় বিভব যত, সকল হয়েছে গত,
রিপুচোরে করেছে হরণ।
ধরিতে না পারি চোরে, পোড়ে এই ভবঘোরে,
কত আর করিব রোদন।
পুরুষার্থ গেলে চুরি, কিসে রক্ষা পায় পুরী,
প্রতিক্ষণ ভেবে উচাটন।
রিপুদলে বপু দলে, বলী নই জ্ঞানবলে,
কিরূপেতে করিব শাসন ॥
দয়াকর দয়া কর, দীনের দীনতা হর,
কর কর জ্ঞান বিতরণ।
পরমেশ তুমি পর, পতিতে পবিত্র কর,
নাম ধর পতিতপাবন।
সদাশিব-রূপ ধর, সদা শিব দান কর,
জীবের অশিব কর নাশ।
হর হর তাপ হর, হর হর পাপ হর,
হর হর মহামোহ-পাশ ॥
যথা ভাবি যথা ভক্তি, যথা জ্ঞান যথা শক্তি,
প্রণিপাত তব পদতলে।
দেখ প্রভু দেখ দেখ, আমার আমিত্ব রেখ,
জলবিম্ব মিশায়ো না জলে ॥
শুন ওহে গুণরাশি, জলেতেই যেন ভাসি,
কি হইবে জলে জল মিশে।

হইলে জলের জল, তাহাতে কি আছে ফল,
ফল হ'লে ফল খাব কিসে॥
কাজ নাই "তুমি" হয়ে, তুমি থাক "তুমি" লয়ে,
আমি থাকি 'আমিরে' লইয়া।
আমি হে তোমায় চিনি, স্বভাবেই তুমি চিনি,
চিনি খাই পিপীড়া হইয়া॥
ইচ্ছাময় নাম ধর, যাহা ইচ্ছা তাই কর,
যা করিবে তাই হবে শেষ।
অভিরুচি যথা তব, যা হবার তাই হব,
কি হইব কি কব বিশেষ॥
বরণ তোমার নাই, মরণ সময়ে তাই,
স্মরণ করিব কোন্ রূপ॥
সভাবে সদয় রয়ে, হৃদয়ে উদয় হয়ে,
দেখাইও আপন স্বরূপ॥
স্বরূপ স্বরূপ হ'লে, সে রূপ দেখিয়া ম'লে,
চরমে পরম পদ পাব।
হরিবোল হরি হরি, এই গীত গান করি,
যথাযোগ্য ধামে চোলে যাব॥

কি দিব তোমায় ?

কি দিব তোমায় আর কি দিব হে আর।
যে কিছু বিভব দেখি সকলি তোমার॥
দিতে কিছু হয় বটে তাই ভাবি মনে।
তোমায় তোমার ধন দিব হে কেমন॥
ভবের ভাণ্ডার ভরা ভাবের বিভব।
সে ভাব তোমার ভাব তোমারি ত সব॥
মনে ভাবি ভোগ হেতু পেয়েছি শরীর।
ভোগের কারণ নহে রোগের মন্দির॥
আমার শরীর বলে মিছা করি স্নেহ।
আমি যদি আমি নই কোথা রবে দেহ॥
হস্ত পদ চক্ষু আছে আছে নাসা কান।
দেহেতে ইন্দ্রিয় তুমি করিয়াছ দান॥
প্রাণ মন দিয়েছ দিয়াছ রিপু ছয়।
সবে মাত্র এক ঘর ঘার তার নয়॥
কলে গাঁথা কলেবর চলিতেছে কলে।
যে ভাবে চলাও তুমি সেই ভাবে চলে॥
রাখিয়াছ অগ্নি জল কলের আগারে।
তুমি না চালালে কল কে চালাতে পারে॥
ক্ষণে যদি প্রকাশ না কর নিজ গুণ।
এখনি শুকাবে জল নিবিবে আগুন॥
কলে শুধু নড়ি চড়ি কলে করি বল।
এ কল বিকল হ'লে বিকল সকল॥
বিকল হইয়া কল আর না চলিবে।
আমারে আমার আমি, আর কে বলিবে॥
তোমায় কি দিব আর ভাবি বার বার।
দানের সম্ভব বল কি আছে আমার॥
যত কাল আমায় করিবে দেহধারী।
তত কাল কিছু মাত্র দিতে নাহি পারি॥
আমার শরীর তুমি যদি কর শব।
দেহ মম প্রাণ মন দিতে পারি সব॥
তোমায় করিতে দান সাধ্য কিছু নাই।
যে ধন দিয়েছ তুমি যদি লহ তাই॥
তবেই তোমারে কিছু দান করা হয়।
নতুবা যে দিব দান দান তাহা নয়॥
ইচ্ছায় করিলে দান সেই দান দান।
কেমন হে দিতে পারি যদি থাকে প্রাণ॥
লহ লহ তুমি লহ তোমারি সম্পদ।
দান পেয়ে মান রেখে দান কর পদ॥
নিতে হয় লও দেহ দেহ পুরস্কার।
তোমারে তোমার দিয়ে হইব তোমার॥
আমায় করেছ আমি আমি নাহি রব।
এ আমি লইলে আমি তুমি গিয়া হব॥
কর কর কর পুণ্য নিয়া উপহার।
আমাতে হে আমি রব রাখিও না আর॥
তুমি তুমি আমি আমি আর না বলিয়া।
শুধিব তোমার ধার নীরব হইয়া॥
লহ লহ রাজকর বিহিত যে হয়।
আমার আমার ভাব উচিত ত নয়॥
দিলে নিলে দিবে নিবে তোমারি বিষয়।
তুমি যদি নিতে পার দিতে নাই ভয়॥
আমার আমার ভবে এই এক ধ্বনি।
সে ধ্বনি তোমার ধন তুমি তার ধনী॥
আমি ধ্বনি তুমি ধনী রবে না এ বোধ।
যার ধন তারে দিয়া ঋণ করি শোধ॥
আমায় দিতেছি আমি খরচ লিখিয়া।
খাতায় করহ জমা আদায় বলিয়া॥

পৃথিবী-শিক্ষা

বিষয় বিরস রস নহে ত সুরস।
না জানিয়া হেন রসে কেন হও বশ ॥
কেন কর আমি আমি আমার আমার।
সংসারের সুখ যত সকলি অসার ॥
সাবধান সাবধান সাবধান জীব।
ভুল না ভুল না কেহ আপনার শিব ॥
অভিমানী পণ্ডিত দাম্ভিক কত জন।
নানারূপ বেশ ধরি করিছে ভ্রমণ ॥
ভুলাবে তোমারে করি মিছা কলরব।
সত্যের সাধনা-পথে কণ্টক সে সব ॥
বিকট বেশেতে তারা নিকট আসিবে।
কুহকের কথা কয়ে কাঁদিবে হাসিবে ॥
কত রূপে ভয় লোভ দেখাবে তোমায়।
মোহিত হয়ো না তুমি তাদের কথায় ॥
এ সকল উপদ্রব হ'লে উপস্থিত।
নিজ পথ ছাড়া নয় তোমার উচিত ॥
বিরোধী জনেরে তুমি কিছু না কহিবে।
তিরস্কার পুরস্কার বলিয়া সহিবে ॥
এ সকল উপদেশ শিক্ষা হেতু ভাই।
"সর্ব্বসহা ধরা" বিনা গুরু আর নাই ॥
আহা মরি ধরণীর ধৈর্য্যগুণ যত।
বিশেষ করিয়া আর প্রকাশিব কত ॥
কতরূপে লোকে তাঁয় করিছে তাড়ন।
কোদাল ধরিয়া কেহ করিছে খনন ॥
কৃষক লাঙ্গল দিয়া করে বিদারণ।
মল আর মুত্র ত্যাগ করে সর্ব্বজন ॥
তথাচ ধরণী নন বিরূপ কখন।
সমভাবে সকলেরে করেন ধারণ ॥
পেয়ে দোষ নাহি রোষ সন্তোষ সমান।
বাঁচান "জীবিকা" দিয়া সকলের প্রাণ ॥
অতএব জ্ঞানিগণ কি কব বিশেষ।
পৃথিবীর নিকটেতে লহ উপদেশ ॥
মানস বিমল করি বুঝে দেখ ভাবে।
এমন স্বভাব গুরু আর কোথা পাবে ॥
ধরাধামে তরু আছে অশেষ প্রকার।
কেমন মহৎ তারা দেখ একবার ॥
গুরু ব'লে প্রণিপাত কর সব গাছে।
সদাচার শিক্ষা কর তাহাদের কাছে ॥
ফল মূল মধু ফুল পত্র আর ছাল।
পর উপকারে করে দান চিরকাল ॥
এ সব আপন দেহে করিয়া ধারণ।
নিজে তার কিছু নাহি লয় আস্বাদন ॥
বল করি সকলেতে করিছে হরণ।
ধরে না বিভাব তায় করে না বারণ।
পাত পেতে ভাত খায় নিয়তই নর।
নিদাঘেতে নিদ্রা যায় পাতার উপর ॥
ফুলে বসি মধুকর করে মধুপান।
মানবে আমোদী হয় লয়ে তার ঘ্রাণ ॥
কীট, পাখী, পশু, নর, ফল করে ভোগ।
তরুমূলে নাশ হয় কত কত রোগ ॥
যোগী জনে মূল খেয়ে মন করে স্থির।
ছাল নিয়ে বস্ত্র করি ঢাকেন শরীর ॥
আপনার এত ধন আপনি না লয়।
পরের কারণে শুধু করিছে সঞ্চয় ॥
রবিকর বারিধারা নিজ শিরে বয়।
তারে কত সুখে রাখে আশ্রয় যে লয় ॥
আর এক অপরূপ করহ শ্রবণ।
করে তার উপকার যে করে ছেদন ॥
কঠোর কুঠারে কাঠ কাটে যে সকল।
ছায়া দিয়া তাদের করিছে সুশীতল ॥
অকাতরে দান করে না হয় বিরূপ।
তরুর করুণা-ধর্ম্ম অতি অপরূপ ॥
এ প্রকার অযাচক কে আছে কোথায়।
শুকাইয়া মরে তবু জল নাহি চায় ॥
সুখ নাই দুখ নাই সদা সমভাব।
মহীরুহে মহাশ্চর্য্য সিদ্ধ এই ভাব ॥
উপকার ধর্ম্ম শিখ গাছের কৃপায়।
অন্য গুরু কি শিখাবে অধিক তোমায় ॥
যদি কিছু রয় বস্তু যদি কিছু রয়।
অপরের ভোগ্য তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥
ইন্দ্রিয় সকল শাখী দেহ ভাব তুমি।
পরে যাতে সুখে থাকে তাই কর তুমি ॥
যদি কেহ মন্দ করে ভাল কর তার।
উপকার হ'তে ভাই ধর্ম্ম নাই আর ॥
সুখে তুমি সহ্য কর পরের পীড়ন।
কার প্রতি কর নাক মন্দ আচরণ ॥
স্তুতি আর নিন্দাবাদ উভয় সমান।
কিছুতেই না ভাবিবে মান অপমান ॥

বৃক্ষের নিকটে শিক্ষা করি উপদেশ।
পাইয়া পরম তত্ত্ব জানিবে বিশেষ ॥

অগ্নি-শিক্ষা

সংসারে না হয়ে মত্ত, শিক্ষা কর নিজ তত্ত্ব,
অনলে করিয়া গুরু জ্ঞান।
শিখিয়া তাহার ধর্ম্ম, দগ্ধ কর নিজ কর্ম্ম,
যাহে জীব হয়েছে অজ্ঞান ॥
নিজ নিজ-ভাব ধর, বিনা ক্ষোভে কাল হর,
অন্যে কর ভাব বিতরণ।
যখন যে খাদ্য পাবে, সন্তোষেতে তাই খাবে,
সঞ্চয়ের নাহি প্রয়োজন ॥
তপে হয়ে তেজোময়, করি সব শত্রু জয়,
কর নিজ প্রভাব প্রচার।
দূর হবে সব খেদ, সহজে পাইবে ভেদ,
ভেদাভেদ না রহিবে আর ॥
দেখ দেখ অপরূপ, লুকায়ে আপন রূপ,
অনল কাঠেতে করে বাস।
যতই করিবে ছেদ, না পাইবে তার ভেদ,
কিছুতেই হবে না প্রকাশ ॥
যদি কোন বিচক্ষণ, ভেদ করি নিরূপণ,
কাঠে কাঠে ঘষে একবার।
তবেই স্বভাব ধরি, নিজ-বাস নাশ করি,
জ্ব'লে উঠে ধরিয়া আকার ॥
দহনের কিবা কর্ম্ম, আপন নিগূঢ় মর্ম্ম,
বুঝে দেখ নিজ কলেবরে।
কোথায় আত্মার বাস, সবে কয় অপ্রকাশ,
কিন্তু তিনি সর্ব্বচরাচরে ॥
আত্মতত্ত্ব সুবিচার, ঘর্ষণ জানিবে তার,
যোগে যোগে পাইয়া প্রকাশ।
নিজ দেহ কর্ম্ম বন্ধ, পোড়াইয়া তার গন্ধ,
রাখিবে না করিবে বিনাশ ॥
উপদেশে এইরূপ, আপন স্বরূপ রূপ,
সুখে লাভ কর অনায়াসে।
মিছে কেন কর ক্রম, অসতে সত্যের ভ্রম,
মর কেন প'ড়ে কাম-ফাঁসে ॥
অনল গুরুর কথা, কহিলাম আমি যথা,
করিয়া সাক্ষাৎ আচরণ।
পাইলাম দিব্য জ্ঞান, যে করিবে এ বিধান,
তত্ত্বজ্ঞানী হবে সেই জন ॥

চন্দ্র-শিক্ষা

না করিয়া আপনার তত্ত্ব-নিরূপণ।
মিছা ভ্রমে কেন জীব করিছ ভ্রমণ ॥
নিশাকরে গুরু করি শিষ্য হও তার।
স্বরূপ স্বভাব লাভ হইবে তোমার ॥
আকাশে উদয় হয় চাঁদের মণ্ডল।
তাহার আধার অমা-কলা নিরমল ॥
যেমন মালার মাঝে সূত্রের সঞ্চার।
সকল কলায় গাঁথা আছে সে প্রকার ॥
এ কারণে আমার নাহিক ক্ষয়োদয়।
আমা ছাড়া সকল কলার আছে ক্ষয় ॥
এক পক্ষে বেড়ে শশী পৌর্ণমাসী হয়।
আর পক্ষে কমে কমে, একেবারে ক্ষয় ॥
চন্দ্রকলা আসে যায় এরূপ প্রকার।
অমাকলা সমান বিকার নাই তার ॥
এইমত দেখিয়া চাঁদের ব্যবহার।
দেহ সহ, আত্মতত্ত্ব, করহ বিচার ॥
হ্রাস, বৃদ্ধি, জন্ম আদি যে সব বিকার।
শরীরের সে সকল নহে ত আত্মার ॥
কখন শরীর-যোগ কখন বিচ্ছেদ।
আত্মা সেই অবিনাশী নাহিক প্রভেদ ॥
এই ভাবে অনায়াসে নিজ তত্ত্ব জেনে।
ভব-নদী পার হও;চাঁদে গুরু মেনে ॥

সূর্য্য-শিক্ষা

এক আত্মা দুই নাই এই বলে বেদ।
শরীরের ভেদ নয়ে তাহার প্রভেদ ॥
প্রতি জলে রবি-ছবি যেরূপ প্রকার।
সেইরূপ দেহ-ঘটে আত্মার সঞ্চার ॥
বায়ু বেগে বারি যদি করে টল টল।
তার মাঝে ভানু তনু দেখায় চঞ্চল ॥
গগনেতে তপনের নাহিক বিকার।
স্বরূপ-স্বভাবে স্থিত সদা একাকার ॥

সেইরূপ পরমাত্মা নিত্য নির্ব্বিকার ;
অবিদ্যার প্রতিবিম্বে দেখায় বিকার ॥
আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি কৃশ স্থূল।
এ সব আরোপ মাত্র অবিদ্যাই মূল ॥
আত্মা শুধু সুখময় নিত্য নিরঞ্জন।
আকাশেতে স্থিত রবি-মণ্ডল যেমন ॥
এই ভাবে আত্মতত্ত্ব করহ বিচার।
পাইবে পরম সুখ ঘুচিবে সংসার ॥

অজাগর-শিক্ষা

নিরন্তর অভিলাষ অন্তরে সবার।
দুখের সংহার আর সুখের সঞ্চার ॥
এ জগতে যত জীব হয়েছে উন্মাদ।
প্রমোদ করিতে গিয়া ঘটায় প্রমাদ ॥
স্থির হয়ে দেখে যদি তবে রবে পদে।
তা নহিলে পদে পদে পড়িবে বিপদে ॥
মুখে যারে সুখ বল, সে ত সুখ নয় ॥
দুখের সহিত তার প্রভেদ কি হয় ॥
ইন্দ্রিয়ের প্রীতি যাহা সুখ তারে কয়।
সুখ সুখ এই সুখ আর কিছু নয় ॥
যে সুখ মনের ভোগ মনে পায় স্থান।
স্বর্গ আর নরকেতে সে সুখ সমান ॥
সুরপুরে সুররাজ যেরূপ প্রকার।
করেন শচীর সহ সুখেতে বিহার ॥
নরকে শূকরী লয়ে শূকর-নিকর।
তার চেয়ে সুখ পেয়ে সুখী নিরন্তর ॥
দেবরাজ তৃপ্ত হন সুধা করি পান।
শূকর খেতেছে মল অমৃত সমান ॥
ভ্রমে মাত্র ভেদাভেদ শুচি কি অশুচি।
সেই তাহা ভোগ করে যার যাহে রুচি ॥
হেয় আর উপাদেয় ভেদাভেদে ভুল।
সুখ-দুখ দুখ-সুখ মনের সে ভুল ॥
মনে মনে এ সকল করিয়া বিচার।
কার কাছে কোন আশা ক'র নাক আর ॥
যা হবার তাই হবে কে করে বারণ।
মিছেমিছি কেন ভাব দেহের কারণ ॥
এ যে তেতো এত কম খাব না খাব না ॥
ছাড় ছাড় ছাড় জীব পেটের ভাবনা ॥
যাহা পাবে তাই খাবে হয়ে পরিতোষ।
প্রেমধনে পূর্ণ কর হৃদয়ের কোষ ॥
এ জ্ঞানের গুরু তব অজাগর সাপ।
তার কাছে শিক্ষা লও যাবে সব তাপ ॥
তার ভাব ধর যদি ভাবনা কি তবে।
সমভাবে সদাকাল সন্তোষেতে রবে ॥

সমুদ্র-শিক্ষা

সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিগুণ প্রভাব।
সংসারে দেখিতে পাই বহুবিধ ভাব ॥
সে ভাব কি ভাব ? সে যে মায়ার প্রভাব।
আছে মাত্র এক ভাব কর অনুভাব ॥
নানা ভাব নাই তাতে সদা সমভাব।
সে ভাবের ভাবী হয়ে ভাবে কর ভাব ॥
কেহ যদি ঘটায় তোমাতে অন্য ভাব।
স্বভাবের ভাবে তুমি কর না অভাব ॥
ভোগাভোগে না হইবে পুষ্ট আর ক্ষীণ।
একভাবে থাক হয়ে বোধের অধীন ॥
নানা সহ নানা রস হ'লে আলাপন।
সে রসে রসিক হয়ে দিও নাক মন ॥

হরিণ-শিক্ষা

অতিশয় ভয়ানক এই ভব-বন।
মৃগরূপে তুমি তথা করিছ ভ্রমণ ॥
নব নব বিষয়ের তৃণ খেয়ে খেয়ে।
চরিছ মনের সাধে দেখ নাক চেয়ে ॥
ব্যাধরূপে পঞ্চশর লয়ে পঞ্চশর।
পেতেছে মায়ার জাল বনের ভিতর ॥
তার অনুচর যত বেণু-বীণা-স্বরে।
সুরাগে করিছে গান ভুলাবার তরে ॥
সুখ-আশে কর নাক সে গীত শ্রবণ।
সে গীত অহিতকর নাশের কারণ ॥
তাদের কুহকে যদি পড় মায়া-জালে।
তবে আর পরিত্রাণ নাহি কোন কালে ॥
সেই অবকাশে ব্যাধ হানি পঞ্চবাণ।
বিনা লক্ষ্যে হৃদয় করিবে খান্ খান্ ॥

অপরূপ অতনুর তনুভেদী ভেদ।
শরীর না করি ক্ষত মন করে ছেদ ॥
অতএব মিছে গান ক'র না শ্রবণ।
যদ্যপি শুনিবে শুন ঈশ্বর-কীর্ত্তন ॥
কানের দোষেতে করি গানের প্রণয়।
বনের হরিণ এসে জালে বদ্ধ হয় ॥
হরিণেরে গুরু করি ভাব এক সার।
কামকেলি-রস-গীত শুন না রে আর ॥

মৎস্য-শিক্ষা

ভব-বন ভয়ঙ্কর, তাহাতে তোমার ঘর,
আঁটা নাই খোলা নবদ্বার।
কখন্ কি হয় হয়, কিছুই না কর ভয়,
দেখ কত ঘোর অন্ধকার ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ চোর, সদাই করিছে জোর,
কিছুতেই মানে না বারণ।
কুমন্ত্রণা করি তারা, তোমারে করিল সারা,
হরিল সকল সার ধন ॥
তার মাঝে রসনারে, বুঝি আমি বারে বারে,
প্রবল সে সকলের চেয়ে।
হয়ে তার লোভাধীন, জ্ঞানহীন যত মীন,
মরে বঁড়শীর টোপ্ খেয়ে ॥
যত দিন এ ইন্দ্রিয়, বল প্রকাশিবে স্বীয়,
জিতেন্দ্রিয় কে হইতে পারে।
অনাহারে বৃদ্ধি হয়, আহারেও ক্ষান্ত নয়,
কিরূপেতে বশ করি তারে ॥
রসনা নিতেছে রস, সে নহে আপন বশ,
লোভ তার মূলাধার হয়।
দেখিয়া মীনের গতি, স্থির করি নিজ মতি,
কর কর লোভ কর জয় ॥

মধুমক্ষিকা-শিক্ষা

নিজে আর যাচকেরে করিয়া বঞ্চন।
সঞ্চয় ক'র না ঘরে কোনরূপ ধন ॥
দেখ দেখ ব্যবহার মধুমক্ষিকার।
সঞ্চয়ের ফল পায় কিরূপ প্রকার ॥
শরীর পতন করি করিয়া সঞ্চিত।
কৃপণ আপন ধনে আপনি বঞ্চিত ॥
পরে আর কি হইবে কিছু নাহি জানে।
কৃপণতা-দোষে শেষ মারা যায় প্রাণে ॥

ভ্রমর-শিক্ষা

শুন যোগিগণ, কহি বিবরণ,
বুঝে কর ব্যবহার।
এ ঘোর সংসার, মায়ার বাজার,
অসার, নাহিক সার ॥
নানা বেচা-কেনা, তাহাতে ঠকে না,
কে না বল এ ভুবনে।
অলীক দেখায়, সত্যেরে লুকায়,
কি তায় বুঝিবে মনে ॥
মূল যার যাহা, নাহি বলে তাহা,
লঘু মূল্যে করে ক্রয়।
হইয়া ব্যাপারী, কি করিতে পারি,
হাট-চোরে সদা ভয় ॥
দেখে এ বাজার, এরূপ আকার,
ক'র না কোথা বিশ্বাস।
দিয়া নানা ধন্ধ, ছলে করে বন্ধ,
বাহিরে বড় আশ্বাস ॥
যেন ভোজবাজী, হয়ো না হে রাজি,
জানিয়া আপন সার।
অনাসক্ত মন, করিয়া ভ্রমণ,
দোকানে যাবে সবার ॥
যে যা তোলা দিবে, সাদরে লইবে,
ছাড়িবে অধিক আশ।
উদর-পূরণ, নহে যতক্ষণ,
ততক্ষণ তথা বাস ॥
কটু তিক্ত প্রায়, লবণ কষায়,
যে যা দিবে তাহা খাবে।
সুমধুর আশে, ধনীর নিবাসে,
কোনরূপে নাহি যাবে ॥
ধনী মহাজন, নহে মহাজন,
মহাজন সাধু যাঁরা।
অতি অকিঞ্চন, না জানে বঞ্চন,
দয়ার সাগর তাঁরা ॥

অতএব শুন, হইয়া নিপুণ,
ছাড়হ বিষয়ি-সঙ্গ।
সকল হারাবে, পরকাল যাবে,
হইবে যোগের ভঙ্গ ॥
এই উপদেশ, পাবে পরিশেষ,
গুরু করি মধুকরে।
তার ব্যবহার, ত্রিবিধ প্রকার,
দেখ এই চরাচরে ॥
সর্ব্বত্র ভ্রমণ, উদর পূরণ,
কিছুতে নাহিক ক্ষোভ।
উদর পূরিলে, যদি বহু মিলে,
তাহাতে না হয় লোভ ॥
প'ড়ে লোভ-ফাঁদে, কেবা নাহি কাঁদে,
লাগিয়া, মায়ার ধন্ধ।
পদ্মের ভিতর, বদ্ধ মধুকর,
কেতকী-রেণুতে অন্ধ ॥
হেন আচরণ, কব না কখন,
যাহাতে লোভের লেশ।
সে যে পাপরোগ, দেখাইয়া ভোগ,
শেষে দেয় নানা ক্লেশ ॥

হিতমালা

আশা নামে স্রোতস্বতী শুষ্কা নাহি হয়।
মনোরথ-জলে সদা পরিপূর্ণ রয় ॥
অনুরাগে তায় হিংস্র—করাল কুমীর।
নিয়ত ভ্রমিছে নীরে হইয়া অস্থির ॥
কুতর্ক-বিহঙ্গ কত জলমাঝে চরে।
ঘুরিছে সাঁতার দিয়া তোলপাড় করে ॥
ধর্ম্ম-চারু তরু যত ছিল তটস্থলে।
পাড় ভেঙ্গে মূল সহ পড়িতেছে জলে ॥
মোহরূপ জল-ভ্রম বিষম বিস্তার।
দুর্গম দারুণ কিসে পাইব নিস্তার ॥
চিন্তারূপ উচ্চ তট এ নদীর ধারে।
সাধ্য কার সহজেতে পার হ'তে পারে ॥
এই আশা-নদী পারে গিয়েছেন যাঁরা।
সাধু সাধু সাধু বটে কত সুখী তাঁরা ॥
কপালের দোষে আমি না পাইয়া পার।
দুঃখের তরঙ্গে প'ড়ে করি হাহাকার ॥
বিষয়-বিভব যদি বহুকাল রয়।
কিন্তু তাহা কোনমতে চিরস্থায়ী নয় ॥
সেই ধন স্থির হয়ে কখন না রবে।
হবেই হবেই নাশ এককালে হবে ॥
অতএব এই ধন থাকাতে কি সুখ।
এই ধন না থাকাতে এতই কি দুখ ॥
আপনি পাইবে ক্ষয় এ ধন না রবে।
ধন ধন ক'রে তবে মরে কেন সবে ॥
কালক্রমে হ'লে পরে যে ধন সংহার।
লোকের মনেতে হয় শোকের সঞ্চার ॥
আপন ইচ্ছায় হ'লে সে ধনে বিমুখ।
আহা মরি কত তায় শান্তি আর সুখ ॥
মনেতে আশার তৃষা যে করে হরণ।
দাস হয়ে আমি তায় পূজিব চরণ ॥

নিজবোধ-ভূষায় ভূষিত হন যাঁরা।
ইহলোকে জীব হয়ে শিব হন তাঁরা ॥
বিমল বিবেক-জলে শুদ্ধ করি মন।
ভাবেন তৃণের সম এ তিন ভুবন ॥
লোভ আদি রিপুকুলে করিয়া নিগ্রহ।
করতলে নিধি পেলে নাহি প্রতিগ্রহ ॥
হায় হায় আমরা কেমন দুরাচার।
করিতে পারিনে কভু লোভের সংহার ॥
কোন কালে কখনই পাই নাই ধন।
এখন ত নাহি হয় ধন উপার্জ্জন ॥
পরে বা কখন পাব বিশ্বাস ত নাই।
কেন তবে ভোগ করি মিছে আশা-বাই ॥
ধন ধন ক'রে কভু না পেলেম ধন।
কেবলি হলেম আমি আপনি নিধন ॥

যোগযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় যত পুণ্যরাশি।
অবিরত ধ্যানে রত গিরিগুহাবাসী ॥
অভয়ে বিহঙ্গব্যূহ সুখে ধরি তান।
তাঁদের প্রেমাশ্রু-রস করিতেছে পান ॥
কোন কালে নাহি জানে কোনরূপ দুখ।
মনের আনন্দে কত ভোগ করে সুখ ॥
আমরা ধরেছি মিছে নর-কলেবর।
নিরন্তর কল্পনায় কেবলি কাতর ॥
মনোহর বাড়ী-ঘর সরোবর-তীরে।
কেলির কাননে কত বেড়াতেছি ফিরে ॥

ক্ষণমাত্র নাহি হয় সুখের উদয়।
কেবল কল্পনা করি আয়ু হ'ল ক্ষয়॥

যুবতীর স্তনদ্বয়ে মাংসপিণ্ড সার।
কনক-কলস সহ তুলনা তাহার॥
কফ আর কাসে ভরা নারীর বদন।
চাঁদের তুলনা তায় দেন কবিগণ॥
মূত্র-ক্লেদময় সদা নারীর জঘন।
উপমায় করি-শুণ্ড হতেছে বর্ণন॥
এমন যে নারী-দেহ নিন্দার নিলয়।
কবিমুখে কথনই নিন্দনীয় নয়॥
কি নয়নে কামিনী করিয়া দরশন।
একেবারে খুলিয়াছে ভুলিয়াছে মন॥
অসার ভাবিয়া সার একে কয় আর।
অতএব কবির চরণে নমস্কার॥

হস্ত আছে পদ আছে যথা তথা যাই।
ভিক্ষা করি যথাকালে এক মুঠা খাই॥
যেমন তেমন হোক খেদ নাহি তায়।
শরীর-ধারণ মাত্র মূল অভিপ্রায়॥
ভূতল রয়েছে শয্যা ভাবনা কি তার।
এই দেহ সবে মাত্র নিজ-পরিবার॥
ছেঁড়া পচা বস্ত্র নিয়া কাঁথা সিলাইয়া।
যথা তথা বেড়াইব শরীর ঢাকিয়া॥
ইথে যদি অনায়াসে সুখে যায় দিন।
কেন তবে হয় লোক লোভের অধীন॥
এমত অমৃত ফেলে হইয়া অজ্ঞান।
বিষয়-বাসনা-বিষ কেন করে পান॥

দাহনের কত দুঃখ আগে না জানিয়া।
পতঙ্গ পুড়িয়া মরে অনলে পড়িয়া॥
না জানিয়া হয়ে এক লোভের অধীন।
বঁড়শীর টোপ গিলে মারা পড়ে মীন॥
তাহারা ইতর প্রাণী জ্ঞানহীন হয়।
নাহি জেনে ত্যজে প্রাণ তত দোষ নয়॥
মহাপ্রাণী মানব প্রধান সবাকার।
দেহ-ধর্ম্মে করিয়াছে জ্ঞান অধিকার॥
পদে পদে বিপদের আকর বিভব।
দেখিতেছে শুনিতেছে জানিতেছে সব॥
বিষয়সাগরে খেয়ে যাতনার ঢেউ।
তথাচ ভোগের আশা নাহি ছাড়ে কেউ॥

কত দূরে চলে স্রোতে নাহি দেখি সীমা।
হায় হায় ওরে লোভ কি তোর মহিমা॥
শোভার আধার রূপ সুচারু সদন।
সাধু সদাশয়-প্রিয় প্রাণের নন্দন॥
নবীন বয়স কাল ধনের ভাণ্ডার।
সুরূপসী সুলক্ষণা প্রণয়িনী আর॥
এ সকল চিরস্থায়ী করিয়া নির্দ্দেশ।
সংসারের কারাগারে হতেছে প্রবেশ॥
এ দুঃখ কহিব কারে হায় হায় হায়।
সকলেই ঘোর অন্ধ দেখিতে না পায়॥
নিয়ত হাসিছে কত পুণ্যশীল যত।
এ সকল দেখিতেছে স্বপনের মত॥
দূর হ'তে দূরে করে নিকটে না রয়।
নিয়তই পাশমুক্ত কারাভুক্ত নয়॥
যোগ সেধে যোগী হতে সাধ যদি আছে।
যেও না যেও না তবে যুবতীর কাছে॥
রমণী মোহিনী প্রায় কি কুহক জানে।
বস্তু শেষ করে তার চায় যার পানে॥
নারী-নেত্র কালসর্প কটাক্ষ দর্শনে।
বিষে করে জর জর কত শত জনে॥
কামিনীর প্রেমমদে মাতাল সকলে।
ভ্রমরার ভ্রম দেখ চিত্রের কমলে॥
প্রবল প্রমাণ তার দেখ এক চাঁদে।
কাঠের করিণী দেখে করী পড়ে ফাঁদে॥
ছোট ছোট ছেলেগুলি আধ আধ রবে।
ক্ষুধায় কাতর হয়ে কাঁদিতেছে সবে॥
মলিন হয়েছে মুখ পড়িয়া ধূলায়।
ছট্ ফট্ করিতেছে পেটের জ্বালায়॥
মা মা ব'লে গৃহিনীর কোলেতে চড়িয়া।
চঞ্চল করিছে তার অঞ্চল ধরিয়া॥
দুঃখিনী আমার দারা ভাসে অশ্রুধারে।
দে মা দে মা খেতে দে মা বলিতেছে তারে॥
এ সব নয়নে যদি দেখিতে না হয়।
তবে কি কখন করি লৌকিকের ভয়॥
ধনীর নিকটে আর কখন না যাই।
তি হস্ত ক'রে কোথা ভিক্ষা নাহি চাই॥
কোন জ্বালা ঘটিত না থাকিতাম সুখে।
"দেহি দেহি" কথা কি বলিতাম মুখে॥
মজায়েছে পোড়া পেট, দারা, পরিবার।
পায়েতে পড়েছে বেড়ী চারা নাই আর॥

ওরে মায়া ! তোর ছায়া মাড়াতে না চাই।
যা রে যা রে চ'লে যা রে দোহাই দোহাই ॥
মায়া তোর মায়া-ডোর কেটে যদি যায়।
তবে আর এ জগতে আমায় কে পায় ॥
মায়িক সংসারে থেকে মায়া ছাড়া র'য়ে।
নিত্যসুখ ভোগ করি অমায়িক হয়ে ॥
দয়া কর কোথা নাথ দীন-দয়াময়।
আর যেন আশানলে পুড়িতে না হয় ॥

উদর-কলস তুমি এরূপ করিয়া।
কত দিন রবে আর উদার হইয়া ॥
স্বভাবতঃ করে জীব যে মানের আশ।
করিতেছ তুমি সেই মানের বিনাশ ॥
গুণ জ্ঞান যত ছিল গেল সমুদায়।
অস্থির হয়েছি আমি তোমার জ্বালায় ॥
নিয়তই তোর দোষে হতেছি অধীন।
একদিন দিলি নাক হইতে স্বাধীন ॥
অপমান-অস্ত্রখানি করি নিজ হাত।
করিতেছ লজ্জা-তরু সমূলে নিপাত ॥
দুর্ দুর্ মর্ মর্ ওরে পোড়া পেট।
তোর দায়ে একেবারে হলো মাথা হেঁট ॥

ছেঁড়া কাঁথা যোড়া দিয়া, ঝুলি কাঁকে নিয়া।
পুণ্য-গ্রামে কিংবা এক মহাবনে গিয়া ॥
সত্যপূর্ণ ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বারে দ্বারে।
নিয়ত ঘুরিব আমি ভিক্ষা করিবারে ॥
এরূপে উদর-গর্ত্ত পূর্ণ যদি হয়।
সে হবে আমার কত সুখের বিষয় ॥
ইথে যদি প্রাণ যায় তথাচ স্বীকার।
স্বজাতির নিকটেতে দাঁড়াব না আর ॥
ধনী আর মানী যারা অভিমানে ভরা।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ধরা দেখে শরা ॥
তাদের দ্বারেতে গিয়া দীনতা স্বীকার।
তার চেয়ে পাপকর্ম্ম কিছু নাই আর ॥

গঙ্গার শীতল তট হয়েছে কি নাশ।
হিমালয় পর্ব্বতে কি নাহি পায় বাস ॥
বিরল বিনোদ বনে ঋষিগণ যথা।
বিশ্রামের স্থান বুঝি ঘুচিয়াছে তথা ॥
নতুবা মানুষ কেন সেথানে না যায়।
অপমান হয়ে সদা পর-পিণ্ড খায় ॥
উদর পুরিতে হয় পরগৃহে যেচে।
তার চেয়ে মরা ভাল সুখ নাই বেঁচে ॥

গিরি-গুহা-মাঝে ছিল খাদ্য যত মূল।
একেবারে সে মূল কি হয়েছে নির্ম্মূল ॥
ছিল যে শীতল জল নির্ঝর-আগারে।
সে জল কি শুকাইয়া গেল একেবারে ॥
সরস ফলের তরু ছিল যত ঠাঁই।
সেই সব চারু তরু এখন কি নাই ॥
সে সকল গাছেতে কি নাহি আর ডাল।
সে সকল ডালেতে কি নাহি আর ছাল ॥
যেখানেতে আছে সব সুখের কারণ।
ভ্রমেও সেখানে নর করে না গমন ॥
কিঞ্চিৎ ধনের লোভে কত জ্বালা সয়।
পদে পদে কষ্ট পেয়ে অপমান হয় ॥
হয় তার পদানত যে জন দুর্জ্জন।
কুটিল ভ্রূকুটীভঙ্গী করে দরশন ॥
শীলতা বিনয় নাহি থাকে যার কাছে।
তার বাঁকা পোড়ামুখ দেখিতে কি আছে ॥
অভাব ত হয় নাই মূল আর ফল।
রয়েছে ত স্নিগ্ধকর সুশীতল জল ॥
আহারের হেতু কেন ভাব অকারণ।
তাতেই অনাসে হবে জীবিকা-ধারণ ॥
নধর নবীন পত্র রয়েছে পড়িয়া।
ধরাতলে শয্যা কর তাই বিছাইয়া ॥
কোথা কর অন্বেষণ শয়নের স্থল।
সুন্দর শ্যামল শয্যা নবদুর্ব্বাদল ॥
উঠ উঠ বন্ধুগণ চল চল ভাই।
লোকালয় ছেড়ে সবে গহনেতে যাই ॥
সেথানেতে না শুনিব অহঙ্কার কথা।
ধনরূপ রোগের বিকার নাই তথা ॥
প্রলাপের কথা আর কেহ নাহি কবে।
অবিবেকী অধমের সঙ্গ নাহি হবে ॥
ধন-মদ দেখা থাক গেলে সেইখানে।
ধনীদের নাম আর শুনিব না কানে ॥

এই আছে এই নাই এই ত শরীর।
তবে কিসে জানিয়াছ জীবনের স্থির ॥
দেহের ভিতরে প্রাণ সেরূপ অস্থির।
যেমন কমলদলে টল টল নীর ॥

এই তুমি এই আমি তুমি আমি কই।
বলি বটে তুমি আমি তুমি আমি কই ॥
ততক্ষণ তুমি আমি যতক্ষণ রই।
তুমি আমি থাকিব না ক্ষণকাল বই ॥
এই দেহ এই রূপ সকলি অসার।
'আমি' ব'লে অভিমান কেন কর আর ॥
আমি তুমি রব করে প্রতি জনে জনে।
তুমি কার কে তোমার ভাব দেখি মনে ॥
আমি বল তুমি বল তিনি আর উনি।
পরস্পর বলাবলি শুন আর শুনি ॥
বাহিরেতে আমি তুমি ইতর বিশেষ।
ঘরের ভিতরে কেহ করে না প্রবেশ ॥
এই আমি কার আমি কার তুমি তুমি।
জান না ভাঙ্গিলে খাট সার হয়ে ভূমি ॥
এখনি তোমায় লবে করিয়া হরণ।
জনমের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে মরণ ॥
এখন হ'ল না মনে বোধের উদয়।
মরণ নিকট অতি স্মরণ না হয় ॥
বাহুবলে বেড়াতেছ হাসিয়া হাসিয়া।
হেলায় হারালে কাল মেলায় আসিয়া ॥
মায়ায় মোহিত হয়ে করিতেছ পাপ।
কে তোমার দারা সুত তুমি কার বাপ ॥
কার ধন কার জন কার পরিবার।
নয়ন মুদিলে পরে সব অন্ধকার ॥
আমার আমার বল সে কেবল রোগ।
তুমি গেলে এই সব সে করিবে ভোগ ॥
তোমার ভোগের নহে এ ভব বিভব।
ভাবের ভবন ভব স্বভাবে সম্ভব ॥
তুমি আমি নাহি রব রবে মাত্র রব।
যত সব তত শব এই সব শব ॥
এখন হাসিছ কত ধন-জন-বলে।
যত হাসি তত কান্না 'রামশন্না' বলে।
এই সব এই আছে এই হ'লে শব।
এখনি উঠিয়া যাবে হাহাকার রব ॥
কাল গেলে কার আর ছাড়িবার নয়।
কিছুই নিশ্চয় নাই কখন্ কি হয় ॥
ভবের যে সার ভাব কিছু না বুঝিলে।
অসার সংসারে এসে সংসারী হইলে ॥
আছ জীব হও শিব মায়া-মোহ হরি।
সরল অন্তরে সদা জপ হরি হরি ॥

সকলি অসার আর সকলি অসার।
সদানন্দ চিরানন্দ এক মাত্র সার ॥
ওহে মন-মধুকর উপদেশ ধর।
গুণ গুণ রবে তাঁর গুণগান কর ॥
কামনা-কেতকি-ফুলে কেন ত্যজ প্রাণ।
চরণ-কমলে ব'সে কর মধু পান ॥
আর না উড়িতে হবে রবে নিজ স্থানে।
ঘুচিবে সকল মন্দ মকরন্দ-পানে ॥

ভাবভরে ভবে যেই জয় জগদীশ।
শত্রু তার মিত্র হয় সুধা হয় বিষ ॥
পরম পীযূষ-রসে পূর্ণ হয় মুখ।
বিপদে সম্পদ হয় দুখে হয় সুখ ॥
কিছুতেই নাহি তার কোনরূপ ভয়।
যে ভাবে যেখানে যায় সেখানেই জয় ॥
সদাকাল সুখ তার ভজে যেই হরি।
অকূল সাগরে ডু'বে প্রাপ্ত হয় তরী ॥
জয় জয় রব করি ক্ষয় করে কাল।
ঘটনা না হয় কভু যাতনা-জঞ্জাল ॥
সত্যের সাধনা-পথে যে জন বিমুখ।
কোনরূপে নাহি তার কিছুতেই সুখ ॥
তার প্রতি প্রতিকূল প্রভু জগদীশ।
মিত্র তার শত্রু হয় সুধা হয় বিষ ॥
পদে পদে অপমান নাহি থাকে পদ।
হিতে হয় বিপরীত সম্পদে বিপদ্ ॥
মানে হয় অপমান দানে ঘটে দায়।
সেখানেই অনাদর যেখানেতে যায় ॥
ধন তার উড়ে যায় বন হয় ঘর।
সে যারে স্বজন ভাবে সেই ভাবে পর ॥
শীলতা শিলের সম সুরবে কুরব।
প্রিয় কথা কটু হয় গালি হয় স্তব ॥
রসের আলাপ-সেতু রসকূপে উলে।
'ব্রহ্মানন্দরস' যেন যেয়ো নাকো ভুলে ॥
এ রসের শিক্ষাগুরু নদনদী-পতি।
লয়ে দীক্ষা করি শিক্ষা হও মহামতি ॥
বর্ষাকালে নদ-নদী রত্নাকরে যায়।
তবু তার বৃদ্ধি নাই কি আশ্চর্য্য হায় ॥
খর করে রবি করে গ্রীষ্মে আকর্ষণ।
তবু তার হ্রাস নাই সমান জীবন ॥

সুমধুর জল কত প্রবেশে সাগরে।
তথাপি লবণরস তাহাতে বিহরে॥
দেখ দেখ দেখ জীব সাগরের ভাব।
কিছুতেই নাহি হয় স্বভাবে অভাব॥
তার কাছে শিক্ষা কর এ সব ব্যাভার।
গুরু ব'লে একবার কর নমস্কার॥

বিষয় বিরস সুখ বিষের বর্ষণ।
সুখ-আশে কেন কর তাহার দর্শন॥
যাহে কর ভোগ-বুদ্ধি ভোগের সে নয়।
সুধার আধার নয় বিষের আলয়॥
কামিনীর কমনীয় সুললিত রূপ।
রসের আকর নয় অনলের কূপ॥
তাহাতে পড়িলে পরে বাঁচিবে না আর।
ধনে প্রাণে পুড়ে শেষে হবে ছারখার॥
বাহ্য দেখে গ্রাহ্য করি ভুল না রে ভাই।
অন্তরেতে যা দেখিছ সদা দেখ তাই॥
পতঙ্গেরে গুরু ভেবে থাক পরিতোষে।
মর না মর না প্রাণে নয়নের দোষে॥

মিছে তার ধন জন মিছে তার দেহ।
দারা সুত আদি করি বাধ্য নহে কেহ॥
নিকটে দাঁড়ায় কেবা মাড়ায় কে গেহ।
আপনার ব'লে কেহ নাহি করে স্নেহ॥
সম্ভাবিত আছে যাহা সকলি বিফল।
ঈশ্বর তাহারে দেন হাতে হাতে ফল॥
ইহকালে এই দশা নিন্দা দ্বারে দ্বারে।
পরকালে কি হইবে কে কহিতে পারে॥

বহু পুণ্যফলে ভাই বহু পুণ্যফলে।
এসেছ মানবরূপে এই ধরাতলে॥
জীবের প্রধান নর সকলেই কয়।
এমন জনম ভবে আর নাহি হয়॥
দেহ পেয়ে দেখা দেখি তোমায় আমায়।
দেহ যাহে ভাল থাকে যত্ন কর তায়॥
ধন জন দারা সুত গৃহ পরিবার।
সহায় সম্পদ আদি যত আর আর॥
এ সব বিভব ভাই হ'লে পরে ক্ষয়।
পুন হয় সমুদয় দেহ যদি রয়॥

যাবে যাহা তুমি তাহা পাবে বার বার।
পতন হইলে দেহ নাহি হয় আর॥
পেয়েছ অমূল্য এই শরীর রতন।
সুকার্য্য-সাধনে কর বিশেষ যতন॥
ব্যাধির মন্দির বটে শরীর তোমার।
জরা আসি করিয়াছে দেহ অধিকার॥
মহারোগ কর ভোগ তাহে নাহি খেদ।
তনু হ'তে নাহি হোক্ প্রাণের বিচ্ছেদ॥
চোক যাক্ কান যাক্ খোসে যাক্ নাসা।
তথাচ কর না মনে মরণের আশা॥
চরমে পরম পদ দেহ থাকে যদি।
অনায়াসে পার হবে ভীম ভবনদী॥
স্থির কথা যথাকালে যাবে যোগ্যধাম।
মন খুলে জপ কর ঈশ্বরের নাম॥

প্রভাতে উঠিয়া করি হাস্য পরিহাস।
সে দিন করিতে হয় যদি উপবাস॥
যায় যায় উপবাসে দিন যায় যাবে।
সাধু সহ সদালাপে কত সুধা খাবে॥
অমৃত ভোজন করি যদি যায় দাঁত।
হরিগুণ লিখিয়া যদ্যপি যায় হাত॥
যায় দাঁত যায় হাত কিছু ক্ষতি নাই॥
লেখ লেখ হরিগুণ সুধা খাও ভাই॥
লক্ষ্মীছাড়া যদি হও খেয়ে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে।
নিজে খাও খেতে দাও সাধ্য অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে॥

ভাবী বিনা স্বভাবের ভাব কেবা ধরে।
জ্ঞানী বিনা জ্ঞানপথে কেবা আর চরে॥
বর্ষা বিনা সাগরের উদর কে ভরে।
মাতা বিনা সন্তানের আদর কে করে॥
রবি বিনা জগতের ধ্বান্ত কেবা হরে।
দাতা বিনা দরিদ্রের দুঃখে কেবা মরে॥

হায় হায় হাসি পায় তোমায় দেখিয়া।
কুশল কামনা কর কুসঙ্গ করিয়া॥

বিষ-বৃক্ষ সৃজিয়া কি পাবে সুধাফল।
অনল কি দিতে পারে জলের শীতল ॥
জলনিধি রত্নাকর বিমল শরীর।
অপার বিস্তার যার স্বভাবে গভীর ॥
অগাধ নীরধি সেই বহু গুণরাশি।
বাঁধা গেল রাবণের হয়ে প্রতিবাসী ॥

এসেছে অতিথি কাল কর তার সেবা।
অতিথি বিমুখ হ'লে যশ পায় কেবা ॥
আপনার হিত দেখ বিহিত বুঝিয়া।
অতিথে বিদায় কর সুকর্ম্ম করিয়া ॥
কাল যত গত তত গত হয় আয়ু।
তথাচ না দূর হয় মিছে আশা-বায়ু ॥
নিরাশা পরমসুখ আশা ঘোর দুখ।
আশানদী-পারে গেলে পাবে কত সুখ ॥
বিমল সন্তোষ-ধাম প্রাপ্ত হবে যদি।
পার হও মিছে আশা কর্ম্মনাশা-নদী ॥

যৌবনের শোভা আর ফুলের সৌরভ।
করো না করো না এই দুয়ের গৌরব ॥
যৌবনে রূপের ভাতি ফুল সম হয়।
কিছুকাল শোভামাত্র পরে নাহি রয় ॥
সম্পদের অভিমান করো না রে মন।
পদে পদে বিপদের হয় আগমন ॥
যে প্রকার বরষায় নদী আর নদ।
সেরূপ নিশ্চয় জেন জীবের সম্পদ ॥
হিমাগমে জলের প্রবাহ হয় হ্রাস।
বিপদে তেমনি করে সম্পদ বিনাশ ॥
যদিও তোমার এই সম্পদ রবে না।
বিপদের পদ ভঙ্গ বিপদ হবে না ॥
রয়েছে পরম ধন নিকটে পড়িয়া।
এই বেলা লহ জীব যতন করিয়া ॥
এখন না লও যদি পাবে না হে আর।
অবশেষে কেবল যাতনা হবে সার ॥
সময়ে এ ধন যদি হাত ছেড়ে যায়।
শুধুই করিবে খেদ হায় হায় হায় ॥
নির্ধনের ধন এই নিধনের ধন।
এ ধন সাধন কর ওরে বাছাধন ॥
মহাধন এই ধন যদি নাহি রয়।
কি ধন পাইবে তবে নিধন সময় ॥

এ ধন হৃদয়ে রাখ ঠেল না ঠেল না।
হাতে করে তুলে লও ফেল না ফেল না
হবে ধনী রবে ধ্বনি ওহে বাপধন।
নিধনে সধন হবে পাইলে এ ধন ॥

বল দেখি এ জগতে ধার্ম্মিক কে হয়।
সর্ব্বজীবে দয়া যার ধার্ম্মিক সে হয় ॥
বল দেখি এ জগতে সুখী বলি কারে।
সতত অরোগী যেই সুখী বলি তারে ॥
বল দেখি এ জগতে প্রেমী বলি কারে।
স্বভাবে সদ্ভাব যার প্রেমী বলি তারে ॥
বল দেখি এ জগতে বিজ্ঞ বলি কারে।
হিতাহিত-বোধ যার বিজ্ঞ বলি তারে ॥
বল দেখি এ জগতে ধীর বলি কারে।
বিপদে যে স্থির থাকে ধীর বলি তারে ॥
বল দেখি এ জগতে মূর্খ বলি কারে।
নিজ কার্য্য নষ্ট করে মূর্খ বলি তারে ॥
বল দেখি এ জগতে খল বলি কারে।
পরের যে মন্দ করে খল বলি তারে ॥
বল দেখি এ জগতে সাধু বলি কারে।
পরের যে ভাল করে সাধু বলি তারে ॥
বল দেখি এ জগতে জ্ঞানী বলি কারে।
নিজবোধ আছে যার জ্ঞানী বলি তারে ॥
বল দেখি এ জগতে সার বলি কারে।
ঈশ্বরের ভক্ত যেই সার বলি তারে ॥

ফুলের স্তবক হয় যেরূপ প্রকার।
অবিকল সেইরূপ সত্যের ব্যাভার ॥
হয় গিয়া চড়ে ফুল মাথার উপর।
নতুবা বিলয় হয় বনের ভিতর ॥
হয় নর নরশ্রেষ্ঠ মহৎ যে হয়।
নতুবা বিরলে বনে দেহ করে লয় ॥
অনেকেই বক্তা হয় উপদেশ গেয়ে।
অনেকেই বিজ্ঞ হয় উপদেশ পেয়ে ॥
কেহ বা করিছে ব্যয় মুখের বচন।
কেহ বা শ্রবণে তাহা করিছে শ্রবণ ॥
বলাবলি শুনাশুনি হয় পরস্পর।
কেহ না প্রবেশ করে ধর্ম্মের ভিতর
নানারূপ শাস্ত্রকথা প্রকাশ করিয়া।
পরিচয় দেয় সবে পণ্ডিত ব [illegible] য়া ॥

বিস্তার সাগর বটে গুণের আধার।
ফলে দেখি কার নাই ধর্ম্মে অধিকার॥
পরস্পর জয়লাভে সবাই ব্যাকুল।
বিচার-সাগরে ডুবে নাহি পায় কূল॥
সে সাগরে খেলিতেছে অভিমান-ঢেউ।
ওপারে কি বস্তু আছে নাহি জানে কেউ॥
তরঙ্গ-সময়ে সেই তরঙ্গে পড়িয়া।
হাবুডুবু খায় শুধু ভাসিয়া ভাসিয়া॥
সকলেই চলিতেছে ভাসিতে ভাসিতে।
আপনার আয়ুধন নাশিতে নাশিতে॥
বিচার বিচার করি সকলেই মরে।
আপন বিচার আর কেহ নাহি করে॥
কতই কল্পনা করে কথায় কথায়।
কেবল কুতর্ক করি কুপথ দেখায়॥
দর্শন দর্শন করি ঘুরিছে সবাই।
সে দর্শন কোথা তার নিদর্শন নাই।
করিছে বাদার্থ কত বিচারের বলে।
ন্যায় পড়ি ন্যায়-পথে কেহ নাহি চলে॥
না করে সিদ্ধান্ত কিছু বেদান্ত পড়িয়া।
অবিশ্রান্ত ধ্বান্ত-কূপে রয়েছে পড়িয়া॥
শাস্ত্র পড়ি যিনি হন ধর্ম্মপরায়ণ।
প্রেমভরে আমি তাঁর পূজিব চরণ॥
শাস্ত্র পড়ি নিজ তত্ত্ব যে করে বিচার।
দূর করে সকলের মনের আঁধার॥
মনের সন্তাপ যত যে করে হরণ।
শিষ্য হয়ে আমি তাঁর পূজিব চরণ॥

একে লোভী তাহে মন পরিতুষ্ট নয়।
এ সংসারে তার সুখ কিছুতে না হয়॥
সদা যেই পরিতুষ্ট সন্তোষিত মন।
ঘরে ব'সে পায় সেই ত্রিলোকের ধন॥
ক্ষণমাত্র তার মনে কিছু নাই দুখ।
সমভাবে কাটে কাল সততই সুখ॥
চলে যেই পায়ে দিয়ে জুতা এক যোড়া।
ভাবে সেই সকল পৃথিবী চামে মোড়া॥
যারা যায় খালি পায় তারা পায় কাদা।
কিরূপে তাদের হবে পদতল শাদা॥
কিছুতেই পরিতোষ নহে যেই জনা।
তাহার সহিত এই জুতার তুলনা॥
প্রতিক্ষণ পোড়ে মন স্বভাবের দোষে।
সন্তোষ যাহার মনে থাকে সেই তোষে॥
সুখে যেই পান করে সন্তোষের সুধা।
তার মনে নাহি থাকে লোভরূপ ক্ষুধা॥
যথা তথা ঘুরে মরে লোভশীল যারা।
সন্তোষের সার সুখ কিসে পাবে তারা॥
সাধু সাধু সাধু সেই সাধু বলি তারে।
ধনলোভে যে না যায় ধনীদের দ্বারে॥
মরি মরি মরি কিবা সাধু সেই জন।
বিরহ-অনলে যার নাহি পোড়ে মন॥
সাধু সাধু সাধু সেই সাধুবাদ তার।
নপুংসক ব'লে খ্যাতি নাহি হয় যার॥
ধনলোভ-পিপাসায় যারে দেয় তাপ।
কতরূপে সেই পাপী ভোগ করে পাপ॥
অনায়াসে হাত দেয় সাপের বদনে।
পর্ব্বতে প্রবেশ করি ভ্রমে বনে বনে॥
প্রাণের উপরে মায়া নাহি থাকে আর।
পাতালে প্রবেশ করে সিন্ধু হয় পার॥
এইরূপে কত দূরে করিয়া গমন।
কোনরূপে করে কিছু অর্থ আহরণ॥
পরিতোষ নহে তায় নাহি মিটে ক্ষোভ।
ক্রমেই তাহার আর বেড়ে যায় লোভ॥
যাহার অন্তর থাকে তুষ্ট নিরন্তর।
করস্থিত ধনে সেই না করে আদর॥
সে লোক ত্রিলোকজয়ী প্রিয় সবাকার।
তার চেয়ে পুণ্যশীল কেহ নাহি আর॥
মানসিক বলে সেই আশা করি নাশ।
নিরাশার নিকেতনে নিত্য করে বাস॥

তত্ত্ব-বোধ

এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার।
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর?
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥
তোমার বিষয়ে লোক করে কত দ্বেষ।
কার কাছে নাহি পাই সার উপদেশ॥

বিরূপ কিরূপ তুমি না জেনে বিশেষ।
ভ্রমে প'ড়ে ভ্রমিলাম এ দেশ ও দেশ॥
বৃথা এই চর্ম্মচক্ষু চিনে মাত্র ছায়া।
আছে যার জ্ঞানচক্ষু সেই চেনে মায়া॥
মায়া তার মনে আর স্থান নাহি পায়।
যেখানে মায়ার ছায়া সেখানে না যায়॥
সাধু সাধু সাধু সেই সাধু বলি তারে।
মানসের অন্ধকার যে ঘুচাতে পারে॥
গুরুমুখে শুনিলাম পেলাম সন্ধান।
ভাবময় ভক্তাধীন তুমি ভগবান্॥
ভাবিলেই মনে হয় ভাবের উদয়।
স্বভাব অভাবে আর ভাবিতে না হয়॥
সদাই ভাবনা তার ভাব না যে লয়।
যে করে ভাবনা তার ভাবনা কি রয়॥
সভাবে ভাবিয়া হ'ল ভাবের সঞ্চার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

আপনার কণ্ঠে হার দেখিতে না পায়।
ভ্রমে করে অন্বেষণ যথায় তথায়॥
আপনার নাভিপদ্ম হ'লে প্রস্ফুটিত।
কুরঙ্গ যেরূপ হয় গন্ধে আমোদিত॥
না জেনে কারণ তার ব্যাকুল হইয়া।
অবশেষে প্রাণে মরে ছুটিয়া ছুটিয়া॥
সেইরূপ ভ্রম-জালে হইয়া জড়িত।
কিছুমাত্র না হইল সময়ের হিত॥
হইলাম ঘোর অন্ধ থাকিতে নয়ন।
না হইল এক দিন বস্তু-দরশন॥
আপনার ঘরে ধন থাকিতে সঞ্চিত।
আপনি আপন ধনে হলেম বঞ্চিত॥
নাহি বসে বিকসিত শতদল-দলে।
ভ্রমরার ভ্রম যথা চিত্রের কমলে॥
সে প্রকার আমি নাথ না চিনে তোমারে।
কত ভোগ ভুগিয়াছি প'ড়ে অন্ধকারে॥
এখন ঘুচিল সেই মনের বিকার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥
অন্তর অন্তর তবে কেন ভাবি আর।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

মৃগতৃষ্ণা মহারোগ জীব করে ভোগ।
কোনমতে নাহি হয় সুযোগের যোগ॥
ভোগী হয়ে ভোগ করে তারে বলি সুখ।
ভোগে শুধু কর্ম্মভোগ এই বড় দুখ॥
ভোগায় ভোগায় কত ভোগ কবে হয়।
অনুযোগ সারমাত্র যোগের সময়॥
মনের স্থিরতা নাই চালে মনোরথ।
আপনি সে অন্ধ নিজে যে দেখায় পথ॥
চলে অন্ধ অন্ধকারে দীপ করি করে।
সকলেই হেরে তারে উপহাস করে॥
দেখিয়া তাদের হাসি হাসি আমি মনে।
করি কত সাধুবাদ সেই অন্ধ জনে॥
আলো নিয়ে চলে কাণা কত যুক্তি ধরে।
অন্যেরে দেখায়ে পথ আত্মরক্ষা করে।
সেই কাণা গুরু হয়ে এই কথা বলে।
কালোর ভিতরে আলো অন্ধকারে জ্বলে॥
দেখিলাম সত্য বটে করিয়া বিচার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

এই ভব এই সব, অভিনব নয়।
তোমার সৃজিত এই বস্তু সমুদয়॥
দেখিয়া ভূতের খেলা হই অভিভূত।
ভিতরে বাহিরে ভূত এ বড় অদ্ভুত॥
ভূতে ভূত জড়ীভূত ভূতময় সব।
ভূতে ভূতে দেখাতেছে নিজ অবয়ব॥
সর্ব্বগত সর্ব্বময় ব্যক্ত চরাচর।
সর্ব্বভূতে আবির্ভূত তুমি ভূতেশ্বর॥
ভূতাতীত ভূতনাথ ভূতছাড়া নও।
কখন ভূতের হাটে নিজে ভূত হও॥
খেলাতেছ কত খেলা ভূতের খেলায়।
দেখাতেছে কত রূপ ভূতের মেলায়॥

বাহিরে ভূতের খেলা অখিল সংসার।
মনোময় ভূত খেলা মনেতে সঞ্চার॥
বাহিরে প্রকাশ যার মনের নয়ন।
তার কাছে কিসে তুমি হইবে গোপন?
দেখিলাম রোধ করি নয়নের দ্বার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

স্থিরভাবে জানে যেই মুদিতে নয়ন।
মনোময় রূপ সেই করে দরশন॥
নিরন্তর করে ধ্যান জ্ঞানের প্রভাবে।
আপনি সে গ'লে যায় আপনার ভাবে॥
মন তার গ'লে গ'লে হয় এ প্রকার।
ঢ'লে ঢ'লে টোলে টোলে নাহি পড়ে আর॥
সুধাস্বরে ভিতরে গোপনে করে গান।
স্বভাব স্বভাবে ধরে তাল আর মান॥
তখন সে আপনারে আপনি না জানে।
একেবারে মত্ত হয় তত্ত্ব-মধু-পানে॥
সে ভাবের ভাব আর না যায় ভুলিয়া।
ভিতরে বাহিরে হেরে নয়ন খুলিয়া॥
আঁখি বটে খোলা তার ভাবে ভোলা মন।
ভিতরে ভিতরে করে ধ্যানে দরশন॥
এই জীব থাকে জীব মায়ার বন্ধনে।
এই জীব হয় শিব মায়ার মোচনে॥
জেনে শুনে তবু কেন ভুলি বার বার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর?
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

হৃদয়পিঞ্জরে রাখি কপাট আঁটিয়া।
তবু কোথা উড়ে যাও শিকল কাটিয়া॥
এক ভাবে স্থির হয়ে পারিনে থাকিতে।
এক ভাবে স্থির ক'রে পারিনে রাখিতে॥
ভাবিতে তোমার ভাব ভার হ'ল ভারী।
আপনি অস্থির আমি বুঝিতে না পারি॥
চঞ্চল সহজে আমি স্থির হব কত।
তোমারে চঞ্চল হেরি চপলের মত॥
প্রণিপাত করি নাথ চরণে তোমার।
মনের চাপল্য-রোগ কর প্রতীকার॥
ধ্যানে নাই জ্ঞানযোগ ধারণা কে ধরে!
ভাবিতে ভাবিতে ভাবে ভাবান্তর করে॥
দেখিতে দেখিতে চারু বিরূপের রূপ।
স্বরূপে বিরূপ করি ঘটায় বিরূপ॥
কিরূপে সরূপে নাথ হেরিবে স্বরূপ।
বিকারী মনের ভাব নহে এক রূপ॥
এখন মোহিত মন রূপেতে তোমার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

এই মন, এই ভাবে, ভাবে এই ভাব।
ক্ষণ পরে ক'রে বসে সে ভাবে অভাব॥
আবার সে ভাব ছেড়ে অন্য ভাব ধরে।
স্বভাবে অভাবে ভাবে কত ভাব করে॥
এই সুখী এই দুখী এই হয় ধীর।
এই জ্ঞানী এই মূঢ় এই নয় স্থির॥
একক্ষণে কোটি ভাগে ভাবান্তর হয়।
ক্ষণিক মনের গতি বুঝাবার নয়॥
মনের এ ঘোর রোগ কিরূপেতে যাবে।
কি ভাবে ভাবুক হবে স্বভাবের ভাবে॥
সুধীর অধীর মন হবে কত দিনে।
গতিহীন হয়ে রবে তোমার অধীনে॥
মন যদি ছেড়ে দেয় আপনার গতি।
তবেই ত হয় তার সুগতি-সঙ্গতি॥
যত দিন না ঘুচিবে মনের সে গতি।
তত দিন কিসে হবে অগতির গতি॥
এখন মনের বেগ হয়েছে সংহার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলা
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

আবার কি সর্ব্বনাশ কারে বা জানাই।
দেখিতে দেখিতে আর দেখিতে না পাই॥
এইমাত্র ভক্তিরসে বশে ছিল মন।
আবার সে মন কোথা করিল গমন॥

তীর্থ-পর্য্যটন শ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
ব্যতিক্রম আপন জীবনে ॥
প্রত্যয় পরম-ধন, সকলের মূল মন,
সুখ দুখ পাপ পুণ্য মনে ॥
এটা নয় এটা নয়, কেহ কয় এই হয়,
এইরূপ দ্বন্দ্ব করে সব।
সুধীর সাধক সেই, সার মর্ম্ম পায় সেই,
ভাবে তার বদন নীরব ॥
ব্রহ্মনিরূপণ-কথা, কুবিচার যথা তথা,
নিরাকার সাকার বিবাদ।
প্রেমে পূর্ণ কেহ নয়, চক্ষু থেকে অন্ধ হয়,
পরস্পর ঘটায় প্রমাদ ॥
যে যা ভাবে তাহে কিবা, আমি ভাবিয়া ত্রিদিবা,
শিবা শিতিকণ্ঠ-কুটুম্বিনী।
বিগত মনের ভ্রম, উদয় অন্তরে মম,
তারারূপ নব-কাদম্বিনী ॥
উদ্ধারের পাঁচ মত, ফলিতার্থ এক-পথ,
ভ্রান্তি শান্তি হ'লে যায় খেদ।
শিব রাধা তারা রাম, বীজ ঐক্য ভিন্ন নাম,
শ্যামা শ্যাম আকারের ভেদ ॥
তুমি শ্যাম তুমি শ্যামা, আকার আকারে বামা,
একাকারে একাকার লয়।
যে পেয়েছে তত্ত্বমসি, সে কি দেখে বাঁশী অসি,
জীব নয় শিব সেই হয় ॥
কে বুঝে বিষম তঙ্ক, মনুময় তনুপঙ্ক,
গণপতি বিশ্বধ্বান্তহারী।
অংশে অংশী হংস হংসী, দুষ্ট-দৈত্য-দর্পধ্বংসী,
খড়্গ শৃঙ্গ চূড়া-বংশীধারী ॥
উপাসনা ভেদাভেদ, বিশেষ বলেছে বেদ,
মণিদ্বীপে একচিত্তে ধ্যান।
যথার্থ মনের ভাবে, সাধকে সাকার ভাবে,
দ্বেষ করে পামর অজ্ঞান ॥
স্বেচ্ছায় হতাদেশ, যত লোকে করে দ্বেষ,
তুমি তার কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া।
জীবেরে কাচাও কাচ, কুহকে নাচাও নাচ,
নানা জনে নানা ভাব দিয়া ॥
কুমতি-সুমতি-দ্বয়, তোমা হ'তে হয় লয়,
মানুষের বৃথা করি দ্বেষ ॥
তুমি কৃপা কর যারে, সংসারে তরাও তারে,
ভব-আসা আশা কর শেষ ॥

তোমার পরমতত্ত্ব, কে পারে করিতে তত্ত্ব,
তারাতত্ত্ব জ্ঞানচক্ষু তারা।
আমি মা বিষয়ে মত্ত, নাহি জানি তব তত্ত্ব,
তব দত্ত তত্ত্ববর্ত্মহারা ॥
নিশা গতাগত দিবা, সুপথ দেখাও শিবা,
বিজ্ঞান-নির্ম্মলনেত্র দিয়া।
ক্ষম দোষ ছাড় রোষ, কর গো মা পরিতোষ,
আশুতোষ আশুতোষপ্রিয়া ॥
দিয়েছ অস্থির চিত্ত, তার দায়ে মরি নিত্য,
উপদেশ কথা নাহি মানে ॥
পাপে নত বোধহত, অবিরত সুখে রত,
পরকান্তাধরামৃত-পানে ॥
এই হয় তত্ত্বজ্ঞান, একভাবে করি ধ্যান,
ক্ষণ পরে বিপরীত ভাব।
সে ভাব কোথায় যায়, হৃদয়ে প্রকাশ পায়,
প্রেমিকের প্রেমের প্রভাব ॥
একাদশ নহে বশ, লোকে করে অপযশ,
দিক্ দশ ডুবিল কলঙ্কে।
খরতর স্মরশর, থরথর কলেবর,
জরজর শত্রুর আতঙ্কে ॥
আসিয়াছি এক পথে, সুপাদ্ সম্পর্কমতে,
মন হয় সহোদর ভাই ॥
থাকি বটে এক ঘরে, এক দিবসের তরে,
তার সঙ্গে দেখা মাত্র নাই ॥
প্রবৃত্তি প্রেয়সী সহ, থাকে মন অহরহ,
মায়ারূপ অন্ধকার ঘরে।
তার পুত্র রিপু ছয়, দুরাশয় অতিশয়,
সবে মিলে পুরী দগ্ধ করে ॥
সাকার-প্রকৃতি ভাগে, অনুরাগে যোগে-যাগে,
যদি মন জাগে একবার।
তবে আর ভয় নাই, নিত্যানন্দধামে যাই,
বিষয়-বারিধি হই পার ॥
মিছামিছি করি রোষ, মনের কি দিব দোষ,
সে যে নিজে দুখী নিজ দুখে।
ইচ্ছাবায়ু অনুসারে, যেমন নাচাও তারে,
তেমনি সে নৃত্য করে সুখে ॥
দেহ যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, ক্রিয়া তন্ত্র তুমি তন্ত্রী,
মন রাজা তুমি মন্ত্রী তার।
যেমত বলাও বলে, যে পথে চালাও চলে,
তারে বাধ্য করে সাধ্য কার ॥

কিছু নাহি ভেবে পাই কিসে হবে হিত।
উড়ে গেল ভাবভক্তি মনের সহিত॥
দীনহীনে দয়া কর দীনদয়াময়।
বার বার বিড়ম্বনা প্রাণে নাহি সয়॥
কৃপণতা যদি কর কৃপা-বিতরণে।
এ মনে এমনে আমি শাসিব কেমনে॥
এই মন হয় নাথ তোমার সন্তান।
মনের প্রবোধ তুমি নিজে কর দান॥
মনেরে যদ্যপি তুমি নিজে কর বুকে।
আমি তবে আমি আমি করিব না মুখে॥
স্বভাবে তোমার মন হইলে তোমার।
রবে না আমার মনে আমার আমার॥
আমার আমার তবে হইল তোমার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার॥

মহাকালীর স্তব

পরাপরঙ্করী পরা, পরামৃতপদাপরা,
পরমা-প্রকৃতি সর্ব্বসারা।
দুর্গা দুর্গহরা সদা, চিরজীবিপদপ্রদা,
পর্ব্বতেশ-প্রিয়পুত্রী পরা॥
নিখিল-শরণ্যা ধন্যা, দেবারাধ্যা দক্ষকন্যা,
দয়াময়ী দৈত্যদশাহরা॥
ত্রিপুরা ত্র্যম্বকদারা, ত্রাণ-হেতু নাম তারা,
ত্রিলোচনী ত্রিলোকতারিণী।
কার্য্য ধার্য্য যাহে হয়, কারণ তাহারে কয়,
কালী সেই কারণকারিণী॥
বিমলা কমলামলা, করালাক্ষী কামকলা,
কলুষ-কদম্ব-বিমোচনী।
কালী কালাকালদাত্রী, কালকান্তা কালরাত্রি,
কামরূপা করালবদনী॥
সোহং-ভবে, তত্ত্বধরা, জপাজপাশেষকরা,
সমাধি-সমিধস্বরূপিণী।
ককারে আকারভূতা, কলি-কালী-গুণযুতা,
গিরিসুতা গিরিশগৃহিণী॥
চতুর-বিংশতিতত্ত্ব, তম আর রজঃ সত্ত্ব,
ত্রিগুণে ত্রিবিন্দুরূপা তারা।
অনন্তা অনন্ত-লীলা, ক্ষেমঙ্করী ক্ষমাশীলা,
বিশ্বময়ী বিষধরহারা॥
নিয়মে লিখিত স্পষ্ট, অবন্যাদি মূর্ত্তি অষ্ট,
তারা অষ্ট তারা ছাড়া নয়।
নয় গ্রহ দিক্ দশ, বায়ু পঞ্চ ছয় রস,
তারা তিথি তীর্থের আলয়॥
সর্ব্বসহা সর্ব্বক্ষণ, শর্ব্বের সর্ব্বস্ব-ধন,
সর্ব্বশক্তি সর্ব্বতত্ত্বাদেশে।
বিধিরূপে সৃষ্টিপর্ব্ব, হরিরূপে পাল সর্ব্ব,
শর্ব্বরূপে সর্ব্বনাশ শেষে॥
নানারূপে রূপ ধর, নানারূপে মায়া কর,
কালীরূপে মত্তা রণমদে।
লীলা সব অসম্ভব, কত কব হতরব,
ভবধব শব তব পদে॥
জলদে দামিনীঘটা, অপরূপ রূপছটা,
তিমিরে তিমিরে করে নাশ।
নীরধর হতদিশা, সূর্য্য শশী, অমানিশা,
সমভাবে একত্র প্রকাশ॥
গুণধরা ধরাধরা, শিশুশশধর-ধরা,
সুহাস-মধুরাধরধরা।
ক্ষণে সূক্ষ্মা ক্ষণে স্থূলা, প্রতিকূলা অনুকূলা,
হীনামূলা জ্যেষ্ঠামূলাজরা॥
বিশ্ববাসবিধায়িনী, বাণী-ব্রহ্মসনাতনী,
ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মানন্দপ্রদা।
তব ভাবে মহাহ্লাদে, তত্ত্বজ্ঞান-রসাস্বাদে,
পরমাত্মা পরিতুষ্ট সদা॥
নীলাচল আদি স্থল, গঙ্গাজল স্নানফল,
অবিকল শতদল-পায়।
শ্রীনাথ পরমগুরু, ভাবদাতা কল্পতরু,
গুরু বিনা সন্ধান কে পায়॥
সে মুখের উপদেশ, চর্ব্বিত চর্ব্বণ শেষ,
লেশমাত্রে ক্লেশ উপশম।
তবে যে অবোধ নরে, অভিমানে তর্ক করে,
সে কেবল বুঝিবার ভ্রম॥
শাস্ত্রে শাস্ত্রে তর্ক হয়, কত জনে কত কয়,
কিছু নয় সে সব বিচার।
জননী জনমভূমি, ঈশের ঈশত্ব তুমি,
এক বস্তু সকলের সার॥

ক্ষণেক যত্তপি জীব, চিন্তা করে নিজ-শিব,
অশিব ঘটাও তায় এসে।
মোহ দিয়ে নানারূপে, বিষয়-বিষের কূপে,
একেবারে ফেলে দেও শেষে॥
বিষম বিষয়ে ভাল, পাতিয়াছ মায়াজাল,
কার সাধ্য কাটিতে তা পারে।
মহাযোগী মহাকাল, পরাইয়া ব্যাঘ্রছাল,
গৃহধর্ম্ম করাইলে তাঁরে॥
দেবদেব বিভু যেই, তাঁহার দুর্দ্দশা এই,
ইহাতে মানব কোন ছার।
জগজ্জ স্মরহর, মোহনমুরলীধর,
মায়া ছাড়া গতি আছে কার॥
কি মায়া ধরেছ মায়া, আত্মারাম মুগ্ধমায়া,
মায়ানদী অকূল পাথার।
তবে পার হই নদী, তুমি মা শিথাও যদি,
স্বীয়জ্ঞান-সাহস-সাঁতার॥
পাশযুক্ত জন জীব, পাশমুক্ত সদাশিব,
শিববাক্য না হয় বিফল।
কর্ম্মপাশ করি ছেদ, ঘুচাও ভক্তের খেদ,
ভেদ কর কমলবিদল॥
কটাক্ষে করুণা করি, ক্ষিতিচক্র পরিহরি,
বায়ুভরে ক্রমে উঠ পরে।
আসি দশশতদলে, হংসীরূপে কুতূহলে,
মিলহ পরমহংসবরে॥
তাপিতে তনয়ে ত্রাহি, পতিতপাবনী পাহি,
পরমেশী প্রপন্নপালিনী।
দুর্গে দুর্গে বলি দুর্গে, শুনিছি মা তুমি দুর্গে,
পাষাণের কুলে কমলিনী॥
পদতলে প'ড়ে থাকি, কেবল তোমায় ডাকি,
যমে যেন নাহি লয় প্রাণ।
ব'সে রব এ প্রকারে, চেলে নিয়া সহস্রারে,
পরম-অমৃত কর দান॥
দেহের না হবে নাশ, ভোগের না রবে আশ,
রব আমি আমি নাই জ্ঞান।
সে ভোগ ভোগের সার, সে যোগ না হয় যার,
মরা বাঁচা উভয় সমান॥
ম'রে জীব মুক্ত হয়, জলবিম্ব জলে লয়,
সুখোদয় কিছু নাহি তায়।
সশরীরে মুক্ত হব, দেহ রবে আমি রব,
কেন হব পাষাণের প্রায়॥
এই ভাব অবয়ব, স্বভাবেই রবে সব,
শব কভু হইবে না দেহ।
ধরি পায় মা জননি, বিধিলিপিবিমোচনী,
চিরজীবী সেই পদ দেহ॥
অমর কাহারে কয়, দেবতা অমর নয়,
অমর কেমনে হবে প্রাণী।
একমাত্র তুমি পরা, মরণ-হরণ-করা,
মরণের মরণকারিণী॥
শক্তি বিনা শবময়, শক্তি-যোগে শিব হয়,
মৃত্যুঞ্জয় পতি তব ভীমা।
শিবের কি আছে বল, জানি জানি সে কেবল,
মা তোমার শাঁখার মহিমা॥
গায়েতে মেখেছে ছাই, চরণে পড়েছে জাই,
অমর হয়েছে তাই হর।
মহাদেব মহাভোগী, জ্যোতির্ম্ময় মহাযোগী,
পরমাত্মা ব্রহ্ম-পরাৎপর॥
কুণ্ডলিনী জাগ জাগো, জাগ জাগ জাগ মা গো,
কত নিদ্রা যাবে তুমি আর।
অধোবায়ু গতি হর, আছি জীব শিব কর,
সিদ্ধ হোক্ সাধনা আমার॥
ভবপ্রিয়া তুষ্টা ভব, ভাবিলে চরণ তব,
কাল-পরাভব ভবরাণী।
নাহি ভাবি ভয় ভাবি, ভাবিদত্ত ভাবে ভাবি,
ভয়ভাঙা ভক্তের ভবানী॥
জেনে ব্রহ্ম গুপ্তমর্ম্ম, দুঃখ শর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম,
জন্ম কর্ম্ম ইহ জন্মে সায়।
পূরাও মনের আশা, দক্ষিণে দক্ষিণে আসা,
দক্ষিণান্ত করি তব পায়॥
ভাবময়ি প্রেমময়ি, দেহি দিন দীনময়ি,
দূর কর দাসের দুর্দ্দশা।
তুমি সর্ব্বসিদ্ধিকরী, পরমেশ-প্রাণেশ্বরী,
ঈশ্বরের ঈশ্বরী ভরসা॥

নিবৃত্তি-কানন

উঠ উঠ উঠ জীব চড় জ্ঞান-রথে।
ভ্রমণ করিতে চল নিবৃত্তির পথে॥
নিত্য-সুখানন্দময় বন আছে যথা।
"বিবেক" বসন্ত ঋতু বিরাজিত তথা॥

সে বনে অপর ঋতু না হয় উদয়।
সদাকাল সুখময় সুরভি সদয়॥
ঈশ্বর-সাধন-কাম করিছে বিহার।
শ্রীমতী "সুমতি রতি" সতী প্রিয়া তার॥
এখনি দেখিতে পাবে বিজ্ঞান-নয়নে।
ইন্দ্রিয়-শাখীর শোভা দেহ-উপবনে॥
অপরূপ বৃত্তিরূপ শাখা শত শত।
অনুরাগ-নবপত্র শোভে তায় কত॥
মধুর মাধুরী কিবা আহা মরি মরি।
মাঝে মাঝে ঝুলিতেছে ভক্তির মুঞ্জরী॥
বিবেক-বসন্ত বলে বাড়িছে বিলাস।
ফুটেছে কুসুম কত ছুটেছে সুবাস॥
সন্তোষ-মলয়-বায়ু প্রবাহিত হয়ে।
করিতেছে পুলকিত গন্ধ তার লয়ে॥
দয়া যূথী, ক্ষমা জাতি শান্তির সেয়তী।
অহিংসা অপরাজিতা করুণা মালতী॥
মুকুলিত হইয়াছে যত তরু-লতা।
লজ্জা লজ্জাবতী ফুল মাধবীশীলতা॥
সত্যরূপ চম্পক সৌরভ কত তাতে।
প্রমোদিত করিয়াছে প্রেম-পারিজাতে॥
এ বনে বিহঙ্গ কত করি বিচরণ।
শ্রবণবিবরে করে সুধাবরিষণ॥
মরি কিবা "শ্রুতি-শুক" শ্রুতি-সুখকর।
"গীতা"-শারিকার সহ ডাকে নিরন্তর॥
মনোহর দ্বিজবর নিজ-স্বর ধরে।
সুরাগ সুরাগে লয়, প্রাণ মন হরে॥
সুললিত সুমধুর রবে ধরি তান।
"একমেবাদ্বিতীয়ম্" করে এই গান॥
তার গানে যার কানে রস ঢুকিয়াছে।
একেবারে সেই জীব শিব হইয়াছে॥
"বেদান্ত"-কোকিলকুল করিতেছে গান।
ধরিতেছে নিজ রাগ, হরিতেছে প্রাণ॥
"কালঘোষ *" কলরবে এই কথা কয়।
"জয় জয় জয় বিভো জগদীশ জয়॥
নির্ব্বিকার নিরাকার নিত্য নিরাময়।
জয় জয় জয় বিভো জগদীশ জয়॥
সর্ব্বসার সর্ব্বাধার সদানন্দময়।
জয় জয় জয় বিভো জগদীশ জয়॥

* কোকিল।

তৎ সৎ ওঁকার নির্গুণ নিরালয়।
জয় জয় জয় বিভো জগদীশ জয়॥
গুণাতীত গুণাকর সর্ব্বগুণময়।
জয় জয় জয় বিভো জগদীশ জয়॥
সৃজন পালন লয় কটাক্ষেতে হয়।
জয় জয় জয় বিভো জগদীশ জয়॥
কৃপালোকে ত্রিতাপ-তিমির কর ক্ষয়।
জয় জয় জয় বিভো জগদীশ জয়॥
দয়া কর দয়াকর দীন-দয়াময়।
জয় জয় জয় বিভো জগদীশ জয়॥"
কোকিলের মুখে এই শুনিয়া সুরব।
"কাম্য-কর্ম্ম-কাক"-কুল হয়েছে নীরব॥
ওরে জীব পাবি শিব দূরে যাবে জ্বালা।
হবে না কাকের ডাকে কান ঝালাপালা॥
শুক পিক ছাড়া আর পাখী আছে যত।
শাখাপরে পাখা নেড়ে দেখাতেছে কত॥
এক গাছে এক ডালে ব'সে নাক ছটা।
কলরব ক'রে সব বাধায়েছে ঘটা॥
নানাদিকে উড়ে যায় নানা পথে চলে।
ফলতঃ সে ছয় পাখী এক বুলি বলে॥
"ছয় দরশন" পাখী হয় ছপ্রকার।
সকলেই করিতেছে কুশল তোমার॥
"ন্যায়" নামে এক পাখী ন্যায়পথে রয়।
না করে অন্যায় কিছু ন্যায়কথা কয়॥
পাতঞ্জল সাংখ্য আদি আর আছে যত।
নানা কথা কয়ে দেয় এক মতে মত॥
এ কানন কি কহিব এ কানন-গুণ।
এ কানন-গুণে পাবে গুণেশ-নির্গুণ॥
হৃদি-সরোবরে ভাব-পদ্মে কত গুন।
মধুকর মন তায় করে গুন্ গুন্॥
মকরন্দ আনন্দ ক্ষরিছে প্রতিক্ষণ।
পান করি পরিতোষ তৃপ্তি হয় মন॥
পরিহরি ভ্রম ভ্রম সুখে এই বনে।
পাইবে সমান সুখ বনে আর মনে॥
এই বনে আছে এক ভুবন-ভামিনী।
তার কাছে কোথা আছে কামের কামিনী॥
"বিদ্যা" নামে সুরূপসী সুপথগামিনী।
হাসে ভাষে তমো নাশে প্রকাশে দামিনী॥
স্বভাবে প্রসন্না বালা দিবস-যামিনী।
পরিণয় করি তারে গৃহ স্বামিনী॥

সাধু-সঙ্গ "ঘটক" "বিরাগ" পুরোহিত।
তোমার বিবাহে দোঁহে করিবেন হিত॥
বরসজ্জা করাইবে "বিশ্বাস" আসিয়া।
"শ্রদ্ধা-নারী" ঘরে লবে বরণ করিয়া॥
পতিব্রতা সতী বিদ্যা অবিদ্যানাশিনী।
হইবে তোমার চির-হৃদয়বাসিনী॥
সে বিদ্যা সুন্দর তুমি তায় কত সুখ।
একেবারে দূর হবে সমুদয় দুখ॥
এ বিদ্যাসুন্দর-লীলা পাঠ যেই করে।
সে কি বিদ্যাসুন্দর করেতে আর ধরে॥
ওহে জীব! বৃথা কেন আয়ু কর গত।
বিদ্যা-নায়িকার প্রেমে হও অনুরত॥
তাহার অধরে খেলে বোধরূপ সুধা।
আর না রহিবে এই সংসারের ক্ষুধা॥
প্রগাঢ় প্রণয়ে তারে করিলে বিহার।
প্রসূত হইবে সুত "প্রবোধ" কুমার॥
হেরিলে পুত্রের মুখ সুখ কত পাবে।
সংসারী হইয়া শেষ সংসার ছাড়িবে॥
বপু উপবনে আর না রহিবে ভয়।
পলাইবে "মহামোহ" লয়ে শত্রুচয়॥
প্রবোধ প্রাণের পুত্র অতি হিতকর।
স্ববংশ-নির্ব্বংশকারী প্রিয় বংশধর॥
তোমার বিরহ-জ্বালা সকল নাশিবে।
কাটিয়া মাতার মাথা বিমাতা * আনিবে॥
সে নারী আসিয়া যদি করে আলিঙ্গন।
তখনি মোচন হবে ভবের বন্ধন॥
করিবে স্বরূপ পেয়ে স্বধামে বিহার।
আশা-বাসা ভেঙ্গে যাবে আসা নাই আর॥
অতএব শুন শুন বলি সুবিহিত।
বসন্ত সময়ে হয় ভ্রমণ উচিত॥
উঠ উঠ উঠ জীব চড় জ্ঞান-রথে।
ভ্রমণ করিতে চল নিবৃত্তির পথে॥

———

আত্মজ্ঞান

নিবেদন করি প্রভু যে সব বচন।
ভারী হয়ে ভার লও স্থির করি মন॥
অদ্যাবধি পাও নাই আত্ম-পরিচয়।
বিষয়-বাসনা-বশে হতেছ বিস্ময়॥
মায়াপাশে বদ্ধ আছ শরীর পিঞ্জরে।
কেবল করিছ বাস ঘরের ভিতরে॥
মশারিতে মুখ ঢাকা নিদ্রায় আকুল।
কাজেই স্বপন দেখে ঘটিতেছে ভুল॥
বাহিরে দেখিতে যদি নয়ন মেলিয়া।
নিজে তবে নিজ-রূপ যেতে না ভুলিয়া॥
জলনিধি ছাড়া হয়ে বদ্ধ আছ ঘটে।
এই হেতু এ প্রকার বিড়ম্বনা ঘটে॥
মোহে ভুলে তুমি বল আমি এই এই।
আমি বলি এই নও তুমি সেই সেই॥
তুমি বল "আমি জীব" সহজে নশ্বর।
তুমি ত নশ্বর নও তুমিই ঈশ্বর॥
তুমি বল "আমি হই স্বভাবে অধীন।"
অধীন ত নও তুমি স্বভাবে স্বাধীন॥
তুমি বল আমি ত সেই সর্ব্বব্যাপী নই।
তোমারেই আমি সেই সর্ব্বব্যাপী কই॥
তুমি বল ক্ষুদ্র আমি স্বভাবতঃ জড়।
আমি বলি জ্ঞানরূপ অতিশয় বড়॥
তুমি বল ক্ষীণ আমি বলে অপ্রধান।
আমি বলি তুমি সেই সর্ব্বশক্তিমান্॥
তুমি বল 'জরা মৃত্যু' আমি করি ভোগ।
আমি বলি নাই তব জরা-মৃত্যু-রোগ॥
জরা মৃত্যু স্থূল কৃশ যত কিছু হয়।
শরীরের ধর্ম্ম তারা শরীরেই রয়॥
তুমি জীব আর তুমি যার চিদাভাস।
তোমাদের উভয়ের নাহি জন্ম নাশ॥
মৃত্যুর অধীন তুমি কে বলে তোমারে।
অবিনাশী আত্মার কি নাশ হ'তে পারে॥
জন্মে যেই মরে সেই অনিত্য সে হয়।
নিত্য হয়ে তুমি কেন করিছ সংশয়॥
বিকারের বাসা হয় শরীর-আগারে।
তোমার বিকার কিসে দেহের বিকারে॥
বিবেক করিয়া দেখ দেহের ব্যাপার।
এখনিই হবে সব ভ্রমের সংহার॥
ক্রিয়া নিয়া ফেলে দেও মায়ার আগারে।
আর যেন তোমারে সে ছুঁতে নাহি পারে॥
অমায়িক হয়ে কর বস্তুর বিচার।
দেহে আর আত্মবোধ রবে না তোমার॥

* বিমাতা—এ স্থলে মুক্তি।

করিবে না আমি আমি আমার এ দেহ ।
একেবারে দুর হবে দেহের সে স্নেহ ॥
আপনি আপন জেনে নিজ ভাব ধর ।
সদানন্দে সদানন্দ-সদনেতে চর ॥
তুমি সেই জ্যোতির্ম্ময় সাক্ষাৎ তপন।
মেঘেতে মলিন করে তোমার কিরণ ॥
তুমি সে উজ্জ্বলমণি জ্যোতির আধার।
ধুলায় রেখেছে ঢেকে প্রতিভা তোমার ॥
মেঘ ফুঁড়ে দীপ্ত কর আপন কিরণ।
ধুলা ঝেড়ে কর নিজ প্রভা প্রকটন ॥

যখন দাঁড়াও তুমি জলযুক্ত স্থলে।
তোমার দেহের ছায়া পড়ে সেই জলে ॥
জলের যখন হবে যেমন প্রকার।
ধরিবে তোমার ছায়া সেরূপ আকার ॥
ছায়াতেই সেই দোষ করিবে স্বীকার।
ফলে তায় হবে না:ত দেহের বিকার ॥
কাজেই ছায়ার দোষ দেহের আভাস।
প্রতিবিম্বরূপে সে যে পেতেছে প্রকাশ ॥
যখন সে জল ছেড়ে দুরেতে আসিবে।
তখন তোমার ছায়া তোমাতে মিশিবে ॥
যাহা ছিল তাই হ'ল গেল বিপরীত।
ঘুচিল সম্বন্ধ তার জলের সহিত ॥
সেইরূপ মায়াময় সংসার-সাগর।
জীব তায় ছায়ারূপ আত্মা কলেবর ॥
যত দিন রবে এই জলের আগার।
তত দিন ছায়া দেহ প্রভেদ প্রকার॥
ঘুচিলে জলের সঙ্গ নাহি এই এই।
তখনিই হবে তুমি যে সেই সে সেই ॥

এখনি দর্পণ তুমি আন শত শত।
নিগূঢ় পদার্থ-গুণ হও অবগত ॥
প্রবেশ করিয়া তায় ভাস্করের ভাস।
অনুরূপ প্রতিবিম্ব করিবে প্রকাশ ॥
দর্পণের দশা হবে যেরূপ যেরূপ।
অনুরূপ পাবে রূপ সেরূপ সেরূপ ॥
রবির ছবির তায় বিরূপ না হবে।
তপন আপন ভাবে আপনিই রবে ॥
বিকারের ধর্ম্ম সেটা প্রতিবিম্বে রয়।
বিম্বের বিকার কোথা বিকারী সে নয় ॥

সে সব "মুকুর" তুমি ভেঙ্গে কর চুর।
তখনিই দীপ্তি তার হয়ে যাবে দুর ॥
আগেতে সে ছিল যাহা তাহাই হইবে।
যার কর তার করে কর মিশাইবে ॥
পরমাত্মা বিম্ববৎ সূর্য্যের স্বরূপ।
তুমি তাঁর প্রতিবিম্ব দর্পণে বিরূপ ॥
চিদাভাসরূপে এই তোমার প্রকাশ।
মুকুরে মলিন দশা বিকৃত বিভাস ॥
"ঈশ্বর চৈতন্য সাক্ষী" বিকারবিহীন।
স্বরূপ স্বরূপে তাই না হন মলিন ॥
হতেছে এরূপ ভাব বদ্ধ আছ ব'লে।
যে তুমি সে তুমি হবে পাশ মুক্ত হ'লে ॥
মায়ার মুকুর ভেঙে কর চুরমার।
এ প্রকার বদ্ধদশা থাকিবে না আর ॥
পাইলে অভেদ ভাব ভেদ কোথা রবে।
যে তুমি যাহার তুমি, তাই তুমি হবে ॥
"নিজবোধ"-অস্ত্র করে এখনিই লও।
দড়ি কেটে জীব ঘুচে শিব হয়ে রও ॥

কামের উক্তি

এই দেখ মায়িক সংসার।
এ কেবল মনের বিকার।
মায়ায় মণ্ডিত ভব, মায়ায় মোহিত সব,
যত কিছু মায়ার ব্যাপার ॥

অমায়িক পরমাত্মা যিনি।
মায়ার প্রেরক হন তিনি।
প্রবীণা প্রকৃতি মায়া, হয়ে ঈশ্বরের জায়া,
প্রতিদিন পতি-বিরহিণী ॥

গোপনেতে দুজনের বাস।
কারো কাছে না হন প্রকাশ।
এক ঘরে একা একা, পরস্পর নাহি দেখা,
কেহ কারে না করে সম্ভাষ ॥

বেদান্তের মতে এই কয়।
মায়াপতি নন মায়াময়।
যার নামে উপবাস, তার সহ সহবাস,
কখন কি সম্ভাবনা হয় ॥

জনকসংহিতা-মত সার।
প্রকৃতির উক্তি এ প্রকার॥
নিগুর্ণ আমার পতি, আমি সতী গুণবতী,
পতি সহ নাহি ব্যবহার॥

হায় হায় কায় বলি আর।
কে জানিবে প্রভাব আমার।
অরসিক সেই ভর্ত্তা, কেবল নামেতে কর্ত্তা,
ক্রিয়া কর্ম্ম কিছু নাই তার॥

নিগুর্ণের কোন কিছু নয়।
নিজ গুণে করি সমুদয়।
না লয় আমার নাম, তারে বলে গুণধাম,
পোড়া লোকে তার কর্ম্ম কয়॥

আমাতে পতির নাহি গতি।
সম্ভোগ না করে কভু রতি॥
পতি-সঙ্গ পরিহরি, এ সব প্রসব করি,
কার সাধ্য কে বলে অসতী॥

প্রকৃতিই সর্ব্বমূলাধার।
প্রকৃতির পদে নমস্কার।
প্রকৃতি প্রধানা সতী, শুন রতি রসবতি,
সবিশেষ বলি সদাচার॥

আত্মার আরোপ সংঘটন।
আসঙ্গের ভাল প্রকরণ।
সেই মায়া বিশ্বময়ী, মন নামে বিশ্বজয়ী,
করিলেন সন্তান সৃজন॥

সে মনের মহিমা অপার।
কীর্ত্তি এই অখিল সংসার।
নিবৃত্তি প্রবৃত্তি নামা, দুই নারী গুণধামা,
করিলেন দুই পরিবার॥

প্রবৃত্তির আমরা সন্তান।
মহামোহ সবার প্রধান॥
বিবেকাদি ভ্রাতাচয়, নিবৃত্তির পুত্র হয়,
কভু তারা নহে বলবান্॥

গীত

জানা গেল যত করুণাময় করুণা তোমার হে।
নামের মহিমা যদি না ধরিবে,
কাতরে করুণা যদি না করিবে,
জীবের যাতনা যদি না হরিবে,
অনাথ তবে হে কেমনে তরিবে,
তোমা বিনে আর কাহারে স্মরিবে,
বল না কে আছে আর হে,
ভবের ব্যাপারে হয়েছ ব্যাপারী,
বিষম ব্যাপার বুঝিতে না পারি,
মূল-ধন কোথা মনে না বিচারি,
লাভের ব্যাপারে মানিলাম হারি,
অসার সংসারে করেছ সংসারী,
কেমনে পাইব সার হে।
মলেম মলেম হলেম মাটী,
পায়ের বন্ধন কেমনে কাটি,
নিয়ত মারিছে মাথায় লাঠি,
কারাগারে পোড়ে নিয়ত খাটি,
খাটাখাটি ক'রে খেটে মরি শুধু,
খাঁটী কর একবার হে,
গৃহস্থ করেছ দিয়ে গৃহঘর,
সকলি আপন সকলি পর,
নিজ নিজ ভাবে কহে পরস্পর,
কারে বলি নিজ কারে বলি পর,
জনক জননী সুত সহোদর,
শত শত পরিবার হে।
ভোগের সম্ভব থাকিতে ভবে,
বিষম ব্যাকুল কেন হে তবে,
কি হ'ল কি হ'ল কি হবে কি হবে,
কারে দিব ভার কে ভার লবে,
দেখ আহা সবে আহা হাহা রবে,
কত করে হাহাকার হে।
সকলেরই দেখি মলিন মুখ,
বিপুল বিষাদে বিদরে বুক,
ঐহিক সম্পদ ভোগের সুখ,
তাহাতে দিতেছ দারুণ দুখ,
ভোগেতে বঞ্চনা যোগেতে বঞ্চনা,
লাঞ্ছনা হইল সার হে।

বিষয়ী করিয়া দিলে না বিষয়,
তায় কি আছে বিশেষ বিষয়,
এ বড় নাথ দুখের বিষয়,
বুঝিতে পারিনে তোমার বিষয়,
ভারী হয়ে ভার না দিলে যদি,
কারে দিব তবে ভার হে।
দিলে না হলো না সুখের সুভোগ,
ভোগ করি শুধু আপন কুভোগ,
এখন রয়েছে যোগের সুযোগ,
সে যোগে কেন হে না হয় সুযোগ,
ভোগে কর্ম্মভোগ যোগে অনুযোগ,
এ যোগাযোগ কার হে।
ভোগের সুভোগ আর ত ধরিনে,
যোগের সুযোগ আর ত করিনে,
আশার আশায় আর ত মরিনে,
চরাচরে আমি আর ত চরিনে,
আমি ছাড়ি আমি তাই কর তুমি,
যা হয় সুবিচার হে।
আর কি হে আমি এ আমি রব,
আর কি করিব এ আমি রব,
আর কি তোমারে আমি হে কব,
একবারে নাথ শেষ ক'রে সব,
মুখে আমি ভব তর নাম লব,
সুখে হব ভব পার হে।

———

অলৌকিক বর্ষা

অলৌকিক বরষার বিষম ব্যাপার।
মায়ামেঘে ঘেরিয়াছে অখিল সংসার॥
অজ্ঞান তিমির ঘোরে ঘোর অন্ধকার।
নয়নের জ্যোতি আর না হয় প্রচার॥
অন্ধকারে পরস্পর আছে অন্ধ প্রায়।
আপনারে আপনি দেখিতে নাহি পায়॥
আপনাকে আপনিই না দেখে নয়নে।
পদার্থ নির্ণয় তবে হইবে কেমনে॥
সততই সমভাবে মায়ারূপ ঘন।
সৃষ্টিরূপ বৃষ্টিধারা করে বরিষণ॥
ধারার বিশ্রাম নাই বহে এক ধারে।
সে ধারা কি ধারা তাহা কে কহিতে পারে॥
বিস্তারূপা ক্ষণপ্রভা ক্ষণপ্রভা ধরে।
তাহাতে চকিতে মাত্র অন্ধকার হরে॥
স্বভাবে অচিরপ্রভা চির কভু নয়।
এখনি উদয় হয়ে এখনই লয়॥
তাহাতে জীবের নাই কিছু উপকার।
চপলার আলোতে কি যায় অন্ধকার॥
বরষায় শস্য হয় ক্ষেত্রে ফলে ফল।
জীবের জীবিকারূপে কৃষির কুশল॥
এ বর্ষায় দেহ-ক্ষেত্র আর্দ্র নিরন্তর।
কোথা হ'তে কর্ম্মবীজ পড়ে বহুতর॥
বিবিধ বিষয় শস্য হতেছে সঞ্চার।
ইন্দ্রিয় কৃষকে তাহা করে অধিকার॥
বরষায় পথ নাহি পরিষ্কার রয়।
তৃণ আর কাঁটাবনে আচ্ছাদিত হয়॥
পথের গতিক দেখে পথিক সকল।
ভয়ে ভয়ে গতি করে হইয়া চঞ্চল॥
এ বর্ষায় সেইরূপ দেখ সর্ব্বজনে॥
পাষণ্ডের হেতুবাদ তৃণময় বনে।
পরমার্থ পথ আছে এমন গোপন।
পথ ব'লে কখন না হয় নিরূপণ॥
সে পথের গুণ কেহ দেখে না চাহিয়া।
কুপথে ভ্রমণ করে সুপথ ছাড়িয়া॥
বরষায় থাকে বল কদিন দুর্দ্দিন।
এ বর্ষায় সমান দুর্দ্দিন চিরদিন॥
মেঘেতে আবৃত দিন চিরদিন রয়।
কোনকালে কোনদিন সুদিন না হয়॥
বরষায় সন্ধ্যাকালে খদ্যোতের ছটা।
এ বর্ষার তার চেয়ে অতি ঘোরঘটা॥
বিষয়ের সুখরূপ জোনাকির ঝাঁক।
ঝক্‌মক্ করিয়া আঁধারে করে জাঁক॥
মানস চাতক হয়ে তৃষ্ণায় চঞ্চল।
মায়ামেঘে ডেকে বলে "দে জল দে জল॥"
নিরবধি নীর পানে না হয় শীতল।
যত খায় তত হয় পিপাসা প্রবল॥
কামনা-ভেকের মুখে শুনিয়া কুরব।
বিবেক-কোকিল আছে হইয়া নীরব॥
বরষায় মেঘদল সরল হইয়া।
তারা, তারাপতি রাখে গোপন করিয়া॥
অলৌকিক বরষায় সেরূপ প্রকার।
প্রবোধ চাঁদের প্রভা না হয় প্রচার॥

দয়া, শান্তি, ক্ষমা আদি তারাগণ যারা।
তারাপতি-বিরহেতে লুকাইল তারা॥

———

ভবসিন্ধু

ঘোরতর নাদ করি ডাকিতেছে দেয়া।
হাটে থেকে ঘাটে এসে নাহি পাই খেয়া॥
এ কূল ও কূল বুঝি হারাই দুকূল।
নামিয়া ভবের কূলে ভাবিয়া ব্যাকুল॥
আগেতে না ভাবিলাম নামিলাম ঘাটে।
অকূল পাথার ইথে সাঁতার কি খাটে॥
বাতাসের হুতাশ না মনে করে কেউ।
কোথা হ'তে আচম্বিতে উঠিতেছে ঢেউ॥
খরতর স্রোত তায় ঘোরতর পাক।
না দেখি উজান ভাঁটি বিষম বিপাক॥
কত শত ভয়ঙ্কর জলচর জলে।
শত শত দুষ্টলোক ভ্রমিতেছে স্থলে॥
কিরূপে নিস্তার পাই কিছু নাহি স্থির।
ডাঙ্গায় বাঘের ভয় জলেতে কুমীর॥
মিছে কেন ভ্রমিলাম মেলায় মেলায়।
মিছে দিন হারালেম খেলায় খেলায়॥
সদুপায় গেল সব হেলায় হেলায়।
কেন না হলেম পার বেলায় বেলায়॥
নিশা নিশাচরী প্রায় হতেছে বিস্তার।
একে আমি ঘোর অন্ধ তাহে অন্ধকার।
নিরাকারে নিরাকার সব নীরময়।
কোনখানে চর নাই ডর তাই হয়॥
ডাগর সাগর তায় তুমি মাত্র নেয়ে।
খেয়েছ চোখের মাথা নাহি দেখ চেয়ে॥
বার বার ডাকিতেছি দেখিয়া তুফান।
কর্ণহীন কর্ণধার হারায়েছে কান॥
হায় হায় একি দায় কি হইল জ্বালা।
দেখে তুমি কাণা হ'লে শুনে হ'লে কালা॥
দেখিতে না পাও যদি বলি শুন তবে।
দিনে দিনে দীনে দেখে পার কর ভবে॥
বৃথায় কি হবে আর এখানেতে রয়ে।
দিনহারা দীন আমি দিন যায় বয়ে॥
ক্রমেতে উথলে জল ডুবে যায় ভূমি।
ওরে জেলে পারে ফেলে কোথা গেলি তুমি॥
অপার সাগরে এনে অপারে রাখিলে।
ডুবিবে অপার গুণ অপার সলিলে॥
চাতুরী করিয়া তুমি হয়েছ পাতর।
আতর প্রদানে আমি হব না কাতর॥
এই বেলা চাল ভেলা সারাণির ভাঁটা।
পারাণির পণ দিব মূল যাহা আঁটা॥
ক'র না আঁটুনি আর পাছে উঠে ঝড়ি।
রাখিব না পাটুনির খাটুনির কড়ি॥
যদি না হইতে পার পারী এই ভবে।
হাঁ রে ও ধীবর তোরে ধীবর কে কবে॥
যা বলিবে তা করিব তাতে আছি রাজি।
পার কর পার কর পার কর মাঝি॥
পার হ'লে একেবারে হয়ে যাই পার।
আর না করিব পুনঃ এ পার ও পার॥
যে পারের যত সুখ সব জানিয়াছি।
কোনরূপে পারে পারে পারে গেলে বাঁচি॥
কিছুতেই পার নাই অপারে ভাসিয়া।
কে পারে পাইতে পার এ পারে আসিয়া॥
যে পারে সে পারে থাক্ যে পারে সে পারে।
আমি কিন্তু কোনমতে রব না এ পারে॥
স্বদেশে বেড়াই গিয়ে এড়াই এ দায়।
প্রাণ আছে পণ দিব ভাবনা কি তায়॥
কি স্বভাব কি অভাব, তুমি কেন ভাব।
যার ধন তারে দিয়ে পার হয়ে যাব॥
তোল তোল ধ্বজি তোল, বাড়িতেছে জল।
যে পারের লোক আমি, সেই পারে চল॥
পারে চল পারে চল, দুটি পায়ে ধরি।
দেখো মাঝি মাঝামাঝি ডুবায়ো না তরী॥
তুমি তরী ডুবাইলে কে বাঁচাতে পারে।
কার সাধ্য এ অসাধ্য পারে যেতে পারে॥
'পূর্ব্ব ঝড়' মনে হ'লে ভয় হয় মনে।
উত্তরে অনেক দুঃখ 'উত্তর-পবনে'॥
বাতাস দক্ষিণ বটে, চালাও দক্ষিণে।
যাইবে পশ্চিম পারে পাইবে দক্ষিণে॥
ছাড়িয়াছি যার ঘর যাব তার ঘরে।
তোমায় তোমায় দিব পার হ'লে পরে॥
তুমি আমি বলি শুধু এ পারেতে এলে।
তুমি আমি বলা নাই ও পারেতে গেলে॥
আমায় একলা ফেলে কোথা তুমি যাবে।
আমায় না ক'রে পার কিসে পার পাবে॥

পার যাই পার তাই কর কর কই।
না পার না পার হব পার আছে কই ॥
বোঝাপড়া হবে শেষ ক্ষণকাল বই।
পেয়েছি ঘাটের ছাড় ছাড়িবার নই ॥
যায় হরি হরি হরি কবে হরি হরি।
হরিসুত হরি-ভয় লহ হরি হরি ॥
রব না এ কূলে আর খুলে দেহ তরী।
হরি হরি হরি বোল হরি বোল হরি ॥

সামাজিক ও ব্যঙ্গ

ইংরাজী নববর্ষ

চাঁদ ছিল বাণ ধরি দীপ্তি গেল তার।
বিনিময়ে হয় তথা পক্ষের সঞ্চার ॥ *
এই অবনীর করি কত হিতাহিত।
একাম্ন একান্নে ছিল সবার সহিত ॥
নিরন্ন বায়ান্ন দেব ধরিয়া বিক্রম।
বিলাতীয় শকে আসি করিল আশ্রম ॥
খৃষ্টমতে নববর্ষ অতি মনোহর।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর ॥
চারু পরিচ্ছদযুক্ত রম্য কলেবর।
নানা দ্রব্যে সুশোভিত অট্টালিকা-ঘর ॥
মানমদে বিবি সব হইলেন ফ্রেস।
ফেদরের ফোলোরিস ফুটিকাটা ড্রেস ॥
শ্বেত পদে শিলিপর শোভা তায় মাথা।
বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে গলদেশ ঢাকা ॥
চিকন্ চিরুণি চারু চিকুরের জালে।
ফুলের ফোয়ারা আসি পড়িতেছে গালে ॥
বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে ॥
সুপ্রকাশ্য কিবা আস্য মৃদুহাস্য-ভরা।
অধরে অমৃত-সুধা প্রেমক্ষুধা-হরা ॥
গোলাপের দলে বিবি গড়িয়াছে চিক্।
অনঙ্গ ভ্রমররূপে মাগে তথা ভিক্ ॥
মনোলোভা কিবা শোভা আহা মরি মরি।
রিবিণ উড়িছে কত ফর্ ফর্ করি ॥
ঢল ঢল ঢল ঢল বাঁকা ভাব ধ'রে।
বিবিজান চ'লে যান লবেজান ক'রে ॥
ধন্য ধন্য ক্ষুদ্র জীব ধন্য তুমি মাছি।
তোর মত গুটি দুই পাখা পেলে বাঁচি ॥
সুখে ভাসি শুভ্রকান্তি দম্পতী হেরিয়া।
ভন্ ভন্ ডাক ছাড়ি বদন ঘেরিয়া ॥
উড়ে গিয়া ফুঁড়ে বসি বগীর উপরে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই গিরিজার ঘরে ॥
খানার টেবিলে বসি করি খুব তুল।
এঁটো করা সেরির গেলাসে দিই হুল ॥
কখন গাউনে বসি কভু বসি মুখে।
মাঝে মাঝে ভিজে গায় পাখা নাড়ী সুখে ॥
নববর্ষ মহাহর্ষ ইংরাজটোলায়।
দেখে আসি ওরে মন আয় আয় আয় ॥
শিবের কৈলাসধাম আছে কত দূর।
কোথায় অমরাবতী কোথা স্বর্গপুর ॥
সাহেবের ঘরে ঘরে কারিগুরি নানা।
ধরিয়াছে টেবিলেতে অপরূপ খানা ॥
বেরিবেষ্ট সেরিটেষ্ট মেরিরেষ্ট যাতে।
আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে ॥
কট্ কট্ কটাকট্ টক্ টক্ টক্।
ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঢক্ ঢক্ ঢক্ ॥
চুপু চুপু চুপ্ চুপ্ চপ্ চপ্ চপ্।
সুপু সুপু সুপ্ সুপ্ সপ্ সপ্ সপ্ ॥

---

* চাঁদ ১, বাণ ৫, পক্ষ ২। ১৮৫১ সালের পর ১৮৫২ সালের নববর্ষ।

ঠকাস্ ঠকাস্ ঠক্ ফস্ ফস্ ফস্।
কস্ কস্ টস্ টস্ বস্ বস্ বস্॥
হিপ্ হিপ্ হুর্ রে ডাকে হোল ক্লাস।
ডিয়ার ম্যাডাম ইউ টেক্ দিস্ গ্লাস॥
সুখের সখের থানা হ'লে সমাধান।
তারা রারা রারা রারা সুমধুর গান॥
গুড় গুড়্ গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥
আয় লোভ চল যাই হোটেলের সপে।
এখনি দেখিতে পাবি কত মজা চপে॥
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি কত শত কেক্।
যত পার ক'সে খাও টেক্ টেক্ টেক্॥
সেরি চেরি বীর ব্রাণ্ডি ওই দেখ ভরা।
একবিন্দু পেটে গলে ধরা দেখি শরা॥
করি ডিম আলুফিস ডিসপোরা কাছে।
পেট পুরে খাও লোভ যত সাধ আছে॥
গোরার দঙ্গলে গিয়া কথা কহ হেসে।
ঠেস মেরে ব'স গিয়া বিবিদের বেঁসে॥
রাঙামুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্যাম।
ডোণ্ট ক্যায় হিন্দুয়ানী ড্যাম ড্যাম ড্যাম॥
পিঁড়ি পেতে ঝুরো লুসে মিছে ধরি নেম।
মিসে নাহি মিস খায় কিসে হবে ফেম?
সাড়ীপরা এলোচুল আমাদের মেম।
বেলাক নেটিভ লেডি শেম্ শেম্ শেম্॥
সিন্দূরের বিন্দু সহ কপালেতে উল্কি।
নসী, যশী, ক্ষেমী, রামী, যামী, শামী, গুল্কি॥
ঘরে থেকে চিরকাল পায় মহাদুখ।
কখন দেখে না পর-পুরুষের মুখ॥
এইরূপে হিন্দুরামা শুদ্ধাচার রেখে।
না পায় সুখের আলো অন্ধকারে থেকে॥
কোথায় নেটিব লেডী শুন শুন সবে।
পশুর স্বভাবে আর কত কাল রবে?
ধন্য রে বোতলবাসি ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতার বল॥
দিশী কৃষ্ণ মানিনেক ঋষিকৃষ্ণ জয়।
মেরিদাতা মেরিসুত বেরি গুড বয়॥
ঈশ্বর-পরম-প্রেম স্পর্শ করে যাকে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদাভেদ জ্ঞান নাহি থাকে॥
যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ডবের টবে চ্যাপেলেতে যাব॥
কাঁটা ছুরি কাজ নাই কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেট ভরে খাব থাবা থাবা॥
পাতরে খাব না ভাত গো টু হেল কাল।
হোটেলে টোটেল নাশ সে বরম্ ভাল॥
পূরিবে সকল আশা ভেব না রে লোভ।
এখনি সাহেব সেজে রাখিব না ক্ষোভ॥*

পৌষ পার্ব্বণ

সুখের শিশির কাল সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা॥
ধনুর তনুর শেষ মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন মহা সুখভোগ॥
মকর-সংক্রান্তি-স্নানে জন্মে মহাফল।
মকর মিতিন্ সই চল্ চল্ চল্॥
সারানিশি জাগিয়াছি দেখ সব বাসি।
গঙ্গাজলে গঙ্গাজল অঙ্গ ধুয়ে আসি॥
অতি ভোরে ফুল নিয়ে গিয়েছেন মাসী।
একা আমি আসিয়াছি সঙ্গে লয়ে দাসী॥
এসেছি বাপের কাছে ছেলে মেয়ে ফেলে।
রাঁধাবাড়া হবে সব আমি নেয়ে এলে॥
ঘোর জাঁক বাজে শাঁখ যত সব রামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে করি ধামা ধামা॥
বাউনি আউনি ঝড়া পোড়া আখ্যা আর।
মেয়েদের নব শাস্ত্র অশেষ প্রকার॥
তুক্ তাক মন্ত্রতন্ত্র কতরূপ খ্যাল্।
পাঁদাড়ে ফুলিচে খ্যাল্ খ্যাল্ খ্যাল্ খ্যাল্॥
খোলায় পিটুলি দেন হয়ে অতি শুচি।
ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ শব্দ হয় ঢাকা দেন মুচি॥
উনুনে ছাউনি করি বাউনি বাঁধিয়া।
চাউনি কর্ত্তার পানে কাঁহনি কাঁদিয়া॥
"চেয়ে দেখ সংসারেতে কতগুলি ছেলে।
বল দেখি কি হইবে নয় রেক চেলে?
ক্ষুদকুঁড়া গুঁড়া করি কুটিলাম ঢেঁকি।
কেমনে চালাই সব তুমি হলে ঢেঁকি॥
আড় করি পাড় দিতে সিকি গেল গড়ে।
লেখা করি নাহি হয় আদ পোয়া গড়ে॥

---

* এই কবিতার এবং পরবর্ত্তী কবিতার অনেক গুলি পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ছাঁই ক'রে রাখিলাম অর্দ্ধভাগ কেটে।
হাতে হাতে গেল তিল তিল তিল বেটে॥
ঝোলাগুড় ঝোলা ছিল শিকের উপরে।
তোলা তোলা খেতে দিয়া ফুরাইল ঘরে॥
পোয়া কাঁচ্চা কি করিবে নহে এক মন।
বাড়ীর লোকের তাহে নহে এক মন॥
একমনে খায় যদি স্বাদ মণে সারি।
একমনে না খাইলে দশ মণে হারি॥
ভাঙ্গামণে পুরোমণ মন যদি খুলে।
পুরোমণে কি হইবে ভাঙ্গামন হ'লে॥
তুমি ভাব ঘরে আছে কত মণ তোলা।
জান না কি ঘরে আছে কত মন তোলা?
কারে বা কহিব আর বোঝা হ'ল দায়।
খুলে দিলে মন কি হে তুলে রাখা যায়?
বিষম দুরন্ত ওটা মেজোবোর ব্যাটা।
কোনমতে শুনেনাক ছোঁড়া বড় ঠ্যাটা॥
না দিলে ধমক্ দেয় দুই চক্ষু রেঙ্গে।
ঘটি বাটি হাঁড়ি কুড়ি সব ফ্যালে ভেঙ্গে॥
পুলি সব উঠে গেল কিছু নাই ছাঁই।
নারিকেল তেল গুড় ফের সব চাই॥
অদৃষ্টের দোষ সব মিছে দেই গালি।
চর্ব্বণে উঠিয়া গেল পার্ব্বণের চালি॥
আমি লই মোটা চাল সরু চেলে চেলে।
বুঝিতে না পারি তুমি চল কোন্ চেলে॥
ও বাড়ীর মেয়েদের বলিয়াছি খেতে।
নূতন জামাই আজ আসিবেন রেতে॥
তোমার কি ঘর পানে কিছু নাই টান।
হাবাতের হাতে যায় অভাগীর প্রাণ॥
কি বলিব বাপ মায় কেন দিলে বিয়ে।
একদিন সুখ নাই ঘরকন্না নিয়ে॥
কোন দিন না করিলে সংসারের ক্রিয়ে।
দিবানিশি ফেরো শুধু গোঁপে তেল দিয়ে॥
সবে মাত্র দুইগাছা খাড়ু ছিল হাতে।
তাহাও দিয়াছি বাঁধা মেয়েটির ভাতে॥
সুদে সুদে বেড়ে গেল কে করে খালাস?
বাঁচিবার সাধ নাই মলেই খালাস॥
রাত্রিদিন খেটে মরি এক সন্ধ্যা খেয়ে।
এত জ্বালা সহ্য করি আমি যাই মেয়ে॥'
এইরূপ প্রতি ঘরে দৃশ্য মনোহর।
গিন্নীর কাঁড়ুনী হয় কর্ত্তার উপর॥

মাগীদের নাহি আর তিন রাত্রি ঘুম।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি রন্ধনের ধুম॥
সাবকাশ নাই মাত্র এলোচুল বাঁধে।
ডাল ঝোল মাছ ভাত রাশি রাশি রাঁধে॥
কত থাকে তার কাঁচা কত যায় পুড়ে।
সাধে রাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে॥
বধুর রন্ধনে যদি যায় তাহা এঁকে।
শ্বাশুড়ী ননদ কত কথা কয় বেঁকে॥
"হ্যাঁলো বউ কি করলি দে'খে মন চটে।
এই রান্না শিখেছিস্ মায়ের নিকটে?
সাত জন্ম ভাত বিনা যদি মরি দুখে।
তথাচ এমন রান্না নাহি দিই মুখে॥"
বধূর মধুর খনি মুখ-শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায় চক্ষু ছল ছল॥
আহা তার হাহাকার বুঝিবার নয়।
ফুটিতে না পারে কিছু মনে মনে রয়॥
ভাগ্যফলে রান্না সব ভাল হয় যাঁর।
ঠ্যাকারেতে মাটীতে পা নাহি পড়ে তাঁর॥
হাসি হাসি মুখখানি অপরূপ আড়া।
বেঁকে বেঁকে যান গিন্নী দিয়ে নথ নাড়া॥
'হ্যাঁগা দিদি এই শাক রাঁধিয়াছি রেতে।
মাথা খাও সত্তি বল ভাল লাগে খেতে?'
'দিব্বি দিস কেন বোন্ হেন কথা কয়ে?
ষাট্ ষাট্ বেঁচে থাক্ জন্ম এয়ো হয়ে॥
পুরুষেরা ভাল সব বলিয়াছে খেয়ে।
ভাল রান্না রেঁধেছিস্ ধন্য তুই মেয়ে॥'
এইরূপ ধুমধাম প্রতি ঘরে ঘরে।
নানামত অনুষ্ঠান আহারের তরে॥
তাজা তাজা ভাজাপুলি ভেজে ভেজে তোলে।
সারি সারি হাঁড়ি হাঁড়ি কাঁড়ি ক'রে কোলে॥
কেহ বা পিটুলি মাথে কেহ কাই গোলে।

* * *

আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিটেপুলি অশেষ প্রকার॥
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ কুটুম্বের মেলা।
হায় হায় দেশাচার ধন্য তোর খেলা॥
কামিনী যামিনীযোগে শয়নের ঘরে।
স্বামীর খাবার দ্রব্য আয়োজন করে॥
আদরে খাওয়াবে সব মনে সাধ আছে।
ঘেঁসে ঘেঁসে বসে গিয়া আসনের কাছে॥

'মাথা খাও খাও' বলি পাতে দেয় পিটে।
না খাইলে বাঁকামুখে পিটে দেয় পিটে ॥
আকুলি বিকুলি কত চুকুলির লাগি।
চুকুলি গড়িয়া হন চুকুলির ভাগী ॥
'প্রাণে আর নাহি সয় ননদের জ্বালা।
বিষমাখা বাক্যবাণে কান হ'ল কালা ॥
মেজো বউ মন্দ নয় সেই গোড়ে গোড়।
কুমারের পোড়ে যেন পোড়ে পোড়ে পোড় ॥
মনোদুখে প্রাতে আজ কুটি নাই থোড়।
এখন রয়েছে তাই কোন্দলের তোড় ॥
শ্বাশুড়ী আলাদা রেখে ছাঁই তিন হাঁড়ি।
চুপি চুপি পাঠালেন কন্যাটির বাড়ী ॥
ঠাকুরঝির ছেলেগুলো খায় ঠেসে ঠেসে।
আমার গোপাল যেন আসিয়াছে ভেসে ॥
মরি মরি ষাট্ ষাট্ কেঁদেছিল রেতে।
বাছা মোর পেট পুরে নাহি পায় খেতে।'
শক্তিভক্তিপরায়ণ হন যেই নর।
তখনি এ সব বাক্যে ভেঙ্গে দেন ঘর ॥
উপাদেয় দ্রব্য সব গড়িয়াছে চেলে।
সদ্য হয় কর্ম্ম শেষ গোটা দুই খেলে ॥
কামিনী-কুহকে পড়ি খায় যেই হাবা।
নিজে সেই হাবা নয় হাবা তার বাবা ॥
বুকে পিটে গুড়পিটে গুড়পিটে গড়ে।
হিঁদুর দেবতা সম ঠা'ট তার ধড়ে ॥
ভিতরে পুরিয়া ছাঁই আলু দেয় ঢাকা।

*　　　*　　　*

লোভ নাহি থেমে থাকে খাই তাই চোটে।
পিটে পুলি পেটে যেন ছিটে-গুলী ফোটে ॥
পায়েসে পিটুলি দিয়া করিয়াছে চুসি।
গৃহিনীর অনুরাগে শুদ্ধ তাই চুষি ॥
যুবো সব সুবো প্রায় খুবো নাহি নড়ে।
কাছে ব'সে খায় ক'সে রোসে নাহি পড়ে ॥
ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম ধন্য সব লোক।
কাহনের হিসাবেতে আহারের ঝোঁক ॥
প্রবাসী পুরুষ যত পোষড়ার রবে।
ছুটী নিয়া ছুটাছুটি বাড়ী এসে সবে ॥
সহরের কেনা দ্রব্যে বেড়ে যায় জাঁক।
বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ মেয়েদের ডাক ॥
কর্ত্তাদের গালগল্প গুড়ুক টানিয়া।
কাঁটালের গুঁড়ি প্রায় ভুঁড়ি এলাইয়া ॥
দুই পার্শ্বে পরিজন মধ্যে বুড়া ব'সে।
চিটে গুড় ছিটে দিয়ে পিটে খান ক'সে ॥
তরুণী রমণী যত একত্র হইয়া।
তামাসা করিছে সুখে জামাই লইয়া ॥
আহারের দ্রব্য লয়ে কৌশল কৌতুক।
মাঝে মাঝে হাস্যরবে সুখের কৌতুক ॥

বিধবা-বিবাহ

বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল ॥
কত বাদী প্রতিবাদী করে কত রব।
ছেলে বুড়া আদি করি মাতিয়াছে সব ॥
কেহ উঠে শাখাপরে কেহ থাকে মূলে।
করিছে প্রমাণ জড়ো পাঁজি পুঁতি খুলে ॥
একদলে যত বুড়ো আর দলে ছোঁড়া।
গোঁড়া হয়ে মাপে সব দেখে নাক গোড়া ॥
লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত।
দুই দলে খাপাখাপি ছাপাছাপি কত ॥
বচন রচন করি কত কথা বলে।
ধর্ম্মের বিচারপথে কেহ নাহি চলে ॥
"পরাশর" প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ।
কেহ বলে এ যে দেখি সাগরের ঢেউ ॥
কোথা বা করিছে লোক শুধু হেউ হেউ।
কোথা বা বাঘের পিছে লাগিয়াছে ফেউ ॥
অনেকেই এইমত লতেছে বিধান।
"অক্ষতযোনির" বটে বিবাহ-বিধান ॥
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেবা আর বাছে?
একেবারে তরে যাক্ যত রাঁড়ী আছে ॥
কেহ কহে এই বিধি কেমনে হইবে।
হিঁদুর ঘরের রাঁড়ী সিঁদুর পরিবে ॥
বুকে ছেলে কাঁকে ছেলে ছেলে ঝোলে কোলে।
তার বিয়ে বিধি নয় উলু উলু ব'লে ॥
গিলে গিলে ভাত খায় দাঁত নাই মুখে।
হইয়াছে আঁত খালি হাত চাপা বুকে ॥
ঘাটে যারে নিয়ে যাব চড়াইয়া খাটে।
শাড়ীপরা চুড়ি হাতে তারে নাকি খাটে ॥
শুনিয়া বিয়ের নাম "কোনে" সেজে বুড়ী।
কেমনে বলিবে মুখে "খুড়ী খুড়ী খুড়ী" ॥

পোড়ামুখ পোড়াইয়া কোন্ পোড়ামুখী।
'দুখী' 'সুখী' মেয়ে ফেলে কেঁচে হবে খুকী॥
ব্যাটা আছে যার তার বেলগাছ এঁচে।
ভুড়ী মেয়ে থুড়ী ব'লে সে বসিবে কেঁচে॥
গমনের আয়োজন শমনের ঘরে।
বিবাহের সাধ সে কি মনে আর করে॥
যেথানে সেথানে শুনি এই কলরব।
বালার বিবাহ দিতে রাজি আছে সব॥
সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।
ছু ড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে॥
শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শাঁখা॥
জ্ঞানহারা হয়ে যাই নাহি পাই ধ্যানে।
কে পাইবে "সৎবাপ" মায়ের কল্যাণে॥

বিধবা-বিবাহ আইন

হিন্দু বিধবার বিয়া আছে অপ্রচার।
বহুকাল হ'তে যার নাহি ব্যবহার॥
সে বিষয়ে ক্ষতাক্ষত না করি বিশেষ।
করিলেন একেবারে নিয়ম নির্দ্দেশ॥
শত শত প্রজা তায় ব্যথা পায় প্রাণে।
তাদের আর্দ্দাশ নাহি শুনিলেন কানে॥
গ্রাণ্ট করি গ্রাণ্টের সকল অভিলাষ।
কালবিল কাল বিল করিলেন পাস॥
না হইতে শাস্ত্রমতে বিচারের শেষ।
বল করি করিলেন আইন আদেশ॥
যাহাদের ধর্ম্ম এই আর দেশাচার।
পরস্পর তারা আগে করুক বিচার॥
বিধি কি অবিধি তারা ঘরেতে বুঝিবে।
যা হয় উচিত তাই শেষেতে করিবে॥
করিছে আমার ধর্ম্ম আমাতে নির্ভর।
রাজা হয়ে পরধর্ম্মে কেন দেন কর॥
আগে ভাগে রাজাদেশ করিতে প্রচার।
এত কেন মাথা-ব্যথা হইল রাজার?
যগুপি বিধান হয় বিধবার বিয়ে।
আপনারা করুক আপন দল নিয়ে॥
যুক্তি আর বিচারেতে যে হয় বিহিত।
দেশেতে চলিত করা তাই ত উচিত॥
অনিয়মে করি এ কি নিয়মের ছল।
ভূপতি তাহাতে কেন প্রকাশেন বল॥
কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে যে সকল রাঁড়ী
তাহারা সধবা হবে প'রে শাঁখা শাড়ী॥
এ বড় হাসির কথা শুনে লাগে ডর।
কেমন কেমন করে মনের ভিতর॥
শাস্ত্র নয় যুক্তি নয় হবে কি প্রকারে।
দেশাচারে ব্যবহারে বাধো বাধো করে॥
যুক্তি ব'লে বিচার করুন শত শত।
কোনমতে হইবে না শাস্ত্রের সম্মত॥
বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে।
সতী ব'লে সম্বোধন কিসে করি তবে?
বিধবার গর্ভজাত যে হবে সন্তান।
বৈধ ব'লে কিসে তার করিবে প্রমাণ?
যে বিষয় সর্ব্ববাদি-সম্মত না হয়।
সে বিষয় সিদ্ধ করা শক্ত অতিশয়॥
কলে আর ছলে বলে যত পার কর।
ফলে সে কিছুই নয় মিছে ব'কে মর॥
শ্রীমান্ ধীমান্ নীতি-নির্ম্মাণকারক।
যাঁরা সবে হ'তে চান বিধবাতারক॥
নতভাবে নিবেদন প্রতি জনে জনে।
আইন-বৃক্ষের ফল ফলিবে কেমনে॥
বিধবার বিয়ে দিতে যাহারা উন্মত।
তার মাঝে বড় বড় লোক আছে যত॥
যারে ইচ্ছা তারে হয় ডাকিয়া আনিয়া।
ঘরেতে বিধবা কত পরিচয় নিয়া॥
গোপনেতে এই কথা বলিবেন তারে।
জননীর বিয়ে দিতে পারে কি না পারে॥
যদি পারে তবে তারে বলি বাহাদুর।
এমনি করিলে সব দুঃখ হয় দূর॥
সহজে যগুপি হয় এরূপ ব্যাপার।
করিতে হবে না তবে আইন প্রচার॥
যদি কেহ নাহি পারে সাহস ধরিয়া।
বিফল কি ফল তবে আইন করিয়া॥
পরস্পর আড়ম্বর মুখে কত কয়।
কেহ আর মাথা তুলে অগ্রসর নয়॥
গোলেমালে হরিবোল গণ্ডগোল সার।
নাহি হয় ফলোদয় মিছে হাহাকার॥
বাক্যের অভাব নাই বদন-ভাণ্ডারে।
যত আসে তত বলে কে দূষিবে কারে॥

সাহস কোথায় বল প্রতিজ্ঞা কোথায়।
কিছুই না হ'তে পারে মুখের কথায়॥
মিছামিছি অনুষ্ঠানে মিছে কাল হরা।
মুখে বলা বলা নয় কাজে করা করা॥
সকলেই তুড়ি মারে বুঝে নাক কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ॥
সাগর যগুপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হ'তে পারে বিবাহ-ঘটন॥
নচেৎ না দেখি কোন সম্ভাবনা আর।
অকারণে হই হই উপহাস সার॥
কেহ কিছু নাহি করে আপনার ঘরে।
যাবে যাবে যায় শত্রু যাক্ পরে পরে॥
তখন এরূপ করে হ'লে ব্যতিক্রম।
"ফাটায় পড়েছে কলা গোবিন্দায় নম।"
রাজার কর্ত্তব্য কথা করিতে বর্ণন।
এরূপ লিখিত আর নাহি প্রয়োজন॥
এইমাত্র শেষ কথা কহিব নিশ্চয়।
এ বিষয়ে বিধি দেয়া রাজধর্ম্ম নয়॥
মরুক মরুক বাদ প্রজায় প্রজায়।
কোন্ কালে রাজার কি হানি আছে তায়॥

ছদ্ম মিশনরি

ভুজঙ্গ হিংস্রক বটে তারে কিবা ভয়?
মণি মন্ত্র মহৌষধে প্রতীকার হয়।
মিশনরি রাঙ্গা নাগ দংশে ভাই যারে।
একেবারে বিষদাঁতে সেরে ফেলে তারে॥
ব্যাঘ্রভয়ে ব্যগ্র হই যদি পায় বাগে।
লাঠি অস্ত্র থাকিলে কি ভয় করি বাঘে?
হেদো বনে * কেঁদো বাঘ রাঙ্গামুখ যার।
বাপ্ বাপ্ বুক ফাটে নাম শুনে তার॥
বাগ করা বাঘ আছে হাত দিয়া শিরে।
ধরিয়া ধর্ম্মের গলা নখে ফেলে চিরে॥
ছেলেকালে ছেলেধরা শুনিয়াছি কানে।
এখন হইল বোধ বিশেষ প্রমাণে॥
কহিতে মনের খেদ বুক ফেটে যায়।
মিশনরি ছেলেধরা ছেলে ধ'রে খায়॥

মাতৃমুখে জুজু কথা আছি অবগত।
এই বুঝি সেই জুজু রাঙ্গামুখ যত॥
চুপ চুপ ছেলে সব হও সাবধান।
কানকাটা * * * কেটে নেবে কান॥
ঘুমাও ঘুমাও বাপ থাক শান্ত ভাবে।
বাটা ভ'রে পান দেব গাল ভ'রে খাবে॥
চিনি দিব ক্ষীর দিব দিব গুড়পিটে।
বাপ্ধন বাছা মোর ছেড় না রে ভিটে॥
কি জানি কি ঘটে পাছে বুদ্ধি তোর কাঁচা।
ওখানে জুজুর ভয় যেও না রে বাছা॥
মুর্থ হয়ে ঘরে থাক ধর্ম্মপথ ধ'রে।
কাজ নাই স্কুলেতে লেখা-পড়া ক'রে॥
হাদে হে ছেলের বাপ মন্দ বড় কাল॥
আপন আপন ছেলে সামাল সামাল॥
মিষ্টভাষী শুভ্রকায় মিশনরি যত।
আমাদের পক্ষে তাঁরা দয়া-ধর্ম্মহত॥
পিতার সুখের নিধি তনয়-রতন।
কিছু নাহি বুঝে তার মনের মতন॥
শূন্য করি জননীর হৃদয়ভাণ্ডার।
হরণ করিয়া লয় সাধের কুমার॥
বাক্যের কুহক-যোগে ঈশুমন্ত্র ছেড়ে।
যুবতীর বুক চিরে পতি লয় কেড়ে॥
কামিনীর কোল শূন্য ক্ষুণ্ণ মন তায়।
এ খেদ কহিব কারে হায় হায় হায়॥
বিদ্যাদান ছল করি মিশনরি ডব।
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্ম্মের টব॥
মধুর বচন ঝাড়ে জানাইয়া লব।
ঈশুমন্ত্রে অভিষিক্ত করে শিশু সব॥
শিশু সবে ত্রাণকর্ত্তা জ্ঞান করে ডবে।
বিপরীত লবে পরে ডুব দেয় টবে॥

পাঁটা

রসভরা রসময় রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল॥
স্বর্ণকুঁকী রত্নগর্ভা জননী তোমার।
উদরে তোমায় ধরে ধন্য গুণ তার॥
তুমি যার পেটে যাও সেই পুণ্যবান্।
সাধু সাধু সাধু তুমি ছাগীর সন্তান॥

---

* অর্থাৎ হেদুয়া পুষ্করিণীর পার্শ্বস্থ।

ত্রিতাপেতে তরে লোক তব নাম নিয়া।
বাঁচালে দক্ষের প্রাণ নিজ মুণ্ড দিয়া ॥
চাঁদমুখে চাঁপদাড়ি গালে নাই গোঁপ।
শৃঙ্গ থাড়া ছাড়া ছাড়া লোমে লোমে থোপ ॥
সে সময়ে অপরূপ মনোলোভা শোভা।
দৃষ্টি মাত্র নেড়ে গাত্র কথা কয় বোবা ॥
স্বর্গ এক উপসর্গ ফল তাহে কলা।
দিবানিশি প'ড়ে থাকি ধ'রে তোর গলা ॥
চারি পায়ে ছাঁদ দিয়া তুলে রাখি বুকে।
হাতে হাতে স্বর্গ পাই বোকা গন্ধ শুঁকে ॥
শুধু যায় পেট ভ'রে পাঁটারাম দাদা।
ভোজনের কালে যদি কাছে থাক বাঁধা ॥
শাদা কাল কটা রূপ বলি হারি গুণে।
সাত পাত ভাত মারি ভ্যা ভ্যা রব শুনে ॥
মহিমায় নাম ধর শ্রীমহাপ্রসাদ।
তোমার প্রসাদে যায় সকল বিষাদ ॥
জ্বাল দিতে কাল যায় লাল পড়ে গালে।
কাটনা কামাই হয় বাটনার কালে ॥
ইচ্ছা করে কাঁচা খাই সমুদয় লয়ে।
হাড়শুদ্ধ গিলে ফেলি হাড়গিলে হয়ে ॥
মজাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ?
যত চুসী তত খুসী হাড়ে হাড়ে রস ॥
গিলে গিলে ঝোল খায় আস্বাদন-হত।
তাদের জীবন বৃথা দাঁতপড়া যত ॥
এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যারা।
ম'রে যেন ছাগী-গর্ভে জন্ম লয় তারা ॥
দেখিয়া ছাগের গুণ ক'রে অভিমান।
হইলেন বরারূপ নিজে ভগবান্ ॥
তথাচ যবন হিন্দু করে অপমান।
ইংরাজে কেবল তাঁর রাখিয়াছে মান ॥
হোটেলে বিক্রয় হয় নাম ধরে হাম।
পচাগন্ধে প্রাণ যায় ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্ ॥
অদ্যাপি শ্রীহরি সেই অভিমান লয়ে।
লুকায়ে আছেন জলে কূর্ম্ম মীন হয়ে ॥
কচ্ছপ সে জুজুবুড়ী তারে কেবা যাচে?
মাছে কিছু আছে মান বাঙ্গালীর কাছে ॥
কিন্তু মাছ পাঁটার নিকটে কোথা রয়?
দাসদাস তস্য দাস তস্য দাস নয় ॥
এক, দুই, তিন, চার, ছেড়ে দেহ ছয়।
পাঁচেরে করিলে হারে রিপু রিপু নয় ॥

তক্ষ ছাড়া পক্ষ সেই অতি পরিপাটী।
বাবু সেজে পাটার উপরে রাখি পাটি।
পাত্র হয়ে পাত্র লয়ে ঢোলে মারি চাঁটি ॥
ঝোলমাখা মাস নিয়া, চাটি ক'রে চাটি ॥
টুকি টাকি টুক টুক মুখে দিই মেটে।
যত পাই তত খাই সাধ নাহি মেটে ॥
ঝোলের সহিত দিলে গোটা গোটা আলু।
লক্ লক্ লোলো লোলো জিব হয় লালু ॥
সাবাস্ সাবাস্ রে সাবাসী তোরে অজা।
ত্রিভুবনে তোর কাছে কিছু নাই মজা ॥
কোন অংশে বড় নয় কেহ তোর চেয়ে।
এত গুণ ধরিয়াছ পাতা ঘাস খেয়ে ॥
মহতের কার্য্য কর গরিবানা চেলে।
না জানি কি হ'ত আরো ঘৃত ক্ষীর খেলে ॥
বিশেষ মহিমা তব কি কব জবানী।
জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী ॥
বৃথায় তিলক ধরে ছাই ভস্ম খেয়ে।
কসাই অনেক ভাল গোঁসায়ের চেয়ে ॥
পরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের দুহিতা।
ছাগ-মাংস-রক্তে তিনি সদাই মোহিতা ॥
ছলে এক মন্ত্র বলি বলিদান লয়ে।
খান দেবী পিতৃ-মাথা বিশ্বমাতা হয়ে।
দক্ষযজ্ঞে প্রাণ ত্যজি খণ্ড খণ্ড হয়ে।
করিলেন ভুষ্টিনাশ কালীঘাটে রয়ে ॥
প্রতি কোপে যত পাঁটা বলিদান করে।
দেবী-বরে জন্মে তারা হালদারের ঘরে ॥
এক জন্মে মাংস দিয়া আর জন্মে খায়।
কলির দেবল হয়ে কালীগুণ গায় ॥
প্রণমামি * *, তোমার চরণে।
পেট ভ'রে পাঁটা দিও যত যাত্রিগণে ॥
প্রণমামি সুখদাত্রী ছাগপ্রসবিনী।
অদ্যাবধি না হইবা কন্যার জননী ॥
প্রণমামি কালীঘাট যথা মাতা কালী।
প্রণমামি মুদি-পদে বেচে যারা ডালি ॥
ধন্য ধন্য কর্ম্মকার ধন্য তুমি খাঁড়া।
প্রণমামি তব পদে দিয়া গাত্র নাড়া ॥
এমন সুখের ছাগে করে যেই দ্বেষ।
তাড়াইব তারে আমি ছাড়াইব দেশ ॥
বাছিয়া পাঁটার হাড় গেঁথে তার মালা।
বানাইব কুঁড়াজালি দিয়া ছাগ-ছালা ॥

নামাবলী বহির্ব্বাস নিয়া করতলে।
ভাল ক'রে ছোপাইব রুধিরের জলে॥
সাজাইব গোঁড়াগণে দিয়া রক্ত-ছাব।
পশু-গন্ধে পশুদের যাবে পশুভাব॥
ফের যদি করে দ্বেষ হয়ে প্রতিবাদী।
ঘুচাব গোঁড়ামী রোগ দিয়া ছাগ-নাদী॥
অনুমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া।
অন্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া॥
মুখে বলি গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম-হরি।
পাটামাস খেতে খেতে বিছানায় মরি॥
তাহাতেই মুক্তি লাভ যুক্তি নাই আর।
নিতান্ত কৃতান্ত হয় পদানত তার॥
হায় এ কি অপরূপ বিধাতার খেলা।
শুদ্ধ গাত্র কিছুমাত্র নাহি যায় ফেলা॥
লোম তুলি করি তুলি রঙ্গে রঙ্গ ভরি।
শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণ-রূপ সুখে চিত্র করি॥
চিত্রকরে চিত্র করে দিয়া সূক্ষ্মরেখা।
দেবমূর্ত্তি অবয়ব সব যায় লেখা॥
নানারূপ যন্ত্র হয় ছাগলের ছালে।
শ্রীহরি-গৌরাঙ্গ-গুণ বাজে তালে তালে॥
ঢাক কাঁড়া নহবৎ মৃদঙ্গ মাদোল।
তবলা অবলাপ্রিয় ঢোল আর খোল॥
এক চর্ম্মে বহু যন্ত্র বাদ্য তায় কল।
নেড়ানেড়ী গোঁড়াদের ভিক্ষার সম্বল॥
কোপীধারী প্রেমদাস সেবাদাসী নিয়ে।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খঞ্জনী বাজিয়ে॥
সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে॥
হাড়িকাঠে ফেলে দিই ধ'রে ছুটি ঠ্যাঙ।
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাডাঙ ছ্যাডাঙ॥
এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়বংশে বোকা॥
ভ্রমণে যে ভাবোদয় নদ-নদী-পথে।
রচিলাম ছাগ-গুণ যথা সাধ্য মতে॥
প্রতিদিন প্রাতে উঠি ক'রে শুদ্ধ মন।
ভক্তিভাবে এই পদ্য পড়িবে যে জন॥
বিচিত্র পুষ্পের রথে পাঁটা পাঁটা ব'লে।
সাতায় পুরুষ তার স্বর্গে যাবে চ'লে॥

বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খ্রীষ্টধর্ম্মানুরক্তি

যেখানেতে বালকের বিপরীত মতি।
সেখানেই মিশনরি বলবান্ অতি॥
পাতিয়া কুহকী-ফাঁদ ফেলিয়াছে পেড়ে।
এমন মুখের গ্রাস কেন দেবে ছেড়ে?
গাছপাকা মর্ত্তমান বর্ত্তমান চোকে।
বুদ্ধিদোষে ছেড়ে দিয়ে কেন যাবে ফোকে?
তুমি ত সুবোধ চণ্ডী বৈষ্ণবের ছেলে।
কোথা যাও মনোহর মাল্‌সাভোগ ফেলে?
হিন্দু হয়ে কেন চল সাহেবের চেলে?
উদরে অসহ্য হবে মাংস মদ খেলে॥
ক্ষীর সর ননী খেয়ে বৃদ্ধি কর কায়া।
বিধর্ম্ম-ডোবার জল খেও না হে ভায়া॥
যদ্যপি আহার হেতু ইচ্ছা তোর হয়।
আয় ভাই ঘরে আয় কিছু নাই ভয়॥
কত কারখানা ক'রে খেতে দিব খানা।
গো টু হেল ডোণ্ট ক্যার কে করিবে মানা?
সরপোটে ব'সে খাব খুনী মেরা খুসী।
যদি কেহ কিছু বলে ধ'রে দেগা ঘুসি॥
আহার-বিহারে ভাই ভয় কার কাছে?
ধর্ম্মসভা নাহি লয় ব্রহ্মসভা আছে॥
আপন বিক্রমে হব রুসিয়ার কিঙ।
টেবিলে বসিব খেতে হাতে দিয়ে রিঙ॥
গায়ত্রী করিব পাঠ প্রতি বুধবারে।
পাব নিত্য চিত্তরূপ শরীর-আগারে॥
জ্ঞান-অস্ত্রে কেটে দেহ মায়ারূপ গণ্ডী।
ভ্রমদণ্ডে দণ্ডী হয়ে কেন হও দণ্ডী?
পূর্ব্ববৎ হিন্দু হও যিশুমত খণ্ডি।
হাড়িঝী চণ্ডীর আজ্ঞা ঘরে আয় চণ্ডী॥

কৌলীন্য

মিছা কেন কুল নিয়া কর আঁটা-আঁটি।
এ যে কুল কুল নয় সার মাত্র আঁটি॥
কুলের গৌরব কর কোন্ অভিমানে।
মূলের হইলে দোষ কেবা তারে মানে॥
ঘটকের মুখে শুধু কুলীনের চোপা।
রস নাই যশ কিসে কুল হ'ল টোপা॥

আদর হইত তবে ভাঙ্গিলে অরুচি।
পোকাধরা সোঁকা তার দেখে যায় রুচি॥
অতএব বৃথা এই এই কুলের আচার।
ইথে নাহি রক্ষা পায় কুলের আচার॥
কুলের সম্ভ্রম বল করিব কেমনে।
শতেক বিধবা হয় একের মরণে॥
বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই।
কোলের কুমারী লয়ে বিয়ে করে সেই॥
দুধে দাঁত ভাঙ্গে নাই শিশু নাম যার।
পিতামহী সম নারী দারা হয় তার॥
নর নারী তুল্য বিনা কিসে মন তোষে।
ব্যভিচার হয় শুদ্ধ এই সব দোষে॥
কুলকল্পে নয় রূপ সুলক্ষণ যাহা।
অবশ্য প্রামাণ্য করি শিরোধার্য্য তাহা॥
নচেৎ যে কুল তাহা দোষের কারণ।
পাপের গৌরব কেন করিব ধারণ॥
হে বিভু করুণাময় বিনয় আমার।
এ দেশের কুলধর্ম্ম করহ সংহার॥

———

স্নান-যাত্রা

গুণে বলি হারি যাই, সাধু সাধু সাধু ভাই,
ধরাবাসী যত ধুতি পরা।
আমাদের এই বঙ্গ, কোন ক্রমে নহে ভঙ্গ,
নানা রাগ-রঙ্গ রসভরা॥
বৃষপূর্ণিমার দিবা, অপার আনন্দ কিবা,
মাহেশে সুখের মহামেলা।
স্নানযাত্রা প্রতি বর্ষে, এই দিন মহা হর্ষে,
মেলা পেয়ে করে সব খেলা॥
কিবা ধনী কিবা দীন, সবার সুখের দিন,
আয়োজন কত দিন আগে।
সবিশেষ দেখি বেশ, ইচ্ছামত করে বেশ,
যাহার যেমন মনে লাগে॥
বদ্ধ হয়ে আশা-ফাঁদে, কত ছাঁদে কত সাধে,
গত নিশি করিয়াছে গত।
মুখে আমোদের রব, অধিক আমোদী সব,
বিশেষতঃ ছোটলোক যত॥
চরণে বিলাতী জুতি, পরিলেন ধোপ ধুতি,
হরিলেন পৈতৃক তসর।
চাঁপাতলা শূন্য করি, যান যত নরহরি,
ঘস্ ঘস ঘসর ঘসর॥
ঘাটে গিয়ে কত চোট, সুখেতে সাজান বোট,
বাঁধে কোট তাহার ভিতরে।
দলে দলে গালাগালি, দলে দলে দলাদলি,
বলাবলি হয় পরস্পর॥
ধুতির কিনারা কালা, গলায় পরিয়া মালা,
রোঘো থেকো, রোঘো সব সাজে।
চুল করে প্যান্‌চিট্, হয় ফিট কত চিট্,
মাঝে মাছে চিট তার মাঝে॥
একমাত্র * *, জলধর প্রেমছাত্র,
শত শত আছে তাই ঘেরে।
রঙ্গিণীর ঘোর ঘটা, হেরিয়া রূপের ছটা,
লক্ষ্মীপ্রিয়া পক্ষী যায় হেরে॥
চোপায় কে পারে আর, খোঁপায় ফুলের হার,
কোপায় কথায় যেন কাঠ।
কত হাসে কত ভাষে, ঘুরে ঘুরে চারি পাশে,
একা মাগী লাগায়েছে হাট॥
রঙ্গরস ঠারে ঠারে সাজায় সাজায় তারে,
পুড়ে মরে দৃষ্টি-পোড়া বিষে।
মনে এই দুখ লাগে, পড়িয়াছে নানা ভাগে,
গঙ্গালাভ হবে তার কিসে॥
যাবার কিঞ্চিৎ আগে, খাবার তল্লাস লাগে,
আবার কে ভুমে দেয় পদ।
আম্র তুলে কত গোণ্ডা, কেহ আনে লুচি মোণ্ডা,
ষণ্ডা সব ভাবে গদগদ॥
'নোচন্ গিয়াছে ঘর, নক্ষীর হয়েছে অর,
নৈকা চড়ি আমরা সবাই।
লিতাই লারাণ, ওই, লৈতুন ইয়ার কই,
লল্ লিস্ লবীন লবাই॥'
এ ওরে ফর্ম্মাস করে, এক জন রাগ ক'রে,
কহিতেছে করি খচো-মচো।
বোতলের করি নাম, 'লড়ওম মোড়লাম,
লল বওয়া লৈবচো লৈবচো॥'
খুলে তরী কত ধুম, ধুম ক'রে উঠে ধুম,
দেখে ঘুম করিল শ্রীহরি।
কেল বলে 'বাবা ভাই, আমি এক গীত গাই,
লাচ তোরা লাগর লাগরী॥'
আর আর নীচ জাতি, বাবু হয়ে রাতারাতি,
মাতামাতি করে কতরূপ।

ফুলায় বুকের ছাতি, যেন নবাবের নাতি,
হাতী কিনে হয়ে বসে ভুপ ॥
সম্ভব যেমন যার, ব্যয় করে সে প্রকার,
কেহ কেহ শুদ্ধ হন ধারে।
ধোবার আনন্দময়, পরধনে বাবু হয়,
তাড়া দিয়া সব কর্ম্ম সারে ॥
মাতুলনন্দন যারা, ধনের কুবের তারা,
জলে জলে জলে শোভা পায়।
জলে উপার্জ্জন কত, সাহা নয় সাহা যত,
সাহাজাদ বাদশার প্রায় ॥
হাড়ি মুচি যুগী জোলা, কত বা সেখের পোলা,
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে।
ঠেলাঠেলি চুলোচুলি, কাঁকে কাঁকে ঝুলোঝুলি,
লোকারণ্য জলে আর স্থলে।
স্থলে উঠে দেখি চেয়ে, কত মন্দ কত মেয়ে,
পথ ছেয়ে গান গেয়ে যায়।
আগে পাছে পাকাপাকি, আঁকা আঁকি তাকাতাকি,
ঝাঁকাঝাঁকি স্থান নাহি পায় ॥
এসে বাড়ী যত রাঁড়ী, কাঁকে ক'রে কেলে হাঁড়ি,
হাতে পাখা কাঁটাল মাথায়।
কথা কয় ইলিবিলি, মুখেতে পানের খিলি,
গলা বেয়ে পিক পড়ে গায় ॥
ভদ্র যত মন শাদা, পরস্পর করি চাঁদা,
রুচির তরণী লয়ে ভাড়া।
যাহাতে আসক্তি যাঁর, সেই শক্তি সঙ্গে তাঁর,
গরবেতে গোঁপে দেয় চাড়া ॥
যথা শক্তি শক্তি-সেবা, শক্তি বিনা আছে কেবা,
শক্তি-ভক্তি সকলের সার।
ভক্তিভাবে যত জীব, শক্তিযোগে হন শিব,
শিব শক্তি পূজে কেবা আর ॥
সকলেই ঘোর শাক্ত, কোন ক্রমে নহে ভাক্ত,
সেইরূপ আচার ব্যাভার।
সহজে সুখের যোগ, রিপুর পঞ্চম ভোগ,
আস্ত তায় করে সহকার ॥
* * গায়ে বাটী, তবলার মুখে চাঁটি,
পরিপাটী খান ক'সে ক'সে।
পূর্ণ হ'ল ইচ্ছা যেটা, স্নান আর দেখে কেটা,
স্নান পান এক ঠাঁই ব'সে॥
বখিল না হয় তায়, অখিল ভরিয়া খায়,
মনে মনে সাধ আছে খুব।
বিলাতীর শেষ হ'লে, দেন শেষ ভাবে গোলে,
ধেনো গাঙ্গে বেনো জলে ডুব ॥
প্রথমেতে চুপি চুপি, শেষ হন বহুরূপী,
আর নাহি থাকে লজ্জা ভয়।
চালে উঠে নগ্ন ছবি, হাঁসা মূর্ত্তি গান কবি,
লোকে বলে জয় বাবু জয় ॥
লম্পট যুবক যারা, বাচ ক'রে ফেরে তারা,
ধীরে ধীরে তীরে চালে ডিঙ্গে।
যেখানে * *, সেইখানে গায় সারি,
কাকের পশ্চাতে যেন ফিঙ্গে ॥
আমি যে অভাগা অতি, স্বভাবতঃ ক্ষীণমতি,
কোন কালে মাহেশে না যাই।
ইচ্ছা হেন থাকে জ্ঞান, করিয়া বিভুর ধ্যান,
ঘরে যেন মুক্তিস্নান পাই ॥

———

এণ্ডাওয়ালা তপ্স্যামাছ

কষিত-কনককান্তি কমনীয় কায় ॥
গালভরা গোঁপ-দাড়ি তপস্বীর প্রায় ॥
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে ॥
পাখী নও কিন্তু ধর মনোহর পাখা।
সুমধুর মিষ্ট রস সব-অঙ্গে মাখা।
একবার রসনায় যে পেয়েছে তার।
আর কিছু মুখে নাহি ভাল লাগে তার ॥
দৃশ্য মাত্র সর্ব্বগাত্র প্রফুল্লিত হয়।
সৌরভে আমোদ করে ত্রিভুবনময় ॥
প্রাণে নাহি দেরি সয় কাঁটা আঁশ বাছা।
ইচ্ছা করে একেবারে গালে দিই কাঁচা ॥
অপরূপ হেরে রূপ পুত্রশোক হরে।
মুখে দেওয়া দূরে থাক গন্ধে পেট ভরে ॥
কুড়ি দরে কিনে লই দেখে তাজা তাজা।
টপাটপ খেয়ে ফেলি ছাঁকাতেলে ভাজা ॥
না করে উদরে যেই তোমায় গ্রহণ।
বৃথায় জীবন তার বৃথায় জীবন ॥
নগরের লোক সব এই কয় মাস।
তোমার কৃপায় করে মহাসুখে বাস ॥
গুণেতে সবাই কেনা কে না করে সব।
কেন কেন কেনা কেনা কে না করে রব ?

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হেন আর নেই।
যে দিলে তপস্যা নাম সাধু সাধু সেই॥
সব গুণে বদ্ধ তব আছে সর্ব্বজনে।
লোণাজলে বাস কর এই দুঃখ মনে॥
অমৃত থাকিতে কেন রুচি হয় বিষে।
লুণ-পেড়ো পোড়া জল ভাল লাগে কিসে॥
উলুবেড়ে আলো ক'রে করিছ বিহার।
নগরের উত্তরেতে গতি নাই আর॥
বেনোগাঙ্গে জোর ভাটা তাতেই সন্তোষ।
সমুদ্রের জল খেয়ে বৃদ্ধি কর কোষ॥
জলধি কোরেছে তব বহু উপকার।
লুণ খেয়ে গুণ গেয়ে কাছে থাকো তার॥
ক্ষীরোদমথনকালে অপূর্ব্ব ঘটন।
দেবাসুরে ঘোর দ্বন্দ্ব সুধার কারণ॥
সাগর-সলিলে হয় বিবাদ বিস্তার।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি সুধার সুধার॥
সে সময়ে তুমি মীন অতি কুতুহলে।
খেয়েছিলে সেই জল তপস্যার ফলে॥
অমৃত-ভক্ষণে তাই এরূপ প্রকার।
সুমধুর আস্বাদন হয়েছে তোমার॥
এমত অমৃত-ফল ফলিয়াছে জলে।
সাহেবেরা সুখে তাই ম্যাঙ্গোফিস্ বলে॥
ব্যয় হেতু কোন মতে না হয় কাতর।
খানায় আনায় কত করি সমাদর॥
ডিস ভোরে কিস লয় মিস বাবা যত।
পিস করে মুখে দিয়ে কিস খায় কত॥
তাদের পবিত্র পেটে তুমি কর বাস।
এই কয় মাস আর নাহি খায় মাস॥
তোমায় অধরে ধরি বাড়ে কত সুখ।
মাঝে মাঝে সেরির গেলাসে দেয় মুখ॥
বেচিলর যারা তারা প্রসাদের তরে।
রান্নাঘরে ধন্না দিয়ে আয়োজন করে॥
হেসে হেসে বেঁসে বেঁসে কাছে গিয়ে বসে।
পেটে হারামের ছুরি মুখ ভরা রসে॥
টেক্ ফিস ব'লে ডিস কাছে দেয় ঠেলে।
সশরীরে স্বর্গভোগ এঁটো খেতে পেলে॥
বাঙ্গালীর মত তারা রন্ধন না জানে।
আধ সিদ্ধ করি শুধু টেবিলেতে আনে॥
মসলার গন্ধ গায় কিছুমাত্র নাই।
অঙ্গে করে আলিঙ্গন কমলিনী রাই॥

হাদে রে নিদয় বিধি ধিক্ ধিক্ তোরে।
কি হেতু বেলাক্ হিঁদু কোরেছিস মোরে॥
গোরা হ'লে হোয়া মেরে চ'ড়ে মনোরথে।
টেবিলে যেতেম খেতে ডেবিলের মতে॥
প্রেমানন্দে পিস করি সুখে খায় মিস।
বলি হারি যাই তোরে ওরে ম্যাঙ্গোফিস॥
কিন্তু এক মম মনে এই বড় শোক।
না জানে তোমার গুণ উত্তরের লোক॥
তোমার চরণে করি এই নিবেদন।
কর সবে সমভাবে দয়া বিতরণ॥
গোঁৎ করে সোঁৎ ঠেলে ভাটি গাঙ ছেড়ে।
উজানের পথে চল দাড়ি-গোঁপ নেড়ে॥
শাঁক ঘণ্টা বাজাইবে যত মেয়ে ছেলে।
ভিটে বেচে পূজা দিব মিঠে জলে এলে॥
যথা ইচ্ছা তথা থাক মনোহর মীন।
পেট ভোরে খেতে যেন পাই এক দিন॥
তোমার তুলনা নহে কোটিকল্পতরু।
লঘু হয়ে হও তুমি সকলের গুরু॥
সব ঠাঁই আদর অমান্য নাই কভু।
শুদ্ধ সত্ত্ব ঠিক যেন খড়দার প্রভু॥
নিরাকার নিত্যানন্দ মীন অবতার।
নিত্য খেলে নিত্যানন্দ লাভ হয় তার॥
খেতে যদি নাহি পাই মুখে লই নাম।
প্রণাম তোমার পদে সহস্র প্রণাম॥
কত জলে থাক তুমি নাহি তার লেখা।
তোমায় আমায় হয় সহজে কি দেখা॥
কতরূপ ভাবসূত্র মানবের মনে।
পেয়েছি তোমায় আমি জেলের কল্যাণে॥
গাভীন হইলে তুমি রস তায় কত।
যাঁড়া হ'লে বাড়া সুখ নাহি হয় তত॥
তোমার ডিমের স্বাদ সুধার সমান।
গণ্ডা গণ্ডা এণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা করি প্রাণ॥
প্রসব করিবে যত তবু রবে তাজা।
আমাদের আশীর্ব্বাদে হবে নাক বাঁজা॥
জন্ম-এয়ো হও তুমি রসবতী সতী।
পোয়াতীর গর্ভে থেকে হও গর্ভবতী॥
কোন মতে নাহি মেটে বাসনার ক্ষোভ।
যত পাই তত খাই তবু বাড়ে লোভ॥
ভেজে খাই ঝোলে দিই কিংবা দিই ঝালে।
উদর পবিত্র হয় দিবা মাত্র গালে॥

আচার ছাড়িয়া যদি আচার মিশাই।
সে আচারে কোনরূপে অনাচার নাই॥
কুলাচার কেবা ছাড়ে লয়ে কুলাচার।
আচারে আচার বাড়ে সকল আচার॥
যাতে পাই তাতে খাই করি বাজী ভোর।
হায় রে তপস্যা তোর তপস্যা কি জোর॥

বড়-দিন

খৃষ্টের জনমদিন বড়দিন নাম।
বহু সুখে পরিপূর্ণ কলিকাতা-ধাম॥
কেরাণী দেয়ান আদি বড় বড় মেট।
সাহেবের ঘরে ঘরে পাঠাতেছে ভেট॥
ভেট্‌কি কমলা আদি মিছিরি বাদাম।
ভাল দেখে কিনে লয় দিয়ে ভাল দাম।
এই পর্ব্বে গোরা সর্ব্বে সুখী অতিশয়।
বাঙ্গালীর বিদিতার্থ লিখি সমুদয়॥
"কেথলিক" দল সব প্রেমানন্দে দোলে।
শিশু ঈশু গড়ে দেয় মেরিমার কোলে॥
বিশ্বমাঝে চারুরূপ দৃশ্য মনোলোভা।
যশোদার কোলে যথা গোপালের শোভা॥
স্বপ্নযোগে হলো গর্ভ ব্যক্ত এই শেষে।
ঈশ্বরের পুত্র ব'লে পরিচয় দেশে॥
ও গড্ ও গড্ গড্ লেখে বাইবেলে।
ঈশু কি তোমার শিশু, ঔরসের ছেলে?
এ বড় গোপন ভাব আপন হারায়ে।
বপন করেছে বীজ স্বপন দেখায়ে॥
নিজের বীজের ফল ঈশু যদি হয়।
দোষের ত নয় তবে যোষের তনয়॥
দিশী কৃষ্ণ বিষি কৃষ্ণ এ দেশে ও দেশ।
উভয়ের কার্য্য আছে বিশেষ বিশেষ॥
বিলাতের ব্রহ্ম যদি মেরিমার যাদু।
এ দেশের ব্রহ্ম তবে যশোদার যাদু॥
খুলিয়া পুরাণ গীতা ভাবে ঢ'লে ঢ'লে।
কব তার সব গুণ অবতার ব'লে॥
কুমারীর গর্ভে শিশু হয়ে অবতার।
করিলেন পৃথিবীর পাতকী উদ্ধার॥
বিভুরূপে খ্যাত হন নানারূপ কলে।
ভুলালেন রোম দেশ কুহকের বলে॥

ধর্ম্মের বিস্তার করি দেন উপদেশ।
ভূতরূপী ভগবান্ ঘুঘু আর মেষ॥
শিষ্যগণ সঙ্গে সদা যুগী জোলা জেলে।
সবে বলে এই প্রভু ঈশ্বরের ছেলে॥
নাম জারি করিলেক চেলা সব ঠাঁই।
শিষ্টবেশে দেশে দেশে ফেরেন গোঁসাই॥
পাপী-পরিত্রাণ হেতু করুণানিধান।
ক্রুশের ক্রুশের ঘায়ে ত্যজিলেন প্রাণ॥
তদবধি শিষ্যদের ভক্তির প্রভাব।
প্রভুপ্রেম প্রাপ্ত হয়ে কত রূপ ভাব॥
সেরূপ খৃষ্টানগণ ভাবে ঢল ঢল।
গোরাপ্রেমে মত্ত যথা নেড়ানেড়ী-দল॥
প্রভুর শোণিত মাংস কাল্পনিক করি।
আহারে আহ্লাদ পান যত মিশনরি॥
টেবিল সাজায়ে সব ভাবে গদগদ।
মাংস ব'লে রুটী খান রক্ত ব'লে মদ॥
ভুবন করেছে বদ্ধ কুহকের ডোরে।
হায় রে "কুমারীপুত্র" বলিহারি তোরে॥
যে প্রকার খৃষ্টানের পূর্ব্ব-প্রকরণ।
কেথলিক চর্চ্চে গিয়া দেখে এস মন॥
দেখিলে তাদের ভাব রাগে মন রোকে।
ধন্যবাদ দিতে হয় বঙ্গবাসী লোকে॥
ওল্ড এক টেষ্টমেণ্ট গোল্ড তায় বাঁধা।
কোল্ড ক'রে মানুষেরে লাগাইয়া ধাঁধা॥
রিফরম প্রটেষ্টাণ্ট বিশপের দল।
বড়দিন পেয়ে মুখে হাস্য খল খল॥
মিলিটরি সিবিল বণিক্ আদি যত।
ছুটী পেয়ে ছুটাছুটি আস্ফালন কত॥
জমকে পোষাক করি গাড়ী আরোহণে।
চর্চ্চে যান সুরূপসী শ্রীমতীর সনে॥
বিশপের অগ্রভাগে ঘাড় হেঁট করি।
ক্ষণমাত্র অবস্থান টেষ্টমেণ্ট ধরি॥
ভজনা হইলে পর উঠে দেন ছুট।
সহিস বোলাও বগী ড্যাম ড্যাম হুট॥
আলয়েতে আগমন মনের খুসীতে।
অঙ্গুলির অগ্রভাগ চুষিতে চুষিতে॥
পরস্পর নিমন্ত্রণ কতরূপ খানা।
টেবিলের উপরেতে কারিগুরি নানা॥
বেষ্টিত সাহেব সব বিবিরূপ জালে।
আনন্দের আলাপন আহারের কালে॥

শক্তি সহ ভক্তিভাবে খেয়ে মাংস মদ।
হাতে হাতে স্বর্গলাভ প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ॥
রসে মত্ত ছেড়ে তত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব লাভে।
হয়ে প্রীত নৃত্য গীত বিপরীত ভাবে॥
রণবেশী মিলিটরি যত সব গোরা।
মাটে ঘাটে হাটে বাটে মারিতেছে হোরা॥
হুকুম জাহির করে দাঁড়িয়া দাঁড়িয়া।
বিবির লিবির ঝাঁক শিবির গাড়িয়া॥
চোট পাট জোট পাট আয়োজন করে।
শ্রীমতীর শ্রীমুখেতে আগে দেন ধ'রে॥
বড় বড় সাহেবেরা এইরূপ ভোগে।
পেয়েছেন বড় সুখ বড়দিনযোগে॥
ইচ্ছা করে ধন্না পাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে।
কুক হয়ে মুখখানি লুক্ করি সুখে॥
বিধাতা যদ্যপি করে গাড়ীর সহিস।
আগে ভাগে ছুটে যাই পহিস্ পহিস্॥
সাজিয়া কউচম্যান উপরে উঠিয়া।
ঘোড়া জুড়ে উড়ে যাই জুড়ি হাঁকাইয়া॥
আন্দ্রুস, পিন্দ্রুস্ আদি, আক্রুস, মেণ্ডিস।
ডিকোষ্টা ডিরোজা জোনা, ডিসোজা গমিস॥
জেম্‌স্ নেম্‌স্ কেম্‌স্ আর টেম্‌সগণ যত।
ঝাঁকে ঝাঁকে মহা জাঁকে চলে শত শত॥
পোরে ড্রেস হন ফ্রেস দেখা যায় বেড়ে।
বাঁকাভাবে কথা কন কালামুখ নেড়ে॥
পুঁইখাড়া চিঙড়ির ক'রে ভুষ্টিনাশ।
মেম সঙ্গে নানা রঙ্গে গরিমা প্রকাশ॥
চুণাগলি অধিবাস খোলার আলয়।
তাহাতেই কতরূপ আড়ম্বর হয়॥
ছাড়েন বাঙালী দেখি বিলাতের বুলি।
'লিছু যাও কেলাম্যান্ নেটিব বেঙালী॥'
জুতা গোড়ে প্রাণ যায় করে হেই ঢেই।
রূপী বিনা রূপীভাব কথামাত্র নেই॥
বড়দিনে বাবু সেজে কতরূপ খেই।
জাহাজ হইতে যেন নামিলেন এই॥
তেঁতুলে-বাগদী যেন ফিরিঙ্গীর ঝাঁক।
বাঁচিনেক' দেখিয়া তাদের ফোতো জাঁক॥
আনাক্যাষ্ট কন্‌বর্ট গৃহত্যাগী যারা।
কত সুখ যাচিতেছে নাচিতেছে তারা॥
নীলু, বুলু, কালু, লালু, দলু, হিলু, হিরু।
গম্ব, থম্ব, হম্ব, তম্ব, হারু আর ছিরু॥

এ দিকে দুঃখের দায় মনে ঝোলে ফাঁসী।
বাহিরে প্রকাশ করে চড়কীর হাসি॥
ছেঁড়া পচা কামেজ তাহার নাই হাতা।
তাই প'রে বাবু হন খালি ক'রে মাথা॥
ভাঙা এক টেবিলেতে ডিস্ সাজাইয়া।
ঈশুভাবে খানা খান বাহু বাজাইয়া॥
মনে মনে খেদ বড় কান্না হয় রেতে।
পরমান্ন পিটাপুলি নাহি পান খেতে॥
যে সকল বাঙালীর ইংলিস ফ্যাসন।
বড়দিনে তাঁহাদের সাহেব ধরণ॥
পরস্পর নিমন্ত্রণে সুখের সঞ্চার।
ইচ্ছাধীন বাগানেতে আহার-বিহার॥
বাবুগণ বাবু নন নাহি যায় ফ্যালা।
চুপি চুপি বহুরূপী লুকাচুরি খ্যালা॥
দিশী সহ বিলাতীর যোগাযোগ নানা।
কত শত আয়োজন ইয়ারের খানা॥
ফ্রেস্-ফিস্ ভরা ডিস্ মধ্যে ভাতে ভাত।
সে পাত সুপাত নয় নিপাতের পাত॥
অখিল ভরিয়া সুখে করে জলসেবা।
যেতে যেতে মেতে উঠে খেতে পারে কেবা?
উরি মধ্যে দুঃখীতর বাঙ্গী সব ভেয়ে।
তত্ত্বহত মত্ত যত বড়দিন পেয়ে॥
তেড়া হয়ে তুড়ি মারে টপ্পা গীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হয় পচা শাল চেয়ে॥
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা এঁটো কাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙে বেনোজলে নেয়ে॥
"এ, বি" পড়া ডবি ছেলে প্রতি ঘরে ঘরে।
সাজায়েছে গাঁদা-গাদা ডেকসের উপরে॥
পড়েনি'ক উচ্চ পাঠ অল্পে মারে তুড়ি।
তাকায় ওদিকে বটে পাকায় খিচুড়ি॥
শাসনের ভয়ে নাহি যায় উপবনে।
পায়েসে আয়েস রাখি তুষ্ট হয় মনে॥
ধনের অভাবে যেই বড় দীন হয়।
বড়দিন পেয়ে আজ বড় দীন নয়॥
সাহেবের হুড়াহুড়ি জাহ্নবীর জলে।
করিতেছে "বোটরেস্" সেলর সকলে॥
হায় রে সুখের দিন শোভা কব কায়?
ইংরাজটোলায় গেলে নয়ন জুড়ায়॥
প্রতি গেটে গাঁদা-হার কারিগুরি তাতে।
বিরচিত ছটা চারু দেবদারু-পাতে॥

হোটেল-মন্দিরে ঢুকে দেখিয়া বাহার।
ইচ্ছা হয় হিঁদুয়ানী রাখিব না আর॥
জেতে আর কাজ নাই ঈশু-গুণ গাই।
খানা সহ নানা সুখে বিবি যদি পাই॥
চারিদিকে দেখ মন অতি বেড়ে বেড়ে।
তোতে মোতে থাকি আয় হিঁদুয়ানী ছেড়ে॥
ছেড়ো না ছেড়ো না আর বিপরীত বাণী।
থাকো থাকো থাকো বাপু রাখ হিঁদুয়ানী॥
এবার কি বড়দিন বড় দিন আছে ?
আমোদের কাব্য পাঠ করি কার কাছে ?
কালভেদে কত ভেদ খেদ করি তাই।
পূর্ব্বকার লেখা ছেপে সকলে দেখাই॥
পরিহাস-ছলে ইথে কাব্য আছে যত।
সে কেবল ব্যঙ্গমাত্র নহে মনোগত॥
অতএব কেহ তার ধরিবে না দোষ।
কবিরে করিয়া কৃপা হও আশুতোষ॥

আনারস

বন হ'তে এলো এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর॥
এমন মোহন মূর্ত্তি দেখিতে না পাই।
অপরূপ চারুরূপ অনুরূপ নাই॥
ঈষৎ শ্যামল রূপ চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার চাঁদের গলায়॥
সকল নয়ন-মাঝে রক্ত-আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে॥
ভাবুক স্বভাবে ভাবে করে অনুরাগ।
বলে ও যে রাঙা নয় নয়নের রাগ॥
রূপের সহিত গুণ সমতুল হয়।
সুবাসে আমোদ করে ত্রিভুবনময়॥
নাহি করে মুখভঙ্গী কথা নাহি কয়।
সৌরভ গৌরবে দেয় নিজ পরিচয়॥
চপলা রূপের কাছে হয় চমকিত।
দৃষ্টিমাত্র ফুল্ল গাত্র নেত্র পুলকিত॥
সংশয় হয়েছে দেখ সকলের মনে।
কে কামিনী একাকিনী বাস করে বনে॥
লোকে বলে আনারস আনারস নয়।
আনা রস হ'লে কেন আনা রস হয় ?
তারে তার জানা যায় রস ষোল আনা।
অরসিক লোক তবু বলে তারে আনা॥
ফেলিয়া পোনের আনা এক আনা রাখে।
এই হেতু আনা রস বলে লোক তাকে॥
অরসিকে নাহি করে রসেতে প্রবেশ।
আনাতেই ষোল আনা না জানে বিশেষ।
কোথা বা আনার রস এ আনার আছে।
ক্ষুদ্র দামে খেতে পাই এতটুকু গাছে॥
বেদানা তাহার নাম দানা যায় ভরা।
কেমনে হইবে সেই সর্ব্বমনোহরা॥
রস যত যশ তত বেদানায় আছে।
আমাদের কাছে নয় ধনীদের কাছে।
এক আদ সের খায় আছে যার ধন।
কুবেরের হ'লে মন নাহি পায় মণ॥
মনে মনে কত মণে আশার উদয়।
ফলে ফলে কোন কালে মণ নাহি হয়॥
প্রয়োজন নাহি তার এখানেতে এসে।
মঙ্গল করুন্ তিনি মঙ্গলের দেশে॥
আমাদের আনারসে ষোল আনা সুখ।
দরিদ্রের প্রতি তিনি না হন বিমুখ॥
আনা দরে আনা যায় কত আনারস।
অনায়াসে করি রসে ত্রিভুবন বশ॥
ক্ষীরোদ নহ ত তুমি নহ সুধাকর।
তবে কিসে সুধাভরা তব কলেবর ?
পুণ্যবতী কেবা আছে তোমার সমান ?
মৃত হয়ে লোকেরে অমৃত কর দান॥
পঞ্চানন পঞ্চমুখে নাহি করে সীমা।
এক মুখে কি কহিব তোমার মহিমা॥
সে বড় দূরের কথা সুখ যত খেলে।
হাতে হাতে স্বর্গফল হাতে ফল পেলে॥
কৃপণের কর্ম্ম নয় তোমায় আহার।
ছাড়াবার দোষে সেই নাহি পায় তার॥
ডাঁটা বোঁটা নাহি বাছে মনে লোভ ঝোঁকে।
চোক্ শুদ্ধ খেয়ে ফ্যালে চোক্‌খেকো লোকে॥
ফলে আমি মিছা কেন নিন্দা করি তায়।
সাধ পুরে বাদ দিতে বুক ফেটে যায়॥
ছাল ফেলে কাটি কিন্তু চক্ষু ভাসে জলে।
ভয় আছে লোকে পাছে চোক্‌খেকো বলে॥
লুণ মেখে নেবুরস-রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা চিনি তায় ভরি॥

টুক টুকি খেলে পরে রসে ভরে গাল।
নেচে উঠে নন্দলাল মুখে পড়ে লাল॥
একবার যে জন না পায় তার তার।
সে জন মানুষ নয় বৃথা জন্ম তার॥
দু ভাই প্রেমের প্রেমী ভ্রান্তিশীল যারা।
তোমার নিগূঢ় রস নাহি পায় তারা॥
আস্বাদন নাহি জানে পেটভরা খোঁজে।
দুই হাতে থাবা মেরে নাকে মুখে গোঁজে॥
রসে রত যেই সেই রস করে পান।
রসিক রসনা তার যশ করে গান॥
বর্ণশ্রেষ্ঠ পঞ্চবিংশ তাতে অষ্টাদশ।
দুই হ'লে এক যোগ ধরা করে বশ॥
তার সহ আনারস তোর আনা রস।
রসে রসে মিশে গিয়ে সুখে গায় যশ॥
বুঝহ রসিক জন রসবোধ যার।
সে রসে যে অরসিক রস কোথা তার?
সেই রসে রস পেয়ে রসে মন রসে।
নাহি জেনে মিছামিছি দোষ দেয় দশে॥
চিরকাল খেয়ে শুধু ছোলা আর আদা।
শাদাচোখো যত সব হয়ে যাক্ শাদা॥
নন্দন বনেতে ছিল দেবরাজ-প্রিয়ে।
শচী ছেড়ে সুখে ইন্দ্র ছিল তোরে নিয়ে॥
বাসবের অঙ্গে সদা করি আলিঙ্গন।
পাইয়াছ সেইরূপ সহস্র লোচন॥
নানারূপ নবরূপ রসালাপযোগে।
দেবগণে ফাঁকি দিয়া ছিলে ইন্দ্রভোগে॥
দেবতার ইচ্ছা মনে করে সুখভোগ।
কোন মতে না হইল সেই যোগাযোগ॥
সুরকুল প্রতিকূল পেয়ে পরিতাপ।
ক্রোধাকুল হয়ে শেষ দিলে অভিশাপ॥
সেই উপসর্গে তুমি ছেড়ে স্বর্গবাস।
অভিমানে ম্রিয়মাণ বনে কর বাস॥
আনারস নাম তাই এসে এই ক্ষিতি।
লজ্জায় মলিন মুখ বনে কর স্থিতি॥
সাধু সাধু সাধু বটে দেব পুরন্দর।
তোমার শাপেতে হ'ল আমাদের বর॥
গোপন হইবে কিসে বনে করি বাস।
লুকাবে কেমন করি শরীরের বাস॥
বাস পেয়ে পূর্ব্বকার বাস গেল জানা।
রস পেয়ে জানা গেল স্বর্গ থেকে আনা॥
নানা রস-শ্রেষ্ঠা তুমি তোমায় প্রণাম।
জানা রস হয়ে গেলে আনারস নাম॥
শচীর সপত্নী হয়ে সদা থাক শুচি।
চোখে দেখা দূরে থাক্ গন্ধে হয় রুচি॥
অরুচির রুচি হয় মুখে দিলে পর।
সাধ ক'রে নিত্য খায় বেচে বাড়ী ঘর॥
তিন লোক জয় করে তব আস্বাদন।
বালকের কাছে তুমি জননীর স্তন॥
তোমার সমান কোথা আর নাহি আছে।
যুবতী-অধরামৃত যুবকের কাছে॥
হরিনাম-সুধা তুমি বৃদ্ধের নিকট।
প্রকট বদনে হাসি দেখিতে বিকট॥
ত্রিজগতে তব গুণে বাধ্য আছে সব।
বিন্দুরস পান করি প্রাণ পায় শব॥
অন্তে যেন এই হয় আমার কপালে।
গালে এসে বাস কোরো মরণের কালে॥

নীলকর

(গীত)

(১)

কবির সুর।

মহড়া।

কোথা রৈলে মা, বিক্টোরিয়া মাগো মা,
কাতরে কর করুণা।
মা তোমার ভারতবর্ষে, সুখ আর নাহি স্পর্শে,
প্রজারা নহে হর্ষে, সবাই বিমর্ষে।
এমন সোনার বর্ষে, খাসের বর্ষে,
কেবল বর্ষে যাতনা।
"আসিয়া" আসিয়া মাগো করুণাময়ী,
করুণাচক্ষে দেখ না॥
নামেতে নীলের কুঠী, হ'তেছে কুটি কুটি,
দুখীলোক প্রাণে মারা যায়।
পেটে খেতে নাহি পায়।
কুঠেল সব শাহেবজাদা, ধপ্ধপে বাইরে শাদা,
ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি,
পেঁকো গন্ধ তায়।

ও মা এ কে মন্সার ফোঁস-ফুসুনি,
ধুনোর গন্ধ তায়।
হ'লে চোরের কাছে ধর্ম্ম-কথা,
মর্ম্ম কভু বোঝে না ॥

চিতেন।

হলো নীলকরদের অনরবি
মেজেষ্টরি ভার।
কুইন মা, মা, মাগো।
হলো নীলকরদের অনরবি
মেজেষ্টরি ভার।
পড়েছে সব পাতরবক্ষে, অভাগা প্রজার পক্ষে,
বিচারে রক্ষে নাইক আর।
নীলকরের হৃদ্দ নীলে, নীলে নীলে সকল নিলে,
দেশে উঠেছে এই ভাব।
যত প্রজার সর্ব্বনাশ।
কুঠিয়াল বিচারকারী, লাঠিয়াল সহকারী,
বানরের হাতে হ'ল কালের খোন্তা,
লোন্তাজলে চাষ।
হ'ল ডাইনের কোলে ছেলে সঁপা,
চীলের বাসায় মাছ।
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে,
শুনেনি কেউ শুনবে না ॥

অন্তরা।

প্রজা ধচ্ছে আর সাচ্ছে তারা এক্‌কালে,
পিটেতে মাচ্ছে খুব কোঁড়া।
কাটা ঘায়ে লুণের ছিটে, পোড়ার উপর পোড়া,
যেন গোদের উপর বিষফোড়া ॥

চিতেন।

হ'লে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্ত্তা ঘটে সর্ব্বনাশ।
কালসাপ কি কোন কালে, দয়াতে ভেকে পালে,
টপাটপ অমনি করে গ্রাস ॥
বাঙ্গালী তোমার কেনা, এ কথা জানে কে না?
হয়েছি চিরকেলে দাস ॥
করি শুভ অভিলাষ।
মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল, বিচিলি ঘাস ॥

যেন রাঙ্গা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙ্গে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসী হব,
ঘুসি খেলে বাঁচ্‌ব না ॥

অন্তরা।

জমি চুণ্‌চে, দিন গুণ্‌চে, কেবল বুন্‌চে বীজ,
দোহাই না শুন্‌চে একটিবার।
নীলের দাদন, ঠেঙ্গার গাদন, বাঁধন চমৎকার,
করে ভিটে মাটী চাটি সার ॥

চিতেন।

তোমার সাধের বাঙলা, হ'ল কাঙলা,
সয় না অত্যাচার।
বেগারে হয় রেয়োৎ সারা, জমীদার পড়ে মারা,
লাটের দিন খাজনা হয় না আর।
কাঙালী বাঙালী যত, চিরদিন অনুগত,
জানিনে মন্দ আচরণ।
পূজি তোমার শ্রীচরণ।
আমাদের বাইরে কালো, ভিতরে বড় ভালো,
মনেতে রাঙা আলো,
টুকটুকে টুক্ সিঁদুরে বরণ।
রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে, স্বপ্নে জানিনে,
কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি,
তোমার জয়ের বাসনা ॥

(২)

কবির সুর।

মহড়া।

ভাল কার্য্যটি ধার্য্য করে যদি গো,
এই রাজ্যটি করেছ মা খাস্।
এসে এ দেশেতে বসৎ কর, অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধর,
অন্নদানে বাঁচাও প্রজার প্রাণ।
সব অন্নভূমি কর তুমি, তুলে নিয়ে নীলের চাষ।
কোথা মা পায়ে ধরি, হয়ে রাজ-রাজেশ্বরী,
সন্তানের পূরাও অভিলাষ ॥
হ'ল রান্নাঘরে কান্নাহাটি, ধন্না পড়ে লাঠালাঠি,
উদরে অন্ন কার নাই।
দোহাই মা তোমার দোহাই।

কেহ রয় নীরাহারে, কেহ রয় নিরাহারে,
যদি বিপদে শ্রীপদে রাখ, ওগো মা,
তবেই রক্ষা পাই।
নাই উনুন জ্বালা, এ কি জ্বালা.
জালায় নাইক জল।
আবার পোড়া ভাগ্ গি, সকল মাগ্ গি,
উপবাসে উপবাস ॥

চিতেন।

তুমি বিশ্বমাতা বিক্টোরিয়া থাক বিলাতে।
আমরা মা সব তোমার অধীন, দীন চিরদিন,
শুভদিন দিন মা ভারতে ॥
কোম্পানীর রাজ উঠিয়ে নিলে,
কে বুঝে তোমার লীলে?
নিলে মা এই ভারতের ভার।
পেয়ে শুভ সমাচার।
মা তোমার হবে ভালো, আশাতে দিলেন আলো,
সুখে রোক সমভাবে, শাদা কালো,
ভেদ রবে না আর॥
যত নীলের শাদা, মুলুকচাঁদা, শাদা কেহ নয়,
করে নীলের কর্ম্ম, কি অধর্ম্ম,
মনের কালি হয় প্রকাশ ॥

অন্তরা।

না বুনলে নীল, মেরে কিল,
"কিল" করে, নীলকরে।
দেশের ছোটকর্ত্তা, দিলেন তাদের,
হর্ত্তা কর্ত্তা ক'রে।
জোরে বেঁধে আনে ধ'রে॥

চিতেন।

যেমন কাজীরে সুধালে পরে হিঁদুর পরব নাই,
তেমনি সব নীলকরের আচার, বিষম বিচার,
গোস্বামী ভক্ষণের গোঁসাই।
একে ত মাগগি গণ্ডা, লুঠেল তায় কুঠেল ষণ্ডা,
তারা ত ঠাণ্ডা কেহ নয়।
লুঠে এণ্ডা বাচ্ছা লয়।
গিয়েছে পুঁজিপাটা, ভিটেতে শ্যাকুল-কাঁটা,
আমার ধন গিয়েছে, মান গিয়েছে,
এখন মা প্রাণ নিয়ে সংশয়।

গেল গরু জরু তৃণ তরু, কিছু নাহি আর।
ক'রে হাকিম হয়ে সাকিম নষ্ট
সমান কষ্ট বারোমাস ॥

(৩)

রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালী।

"বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে"—সুর।
ও মা কুইন তোমার, ইণ্ডিয়া ধাম,
কুইন কোরো নাক।
যদি সোনার ভারত, খাস্ করেছ,
বাস ক'রে মা, থাক থাক।
শাস্ত্র বলে পরামর্শে,
আপন চক্ষে সোনা বর্ষে,
তুমি এলে ভারতবর্ষে,
হর্ষে রবে সব।
চারিদিকে উঠছে শুধু, জয় জয় জয় রব॥
প্রজাগণে কোলে টেনে,
ছেলে ব'লে ডাক ডাক॥
বঙ্গবাসী আমরা যত,
অনুরত অনুগত,
অবিরত করি কত,
শুভ বাসনা।
জয় জয় জয় বিক্টোরিয়া, মুখে ঘোষণা।
"চোরে খোকা দোয়া গরু"
এমন কোথাও পাবে নাক ॥
অন্ন বিনে ঘ রে
অনাহারে প্রাণে মরে,
পরস্পরে উচ্চস্বরে,
করে হাহাকার।
দিনান্তরে উদর পুরে অন্ন মেলা ভার।
দুখী যারা, পড়ে মারা,
প্রাণে কেহ বাঁচে নাক।
যে আগুন লেগেছে চেলে,
চলে না কেউ নিজ চেলে,
চেলে চেলে জাহাজ ঠেলে,
ভাসায়ে দিচ্ছে চাল।
কপাল নষ্ট, তাতেই কষ্ট,
কারে দিব গাল?
কিছু দিন মা! দয়া করি,
রপ্তানীটি বন্ধ রাখ ॥

জবাসী শত শত, বিদ্রোহেতে হ'ল হত,
পরিবার ছিল যত,
ধনে প্রাণে হ'ল কাঙ্গালী,
ভাত বিনে বাঁচিনে, আমরা ভেতো বাঙ্গালী।
চাল দিয়ে মা বাঁচাও প্রাণে,
চেলের জাহাজ চেলো নাক ॥
নূতন চেলে হবে শস্তা,
ঘটিল তার কি অবস্থা,
রাজব্যবস্থা-দোষে চেলের,
কাঁটা হয় না রোধ।
চার মণের দাম এক মণে লয়,
মণের মনে ক্রোধ।
মনের চেলে মন ভেঙ্গেছে,
ভাঙ্গা মন আর গড়ে নাক ॥
পেয়ে নব রাজাদেশ,
নীলকরেতে শাসে দেশ,
নাহি মানে উপদেশ,
না করে উদ্দেশ।
বিদেশ ভেবে এ দেশেতে করে সদা দ্বেষ।
ভাল দেখতে পারে নাক ॥
যেখানেতে বাঘের ভয়,
সেইখানেতে সন্ধ্যা হয়,
নীলকরের করেতে হোল,
মেজিষ্টরি ভার।
এর বাড়া মা প্রজা-লোকের বিপদ নাইক আর
খেদাইনে তোর উঠান চষি,
বাস্তুবৃক্ষ রাখে নাক ॥
কতক নীলের কর্ম্মকার,
কাজে যেন চর্ম্মকার,
নাহি ধারে ধর্ম্মধার,
মর্ম্ম বোঝা ভার।
ঠিক ধর্ম্মহীন ধর্ম্মতলার ধর্ম্ম অবতার।
কটু কথার কল্পতরু বামুন গরু বাছে নাক ॥
চাষার হাতে খোলা দিলে,
নীলে সকল জমি নিলে,
জমিদার সব কাছা ঢিলে,
চীলের মুখে মাছ।
ন্টাগরুড় খাড়া থাকেন, কাচেন কাপের কাচ।
সাপের কাছে কেঁচো যেন;
সাত চড়ে রা কোটে নাক ॥

তুমি সর্ব্ব-শুভকরী,
বিলাত—ভারতেশ্বরী,
বিপদে শ্রীপদে ধরি,
কর করুণা।
রয় না দিন প্রজার, তোমার সয় না যাতনা।
কৃপাকরী কৃপা করি শ্রীচরণে রাখ রাখ ॥
কি পাপেতে এমন হ'ল,
অকালে অকালে ম'ল,
বৃষ্টি বিনে সৃষ্টি পুড়ে,
গেল ছারেখার।
বর্ষাকালে ফর্সা আকাশ, ভরসা কিসে আর?
এ দেশের দুর্দ্দশা এমন,
হয়নিক আর রবে নাক ॥
কুঠীয়ালের মেজেষ্টরি,
লাঠিয়ালের রেজেষ্টরি,
এ আইন হয়েছে জারি,
মার্ত্তে আমাদের।
আইনকর্ত্তার পেটের বার্ত্তা, পেয়েছি মা টের,
যাতে অবিচারে প্রজা মরে,
এমন আইন রেখো নাক ॥

(৪)

মহড়া।

চার টাকা মণ দর্ উঠেছে, নূতন চেলে।
কত আর চল্‌বো নূতন চেলে?
যাদের নাহি পুঁজিপাটা, গিয়ে বেলেঘাটা,
বাড়ীর পাটা বেচে, পেটে খেলে ॥

অন্তরা।

ও মা বিক্টোরিয়া, "আসিয়া," আসিয়া,
দেখ না বসিয়া নয়ন মেলে।
বল কে করে পালন, কে করে শাসন,
একেবারে সব ম'রে গেলে ॥
দুঃখে থেকে অনাহার, দেখে অন্ধকার,
করে হাহাকার, মেয়ে ছেলে।
ঘরে গিন্নী পাড়ে গাল, ফুরাইলে চাল,
কিসে রাখি চাল, চেলে চেলে?
যারা খেতো সরু চাল, চালে মোটা চাল,
সিদ্ধ পক্ক ক'রে, আড়ে গেলে।

আমরা খাই শুধু মোটা, নাহি ঘর কোটা,
বেঁচে যাই মোটা, খেতে পেলে ॥
শুধু চাল ব'লে নয়, দ্রব্য সমুদয়,
বিকাতেছে সব অগ্নিমূলে।
দর বেড়েছে চার গুণ, বিধাতা বিগুণ,
খাবার দ্রব্যে দিলে আগুন জ্বেলে ॥
তেল, ঘৃত; দুগ্ধ. চিনি, কেমনেতে কিনি,
সস্তা দরে নাহি কিছুই মেলে।
যত পেটের দরকারি, মাছ তরকারি,
কিনে খাই টাকা হাতে এলে ॥
শুনে জিনিসের দর, গায়ে আসে জ্বর,
ছুটে যাই ঘর-বাড়ী ফেলে।
ভয়ে কথা নাহি কই, অবাক্ হয়ে রই,
কাঠের যুরোদ বনি হাটে গেলে ॥
ঘরে না থাকিলে কাঠ, করি কাঠ কাঠ,
নিজে হই কাঠ চক্ষু তুলে।
ছেলের বস্ত্র নাহি গায়, শীতে মারা যায়,
চাপড় মারি বুকে, কাপড় চেলে ॥
যেতাম যেখানে সেখানে, কেবা কারে মানে,
হোত না যাতনা একলা হ'লে।
দেখে দুখের বাড়াবাড়ি. ফিরি বাড়ী বাড়ী,
মাথায় পড়ে বাড়ি, কুটুম এলে ॥
দূরে হ'ল গঙ্গাজল, জ্বলন্ত অনল,
দুপয়সাতে ভার নাহি মেলে।
কিসে খাব ভাতে পোড়া, পোড়া কপাল পোড়া,
টাকায় আড়াই সের দর সর্ষে তেলে ॥
যারা ছিল মুটে মজুর, তারা হ'ল হুজুর,
চ'লে যায় পথে পায়ে ঠেলে।
যত ঘাটের দাঁড়ী মাঝি, কামে নহে রাজি,
কাজির মেজাজ ধরে ধ্বজী ঠেলে ॥
থেকে নদীনদে, ঝিল বিল হ্রদে,
মাছ ধ'রে খায় মালা জেলে।
তাদের কাছে গেলে পর, কাঁপে কলেবর,
দুনো দরে বেচে, চুণো বেলে ॥
যাক্ চাইনে বাবুয়ানা, গরিবানা খানা,
ধরি প্রাণ শুধু চেলে ডেলে।
শুনে চেলের বুকে কাঁটা, বুকে বেঁধে কাঁটা,
জাহাজেতে চাল দিচ্ছে ঢেলে ॥
ও মা এত দুখে মরি, তবু রাজেশ্বরি,
পলাইনেক কেউ রাজ্য ফেলে।

হ'ল গোড়ার সর্ব্বনাশ, বোড়ার সঙ্গে বা
কেমনেতে বাঁচে, ঢোঁড়া হেলে ?
যত নীলের কর্ম্মকার, করে অত্যাচা
মেজেষ্টরি ভার তারাই পেলে।
বাঘের গোবধে কি ভয় ? প্রজা নাহি র
তারা খেলে খেলে, সব ধ'রে খেলে ॥
শুন ওগো কৃপাময়ি, মনের দুখ ক
ও মা আমরা কি কেউ নই, তোমার ছেলে ?
জপি দিবস-রজনী, জননী জনন
ঠেলো না চরণে, কোলে ব'লে ॥
মা গো, করি সুবিচার, সুত সবাকা
ঘুচাও হাহাকার, কয়ে ব'লে।
দেশে বড় ডামাডোল, উঠেছে এই বো
নিলে, নীলে নিলে, সকল নিলে ॥

(৫)

রামপ্রসাদী সুর।

সেথা ঢের আছে তোর রাঙা ছেলে।
আছে আছে গো. সেই বিলাতে মা !
ঢের আছে তোর রাঙা ছেলে।
হেথা আস্‌বিনি কি তাদের ফেলে ?
এই জগৎ শুদ্ধ সবাই তোমার,
দেখতে হয় মা নয়ন মেলে।

অন্তরা।

থাকো থাকো থাকো তুমি,
রাঙা ছেলে ক'রে কোলে ॥
ও মা, আমাদের মুখ দেখবিনে কি,
কালামুখো কাঙ্গাল বলে ?
কালো ছেলে যত আছে,
"কেলেসোনা" তোমার কাছে মা গো !
এই কালোর ভিতর আলো আছে,
ভালো ক'রে দেখ জ্বেলে ॥
দেহ কালো, কালো নই,
ভিতরেতে কালো কই ?—মা গো !
যারা কালোমনের মানুষ তারা,
হিংসে ক'রে কালো বলে।
কুপুত্র যদ্যপি হই,
তোমা ছাড়া কার নই, মা গো !

তবু দয়া করি দয়াময়ই,
রাখতে হবে চরণতলে।
কুপুত্র অনেকে হয়,
কুমাতা ত কেহ নয়, মা গো!
তুমি জগতের মা আমাদের মা,
ডাক্‌বো জগদম্বা ব'লে।
"ইণ্ডিয়া" করেছ খাস,
পুরাও গো মা অভিলাষ, মা গো!
ও মা নষ্ট করি কষ্ট-পাশ,
রক্ষা কর ভাতে জলে।
অন্নপূর্ণা নাম ধর,
অন্নদৃষ্টি বৃষ্টি কর, মা গো,
যেন আকালেতে অকালে মা!
কাল-কুটীরে যাইনে চ'লে।
যাতনা সহে না আর,
ঘুচাও প্রজার হাহাকার, মা গো,
যেন নামের নৌকা ডোবে না মা!
কলঙ্ক-সাগরের জলে।
ভারতের কর্ত্তা ব্যাস,
ভারত ছাড়া নাহি চলে,
তোমার এই ভারতের এমন দশা.
ভারতে না খুঁজে মেলে।
সেফায়ে অবাধ্য হয়ে, যুদ্ধ করে বাহুবলে,
দিয়ে উদোর-পিণ্ড, বুধোর ঘাড়ে,
বাঙালীকে কাটতে বলে।
রাজভক্ত অনুরক্ত,
তোমার সব বাঙালী ছেলে,
এরা ধর্ম্মপথে সদাই রত,
অধর্ম্ম করে না মোলে।
বাজে সাহেব দ্বেষী যারা,
কত কটু কহে তারা, মা গো!
কেবল তোমার চরণ, ক'রে স্মরণ,
ভাসতে থাকি নয়নজলে।
বলে যত গো-বানর, গবর্ণরে গবানর, মা গো!
ও মা "কেনিং" কভু "কনিং" নন্‌,
বলী তিনি ধর্ম্মবলে।
"হালিডে" আর, "বিডন" আদি,
ধর্ম্মবাদী সত্যবাদী, মা গো!
ও মা, আমরা কেবল বেঁচে আছি,
এরা দেশে আছে ব'লে।

দয়াদানে বাঁচায়েছেন সব,
পাপের কথা পায়ে ঠেলে।
আমরা তা নৈলে পর এত দিনে,
কোথায় যেতাম রসাতলে।
এঁদের গুণে আছে রাজ্য,
এঁদের গুণে চল্‌ছে কার্য্য, মা গো!
এখন এমন বিধি কর ধার্য্য,
রাজ্যে যেন সোনা ফলে।
সম্প্রতি এক বিষম বিধি,
পাশ হয়েছে ছলে কলে,
এক কলসী দুধে ঘোলের ছিটে,
নীলকরে রাজত্ব পেলে।
মরে প্রজা, মরে চাষা,
বেজির গর্ত্তে সাপের বাসা, মা গো!
থেকে বনের মাঝে বাঘের সঙ্গে
বাদ ক'রে মা! কদিন চলে?
বলে যারা জবরদস্ত,
তাদের ঘরে লাভের গস্ত, মা গো!
যেন মস্ত পদের মানুষ হয়ে,
হালিডের পদ নাহি টলে।
বাঙলা দেশের কর্ত্তা যিনি,
কুঠী কুঠী ফেরেন তিনি, মা গো!
তাই দে'খে শুনে ভয় পেয়ে মা!
কত লোকে কত বলে।
কেহ বলে অংশধারী,
কেহ বলে ধ্বংসকারী, মা গো!
নিতে অত্যাচারের গূঢ়তত্ত্ব,
চক্র ক'রে বেড়ান ছলে।
যার মনে যা উদয় হয়,
সেই কথাটি সেই ত কয়, মা গো!
আমি জানি তিনি ধর্ম্মময়,
ধর্ম্ম আছে করতলে।
দাঁতে কুটো ক'রে, মা গো!
বলি বস্ত্র দিয়ে গলে।
দিয়ে দয়াদৃষ্টি-বৃষ্টিধারা,
দৃষ্টি রাখ সুমঙ্গলে!
মা! তোমার শুভ হোক্‌,
শত্রু সব ক্ষয় হোক্‌, মা গো!
তারা একেবারে হবে ধ্বংস,
বংশ না রয় ধরাতলে।

ভারতের ভার দিবে যারে,
এই কথাটি বলো তারে মা গো !
যেন ঈশ্বরেতে দৃষ্টি রেখে,
কার্য্য করে কুতূহলে।

———

দুর্ভিক্ষ

গীত (১)

বাউলচাঁদী সুর।

রাগিণী দেশমল্লার—তাল আড়খেম্‌টা।

হয় দুনিয়া ওলট্-পালট্,
আর কিসে ভাই ! রক্ষে হবে ?
আর কিসে ভাই ! রক্ষে হবে ?
পোড়া আকালেতে নাকাল করে,
ডামাডোল পড়েছে ভবে।
আমরা হাটের নেড়া শিক্ষে ধ'রে,
ভিক্ষে ক'রে বেড়াই সবে।
হ'ল সকল ঘরে ভিক্ষে মা গো,
কে এখন্ আর ভিক্ষে দেবে ?
যত কালের যুবো. যেন সুবো,
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো,
ভিখারী কি অন্ন পাবে ?
যদি অনাথ বামুন হাত পেতে চায়,
ঘুসী ধ'রে ওঠেন তবে।
বলে, গতোর আছে, খেটে খেগে,
তোর পেটের ভার কেটা ববে ?
যাদের পেটে হেড়া, মেজাজ টেড়া,
তাদের কাছে কেটা চাবে ?
বলে, জো বাঙালি, ড্যাম গো টু হেল,
কাছে এলেই কোঁৎকা খাবে।
আমি স্বপনে জানিনে বাবা,
অধঃপাতে সবাই যাবে।
হয়ে হিঁদুর ছেলে, ট্যাসে চেলে,
টেবিল পেতে খানা খাবে।
এরা বেদ কোরাণের ভেদ মানে না,
খেদ ক'রে আর কে বোঝাবে।
ঢুকে ঠাকুর-ঘরে কুকুর নিয়ে,
জুতো পায়ে দেখতে পাবে।
হ'ল কর্ম্মকাণ্ড, লণ্ড-ভণ্ড,
হিঁদুয়ানী কিসে রবে।
যত দুধে শিশু, ভ'জে ঈশু,
ডুবে ম'ল ডবের টবে।
আগে মেয়েগুলো, ছিল ভালো,
ব্রত-ধর্ম্ম কোর্ত্তো সবে।
একা "বেথুন" এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে।
যত ছুড়ীগুলো তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্চে যবে।
তখন "এ বি" শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।
এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে,
সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে।
সব কাঁটা চাম্‌চে ধোর্‌বে শেষে,
পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে।
ও ভাই ! আর কিছু দিন বেঁচে থাক্‌লে
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে.
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে ॥
আছে গোটাকতক বুড়ো যদিন
তদিন কিছু রক্ষা পাবে।
ও ভাই ! তারা মলেই দফারফা,
এক্‌কালে সব ফুরিয়ে যাবে।
যখন আস্‌বে শমন, কোরবে দমন,
কি ব'লে তায় বুঝাইবে।
বুঝি "হুট্" বলে, "বুট্" পায়ে দিয়ে,
"চুরুট" ফুকে স্বর্গে যাবে।
ঘোর পাপে ভরা হ'ল ধরা,
রাঁড়ের বিয়ের হুকুম যবে।
তায় নীলকরদের মেজেষ্টরি,
কেমন ক'রে ধর্ম্মে সবে।
ও ভাই ! তত দিন ত খেতে হবে,
যত দিন এ দেহ রবে।
এখন কেমন ক'রে পেট চালাব,
ম'রে গেলেম ভেবে ভেবে।
রোজ অষ্ট প্রহর কষ্ট ভুগে,
ভাতে পোড়া জোটে সবে।

তায় তেল জোটে ত নুণ জোটে না,
কেঁদে মরি হাহারবে।
যে চিরটাকাল মাছ খেয়েছে,
কেমনে সে শুকনো খাবে?
মরি মেগে মেগে, * *
মাছ বিনে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।
এই সবে কলির সন্ধ্যা রে ভাই!
কতক্ষণে রাত পোয়াবে?
হ'ল নিরামিষে শরীর শুষ্ক,
আমিষের মুখ দেখব কবে?
ওরে "উড়ো খই গোবিন্দায় নম"
এই ব্যবস্থা ধরি সবে;
এস "অক্ষয় দত্তে" গুরু কেড়ে,
"বাহ্য-বস্তু" পড়ি তবে।
যত জাত-কুটুম্ব বেয়রা হয়ে,
খাটে ক'রে ঘাটে লবে॥
দেশের কর্ত্তা যত কালা হলেন,
কান পাতেন না কান্না রবে।
গিয়ে মায়ের কাছে নালিশ করি,
বিলাতধামে চল সবে।

(২)

বাউলের সুর।

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

ওগো মা, বিক্টোরিয়া কর গো মানা,
কর গো মানা॥
যত তোর রাঙা ছেলে আর যেন মা!
চোক রাঙে না চোক রাঙে না॥
প্রজা-লোকের জাতি-ধর্ম্মে,
কেহ যেন জোর করে না।
যেন সেই প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে,
দিয়েছ মা, যে ঘোষণা।
ও মা, জাতিভেদে ভজন সাধন,
ধর্ম্মমতে আরাধনা॥
মহা অমূল্য ধন ধর্ম্মরতন,
এমন ধন ত আর পাবে না।
যত মিশনরি এ দেশেতে,
এসে করে কি কারখানা।
তারা ঈশুমন্ত্র কানে ফুঁকে,
শিশুকে দেয় কুমন্ত্রনা।
ফেরে হাটে ঘাটে বাটে মাঠে,
নানা ঠাটে ফন্দী নানা।
বলে দিশী কৃষ্ণ ছেড়ে তোরা,
ঈশুখৃষ্ট কর ভজনা!
ও মা হেদো বনে কেঁদো চরে,
তার ভয়েতে প্রাণ বাঁচে না।
তার পাশে "হুমো" হুতুমথুমো,
ঘুমো ছেলের জাত রাখে না।
যত শাদা জুজু জোটেবুড়ী,
"ছেলেধরা" প্রতি জনা।
এরা জননীর কোল শূন্য ক'রে,
কেড়ে নিচ্ছে দুধের ছানা।
সদা ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে মরে,
ধর্ম্ম-মর্ম্ম কেউ বোঝে না।
হ'রে পরের ধর্ম্ম ধর্ম্ম হবে,
এইটি মনে বিবেচনা।
যেন আপন ধর্ম্ম আপনি পালে,
পরের ধর্ম্ম নাশ করে না।
এদের ধর্ম্ম-পথের স্বাধীনতা,
রেখো না মা, আর রেখো না।
কেমন কুহক জানে এরা,
উপদেশে করে কাণা।
ও মা, বংশ-পিণ্ড ধ্বংস ক'রে,
কত ছেলে খেলে খানা।
নয় তোমার অধীন স্বাধীন এরা,
কেমন ক'রে কর্ব্বে মানা?
ও মা আমরা সেটা বুঝতে পারি,
খোট্টা লোকে তা বোঝে না।
তুমি সর্ব্বেশ্বরী যদি তাদের,
চোক রাঙায়ে কর মানা।
তবে টুপী খুলে আড্ডা তুলে,
পালিয়ে যাবার পথ পাবে না।
নগর কমিশনার যারা,
তাঁদের একি বিবেচনা।
এ কি প্রাণে সহে ষাঁড় দিয়ে মা,
ময়লা-ফেলার গাড়ী টানা।
ও মা, দুগ্ধ বিনে মরি প্রাণে,
হিঁদু লোকের প্রাণ বাঁচে না।
যত শাদা লোকের অত্যাচারে,
গরু বাছুর আর বাঁচে না।

যত দেশের গরু ভুট করেছে,
টেবিল পেতে খেয়ে খানা।
এরা ধাড়ী শুদ্ধ দিচ্চে পেয়ে,
আস্ত ভগবতীর ছানা।
একে রামে রক্ষে নাইক,
সুগ্রীব তার হ'ল সেনা।
যত দিশী ছেলে, কোপচে উঠে,
চাল চেলেছে সাহেবানা॥
কারে কব দুঃখের কথা,
কান পেতে মা কেউ শোনে না।
যারে দেবতা ব'লে পূজা করি,
তাতেই হ'ল বিড়ম্বনা।
যারা লাঙ্গল চষে, গাড়ী টানে,
করে কত হিত সাধনা।
আর দুগ্ধ দিয়ে জীবন বাঁচায়,
তৃণ খেয়ে প্রাণধারণা।
"গরু তরু" কল্পতরু,
এমন তরু আর হবে না।
ফলে "গরুগাছে" দধি দুগ্ধ.
সব নবনী ঘৃত ছানা।
মনের দুঃখে বুক ফাটে মা,
বোল্‌তে গেলে মুখ ফোটে না।
যে গাছের ফলে সৃষ্টি চলে,
এমন গাছে দিচ্ছে হানা।
ও মা, গোহত্যাটি উঠ্‌য়ে দেহ,
অভয় পদে এই বাসনা।
মা গো, সকল গরু ফুরিয়ে গেলে,
দুগ্ধ খেতে আর পাব না॥
খাবার দ্রব্য অনেক আছে,
তাই নিয়ে মা চলুক খানা।
ও মা, এমন ত নয় গরুর মাংস
না খেলে পর প্রাণ বাঁচে না॥
সোনার বাঙাল করে কাঙাল,
ইয়ং বাঙাল যত জনা।
সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে,
কানে লাগায় ফোঁস-ফোঁসনা।
এরা না "হিঁদু," না "মোছোলমান,"
ধর্ম্মধনের ধার ধারে না।
নয় "মগ" "ফিরিঙ্গী," বিষম "ধিঙ্গী"
ভিতর বাহির যায় না জানা।

ঘরের ঢেঁকি, কুমীর হয়ে,
ঘটায় কত অঘটনা।
এরা লোণা জল ঢোকালে ঘরে,
আপন হাতে কেটে খানা।
অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর,
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা।
তাতে বিধবাদের "কূলতরী"
অকূলেতে কূল পেলে না।
কূলের তরী থাকলে কূলে,
কূলের ভাবনা আর থাকে না।
সে যে অকূল সাগর, দারুণ ডাগর,
কালা পাণি বড় লোণা।
যখন সাগরে ঢেউ উঠেছিল,
তখনি গিয়েছে জানা॥
এর দফরা খেয়ে নফরা যত,
ক'রে বসে কি একখানা॥
তখন কর্ত্তারা কেউ শুনলেন না ত,
লক্ষ লক্ষ হিঁদুর মানা॥
এরা বাঘেরে করিলেন শীকার,
কাঁধে করি ইঁদুর-ছানা॥
তদবধি রাজ্যে তোমার,
উঠেছে এক কুরটনা।
ও মা, আমরা বুঝি মিছে সেটা
অবোধ প্রবোধ মানে না॥
"কালবিল" * কাল্ বিল করেছেন,
হিঁদুর তাতে ঘোর যাতনা।
তুমি রাঁড়ের বিয়ে তুলে দিয়ে,
ছিঁড়ে ফেলো আইন খানা॥
ও মা, যে পাপে হোক্ প্রজা মরে,
চার্ টাকা দর চাল মেলে না।
দেখ অনাহারে, প্রজা মরে,
না খেয়ে আর প্রাণ বাঁচে না॥
ও মা, যত বাবু, হ'ল কাবু.
আর চলে না বাবুয়ানা।
যারা আঙ্গুর পেস্তা দিত ফেলে,
তারা এখন চিবোয় চানা॥
বড়মানষী দূরে থাকুক,
ভাল ক'রে পেট চলে না।

---

* Sir J. W Colvill

এখন্ কেমন ক'রে চড়্‌বে গাড়ী,
জোটে নাক ঘোড়ার দানা ॥
শাসন পালন করেন যাঁরা,
হলেন তাঁরা কালা কাণা।
ও মা, না খেয়ে সব প্রজা মরে,
নাইক সেটি দেখা শোনা।
কতবার মা পড়েছিল,
দরখাস্ত কতখানা।
বলেন "ফিরি টেরেড" বন্দ কর্ত্তে,
কোন কালে কেউ পারে না ॥
চেলের বাজার শস্তা কর,
পুরাও গো মা সব বাসনা।
তবে দুঃখী লোকের আশীর্ব্বাদে,
আপদ বিপদ আর রবে না ॥
শিব-সস্ত্যেন কচ্ছি তোমার,
মহামন্ত্র আরাধনা।
আছে মহারথী সেনাপতি,
ভগবতীর উপাসনা ॥
দুর্গানামের দুর্গ গেঁথে,
রেখেছি মা "সেলেখানা।"
তাতে গুলী গোলা সকল তোলা,
ভক্তি-অস্ত্র আছে শাণা ॥
আছে মন-শিবিরে সজ্জা ক'রে,
সংখ্যা হয় না, কত সেনা।
আছে জোড়া ঘোড়া সত্য ধর্ম্ম,
উড়ে যাবে ধ'রে ডেনা ॥
এই ভারত কিসে রক্ষা হবে,
ভেব না মা, সে ভাবনা।
সেই "তাঁতিয়া তোপির" মাথা কেটে
আমরা ধ'রে দেব "নানা ॥"

আচার-ভ্রংশ

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব ॥
এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লাভোগ দিয়া।
আর দিকে মোল্লা ব'সে মুর্গি মাস নিয়া ॥
এক দিকে কোশাকুশী আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে ডেবিলে খায় খানা ॥
ভূতের সংসারে এই হয়েছে অদ্ভুত।
বুড়া পূজে ভূতনাথ ছোঁড়া পূজে ভূত।
পিতা দেয় গলে সূত্র পুত্র ফেলে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে ॥
বৃদ্ধ ধরে পশু-ভাব জশু-ভাব শিশু।
বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ ছোঁড়া বলে ঈশু ॥
হাসি পায় কান্না আসে কব আর কাকে?
যায় যায় হিঁদুয়ানী আর নাহি থাকে ॥
ওহে কাল কালরূপ করালবদন।
তোমার বদনযুক্ত মরালবাহন।
দেব দেবী কত তুমি করিয়া সংহার।
ভারতের স্বাধীনতা করিলে আহার ॥
কিছু বুঝি নাহি পাও চারি দিক্ চেয়ে।
এখন ভরাবে পেট হিন্দুধর্ম্ম খেয়ে ॥
দোহাই দোহাই কাল শান্তিগুণ ধর।
উঠ উঠ পান লও আচমন কর ॥

হেমন্তে বিবিধ খাদ্য

শরতের রাজ্য লয়ে হিম মহাশয়।
কু আশার ধ্বজা তুলে করিলেন জয় ॥
উত্তরীয় বায়ু অশ্বে করি আরোহণ।
অধিকার করিল গগন-সিংহাসন ॥
রজনীর পরিমাণ বৃদ্ধি করে অতি।
দিন দিন দীন দিন দীন দিনপতি ॥
বৃশ্চিকের দন্তাঘাতে হয়ে জরজর।
শীতভয়ে অগ্নিকোণে গেল দিবাকর ॥
হিমের প্রভায় হেরি ভাস্করের দুঃখ।
নলিনী মলিনী হয়ে লুকাইল মুখ ॥
তুষারে তুষারকর কর গুপ্ত করে।
কুমুদিনী সরোবরে অভিমানে মরে ॥
স্বজাতীয় বিজাতীয় শব্দ করি কাক।
শিশিরের শুভ হেতু বাজাতেছে ঢাক ॥
কিছুমাত্র দুঃখ নাই মগ্ন সদা সুখে।
খাদ্যসুখে সুখী হয়ে বাদ্য করে মুখে ॥

দ্বিজদল নিজদলে পক্ষ পক্ষ ধরি।
লক্ষ্য করি বসে এসে বৃক্ষ পরিহরি ॥

শূন্যচর সহচর সহ চরে চরে।
নানা সুরে গান গায় স্বভাবের স্বরে॥
রাজদণ্ডে ভয় নাই লয়ে সহচরী।
চঞ্চু পূরে শস্য খায় দস্যুবৃত্তি করি॥
কিছুমাত্র চিন্তা নাই আশা পূরে খায়।
ভালবাসা ভাল বাসা আশামাত্র তায়॥
স্বভাবে অভাব নাই পূর্ণ ফুলে ফলে।
পুলকে পূরিত সব নিজ নিজ দলে॥
পেয়ে শীত বিকসিত বাকসের ফুল।
মধুপানে হরষিত বিহঙ্গের কুল॥
পরস্পর লাগে যদি বিবাদের চোট॥
শালিক মধ্যস্থ হয়ে ভেঙ্গে দেয় ঘোঁট॥
দেখ দেখ বিহঙ্গম কিরূপ প্রকার।
শিশিরে কি সুখে করে আহার-বিহার॥
ক্ষেতে পোড়ে খেতে পায় কত তায় সুখ।
সদাই স্বাধীন হয়ে করে দূর দুখ॥
অভিমানে অহঙ্কারে না হয় পতন।
প্রকৃতির গুণে করে সুকৃতি-সাধন॥
পাখী পশু কীট আদি যত যত প্রাণী।
মানুষের চেয়ে সবে ভাল ব'লে জানি॥
বড় ব'লে অভিমান কিসে করে নর॥
নানারূপ দুঃখ যার মনের ভিতর॥
একে ত অভাব তায় রিপু বলবান্।
কেমনে হইবে তারা প্রাণীর প্রধান॥

স্বভাবে শোভিত সব অনুকূল ধাতা।
নানা শস্যপরিপূর্ণ বসুমতী মাতা॥
ব্রীহিব্যূহ পরিপক্ক হরিৎ আকার।
হেঁটমুখে অবনীরে করে নমস্কার॥
সকল শরীরে শোভে নিশির শিশির।
ঋষির জটায় যেন মন্দাকিনী-নীর॥
প্রভাতে পবন চারু চামর ঢুলায়।
প্রকৃতির ভাবভরে মস্তক দুলায়॥
ফুর্ ফুর্ বাজে বাদ্য বুঝি অনুভবে।
ঈশ্বরের গুণ গায় ঝুর্ ঝুর্ রবে॥
কৃষকের মহানন্দ আশার সুসার।
শস্য-শিরে দৃশ্য ভাল উষার তুষার॥
বর্ষ যায় হর্ষ তায় পরিপূর্ণ আশা।
ক্ষেত্র প্রতি নেত্রপাত সুখে করে চাষা॥

জীবের জীবিকা দিয়া রক্ষা করে অসু।
রত্নগর্ভা বসুমতী শস্য তায় বসু॥
যে করিল ধরণীরে ধনের ভাণ্ডার।
ফল মূল শাক আদি শস্যের আধার॥
ধরার ধারণা গুণ কত ভাব তায়।
ধরাধরে ধরা ধরে যাহার কৃপায়॥
হায় এই ধরাধামে যে দিয়েছে ধান।
তার পদে নত হয়ে কর গুণগান॥
অন্ন * যদি না করিত অন্নের সৃজন।
কিরূপে বাঁচিত তবে জীবের জীবন॥
অন্নেতে হয়েছে এই শরীর-ধারণ।
যত কিছু করিতেছি অন্নের কারণ॥
জগতে অন্নের দাস হয়েছে সকল।
ছেলে বুড়া আদি সবে অন্নের পাগল॥
ওরে ভাই অন্ন বিনা বল এ সংসারে।
কঠোর জঠর-জ্বালা কে জুড়াতে পারে?
অন্ন ব্রহ্ম অন্ন ব্রহ্ম এই জেনো সার।
স্বভাবে করেন বিভু অন্নেতে বিহার॥
অন্নের যে কত গুণ নাহি তার সীমা।
একমুখে কত কব অন্নের মহিমা॥
আমি নাই তুমি নাই উনি আর ইনি।
তারে তুমি ব্রহ্ম বল অন্নদাতা যিনি॥
অন্নের দায়েতে দেখ হইয়া কাতর।
অগাধ-জলধি-জলে ডুবিতেছে নর॥
বাঘের মুখেতে যায় ভয় নাই মনে।
অনায়াসে হাত দেয় সাপের বদনে॥
সকল ধনের সার অন্ন মহামণি।
ভূমির ভিতরে ঢুকে প্রকাশিছে খনি॥
অন্নের যে অনুরাগ মনে মনে রাখ।
ভাল চেলে ভোগ পেয়ে ভাল চেলে থাক॥

গোধূম পেকেছে মাঠে যার নাম গম।
তুলনায় তণ্ডুলের কাছে নন কম॥
অতিশয় গুণময় শস্যের প্রধান।
"বহুদুগ্ধ রসাল" হয়েছে অভিধান॥
হিন্দু ম্লেচ্ছ যবনাদি যত জাতি আছে।
এ যবন † প্রিয়তম সকলের কাছে॥

---

* অন্ন—সূর্য্য।
† যবন—গম।

দেবতার প্রিয়খাদ্য সকলের আগে।
ময়দার কাছে আর কিছুই না লাগে॥
দুধে গমে ঘিয়ে ভাজা যার নাম লুচি।
ছেলে বুড়া সকলেরই ভোজনেতে রুচি॥
মনোহর রুচিকর দ্রব্য এই বটে।
শুচি নাই মুচি নাই লুচির নিকটে॥
যত খায় তত মন থাকে আরো ক্ষোভে।
গন্ধ পেয়ে নেচে উঠে অন্ধ হয় ক্ষোভে॥
পেটুক যদ্যপি শুনে লুচির ফলার।
দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যায় রাখে সাধ্য কার॥
এই লুচি ব্রাহ্মণের পেটের সম্বল।
বিশেষতঃ রাজপুরে বৈদিকের দল॥
যত পারে তত খায় তত লয় তুলে।
কর্ম্মীর কুলায় কিসে ভাবে নাক ভুলে॥
আচার-বিচার আর কিছুই না করে।
দই-মাখা লুচিগুলা নিয়া যায় ঘরে॥
দেও দেও গোল করি ওঠে পাত ছেড়ে।
কোঁচড় পুরণ করে হাঁড়ি থেকে কেড়ে॥
রবাহুত রেওভাট শত শত জন।
লুচির কৃপায় করে উদর পালন॥
গালি মেরে নাহি হয় মানের লাঘব।
কে দিলে "রাঘব" নাম রাঘব রাঘব॥
খাজা গজা আদি করি সুখের মেঠাই।
এই গমে জন্ম লাভ করেছে সবাই॥
সুমধুর মিষ্ট অন্ন ভোজনের সার।
যে না পায় তার তার বৃথা জন্ম তার॥
ময়দার মহিমা কেমনে দিব গেয়ে।
খোট্টারা কেবল বাঁচে পুরি রুটী খেয়ে॥
সেঠ আর বসাক তাঁতির শ্রেষ্ঠ যাঁরা।
রুটী ঘণ্টে কত সুখ জেনেছেন তাঁরা॥
রুটী আর বিস্কুট সাহেবের খানা।
কেক্ নামে সুজিতে মেঠাই করে নানা॥
ভূমিতলে না হইলে যবনের চারা।
যবনের দেশে নরে প্রাণে যেত মারা॥
একবার দেখে এসো পৃথিবী ঘুরিয়া।
কত লোক বেঁচে আছে গোধুম খাইয়া॥
শস্যরূপে যে বাঁচায় জীবের জীবন।
ব্রহ্ম ব'লে সম্বোধন কর তারে মন॥
হিমকরে প্রভাকরে প্রেমভাব ধর।
অবনীরে একবার প্রণিপাত কর॥

গুণ দেখে বুঝে লও গোধুমের গোড়া।
নিদানে লিখেছে দেখ ভাঙ্গা হাড় যোড়া॥
বল-বীর্য্য-রুচিকর দেহ-হিতকর।
স্বভাবে সারক বাত-পিত্ত-দাহহর॥
শীতল অথচ স্বাদু মন স্থির করে।
গুরু হয়ে পাকভেদে লঘু গুণ ধরে॥
ভোগীর ভোগের ধন সুখের আহার।
রোগীর সুপথ্য হয়ে করে উপকার॥
শিশিরে যবের শীষ কিবা মনোহর।
ধান্যরাজ নাম তার দেখিতে সুন্দর॥
বাতাসে দুলিছে ডগা করি ঝর ঝর।
মরি কত অপরূপ শোভা মনোহর॥
চুমকি-জড়িত চারু পীতাম্বরী চেলি।
কেলি * যেন তাই পরে করিতেছে কেলি॥
এ যব দোষের নয় গুণের কেবল।
মেহ-পিত্ত-কফ হরে মধুর শীতল॥
নানা কর্ম্মে হিতকর নানা গুণনিধি।
নানারূপ রোগে হয় যবমণ্ড বিধি॥
যব-ছাতু খেয়ে বাঁচে পশ্চিমের দীনে।
বঙ্গদেশে-বাড়ে মান চড়কের দিনে॥
দেখহ যবের গুণ কেমন প্রধান।
যে তারে পেষণ করে রাখে তার প্রাণ॥
এখন তখন নাই বুঝে যদি খায়।
যবে বল যবে বল চিরকাল পায়॥

সুখের শিশির-কালে কৃষীর কৃপায়।
অড়কির তরু চারু কিবা শোভা পায়॥
শাখা নেড়ে দুলিতেছে বায়ুর বিক্রমে।
জটাধারী যোগী যেন চলেছে আশ্রমে॥
আহারেতে পূর্ণ হয় প্রাণীর উদর।
কতরূপ ঘোর ঘটা জটার ভিতর॥
মনোহর "অড়হর" বীর-প্রিয়তম।
সবলের বলদাতা অবলের যম॥
কাছে যেন নাহি আনে পেট-রোগা দলে।
খেতে সুখ কিন্তু দুখ বুক বড় জ্বলে॥
এ প্রকার মুখপ্রিয় ডাল নাই আর।
নিত্য যেন খায় সেই অগ্নি আছে যার॥
পশ্চিমের পালোয়ান লোক সমুদায়।
অড়হর বিনা তারা কিছুই না খায়॥

* পৃথিবী।

ভীমের সমান তারা বলে ও আহারে।
ডাল রুটী যত পারে ক'সে ক'সে মারে॥
কফ পিত্ত বাত শ্লেষ্মা যে করে সংহার।
বায়ু বৃদ্ধি করে সেই এই দোষ তার॥
এ দোষ দোষের মাঝে করিলে গ্রহণ।
আপনার দেহ বুঝে করিব ভোজন॥
যার স্বাদে শত শত মানব মোহিত।
অবশ্যই তাতে আছে নানারূপ হিত॥

ক্ষেৎ ভরা খেঁসারী পেকেছে এই শীতে।
কাটিছে ছাঁটিছে সব হাসিতে হাসিতে॥
মাড়িছে ঝাড়িছে ধূলা কাড়িছে গোলায়।
কত বা ছাড়িছে কত নাড়িছে তলায়॥
গরীবের গুণনিধি অশেষ-বিশেষে।
অতিশয় সমাদর বাঙালের দেশে॥
পূর্ব্বদেশী বড় বড় যত জমিদার।
কেবল খেঁসার ডাল করেন আহার॥
ইহাতে বিশেষ গুণ যদি নাহি রবে।
সে দেশেতে এত প্রিয় কেন হবে তবে॥
আস্বাদ উত্তম বটে দেখিয়াছি খেয়ে।
এই হেতু মোটামুটি গুণ যাই গেয়ে॥

মাঠে এসে শোভায় সকল যাই ভুলে।
কনকের বিভা হরে চণকের ফুলে॥
ফুলেতে ধরেছে ফল গুটি গুটি সুঁটি।
ইচ্ছা করে দিবানিশি নখ দিয়া খুঁটি॥
ছাল খুলে মুখে তুলে কচি কচি খাই।
এমন সুখের স্বাদ আর নাহি পাই॥
কাঁচার খিচুড়ি তার সুধার অধিক।
প্রতি গ্রাসে গ্রাসে হয় রসনা রসিক॥
পাকাছোলা গুণ ধরে অশেষ প্রকার।
বিশেষ করিয়া সব লিখে উঠা ভার॥
অগ্নির দীপন করে ভিজে হ'লে পর।
বল-বর্ণ-রুচিকর বাত-পিত্ত হর॥
সে ছোলার জল হয় অতি উপকারী।
চন্দ্রকরবৎ শীত-পিত্তরোগহারী॥
ভিজে ছোলা ভেজে খেলে কত উপকার।
পিত্ত কফ হরে করে বলের সঞ্চার॥
শুষ্ক ছোলা ভাজা অতি সুখের আহার।
সেই জানে তার মজা দাঁত আছে যার॥

খোট্টারা এ ছোলা লয় পরম আদরে।
ভাজা খেয়ে ছাতু খেয়ে দিনপাত করে॥
স্বভাবে গরম বীর্য্য বহুগুণ ধরে।
অগ্নিজোর না থাকিলে বিপরীত করে॥
অগ্নিবল না বুঝিয়া যে করে আহার।
সে ছোলা আছোলা হয় পেটে ঢুকে তার॥
বিধবার পক্ষে ইনি অতি গুণময়।
সকল ব্যঞ্জনে মিশে করেন প্রণয়॥
ছোলার ডেলের রস অতি গুণকর।
পাকে মধু বাত-কফ-শ্বাসকাসহর॥
বল বৃদ্ধি করে করি উদরে প্রবেশ।
মহারোগে পথ্য বিধি পীনসে বিশেষ॥
শাক অতি মুখপ্রিয় দন্তশোথ হরে।
ফলের আদর ভারি ঠাকুরের ঘরে॥
চণকের খোসা খুলে দেখ দেখ নর।
কিরূপ পদার্থ আছে তাহার ভিতর॥
আত্মা আর জ্যোতি দেহে চণকের প্রায়।
নিয়ত রয়েছে ঢাকা মায়ার খোসায়॥
আর কেন? সার লও ছাড় নিদ্রাযোগ।
খোসা খুলে কর কর বস্তু কর ভোগ॥
'রাজমাষ' নাম তাঁর বরবটি যিনি।
ছোলা আর মটরের গোষ্ঠীপতি তিনি॥
সারক সে রুচিকর অতি মনোহর।
কফ শুক্র আম পিত্ত চেরের আকর॥
পূজার নৈবিদ্যে তাঁর আগে আগমন।
কাঁচা পাকা দুই চলে সুখের ভোজন॥
ইথে যদি না হইত কুশল-সাধন।
কথনই হইত না বীজের সৃজন॥
মাঠে গিয়া দেখ সব মুগের আকার।
শরীর হয়েছে কিবা শোভার ভাণ্ডার॥
জটিল সে তরু বটে কুটিল ত নয়।
এমন সরল বীজ আর নাহি হয়॥
"সুপশ্রেষ্ঠ" ভুক্তিপ্রদ "রসোত্তম" আর।
"সুফল" বলিয়া নাম হয়েছে প্রচার॥
দেবতার প্রিয় খাদ্য মুগের অঙ্কুর।
জলপানে প্রকাশিত প্রতিষ্ঠা প্রচুর॥
ঔষধ পথ্যের স্থলে সবার প্রধান।
জ্বরহর শুভকর বল করে দান॥
সকলেরি শোনা আছে সোনামুগ ভাই।
এ সোনার নিকটেতে, সোনা হয় ছাই॥

মুগের ডেলের গুণ কি লিখিব আর।
সর্ব্বরোগ হরে করে রক্ত পরিষ্কার ॥
স্বভাবে সারক মুগ পিত্ত করে ক্ষয়।
সদাকাল সমভাবে রুচিকর হয় ॥
লাউ দেও মুলা দেও থোড় দেও ফেলে।
সকলি অমৃত হয় মিশে এই ডেলে ॥
এই শীতে মুগের খিচুড়ি যেই খায়।
সে জন ভোজনে আর কিছুই না চায় ॥
মুগের 'মগধ লাড়ু' মেঠায়ের রাজা।
সেই জানে তার তার যে খেয়েছে তাজা ॥
এ মুগের ভাজাপুলি মুগ্ধ করে মুখ।
বাসি খাও তাজা খাও কত তায় সুখ ॥
ইহার কনিষ্ঠ যিনি কৃষ্ণমুগ নাম।
দ্রব্যগুণে শ্রেষ্ঠ তিনি বহুগুণধাম ॥
যুগে যুগে আছে এই মুগের গৌরব।
মনে জ্ঞানে যোগ কর ভোগ কর সব ॥

কড়াই বড়াই করে নিজ অনুরাগে।
তার কাছে কেবা আছে কেবা কোথা লাগে ॥
চাষার আশার ধন তেমন কি আছে।
অপরূপ কিবা ফল ফলিয়াছে গাছে ॥
সুচারু শ্যামল রূপ ধরিয়া কলাই।
দুর করে উদরের সকল বালাই ॥
আদা দিয়া হিং দিয়া রাঁধো যদি ঝোল।
থাবা থাবা মেরে দেও কিছু নাই গোল ॥
গরীবের গুণনিধি মধুর ভোজন।
মুখে দিতে উলে যায় খুলে যায় মন ॥
দীন লোক যারা তারা এই ভাবে সার।
কলাই থাকিলে ঘরে বালাই কি আর ॥
কাঁচা খায় ভাজা খায় রুচি যার যাতে।
কোঁৎ কোঁৎ গেলে ভাত যত দেয় পাতে ॥
গঙ্গার পশ্চিম পারে যত সব রেড়ো।
সমভাবে সকলেই কলায়ের ভেড়ো ॥
অতিশয় দুখ সয় বায়ু বাড়ে টানে।
কলাই না খেলে তারা মারা যায় প্রাণে ॥
কলাই মালায়ে কত কচুরি মেঠাই।
পাকে লঘু সমুদয় পেট ভ'রে খাই ॥
সকলের মুখপ্রিয় কলায়ের বড়ি।
কুমুড়া যাহার পায় যায় গড়াগড়ি ॥

সহজে ধরেছে গুণ কিঞ্চিৎ শীতল।
বায়ু হরে মেহ হরে বৃদ্ধি করে বল ॥
কলায়ের দেহ দেখে নাহি যায় জানা।
বাহিরেতে খোসা ভরা ভিতরেতে দানা ॥
সেইরূপ ভাব ধ'রে সমুদয় নরে।
ভিতরে সুন্দর হও বাহিরে কি করে ॥

মসুর অসুরভোগী সুর-প্রিয়তম।
রূপে গুণে দুই দিকে নাহি তার সম ॥
গুড়বীজ নাম ধরে গেলে পরে ভাঙ্গা।
তরুণ অরুণ তনু টুক্‌ টুক্‌ রাঙ্গা ॥
ভাতে দেয় ডাল রাঁধে ব্যয়ের সুসার।
খাঁড়ির খিচুড়ি খেলে ভুলিব না আর ॥
যুষের গুণেতে হয় মেহের সংহার।
কফ পিত্ত জ্বর নাশে নাশে অতিসার ॥
কর ভাই মসুরির গুণের বিচার।
অসারের মাঝে দেখ কত আছে সার ॥

সরু সরু তরু সব চারু কলেবর।
নবঘন-শ্যামরূপ দৃশ্য মনোহর ॥
জটিল রামের ন্যায় শিরে শোভে জটা।
মোক্ষপদ দেয় তারা পেটে যায় ঘটা ॥
নিজে বটে ছোট কিন্তু দানাদার ছেলে।
কণ্ঠ হয় স্বর্গ সম ঘণ্ট ক'রে খেলে ॥
আনাজেতে তুল্য আর জুটি নাই দুটি।
বলিহারি যাই তোরে মটরের সুঁটি ॥
সুঁটির খিচুড়ি করি খেয়েছে যে জন।
ভুলিতে না পারে আর তার আস্বাদন ॥
কাঁচার নিকটে নয় পাকার আদর।
বৈদ্যকে 'হরেণু' নাম পেয়েছে মটর ॥
ভাজা যেন খাজা খায় তাজা বীর যারা ॥
পেটরোগা যারা তারা প্রাণে যায় মারা ॥
মেঠো গাঁয়ে চলে যারা কাঙালের ছেলে।
অনেকেই পেট পালে মটরের ডেলে ॥
কষা আর রূক্ষ বটে ফলত মধুর।
পাকে গুরু বটে করে পিত্ত কফ দুর ॥
পীড়িতের পক্ষে যদি শুভকর নয়।
তথাপিও অনেকের উপকারী হয় ॥

শিশির-সময়ে দেখ কৃষীর কুশল।
তিসির তরুতে কিবা ফলেছে ফসল ॥

অতসীর ফুল-শোভা যাই বলিহারি।
হেরিলে নয়ন আর ফিরাতে না পারি ॥
ফুলের ভিতরে বীজ সমুদয় সার।
হেরে হয় সুখোদয় আলোর আধার ॥
বীজের নিজের গুণ উষ্ম ভাব ধরে।
কফ-পিত্তকারী বটে বায়ু নাশ করে ॥
মদ-গন্ধী মধু স্বাদু পাকে কটু খেলে।
বায়ু কফ কাস-দোষ নাশে এর তেলে ॥
কতমতে বিলাতে হতেছে প্রয়োজন।
যেখানে সেখানে দেখি তিসির ওজন ॥
আগুন হয়েছে দর বিলাতের খাঁই।
দিশী হয়ে তিসি আর আমরা না পাই ॥
মসিনার ক্ষুদ্রবীজে যে দিয়েছে রস।
একবার মুক্তমুখে গাও তার যশ ॥
যে বীজের তরু এই অখিল সংসার।
মনে কর সেই বীজ কিরূপ প্রকার ॥
বসুমতী রসবতী যাঁহার কৃপায়।
হায় হায় কি কহিব কত রস তায় ॥
সে বীজের তেল গুণ কহে সাধ্য কার।
রবি শশী তারা আদি আলো হয় যার ॥

নয়ন প্রফুল্ল হয় গেলে পরে মাঠে।
পরিপূর্ণ নানা শোভা স্বভাবের হাটে ॥
শরৎ পড়িল সরি সারফুল ছেড়ে।
সরিষার ফুল তার শোভা নিল কেড়ে ॥
মনোলোভা কিবা শোভা ছটা তার জ্বলে।
দামিনীর হার যেন জলদের গলে ॥
ফুল ফল অতি ক্ষুদ্র তার মধ্যে রস।
আলোকে পুলক কিবা রাখিয়াছে যশ ॥
সরিষার সার অংশে ব্যঞ্জনের তার।
অসারে গাভীর স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার ॥
যার গুণে রজনীর অন্ধকার যায়।
কৃষকের ক্ষেত্রে তাহা শীতের কৃপায় ॥
শাদা কালো আদি করি নানা রঙ ধরে।
কতরূপে মানবের উপকার করে ॥
বীজের অশেষ গুণ নিদানে প্রকাশ।
কফ বাত ক্রিমি কুষ্ঠ ব্রণ করে নাশ ॥
গুল্ম আর কণ্ডূরোগ দুই করে শেষ।
বচনেতে গুণ সব কি কব বিশেষ ॥

বীচির ভিতরে রস আলোর আধার।
"তেল" নামে নাম যার হয়েছে প্রচার ॥
শরীর হতেছে রক্ষা খেয়ে আর মেখে।
অন্ধকারে আলো দেয় প্রদীপেতে থেকে ॥
অবিকল গুণ ধরে ঘৃতের সমান।
সমভাবে বাঁচাতেছে সকলের প্রাণ ॥
যোগী ভোগী রোগী রাজা দীন হীন জন।
সকলেরি করিতেছে মঙ্গল-সাধন ॥
বীজের ভিতরে রস নাম যার স্নেহ।
এ স্নেহের গূঢ় ভাব নাহি বুঝে কেহ ॥
ওর নর! পাইয়াছ মনোহর দেহ।
মনেরে পেষণ করি বা'র কর স্নেহ ॥
সরিষার স্নেহ দেখে দ্রব হও সবে।
স্নেহ যদি না থাকিল মিছে দেহ তবে ॥
কর কর প্রণিধান মানব সকল।
দেখ কিবা ঈশ্বরের স্নেহের কৌশল ॥
পরস্পর স্নেহরসে সবে রবে বশ।
সর্ষপে দিলেন তাই স্নেহরূপ রস ॥

ফুলে ফুলে সুশোভিত হইয়াছে তিল।
দেখে আঁখি ফিরাতে না পারি এক তিল ॥
অতি ছোট বীজগুলি রসের সদন।
বাত অর্শ হরে করে বলবিতরণ ॥
সৌরভের হুলোল ফুলোল নাম যার।
তিলের তেলেতে হয় জনম তাহার ॥
বায়ু-হর হিতকর ত্বকে আর চুলে।
ফুলে যে ফুলোল মাখে মরে সেই ফুলে ॥
তিলফুল রূপের আভাস দেহে ধরি।
তিলোত্তমা নাম পেলে স্বর্গ-বিদ্যাধরী ॥
এ ফুলের শোভা যে দেখেছে একবার।
রূপের গরব যেন সে করে না আর ॥

হায় রে শিশির তোর কি লিখিব যশ।
কালগুণে অপরূপ কাঠে হয় রস ॥
পরিপূর্ণ সুধাসিন্ধু খেজুরের কাঠে।
কাট ফেটে উঠে রস যত কাট কাটে ॥
দেবের দুর্লভ ধন জীরণের ঘড়া।
এক বিন্দু পান করি বেঁচে উঠে মড়া ॥
না থাকে বিরস ভাব রস পেটে প'ড়ে।
বিন্দু পান যদি পান প্রাণ পান ধড়ে ॥

সে জলের ভাল ধর্ম্ম মর্ম্ম তার গূঢ় ।
স্বভাবের ক্রিয়াজালে জ্বালে হয় গুড় ॥
আমাদের ভাগ্যদোষ মিছে করি দ্বেষ ।
বিজাতীয় রাজা হয়ে নষ্ট করে দেশ ॥
লোভ ভারী আবকারী যুক্ত করি কর ।
এমন খেজুর রসে বসাইল কর ॥
মাশুল উশুল করে রসে আর গুড়ে ।
পরে বুঝি গঙ্গাজলে কর দেবে যুড়ে ॥
মূল্য দিয়া তবু খাই কর পরিমাণে ।
একচেটে না করিলে তবে বাঁচি প্রাণে ॥
মাদকতা শক্তি নাই পেট ভরে খেলে ।
বিবাদী হইল তায় কলনার ছেলে ॥
গুণ দে'খে অভিধান কর্ত্তা গুণধাম ।
খেজুর গাছের দিলে হরিপ্রিয়া নাম ॥
রসের যশের কথা না হয় প্রকাশ ।
দেহ করে বলবান্ মেহ করে নাশ ॥
বায়ু হরে মল-মূত্র করে পরিষ্কার ।
রসনা পবিত্র করে সুধার সুতার ॥
গুড়ের নিগূঢ় গুণ কি কহিব আর ।
সুবাসে আমোদ করে মধুর আগার ॥
নূতন খেজুরে গুড়ে দেবতার সখ ।
নাম শুনে জল সরে লোলা লক্ লক্ ॥
এ প্রকার সুখসেব্য আর নাহি আছে ।
নলিনীর মধু কোথা নলেনের কাছে ॥
মাতে মন সুখদ পয়ড়া গুড় খেলে ।
অরুচির রুচি হয় লুচি দিয়ে খেলে ॥
ভোজালের পাটালি যে খায় একবার ।
কখন সে ভুলিতে পারে না তার তার ॥
নূতন নলেন গুড়ে মণ্ডা মনোহর ।
পায়স পীযুষ সম অতি প্রেমকর ॥
এ গুড়ে পিষ্টক হয় বিবিধ প্রকার ।
কাঁচা পাকা দুই চলে সুখের আহার ॥
বায়ু পিত্ত হরে করে মূত্রের শোধন ।
চিনি আর মিছরির করিছে সৃজন ॥
মিছরি চিনির গুণ সবাই বিদিত ।
বিশেষেতে লেখা তাই না হয় উচিত ॥
দেখহ খেজুরগাছ কত গুণ ধরে ।
গলা কেটে রক্ত দিয়া উপকার করে ॥
যে তাহার মাথা কাটে তারে দেয় প্রাণ ।
খেজুরের মাথি নানা গুণের নিধান ॥

কাঠের ভিতরে রেখে সুমধুর জল ।
মানবে শেখান প্রভু করুণা-কৌশল ॥

শিবা সহ সদাশিব ছাড়িয়া কৈলাস ।
অবনীতে অধিষ্ঠিত এই কয় মাস ॥
ফল মূল রস খান সাধ যত আছে ।
নিশাযোগে নিদ্রা যান শ্রীফলের গাছে ॥
ঘন ঘন হিমবৃষ্টি তাহে স্নান করি ।
উলঙ্গ হইল ইক্ষু বস্ত্র পরিহরি ॥
স্বভাবে হইল তায় মধুর সঞ্চার ।
পাপে পাপে রস ভরা মিষ্ট তার তার ॥
খণ্ডে পাপ খায় যেই খণ্ড এক পাপ ।
বাহু তুলে স্বর্গপুরে নাচে তার বাপ ॥
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর মনে ভালবাসি ।
আকেরে দিলেন স্থান পুণ্যধাম কাশী ॥
কি বুঝিবে মর্ম্ম গূঢ় যত সব মূঢ় ।
বানে ঢুকে বৃষারূঢ় জ্বাল দেন গুড় ॥
শিব-অঙ্গ-আভা পেয়ে শোভা বাড়ে তার ।
কাশী নামে নাম খ্যাত ধবল আকার ॥
শিবের সৃজিত বস্তু নাম হ'ল চিনি ।
সাহেবেরা শিরে ধরে ভালরূপে চিনি ॥
মহৎ কে আছে আর আকের মতন ।
তাহারে অমৃত দেয় যে করে পীড়ন ॥
যত পার তত খাও দেও দেও পেটে ।
সুখেতে ভোজন কর পাপ কেটে কেটে ॥
গেঁটে গেঁটে ভরা রস রসের আধার ।
মধুতৃণমহারস নাম হ'ল তার ॥
গোড়া আর মাঝখানে সুধা আস্বাদন ॥
গেঁটেতে লবণ-রস মাথায় লবণ ॥
ত্রিদোষ বিনাশে এই মধুময় ঘাসে ।
বপু-বাসে বল দেয় লাবণ্য প্রকাশে ॥
গুড়ের বিশেষ লয়ে গুণের সন্ধান ।
শিশুপ্রিয় অভিধান দিলে অভিধান ॥
কি চিনি কি চিনি আমি কি কব বিশেষ ।
সবাই মোহিত খেয়ে মেঠাই সন্দেশ ॥
তাতে খাও যাতে খাও দুধে আর জলে ।
চিনি বিনা মানুষের আহার না চলে ॥
সব দেশে প্রিয় ইনি সকল সময় ।
ছেলে বুড়া সকলের সমান প্রণয় ॥

আহার ঔষধ চিনি অতি হিতকর।
চিনিতে শোধিত হয় দ্রব্য বহুতর॥
রোগী ভোগী উভয়ের সম উপকার।
সুখের সামগ্রী হেন কোথা পাব আর?
আকের মিছরি হয় অমৃতের কোষ।
সকল গুণের নিধি কিছু নাই দোষ॥
আখে রস রসে গুড় গুড়ে চিনি হয়।
চিনির শরীর পায় মিছরিতে লয়॥
সকল অসার গিয়ে সার থাকে শেষ।
অতএব লহ জীব সার উপদেশ॥
কর্ম্ম হ'তে ধর্ম্ম হয় ধর্ম্ম হ'তে জ্ঞান।
নিত্যধাম-প্রবেশের সে জ্ঞান সোপান॥
কামনার রস গুড় দিও নাক মুখে।
পরম পীযূষ-রস পান কর সুখে॥

চারু তরু ক্ষুদ্রাকার ফল তার বুকে।
বেগুণের গুণ নাহি ব্যাখ্যা হয় মুখে॥
শাদা কাল নানারূপ ত্রিভঙ্গ সুঠাম।
দোলায় দুলিছে যেন কৃষ্ণ-বলরাম॥
বোঁটারূপ চারু চূড়া কাঁটা পুচ্ছ তাতে।
রাত্রিদিন আলাপন রাখালের সাতে॥
পতিতপাবন নাম মহিমার গুণে।
সমভাবে যুক্ত হন সকল ব্যঞ্জনে॥
চড়চড়ি সরসড়ি পোড়া আর ভাজা।
আদরে উদরে দেন কত কত রাজা॥
অল্পদরে বহু মিলে গোষ্ঠীশুদ্ধ বাঁচে।
গরীব নোয়াজ নাম গরীবের কাছে॥
তাহার অরুচি যায় আহার যে করে।
রোচক পাচক হয়ে বাত কফ হরে॥
বেগুণ সগুণ ইথে অগুণ ত নাই।
গুণ দেখে গুণ গেয়ে পেট ভরে খাই।
যে করেছে বেগুণে এ গুণের নিধান।
নিতে নিতে তার তার গুণ কর গান॥

গোড়া সরু আগা গুরু শিরে শোভে টোপ।
শ্বেতকান্তি শঙ্খাকার ভিন্ন ভিন্ন ঝোপ॥
মূলে তার মূল নাই নাম ধরে মুলো।
রোগাপেটে খেতে হ'লে যেতে হয় চুলো॥
এক দিন বাবাজীরে করিলে আহার।
ছমাস নির্গত হয় সমান উদ্গার॥
খোট্টাদের কাছে তার সমাদর বাড়ে।
ঝাড়শুদ্ধ পেটে দেয় কিছু নাহি ছাড়ে॥
দুই মাস সাহেবেরা সুখে পেট পালে।
নিয়ত হাজির করে হাজিরের কালে॥
জলপানে সমাদর সকলের স্থানে।
কচুরির সহ প্রেম খোট্টার দোকানে॥
গোষ্ঠীপোষা ব্যঞ্জনেতে বড় মান বাড়ে।
বাবাজীরে বেগুণের সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ে॥
কাঁচ মুলা রুচিকর ত্রিদোষনাশক।
পাকিলে বিনাশে বায়ু পিত্তের জনক॥
শোথ বাত শ্লেষ্মা নাশে শুকাইলে পরে।
অথচ শীতল গুণ আপনি সে ধরে॥
মূলাতে হিঙের গুণ আছে অবিকল।
কাচা খেয়ে নেচে উঠে সবল সকল॥
মূলক মূলক বটে অমূলক নয়।
ব্যাভারে পেয়েছি তার মূল পরিচয়॥
মূলে কোন দোষ নাই ভাল বটে মূল।
মূলে যে নিপাত করে তারে দেয় মূল॥
মূলকের কাছে কিছু অমূলক নাই।
মূলকের মূল বুঝে মূল রাখ ভাই॥

প্রাচীনার স্তন সম অঙ্গের ধরণ।
বোঁটা সরু মোটা মুখ বিমল বরণ॥
কখন মাচায় বাস কভু বাস চালে।
বৃক্ষের উপরে উঠে যুক্ত হয়ে ডালে॥
বড় বড় ধনী লোক জন্ম দিয়া হাতে।
যত্ন করি স্থান দেন তেতালার ছাতে॥
পড়িয়া চাষার হাতে তুষ্ট নহে মন।
অভিমানে করে তাই মাটীতে শয়ন॥
সীতার শ্বশুর যিনি দশরথ ভূপ।
তার সঙ্গে গলাগলি ভাব অপরূপ॥
চিঙ্গড়ির সহ যোগ লাউ যদি করে।
হাতে হাতে স্বর্গে যাই মুখে দিলে পরে॥
মহাফলা তুম্বী এই যদি হয় কচি।
সুধা ফেলে ছুটে আসে বাসবের শচী॥
কতই আনন্দ বাড়ে আহারের বেলা।
ডাঁটা খোসা আদি কিছু নাহি যায় ফেলা॥
ভাতে কিংবা ঝোলে ডাঁটা যুক্ত হ'লে মাছে।
তেমন সুখাদ্য আর জগতে কি আছে?

নিরামিষ লাউ লাগে সুধার সমান।
অম্বলে গুড়ের সহ অতিশয় মান॥
ভেদকর কফকর হিম কিছু বটে।
পিত্তহর কেহ নাই ইহার নিকটে॥
এক মুখে কি কহিব কত গুণ ধরে।
শুকাইয়া বচ হয়ে কাস নাশ করে॥
যোগী ঋষি সকলের অন্নের আধার।
যেখানে সেখানে যান তুম্ব করি সার॥
জেলে মালা যতনেতে করিয়া গ্রহণ।
জালে জুড়ে সুখে করে জীবিকা-সাধন॥
তম্বুরা বীণাযন্ত্র মধুর সেতার।
এই লাউ হইয়াছে সর্ব্বমূলাধার॥
শিব হইলেন সিদ্ধ গীত-আলাপনে।
নারদ ত্রিলোকপূজ্য বীণার সাধনে॥
দেখ দেখ কেমন মহৎ এই ফল।
এ ফল যে ধরে তার সকলি সফল॥

মনোহর ফুলকপি পাতা যুক্ত তায়।
সাটিনের কাবা যেন বাবুদের গায়॥
শ্রেণীবদ্ধ চারু শোভা এলো আর বাঁধা।
সাহেবেরা প্রেমডোরে চিরকাল বাঁধা॥
রন্ধনেতে তার সঙ্গে যুক্ত হ'লে কই।
যত পাই তত খাই আরো বলি কই॥
ঘৃণার স্বভাবে যেই নাহি খায় কপি।
তারে কি মানুষ বলি নিজে সেই কপি॥
কপির সকলি গুণ দোষ কিছু নাই।
তাতেই আমোদ বাড়ে যেরূপেতে খাই॥

বহুবিধ শাকবৃক্ষে শোভা করে পাতা।
ইন্দ্রের সভায় যেন মছলন্দ পাতা॥
পেটে দেয়া দূরে থাক দেখে তুষ্ট আঁখি।
ইচ্ছা হয় পালঙেরে পালঙেতে রাখি॥
অম্লভাগ কটু আর মধুর সকল।
রক্তপিত্ত নাশ করে সুপথ্য শীতল॥
বিট নামে পালঙ কি মহাদ্রব্য তিনি।
বিলাতে তাহার রসে হইতেছে চিনি॥
চুথায় চুথায় মুখ সুখ কব কত।
হাতে হাতে উঠে যায় পাতে পড়ে যত॥
অতি অল্প উষ্ম করে অগ্নির প্রকাশ।
শূল, গুল্ম, আম, বাত, শ্লেষ্মা করে নাশ॥

অপরূপ বস্তু এক মৃত্তিকার নীচে।
গাছ দেখে বোধ হয় সমুদয় মিছে॥
কাহার সমাজে তার অতিশয় মান।
গুণ দেখে রসিকেতে নাম দিলে মান॥
মানদাস বাবাজীর অভিমান নাই।
পরিণামে বাড়ে মান মানে দিলে ছাই॥
মাছের সহিত প্রেম যুক্ত হ'লে ঝোলে।
একবার যে খেয়েছে সে কি আর ভোলে॥
ঝোলের সহিত দেখে মানের এ মান।
পটল পটল তুলে করিল প্রস্থান॥
মানের মানের কথা কি কহিব আর।
আনাজের রাজা ইনি শ্রেষ্ঠ সবাকার।
শোথহর পিত্তহর পাকে স্বাদু লঘু।
এ মানে যে নিন্দা করে তারে বলি "রঘু॥"
মানের কেমন মান দেখ দেখ ভাই।
ছাই দিলে মান বাড়ে মানে দেও ছাই॥
দেখিয়া মানের মূল মান রাখ মূলে।
মানের মূলের মত উঠনাক ফুলে॥
এই মান, মানে করে, আপন ব্যাঘাত।
যখন ফুলিয়া উঠে তখনই নিপাত॥

শিমের হইল জন্ম হিমের কৃপায়।
শ্যামল ধবলকান্তি শোভিত লতায়॥
শরীরে সংলগ্ন শির অসির আকার।
শুক্তরসে যুক্ত হ'লে সমাদর তাঁর॥
শীতল অথচ রূক্ষ পাকে গুরু হয়।
অধিক খাইলে পরে বল করে ক্ষয়॥

ভুঁই ফুঁড়ে পুঁইগাছ হইয়াছে খাড়া।
অধম-তারণ নাম ধরে তার খাড়া॥
ক্ষুদে ক্ষুদে চিঙড়ির সহ হ'লে যোগ॥
সুধার আস্বাদ হয় সুখের সুভোগ॥
ভেদকর শুক্রকর কফ বদ্ধ করে।
পাকেতে মধুর হয় সিদ্ধ গুণ ধরে॥

পলাণ্ডুর শ্রেণী যেন যুদ্ধের লস্কর।
মুকুটের পর উড়ে মাথার উপর॥
ফুলে যুক্ত মূলে যুক্ত মনোহর কলি।
তিনযুগ জয় করি ধ্বজা তুলে কলি॥
যবনে ভবনে আনে যত্ন করি নানা।
তাহার সংযোগ বিনা জাঁকে নাক' খানা॥

লুকাচুরি খেলা তাঁর হিন্দুর নিকটে।
গোপনে করেন বাস বাবুদের পেটে ॥
পাকে আর রসে প্যাঁজ উষ্ণ নাহি হয়।
বল বীর্য্য করে আর বায়ু করে ক্ষয় ॥
মাংসভোজী জনের বিশেষ উপকার।
একবার যে খেয়েছে সেই জানে তার ॥
প্যাঁজখোর যারা তারা আহারে সন্তোষ।
লোম ফুঁড়ে গন্ধ ছুটে এই বড় দোষ ॥

শ্বেতকান্তি শাঁক-আলু অতি সুশীতল।
পৃথিবীতে ভোগ করে নিজ কর্ম্মফল ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী ভগবান।
মনোহর বৈকুণ্ঠ-ভবন যাঁর স্থান ॥
বিষ্ণুর করেতে থাকি না বুঝিয়া হিত।
কলহ করিল শঙ্খ চক্রের সহিত ॥
চক্র করি চক্র তার কেটে দিল নাক।
অভিমানে ভূতলে পড়িল তাই শাঁক ॥
স্বর্গ ছাড়া হয়ে তার দুঃখিত অন্তর ॥
লজ্জায় লুকায় মুখ মাটীর ভিতর ॥
সুধাময় রসে করে ত্রিদোষ হরণ।
মুখের জড়তাহারী কে আর এমন ॥

বাহিরে গৌরাঙ্গ তার ভিতরেতে শাদা।
শাঁক-আলু হন যার সহোদর দাদা ॥
বয়সে কনিষ্ঠ হয়ে জ্যেষ্ঠগুণ তার।
কাঁচা পাকা দিই মুখে সুখের আহার ॥
ভাজা পোড়া ভাতে আর ব্যঞ্জনে নিয়োগ।
যাতে খাব তাতে পাব সুখের সুভোগ ॥
পাকে লঘু গুণকর দোষ বড় নাই।
গুণ দেখে চিনিকন্দ নাম দিলে তাই ॥

কমলা কমলারূপে অবনীতে এসে।
শুভদাত্রী অধিষ্ঠাত্রী বাঙ্গালের দেশে ॥
শ্রীমতীর আবির্ভাবে সুখ অবিশ্রাম।
শ্রীহট্ট হইল তাই ছিটেলের নাম ॥
শ্বেতকান্তি রাঙ্গামুখ টুপীধারী যাঁরা।
টেবিলেতে রেষ্ট নিয়া টেষ্ট পান তাঁরা ॥
একবার তুষ্ট যেই কমলার তারে।
অন্য ফল আর নাহি ভাল লাগে তারে ॥
বায়ু পিত্ত নাশ করে মধুর অম্বল।
অরুচির রুচিকর মুখের সম্বল ॥

আমড়ার চামড়ার সুবর্ণের শোভা।
সৌরভে আমোদ পেয়ে কথা কয় বোবা ॥
সুমধুর মিষ্ট তার গুণ কব কত।
রসনা রসিক হয় রস পায় যত ॥
ইচ্ছা হয় স্বভাবেতে ছাই পেড়ে কাটি।
এমন আমড়া ফলে কেন দিলে আঁটি ॥
কিঞ্চিৎ অজীর্ণ দোষ আম্রাতক ধরে।
বল করে তৃপ্ত করে পিত্ত কফ হরে ॥

চালিতা পেকেছে গাছে হইয়া সরস।
রূপে আর গন্ধে করে মোহিত মানস ॥
আমাদের নিকটে আদর অতিশয়।
পূর্ব্বদেশী লোকে করে যম ব'লে ভয় ॥
কাঁচা বেলা মুখপ্রিয় নাহি হয় তত।
পাকার আস্বাদ-সুখ মুখে কব কত ॥
নূতন নোলেন গুড়ে অম্বল যে খায়।
রসের সাগরে তার মুখ ভেসে যায় ॥
তারে তারে ঢোক গিলে লাগে তায় খাসা।
রসনা রসিক হয় গন্ধে মাতে নাসা ॥
টক বটে কষ বটে অথচ মধুর।
স্বভাবে শীতল করে পিত্ত কফ দূর ॥
কিঞ্চিৎ অজীর্ণকারী পাকে হয় গুরু।
মুখশুদ্ধি-কর অতি স্বাদু কল্পতরু ॥
চালিতার অম্বল যে জন নাহি খায়।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার ধিক্ রসনায় ॥

পেকে হ'ল কৎবেল সুগন্ধের ধাম।
চিরপাকী দধিফল গন্ধফল নাম ॥
কাঁচা বেলা বড় কিছু হিতকর নয়।
মধুর অম্বল হয় পাকার সময় ॥
কতই আমোদ বাড়ে করিতে ভোজন।
শ্বাস বমি হরে করে ত্রিদোষ হরণ ॥
শ্রমজাত-তৃষা কৃশ হয় এই বেলে।
বদন পবিত্র হয় তারে তারে খেলে ॥
ইহার পাতার গুণ কি লিখিব আর।
পাতা-পোড়া-রসে নাশে রক্ত-অতিসার ॥

বৃক্ষের উপরে হেরে নানা কুল কুল।
লোভাকুল হয়ে মন নাহি পায় কুল ॥
পাকালোভী পাকা খায় কাঁচা খায় কাঁচা।
কুলেতে অকূল লোভ বীচি নাই বাছা ॥

পবনের পুত্র প্রায় অভিলাষ ভোগে।
উদর-ভবনে ছাড়ে লবণের যোগে॥
রিপুর পঞ্চমে যার নারীকুলে কুল।
সমাদরে খায় সেই নারিকুলে কুল।
বিশেষ সময়ে পেলে কুলের আচার।
কোনক্রমে নাহি থাকে কুলের আচার॥
গুণেতে বদর বায়ু-পিত্তের নাশক।
মধুর শীতল আর মলের রেচক॥
কুলের মহিমা-কথা কহিবার নয়।
আচারে অরুচি হরে বায়ু করে ক্ষয়॥
রেখে কুল খাও কুল যত সাধ লয়।
কুলাচারে কুলাচার ধর্ম্ম যেন রয়॥
এ কুলের কর্ত্তা যিনি তাঁর নাই কুল।
অথচ দিলেন তিনি সকলের কুল॥
কুল দিয়ে কুল দিয়ে যে ধরে না কূল।
অকূল-সাগরে কর তারে অনুকূল॥
অকূলে যে কূল দিলে সেই দেবে কূল।
কুল কুল ক'রে কেন হতেছ ব্যাকুল॥
যাহার কৃপায় তুমি খেতেছ এ কুল।
তার কাছে নাহি আর এ কূল ও কূল॥
প্রতিকূলে প্রীতি তার নহে প্রতিকূল।
সকল কুলের পতি স্বভাব অকুল॥
মনে যেন অভিমান আর নাহি রয়।
কুল শীল যত কিছু তাহে কর লয়॥

সকলের সার মেয়া ফল অতি খাসা।
বিশেষতঃ শীতকালে যদি হয় ডাঁসা॥
কেবা জানে ডাঁসা পাকা কেবা জানে কচি।
পেয়ারার গন্ধে হয় অরুচির রুচি॥
শাঁস বীচি দূরে থাক্ খেলে পরে ছাল।
একেবারে পরিতোষ তৃপ্ত হয় গাল॥
পাকা ফল পেলে পরে বৃদ্ধ লোক যত।
ব'সে ব'সে রস খায় যশ গায় কত॥
বালকেতে যাহা পায় তাহা খায় কেড়ে।
আগে ভাগে হাতে লয় মাতৃ-স্তন ছেড়ে॥
ডাঁসার আদর অতি যুবকের কাছে।
ইচ্ছা হয় দিবানিশি ব'সে থাকে কাছে॥
দন্তের আহ্লাদ অতি চর্ব্বণের কালে।
ক'রে অতি মন্দগতি রস ঢোকে গালে॥

কিন্তু পায় তার তার রদন বদন।
আপনার অন্তহীন হইলে মদন॥
এ বড় আশ্চর্য্য ভাব ভেবে জ্ঞান লোপ।
মদন হারায়ে অন্ত প্রকাশে প্রকোপ॥
নপাঠ নপাঠ হ'লে মদন আছাড়ে।
অঙ্গহীনে অঙ্গরাগ কত রঙ্গ বাড়ে॥
এই বড় মনে খেদ দগ্ধ হই দ্বেষে।
পেয়ারা পেয়ারা হ'ল বেয়ারার দেশে॥
সে দেশের খোট্টালোক খেতে নাহি জানে।
কি সুখে বিরাজ তুমি করিছ সেখানে?
ছাতু খায় চানা খায় ভুট্টা খায় যারা।
তোমার আদর বল কি জানিবে তারা॥
বাঙালী আছেন যাঁরা তাঁরা সেইরূপ।
সঙ্গদোষে অঙ্গহীন হয়েছে বিরূপ॥
স্বদেশের প্রতি আর স্নেহ কিছু নাই।
তিনি বড় বাবু হন বাই যাঁর বাই॥
মোহিত হয়েছে মন মিঠেনের জলে।
আধা তেরি মেরি বাৎ খোট্টাচেলে চলে॥
মাছ ভাত খায় যারা তারা চলে বেঁকে।
কাজ কি তোমার আর সেখানেতে থেকে॥
এ দেশে বাঙালী বাবু ব্যয়কল্পে দড়।
বাড়িবে আদর অতি দর পাবে বড়॥
সেখানে তোমার কেহ জিজ্ঞাসা না করে।
উঠিবে সোনার থালে বালাখানা-ঘরে॥
আমরা গরীব অতি সোনা-রূপা নাই।
ফলতঃ সুফল তুমি তোমারেই চাই॥
আস্বাদন একরূপ সম সুখ খেতে।
তোমায় ধরিব বুকে ছেঁড়া চট্ পেতে॥
নিয়ত হাজির আমি আঁজির-তলায়।
ইচ্ছা করে ক'সে খাই গলায় গলায়॥
ডাসা খেতে খাসা লাগে কত তায় সুখ।
এখন পড়েছে দাঁত এই বড় দুখ॥
চর্ব্বণের সুখ যত করিলে সংহার।
হায় বিধি কোথা গেল সে কাল আমার॥
যে মুখে পাতর কেটে করিয়াছি চুর।
এখন হইল তার অহঙ্কার দূর॥
বদন বৃথায় হয় রদন-বিহনে।
অদনের সুখ আর হইবে কেমনে॥
এখন পড়েনি সব সবে গেছে ছটা।
উপরে রয়েছে সব নীচে আছে কটা॥

এ দাঁতে বিশ্বাস ভাই কিছু নাহি আর।
ভাঙ্গন ধরিলে গাঙে রাখে সাধ্য কার॥
এ কটা যদিন আছে যেরূপেতে পারি।
কত চেবা কত গেল গোলেমালে সারি॥
একেবারে হইব না এই সুখ-হত।
আদবুড়া কালে খায় আদপাকা যত॥
শীতল সুস্বাদু অতি ফল অগ্নিকর।
মুখের বৈরস্য হরে বহুগুণধর॥
নাশে বায়ু পিত্ত কফ রক্তক্রিমি শূল।
হৃদয়ের পীড়া নাশে হয়ে অনুকূল॥
যে করিল পেয়ারায় এত গুণধাম।
তার লয়ে তার পায় করহ প্রণাম॥

দুই কন্যা অপরূপ রূপের মাধুরী।
কাবেলে বিরাজ করে বেদানা সুন্দরী॥
মঙ্গল করেন তিনি মঙ্গলের দেশে।
কনিষ্ঠা দালিম নাম পাটনায় এসে॥
স্থির-চক্ষে চেয়ে দেখি উদ্যানের গাছে।
এমন মধুর ফল আর নাহি আছে॥
যত পাই তত খাই নাহি মিটে সাধ।
কিন্তু মনে দুঃখ এই বীচি যায় বাদ॥
কে বলে রসিক বিধি অতি রসময়।
রসময় হ'লে পরে হেন কেন হয়?
রসবোধ নাই তার তাই বলি ছি ছি।
বিধাতা এমন ফলে কেন দিলে বিচি?
উদর পবিত্র হয় যার রস খেলে।
খেতে খেতে তার বীচি দিতে হয় ফেলে॥
স্বভাবের অস্ত্রযোগে অপরূপ কাটা।
চারু বর্ণে বিভূষিত চৌউচির কাটা॥
দৃষ্ট মাত্র বোধ হয় কে দিয়েছে কেটে।
এমন অমৃত ফল কেন যায় ফেটে॥
সুরসিক লোক সব করে অনুমান।
দেশ-দোষে দাড়িমের নাহি থাকে মান॥
দানাদার নহে যত খোট্টা তাল-কাণা।
অভিমানে ফেটে তাই দেখাতেছে দানা॥
পুনর্ব্বার ভাবি আর এ প্রকার নয়।
বিধাতার অবিচার দেখি সমুদয়॥
যুবতীর হৃদয়েতে পয়োধর রয়।
দালিমের বাসস্থান বৃক্ষ কাঁটাময়॥
মানিনী রূপসী রামা আপনার দুখে।
অভিমানে ফেটে তাই থাকে অধোমুখে॥
দান করি ভাণ্ডারের সকল রতন।
একেবারে করিতেছে শরীরপতন॥
ফাটিবার আর এক আছে অভিপ্রায়।
ইঙ্গিতে বালকগণে করে আয় আয়॥
আমার নিকটে আয় ওরে শিশুগণ।
মিছে কেন পান কর প্রসূতির স্তন?
চুষিলে আমার বীচি বুড়া থাকে বশে।
কোথা ইন্দু সুধাসিন্ধু এক বিন্দু রসে॥
আমার মধুর রস একবার খেলে।
আর তোরা হবিনেক জননীর ছেলে॥
শুন রে দালিম এই করি নিবেদন।
আমাদের প্রতি কর প্রীতিবিতরণ॥
স্বভাবে মহৎ তুমি উপাদেয় ফল।
সেখানে তোমার থেকে নাহি কোন ফল॥
বড় বড় বাঙালীরা যত বাবু ভেয়ে।
গাহিবে তোমার যশ গাছ-পাকা খেয়ে॥
সেই ত শেষেতে তুমি স্বদেশে না রও।
পোস্তার বাজারে এসে বস্তাপচা হও॥
অন্তরে তোমার প্রতি অতিশয় স্নেহ।
পচা ব'লে ঘৃণা ক'রে নাহি খায় কেহ॥
'মধুবীজ সুফল রোচন কুচফল।'
'মণিবীজ রক্তবীজ' আর বৃত্তফল॥
নিদানে লিখিত আছে এই সব নাম।
গুণভেদে নাম দিলে বৈদ্য গুণধাম॥
সকল রোগের পথ্য পাকা হ'লে পর।
ত্রিদোষ বিনাশ করে হরে দাহ জ্বর॥
শুক্র বল বৃদ্ধি করে তারে সুমধুর।
হৃৎকণ্ঠ-মুখরোগ সব করে দুর॥
শীতল অথচ উষ্ণ পাকে লঘু হয়।
কাস কফ পিত্ত বাত তৃষ্ণা করে ক্ষয়॥
শ্রম হরে রুচি করে অগ্নি করে পাকে।
দাড়িমের মহিমা জানাব আর কাকে?
কেবল মধুর হ'লে হিত করে নিছু।
হইলে অম্লমধু পিত্ত করে কিছু॥
পিত্তের জনক হয় হ'লে পরে টক।
ফলতঃ সে ফল বাত কফের নাশক॥
ডালিমের ক্ষেতে গেলে সফল নয়ন।
তাকায় সে দিকে কেটা পাকায় যখন॥

ইচ্ছা করে শুয়ে থাকি গাছের তলায়।
কেবল আহার করি গলায় গলায়॥
দিশীতেই খুনী কত দেখি যথা তথা।
পাপ মুখে কি কহিব বেদানার কথা॥
সাধু রে 'কাবেল' তোর সদাই মঙ্গল।
মঙ্গলের দেশে এই জঙ্গলের ফল॥
বেদানার দানারস পেটে যায় যার।
সাধু সাধু সাধু তারে করি নমস্কার॥
দেখ এর গাছ কত হিতের কারণ।
পাতা ছাল শিকড় ঔষধে প্রয়োজন॥
গাছ দেখ ফল দেখ ছাল দেখ তার।
ফলভোগ করি কর ফলের বিচার॥
চাক চাক রস লও ফল হাতে লয়ে।
ফলে আর বেড়াও না ফল-চাকা হয়ে॥
তবেই সফল সব যদি হয় ফল।
ফলেই ফলাই ফল না হয় বিফল॥
যদি বল যে গাছেতে ফল ফলিয়াছে।
দেখিতে না পাই গাছ কত দূরে আছে॥
কি ফল বিফল ভাই গিয়ে তার কাছে।
ফল ধ'রে ফল পাবে ফল নাই গাছে॥

অনেক যতনে তোরে রসময় আতা।
বিশেষ বিরলে বসি গড়েছেন ধাতা॥
সুচারু শ্যামল বর্ণে সুশোভিত পাতা।
মনোহর কলেবর অতি দক্ষদাতা॥
হৃদয়ে ধরেছে তোরে বসুমতী মাতা॥
প্রণাম করিছ তাঁরে ক'রে হেঁট মাথা।
থোপ্ থোপ্ টোপ গাঁথা সকল শরীরে।
কেমকের ছাতা যেন প্রকৃতির শিরে॥
থাকে না রসের লেশ নব অনুরাগে।
ফুটিফাটা হ'য়ে যাও পাকিবার আগে॥
তখন বিচিত্র এক রূপ যায় দেখা।
নীরদ ধ'রেছে যেন পারদের রেখা॥
যার বাড়ী বাস কর সিদ্ধি তার ভিটে।
ত্রিজগতে কিছু নাই তোর মত মিঠে॥
কোথায় পায়স ক্ষীর কোথা গুড়পিটে।
ছোট ছোট কুষি চুষি মুখে দিয়ে ছিটে॥
যত খাই তত আরো সাধ নাহি মিটে।
বীচি-ভরা সমুদয় কত পাব সিটে?

মনে মনে অতিশয় খেদ আছে ভাই।
পাখীর দৌরাত্ম্যে নাহি গাছ-পাকা পাই॥
এমন বজ্জাৎ চোর আর নাকি আছে।
উড়ে এসে জুড়ে বসে সমুদয় গাছে॥
কিচিমিচি ডাক ছাড়ে বিষম বিকট।
ভোজ্‌পুরে কোথা আছে তাদের নিকট॥
গাছেতে পাকিলে তুমি মানুষে না পায়।
যোগেযাগে জাগ দিয়া তোমায় পাকায়॥
যেরূপেতে পাকো তুমি ক্ষতি তাহে নাই।
আশার সময়ে তোরে খেতে যেন পাই॥
বায়ু পিত্ত উভয়ে তোমাতে হয় হত।
কিঞ্চিৎ বিরাগ করে কোফোধেতো যত॥
দেখিলে তোমার মুখ লোভ অতি বাড়ে।
বিকার স্বীকার তবু তোমায় না ছাড়ে॥
পবনের প্রবলতা আমাদের খেতে।
কোনরূপে ভয় নাই কত সুখ খেতে॥
শিশিরে খোফলা তুমি অতি সুমধুর।
মুখে গিয়ে অরুচির রুচি করে দূর॥

এসেছে কাবেল হতে সুধার আঙুর।
মানস মোহিত হেরে রূপের ভাঙুর॥
সমাদরে রাখে তারে কৌটার ভিতর।
তুলার তোষক গদী করে থর থর॥
তথাচ গলিয়া যায় এমন কোমল।
রুচির রজত-রূপ করে ঝলমল॥
বহুমূল্য ফল এই তুল্য যার নেই।
সাধ পূরে স্বাদ লয় ভাগ্যধর যেই॥
গরীবে জানে না নাম দূরে থাক্ মুট্।
দাম শুনে রাম ব'লে উঠে দেয় ছুট্॥
বধূর অধরে এত মধুর কি আছে।
সুরসের উপমেয় হবে এর কাছে॥
মৃতকে অমৃত করে অমৃতের কোষ।
সমুদয় গুণময় কিছু নাই দোষ॥
রোগভেদে পথ্য নয় করিব স্বীকার।
দেহ যার সুস্থ তার সুখের আহার॥
গালে দিয়ে স্থির হয়ে যে লইবে তার।
সে জন জানিবে শুধু কত গুণ তার॥
স্মরিবে বিভুর গুণ মন করি স্থির।
গলিবে প্রেমের রসে টলিবে শরীর॥

সুখের সুফল পেস্তা বীচি নাই বাছা।
কুট্ কুট্ দাঁতে কেটে খেয়ে ফেল কাঁচা ॥
ভাজিলে সুস্বাদ আরো সোঁদা গন্ধ ছোটে।
ভোজনের কালে মনে কত সুখ ওঠে ॥
পেস্তার মেঠাই অতি উপাদেয় হয়।
আস্বাদনে তার সম আর কিছু নয় ॥
পাকে গুরু গুণেতে গরম অতিশয়।
বল-বীর্য্য বৃদ্ধি করে পিত্ত করে ক্ষয় ॥
আর আর যত মেয়া পেকেছে এ শীতে।
সকলেরি জন্মলাভ আমাদের হিতে ॥
কত তার সুখভোগ যে করে আহার।
পণ পেয়ে বিক্রেতার কত উপকার ॥
কতরূপে কৃষকের হতেছে কুশল।
বণিকের বাণিজ্যেতে মানস সফল ॥

তাম্রকুট তরু চারু দৃশ্য সুখ তায়।
সারি সারি বাতাসের সুরে সারি গায় ॥
এক পত্রে কত গুণ পত্রে লেখা ভার।
সেই জানে যে পেয়েছে তামাকের তার ॥
শুকাইলে পত্র তায় গুড় মিশাইয়া।
ফুড়ুক ফুড়ুক টানি গুড়ুক করিয়া ॥
কত কত মহীপাল উজীর নবাব।
তামাকে আদর করে ফেলিয়া কাবাব ॥
শ্রম চিন্তা উভয়ের বিশ্রামের বাটী।
বুদ্ধির প্রদীপে ইনি উস্কিবার কাটী ॥
বড় বড় সাহেবেরা করেতে ধরিয়া।
মধুর অধরে ধরে চুরুট করিয়া ॥
ধূম্রপান আস্বাদন যে জন না পান।
বদন-সদনে দেন যুক্ত করি পান ॥
সর্ব্ব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপক যাঁরা।
সদাকাল সঙ্গী করি সঙ্গে লন তাঁরা ॥
না লইলে সর্ব্বনাশ নাম তার নাশ।
বিচারের স্থানে হয় বুদ্ধি-শুদ্ধি নাশ ॥
পণ্ডিতেরা আছে শুদ্ধ নস্য-গুণে বেঁচে।
নাকে দিয়া রাখে প্রাণ হ্যাঁচ হ্যাঁচ হেঁচে ॥
বিশেষতঃ ধনি লোকে সার গুণ জানে।
পেঁচাও কৌশল আসে পেঁচোয়ার টানে।
আলবোলা বোলবোলা বৃদ্ধি খুব পায়া।
শীতকালে বন্ধু তার তাম্রকুট ভায়া ॥

মোটাবুদ্ধি মোটা টান দুঃখী সব হাবা।
আমাদের ত্রাণকর্ত্তা খেলো আর ডাবা ॥
এ শীতে শীতল হয়ে ধনের অভাবে।
কড়া টেনে কড়া হই কড়ার হিসাবে ॥
শিশিরে তামাক টান যে জন না লয়।
ভাবি তার কিরূপেতে দিনপাত হয় ॥
ক্ষণমাত্র যুক্ত নহে ধূম্র আর জলে।
বুদ্ধির জাহাজ তার কিরূপেতে চলে ॥
নাশে নাশে পিত্ত কফ বায়ু রাখে স্থির।
ধূম্রপানে সুখী হন সকল সুধীর ॥
মুখ-রোগ হরে করে দাঁতের কুশল।
দন্ত-রোগে রোগী নয় চুরুটে সকল ॥
দিবানিশি পিকা * খায় জ্বালিয়া অনলে।
দাঁতপড়া বুড়া নাই উড়ের মহলে ॥
যত সব নারী নর দোক্তা খায় পানে।
দন্ত-সুখ মুখ-সুখ তারা ভাল জানে ॥
রসে তিক্ত ক্রিমি কাস রোগের নাশক।
সততই রুচিকর অগ্নির দীপক ॥
গুড়ুকের গুণ মুখে ব্যাখ্যা নাহি হয়।
শোকহর প্রেমকর প্রিয় অতিশয় ॥
পুলকে পূরিত করে কবির হৃদয়।
টানিতে টানিতে ভাবে ভাবের উদয় ॥
ভাব হয় অনুকূল বচন-রচনে।
যত টানি টানাটানি নাহি হয় মনে ॥
বল করে বুদ্ধি করে করে পরিপাক।
কেমনে ভুলিব আমি এমন তামাক ॥
যে করে লেখক হয়ে ভাবের প্রয়াস ॥
মন খুলে হ'ক্ সেই গুড়ুকের দাস ॥
কফ আমজ্বর হরে শুদ্ধ করে মুখ।
কোনরূপে দুখ নাই সব দিকে সুখ ॥
গীত বাদ্য নৃত্য যারা করে আলোচন।
তামাক তাদের পক্ষে পরম রতন ॥
এ তামাকে যে করিল এত গুণময়।
তার প্রেমে মন আর প্রাণ কর লয় ॥
রজনী বেড়েছে শীতে ভোগের কারণে।
অভয়ে আমিষ খাও হরষিত-মনে ॥
কয় মাস খাও মাস উদর ভরিয়া।
যত পার খাও মাছ যতন করিয়া ॥

* পিকা—উড়ে ভাষায় চুরুট।

পরিপাক পাবে সব করিলে আহার।
অমল হয়েছে জল ভাবনা কি আর॥
নিশিতে নিদ্রার আর কে করে ব্যাঘাত।
ঘুমে চোখ পচে তবু না হয় প্রভাত॥
প্রাতে উঠে ঘুরে ফিরে ফিরে এলে ঘর।
তখনি হইতে হয় ক্ষুধায় কাতর॥
মাস মাছ ডিম খাও রুচি যার যাতে।
সকলি কুশলকর রুচী আর তাতে॥

এই শীতে "হংসবীজ" অতি মনোহর।
পাকে লঘু বাতহর বল-বীর্য্যকর॥
রূপেতে মোহিত করে মহিমা অসীম।
সর্ব্বদোষ নাশ করে এ হাঁসের ডিম॥
সিদ্ধ খাও ভাজা খাও সব দিকে হিত।
ব্যঞ্জন করিয়া খাও আলুর সহিত॥
অতিশয় রুচিকর এ বীজের "দম"।
গোটাকত খেতে হ'লে নিতে হয় দম॥
ঘৃণায় যে নাহি খায় এ হাঁসের ডিম।
মরুক্ সে চিরকাল খেয়ে তেতো নিম॥
বৃথায় রসনা তার বৃথা তার মুখ।
কোন কালে নাহি পায় আহারের সুখ॥
ডিমভরা কাঁকড়া এ শিশির সময়।
আহারেতে উপাদেয় অতি সুধাময়॥
সে ডিমের গুণ আমি কি কব বদনে।
মোহিত হয়েছে মন লোহিত-বরণে॥
ডিম খাও শাঁস খাও খোসা দেও ফেলে।
বল ঝরে বায়ু হরে পিত্ত হরে খেলে॥
বিশেষ রয়েছে গুণ কাঁকড়ার মাসে।
হাড়েতে জন্মিলে দোষ সেই দোষ নাশে॥
যেরূপে রাঁধিয়া খাও উপকার হয়।
অলাবুর সহ তার অধিক প্রণয়॥
ভাগ্য যার ভাল সেই খেয়ে গায় যশ।
মর্কটে জানিবে কিসে কর্কটের রস॥

জলের ভিতরে মাছ কত রসভরা।
দাড়ি-গোঁপ জটাধারী জামাযোড়া পরা॥
শিরে অসি কাঁটাহীন গন্ধ নাই গায়।
আগা-গোড়া মধুমাখা মধু তার পায়॥
বিশেষতঃ শীতকালে অমৃতের খনি।
আমিষের সভাপতি মীন-শিরোমণি॥
গলদা চিঙড়ি মাছ নাম যার 'মোচা'।
পড়েছে চরণতলে এলাইয়া কোঁচা॥
কালিয়ে পোলাও রাঁধো রাঁধো লাউ দিয়া।
ভাতে খাও ভেজে খাও হবে মুখপ্রিয়া॥
ভিতরে থাকিলে ডিম কি কহিব আর।
ত্রিভুবনে নাহি হেন সুধার আহার।
স্বভাবে রোচক হয়ে বলবৃদ্ধি করে।
স্বাদে সুধা পাকে গুরু মেদ পিত্ত হরে॥
দীনের তারণকারী চিঙড়ির ঘুষো।
সুমধুর বাতহর পয়সায় ছুশো॥
মূলক বেগুণ শাক যাতে তাতে লহ॥
সমভাবে সদালাপ সকলের সহ॥
অধম পুঁয়ের ডাঁটা তারে নিয়া তারে।
ব্যঞ্জন মজাতে আর এমন কে পারে॥

শুকায়েছে ঝিল বিল খানা সরোবর।
বাজারে বিক্রয় হয় চুনা বহুতর॥
টেঙরা মৌরলা পুঁটি বেলে আর চাঁদা॥
পাঁকাল প্রভৃতি কত রাঙা কালো শাদা॥
এই শীতে তারা অতি উপকারী হয়।
গ্রহণীরোগের পথ্য নাশে দোষত্রয়॥
স্বাদুরসা লঘুপাকা রুচিকর আর।
বল শুক্র করে করে বাতের সংহার॥
কে জানে অম্বল ঝোল কেবা জানে ভাজা।
যাতে খাও তারে সুখ যদি হয় তাজা॥

মীনরাজ রোহিত অহিতকর নয়।
সমভাবে সমাদর সকল সময়॥
বিশেষ বেড়েছে গুণ শীতকাল পেয়ে।
হয়েছে সে অতি মিঠে মিঠে জল খেয়ে।
কাতলা মৃগেল আদি বড় মাছ যত।
রুয়ের শ্রীপদতলে সবাই প্রণত॥
কত রূপে সুখোদয় ভোজনের বেলা।
তেল কাঁটা আদি করি নাহি যায় ফেলা॥
কামুকের যত সুখ কুলটার কোলে।
রসনা যে সুখ পায় এ মাছের ঝোলে॥
পলান্নের রাজা মাছ না হয় এমন।
সুধার আধার এই রুয়ের ব্যঞ্জন।
বল দেয় বুদ্ধি দেয় বাত নাশ করে।
নয়নের জ্যোতি বাড়ে মুড়া খেলে পরে॥

চক্ষুরোগা যারা তারা গুণ জানে ভালো।
মুড়া খেয়ে সুখে দেখে অন্ধকারে আলো॥
যার জলাশয়ে রুই করেন বিহার।
সাধু সাধু সাধু সেই মানবের সার॥

লাউ আলু বেগুণ বাজারে দেখ ভাই।
কই কই কই কই? করিছে সবাই॥
কেহ যদি কহে ওই আসিয়াছে কই।
দেখিতে দেখিতে শেষ করে কই কই॥
কেহ কয় কাঁটাময় শাঁস তাতে কই।
এই হেতু এই কই নাম পেলে কই॥
আমি কই এর সম ত্রিজগতে কই।
কই নামে নাম দিয়া কই কই কই॥
সকল গুণের নিধি দোষ ইথে কই।
যত পার পেট ভোরে সুখে খাও কই॥
এমন মধুর মাছ নাহি হয় আর।
রোগী ভোগী উভয়ের সম উপকার॥

যুবকের কত সুখ যুবতীর কোলে?
কত বা অমৃত আছে বালকের বোলে?
কত বা আমোদ হয় পূর্ণিমার দোলে।
সকল আমোদ এই মাগুরের ঝোলে।
বায়ু নাশ করে হরে অর্শ অতিসার।
অথচ করে না কফ পিত্তের সঞ্চার॥
মাগুরের ছোট ভাই সিঙি নাম যার।
হিঁদুর নিকটে নাই সমাদর তার॥
ফলে হয় গুণময় ইহার সমান।
যবনে মহিমা জানি রাখিয়াছে মান॥

ভেটকী ভাঙন বাটা পারিসার ঝাক।
আমলেট আদি করি মাছের কি জাঁক॥
বাজারে বাজারে দেখ সবার আদর।
সকলেই কিনিতেছে দিয়া দুনা দর॥
লোণা গাঙে জন্ম লয়ে এ সকল মীন।
হইতেছে আমাদের পেটের অধীন॥
সকলে সুখাদ্য হয় অতি উপকারী।
পৃথকের গুণে আমি যাই বলিহারি॥
শীতকালে সুখী সেই কড়ি আছে যার॥
ধনের যোগেতে হয় ভোগের আহার॥
ভবন যাহার ভরা ধানে আর ধনে।
অনায়াসে কিনে খায় যাহা লয় মনে॥

পাড়াগাঁয়ে গঙ্গাতীরে যারা করে বাস।
ভালরূপে খায় তারা এই কয় মাস॥
উঠিয়াছে নেটোবেলে বেলে গুড়গুড়ি।
এক আনা পণে পাই মাছ এক ঝুড়ি॥
বেগুণেতে মজে ভাল চড়্‌চড়ি তার।
ভুলিতে কে পারে কভু যে পেয়েছে তার॥
হলুদের জলে গুলে এক ফোঁটা ঝাল।
শুধু চড়চড়ি কর কাঠে দিয়া জ্বাল॥
এমন মধুর আর পাবে না পাবে না।
হেন সুখসেব্য আর খাবে না খাবে না॥
নগরের ধনী লোক খেতে নাহি পান।
উত্তরে মিঠেন জলে বসতির স্থান॥
ভাগ্যধর দূরে থাক সে দেশের দীন।
এ শীতে আহারে দুখী নহে কোন দিন॥
তাজা তাজা তরকারি তাহে নেটোবেলে।
অমৃতের স্বাদ পেয়ে পেটে দেয় ফেলে॥
মিছে মরি গুণ লিখে খেতে নাহি পাই।
ইচ্ছা করে এখনি নগর ছেড়ে যাই।
সে দেশে আমার বাস যে দেশে এ মাছ।
মেছুনীর কাছে গিয়া কিনি বাছে বাছ॥
বুকে ক'রে নিয়ে আসি নিজে রাঁধি ভাই।
সাধ পূরে এক দিন পেট ভ'রে খাই॥
মনে মনে আশা তাই এই বেলা যেতে।
শীতকাল গেলে আর পাব নকে খেতে॥
আহারের কালে হয় অতিশয় তোষ।
প্রতি গ্রাসে মুড়া খাই কিছু নাই দোষ॥
নয়ন জুড়ায় দেখে অতি প্রেমকর।
"খয়রার" পেট যেন ময়রার ঘর॥
অড়রের ডেলে তার তার যায় মেতে।
তাজা তাজা খর ভাজা মজা বড় খেতে॥

মানবের উপাদেয় আহার কারণ।
জলে করিলেন বিভু মীনের সৃজন॥
সব দিকে উপকারী এই জলচর।
আহার ঔষধ মীন পথ্য শুভকর॥
সলিল শাখীর এই ফল সুধাময়।
দেবের দুর্লভ ধন এমন কি হয়?
যে দেশেতে যে প্রকার খাদ্য হয় বিধি।
সে দেশেতে প্রচুর তাই দিয়াছেন বিধি॥

ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালী সকল।
ধান ভরা ভূমি তাই মাছভরা জল॥
এ দেশের খাদ্য এই যদি নাহি হবে।
এত ধান এত মাছ কেন বল তবে ?
যে করিছে শস্য আর মাছ বিতরণ।
কৃতজ্ঞতা-রসে তার ডুবে রও মন॥

মৃগ, মেষ, ছাগ, কূর্ম্ম, পাখী, জলচর।
কয় মাস কয় মাস অতি শিবকর॥
মাংসের বিশেষ গুণ নিদানে প্রকাশে।
বল করে রুচি করে কফ হরে মাসে॥
শ্রমী আর অগ্নি বলী এই দুজনার।
তরস (১) ভোজনে হয় কত উপকার॥
অজীর্ণ, গ্রহণী, অর্শ আর যক্ষ্মাকাস।
এ সব বিনাশ করে প্রসহের (২) মাস॥
সকল প্রসহ মৃগ ভাল কিছু নয়।
তাই খাবে শুভ আর প্রেম যাহে হয়॥

ছাগল ভোজনে হয় পালন সবাই।
যার চেয়ে প্রেমকর রক্তকর নাই॥
অতিশয় সুশীতল পাকে হয় ভার।
নহে বায়ু পিত্ত কফ দোষের আধার॥

মেষমাস ভার বটে শীতল মধুর।
আহারে আহ্লাদ বাড়ে দুঃখ হয় দূর॥
তরুণ মেষের অতি মনোহর কীর (৩)।
তার কাছে কোথা আছে চিনিমাখা ক্ষীর॥

বনচর বনচর পাখী আছে যত।
হরিয়াল, চকা, ডাক আদি শত শত॥
এ সবার আহারে হয় দেহের কুশল।
ক্ষীণতা বিনাশ করে বৃদ্ধি করে বল॥

কত মতে শুভ হয় কচ্ছপের মাসে।
বল-মেধা-স্মৃতিকর শোথ-দোষ নাশে॥

সহজে কোমল অতি নানা গুণধর।
বাতহর শুক্রকর নেত্র-হিতকর॥
শিশিরে মৃগের মাস প্রিয় অতিশয়।
বাত হরে অগ্নি করে পাকে লঘু হয়॥
সন্নিপাত হরে করে শরীর সবল।
ছয় রসে-অনুকূল মধুর শীতল॥
কফ পিত্ত হরে করে ত্রিদোষ খণ্ডন।
আহা মরি কতগুণ ধরে সুলোচন (১)॥
কৈলাস শিখরে থেকে হয়ে হৃষ্টমন।
হরিণ (২) করেন সুখে হরিণ ভোজন॥
অতিশয় প্রিয় ভেবে এই কৃষ্ণসার। (৩)
কতবার লয়েছেন কৃষ্ণ তার তার॥
মৃগয়ার ছলে বধি কাননে হরিণ।
আনন্দে দিলেন তাই উদরে হরিণ॥ (৪)
এ হরিণ বাসি হ'লে মন্দ নাহি লাগে।
বিচালির সহ জলে সিদ্ধ কর আগে॥
পরে সেই জল আর খড়গুলি ফেলে।
ভাল ক'রে ভেজে লও সরিষার তেলে॥
মেটে আর পচা গন্ধ দূর হবে তায়।
রীতিমত রাঁধো শেষ ঘৃত মসলায়॥
পচামাস পুঁইখাড়া সুধার সমান।
সেই জন সুখে খায় যে জানে সন্ধান॥
কাননের নিকটেতে বাস করে যারা।
তাজা তাজা মৃগমাংস খেতে পায় তারা॥
পোকাপড়া পচাসড়া হেথা আসে যত।
পচা খেয়ে গুণ আর রচা যাবে কত ?
মাংসভোগ রাজভোগ ভোগের প্রধান।
আহারেতে নাহি কভু ইহার সমান॥
বলকর বুদ্ধিকর সর্ব্বগুণধর।
হৃদয়-প্রফুল্লকর সদা সুখকর॥
যে মাংসে যাহার রুচি তাই খাও সুখে।
কোন কালে নিন্দা কথা এনো নাক মুখে॥
ছাগ, মেষ, মৃগ, শৃঙ্গী খাবে প্রেমভরে।
আহারের পাঠ যেন না উঠে উপরে॥

---

(১) মাংস
(২) হিংস্রক পশু পক্ষী বিশেষ।
(৩) মাংস।

(১) হরিণ।
(২) শিব॥
(৩) হরিণ।
(৪) বিষ্ণু।

তাহাতে যে সব দোষ জানেন প্রবীণ।
সাবধান-পথে চল সকল নবীন॥
জীবন হতেছে রক্ষা যার দুগ্ধ খেয়ে।
কল্যাণকারিণী সেই জননীর চেয়ে॥
শাস্ত্রে যাহা মানা করে যুক্তি তায় নানা।
বিচার করিলে যায় সহজেই জানা॥
নিত্য যারা মাংস খায় হয়ে প্রেমাধীন।
বলী তারা জ্ঞানী তারা সদাই স্বাধীন॥
যে নর না মাংস খায় পেয়ে কলেবর।
বৃথায় শরীর তার বৃথায় উদর॥
আমিষ-আহারী দলে কোন দুঃখ নাই।
মাংসভোজী পশুপাখী সবল সবাই॥
ইউরোপ আদি করি ব্রহ্ম আর চীন।
মাংসবলে বাহুবলে সবাই স্বাধীন॥
ভারতে যখন ছিল ব্যবহার কীর।
যোদ্ধা ছিল যোদ্ধা ছিল সবে ছিল বীর॥
ধন মান যশ ভাগ্য স্বাধীনতা সুখ।
সমুদয় ছিল নাহি ছিল কোন দুখ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চতুষ্টয়।
ছিলেন আমিষভোজী হিন্দু সমুদয়॥
প্রচুর প্রমাণ তার নানা গ্রন্থে আছে।
সকলেই প্রিয় ছিল মাসে আর মাছে॥
মাংস মাছ হিতকর যদ্যপি না হবে।
বৈদ্য-শাস্ত্রে এত গুণ কেন লেখে তবে?
সব দেশে সব শাস্ত্রে ভিষক নিপুণ।
লিখেছে বিশেষ ক'রে আমিষের গুণ॥
আমিষ ভোজনে যদি না হইত শিব।
বিস্তারিয়া গুণ কেন লিখিবেন শিব॥
যে মানব ঘৃণা করে আমিষ আহারে।
পশু ব'লে সম্বোধন করেছেন তারে॥
জীবের কারণে হ'ল জীব বহুতর।
খাদ্য আর খাদক সম্বন্ধ পরস্পর॥
প্রকৃতির শাস্ত্র দেখ শাস্ত্র বটে এই।
যুক্তির বিচারে কোন ব্যতিক্রম নেই॥
ঈশ্বরের অভিপ্রায় মাংস খাবে নর॥
সুন্দর কৌশল তাই মুখের ভিতর॥
রদনে অদন-সুখ বদনে প্রকাশে।
"পশুরাজ দন্ত" সম দন্ত দুই পাশে॥
প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখে ভ্রান্ত তবু জীব।
হায় হায়! নাহি বুঝে নিজ নিজ শিব॥

এ মতের বিপরীত কথা যারা কয়।
তাদের সে নীচ উক্তি গ্রহণীয় নয়॥
সে যে মত মত নহে মন্দ অতিশয়।
কে বলে অক্ষয় মত কে বলে অক্ষয়॥
প্রণিধান কর সবে গুণের বিচারে।
সে মত অক্ষয় হ'লে ক্ষয় বলি কারে॥
অক্ষয় অক্ষয় মত ভেবে ভ্রমে রয়।
ক্ষয় যাতে ক্ষয় পায় সে নয় অক্ষয়॥
আমিষ অবিধি বোলে যে করেছে গোল।
সে এখন নিত্য খায় শামুকের ঝোল॥
নোদে শান্তিপুর ফিরে ফিরিয়া হুগলী।
শেষ করিয়াছে যত দেশের গুগলী॥
নিরামিষ আহারেতে ঠেকেছেন শিখে।
ঘুরিতেছে মাথা মুণ্ডু মাথামুণ্ডু লিখে॥
কোথা তার "বাহ্যবস্তু" মানব-প্রকৃতি।
এখন ঘটেছে তার বিষম বিকৃতি॥
উদরের রোগে আর অর্শে পায় দুখ।
দিবানিশি মাথা ঘোরে সদাই অসুখ॥
মত চালাবার তরে লিখিলেন বই।
এখন সে লিখিবার শক্তি তাঁর কই॥
কলম ধরিলে হাতে মাথা যায় ঘুরে।
রচনার কালে আর কথা নাহি স্ফুরে॥
মাস মাছ বিনা আগে ছিল না আহার।
কিছুদিন করিলেন বিপরীত তার॥
শেষেতে পেলেন তার সমুচিত ফল।
ভাসালেন বল বুদ্ধি হাসালেন দল॥
সমাজ হাসিছে তাঁর ভাব এঁচে এঁচে।
ঘরে তুলে পাকা ঘুঁটি বসিলেন কেঁচে॥
দায়ে পোড়ে পূর্ব্বভাব ধরিলেন পিছু।
শুধু মাছ মাস নয় আরো আছে কিছু॥
সমুদয় ফুটে লেখা না হয় বিহিত।
মসলা চলেছে কত পানের সহিত॥
ছেড়ে দেও ছেলেখেলা ফেলে দেও "কুম"।
মাস মাছ ভাত খেয়ে সুখে দেও ঘুম॥
করো নাক ধুমধাম টুম্‌টাম আর।
ছিঁড়ে ফেল "বাহ্যবস্তু" সে মত অসার॥
মাখিতেছ "বিষ্ণুতেল" তাই মাথ গায়॥
আর যেন ভেবে ভেবে নাহি ঘটে দায়॥
পাকতেল মাখ আর নিত্য কর স্নান।
সেরূপ আহার কর যা হয় বিধান॥

কোটি কোটি গ্রন্থকার লিখেছেন যাহা।
"কুম" ধোরে একা কেন কাটো তুমি তাহা?
মনে কর যত দিন সৃষ্টির বয়েস।
তত দিন আছে এই মতের আদেশ॥
দ্রব্যের যে গুণ হয় সব যায় জানা।
যাহে যার রুচি কেন তুমি কর মানা?
দেশ, দেহ, রোগভেদে খাদ্যের বিধান।
কেমনে করিবে তুমি বিরূপ প্রমাণ?
গুরু হয়ে উপদেশে করিয়াছ গোঁড়া।
মিছা মতে আনিয়াছ গোটাকতক ছোঁড়া॥
তোমার হইয়া চেলা গুরু যারা বলে।
তারা যেন এই মতে আর নাহি চলে॥
ওহে ভাই যদি চাও নিজ উপকার।
অক্ষয়ের মতে তবে চলোনাক আর॥
শেষে তুমি চেলা হও মন করি কথা।
আগে গিয়ে দেখে এসো গুরুজীর দশা॥
সেই গুরু গুরু হয় গুরু বোধ যার।
গুরু নিজে লঘু হলে কিসে হবে ভার॥
"রাজসিক" এই ভোগ দিয়াছেন যিনি।
নানারূপে জ্ঞানময় দয়াময় তিনি॥
ইথে যদি না হইবে মঙ্গল তোমার।
জ্ঞানী লোকে করিত না বিধান প্রচার॥
যিনি সর্ব্বশিবময় সর্ব্বমূলাধার।
ভোগ পেয়ে কর তাঁর মহিমা প্রচার॥

কোন দিকে নাহি দেখি কিছুর অভাব।
সমুদয় সম্পাদন করিছে স্বভাব॥
সর্ব্বকালে ভবধব দীন-দয়াময়।
সমভাবে আমাদের আছেন সদয়॥
বিশেষে এ শীতকালে দয়া দেখ তাঁর।
করিলেন ধরণীরে শস্যের ভাণ্ডার॥
ফল মূল শস্য কত আমাদের দেশে।
আগে খাও পরমান্ন পরমান্ন শেষে॥
আস্বাদনে রসময়ী হইবে রসনা।
মন খুলে কর তাঁর মহিমা ঘোষণা॥
প্রণয়-পীযূষ তাঁর সুখে কর পান।
ভাবভরে উচ্চে স্বরে কর গুণগান॥
ডাকো তাঁরে কৃপাময় প্রাণনাথ বোলে।
কৃতজ্ঞতা-রসে যাও একেবারে গোলে॥

পৌষড়ার গীত

রাগিণী আড়ানাবাহার,—তাল আড়খেম্‌টা।

এবারে বছরকার দিন কপালে ভাই,
জুটলো নাক পুলি পিটে।
যে মাগ্‌গির বাজার, হাজার হাজার,
মোর্ত্তেছে লোক কপাল পিটে॥
ভাত না পেয়ে উদর ভোরে,
কত দুঃখী গেল মোরে,
চেলের বাজার সস্তা ক'রে,
দেয় না রাজা ঢেঁড়া পিটে॥
ঘরে হাঁড়ি ঠঠনাস্তি,
মশা মাছি ভনভনাস্তি,
শীতে শরীর কনকনাস্তি,
একটু কাপড় নাইক পিটে।
দারা পুত্র হন্‌হনাস্তি,
অস্তি-নাস্তি ন জানাস্তি,
দিবে রাত্রি খেতে চাস্তি,
আমি ব্যাটা মরি খেটে॥
আদ্‌পেটা ভাত কদিন খাবো,
দুদিনেই ত ম'রে যাবো,
পেটের জ্বালায় জ্বোলে বুঝি,
বেচতে হলো কোটা-ভিটে॥
ভিটে গেলে যথা তথা,
'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা',
রামপ্রসাদী গীত গেয়ে শেষ,
কাঁদতে হবে ব'সে ঘাটে॥
ফস্কে গেলো 'আস্কে' খাওয়া,
চেলের পানে যায় না চাওয়া,
তিল নারকেল তেলের দাওয়া,
টাকায় দুখান নাগরী চিটে॥
গিন্নী মাগীর বদন বাঁকা,
হাতে মাত্র দুগাছ শাঁকা,
সময়ে না পেলে টাকা,
কপাল ভাঙে আস্ত ইটে॥
রুক্ষ হাতে গিয়ে ঘরে,
কাছেতে দাঁড়ালে পরে,
'ড্যাক্‌রা বুড়ো ন্যাক্‌রা করিস্',
ব'লে দেবে খ্যাংরা পিটে॥

পৌষপার্ব্বণ গেলো শাদা,
হলো নাক বাঁউনি বাঁধা,
ঘরে ব'সে মিছে কাঁদা,
মলেই যাবে সকল মিটে ॥
যার কাছে যাই মাথা খোঁড়ে,
দুটো পয়সা নাহি জোড়ে,
পায়ে গেল জামড়ো পোড়ে,
বাড়ী বাড়ী হেঁটে হেঁটে ॥
জ্ঞাৎকুটুম্ব দুঃখে মরে,
চাল্ কোটা নাই কার ঘরে,
ঢেঁকির পাড়ে ঢেঁকি হয়ে,
মরে কেবল মাথা কুটে ॥
মেয়েগুলো বেঁধে খোঁপা,
তবু মুখে করে চোপা,
পুরুষগুলো তাদের কাছে,
পারে নাক কথায় এঁটে ॥
রান্নাঘরে কান্না হাঁটি,
তথাচ না বাক্যে আঁটি,
একেবারে হলেম মাটী,
কাঁদিয়ে দিলে কথার চোটে ॥
ভিক্ষে করি চুরি করি,
ঘাড়ে বোঝা বোয়ে মরি,
খাবার কুমীর কেবল তারা,
তাদের তো মা * * ॥
কাঁসারী পসারী কত,
ছুতোর ধোবা মামা যত,
ধোপা খাচ্ছে রাজার মত,
দিয়ে নূতন গুড়ের সিটে ॥
নিত্যি আনে নূতন কড়ি,
ভেট্‌কি মাছে কুমড়োবড়ি,
জাৎকুটুম্ব ছড়াছড়ি,
গড়াগড়ি দিচ্ছে গেটে ॥
তাজা ভাজাপুলি দিয়ে,
আয়েস পুরে পায়েস খেয়ে,
হেঁকুর হেঁকুর ঢেঁকুর তুলে,
শুচ্ছে সুখে ছাপর-খাটে ॥
জন্ম পেয়ে ভদ্রজেতে,
কার কাছে না পারি যেতে,
বিষ হারাণো ঢোঁড়ার মত,
অভিমানে মরি ফেটে ॥

পেট পুড়ে যায় অনাহারে,
ফুটে নাহি বলি কারে,
ধ্যান ক'রে সেই বিধাতারে,
লুকিয়ে কাঁদি এসে মাঠে ॥
মাঝে মাঝে উপবাসী,
পোড়ার মুখে তবু হাসি,
বেড়াই যেন খোদার খাসী,
দিবানিশি হাটে বাটে ॥
হাসিও পায় কান্না ধরে,
এবার ভাই অনেক ঘরে,
বৌ শাশুড়ী, ননদ্ ভেজের,
চুক্‌লি করা গেল উঠে ॥
পুবের বাড়ীর সেজোদাদা,
দুখান গয়না দিয়ে বাঁধা,
এনে দিলেন কিছু কিছু,
ধামা নিয়ে গিয়ে হাটে ॥
তাই দেখে "বৌ" রেগে মরে,
কোন কিছু থাক্‌লে ঘরে,
বেচে খেতেম বাঁধা দিতেম,
শোধ যেতো শেষ খেটে খুটে ॥
যাদের ঘরে লক্ষ্মী আছে,
বেড়িয়ে এলেম তাদের কাছে,
নানা মত গোড়ে তারা,
খাচ্চে সবাই বেঁটে চেটে ॥
মুখের পানে ছিলাম চেয়ে,
'দুখান একখান যাও না খেয়ে,'
একটিবারো এমন কথা,
বল্লে না কেউ মুখটি ফুটে।
হ'লে পরে মুচি হাড়ি,
গিয়ে যত বাবুর বাড়ী,
সাপুর সুপুর জুব্‌ড়ে দাড়ি,
মেরে দিতেম পাৎড়া চেটে ॥
বামুনবাড়ী গেলে পরে,
ডেকে না জিজ্ঞাসা করে,
সহর শুদ্ধ ঘরে ঘরে,
বেড়িয়ে এলেম ঘুঁটে ঘেঁটে।
পাতের এঁটো যাহা ছিল,
একটি বামুন দিয়েছিল,
ঘাঁটা ঘোঁটা কাঁটা চাটা,
খেয়ে গেল বমি উঠে ॥

ঠোঁটকাটা

ভদ্রকুলে জন্ম লই ভদ্র নই নিজে ॥
যবনের সম সদা জ্ঞান করি দ্বিজে ॥
ভদ্র কর্ম্ম কারে কহে কিছু নাহি জানি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্য পাপ কিছু নাহি মানি ॥
যেখানেতে বাস করি নিজ আড্ডা গেড়ে।
লজ্জা ভয়ে লজ্জা যায় সেই দেশ ছেড়ে ॥
বিচার না করি কভু মান অপমান।
সমাদর অনাদর সকল সমান ॥
পিপে শুদ্ধ পার ক'রে শুষে খাই রম।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম ॥
বাবা কিসে আমি কম্?
বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্ বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্।
এই দেখ বাজে বাবা ঝম্ ঝম্ ঝম্ ॥

ক্ষণমাত্র বিবাদ কলহ নাহি ছাড়ি।
করিয়াছি কারাগার শ্বশুরের বাড়ী ॥
ইয়ারের ভাবে যদি তুষ্ট রহে দেল।
তুল্যরূপে জ্ঞান করি স্বর্গ আর জেল ॥
কিছুকাল সাঁচাভাবে খাঁচায় রহিয়া।
জাহির করিব গুণ বাহির হইয়া ॥
আমার প্রতাপে ধরা হইবে অস্থির।
দেখা যাবে বীর হয় কত বড় বীর ॥
প্রকাশিব নিজ বিদ্যা মেরে এক দম।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম?
বাবা কিসে আমি কম?
বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্ বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্।
এই দেখ বাজে বাবা ঝম্ ঝম্ ঝম্ ॥

বয়স বাড়িছে যত পাকিতেছে কেশ।
ততই ধারণ করি নটবর বেশ ॥
গোডিম ভাঙ্গেনি যবে উঠে নাই গোঁপ।
তখন করেছি আমি পিতৃ-পিণ্ড লোপ ॥
শালগ্রাম ফেলে দিয়া বেশ্যা আনি ঘরে।
ভার্য্যা তারে রেঁধে দিয়া পদসেবা করে ॥
চক্ষে দেখে চুপ মেরে কাষ্ঠ হন বাবা।
গো টু হেল ওলড্ ফক্স ড্যাম ড্যাম হাবা ॥
আমার বুদ্ধির কেউ নাহি পায় ফম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম?
বাবা কিসে আমি কম?
বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্ বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্।
এই দেখ বাজে বাবা ঝম্ ঝম্ ঝম্ ॥

একে তো মোহনমূর্ত্তি মুখে মিষ্ট মধু।
দম দিয়া বার করি কত কুলবধূ ॥
দেশে দেশে মারিয়াছি বাহাদুরী ঢাক।
পরযাত্রা ভঙ্গ করি কেটে নিজ নাক ॥
তটস্থ সকল লোক দেখে মম ক্রিয়া।
গ্রামের ভিতরে চলি মধ্যভাগ দিয়া ॥
লাগে লাগে লাগে ফের লাগে লাগে লাগে।
শ্বশুরের বাড়ী থেকে ফিরে আসি আগে ॥
কত মিত্র ধরে মিত্র সব হবে গম।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম?
বাবা কিসে আমি কম?
বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্ বাজে ঝম্ ঝম্ ঝম্।
এই দেখ বাজে বাবা ঝম্ ঝম্ ঝম্ ॥

কানকাটা

বীরভাবে স্থিরচিত্ত নৃত্য করে বীর।
প্রেমভরে যুগল নয়নে ঝরে নীর ॥
বীরাসনে করে বীর মহিমা প্রকাশ।
টল টল ঢল ঢল খল খল হাস ॥
হেরিয়া ভক্তের ভঙ্গি ভয়ে কাঁপে যম।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম?
বাবা কিসে তুমি কম?
ফাইট লড়েগা ফের কম্ কম্ কম্ ॥
বাবা কম্ কম্ কম্ ॥

জারি ক'রে দিলে তুমি যত পরিচয়।
সে দফাতে কোন অংশে আমি কম নয় ॥
কত শত হাতী ঘোড়া গেল রসাতল।
ল্যাজ নেড়ে বলে ভ্যাড়া দেখ মোর বল!
আমার নিকটে তুই নাহি পাস্ ফম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম?
বাবা কিসে তুমি কম?
ফাইট লড়েগা ফের কম্ কম্ কম্।
বাবা কম্ কম্ কম্ ॥

বাহাদুরি দেখালাম এক চালি চেলে।
আমি আছি ঠিক ব'সে তুই গেলি জেলে॥
উপশক্তি-প্রসাদেতে উপশক্তি ধরি।
শক্তরূপে রক্ত খেয়ে নাশ করি অরি॥
বিপ্রের রুধির ভাবি ব্রাণ্ডী আর রম।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম?
বাবা কিসে তুমি কম?
ফাইট লড়েগা ফের কম্ কম্ কম্।
বাবা কম্ কম্ কম্॥

হাসাইলি সব লোক ডুবাইলি নাম।
জীবন বৃথায় তার বামা যারে বাম॥
নিরুপমা মনোরমা গুণধামা বামা।
হৃদয়ে বিরাজ করে তুল্য কেবা আমা?
জয় শব্দে বাজে ভেরী ভম্ ভম্ ভম্।
লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম?
বাবা কিসে তুমি কম।
ফাইট লড়েগা ফের কম্ কম্ কম্।
বাবা কম্ কম্ কম্॥

তোষামুদে

তোষামুদে যারা তারা সবাই অসার।
কেবল বেড়ায় খুঁজে আপন সুসার॥
তুড়ি মারে টপ্পা গায় টাকা ভেবে সার।
বয়ে মরে রাশি রাশি 'যে আজ্ঞার' ভার॥
মূলেতে নিপাত করে পেলে পরে চারা।
বাবুরূপ বৃক্ষের বাঁদুরে গাছ তারা॥
কিসে ভাল কিসে মন্দ নাহি জানে কিছু।
জেলের হাঁড়ির মত ফেরে পিছু পিছু॥
বাগানেতে শশা তোলে পাড়ে পিচ নীচু।
কথায় কথায় কহে জল উঁচু নীচু॥
তখন সেরূপ করে বুঝে অভিপ্রায়।
বাবুজী বলেন যাহা তাহে দেয় সায়॥
যগ্যপি বলেন বাবু 'কেমন গোবিন।
মানুষটি ভাল নয় বামুন নবীন?'
গোবিন বলেন 'বাবু তাই বটে বটে।
গুণজ্ঞান কিছু নাই সে বেটার ঘটে॥
ফোতোজারী করে সেটা মিছে ঘুরে মরে।
বাহিরেতে কোচা লম্বা অষ্টরম্ভা ঘরে॥
আপনি আসিতে দেন কে করিবে মানা।
চিরকেলে পাজি তারা সব আছে জানা॥'
গোবিনের কথা শুনি শ্রীযুত তখন।
ভঙ্গিমা করিয়া যদি বলেন এমন॥
'গোবিন্দ কি শুন নাই এরূপ প্রকার।
নবীন বনেদী লোক বিস্ত। আছে তার॥
কহিতে বলিতে ভাল অতি সুভাজন।
আচার-ব্যাভার সব হিন্দুর মতন॥'
গোবিন কহেন শুনে 'হাঁ হাঁ মহাশয়।
বাবু যাহা কহিলেন সত্য সমুদয়॥
চিরকাল মান্য তারা সকলের কাছে।
পাকা ঘর পাকা বাড়ী ধন ভাল আছে॥
যেমন স্বরূপ নিজে গুণ সেইমত।
পারসী ইংরাজী জানে শাস্ত্র জানে কত॥
গোষ্ঠীপতি বটে তারা গাঁয়ের প্রধান।
অকাতরে যারে তারে অন্ন করে দান॥
নবীনের বাড়ী আমি যে সময়ে যাই।
ননী ক্ষীর ছানা কত পেট ভোরে খাই॥'
বাবু কন 'গোবিন এসেছে এক খোঁড়া।
দুই হাত উঁচু তার সঙ্গে এক ঘোড়া॥'
গোবিন কহেন 'বটে দেখিয়াছি তারে।
সে ঘোড়া আকাশে নাকি উড়ে যেতে পারে॥
পাছে নাহি দয়া হয় হতেছে ভাবনা।
আমি কি তাহাতে বাবু চড়িতে পাব না?'
এইরূপ যত আছে তোষামুদে-দল।
বাবু কাবু করিবারে করে যত ছল॥
সাক্ষাৎ না করে কেহ সত্যের সহিত।
অধর্ম্মের চর হয়ে করয়ে অহিত॥

বুড়াশিবের স্তুতি

(মার্শম্যান সাহেবকে বিদায়)

বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম বব বম্ বম্ বম্॥

শ্রীধাম শ্রীরামপুর কৈলাস-শিখর।
বিশ্বমাঝে অপরূপ দৃশ্য মনোহর॥
কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত তুমি বুড়া-শিব।
তথায় বিরাজ করি ত্বরাতেছে জীব॥
শুভ্রদেহ ভূতনাথ ভোলা মহেশ্বর।
গঙ্গার তরঙ্গ তব মাথার উপর॥
কথনো প্রখর বেগ কভু থম্ থম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বৃষভে আরোহণ।
অহঙ্কার অলঙ্কার ভুজঙ্গ-ভূষণ॥
পক্ষপাত হাড়মালা সদা সুশোভন।
মিথ্যা ছল তোষামোদী ত্রিশূল ধারণ॥
ধূমপান ছল তব কাগজের কল।
উর্দ্ধভাগে ধক্ ধক্ জ্বলিছে অনল॥
দমে দমে দমবাজী নাহি থাও দম।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥

টাউন্সেণ্ড রবার্টসন নন্দী ভৃঙ্গী দুটো।
নিয়ত নিকটে আছে দাঁতে করি কুটো॥
ছাই-ভস্ম-বিভূষিত এঁটোকাঁটা থায়।
গালবাদ্য করি সদা বগল বাজায়॥
ডেবিল দুপাশে তারা টেবিল ধরিয়া।
এবিল হতেছে সুখে তোমারে স্মরিয়া॥
কাজ ভাল লাজহীন রাজ-প্রিয়তম।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥

লাঞ্ছনার বাঘছাল বঞ্চনার ঝুলী।
একমুখে পঞ্চানন সাধে বলি শূলী॥
তিরস্কার পুরস্কার অতুল বিভব।
নিজ নিন্দা শ্রবণেতে হয়ে থাক শব॥

কালীরূপে কালী তব হৃদয়ে বিহরে।
সৃষ্টির মড়ার কাঁথা জমা আছে ঘরে॥
ত্রিভুবন জয় করে তব পরাক্রম।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥

কাউন্সিল কোচের গৃহে বড় সমাদর।
অনুরক্ত ভক্ত তব যত গবানর॥
সিবিল শৈবের দল স্তব পাঠ করে॥
হরে হরে বাবাজান বাবাজান হরে॥
ষোড়শোপচারে পূজা ভক্তে করে যোগ।
মন্দিরে বসিয়ে সুখে থাও রাজভোগ।
তোমার গুণের কেহ নাহি পায় ফম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥

ধর্ম্মতলা ধর্ম্মহীন গোহত্যার ধাম।
ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সেরূপ তব নাম॥
বিশেষ মহিমা আমি কি কহিব আর।
ফ্রেণ্ড হয়ে ফ্রেণ্ডের থেয়েছ তুমি আর॥
কত ভাব ধর তুমি কত ভাব ধর।
রাজায় করিলে থুন গুণ গান কর॥
ভ্রমিতে অন্যায় পথে কিছু নাহি ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥

কালো তুমি শাদা কর শাদা কর কালো।
আলো কর অন্ধকারে অন্ধকারে আলো॥
স্থলেরে আকাশ কর আকাশেরে স্থল।
জলেরে অনল কর অনলেরে জল॥
কাঁচারে বানাও পাকা পাকা কর কাঁচা।
সাঁচারে বানাও ঝুটো ঝুটো কর সাঁচা॥
কাঙ্গালীর দুঃথদাতা বাঙ্গালীর যম।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?

বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
শুনিতেছি বাবাজান এই তব পণ।
সাক্ষ্য দিতে করিতেছ বিলাতে গমন॥
যোড়-করে পশুপতি করি নিবেদন।
সেখানে করো না গিয়ে প্রজার পীড়ন॥
ভূত প্রেত সঙ্গীগুলি সঙ্গে লয়ে যাও।
এখানে বসিয়া কেন মাথা আর খাও?
বাজাই বিদায়ী-বাদ্য টম্ টম্ টম্॥
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙ্গে বম্ বম্ বম্।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্॥

অনাচার

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব॥
এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট গোল্লাভোগ দিয়া॥
আর দিকে মোল্লা বসে মুর্গী মাস নিয়া॥
এক দিকে কোশাকুশী আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে ডেবিল খায় খানা॥
ভূতের সংসারে এই হয়েছে অদ্ভুত।
বুড়া পূজে ভূতনাথ ছোঁড়া পূজে ভূত॥
পিতা দেয় গলে সূত্র পুত্র ফেলে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে॥
বৃদ্ধ ধরে পশুভাব জন্তুভাব শিশু।
বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ ছোঁড়া বলে যিশু॥
হাসি পায় কান্না আসে কব আর কাকে?
যার যায় হিঁদুয়ানী আর নাহি থাকে॥
ওহে কাল কালরূপ করালবদন।
তোমার বদনযুক্ত মরালবাহন॥
দেব দেবী কত তুমি করিয়া সংহার।
ভারতের স্বাধীনতা করিলে আহার॥
কিছু বুঝি নাহি পাও চারিদিক্ চেয়ে।
এখন ভরাবে পেট হিন্দুধর্ম্ম খেয়ে?
দোহাই দোহাই কাল শান্তিগুণ ধর।
উঠ উঠ পান লও আচমন কর॥

রসাত্মক কবিতা

প্রেম-নৈরাশ্য

যার তরে আকিঞ্চন, করিয়া কাতর মন,
এ অবধি না হইল স্থির।
তাহারে এখনো আর, আশা আছে পাইবার,
আরে মুগ্ধ মানস অধীর॥
পূর্ব্বে যদি দৈবাধীন, দেখা হতো কোন দিন,
উভয়ের হাসিত নয়ন।
এখন হইলে দেখা, নাহি পূর্ব্ব-প্রেমরেখা,
হেঁট করি বিনোদ বদন॥
হেরে সে বিমল মুখ, নয়নে উপজে সুখ,
যথা নিশা চাঁদের উদয়ে।
সে সুখদ শশধর, সশঙ্কিত নিরন্তর,
গুরুপরিবাদ-রাহুভয়ে॥
হবে না হবার নয়, মনেতে নিশ্চয় হয়,
তবে কেন মিছে আশা-ভ্রমে।
অধীর মানস মম, হয়েছে বধির সম,
প্রবোধ মানে না কোন ক্রমে॥

প্রেম

যথার্থ প্রেমের পথে পথিক যে জন।
নির্ম্মল জলের প্রায় স্নিগ্ধ তার মন॥
শুদ্ধভাবে থাকে শুদ্ধ আপনার ভাবে।
প্রিয়জনে প্রিয়-ভাবে আপনার ভাবে॥
সরল স্বভাবে পায় সন্তোষের সুখ।
ভ্রমে কভু নাহি দেখে ছলনার মুখ॥
রসের বৃক্ষের সেই পরিপূর্ণ রসে।
ভুবন ভুলায় নিজ প্রণয়ের বশে॥
ভাব-তুলি স্নেহে তুলি রঙ্গে রঙ্গ ঘটে।
চিত্ররূপ চিত্র করে হৃদয়ের পটে॥
সুখময় শুকপক্ষী ভাল ভালবাসা॥
মানস-বৃক্ষেতে তার মনোহর বাসা॥
প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ অনুরাগ ফলে।
পড়া-পাখী না পড়াতে কত বুলি বলে॥
আঁখির উপরে পাখী পালক নাচায়।
প্রতিপক্ষ প্রতি পক্ষ বিপক্ষ নাচায়॥
প্রেমের বিহঙ্গ সেই ভালবাসি মনে।
আদরে পুষেছি তারে হৃদয়-সদনে॥
পোষমানা পড়া-পাখী দরিদ্রের ধন।
সাবধানে রাখি কত করিয়া যতন॥
পোড়া লোকে পাপচক্ষে দৃষ্টি করে তারে।
আর আমি কোনমতে দেখাব না কারে॥

প্রণয়ের প্রথম চুম্বন

প্রণয়-সুখের সার প্রথম চুম্বন।
অপার আনন্দপ্রদ প্রেমিকের ধন॥
আছে বটে অমৃত অমরাবতী-পুরে।
প্রমোদিত করে যাহে যত সব সুরে॥
উথলয় সুখসিন্ধু পানে এক বিন্দু।
যার আশে গ্রাসে রাহু পূর্ণিমার ইন্দু॥
সে সুধার ক্ষুধামাত্র নাহি একক্ষণ।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥

অসুরের প্রিয় পেয় সুধারসমাত্র।
রসনা সরস গাত্র পরশিলে পাত্র॥
যার লাগি হলো ধ্বংস যদুবংশগণ।
স্বভাবে অভাব সদা রেবতীরমণ॥
অদ্যাবধি মদ্যপাত্র পানীয়-প্রধান।
বিজ্ঞজন-খাদ্যমাঝে সদা বিদ্যমান॥
এমন মধুরা সুরা নাহি চায় মন।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন॥

অমল কমল সম কবিতার শোভা।
ভাবুকের মন তাহে মত্ত মধুলোভা॥

দুগ্ধপানে মুগ্ধ যথা ভাবুকের মন।
কবিতায় তৃপ্ত তথা হয় সর্ব্বজন ॥
যাহার প্রসাদে পরিহত পুত্রশোক।
পুলক-আলোক পায় ভাগ্যহীন লোক ॥
হেন কবিতার শক্তি নাহি প্রয়োজন।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন ॥

গলকুণ্ড দেশে আছে হীরক-আকর।
রজত-কাঞ্চনময় সুমেরু-শেখর ॥
নানা-রত্ন-পরিপূর্ণ রত্নাকর জলে।
গজমুক্তা মূল্যযুক্তা অনেক সিংহলে ॥
কুবের লইয়া যদি এই সমুদয়।
আমারে প্রদান করে হইয়া সদয় ॥
ক্ষেপণ করিব দূরে প্রহারি চরণ।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন ॥

তন্ত্র মন্ত্র পুরাণাদি সর্ব্বশাস্ত্রে শুনি।
পুনঃ পুনঃ এই বাক্যে কহে যত মুনি ॥
ইহধরা দুখভরা অসার সংসার।
নহেক তিলেক সুখ সুধার সঞ্চার ॥
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম এই স্থলে ঘটে ॥
নতুবা অযুক্তি হেন কি কারণ ঘটে ॥
দেখাইব কত সুখ এ তিন ভুবন।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন ॥

নয়নে নিরখি প্রকটিত পদ্মবন।
সুমধুর গীতশ্রুতি করয়ে শ্রবণ ॥
হৃদয়ে আনন্দ-প্রভা হয় সন্দীপন।
সহস্র সহস্র সুখ প্রাপ্ত হয় মন ॥
রসনায় রসবারি খরস্রোতে বয়।
শিহরে সর্ব্বাঙ্গ ভঙ্গ দেয় লজ্জাভয় ॥
এইরূপ স্বর্গভোগ লভি সর্ব্বক্ষণ।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন ॥

প্রণয়

বহুদিন যার লাগি, হয়ে প্রেম অনুরাগী,
আশাপথে আশা ছিল একা।
সদয় হইয়া বিধি, দিয়াছেন সেই নিধি,
গোপনে পেয়েছি তার দেখা ॥

নটবর নবরঙ্গী, মনোহর ভাব-ভঙ্গী,
সঙ্গে তার সঙ্গী নাই কেহ।
স্বভাবে স্বভাববশে, যশোযুক্ত নিজ যশে,
স্নেহরসে পরিপূর্ণ দেহ ॥
ভাবের করিয়া সৃষ্টি, প্রতিবাক্যে প্রীতি বৃষ্টি,
দৃষ্টিমেঘে দামিনী ঝলকে।
কিছু তার নহে বাঁকা, লজ্জার বসনে ঢাকা,
নয়নের পলকে পলকে ॥
বিম্বাধরে সুধা ক্ষরে, প্রেমিকের ক্ষুধা হরে,
বাক্য শুনি ভ্রান্ত হয়ে মনে ॥
পিকবর মধুকর, শুনে স্বর জরজর,
নিরন্তর ভ্রমে বনে বনে ॥
মনে মনে এই চাই, কোনখানে নাহি যাই,
ক্ষণমাত্র তার সঙ্গ ছেড়ে
প্রেমভাবে কাছে এসে, ঈষৎ কটাক্ষে হেসে,
একেবারে প্রাণ নিলে কেড়ে ॥
থেকে থেকে আড়ে আড়ে, আড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে,
ভাব দেখি ত্রিভুবন ভোলে।
চক্ষে শোভা নাহি তুল, অর্দ্ধফোটা পদ্ম-ফুল,
পবনহিল্লোলে যেন দোলে ॥
তুলনা তুল না তার, তুলনা কি আছে আর,
সে রূপের নাহি অনুরূপ।
হাস্যভরা আস্যখানি, গলিত অমৃতবাণী,
ললিত লাবণ্য অপরূপ ॥
কলেবর কমনীয়, নহে কাল গণনীয়,
রতির সে রমণীয় নয়।
ভাবে সব ভাবে স্বীয়, স্বভাবে স্বভাবপ্রিয়,
প্রিয় হেরে প্রিয়মান রয় ॥
অনুরাগ অভিপ্রায়, স্থিররূপে দীপ্তি পায়,
আশা চায় উভয়ের আশা।
দয়া প্রেম সরলতা, এক ঠাঁই যুক্ত তথা,
হৃদয়েতে মাধুর্য্যের বাসা ॥
বুঝে সব অভিমত, মনোমত কত মত,
মনোভাব ব্যক্ত করি মুখে।
বিপক্ষেরে দুষিয়াছে, শোকসিন্ধু শুষিয়াছে,
তুষিয়াছে সন্তোষের সুখে ॥
আগে মন ছলিয়াছে, শেষে সত্য বলিয়াছে,
গলিয়াছে স্নেহ-রস নিয়া।
মম ভাবে কাঁদিয়াছে, কত ছাঁদ ছাঁদিয়াছে,
বাঁধিয়াছে প্রেম-ডুরি দিয়া ॥

দেখিয়াছি যতক্ষণ, কত সুখ ততক্ষণ,
প্রণয়ের নানা ফাঁদ ফেঁদে।
এখন নাহিক দেখে, কি ফল জীবন রেখে,
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কেঁদে ॥
আমারে বিনয় করি, দুটি হাতে হাতে ধরি,
দেখা যায় ওই যায় চলে।
রাহু তার বাক্য আসি, ধৈর্য্যশশী গেল গ্রাসি,
হাসি হাসি আসি আসি বলে ॥
হাসি হাসি আসি বোলে, শুনে ভাসি আঁখি জলে,
এসো এসো কোন্ মুখে বলি।
নিষেধ করিব উঠে, দেখে নাহি মুখে ফোটে,
মনের আগুনে শুদ্ধ জ্বলি ॥
তদবধি আমি নই, আমি আর কারে কই,
আমি আমি কব আর কারে?
সে যদি আমার হয়, আমারে আমার কয়,
আমার কহিব আমি তারে॥
সে দিন পাইব কবে, কবে বা মঙ্গল হবে,
অমঙ্গল কপালে আমার।
উদ্দেশে ঔদাস্য লয়ে, চাতকের মত হয়ে,
আশাপথ চেয়ে আছি তার ॥
সে যখন মনে জাগে, কিছু নাহি ভাল লাগে,
ভাবি শুদ্ধ বিরলেতে বসি।
স্থির নাহি ক্ষণমাত্র, চিন্তাপূর্ণ চিত্ত-পাত্র,
গাত্র হতে অস্থি পড়ে খসি ॥
সে যদি প্রেমিক হয়, প্রেমের দরদ লয়,
দেখে যাবে কিরূপেতে থাকি।
এবার পাইলে দেখা, সুখের না হবে লেখা,
দেখা দিয়া একা কোরে রাখি ॥

প্রণয়ের আশা

কত আর রব তার আসা আশা লয়ে?
দিন দিন তনু ক্ষীণ প্রেমাধীন হয়ে ॥
সদা যার স্নেহভার শিরে মরি বয়ে।
আমারে কি ভুলিবে সে মিছে কথা কয়ে?
একাকী রোদন করি এক স্থানে রয়ে।
বিরহ-যাতনা আর রব কত সয়ে?
বুঝি তার আশাপথে পরিপূর্ণ সুখ।
কখনো জানে না মনে নিরাশার দুখ ॥
এমন না হ'লে পরে দেখা দিত ফিরে।
আমারে ভাসাবে কেন নিরাশার নীরে?
প্রণয়ের লক্ষ্য সেই করে যার আশা।
সে বুঝি দিয়েছে তারে হৃদয়েতে বাসা ॥
আশা দিয়ে বাসা দিয়ে রাখিয়াছে বেঁধে।
আমায় ভাবিয়া এবে বৃথা মরি কেঁদে ॥
বুঝে না অবোধ মন প্রবোধ না মানে।
আমার বলিয়া তারে নিতান্ত সে জানে ॥
সবে তাঁর এক মন এক ঠাঁই বাঁধা।
ভ্রমেতে আমার মনে লাগিয়াছে ধাঁধা ॥
হোক্ হোক্ তার হোক্ সুখী আমি তাতে।
আমারে ফেলিল কেন নিরাশার হাতে ॥
যদি না আসিবে সেই বাঁধা প্রেম ছেড়ে।
ছলেতে আমার মন কেন নিলে কেড়ে?
যখন বিরলে সেই ব'সে রবে একা।
এই কথা বলো তারে হ'লে পরে দেখা ॥
বিধিমতে তোমার মঙ্গল যেন হয়।
মঙ্গল তোমার পক্ষে এ পক্ষে তো নয় ॥
ইঙ্গিতে বলিবে সব যে সুখেতে আছি।
ছাড়া হয়ে কাড়া মন ফিরে পেলে বাঁচি ॥
বুঝায়ে বলিও তারে অতি ধীরে ধীরে।
একবার দেখা দিয়ে মন দেয় ফিরে ॥

যৌবন

সিঞ্চিয়া অমৃত-নিধি, জীবে দান দিল বিধি,
নিরুপম যৌবন যৌতুক।
যে রতন হারাইলে, কোটি কল্পে নাহি মিলে,
কালকূট কালের কৌতুক ॥
জিনিয়া স্যমন্ত-মণি, যৌবন রতন গণি,
তরণী তুলিতে তেজ যার।
খরতর কর ভরে, হৃদয়-রাজীববরে,
ফুলকরে হরে অন্ধকার ॥
আনন্দ সুন্দর গন্ধ, রস তায় মকরন্দ,
টলটল করে নিরন্তর।
বিবিধ প্রবন্ধে তায়, কেলি করে ফুল্লকায়
রস খায় মন-মধুকর ॥

নৃত্য নবরস-রঙ্গে, নিত্য নবরসে মজে,
নৃত্য করে পশিয়া নীরজে।
কভু পরিহাস লাস্য, হাস্যে বিকসিত আস্য,
প্রতি অঙ্গে আনন্দ উপজে॥
কখন করুণ-রসে, নয়ন নীরদ রসে,
হরিষে বরিষে বারিধারা।
সেই ধারা তারাকারা, শীতল যাহার ধারা,
ধরা তাপহরা যেন ধারা॥
কখন ঘৃণার বশে বিফল বীভৎস রসে,
মানসের শশ প্রায় গতি।
দাবানলে দগ্ধ বন, কুসঙ্গে কুরঙ্গ মন,
চপল চপলা সম অতি॥
প্রণয় পরম রঙ্গ, তাহে হ'লে আশা ভঙ্গ,
প্রবৃত্তি পিপাসা পরিশেষে।
ভালবাসা ভালবাসা, তাহে পেয়ে ভালবাসা,
আনন্দের নাহি থাকে শেষ॥
হুতাশে হতাশ বাড়ে. বিলাপে প্রলাপ পাড়ে,
শোচনা প্রেমিক-মন ঘেরে।
শান্তি নাহি হয় হত, ভ্রান্তিভারে অবিরত,
সকল স্বপন সম হেরে॥
পরেতে প্রবোধ লয়ে, প্রণয়ে বিরাগী হয়ে,
অন্যরূপ ভাব-পথে ধায়।
প্রণয়ের হতাদর, নিরখিয়া নিরন্তর,
ক্রমে ক্রমে যৌবন পলায়॥
হেরিয়া যৌবন অস্ত, মন সদা দুঃখগ্রস্ত,
নিরন্তর আনন্দ-বিহীন।
ক্ষুধায় ভ্রমরা ক্ষুণ্ণ, শতদল শোভাশূন্য,
প্রদোষের প্রমাদে মলিন॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন।

বৃন্দাবন হরি হরি দ্বারকায় আসি।
সুখের সম্ভোগ ভোগ সিংহাসনবাসী॥
শর্ব্বরীতে স্বপ্নযোগ সুখদ শয়নে।
ব্রজের মধুর ভাব পড়িয়াছে মনে॥
বিষম ব্যাকুল মন করেন রোদন।
কোথা গিরি গোবর্দ্ধন কোথা কুঞ্জবন॥
কোথা কদম্বের তরু কোথা বংশীবট।
কোথা শ্রীগোকুল কোথা কালিন্দীর তট॥
কোথায় এখন সেই মোহন মুরলী।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী॥

কদম্ব-কুসুম-অণু তনু অনুরাগে।
পূর্ব্বভাবে নব ভাব ভাল নাহি লাগে॥
কেন বা এলেম আমি যমুনার পার।
সম্পদ হইল সব বিপদ আমার॥
পিয়ালী শ্যামলী আদি কাছে কাছে রাখি।
আবা আবা ধবলী ধবলী বোলে ডাকি॥
ধীরি ধীরি ফিরি গিরি গহনের গোঠে।
বেণু-রবে ধেনু সবে পাছে পাছে ছোটে॥
তৃণ পত্র খেয়ে সদা নাচে কুতূহলী।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী॥

কত দিন বিনোদ বিরলবনে যাই।
পিয়ালী শ্যামলী আদি দেখিতে না পাই॥
সঙ্কেতে না বাজাতেম মধুর মুরলী।
তথাচ আসিত ছুটে সাধের ধবলী॥
দিতেম সুখের সহ মুখের অদন॥
নাচিয়া খাইত কত নাড়িয়া বদন॥
নিরবধি নীরদ নয়নে নীরধারা।
এমন ধবলী আমি হইলাম হারা॥
ব্রজের রাখাল আমি রাখালের দাস।
কোন্ কার্য্যে কোন্ রাজ্যে ভ্রমে করি বাস॥
কোথায় প্রাণের ভাই শ্রীদাম সুবল।
ক্ষুধায় সুধায় বনে দেয় অন্ন জল॥
হারে রে রে রব শুনে হই জ্ঞানহত।
মুখের উচ্ছিষ্ট খেতে মিষ্ট লাগে কত॥
পরস্পর সখ্যভাব সরস অন্তরে।
দিবানিশি সুখে ভাসি রস-রত্নাকরে॥
ভুলিতে কি পারি কভু ব্রজের রাখালী।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী॥

বিষাদে বিদরে বুক খেদে প্রাণ কাঁদে॥
কোথা মম প্রেমময়ী প্রাণেশ্বরী রাধে॥
এখন সে চারুচূড়া নাহি আর মাথে।
সুধামাখা রাধা নাম লেখা আছে যাতে॥
ব্রজে যার প্রেমডোরে সদা হয়ে বাঁধা।
বয়েছি মস্তকে সুখে শ্রীনন্দের বাধা॥
যার নামে শরীরে মাখিয়া ভস্মরাশি।
হইলাম কাশীবাসী ভিখারী সন্ন্যাসী॥

পদে লিখে কৃষ্ণ নাম করেছি কোটালী।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী॥

মধুর শ্রীবৃন্দাবনে সুখ অহরহ।
কতই মধুর ভাব গোপিকার সহ॥
বাজাইয়া বাঁশী হাসি আসি কুঞ্জবনে।
নিত্য রস-রাসলীলা রস-আলাপনে॥
কোথা রাসময়ী রাধা রসিকা রমণী।
মানসী মহিষী শশী মম শিরোমণি॥
কোথায় বিশাখা বৃন্দা কোথা চন্দ্রাবলী।
হায় হায় কোথা মোর শ্যামলী ধবলী॥

কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা

হে নটবর সর হে সর।
ছি ছি কি কর বসন ধর॥
আমি অবলা গোপের বালা।
হলো কি জ্বালা ছুঁয়ো না কালা॥
করিলে ভারী বিষম জারী।
নয়ন ঠারি বধিছ নারী॥
তুমি হে শঠ দারুণ নট।
কুরব রট রসিক বট॥
কি হাস হাস কি ভাব ভাষ।
লাজ না বাস ভাব প্রকাশ॥
গোপী-সমাজে ব্রজের মাঝে।
এমন কাজে মরি হে লাজে॥
আসিয়া জলে হৃদয় জ্বলে।
কপাল-ফলে কি ফল ফলে॥
চল হে চল লইব জল।
কি ছল ছল কি বল বল॥
আমি হে সতী নব যুবতী।
আয়ান পতি দুর্জ্জন অতি॥
না জানে প্রেম মনের ভ্রম।
ননদী মম সাপিনী সম॥
ননদী-ডরে শরীর জরে।
থাকিতে ঘরে পাগল করে॥
সরল নহে স্বভাবে রহে।
কুকথা কহে জীবন দহে॥
আপন বলে কুপথে চলে।
কথার ছলে অসতী বলে॥
বাঁকা ত্রিভঙ্গ কর কি রঙ্গ।
ছাড় হে সঙ্গ ধরো না অঙ্গ॥
তব বচনে প্রেম-রচনে।
গোপিনীগণে হাসিছে মনে॥
মিনতি করি চরণে ধরি।
কি কর হরি সরমে মরি॥
পাপ আয়ানে শুনিলে কানে।
গঞ্জনা-বাণে বধিবে প্রাণে॥
তুমি গোপাল পাল গো-পাল।
প্রণয় আলো কেন হে জ্বাল॥
গোকুলে থাক গোধন রাখ।
কি হাঁক হাঁক কেন হে ডাক॥
সুখ-আধার প্রেম ব্যাভার।
কি ধার ধার কি জান তার?
বংশীর ধ্বনি যেন হে ফণী।
আমি রমণী প্রমাদ গণি॥
নিদয় বাঁশী হৃদয়-ফাঁসী।
করে উদাসী ছুটিয়া আসি॥

সখীর প্রতি রাধিকা

নিরুপম অপরূপ, নিবিড় নীরদ রূপ,
নিয়ত নিরখি সখি নয়ন নিকটে গো।
লোকে বলে কালো, আমি বলি ভালো,
করিয়া অন্তর আলো পীরিতি প্রকটে গো॥
সখি যবে যাই জলে, শ্রীকৃষ্ণ কদম্বতলে,
কত ছলে কত বলে যমুনারি তটে গো।
শ্যামচাঁদ নবঘন, আমার চাতক মন,
যদি করে বরিষণ তবে সুখ বটে গো॥
এ কি জ্বালা আমি বালা, ভাবিলে চিকণ কালা,
ফুটিলে কণ্টকমালা বদন বিকটে গো।
ভয় করি প্রতিক্ষণ, প্রতিকূল পরিজন,
শ্যামের সরল মন ভাঙ্গে পাছে শঠে গো,
পড়েছি প্রণয়ফাঁদে, দিবানিশি প্রাণ কাঁদে,
না হেরিলে কালাচাঁদে কত জ্বালা ঘটে গো॥
মরি কিবা ভঙ্গী বাঁকা, চূড়াতে ময়ূরপাখা,
বাঁশীতে অমৃতমাখা রাধানাম রটে গো॥
আমি হে গোপের বধূ, বচনে নাহিক মধু,
রসিক নাগর বঁধু পাছে সই চটে গো।

ফলে এই অনুপম, পুরুষ পরশ সম,
পরশে হইবে সোনা বটে কি না বটে গো ॥
ভালবাসে যেবা যাকে, যতনে গোপনে রাখে,
মহাদেব মন্দাকিনী ধরিয়াছে জটে গো।
আর কি শ্যামেরে ভুলি, তুলিয়া প্রণয়-তূলী,
লিখিয়াছি কালোরূপ মম মনপাটে গো ॥

মানভঞ্জন

মাধবী-নিশীথকালে যুবক যুবতী।
উপবনে উপনীত হরষিত অতি ॥
পবিত্র গগনক্ষেত্রে শোভা সুবিমল।
সুচারু শশীর কর করে ঝলমল ॥
হইয়াছে সরোবর শোভার ভাণ্ডার।
গন্ধবহ কুমুদের বহে গন্ধভার ॥
বনে বনে করিতেছে বাস বিতরণ।
রজনীগন্ধের গন্ধে আমোদিত মন ॥
কামিনীর সুবাসে কামিনীমন হরে।
কামিনী কামিনী আশা আপনিই করে ॥
উভয় উভয় কর করি প্রসারণ।
হরিছে মনের দুখ করিছে ভ্রমণ ॥
ইচ্ছামতে করে গতি যথায় তথায়।
রজনী হইল শেষ কথায় কথায় ॥
উঠিয়াছে সুখতারা তারার মণ্ডলে।
বিধু করি মৃদুকর অস্তাচলে চলে ॥
পাখীতে প্রভাতী গায় সুললিত রবে।
সে রবে কে রবে স্থির ব্যাকুলিত সবে ॥
প্রিয় কহে প্রেয়সি কি কব হায় হায়।
এমন সুখের নিশি বিফলে পোহায় ॥
নিশি কিছু হয় নাই একেবারে শেষ।
এখনো পূরাতে পারি মনের আবেশ ॥
কুলবান কহে চল চারু তরুমূলে।
কুলবতী বলে বসি কূলবতী-কূলে ॥
উভয় বিবাদে নাই শালিসী তথায়।
দম্পতি-কলহ বাড়ে কথায় কথায় ॥
কুলবতী কূলবতী-কূলেতে বসিয়া।
রহিল পতির প্রতি মানিনী হইয়া ॥
বসনে বদন ঢাকি হেঁট হয়ে রয়।
কত সাধে সাধে তারে কথা নাহি কয় ॥
কান্তার দারুণ মান কান্তারে আসিয়া।
কাতরে কহিছে কান্ত কথা কও প্রিয়া ॥
একান্তে এ কান্তে কহে পরিহর রোষ।
ক'রে থাকি অপরাধ ক্ষমা কর দোষ ॥
কত কহে কত সাধে নাহি হয় ভঙ্গ।
ক্রমে আরো বাড়িতেছে মানের তরঙ্গ ॥
প্রণয়ী প্রণয়ভাবে নাহি পেয়ে মান।
বিবিধ কৌশল ছলে ভাঙ্গিতেছে মান ॥

দম্পতী দেখিয়া বনে, সম্প্রীতি পাইয়া মনে,
বিহঙ্গ কি রঙ্গরস করে।
শুন শুন শুন ধনি, কেমন সুখের ধ্বনি,
ভাষিতেছে সুমধুর স্বরে ॥
মধু পেয়ে মধুফুলে, মধু খেয়ে মন খুলে,
মধুরবে করে এই গান।
মধুর মধুর কাল, মধুর প্রণয় ভাল,
বধুমুখে মধু কর পান ॥
বধু নিজবঁধু লও, মধুরসে কথা কও,
বঁধু-মুখে মধু কর পান।
দুই দেহ এক হয়ে, এক ভাবে ভাবে রয়ে,
এক প্রাণে রাখ দুই প্রাণ ॥
তোমায় আমায় দেখে, গাছের উপরে থেকে,
সঙ্কেত করিছে কত ছলে।
"গৃহস্থের খোকা হোক্, গৃহস্থের খোকা হোক্,
গৃহস্থের খোকা হোক্" ব'লে ॥
মান কর তুমি যত, কাতর হতেছে তত,
তার মনে বিলম্ব না সয়।
"গৃহস্থের খোকা হোক্, গৃহস্থের খোকা হোক্,
গৃহস্থের খোকা হোক্" কয় ॥
বসনে বদন ঢাকি, মুদিয়াছ দুই আঁখি,
পাখীর মনেতে তাই ধোঁকা।
মানে হয়ে হেঁটমুখী, তুমি যদি হও খুকী,
কেমনে হইবে তবে খোকা ॥
কেমনে পাখীর বোধ, ছাড় ছাড় ছাড় ক্রোধ,
অনুরোধ রাখ তুমি তার।
বলে পাখী "খোকা হোক্, খোকা হোক্ খোকা হোক্",
তুমি তো সে খোকার আধার ॥
তুমি লো গৃহিণী হয়ে, গৃহস্থের গৃহে রয়ে,
কুলকর্মে প্রতিকূল ভাব।
কুলবতী নাম লও, কুলে অনুকূল নও,
সমুদয় স্বভাবে অভাব ॥

অদূরে উদয় রবি, এখনি উঠিবে ছবি,
শশী করে স্বস্থানে প্রয়াণ ॥
উপবনে উপবাসে, প্রাণ যায় উপবাসে,
প্রেমসুধা না করিলে দান ॥
স্বামিনী থাকিতে হায়, যামিনী বিফলে যায়,
কামিনী কোমল কেবা কহে ।
নিদয় হৃদয় যার, কোমলতা কোথা তার,
বিপুল বিষাদে বপু দহে ॥
অতি কান্ত কান্ত কাল, তুমি ভাব কান্ত কাল,
কি করি কপাল ভাল নহে ।
নিশাকান্ত কান্ত কর, কান্ত-সুত হানে শর,
পুরুষের প্রাণে একি সহে ॥
একান্ত কি মনে লয়, এ কান্ত তোমার নয়,
ভাব যদি কি করিব আমি ।
প্রাণকান্তে প্রাণকান্তে, ত্যজিছ মনের ভ্রান্তে,
আমি যাই ধর ধর স্বামী ॥
দেখিয়া আমার দুখ, কারো মনে নাহি সুখ,
বনচর অসুখী সবাই ।
ব্যাকুল হইয়া অতি, বায়ু করে মৃদুগতি,
খেদ-ছলে রব সাঁই সাঁই ॥
আমার নয়নতারা, তারাকারা ফেলে ধারা,
হেরি যত গগনের তারা ।
আর না প্রকাশে জ্যোতি, লয়ে প্রিয় তারাপতি,
একে একে লুকাইল তারা ॥
দেখিয়া তোমার মান, ক্রোধে হয়ে কম্পমান,
এলোথেলো কেতকীর পাত ।
বুকের বসন হরি, বদন বিকট করি,
বিস্তার করিছে নিজ দাঁত ॥
গুণ গুণ করে অলি, সে গুণের গুণাবলী,
কহিতেছে করি গুণ গুণ ।
মধুগুণে হয় দুখ, প্রকাশিয়া পদ্মমুখ,
গুণবতী ধর নিজ গুণ ॥
অথবা এ মধুকর, শুনিয়া তোমার স্বর,
মধুরব শুনিতে বাসনা ।
সঙ্গে করি মধুকরী, গুণ গুণ গান করি,
করিছে তোমার উপাসনা ॥
কোকিল কোকিলা যত, সকলেই সুখহত,
ছট্‌ফট্ কোরে সবে মরে ।
তোমায় মানিনী দেখে, মনোদুঃখে থেকে থেকে,
কুহু ছলে উহু উহু করে ॥
লোকে কহে কলরব, করিতেছে কলরব,
কলরব কলরব ভাণ ।
কুহু কুহু কুহু নয়, উহু উহু মুখে কয়,
হুহু করে কোকিলের প্রাণ ॥
পিকবর করে কুহু, প্রথমে কু শেষেতে হু,
কি কু কি হু সু কিছুই নয় ।
এই হেতু প্রাণধনি, শিখিতে তোমার ধ্বনি,
তার মনে আশা অতিশয় ॥
সুভাষে ভাষিয়া ভাষা, এখনি পূরাও আশা,
সুখী হোক ভ্রমর কোকিল ।
শুনিয়া মধুর ভাষ, দেখিয়া মধুর হাস,
প্রেমরসে জুড়াক অখিল ॥
শ্যামায় ছাড়িছে সিটি, ভাব কি বুঝেছ সিটি,
খিটিমিটী কত কথা কয় ।
শুনিতে তোমার বোল, চেঁচায়ে করিছে গোল,
না শুনিলে ছাড়িবার নয় ॥
তার পাশে বুলবুল, করিতেছে চুলবুল,
ডালে বোসে যায় লুটালুটি ।
ডাক পাড়ে হাঁক ছাড়ে, পাখা ঝাড়ে ঝুঁটি নাড়ে,
করে কত মাথা কুটাকুটি ॥
পাপিয়া ঝাঁপিয়া পড়ে, কাঁপিয়া শরীর নাড়ে,
হাঁপিয়া হাঁপিয়া ছাড়ে ডাক ।
"প্রিয় কহ প্রিয় কহ" কহে শুধু 'প্রিয় কহ,'
মুখে তার নাহি আর বাক্ ॥
এ সব পাখীর হয়ে, এক পাখী কথা কয়ে,
হয়েছে তোমার উমেদার ।
মরি মরি কিবা রঙ্গী, দেখ তার ভাব ভঙ্গী
প্রকাশিয়া নয়নের দ্বার ॥
শ্রবণে তাহার রব, মহীতে মোহিত সব,
আমার নয়নে শতধার ।
পাখী 'বউ কথা কও,' কহে 'বউ কথা কও'
'বউ কথা কও' একবার ॥
বলে 'বউ কথা কও,' কাঁদে 'বউ কথা কও,'
'ওলো বউ কথা কও', মুখে ॥
নারীর কি এই কর্ম্ম, নাহি দয়া নাহি ধর্ম্ম,
পাষাণ বেঁধেছ বুঝি বুকে ॥
বারে বারে 'বউ কথা' কহে 'বউ কও কথা'
বউ কথা তবু নাহি কও ।
কে বলে তোমায় শীলা, আমার কপালে শিলা,
শিলা বটে শীল কভু নও ॥

মানময়ি, ওলো প্রিয়া, মান নিয়া গৃহে গিয়া,
বাস কর হরষিত মনে।
দুঃখে ভাসি আঁখিজলে, ব'সে সেই শিলাতলে,
পাখী সহ থাকি আমি বনে॥
দারুণ মানের ভরে, নেত্র নীল ইন্দীবরে,
অরুণেরে করেছ অধীন।
কর্ম্ম এ কি মিত্রতার, মিত্র নহে মিত্র তার,
কুমুদের শত্রু চিরদিন॥
শীতল শীতল করে, যাহারে শীতল করে,
তারে করে অনলে পূরিত।
কেমন মানের ভাব, শত্রু সহ মিত্রভাব,
সমুদয় দেখি বিপরীত॥
নয়ন কুমুদ পরে, রাগ রবি কোপ ধরে,
খরতর করযোগে দহে।
তাই পাখী চোক গেল, চোক গেল চোক গেল,
চোক গেল চোক গেল কহে॥
কাতরে কহিছে পাখী, বিনোদি বাঁচাও আঁখি,
চোক গেল চোক গেল তোর।
মানে এক খেলা খেলে, চোকের মাথাটি খেলে,
দশা দেখে বুক ফাটে মোর॥
এত মান মলো মলো, ওলো ওলো চোক খোলো,
তোলো তোলো কমল-বদন।
নিকটে দাঁড়িয়ে নাথ, ধর ধর ধর হাত,
কর তার দুঃখ নিবারণ॥
চোক গেল চোক গেল চোক গেল কয়।
এ রব শুনিয়া পুন পাখী সমুদয়॥
একে একে হেসে কয় প্রিয় সম্ভাষণে।
কি হলো কি হলো ছি লো এত ছিল মনে॥
শারী-মুখে মুখ দিয়া শুক করে গান।
মানিনা কামিনী তোর কত দূর মান॥
করি মান পরিমাণ না রাখিলে তার।
মানে হরি মান মান রাখ আপনার॥
অতিশয় ভাল নয় শুন শুন সতি।
অতীত করেছ কাল পতিত কি পতি?
শারী কয় নারী নয় ও যে নিশাচরী।
নরে কেন দুঃখ দেবে যদি হবে নারী॥
এ কথা শুনিয়া পাখী দেশের কি হলো।
কাতর হইয়া কহে দেশের কি হলো?
রমণী রমণ ছাড়ে মোলো মোলো মোলো।
দেশের কি হলো হায়! দেশের কি হলো?
পুনরায় ডেকে কয় বউ কথা কও।
বার বার এইবার বউ কথা কও॥
বউ কথা রবে বউ কথা নাহি কোলো।
দেশের কি হলো কয় দেশের কি হলো॥
গৃহস্থের খোকা হোক্ স্থির নাহি রয়।
গৃহস্থের খোকা হোক্ পুনঃ পুনঃ কয়॥
মানিনী মানিনী থাকে খোকা নাহি হলো।
দেশের কি হলো কয় দেশের কি হলো॥
কঠোরতা দেখে তব কোটরে ঢুকিয়া।
পেঁচায় চেঁচায় কত গালাগালি দিয়া॥
কাকা কাকা কাকা ভাব ভাবিতেছে কাকে॥
এ ভাবের আভাস কহিব আমি কাকে॥
কাকা কয় কতক্ষণ দিবে আর ফাঁকি।
কাকা কাকা মার কাকা কথা কও কাকি।
আমায় ছলেতে কাকা কাকা কাকা বলে।
তোমায় বলিছে কাকী কাকী রব ছলে॥
বক বকী করিতেছে যত বকাবকী।
বকী বলে বকা বৃথা বকা বলে বকি॥
বলে বকী বকি তবে বকা বকা মোরে।
বকা বকী বকাবকি করিতেছে জোরে॥
আমি যত বকি বকা বলে মিছে বকা।
ওলো বকি হলো এ কি সখী ছাড়ে সখা॥
হায় হায় প্রাণ যায় কি কহিব প্রিয়া।
ধার্ম্মিক হয়েছে বক আমায় দেখিয়া॥
তথাচ নিদয়া তুমি ওলো প্রাণসখি!
খেদে তাই বকাবকি করে বকা-বকী॥
মানেতে তোমায় প্রাণ দেখিয়া নীরব।
কুঁকুড়ায় কুকু ছলে করিছে কুরব॥
চিঁচিঁ চিঁচিঁ চুঁচি চুঁচি চড়া-চড়ী বলে।
প্রেমরস শিক্ষা দেয় চড়াচড়ি ছলে॥
চড়া বলে চড়া চড়া চড়া বলে চড়ী।
এইরূপ চড়াচড়ি করে চড়াচড়ী॥
নদীর এ পারে চকা ওপারেতে চকী।
চকা বলে পারে এসো চকি প্রাণসখি॥
নর নারী ছাড়াছাড়ি থেকে এক ঠাঁই।
এসো এসো দম্পতীরে মিলন শিখাই॥
চকী বলে আমাদের বিধাতা বিমুখ।
কখনই নাহি জানি রজনীর সুখ॥
এমন সুখের নিশি পেয়ে ভাগ্যফলে।
যে রমণী মান ক'রে কাটায় বিফলে॥

তার মুখ-পানে আমি চাব না চাব না।
তাহার নিকটে আমি যাব না যাব না॥
কোন পাখী স্তব করে কেহ করে ক্রোধ।
সুমধুর রবে কেহ করে অনুরোধ॥
কাহারো স্বভাব দেখি কাহারো ভেঙ্গানী।
মান ভাঙ্গিবারে করে সবাই যেঙ্গানী।
অপরূপ এতরূপে না ভাঙ্গিল মান।
জানিলাম প্রাণ তব হৃদয় পাষাণ।
এ মানের পরিমাণ বুঝিতে না পারি।
কিছুই না জানিলাম মানিলাম হারি॥
এত সাধা এত কাঁদা বিফল হইল।
বৃথায় সাধনা করি সাধ না পূরিল॥
মনে ছিল বনে এসে জুড়াইব প্রাণ।
অমৃতে উঠিল বিষ কিসে বাঁচে প্রাণ॥
অকারণ মিছা এক অভিমান লয়ে।
সুখরসে ভঙ্গ দিলে রসবতী হয়ে॥
কমলিনী তুমি ধনি ফুল্ল মধুভরে।
বঞ্চিত করেছ কেন ক্ষুধিত ভ্রমরে?
কখনো দেখিনি তব এমন প্রকৃতি।
পুরুষে বঞ্চনা কর হইয়া প্রকৃতি॥
আমায় সুকৃতিহীন ভাবিয়া অকৃতী।
প্রকৃতি প্রকৃতি তাই করেছি বিকৃতি॥
প্রকৃতি বিকৃতি করি ঢেকেছে আকৃতি।
তোমার প্রকৃতি দেখে হাসিছে প্রকৃতি॥
চেয়ে দেখ স্থল জল অনিল আকাশ।
স্বভাব কি ভাবে করে স্বভাব প্রকাশ॥
চরাচরে চরে যত ভূচর খেচর।
তরু ফুল ফল আদি বস্তু বহুতর॥
ব'সে ব'সে যত দেখি অচল সচল।
সবাই আমার লাগি হয়েছে চঞ্চল॥
মানভরে প্রাণ তব ফিরেছে স্বভাব।
তাই দেখে একে একে দেখায় স্বভাব।
বেশ করি বেশ করি দ্বেষ করি শেষ।
বেশ করি দেশ ছাড়া এলাইলে কেশ॥
কি হার দিলাম গেঁথে বিহার কারণ।
নীহার সে হার পরে করে আরোহণ॥
হেলে হেলে হেলেহার করেছিল শোভা।
কি কব তাহার দ্যুতি মুনি-মনোলোভা॥
চন্দ্রহারে চন্দ্র হারে কিবা তার ছটা।
কোথা নাগকেশর বেশর চারু ঘটা॥

বিনোদ বেশর চারু নাসিকায় দোলে।
চকোর শোভিত যেন পূর্ণশশি-কোলে॥
অপরূপ বালা বালা ধরেছিলে করে।
হীরকের বাজু পোরেছিলে তার পরে॥
সহজে কনককান্তি কমনীয় কর।
হয়েছিল সার ভাতি অতি মনোহর॥
উষসীসময়ে যেন হরিৎ আকাশে।
আধখানি চাঁদখানি তাহাতে প্রকাশে॥
দ্বোথরী মুকুতা-হার পোরেছিলে ভালে।
পেলেম কতই সুখ দরশনকালে॥
নয়নে নিরখি শোভা জুড়ালো হৃদয়।
চাঁদ-বেড়া তারা যেন ভূতলে উদয়॥
মরি সে মনের দুখে হরিষে বিষাদ।
প্রেম দে প্রমোদে কেন করিলে প্রমাদ॥
খোঁপায় বিরাজে চাঁপা কোথা সেই কেশ।
কোথা সেই ভাবভঙ্গী কোথা সেই বেশ॥
কোথা সে ফুলের মালা কোথা সেই হেলে।
নিকট দেখিয়া উষা ভূষা দিলে ফেলে॥
কোথায় মধুর হাসি কোথা সেই ভাষা।
এখন কোথায় গেল সেই ভালবাসা॥
কোথা সে মধুর ভাব প্রেম-আলাপন।
এখন লুকালে কোথা নলিন-নয়ন॥
কোথা সে সুধার খনি বিমল-বদন।
মদন যাহাতে এসে করেছে সদন॥
এখন কি আমি আর সেই আমি আছি।
রসালাপ দূরে থাক কথা কোলে বাঁচি॥
দ্বিজরাজে দয়া কর দ্বিজরাজমুখী।
একবার মুখ তুলে কর প্রাণ সুখী॥
না কও না কও কথা তাহে নাহি খেদ।
লোকেতে না জানে যেন ঘটেছে বিচ্ছেদ॥
দিলে ব্যথা খাও মাথা এই কথা রাখ।
প্রাণপ্রিয়া গৃহে গিয়া মান নিয়া থাক॥
অন্তরে গোপন কর অভিমান-নিধি।
এখন এখানে আর থাকা নয় বিধি॥
বাড়ায়ে মানের মান বাসে গিয়া রহ।
আমি করি বনবাস বনবাসী সহ॥
প্রভাতে করিতে স্নান কুলবতী কুলে।
এখনি আসিবে এই কুলবতী-কূলে॥
সুরতরঙ্গিনী-তীরে তোমারে দেখিয়া।
সুরত-রঙ্গিণী সব উঠিবে হাসিয়া॥

আমিও পাইব লাজ তুমি পাবে লাজ।
অতএব মানের মাথায় হানো বাজ॥
পতির বচনে সতী না করে উত্তর।
অন্তরে বাড়ায় মান উত্তর উত্তর॥
মজিয়া দুর্জ্জয় মানে না মানে প্রবোধ।
নিশি হয় অবসান কিছু নাই বোধ॥
নীল অম্বরেতে ধনী ঢেকেছে বদন।
তাহার ভিতরে আছে মুদিয়া নয়ন॥
লোচন মোচন করি আর নাহি চায়।
নিশা ক্বশা দিবাগম দেখিতে না পায়॥
কিরূপে ভাঙ্গিব মান ভাবিছে নাগর।
আধার অপেক্ষা হলো আধের ডাগর॥
পুন কয় সরসে রসিক রসময়।
রসিকা এমন কেন হ'লে রসময়॥
প্রেমিকে পণ্ডিত তুমি কর অবিচার।
খণ্ডিতে না পারি মান খণ্ডিতে তোমার॥
এখনি খণ্ডিতে পারি মনে ভয় আছে।
তোমার মানের মান খণ্ডে প্রাণ পাছে॥
যে হয় উচিত মনে সুবিহিত কর।
নিজে রেখে নিজ মান মান পরিহর॥
মানিনি জানিনি এ মান কিসে।
আমারে দহিছ বিরহ-বিষে॥
ইহার উপায় বল কি করি।
সম্মুখে থাকিয়া বিরহে মরি॥
প্রণয় কারণে কাননে আসা।
এসে না পূরিল মনের আশা॥
পুলকে তোমাকে রাখিয়া বুকে।
অধর-অমৃত খাইব সুখে॥
বসন কষণ তোমার মুখে।
যামিনী যাপন দারুণ দুখে॥
ভূতলে পোড়েছ কনকলতা।
কাতর দেখিয়া না কহ কথা॥
বল না ললনা ছলনা ছেড়ে।
মধুর কলনা কে নিলে কেড়ে॥
এ ভাব দেখিয়া সকলে হাসে।
আভাসে কুভাব সুভাব ভাষে॥
বিফল হইবে কহিব যত।
কত বা দহিব সহিব কত॥
এ ভাবে কতই রবে নীরবে।
শুন লো শুন লো কি কহে সবে॥
সকলে গরবী তোমার মানে।
তাদের গরব সহে না প্রাণে॥
গরবিণী নিজ গরব ধর।
বিপক্ষ-গরব বিনাশ কর॥

তথাচ মানিনী রহিল মানে।
মানের নিষেধ মানে না মানে॥
রসের সাগর নাগর পরে।
ললনা ছলিতে ছলনা করে॥

"মানময়ি, তোলো মুখ" কহিছে খঞ্জন।
"দেখিব কেমন তোর নয়ন-রঞ্জন॥
এখনি করিব সব বিবাদ-ভঞ্জন।
কালো করে রাখিয়াছ মাখিয়া অঞ্জন॥"
খঞ্জন হইয়া পাখী এত বল ধরে।
দুষিয়া তোমার আঁখি অহঙ্কার করে॥
একবার খোলো প্রাণ রঞ্জন নয়ন।
খঞ্জন গঞ্জন পেয়ে করুক গমন॥
কুরঙ্গের কুরঙ্গ দেখিয়া হাসি পায়।
তোমার কেমন আঁখি দেখিতে সে চায়॥
মান-রঙ্গে কুরঙ্গিণী তোমায় সে বলে।
কি কব দুঃখের কথা শুনে প্রাণ জ্বলে॥
দুষিয়া তোমার আঁখি হয়ে অভিমানী।
কুরঙ্গ কুরঙ্গ করি বলে কুরঙ্গিণী॥
আপনার কুরঙ্গ করিয়া পরিহার।
কুরঙ্গ কুরঙ্গ কর সুরঙ্গে সংহার॥
বুক ফাটে গৃধিনীর বচন শ্রবণে।
ডাক ছেড়ে দুষিতেছে তোমার শ্রবণে॥
কান পেতে কথা শুনে দেখাইবা কান।
তার কান কেটে নিয়ে ভাঙ্গ অভিমান॥
আর এক পাখী এসে নেড়ে নেড়ে ঠোঁট।
তোমার নাসার প্রতি করিতেছে চোট॥
বার বার ভাষিতেছে বিষম কুভাষা।
কহিছে "কাপড় খোলো দেখি তোর নাসা॥"
পাখা ঝেড়ে গলা ছেড়ে বলে থেকে থেকে।
"নাসা যদি খাসা হবে কেন রাখ ঢেকে?"
ঠোঁট নাক কাটো তার দেখাইয়া নাক।
নাকে খত দিয়া পাখী দূর হয়ে যাক্॥
নিকটে আসিয়া কহে নাচিয়া চমরী।
"কেমন তোমার কেশ দেখাও সুন্দরী॥"
তার রবে ঘন দিবা ঘন ঘন সায়।
গর্জ্জন করিছে কত চড়িয়া মাথায়॥

ঘোরতর নাদে বলে "দেখাও চিকুর।"
"চিকুর দেখাও" ব'লে হানিছে চিকুর ॥
হায় হায় কব কায় আ মরি আ মরি।
চুলের গৌরব করে পাপিনী চমরী ॥
বিজলী চমকে কত যদি তুল হাই।
ত্রিভুবনে তোমার তুলনা দিতে নাই ॥
যিনি রতি রূপবতী আমার রমণী।
লম্বিত চিকুর চারু চুম্বিত ধরণী ॥
এখন করিছে ঘন ঘন ঘন নাদ।
এখনি হইবে তার হরিষে বিষাদ ॥
দেখিলে তোমার কেশ দর্প যাবে সব।
ডাক ছেড়ে কেঁদে শেষে হইবে নীরব ॥
মাথা খুলে হাত দেও চাঁচর চিকুরে।
যাক্ যাক্ জলদের জাঁক যাক্ দূরে ॥
তোমার মধুর হাসি দেখিবে বলিয়া।
চঞ্চলা কাঁপিয়া উঠে চঞ্চলা হইয়া ॥
ভামিনি কামিনি মম হৃদয় আগারে।
হাসিয়া সুধার হাসি দাসী কর তারে ॥
ডালিম জিনিতে কুচ অভিমান করে।
অহঙ্কারে দেখ প্রাণ ফেটে ওই মরে ॥
তার সহ যোগ দিয়া হইয়া ব্যাকুল।
শিহরে শিহরে উঠে কদম্বের ফুল ॥
একবার কুচযুগ দেখাইয়া প্রাণ।
নাশ কর উভয়ের ঘোর অভিমান ॥
উভয়ে মিলন করি এই কথা কয়।
"ওলো ধনি দেখাও দেখাও স্তনদ্বয় ॥"
দাড়িম্ব ছাড়িয়া বীচি প্রাণে যাক ম'রে।
কদম্বের শোভা হের ঝুরি যাক ঝোরে ॥
তব ক্ষীণ কটির গরিমা লয়ে হরি।
কোটি করী অদূরে দাঁড়ায়ে আছে হরি ॥
হরি লও হরি-দর্প কটি দেখাইয়া।
জপুক সে হরি হরি বিবরে ঢুকিয়া ॥
ভয়ানক যত পশু এই বনে আছে।
করিয়া রূপের দ্বেষ দেশ ছাড়িয়াছে ॥
হায় হায় হাসি পায় কব আর কারে।
করি-কাছে করী নাচে গতি জিনিবারে ॥
কহিছে করাল ভাষে মরাল আসিয়া।
"ওলো সতি কর গতি হাসিয়া হাসিয়া ॥
গমনের গরিমা হারাবে তুমি জানি।
কেমন চলিতে জান দেখিব এখনি ॥"

তাই বলি হেমলতা হাঁটো একবার।
হাঁস হাঁসী দাস দাসী হইবে তোমার ॥
পুন আর লোকালয়ে আসিবে না প্রিয়া।
পলাইবে হস্তী মূর্খ শুঁড় গুঁড়াইয়া ॥
যে চাঁপার ফুল তব অঙ্গুলী দেখিয়া।
কটু গন্ধ সার করে নীরস হইয়া ॥
চোপা ক'রে সেই চাঁপা করে অহঙ্কার।
অঙ্গুলীর শোভা প্রাণ হরিবে তোমার ॥
হর তার অহঙ্কার আঙ্গুল নাড়িয়া।
মরুক্ ঝরুক দল পড়ুক খসিয়া ॥
রম্ভাতরু উরুশোভা হরিবারে চায়।
আপনার গুরুভার ভাবেতে জানায় ॥
একবার সুনয়নে চাহ মুখ তুলে।
হর তার গুরুদ্বেষ উরুদেশ খুলে ॥
খোলা উরু দেখে তার সার হবে খোলা।
বাসনা রহিবে তার বাসনায় তোলা ॥
দেখে তব মুখরূপ অমল কমল।
কমলে লুকায়েছিল সকল কমল ॥
এত দিন ওঠেনিকো ফোটেনিকো মুখ।
কাঁটা সার করেছিল পেয়ে ঘোর দুখ ॥
তোমার বদন আজ দেখিয়া গোপন।
জল ফুড়ে বল করি তুলিছে তপন ॥
মুখ তোলো মুখ তোলো মুখ তোলো ব'লে।
আপন গৌরব করে সৌরভের ছলে ॥
কেন লো হারাও মান ম'জে ছার মানে।
কমলের অহঙ্কার নাহি সয় প্রাণে ॥
তোলো তোলো তোলো মুখ খোলো খোলো বাস।
কমলে দেখাও প্রাণ মধুর সুহাস ॥
নলিনী মলিনী হয়ে আর না ফুটিবে।
নিশাযোগে কৃশা হয়ে মুখ লুকাইবে ॥
বলিতেছে প্রাণ তব অধর অধর।
ফাটিতেছে বিম্বফল রাগে করি ভর ॥
অধরের রাগ তারে দেখাও এখনি।
রাগে রাগে গোলে খসে মরিবে অমনি ॥
প্রাণেশ্বরি পায়ে ধরি ছাড় ছাড় মান।
অপমান হয়ে কেন কর অপমান ॥
মনের কুভাব যত অভাব করিয়া।
এখন প্রকাশ কর স্বভাব ধরিয়া ॥
শিষ্টজনে তুষ্ট কর মিষ্ট আলাপনে।
দুষ্টজনে কষ্ট দেহ বিহিত শাসনে ॥

এখানেতে অনুগত যত আছে বনে।
সন্তোষ প্রদান কর সকলের মনে॥
এই বনে হয় যারা তোমায় বিরূপ।
তাদের হতাশ কর দেখাইয়া রূপ॥
দেখাইয়া শরীরের বাহ্য অবয়ব।
একে একে বিপক্ষেরে কর পরাভব॥
ভাঙ্গিতে তোমার মান শুনিতে বচন।
স্থনীতে হয়েছে কাছে যত পক্ষিগণ॥
অমৃত-পূরিত ভাষ করিয়া ঘোষণা।
বচনে পূরাও প্রাণ তাদের বাসনা॥
যে জন যে ভাবে প্রাণ আছে উমেদার।
সেরূপ করিয়া তার কর উপকার॥
কৌশল করিল ভাল রমণীরমণ।
গোপনে গলিয়া গেল রমণীর মন॥
পতির স্বভাবে, সতী মনে হাসে,
ভাব না প্রকাশে মুখে।
ভাবিয়া নাগরে, প্রণয়-সাগরে,
ভাসিছে অশেষ সুখে॥
আপনা আপনি, কহিছে কামিনী,
সুখের ভাগিনী আমি।
কপালেরি ফলে, এসে ধরাতলে,
পেয়েছি এমন স্বামী॥
এ ভাব স্মরণে, নাথের চরণে,
বিনা মূলে দাসী হব।
সুধারব শুনে, গুণের এ গুণে,
চিরকাল বাঁধা রব॥
ভাবুক-প্রেমিক, সুরসে রসিক,
চতুর সুজন বটে।
করিলে যতন, এমন রতন,
আর কি কাহারো ঘটে?
এরূপ আধারে, শোভার আগারে,
পড়িবে যাহার আঁখি।
জীবন যৌবন, করি সমর্পণ,
আমারে সে দিবে ফাঁকি॥
গিয়ে লোকালয়, থাকা বিধি নয়,
গোপনে গহনে থাকি।
বিপক্ষে দুষিব, প্রণয়ে তুষিব,
পুষিব প্রেমিক-পাখী॥
রূপের রঞ্জন, করিয়া অঞ্জন,
নিয়ত নয়নে রাখি।
হৃদয় চিরিয়া, যতন করিয়া,
ভিতরে লুকায়ে রাখি॥
মনে মনে কয়, ওহে রসময়,
থাক থাক চুপে চুপে।
আমারে ছাড়িয়া, কর্পূর হইয়া,
বঁধু হে, যেয়ো না উপে॥
রেখে পরিমাণ, ছলে করি মান,
স্থির নহি কোনরূপে।
ভাবেতে ভজেছি, রসেতে মজেছি,
ডুবেছি পীরিতি-কূপে॥
করি জাগরণ, যামিনী-যাপন,
কাতর হয়েছ ঘুমে।
স্বভাবে অমল, শ্রীপদ-কমল,
ও পদ রেখো না ভূমে॥
পেতেছি হৃদয়, হইয়া সদয়,
বসো হে তাহার পরে।
লয়েছি শরণ, চালাও চরণ,
যেমন বাসনা ধরে॥
পুরুষ প্রেমিক, তুমি হে রসিক,
কি কব অধিক মুখে॥
হইয়া বণিক, চরণ মাণিক,
খানিক রাখহ বুকে।
তুমি মহাজন, প্রেম-মহাজন,
সুজন সুধীর বট।
ব্যাপারী হইয়া, হাটেতে বসিয়া,
লাভে কেন প্রাণ হট॥
শরীর আমার, বিভব তোমার,
যৌবন সঁপেছি হাতে।
বুঝিয়া ব্যাপার, কর হে ব্যাপার,
লাভ হয় ভাল যাতে॥
তুমি প্রাণপতি, আমি কুলবতী,
সহজে অবলা নারী।
বাঁচি যত দিন, প্রাণ তব ঋণ,
আমি কি শুধিতে পারি॥
তোমারে চিনেছি, ত্রিলোক জিনেছি,
আপনি কিনেছি আমি।
কোথাও যাব না, কোথাও পাব না,
তোমার সমান স্বামী॥
তুমি প্রাণধন, মাথার ভূষণ,
হয়ে কেন পায় ধর?

এ কি দেখি সাধ, তুমি কেন সাধ,
অপরাধ ক্ষমা কর ॥
ওহে গুণরাশি, চরণের দাসী,
চিরদিন আছি বাঁধা ।
বলিবে যেরূপ, করিব সেরূপ,
সাধ ক'রে কেন সাধা ॥
শয়নে স্বপনে, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে,
তোমার ভজনা করি ।
তুমি ধ্যানজ্ঞান. তুমি ধন প্রাণ,
তোমারি ধারণা করি ॥
তোমা বিনা আর, কে আছে আমার,
আর কার আমি হব ।
আমি বিনা আর, এরূপ প্রকার,
শত শত আছে তব ॥
ওহে রসময়, ত্যজিয়া আমায়,
শত শত পাবে নারী ।
সেরূপ প্রকারে, সখা হে তোমারে,
আমি কি ত্যজিতে পারি ?
বঁধু তোমা বই. আমি কারো নই,
কেনা আমি কে না জানে ।
বিধি বিধিমতে, সতী পূজে সতে,
সুখ দুখ নাহি মানে ॥
বিশেষ কি কব, জান তুমি সব,
জগতে সে নারী সতী ।
পতি বিনা তার, গতি নাই আর,
যেমন কামের রতি ॥
দক্ষের তনয়া, অম্বিকা অভয়া,
প্রধানা প্রকৃতি সতী ॥
শিব শিবকর, হর দুখহর,
পশুপতি যার পতি ॥
সেই মহামায়া, মহাদেব-জায়া,
জীবনে না করি স্নেহ ।
পতি-নিন্দা শুনে, জ্বলে কোপাগুনে,
ত্যজিলেন নিজ দেহ ॥
এক সুধাকর, অতি মনোহর,
শোভা করে নভোপরে ।
সুধার আধার, ভবের আঁধার,
নাশ করে চারু করে ॥
চকোরীর মত, কত শত শত,
নিরত ভজিছে তাঁরে ।
বিনা এক চাঁদ, চকোরীর সাধ,
আর কে পূরাতে পারে ?
তাই প্রাণনাথ, ধরি দুটি হাত,
প্রণিপাত করি পদে ।
অধানী বলিয়া, করুণা করিয়া,
আমারে রাখ হে পদে ॥
আমি হই সতী, তুমি হও পতি,
তোমা বিনা গতি নাই ।
কপালে কি আছে, দুখ ঘটে পাছে,
সদা মনে ভাবি তাই ॥
সুরসিকবর, দেহ দেহ বর,
এই অভিলাষ করি ।
তোমারে রাখিয়া, ও মুখ দেখিয়া,
আমি যেন আগে মরি ॥
আমার অভাবে, স্বরূপ স্বভাবে.
মিশাইয়া পাঁচ পাঁচে ।
তব উপকারে, হিত ব্যবহারে,
থাকে যেন তারা কাছে ॥
যেই জলে প্রাণ, তুমি কর স্নান,
সেই জলে মিশিবে জল ।
এই মনে আশ, যথা কর বাস,
স্থল পাবে তথা স্থল ॥
বাতাসে বাতাস, হইয়া প্রকাশ,
লাগে যেন তব গায় ।
রূপের যে ভাগ, করি অনুরাগ,
আঁখি-পথে যেন ধায় ॥
গগনে গগন, হইয়া মগন,
চারিদিক্ রবে ছেয়ে ।
চালিয়া চরণ, করিবে গমন,
সতত দেখিব চেয়ে ॥
তখন রমণীমণি ব্যাকুল হইয়া ।
না পারে রাখিতে ভাব গোপন করিয়া ॥
হরিয়া মানের মান অপমান করে ।
রাখিতে পতির মান চারু ভাব ধরে ॥
ধীরে ধীরে পাশ ফিরে উঠিয়া বসিল ।
ক্রমে ক্রমে বদনের বসন খুলিল ॥
ভাবুকের মনে তায় ভাব এই স্থির ।
ঘন হ'তে শশী যেন হতেছে বাহির ॥
থেকে থেকে আড়ে আড়ে করে বিলোকন ।
পূর্ণ নহে প্রকটিত নলিনী-নয়ন ॥

নয়নের ভাব দে'খে বোধ হয় হেন।
অর্দ্ধ-ফোটা পদ্মফুল ঢুলিতেছে যেন॥
সমুদয় মুখখানি হইলে প্রকাশ।
হলো তায় অপরূপ রূপের বিভাস॥
তরুণী এরূপ ভাব ধরিল তরুণ।
ঘনাচ্ছন্ন প্রাতে যেন উদয় অরুণ॥
মুখচাঁদে বিন্দু বিন্দু ঘামবারি ঝরে।
যেন বিধু মৃদু মৃদু সুধাবৃষ্টি করে।
অধরেতে মৃদু হাসি কিবা শোভা তায়।
সিঁদুরে মেঘেতে যেন তড়িত খেলায়॥
কপোলের কনকীয় কমনীয় ভাস।
নিরখিয়া গোলাপের হলো সর্ব্বনাশ॥
গোলাপ বিলাপ করি ভেবে ভেবে মনে।
কাঠ হয়ে কাঁটা নিয়ে বাস করে বনে॥
স্মেরমুখী সুমধুর হাসিতে হাসিতে।
মধুর বিনয়-ভাষ ভাষিতে ভাষিতে॥
নীলবাস গলে দিয়া পোড়ে ধরাসনে।
প্রণয়িনী প্রণমিল পতির চরণে॥
দেখিয়া সুরূপ গুণ শুনিয়া সুরব।
যেন সেই শত্রু সব মানে পরাভব॥
অনুকূল যারা তারা ভাবেতেই সুখী।
কেবল পেচক বেটা ঘোরতর দুখী॥
প্রাণেশ্বরী প্রাণেশ্বরে করি সম্ভাষণ।
প্রকাশ করিছে সব মনের বচন॥
শ্রুতিমূলে তার তার এমনি মধুর।
সুধা-মাখা বচনেতে ক্ষুধা হয় দূর॥
শিখিতে না পেয়ে পিক মধুর সে রব।
বরষায় থাকে দুখে হইয়া নীরব॥
হয়নি অলির গলা সেরূপ মধুর।
অদ্যাপিও ভোঁ ভোঁ ক'রে সাধিতেছে সুর॥
শ্যামায় কি দিবে সিটি সিটি তার স্বরে।
না শিখিয়া মিছামিছি কিচিমিচি করে॥
মানিনী ত্যজিয়া মান হেসে কথা কয়।
"গৃহস্থের খোকা হোক শুনে সুখী হয়॥"
তদবধি তার মুখে কিছু নাই আর।
"গৃহস্থের খোকা হোক্" এই রব সার॥
তার পরে "চোক গেল" বলে থেকে থেকে।
চোক গেল চোক গেল রূপ দে'খে দে'খে॥
তদবধি আর কিছু না করে প্রয়োগ।
চোক গেল চোক গেল হলো এই রোগ॥

মানিনীর গেল মান নিরখিয়া কাকে।
মাতিল আমোদ করি আহারের ঝাঁকে॥
যুবকে বলিয়া কাকা মান ভাঙ্গিবারে।
অদ্যাবধি কাকা রব ভুলিতে না পারে॥
ছলেতে ভাঙ্গিতে মান বউ কথা কও।
ডালে ব'সে বলেছিলে বউ কথা কও॥
শুনিয়া মধুর কথা মধু-রস পেয়ে।
"বউ কথা কও" এই গীত দিল গেয়ে॥
তদবধি পেলে নাম "বউ কথা কও।"
অদ্যাবধি বলে তাই "বউ কথা কও॥"
বকা-বকী করেছিল বকাবকি সার।
"বকা-বকী" নাম তাই হইল প্রচার॥
মানিনীর মানেতে মিলন-ভাব ধোরে।
'চড়া-চড়ী' পেলে নাম চড়াচড়ি কোরে॥
নাগরের কোলে ব'সে রসিকা নাগরী।
বলে প্রাণ কি ভাবিছ আহা মরি মরি॥
ছিলেম বাড়াতে মান মিছে মান নিয়া।
বাড়িল তোমার মান সে মান ভাঙ্গিয়া॥
ছলেছি বলেছি কত কথায় জ্বলেছি।
অন্তরে প্রেমের রসে কেবল গলেছি॥
চঞ্চল হয়েছে আঁখি তোমায় না হেরে।
মনেতে কেঁদেছি শুধু ফুটিতে না পেরে॥
তুমি হে প্রাণের প্রাণ প্রাণের ঈশ্বর।
আমার কে আছে আর তোমার উপর॥
তোমার আদরে আমি আদরিণী হই।
মনেতে গরব করি প্রেমাদরে রই॥
তোমার সুখেতে সুখ দুখে দুখ পাই।
তোমা ছাড়া দুখিনীর কেহ আর নাই॥
তুমি হে বাড়াও মান তাই মান করি।
রাখিয়া তোমার মান মানে মান হরি॥
প্রাণ তব গুপ্তভাব জানিব বলিয়া।
ছিলাম মনের ভাব গোপন করিয়া॥
জানিলাম সমুদয় মানিলাম হারি।
চাতুরী করিব কত আমি নিজে নারী॥
ভাবের ভাণ্ডারে তুমি প্রধান প্রেমেশ।
চতুরের চূড়ামণি রসিকের শেষ॥
দোষ যদি ক'রে থাকি ছার অভিমানে।
করুণ-কটাক্ষে চাও অধীনীর পানে॥
ছাড় ছাড় ছাড় রোষ কর পরিতোষ।
নিজ গুণে ক্ষমা কর সমুদয় দোষ॥

বেশ করি বেশ করি দেহ পুনর্ব্বার।
খোঁপায় চাঁপার কলি পরাও আমার॥
যেরূপ মনের ভাব বনের ভিতর।
সেইরূপ নাট কর নব নটবর॥
সাজিব তোমার সাজে কি করে হে লাজে।
আপনি সাজায়ে দাও যেথানে যা সাজে॥
তোমার মনের সাধে সাজাও আমারে।
তোমায় সাজাব শুধু প্রেম-হেমহারে॥
অপমান অঙ্গের পরালে অলঙ্কার।
উপমেয় কিছু নাই রূপের তোমার॥
যে দেহে ফুলের ভার সহনীয় নয়।
রতনের আভরণ সে দেহে কি সয়?
ক্ষণকাল প্রাণনাথ স্থির হও হও।
আমার নয়নপথে স্থিরভাবে রও॥
কিছুকাল তোমারে হে হৃদয়ে ধরিয়া।
দেখি আজ নয়নেতে নিমেষ হেরিয়া॥
কোনখানে যেয়ো না হে আমায় ছাড়িয়া।
যদি যাও লও তবে সঙ্গিনী করিয়া॥
এই অভিলাষ নাথ আমার অন্তরে।
বাস কর অধীনীর নয়ন-নগরে॥
যথা যাবে তথা যাব ওহে রসরায়।
মাগী হয়ে মেগে মেগে খায়াব তোমায়॥
পান খয়েরের প্রায় তোমায় আমায়।
উভয়ে একত্র যোগ কত ভোগ তায়॥
কোটি ভাগে কুটি কুটি যদি কর তারে।
তথাচ প্রভেদ কেহ করিতে না পারে॥
কেমন প্রেমের ভাব ভেদ নাহি হয়।
রঙ্গে রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে মিশাইয়া রয়॥
তুমি আমি সেইরূপ প্রেমনিধি নিয়া।
রঙ্গে রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে আছি মিশাইয়া॥
মানের নিগূঢ় ভাব কিছু নাহি লয়ে।
তুমি বল রব আমি তোমা ছাড়া হয়ে॥
তোমা ছাড়া আমি হব ভেবো নাকো মনে।
যুগের মিলন ছেড়ে বাঁচিব কেমনে?
এখনি প্রমাণ দেখ রঙ্গে খেলে পাশা।
তুমি তো পণ্ডিত বট প্রেমে নও চাষা॥
দেখ হে কাঠের বল যুগে যদি রয়।
কোটি যুগে তার আর নাশ নাহি হয়॥
প্রণয়ের কার্য্য করে যুগে যুগে রয়ে।
ক্ষণকাল নাহি বাঁচে যুগছাড়া হয়ে॥
যুগ ছেড়ে কাঠ যদি মরে এইরূপে।
প্রেমের বিচ্ছেদে আমি বাঁচিব কিরূপে?
অতএব হৃদয়েশ আর কেন ছল?
রজনী প্রভাত হয় গৃহে চল চল॥
আঁখি দুটি ঢুলু ঢুলু নিদ্রায় আবেশ।
তোমারে ঘুমায়ে আগে ঘুমাইব শেষ॥
গৃহকার্য্য পূজা স্নান করি সমাপন।
তোমারে মনের সাধে করাব ভোজন॥
নায়িকার মুখে শুনি পীযূষবচন॥
সন্তোষ পাইয়া সুখী নায়কের মন॥
আদরে প্রিয়ার গায়ে হাত দিতে যায়।
রমণী অমনি হেসে ঢ'লে পড়ে গায়।
উভয়েই টল টল ঢল ঢল কায়।
টলাটলি ঢলাঢলি হইল তথায়॥
কবি কহে প্রণয়ের গলাগলি যথা।
টলাটলি ঢলাঢলি বাকী নাহি তথা॥
হাত মুখ ধুয়ে দোঁহে তটিনীর জলে।
সম্ভ্রমে বসন পরি নিকেতনে চলে॥
করিতে করিতে জপ মহেশী মহেশ!
আলয় আলয় করে আলয়ে প্রবেশ॥
গৃহিনী আসিয়া দিল গৃহকাজে মন।
গৃহী আসি করিলেন সুখেতে শয়ন॥
এইরূপে প্রেমালাপে প্রেমিকা প্রেমিক।
হরিষে হরিল কাল কি কব অধিক॥
মাধবী মানের পালা অন্ত হ'ল সায়।
বরষায় লেখনী ধরিব পুনরায়॥
সকলি রহিল গুপ্ত গুপ্তের ভবনে।
হবে তাহা আছে যাহা ঈশ্বরের মনে॥
এ রসে যদ্যপি শুনি বিরসের ধ্বনি।
শোব না এ ভাব-গৃহে ছোঁব না লেখনী॥

ভালবাসা

(বহুদিন পরে নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ।)

প্রথমে যখন হয় প্রেমের মিলন।
মনে কর কি বলিয়া তুষিয়াছ মন?
সেই তুমি সেই আমি সেই এই স্থান।
সুখ যথা করিয়াছে সুখে অবস্থান॥

সেই, সেই, এই সেই, সব বর্ত্তমান।
সেই প্রেম কোথা তবে বল দেখি প্রাণ?
একদিন আশাহীন হয় নাই আশা।
পুরাবে আশার আশা সদা ছিল আশা॥
জানায়েছ ভালবাসা মুখের বচনে।
আমি সেই ভালবাসা ভালবাসি মনে॥
আমার বচন মন উভয় সমান।
পরীক্ষায় পাইয়াছ প্রচুর প্রমাণ॥
ভঙ্গীভাবে নাহি দেখে বিশেষ বিরাগ।
আমি তাই ভাবিতাম সুখের সোহাগ॥
কোথা সেই ভাব-ভঙ্গী কোথা অনুরাগ।
বল না তাদের প্রতি এত কেন রাগ?
ভিন্নভাব ভাবি প্রাণ প্রেমাধীনী জনে।
রাগ ক'রে ভাগ কেন বসায়েছ মনে?
ভাল ভাল সেও ভাল আমি পড়ি রাগে।
প্রেমের মাথায় বাজ কাজ নাহি ভাগে॥
যেমন মনের সাধ কর সেই ক্রিয়া।
মিছে কেন রাগারাগি ভাগাভাগি নিয়া॥
প্রলাপের উদয় অন্তরে অহরহ।
আলাপ কেবল করি বিলাপের সহ॥
দুঃখভোগে শ্রান্ত হয়ে ঘুমায়েছে মন।
আর প্রাণ আলাপের নাহি প্রয়োজন॥
বিচ্ছেদেরে বুকে রেখে সুখে প্রাণ আছি।
চোকে মাত্র দেখি শুধু যত দিন বাঁচি॥
বিনিময় বিনা তুমি প্রাণ মন দিয়া।
ভ্রমে আর নাহি হাঁটো এই পথ দিয়া।
কেমনে হইবে দৃষ্টি আমার উপর।
দণ্ডিরূপে বাঁধা আছ গণ্ডীর ভিতর॥
সাক্ষাৎ পাইব কিসে নাহি পূর্ব্বমত।
আমি কোথা দূরে আছি ভুলিয়াছ পথ॥
বিরহে বিরলে বসি কাঁদি আমি একা।
স্বপনে তোমার সহ শুধু হয় দেখা॥
তাহাতে যেরূপ হয় জানে মাত্র মন।
তুমিও জানিতে পার দেখিলে স্বপন॥
সেরূপ তোমার নয় প্রণয় কপট।
স্বপন গোপন তাই তোমার নিকট॥
স্বভাবে আমার ভাবে দেখিলে স্বপন।
প্রেম-ঈর্য্যাদানে কেন হইবে কৃপণ॥
ভাল ভাল থাক ভাল আমি তাই চাই।
ভাল ভাল দেখা হলো বেঁচে আছি ভাই॥

দুখের উপরে দুখ সুখ পুন দুখে।
কি ব'লে আদর করি বাক্য নাহি মুখে॥
অকস্মাৎ এ কি ভাব চারু দরশন।
বল দেখি এখানেতে কেন আগমন?
বিপরীত দেখি আজ মোহিত হৃদয়।
অপরূপ দিনমণি পশ্চিমে উদয়॥
ক্ষণে ক্ষণে মুখ দেখে হতেছে বিস্ময়।
তুমি কি হে সেই তুমি সেই তুমি নয়॥
ক্ষণে ভাবি আমি বুঝি সেই আমি নই।
ভাবি হে তোমায় তাই সেই তুমি কই॥
এসো এসো এসো প্রাণ যে হও সে হও।
আমি কিন্তু সেই আমি তুমি সেই নও॥
এ ভাবে কি হবে আর মিছে মন ছোলে।
গোলে যেতো মম মন সেই তুমি হ'লে॥
হও যদি সেই তুমি তুমি বটে সেই।
ফলতঃ তোমাতে আর সেই তুমি নেই॥
সেই মুখ সেই চোক সেই অবয়ব।
পূর্ব্বকার আকার রয়েছে বটে সব॥
স্বরূপে স্বভাবে আছে সমুদয় ভাগ।
আকৃতির অঙ্গে শুধু আছে এক দাগ॥
এখন তোমায় প্রাণ দেখে মরি রেগে।
সত্য করি বল প্রাণ কে দিয়েছে দেগে?
আছে সব পূর্ব্ববৎ আকার প্রকার।
একমাত্র ভাবান্তর হয়েছে তোমার॥
গেলে গেলে যাও যাও একেবারে গেলে।
পুনরায় কেন প্রাণ দাগা হয়ে এলে?
বেঁধেছি মনের হাতে প্রতিজ্ঞার তাগা।
করিয়াছি এই পণ পুষিব না দাগা॥
এখন কি অন্ধকারে জ্বলে আর আলো?
কাড়াকাড়ি ভাল নয় ছাড়াছাড়ি ভালো॥

প্রীতিবিষয়ক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন।

বল না বল না প্রাণ ললিত-নয়নি।
নলিনী মলিনী কেন করে সে রজনী?

উত্তর।

যেরূপ স্বভাব যার সে চায় সেরূপ।
শক্তির বিস্তার করে করিতে স্বরূপ॥

তিমিরে ত্রিলোক পূর্ণ পূর্ণ করে যেই।
তামরসে তমোরাশি দান করে সেই॥

প্রশ্ন।

অবনী অসিতবর্ণা নিশা যদি করে।
তবে যে কুমুদী রাজে রজত-নিকরে?

উত্তর।

সময়েতে হয় যারে বন্ধু অনুকূল।
কি করিতে পারে তারে শত্রু প্রতিকূল॥
কুমুদ-বান্ধব ইন্দু পূর্ণালোকময়।
তিমিরারি আশ্রিত তিমিরে নাহি ভয়॥

প্রশ্ন।

কোথা সেই ইন্দু-বন্ধু দিবা আগমনে?
মুদিত কুমুদী-ছবি রবির কিরণে?

উত্তর।

উপযুক্ত প্রতিযোগী মান যদি হরে।
মানী তাহে মনে মনে ক্ষোভ নাহি করে॥
শশী সূর্য্যে ভেদ বহু ভাবি মনে মনে।
কুমুদী মুদিত হয়ে দুখ নাহি গণে॥

প্রশ্ন।

কুমুদিনী কমলিনী নায়ক বিপক্ষ।
এর মধ্যে বল দেখি শ্রেষ্ঠ কার সখ্য?

উত্তর।

শ্রেষ্ঠ গুণ তার যার স্বভাব সরল।
সে নহে উত্তম যার হৃদয়ে গরল॥
সুশীতল সুধাকর নায়ক-প্রধান।
কৃশানু-পূরিত ভানু কৃতান্ত সমান॥

প্রশ্ন।

নলিনীনায়ক যদি নায়ক অধম।
পদ্ম তবে কেন তারে ভাবে প্রিয়তম?

উত্তর।

সমানে সমানে যদি মিলন উপজে।
উভয়ের মন তবে প্রেমরসে মজে॥
লজ্জাহীনা কমলিনী পূর্ণ অহঙ্কারে।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-কর ভাল লাগে তারে॥

প্রশ্ন।

নলিনীর লজ্জা তাই কিরূপে জানিলে?
রূপগর্ব্বে গর্ব্বিত সে কিরূপে মানিলে?

উত্তর।

মুখের ভঙ্গিমা দেখি মন জানা যায়।
কে ভাল কে মন্দ লোক পরিচিত তায়॥
বিশেষ পদ্মিনী ফুটে প্রভাত-প্রহরে।
পতি-চক্ষে ধূলি দিয়া উপপতি করে॥

প্রশ্ন।

কলানাথ কুমুদের প্রেম কি কারণ।
উত্তম নামেতে খ্যাত বল কি কারণ?

উত্তর।

উত্তম প্রণয়ী বলি ব্যাখ্যা করি তারে।
বিচ্ছেদ বিচ্ছেদে-ক্লেশ নাহি হয় যারে॥
অমা-আগমনে সুধাকর না প্রকাশে।
তথাপিও কুমুদিনী সুখরসে ভাসে॥

প্রশ্ন।

শশী অনুদয়ে বল নিশি কি কারণ।
কুমুদীর ক্লেশকরী না হয় কখন?

উত্তর।

প্রবল বিপক্ষ যদি স্থানান্তর হয়।
কার সাধ্য তাহার অধীনে করে জয়?
কল্পান্তর কলানাথ হইলে অন্তর।
নিত্য কুমুদীর হবে প্রফুল্ল অন্তর॥

প্রশ্ন।

বল দেখি প্রিয়তমে করিয়া বিচার।
নায়িকার শ্রেষ্ঠগুণ কাহাতে সঞ্চার?

উত্তর।

লজ্জাবতী যে যুবতী উত্তমা সে হয়।
সেই মাত্র জানে সত্য কিরূপ প্রণয়॥
লজ্জিতা প্রেমদা সহ কুমুদী উপমা।
লজ্জাহীনা পঙ্কজিনী নায়িকা-অধমা॥

প্রণয়গর্ভ মান

এসো এসো এসো প্রাণ বসো এইখানে।
ভাল আছি বল মুখে শুনি তাই কানে॥
ভাল ভাল ভালবাসো না বাসো আমায়।
তুমি যদি ভাল থাক ভাল থাকি তায়॥
ভাবেতে জানাও যেন ভালবাস কত।
কেমনে সে ভাব তব হব অবগত?
ফলেতে কিরূপে তুমি লুকাবে স্বভাব?
ভাবেতেই বুঝা যায় ভিতরের ভাব॥
অন্তর হয়েছ তুমি অন্তরেতে থেকে।
সকলি বুঝিতে পারি মুখখানি দেখে॥

হাসি হাসি মুখখানি তাহে কত ঠাট।
হাসির ভিতরে আছে ফাঁকির কপাট॥
আছ তুমি যদি সেই প্রেমছাঁদ ছেঁদে।
থেকে থেকে দেখে কেন প্রাণ উঠে কেঁদে॥
রাখিব তোমায় আর কেমন করিয়া?
বোধ হয় উড়ে যাবে শিকল কাটিয়া॥
এত ক'রে পুষিলাম না মানিলে পোষ।
জানিলাম সে আমার কপালের দোষ॥

হাসি হাসি মুখ?

(নায়িকার উক্তি)

আপন মনের ভাব গোপন করিয়া।
প্রতিদিন থাক তুমি মলিন হইয়া॥
একবার মুখখানি না হয় সরস।
যখন চাহিয়া দেখি তখনি বিরস॥
এইরূপ ভাবভরে থাক প্রতিক্ষণ।
কে যেন সর্ব্বস্ব ধন করেছে হরণ॥
সুধাইলে কোন কথা সদয় না হও।
আপনার ভাবে তুমি নীরবেই রও॥
অকস্মাৎ এ কি দেখি সবিশেষ কও।
আর যেন সেই তুমি সেই তুমি নও॥
এই ছিলে অধোমুখে পেয়ে ঘোর দুখ।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

কি ভাব কি ভাব মনে ভেবে বোঝা ভার।
ছিল না স্বভাব তব স্বভাবে সঞ্চার॥
দেখিয়া তোমার ভাব ভাবিতাম মনে।
এ ভাবের ভাবান্তর হইবে কেমনে?
আচম্বিতে দেখি প্রাণ সে ভাবে অভাব।
আর এক অপরূপ ভাবের প্রভাব॥
তব ভাব নব ভাব ভাবিবার নয়।
অনুভাব করে ভাব সাধ্য কার হয়?
ভাবের ভাবুক তুমি বুঝিয়াছি ভাবে।
যে ভাবে এ ভাব তব সে ভাব কে পাবে॥
কি ভাব উঠেছে মনে কি সে এত সুখ?
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

ছিলাম চক্ষের বালি আমি হে তোমার।
আমায় দেখিলে হতো মুখ ভার ভার॥
একবার সুনয়নে দেখনি আমায়।
ফুলিয়া উঠিতে রাগে আমার কথায়॥
কহিতাম যত কথা হইয়া সরল।
গুমরে গুমরে তুমি কাঁপিতে কেবল॥
বিষ বিষ বোধ হতো হাত দিতে কানে।
ফুটে কিছু বলিতে না জ্বলিতে হে প্রাণে॥
হঠাৎ যে সে ভাবে কেন হলো ভাবান্তর?
গদগদ ভাব যেন মনের ভিতর॥
কিসে মন খুলিয়াছে ফুলিয়াছে বুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

সাধিতাম কাঁদিতাম পড়িয়া ধুলায়।
কতরূপ করিতাম ধরিতাম পায়॥
প্রেমের প্রমোদে তুমি ভাবিতে প্রমাদ।
রিষ ক'রে বিষ খেতে মনে হতো সাধ॥
ছোঁও না আমায় তুমি কাছে যাই যদি।
ভাবিয়াছ আমি যেন কর্ম্মনাশা নদী॥
চোখোচোখি হ'লে পরে মুখে দিয়ে বাড়।
চোক বুজে থাকিতে হে নোয়াইয়ে ঘাড়॥
কাছ থেকে স'রে গেলে ফেলিতে নিশ্বাস।
লাগিত তোমার যেন হাড়েতে বাতাস॥
এখন দেখিনে কেন সে সব অসুখ?
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

বিরলে একেলা যদি দেখিতে আমায়।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িত মাথায়॥
দিশেহারা হয়ে যেতে চলিত না রথ।
খুঁজে আর নাহি পেতে পালাবার পথ॥
মনোদুখ কিছুদিন দূরে গেলে পর।
রাম বোলে ঘাম দিয়ে ছেড়ে যেত জ্বর॥
হইতে তোমার তুমি বেষ যেতে ভুলে।
উঠিত সুখের সিন্ধু আপনি উথুলে॥
পাপ ভেবে শাপ দিতে সকল সময়।
আমি পাছে আসি কাছে হতো এই ভয়॥
ভয়েতে করিত সদা প্রাণ ধুক্ ধুক্।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ?

আজ আমি কোন্ ঘাটে ধুয়েছি হে মুখ?
দূরে গেল এতদিনে চিরকেলে দুখ॥
প্রভাতে পশ্চিমে হলো রবির প্রকাশ।
শীতকালে আচম্বিতে দক্ষিণে বাতাস॥

অঘট ঘটনা এ যে যা হবার নয়।
অমার নিশিতে হলো শশীর উদয় ॥
এখনো মনের ভাব করনি প্রকাশ।
ভঙ্গিভাবে দেখাতেছে মুখের আভাষ ॥
হাসি হাসি দেখিলাম বদন তোমার।
সাপের মুখেতে যেন সুধার ভাণ্ডার ॥
হইল আমার তায় পাঁচ হাত বুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

তোমার মনের নদী ছিল একটান।
আজ কেন তার ঢেউ বহিছে উজান ॥
খাঁটি হয়ে ভাঁটি স্রোত খেলিত স্বভাবে।
সে টান কি ফিরে গেল বায়ুর প্রভাবে ॥
বল বল কার কাছে শিখে এলে রস।
বিরস বদন কেন হইল সরস ?
কি টানে হইল প্রাণ এ টান তোমার ?
কি রসে হইল এই রসের সঞ্চার ?
টানাটানি ঘোচে যদি তবে বুঝি টান।
স্বরসের রসে জানি রসিক-প্রধান ॥
বিনা মেঘে পড়ে জল এ বড় কৌতুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

কে বলে রসিক নও রসের সাগর।
জানিলাম তুমি প্রাণ রসিক নাগর ॥
আমি তার পরিচয় পাইলাম সবে।
রসবোধ না থাকিলে এত কেন হবে ॥
ঘরে এসে মুখ যেন সেই মুখ নয়।
বাহিরেতে কত রস ছড়াছড়ি হয় ॥
বাঁকামুখ নহে আজ সরস অন্তর।
এনেছ পরের রস ঘরের ভিতর ॥
সময়েতে সাজোরস করিয়া গোপন।
কার এঁটো রস এনে দেখাও এখন ?
এঁটোরসে চেটো নই দেবো না চুমুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

জানাতেছ অযাচক ভিখারীর ভাব।
হাটে পোড়ে লুটে খাও এমনি স্বভাব ॥
ঠাট দেখে কাঠ হয়ে আছি আমি একা।
রাখিয়াছ চোখে চোখে চোখে নাই দেখা ॥
হয়েছ হাটের নেড়া হুজুক তো চাই।
ঠাটের ঠাকুর বট নাটের গোঁসাই ॥

বজায় রেখেছ ঠাট হয়ে ছাড়াছাড়ি।
আজ ভাল ঠাটে ঠাটে হাটে ভেঙে হাঁড়ি ॥
আগে যদি জানিতাম এত বাড়াবাড়ি।
তবে কি তোমারে আর কোন মতে ছাড়ি ?
করি নাই আত্মসার আমারি সে চুক্‌।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

প্রাণ তুমি আপনি হে নহ আপনার।
কেমন করিয়া তুমি হইবে আমার ?
পররসে পরবশে সদা পরাধীন ॥
তবে ত আমার হতে হইলে স্বাধীন ॥
তোমা হতে দুখিনীর সুখ যা হবার।
সমুদয় হয়ে বোয়ে গিয়াছে আমার ॥
সময়েতে একদিন না হইলে বশ।
রসময় অসময় দেখাতেছ রস ॥
আমাতে কি আমি আছি আমি হে কি আছি।
এখনি কি ভুলি ঠাটে ঘাটে গেলে বাঁচি ॥
বাঁচিবার সাধ আর নাহি একটুক্‌।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

ঠিক যেন ধর্ম্মশীল বকের মতন।
কত দিন প্রাণ তুমি হয়েছ এমন ?
বাহিরের ভাব যেন নব ভেকধারী।
ভিতরের ভাব কিছু বুঝিতে না পারি ॥
কপটে কৌশল হেন করেছ ধারণ।
ভোলা ভোলা ভাব যেন খোলা খোলা মন ॥
এখন কি ক'রে আর হ'লে মন-ভোলা।
বিদায় করেছ আগে হাতে দিয়ে খোলা ॥
আর যেন নাহি লাগে তোমার বাতাস।
ফেলেছি ঘাড়ের বোঝা হয়েছি খালাস ॥
একেবারে পড়িয়াছে পীরিতের ভুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

পায়ে কত পড়িয়াছি দাঁতে ক'রে কুটো।
সাঁচ্চা-ধন লুকাইয়ে দেখাইলে ঝুঁটো ॥
কাঁচাকালে কচি ফল হয়ে গেল সুঁটো।
মনের আগুনে জলি বলি তাই ছুটো ॥
দেখাতেছ নবরাগ বিরাগে কি রাগে ?
দিতেছ আগায় জল গোড়া কেটে আগে ?
রজকের লাভ কোথা উলঙ্গের কাছে ?
কাটা গাছে জল দিয়ে লাভ কিবা আছে ?

আপনি ভেঙেছ মন উপায় কি তার।
ভাঙামন কথনো কি গোড়ে থাকে আর ?
কাটা গোড়া দিয়ে যোড়া কে শিখালে তুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

কিছুতে না হয় আর মানের বিকার।
মান আর অপমান সমান আমার ॥
আছে দেহ নাহি প্রাণ হয়ে আছি শব।
যত তুমি জ্বালাইবে শবে সবে সব ॥
সবিশেষ পেয়েছি হে প্রেম-পরিচয়।
প্রাণ আমি বিষক্রমি বিষে নাই ভয় ॥
হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়াছে বিচ্ছেদের বাণ।
সমুদয় সহ্য ক'রে হয়েছি পাষাণ ॥
ভোগা মেরে দাগা দিলে সাধের সময়।
জাগা ঘরে চুরি আর এখন কি হয় ?
সমভাবে ভোগ করি সুখ আর দুখ।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

নিবেছে আমার প্রাণ অদৃষ্টের আলো।
তুমি যাতে ভাল থাকো সেই ভালো ভালো ॥
তোমারে বিশেষরূপে কি বুঝাব বোলে ?
স্বভাবের দোষ কভু নাহি যায় মোলে ॥
সন্ন্যাসী হইয়া তুমি যদি শেখ যোগ।
তথাচ যাবে না প্রাণ তুষনাড়া রোগ ॥
কোন্‌খানে মন রেখে এখানেতে এলে ?
কাচেতে রতন কেন কাঁচাসোনা ফেলে ?
যাও যাও তার কাছে বাঁধা যার ভাবে।
সে ধনী এ ধ্বনি শুনে প্রমাদ ঘটাবে ॥
দেখিবে না ও মুখ আর তোমার ও মুখ।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

ছ'মাসে ন'মাসে নাহি পাই দরশন।
হ'লে তুমি রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতন ॥
বলিবার কথা নয় হায় হায় হায় !
সর্ব্বনাশী সর্ব্বগ্রাসী করেছে তোমায় ॥
কেমন গ্রহণ এই একভাবে রও।
রাহুমুখে যুক্ত সদা মুক্ত নাহি হও ॥
আমি আছি দিবানিশি এক ধ্যান ধোরে।
মুক্তি দেখে মুক্তি পাই মুক্তিস্নান কোরে ॥
আমার কপাল পোড়া দৃষ্টিপোড়া বিষে।
একবার মুক্ত নহ মুক্ত হব কিসে ?

কি জানি কেমন কোরে সে করেছে তুক।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

নায়কের উত্তর

(বাঁকামুখ কবে ?)

বড় যে মধুর ধ্বনি শুনি আজ ধনি !
একেবারে খুলিয়াছ অমৃতের খান ॥
স্বভাবে সমান আছে আমার স্বভাব।
আপনার ভাবে তুমি ভাবিছ অভাব ॥
সেই আমি সেই আছি আছে সেই ভাব।
একদিন নাহি হয় ভাবের অভাব ॥
যখন তোমায় দেখে যে ভাবের ভাব।
সেই ভাবে ভাব ধরে আমার স্বভাব ॥
ভাবিলেই ভাবে হয় ভাবের উদয়।
পুরাতন এক ভাব নূতন তো নয় ॥
দেখিলে তোমার ভাব ভাব পাই তবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

রসবতী নাম ধর কোথা সেই রস।
বুঝিতে না পারি প্রাণ সরস বিরস ॥
রসের আকরে এসে পাই নাই রস।
সাধ ক'রে এত দিন ছিলাম বিরস ॥
কৃপণ তোমার মত কেবা আছে আর ?
গোপন করিয়াছিলে আপন ভাণ্ডার ॥
সময়েতে এক ফোঁটা কর নাই দান।
বক্ষে ক'রে রক্ষে কর যক্ষের সমান ॥
হয়নি তোমার কাছে রসের ব্যাপার।
কি রসে রসিক হব কি আছে আমার ?
নূতন রসের কথা শুনিতেছি সবে।
হাসি মুখে আসি প্রাণ বাঁকা মুখ কবে ?

যাহার যেমন ভাব লাভ সে প্রকার।
সেই সব বাঁকা দেখে বাঁকা মন যার ॥
নিজ ভাবে তুমি প্রাণ সোজা যদি হ'তে।
সোজা পথে চোলে তবে সোজা কথা কোতে ॥
সোজা-ভাব বোঝা প্রাণ সহজেই হয়।
বাঁকা ভাব বাঁকা বড় বুঝিবার নয় ॥
ভিতরের ভাব কিছু নাহি যায় বোঝা।
অথচ জানাও তুমি যেন কত সোজা ॥

ললনা তোমার কাছে ছলনা কি খাটে ?
আমি খাই ভাঁড়ে জল তুমি খাও ঘাটে ॥
ছল্ কোরে বল কোরে ঝুটো কথা কবে।
হাসি মুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

ভিতর বাহির সদা সমান আমার।
মুখে এক মনে আর স্বভাব তোমার ॥
দিয়েছ কথার ভাগা বদনের হাটে।
মুখোমুখি কোরে প্রাণ ও মুখে কি আঁটে ?
বচনের বলিহারি হারি হইয়াছে।
সম্মুখে কি যেতে পারি ও মুখের কাছে ?
আমার হয়েছে প্রাণ হিতে বিপরীত।
কোঁদল করিয়া সেধে কেঁদে কর জিত ?
তোমার কলের আঁখি জলের আধার।
সে জলের মাঝে কত ছলের ব্যাপার ॥
কেঁদে যদি জিতে যাও কে পারিবে তবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

সকলি আমার দোষ দোষী আমি একা।
তুমি কিছু জান নাকো হ'তে চাও নেকা ॥
ভাজা ভাজা করিতেছ হাড় হলো কালি।
এক হাতে কখনো কি বেজে থাকে তালি ?
ভালরূপে জানিয়াছি ভাল ব্যবহার।
মিছে তুমি সতীপানা জানায়ো না আর ॥
আমায় কিনেছি আমি চিনেছি তোমারে।
ব্যবহার শিখাইলে বিনা ব্যবহারে ॥
মনের গোচর সব আর যত পাপ।
যার মনে যত ছল তার তত পাপ ॥
এখন সে সব কথা লুকালে কি হবে ?
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

কিছুতে নারীর মন নাহি হয় বশ।
রমণীর কাছে নাই পুরুষের যশ ॥
আপনি করিয়া চুরি সাধু হয়ে রও।
তোমার জেতের দোষ তুমি বোলে নও ॥
সব দিকে বড় নারী স্বভাবে সরলা।
হায় হায়! কামিনীরে কে কহে অবলা ॥
মাখিয়া মধুর ছিটে মুখের উপরে।
নাকে কেঁদে কথা কোয়ে মাথা খুঁড়ে মরে ॥
পেটের ভিতরে বিষ নাহি জানে কেউ।
নিরন্তর খেলিতেছে সাগরের ঢেউ ॥
দেখে দেখে ঠেকে শিখে রয়েছি নীরবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

যদি কেউ গুণে থাকে সাগরের ঢেউ।
পৃথিবীর সীমা যদি পেয়ে থাকে কেউ ॥
যদি কেউ ক'রে থাকে বাতাস বন্ধন।
যদি কেউ ক'রে থাকে আকাশ খণ্ডন ॥
নিরূপণ যদি করে আকাশের তারা।
নিরূপণ যদি করে জলদের ধারা ॥
এইরূপে যার চেয়ে যোগ্য আর নেই।
নারীভাব-নিরূপণে পরাভব সেই ॥
এমন কি আছে কেউ রমণীরমণ ?
স্থিরভাবে যে পেয়েছে রমণীর মন ?
তোমার ও রবে প্রাণ নিকটে কে রবে ?
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

মনের ভিতরে যার গরিমা-গরল ?
সে নারী কেমনে হবে স্বভাবে সরল ?
দাসখত লিখে দিয়ে পড়ে যদি পায়।
তথাচ নারীর মন পুরুষে কি পায় ?
শিকের উপরে কথা মন আছে তোলা।
কৌশলে কহিছে কথা মনতোলা তোলা ॥
তোলামনে কহিতেছ কত মনতোলা।
কিসে হবে খোলামন কিসে হবে ভোলা ?
ঝোলাঝুলি কোরে কত লুটিয়াছি তুমি।
একদিন খোলাখুলি করিলে না তুমি ॥
অধর্ম্মের কথা কোলে ধর্ম্মে নাহি সবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

রাগদ্বেষ অভিমান আর অহঙ্কার।
এখনো রয়েছে যারা শরীরে তোমার ॥
সকলেই বলবান্ খাটো কেহ নয়।
সকল সময়ে তারা করিছে প্রলয় ॥
ছলনা চাতুরী আর কপটতা ভাব।
প্রকাশে তোমার মনে প্রবল প্রভাব ॥
যদ্যপি যৌবন-কাল বিদায় হয়েছে।
তথাচ সে ঠাটখানি বজায় রয়েছে ॥
আছে সেই সমুদায় পূর্ব্বকার ভাব।
ফেরেনি ঠমক্ ঠাট ফেরেনি স্বভাব ॥
তাদের জিজ্ঞাসা কর সাক্ষী দেবে সবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

এখন এ অহঙ্কার দেখাতেছ কারে ?
আপনার দোষে তুমি গেলে ছারেখারে ॥
মনে কর কি করেছ যৌবনসময়।
সে দিনের কথা সে তো বহুদিন নয় ॥
যৌবনের গরবেতে গরবিণী হয়ে।
সাপিনীর সম ছিলে ফোঁস-ফোঁস্ লয়ে ॥
ঠিকুরে ঠিকুরে উঠে ঠ্যাকারে ঠ্যাকারে।
কত দিন কত কথা বলেছ আমারে ॥
মধুমুখে বঁধু বোলে তোষনি আমায়।
রজনীতে শুধুমুখে দিয়েছ বিদায় ॥
মরি কিছু জান নাকো তবে তবে তবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

ছুতো-নতা খুঁজে খুঁজে কাল হলো গত।
একথানা নিয়ে কর ব্যাকথানা কত ॥
না এলে তো রক্ষা নাই কত কথা উঠে।
মেদিনী ফাটিয়া যায় বকুনীর চোটে ॥
বকুনী তখনি গেলে পেতাম নিস্তার।
মুখ দিয়ে পোকা পড়ে থামে নাকো আর ॥
সাতপাড়া ছুটে ছুটে কর তোলপাড়।
পোড়াও আপন দোষে আপনার হাড় ॥
যামিনীতে যে সময়ে নিদ্রা যাও প্রিয়ে।
তখন কোঁদল রাখো ধামা চাপা দিয়ে ॥
উচ্চ হয়ে কুচ্ছ গেয়ে তুচ্ছ কর যবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

এলে পরে ঘর হ'তে আমায় দেখিয়া।
ঢুকিয়া ঘরের কোণে বোসে থাক গিয়া ॥
সাধ কোরে কর তুমি মিছে অভিমান।
বসনেতে ঢেকে রাখো বঙ্কিম-বয়ান ॥
আশা কোরে আসি আমি তুমি মর রিষে।
এসে যদি আশা যায় আসা যায় কিসে ?
কলহের কল্পতরু বটে তুমি বটে।
পেয়েছি কুফল কত তোমার নিকটে ॥
ছাঁদো ছাঁদো কথা শুনে মনের অসুখে।
কেবল গিয়েছি ফিরে কাঁদো কাঁদো মুখে ॥
কথার ধমকে প্রাণ কেঁদে ওঠে সবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

মুখের বচন নয় সুখের প্রণয়।
দুজন সুজন হ'লে তবে প্রেম রয় ॥
প্রণয়িনী নাম নাই প্রণয় তোমার।
পরিহার করিয়াছ প্রেম-হেমহার ॥
আপনি বিচ্ছেদ ক'রে ঘুচালে প্রণয়।
এখন দেখাও কারে বিচ্ছেদের ভয় ?
আমার স্বভাব নয় তোমার মতন।
কেনা হয়ে থাকি তার যে করে যতন ॥
সরল হইলে সাপ বুকে তারে ধরি।
তার মুখে মুখ দিয়া বিষ পান করি ॥
যে হয় দুখের দুখী দুখ সেই লবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

হাসি হাসি মুখখানি দেখিছ আমার।
হাসির ভিতরে আছে হাসির ব্যাপার ॥
মনেতে রোদন কোরে দুঃখনীরে ভাসি।
এ যে হাসি হাসি নয় চড়কীর হাসি ॥
নব ভাবে কেন দিব নব পরিচয় ?
এই ভাব তব ভাব নবভাব নয় ॥
গরবের ধন ছিল যৌবন তোমার।
সে ধন ফুরায়ে গেল কিছু নাই আর।
সময়েতে করিলে না প্রিয় ব্যবহার।
এখন ধরেছ ভাব কিরূপ প্রকার ?
মন তার সমুদায় পরিচয় লবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

হাতে কোরে একদিন করিলে না দান।
বচনেতে একদিন রাখিলে না মান ॥
বিফলে বৃথায় গেল সাধের যৌবন।
এইরূপে নষ্ট হয় কৃপণের ধন ॥
এলো না যৌবন-ধন আমার ব্যাভারে।
চুপি চুপি যদি কিছু দিয়ে থাকো কারে ॥
সে বিষয় নহে প্রাণ আমার গোচর।
তুমি জান ধর্ম্ম জানে জানেন ঈশ্বর ॥
আমার ভোগের ধন হলো না আমার।
এর চেয়ে মনোদুখ কিছু নাই আর ॥
সুধা দিয়ে সুধালে না ক্ষুধা ছিল যবে।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

মাথার ঘায়েতে তুমি হয়েছ পাগল।
দায়ে পোড়ে গায়ে পোড়ে করিছ কোঁদল ॥
ঢোল মেরে গোল কোরে ছাড়িতেছ বোল।
গোলেমালে আমি কেন দিব হরিবোল ?

হরিবোল বলিবার সময় এই বটে।
পরিণামে হরিনাম শাস্ত্রে এ রটে॥
সে তো বড় সোজা নয় কঠিন ব্যাপার।
মোচন করিতে হয় মনের বিকার॥
পর-প্রেম-পীযূষের স্বাদ যেই পায়।
সার ফেলে ছার প্রেম সে কি আর চায়?
হাবাতের কপালেতে সে সুখ কি হবে?
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে?

(মনের খেদ মনেই আমার)

হরি হরি মরি মরি করি বিবেচনা।
হায় হায় বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা॥
সুধাময় সরলতা-ভাব নাহি ধরে।
যুবতী যৌবন-মদে অভিমানে মরে॥
ভাবে মনে যৌবনের হবে না সংহার।
কালের কর্ত্তব্য যাহা করে না বিচার॥
আহা আহা কারে কব মনের এ ধোঁকা।
গাছপাকা খাস্ আঁবে ধরিয়াছে পোকা॥
সাট্ মেরে কাঠ হয়ে করে কত ঠাট।
ভোলে না প্রেমীর প্রেমে খোলে না কপাট॥
সময়েতে নাহি করে প্রিয় ব্যবহার।
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥
কারে বলি আর বল কারে বলি আর?
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥

যত দিন থাকে তার যৌবনের রস।
তত দিন নাহি হয় পুরুষের বশ॥
রসবোধ নাহি হয় রসের সময়।
সরস অন্তরে কভু করে না প্রণয়॥
তখন তাহার মন এমনি কঠিন।
কোনমতে নাহি হয় প্রেমের অধীন॥

যুবতী যৌবনে যদি পীরিতি জানিত।
পুরুষের মনে তবে কি সুখ হইত!
সে সুখ কেমন সুখ জানাব কি বোলে?
যেতেম আপন ভাবে আপনিই গোলে॥
বুকের বিষয় নহে মুখে বলিবার।
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥

যৌবন-জলধি-জল শুকায় যখন।
তখন সরল হয় রমণীর মন॥
সময়ে এ ভাব হ'লে হইত যেমন।
অসময়ে ততখানি হয় কি তেমন?
স্বভাবের দোষ এই দোষ দিব কার?
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥
কারে বলি আর বল কারে বলি আর?
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥

কহিলাম যত কথা হয় কি না হয়।
মনে মনে বুঝে দেখ মিছে কিছু নয়॥
বল বল যত পারো বোলে লও রাগে।
তোমার ভূতের ঢেলা গায়ে নাহি লাগে॥
আমার সকল কথা ফুরাইল প্রিয়ে!
মিছে কেন চড় খাই ষাঁড় বেঁটাইয়ে?
এখনো হলো না প্রাণ সরল প্রণয়।
সমান স্বভাবে গেল সকল সময়॥
আর ছার পীরিতের সাধ কিছু নাই।
ঈশ্বর জুড়ান যদি তবেই জুড়াই॥
গুপ্ত প্রেম গুপ্ত থাক ফুটিবে না আর।
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥
কারে বলি আর বল কারে বলি আর?
রহিল মনের খেদ মনেই আমার॥

———

যুদ্ধ-বিষয়ক

শিখযুদ্ধে ইংরেজের জয়

গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়,
শতলজ পার হ'ল শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

কালগুণে বিপরীত বুঝিবার ভ্রম।
এসেছিল শিখ সব করিয়া বিক্রম॥
বামনের অভিলাষ ধরিবেক শশী।
উর্দ্ধভাগে হস্ত তুলে ভূমিতলে বসি॥
তুরঙ্গের থরগতি থর করে শক।
বাসুকি করিতে বধ বাঞ্ছা করে বক॥
কাকের কোকিল-রবে লজ্জা নাহি হয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হ'ল শিখ সমুদয়
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

পাঞ্জাবীয় শিখদের আশা ছিল মনে।
ব্রিটিস বিনাশ করি জয়ী হব রণে॥
সমুদয় অস্ত্র লয়ে হয়ে অগ্রসর।
করিল শিবিরে আসি সম্মুখ-সমর॥
প্রথমে জঙ্গল পেয়ে মঙ্গল-সাধন।
দঙ্গল বাঁধিয়া করে ঘোরতর রণ॥
মাঠে এসে ফাটে বুক মুখ শুষ্ক হয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হ'ল শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

আমাদের সেনাদের বাহুবল বাড়ে।
বিকট বদনে ঘোর সিংহনাদ ছাড়ে।
বেঁধে হোপ ক'রে কোপ দিলে তোপ দেগে।
নাহি রব পরাভব গেল সব ভেগে॥
যত দল হতবল প্রতিফল পেলে।
রেজিমেণ্ট করে সেণ্ট তাঁবু টেণ্ট ফে'লে॥
দ্বেষ ছেড়ে দেশে গিয়া মানে পরাজয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হ'ল শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

বিপক্ষের বড় বড় সরদার যারা।
সিদ্ধিপানে শুদ্ধি খায় বল বুদ্ধিহারা॥
লাহোরে রাণীর কাছে অধোমুখে থাকে।
ঘোর দুর্গে ঢুকে দুর্গে দুর্গে ব'লে ডাকে॥
বিক্রমেতে সিংহসম শিখ সিংহ যত।
আমাদের কাছে সব শৃগালের মত॥
'নাকেখত্ যুদ্ধে বাবা' পরস্পর কয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হ'ল শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

রণভূমি ছেড়ে যায় যত চাঁপদেড়ে।
গুলী গোলা অস্ত্র তোপ সব লয় কেড়ে॥
মাথার পাগড়ী উড়ে পড়ে নদীকূলে।
বুদ্ধিলোপ দাড়ি-গোঁপ সব যায় ঝুলে॥
চড়াচড় মারে চড় সিফায়ের দলে।
ধড়ফড় ক'রে ধড় পড়ে ধরাতলে॥
পুনর্ব্বার উঠিবার শক্তি নাহি হয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হ'ল শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

ভাগিয়াছে শত্রু সব লাগিয়াছে ধূম।
লুঠিতে লাহোর দেন হেনরি হুকুম॥
প্রাণপণ হৃষ্টমন সেনাগণ সাজে।
মহাজাঁক ঘন হাঁক জয়ঢাক বাজে॥
শিখদেশ হয় শেষ রণবেগ ধরে।
চলে দল ধরাতল টলমল করে॥
ধরাধর কেঁপে উঠে ধরা নাহি রয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হ'ল শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

এ দেশের প্রজা সব ঐক্য হয়ে সুখে।
রাজার মঙ্গল-গীত গান কর মুখে॥
ধন্য চীফ কমাণ্ডার ধন্য দেও লর্ডে।
ইংরাজের র‍্যাঙ্ক বাড়ে থ্যাঙ্ক দেও গডে॥
গণ্য বটে সৈন্যগণ ধন্য দেও তায়।
লর্ডের রহিল মান গডের কৃপায়॥
সদয় সমরকল্পে বিভু দয়াময়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হ'ল শত্রু সমুদয়।
রণে ব্রিটিসের জয় রণে ব্রিটিসের জয়॥

———

দ্বিতীয় যুদ্ধ

ভারতের অবোধ দুর্ব্বল লোক যত।
ডা'ল ভাত মাছ খেয়ে নিদ্রা যাবে কত?
পেটে খেলে পিঠে সয় এই বাক্য ধর।
রাজার সাহায্য হেতু রণসজ্জা কর॥
লাহোরের শিখ-সেনা শক্ত অতিশয়।
এখন আলস্য করা সমুচিত নয়॥
কেহ খড়্গ কেহ ঢাল কেহ যষ্টি লও।
যাহার যেমন সাধ্য সেইরূপ হও॥
করিতে তুমুল যুদ্ধ আমাদের সনে।
লাহোরীয় প্রজাপুঞ্জ সাজিয়াছে রণে॥
আমরা তাদের সঙ্গে রোকে রোকে রুকে।
দাড়ি ধ'রে দিব টান বাড়ী মেরে বুকে॥
অধিকার যদি পাই শিখদের ক্ষিতি।
আমাদের প্রতি হবে ভূপতির প্রীতি॥
সাহসে করিবে যুদ্ধ যত বুদ্ধি ঘটে।
কোন ক্রমে নাহি যাবে গোলার নিকটে॥
অকর্ম্মণ্য শক্তিশূন্য আফিসর যাঁরা।
ডাক পেয়ে ডাকযোগে যুদ্ধে যান তাঁরা॥
শিরে রাখ বিশ্বদল মুখে বল হরি।
সঙ্গে সঙ্গে চল সব শুভযাত্রা করি॥
গায়ে দেহ চাপকান পায়ে চটি জুতি।
মাথায় পাগড়ী বাঁধ পর শাদা ধুতি॥
দোবজা দোছট করি চোট কর মনে।
হোঁচট না খাও যেন ঘোরতর রণে॥
সাইনের অগ্রভাগে যেয়ো নাক রুকে।
চোট্ চাট্ কাট্ কাট্ মাল্সাট মুখে॥

———

মুদকির যুদ্ধ

চেগেছে বিষম যুদ্ধ শিখগণ সঙ্গে।
রেগেছে ইংরাজ লোক রণরস-রঙ্গে॥
সেজেছে অগণ্য সৈন্য কি কব বিস্তার।
বেজেছে জয়ের ডঙ্কা নাহিক নিস্তার॥
বেড়েছে ব্রিটিস সেনা সংখ্যা শত শত।
ছেড়েছে প্রাণের মায়া যুদ্ধে হয়ে রত॥
ঘেরেছে সমরস্থল লয়ে নিজ দল।
সেরেছে এবার শিখে হইয়া প্রবল॥
মেরেছে বিপক্ষগণে মুদকির রণে।
ঘেরেছে সকল শত্রু গোরাদের সনে॥
ভেগেছে সম্মুখযুদ্ধে নদী পার হয়ে।
মেগেছে আশ্রয় পুনঃ মিত্রভাব লয়ে॥
হয়েছে সমূহ শিখ সমরে সংহার।
বয়েছে চক্ষের যোগে বক্ষে বারিধার॥
লয়েছে দুঃখের ভার শিরোপরে কত।
রয়েছে প্রমাণ তার তোপ এক শত॥
ধরেছে ইংরাজ সেনা মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর।
পরেছে করাল বস্ত্র অস্ত্রযুক্ত কর॥
বলিছে বদনে শুদ্ধ মার মার ধ্বনি।
চলিছে সমরে সবে টলিছে ধরণী॥
ছলিছে ছলনা করি বিপক্ষের দল।
ফলিছে ব্রিটিসবৃক্ষে জয়যুক্ত ফল॥

———

শিখযুদ্ধ

শিখ সব এসেছিল, থল থল হেসেছিল,
নেচেছিল সেনা শত শত।
কটুভাষ ভেষেছিল, বল করি ঠেসেছিল,
শেসেছিল অভিলাষমত॥
শিবিরেতে এয়েছিল, ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়েছিল,
ছেয়েছিল সমরের স্থল।
অধিকার চেয়েছিল, রুধিরেতে নেয়েছিল,
পেয়েছিল হাতে হাতে ফল॥
জোট দিতে পেরেছিল, প্রায় সব সেরেছিল,
জেরেছিল অগ্নিবরিষণে।
কোপ করি ধেয়েছিল, ক'সে তোপ মেরেছিল,
হেরেছিল গোরা সব রণে॥

বহুসৈন্য লয়েছিল, গুলী গোলা বয়েছিল,
হয়েছিল পূর্ব্বপারবাসী।
যত কথা কয়েছিল, আমাদের সয়েছিল,
রয়েছিল সম্মুখেতে আসি॥
কালবেশ ধরেছিল, প্রাণপুঞ্জ হরেছিল,
করেছিল ভয়ানক গতি।
বহুলোক জরেছিল, চক্ষে জল ঝরেছিল,
ম’রেছিল বহু সেনাপতি॥
যত চাঁপ-দেড়ে ছিল, দাড়ী গোঁপ নেড়েছিল,
বড় বড় ধেড়ে ছিল সাতে।
ভাল আড্ডা গেড়েছিল, রণভূমি ফেঁড়েছিল,
মেড়েছিল বারুদ তাহাতে॥
বড় ঝাঁক্ বেড়েছিল, বড় হাঁক ছেড়েছিল,
ঝেড়েছিল গুলীগোলা আগে।
গোরা শেষ চেতেছিল, ভূমিতলে পেড়েছিল,
ভেড়েছিল অতিশয় রাগে॥
শ্বেত সৈন্য রেগেছিল, জোরে তোপ দেগেছিল,
তেগেছিল বিপক্ষের বুকে।
গায়ে গোলা লেগেছিল, শিখ সব ভেগেছিল,
মেগেছিল পরাজয় মুখে॥
মার রব মুখে ছিল, ব্যূহমধ্যে ঢুকেছিল,
বুকে ছিল কামানের জোর।
রোকে রোকে রুকেছিল, হাতে হাতে ঠুকেছিল,
ঝুঁকেছিল লুঠিতে লাহোর॥
কোপে গুলী ছুড়েছিল, তোপে ধূলি উড়েছিল,
জুড়েছিল আকাশ পাতাল।
শিখমুণ্ড উড়েছিল, দাড়ী গোঁপ পুড়েছিল,
থুড়েছিল ধরি তরবাল॥
শত্রুদল হটেছিল, দেশে দেশে রটেছিল,
চোটেছিল মহিষীর মন।
দুঃখে বুক ফেটেছিল, নাক কান কেটেছিল,
এঁটেছিল করিয়া শাসন॥

ফিরোজপুর যুদ্ধে জয়

থ্যাঙ্ক গাড ধন্য তুমি, ফিরোজপুরের ভূমি,
শিখ-রক্তে প্রবাহিত নদী।
এক তন্তে এ প্রকার, না জানি কি হ’ত আর,
দুই হস্ত প্রাপ্ত হ’তে যদি॥
যুদ্ধে যুদ্ধে আপনার সমতুল্য কোথা আর,
মহিমার নাহি হয় শেষ।
ডিউকের হয়ে পার্টি, বধ করি বোনাপার্টি,
রেখেছিলে ব্রিটেনের দেশ॥
তুলনা তোমার কাছে, তুল্য গুণ কার আছে,
বাহুবল বুদ্ধিবল ধরে।
প্রতিজ্ঞা মনের প্রিয়া, সাহসে সফল ক্রিয়া,
হস্ত দিয়া দেশ রক্ষা করে।
ধিক্ ধিক্ শিখপক্ষ, কিসে হবে প্রতিপক্ষ,
কোনরূপে লক্ষণীয় নয়।
যুদ্ধ করি উপলক্ষ, এসেছিল কত লক্ষ,
লক্ষ্য মাঝে গেল সমুদয়॥
না জেনে বিশেষ হেতু, বান্ধিল নৌকার সেতু,
কালকেতু ধূমকেতু শিখ।
বলহীন হয়ে শেষে, ঢুকিয়া আপন দেশে,
আপনার যুদ্ধে দেয় ধিক্॥
আমাদের সেনা সব, মেরে সবে করে শব,
ছেড়ে রব দিলে সব তেড়ে।
গুলী গোলা নিলে কেড়ে, যত ব্যাটা চাঁপদেড়ে,
পলাইল পূর্ব্বপার ছেড়ে॥
গোরা সব রাগে রাগে, জোর করি তোপ দাগে,
কামানের আগে যায় উড়ে।
ক’রে কোপ বুদ্ধিলোপ, মিছে হোপ খেয়ে তোপ,
দাড়ী গোঁপ সব গেল পুড়ে॥
শিখ শত্রু পরাভব মুখে আর নাহি রব,
সুখী সব ব্রিটিসের জয়ে।
সকল হইল ভুট, গো টু হেল ড্যাম হুট,
ফেলে উট দিলে ছুট ভয়ে॥
হুড় হুড় হুড় হুড়, দুড় দুড় দুড় দুড়,
গুড় গুড় গুড় গুড় গুম।
কড় কড় চড় চড়, ঘড় ঘড় ফড় ফড়,
হড় হড় দড় দড় দুম॥
গাড়া গাড়া গুম গুম, ডাগা ডাগা ডুম ডুম,
গুম গুম জয়ঢাক বাজে।
ভঁভঁ ভঁভঁ ভম্ ভম্, পঁপ পঁপ পম্ পম্
ভম্ ভম্ ভেরী রাগ ভাঁজে॥
ফায়ের ফায়ের ফুট, ফাই ফাই ভুট হুট,
ড্যাম ড্যাম গোরাগণ ডাকে।
• • কাঁহা যাগা, আবি তেরা শের লেগা,
সেফায়েরা এই রব হাঁকে॥

যুদ্ধের বিষম ধূম, গগনে উঠিল ধূম,
ঘুম নাই নয়ন-নিকটে।
ঘুচিল শিখের শঙ্কা, বাজিল বিজয়-ডঙ্কা,
লঙ্কাজয়ী কাণ্ড ভাই ঘটে॥
ঘটায় ছটায় চলে, ভটায় হটায় বলে,
চকিতে চটায় শত্রুদল।
করে চোট দিয়ে জোট, ধর চোট নিলে কোট,
শিখ গোট গেল রসাতল॥
জোরবার শোরসার, ঘোরবার ফেরফার,
নাহি আর বিপক্ষের দলে।
শ্বেত-সৈন্য সবাকার, বৃদ্ধি হলো অহঙ্কার,
বার বার মার মার বলে॥
ধন্য লর্ড গবর্ণর, ধন্য চীফ কমেণ্ডর,
ধন্য ধন্য অন্য সেনাপতি।
ধন্য ধন্য সৈন্য সব, ধন্য ধন্য ধন্য রব,
ধন্য ধন্য ব্রিটিসের পতি॥
শত্রুচয় পেয়ে ভয়, রণে হয় পরাজয়,
সমুদয় হ'লে ছারখার।
শতদ্রু-সলিল-অঙ্গে, রুধির-তরঙ্গ-রঙ্গে,
বিভূষিত শিখ-বহার॥
স্রোতে সব শব ভাসে, বাতাসে পুলিনে আসে,
কি কহিব ভয়ানক কথা।
গৃহপাল ফেরুপাল, শকুনি গৃধিনী জাল,
শবাহারে সব হারে তথা।
আজ্ঞা পেয়ে আপনার, হ'ল সব নদী পার,
অধিকার করিতে লাহোর।
বিপক্ষের ঘোর দুর্গ, লুটিল সকল দুর্গ,
ব্রিটিসের ভাগ্য বড় জোর॥
মহারাণী শিখেশ্বরী, শিশু সুত ক্রোড়ে করি,
দারুণ দুঃখিত অহরহ।
নানক বাবার ঘরে, এই অভিলাষ করে,
সন্ধি হোক ইংরাজের সহ॥
নিজে তেজ অতি হেজ, কিসে তার এত তেজ,
গন্ধহীন গোলাব সে কাঠ।
কোন্ তুচ্ছ রণজোর, নহে তার রণ জোর,
মিছামিছি করে মালসাট॥
ক'রে লাল চক্ষু লাল, ঠুকে তাল ধরে ঢাল,
সেনাজাল এনেছিল রণে।
ইস্মিথের দেখে বুদ্ধ নিজ পক্ষ করি রুদ্ধ,
পলাইল ভয় পেয়ে মনে॥

লাহোরের দরবার, আশু হবে অধিকার,
দেখি তার অনুষ্ঠান নানা।
এবিল ইংলিস যত, ডেবিল করিয়া হত,
টেবিল পাতিয়া খাবে খানা॥
চারিদিকে সেনাগণ, মধ্যভাগে চ্যাপলিন,
সরমন্ পড়িবেন জোরে।
যতেক গোরার ক্লাস, ধরিয়া সেরিয় গ্লাস,
কহিবেক হিপ হিপ হুরে॥

হে, গব, নর। মানব, বর।
রণ স, স্বর। বচন ধর॥
ব্রিটিস, গণে। অভয়, মনে॥
শিখের সনে। সেজেছে, রণে।
লাহোরা, ধিপ। শিশু দ, লিপ।
তার স, মীপ। সমর, দীপ॥
ধনের, আশ। করি প্র, কাশ।
প্রাণী বি, নাশ। দয়া না, বাস॥
স্বরূপ, বটে। সকলে, রটে।
শতদ্রু, তটে। পাছে কি ঘটে।
তোমার, কার্য্য। নহে নি, বার্য্য।
পাইবে, ধার্য্য। শিখের রাজ্য॥
না হয়, ভঙ্গ। রণ ত, রঙ্গ।
শোণিত, রঙ্গ। শোভিত, অঙ্গ।
দেখিয়া, রীতি। হাসিবে, ক্ষিতি।
ধনের, প্রতি। এত কি, প্রীতি।
সমর, স্থলে। কামান, কলে।
বিপক্ষ, দলে। বধিবে, বলে॥
শিখের পাপে। তোমার, দাপে।
রণ প্র, তাপে। অবনী, কাঁপে॥
বিকট, বেশে। রুধিরে ভেসে।
লাহোর, দেশে। কি হবে, শেষে॥
শিখ ভূ, পাল। দুধের, বাল।
তারে কি, কাল। যাতনা, জাল॥
হে গুণ, নিধি। বিফল নিধি॥
এ নহে, বিধি, বিদিত, বিধি॥
করুণা, কর। করুণা, কর।
রণ না, কর। সমর, হর॥

———

নানা সাহেব

নানার কি নানাকেলে, আজো আছে ধন ?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে জন ?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে মন ?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে পণ ?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে ডাক ?
নানার কি নানাকেলে, আজো আছে জঁাক ?
প্রকাশিছে পাপপন্থা, হয়ে পন্থী "ঢুঢু ?"
'ঢু' মারিতে জানে শুধু, ঘটে তার "ঢুঢু" ॥'
নানা পাপে পটু নানা, নাহি শুনে না, না।
অধর্ম্মের অন্ধকারে হইয়াছে কানা ॥
ভাল-দোষে ভাল তুমি, ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু, শেষে দেখ ফাঁদ ॥

কানপুরের যুদ্ধে জয়

বাজী রাও পাসা যিনি,
বাজী রাও পাসা যিনি, সাধু তিনি,
মান্য নানা মতে।
মহারাষ্ট্র, মহা রাষ্ট্র, পূজ্য এ জগতে ॥
ছেড়ে সে নিজ দেশ,
ছেড়ে সে নিজ দেশ, রাজবেশ,
বাঁচিবার তরে।
আত্ম-সমর্পণ করে, ব্রিটিসের করে ॥
হয়ে সে পুত্রহত
হয়ে সে পুত্রহত, ক্রমাগত,
করে কত দান।
আঁটকুড়ো কপালে তবু, হ'ল না সন্তান ॥
কোথাকার মহাপাপ,
কোথাকার মহাপাপ, বলে বাপ,
পুত্র হ'ল 'নানা'।
কাকের বাসায় যথা, কোকিলের ছানা ॥
সেটা ত পুষ্যি এঁড়ে,
সেটা ত পুষ্যি এঁড়ে, দস্যি ভেড়ে,
নস্যি কর তারে।
উঠে ধানে পক্ষি যেন, না করিতে পারে।
নানা কি নানাকেলে,
নানা কি নানাকেলে, রাজ্য পেলে,
তাইতে এত জারি ?
যাহা স্বেচ্ছা, তাহা করে, হয়ে স্বেচ্ছাচারী ॥

হ'লে সে পাসার ছেলে,
হ'লে সে পাসার ছেলে, চাষার ছেলে,
কেন তবে চলে ?
হয়ে কাল, বামা, বাল নাশে নানা ছলে ॥
হ'ল সে হ'লই হিন্দু,
হ'ল সে হ'লই হিন্দু, দোষের সিন্ধু,
দ্বেষানলে দহে।
গলে দোলে পাপের সূত্র, বাপের পুত্র নহে ॥
সেটা তো একা নয়,
সেটা ত একা নয়, দুরাশয়,
ভাই তার ভোলা।
পথে পথে মেগে খাবে, হাতে ক'রে খোলা ॥
বড় সে ধূর্ত্ত হাঁদা,
বড় সে ধূর্ত্ত হাঁদা, ফেরে গাধা
বড় দাদার হিতে।
"একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তার মিতে" ॥
জুটেছে সমান ছুটো,
জুটেছে সমান ছুটো, দাঁতে কুটো,
কর্ত্তে হবে শেষে।
গলে দড়ী খে'লে ছড়ি, ফিরবে দেশে দেশে ॥
কোথাকার হরির খুড়ো,
কোথাকার হরির খুড়ো, মেরে হুড়ো,
গুঁড়ো ক'রে দেহ।
বংশে যেন বাতী দিতে, নাহি থাকে কেহ ॥
তারা, যে পন্থী ঢুঢু,
তারা, যে পন্থী ঢুঢু, ঘরে ঢুঢু,
গেলে ছারেখারে।
হাড়ে মাটী, ঘাড়ে দুর্ব্ব হ'ল একেবারে ॥
বিঠুরে আর কি আছে ?
বিঠুরে আর কি আছে, নানার কাছে,
নাইক কাণাকড়ি।
অতঃপরে অন্নাভাবে যাবে গড়াগড়ি ॥
ছিল যার বস্তু যত,
ছিল যার বস্তু যত, ক্রমাগত,
গোরা নিলে লুঠে।
কোঁৎকা খেয়ে, হোঁৎকা এঁড়ে, হাম্বা ব'লে ছুটে।
হয়েছে হতভোম্বা,
হয়েছে হতভোম্বা, অষ্টরম্ভা,
নাহি মাত্র চাকি।
সবে কলির সন্ধ্যা এই, কত আছে বাকি ॥

করেছে যেমন মতি,
করেছে যেমন মতি, তেমনি গতি,
শাস্তি আঁতে আঁতে।
অধর্ম্ম-বৃক্ষের ফল ফলে হাতে হাতে॥
ছেড়ে দেও বামুন ব'লে,
ছেড়ে দেও বামুন ব'লে, টোলে টোলে,
ধরি পদতলে।
থাবড়া মেরে হাবড়া পথে, চালান দেহ জলে॥
যদি ভাই আমরা ছাড়ি,
যদি ভাই আমরা ছাড়ি, মাড়ামাড়ি
কর্‌বে গোরা সবে।
বাঘের গোহত্যা ভয়, কে শুনেছে কবে?
নানা না, পাপী নানা,
নানা, না, পাপী নানা, কথা নানা,
কয়ো না রে কেহ।
যথা তথা নানা-কথা, ছেড়ে সবে দেহ॥
লেখনী থাকো থেমে,
লেখনী থাকো থেমে, নিত্য প্রেমে,
মত্ত হ'তে হবে।
কুমার সিংহের কথা, লিখি কিছু তবে॥
সেটা তো কতক ভাল,
সেটা ত কতক ভালো, ধর্ম্ম-আলো,
কিছু আছে ঘটে।
নারীহত্যা, শিশুহত্যা, করেনিক বটে॥
তবু ত অত্যাচারী,
তবু ত অত্যাচারী, হত্যাকারী,
বোল্‌তে তারে হবে।
রাজদ্বেষী মহাপাপী, কবেই কবে সবে॥
হয়ে সে রাজ্য-ছাড়া,
হয়ে সে রাজ্য ছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া,
রক্ষা কিসে পাবে?
কর্ম্মদোষে ধর্ম্ম-দোষে, অধঃপাতে যাবে।
ছোট তার সিংহ অমর,
ছোট তার সিংহ অমর, সে কি অমর?
গুমর করে কিসে?
চামর হয়ে কোমর বেঁধে, সমর করে কিসে?
হবে তার মুখের মত,
হবে তার মুখের মত, গোরা যত,
শাস্তি দেবে ক'সে।
এক চাপড়ে জন্ম যাবে, দন্ত যাবে খ'সে?

মেতেছে মান সিং,
মেতেছে মান সিং, নেড়ে শিং,
কিং হবে ব'লে।
কুর্ত্ত হয়ে ধূর্ত্ত যান, অভিমানে গোলে॥
হবে শেষ মানসিংহ,
হবে শেষ মানসিংহ, গ্রাম সিংহ,
বনে বনে থেকে।
হত্যা হয়ে ম'রে যাবে, ঘেই ঘেই ডেকে॥
থেকে সে অনুগত,
থেকে সে অনুগত, পাপে রত,
বুদ্ধি-দোষে মরে।
খানা কেটে লোণা জল, ঢুকাইল ঘরে॥
এই ভাই বড় মজা,
এই ভাই বড় মজা, হয়ে অজা,
বাঘের মুখে চরে।
পিপীড়া ধরেছে ডানা, মরিবার তরে॥
হাদে কি শুনি বাণী?
হাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসির রাণী,
ঠোঁটকাটা কাকী।
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে নাকি?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি,
নানা তার ঘরের ঢেঁকি, মাগী খেঁকী,
গোয়ালের দলে।
এত দিনে ধনে জনে, যাবে রসাতলে॥
হয়ে শেষ নানার নানী,
হয়ে শেষ নানার নানী, মরে রাণী,
দে'খে বুক ফাটে।
কোম্পানীর মুলুকে কি, বর্গিগিরী খাটে?
বড় সব খেড়ে খেড়ে,
বড় সব খেড়ে খেড়ে, ছাগলদেড়ে,
নেড়ে পানে রুকে।
চ'ড়ে ঘাড়ে ব'সে দেও, হাড়ে হাড়ে ঠুকে॥
পশ্চিমে মিয়া মোল্লা,
পশ্চিমে মিয়া মোল্লা, কাচাখোল্লা,
তোবাতাল্লা ব'লে।
কোপে প'ড়ে, তোপে উড়ে, যাবে সব জ'লে॥
কেবলি মর্জ্জি তেড়া,
কেবলি মর্জ্জি তেড়া, কাজে ভেড়া,
নেড়া মাথা যত॥
নরাধম নীচ নাই, নেড়েদের মত॥

যেন ঝাল লঙ্কা পোড়া,
যেন ঝাল লঙ্কা পোড়া, আগা গোড়া,
নষ্টামীতে ভরা।
টেনি প'রে চটে ব'সে, ধরা দেখে সরা ॥
তারা ত হয়ে ঢোঁড়া,
তারা ত হয়ে ঢেঁড়া, যেন বোড়া,
দিতে এলো টক্র।
একরতি বিষ নাইক, কুলোপানা চক্র ॥
সাজ রে যত গোরা,
সাজ রে যত গোরা, মেরে হোরা,
তেড়ে ধরো নেড়ে।
তক্ত লুটে শক্ত হয়ে রক্ত খাও ফেঁড়ে ॥
যত পাও, খেয়ে সেরি,
যত পাও খেয়ে সেরি, হয়ে মেরি,
পাত্র হাতে ধ'রে।
নেচে নেচে মুখে বল, "হিপ্ হিপ্ হুরে" ॥
এ শীতে বড় ঠাণ্ডি,
এ শীতে বড় ঠাণ্ডি, রম্ ব্রাণ্ডী,
কিছু কিছু খেয়ে।
মনের আনন্দে দেং, ঈশু-গুণ গেয়ে ॥
ঘুচিল শত্রু-ভয়,
ঘুচিল শত্রু-ভয়, যুদ্ধে জয়,
জয় সেনাপতি।
করিলেন বাহুবলে, অগতির গতি ॥
রাখিলেন র‍্যাঙ্ক গড,
রাখিলেন র‍্যাঙ্ক গড, থ্যাঙ্ক লর্ড,
কলিন কাম্বেল।
সাধু, সাধু, সাধু তুমি, বিপক্ষের শেল ॥
কোথা মা ভগবতী,
কোথা মা ভগবতী, করি নতি,
প্রকাশিয়া দয়া।
একেবারে শত্রুকুলে, ক'রে দাও গয়া ॥

দিল্লীর যুদ্ধ

ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয়।
মুক্তমুখে বল সবে ব্রিটিসের জয় ॥
জয় জয় জগদীশ করুণা-নিধান।
কৃপাময় কেহ নয়, তোমার সমান ॥
কুজনের কদাদেশে কুবুদ্ধি লইয়া।
সেনা যারা ক্ষেপেছিল বিপক্ষ হইয়া ॥
ধরেছিল রণবেশ হয়ে বলবান্।
হরেছিল প্রজাদের ধন আর প্রাণ ॥
ঘেরেছিল চারিদিক দিল্লীর ভিতর।
মেরেছিল সেনাপতি বিস্তারিয়া কর ॥
বিশাল বিদ্রোহ দেখে করি হায় হায়।
কাতর হইয়া কত ডেকেছি তোমায় ॥
অপার কৃপার নিধি তুমি কৃপাময়।
আমাদের দুঃখ দেখে হইলে সদয় ॥
তোমার কৃপায় হ'ল শত্রু পরাজয়।
কিছু নাই ভয় আর কিছু নাই ভয় ॥
পড়ুক বিপক্ষদল মনের অনলে।
উড়ুক ব্রিটিস-ধ্বজা সমুদয় স্থলে ॥
ঝুড়ুক দুষ্টের মাথা যারে যথা পাবে।
ফুড়ুক ফুড়ুক করি গুড়ুক কে খাবে ?
ধুড়ুক্ ধুড়ুক ক'সে তোপ্ দিলে দেগে।
ভুড়ুক ভুড়ুক সব ভয়ে গেল ভেগে ॥
সিংহনাদ শুনে গেল একে একে স'রে।
ঘেউ ঘেউ ফেউ ফেউ কেঁউ কেঁউ ক'রে ॥

শরতের মেঘ সম ডাক্‌ডোক সার।
প্রভাকর-প্রভাবেতে কিছু নাই আর ॥
ইংরাজের পরাক্রম রবির প্রকাশ।
অত্যাচার-অন্ধকার হইল বিনাশ ॥
নিজ নিজ কার্য্য-তরু করিয়া ঘর্ষণ।
দাবানলে দগ্ধ হ'ল বিপক্ষের বন ॥
হোরা মেরে গোরাগণ ছুটিল যখন।
সামাল সামাল রব উঠিল তখন ॥
পলাতে না পথ পায় নাহি সয় ব্যাজ।
উঠে ছুটে পলাইল মুখে ক'রে ল্যাজ ॥
মেও মেও ডাক ডেকে বিল্লীর সমান।
দিল্লীর প্রদেশ ছেড়ে করিল প্রস্থান ॥
পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার নাহি আর দায়।
প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায় ॥

প্রতিফল পেলে ভাল হাতে হাতে।
ঠেকাঠেকি হয়ে গেল পাতে পাতে ॥
উড়ে গেল কত সেনা গোলাবাতে।
বনে বনে ফিরিতেছে খোলা হাতে ॥

ধরে ধরে ভয় পেয়ে মরে ত্রাসে।
সাধ্য কিবা লোকালয়ে পুন আসে॥
করিয়াছে মছলন্দ দুর্ব্বাবাসে।
পশুসহ পশু হ'ল বনবাসে॥
ওরে তোরা নরাধম যত দুষ্ট।
কার বলে হয়েছিলি এত পুষ্ট?
যত মূঢ় নিজ পদে নহে তুষ্ট।
চিরকাল তাহাদের বিধি রুষ্ট॥

এলাহাবাদের যুদ্ধ

প্রয়াগেতে ছিল যত সিফায়ের দল।
একেবারে সকলেতে হ'ল হতবল॥
অধিকার করেছিল তরণীর সেতু।
হয়েছে তাদের তায় মরণের হেতু॥
ঝুসিঘাটে ঘুসি খেয়ে মারা যায় প্রাণে।
ছারখার হইয়াছে অনলের বাণে॥
এখন গোরার মুখে এই মাত্র কথা।
প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা যাও যথা তথা॥

কাবুলের যুদ্ধ

(সন ১২৪৮ সাল।)

চেগেছে বিষম যুদ্ধ, তেগেছে কাবেল শুদ্ধ,
দেগেছে কামান শত শত।
ভেগেছে গোরার দল, মেগেছে আশ্রয় বল,
রেগেছে ইংরাজ লোক যত॥
করেছে আসর জারি, হরেছে বিলাতী নারী,
তরেছে সমরে খুব তারা।
পরেছে করাল বস্ত্র, ধরেছে সকল অস্ত্র,
মরেছে প্রধান যোদ্ধা যারা॥
হয়েছে সম্ভ্রম নষ্ট, সয়েছে অশেষ কষ্ট,
বয়েছে দুঃখের ভার বুকে।
রয়েছে কয়েদী যারা, লয়েছে শরণ তারা,
কয়েছে কুবাক্য কত মুখে॥
ঘেরেছে সমরস্থান, মেরেছে অনল বাণ,
হেরেছে ব্রিটিস সৈন্যগণে।
চেতেছে এবার ভাল, মেতেছে নেড়ের পাল,
পেড়েছে কামান কত রণে॥
জুড়েছে বন্দুকে গুলী, উড়েছে মাথার খুলি,
পুড়েছে কপাল নানামতে।
বেড়েছে যবনদল, ছেড়েছে সকল বল,
পেতেছে সে পাহাড়ের পথে॥
সমর করিয়া পণ্ড, সেনা সব লণ্ডভণ্ড,
অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড দেহ।
জীবন পেয়েছে যারা, আহার-বিরহে তারা,
কোনরূপে স্থির নহে কেহ॥
শ্বেতকান্তি সবাকার, চারিদিকে শবাকার,
অনিবার হাহাকার রব।
শৃগাল কুক্কুর কত, গৃধিন্যাদি শত শত,
মহানন্দে খায় সব শব॥
হিংস্র জন্তু আরো সব, শবাহারে পরাভব,
কত শব সংখ্যা নাই তার।
সব শব করি দৃষ্টি, বোধ হয় অনাসৃষ্টি,
শববৃষ্টি হয়েছে এবার॥
মেরে বন্দুকের হুড়া, পাহাড় করিল গুঁড়া,
ভাঙ্গিল মাথার চূড়া তায়।
শোণিতের নদী বহে, তরঙ্গ তরল নহে,
তৃণ আদি কত ভেসে যায়॥
বড় বড় দাড়ী গোঁপ, কেড়ে নিল গোলা তোপ,
বুদ্ধিলোপ হোপ সব হরে।
ছলে কলে ফাঁদ ফেঁদে, জঙ্গলে দঙ্গল বেঁধে,
মোঙ্গল মঙ্গল-বাদ্য করে॥
কাপ্তেন কর্ণেল কত, বিপাকে হইল হত,
স্বর্গগত ডবলিউ এম।
রাজদূত যাঁরে কয়, কোথা সেই এনবয়,
কোথায় রহিল তাঁর মেম?
দুর্জ্জয় যবন নষ্ট, করিলেক মান ভ্রষ্ট,
সব গেল ব্রিটিসের ফেম।
কেড়ে নিলে তাঁবু টেণ্ট, হতবল রেজিমেণ্ট,
হায় হায় কারে কব সেম॥
অবশিষ্ট যত সৈন্য, আহার অভাবে দৈন্য,
কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।
শুকাইল রাঙামুখ, ইংরাজের এত দুখ,
ফাটে বুক হায় হায় হায়॥
চারিদিকে গুলী গোলা, কোথা পাবে দানা ছোলা,
অশ্ব কাঁদে সেনা-মুখ চেয়ে॥
থেকে থেকে লাফ পাড়ে, চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়ে,
বাঁচে শুধু দড়ি গোঁজ খেয়ে॥

পাহাড়ে সেনার বাস, সেখানে যে আছে ঘাস,
চ'রে খেতে সোরে পড়ে পদ।
নিশির শিশির দুষ্ট, দিবসে তপন রুষ্ট,
বিধিমতে বিষম বিপদ॥
ফলে কিছু নহে অন্য, নিশ্চয় মরণ জন্য,
উঠিয়াছে পিপীড়ার ডেনা॥
যবনের যত বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস,
সাজিয়াছে কোম্পানীর সেনা॥
ছুটিবে সকল গুলী, উঠিবে আকাশে ধুলি,
ফুটিবে বিপক্ষ-বুকে শূল।
লুটিবে ঘোড়ার পায়, কুটিবে শরীর তায়,
টুটিবে সকল দেড়েকুল।
জ্বলেছে গবর্ণর ক্রোধে, বলিছে বিষম বোধে,
চলেছে সাসুজা ছল ক'রে।
ফলেছে কামনা ফল, চলিছে সেনার দল,
টলিছে পৃথিবী পদভরে॥
এইবার বাঁচা ভার, যে প্রকার ঘোর-ঘার,
জোরজার শোরসার তায়।
জোরবল গোরা-দল, চল চল টল টল,
ধরাতল রসাতল যায়॥
গিলিজির লোক যত, সকলি করিয়া হত,
সেফাই ঠুকিবে সুখে তাল।
গরু জরু লবে কেড়ে, চাঁপদেড়ে যত নেড়ে,
এই বেলা সামাল সামাল॥

ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম

বীররসে বিভাসে জুড়িয়া জোর তান।
গাহিতেছে সেনা সব রণজয়ী গান॥
হইল বিবাদ-বহ্নি বড় বলবান্।
না হয় নির্ব্বাণ আর না হয় নির্ব্বাণ॥
কত দূর ছুটে অগ্নি নাহি পরিমাণ।
করুন ধরণী সুখে নররক্ত পান॥
এক গাড়ে গাড়িতে মগের বাচ্ছা জান।
শ্বেত সেনাপতি যত জলযানে জান॥
কলে চলে জলে তরী ধূমযোগে টান।
এক এক জাহাজেতে হাজার কামান॥
হয়েছেন কমডোর সবার প্রধান।
কোনরূপে বিপক্ষের নাহি আর ত্রাণ॥
জলে স্থলে আগে তিনি হ'লে আগুয়ান।
কোথা রবে মগেদের বগমারা বাণ?
লাফে লাফে বীরদাপে শব্দ আন্ সান্।
পাতালেতে বাসুকির দেহ কম্পমান্॥
রেঙ্গুনের গবানর হবে হতমান!
আসিবে শিকল পায়ে হয়ে বাঁদিয়ান॥
হোরা দিয়া গোরা সব খেতে দিবে ধান।
অথবা করিবে তার দেহ খান্ খান্॥
কি করে আবার রাজা যুবা জাম্বুবান।
ভাগ্যের দিবস তার হয় অবসান॥
ইংরাজ সহিত রণে পাইবে আসান।
ভেক হয়ে ধরিয়াছে ভুজঙ্গের ভান॥
ক্ষণমাত্র নাহি করে মনে প্রণিধান।
কেমনে হইবে রক্ষা জাতি কুল মান॥
শোভা পেতো হ'লে পরে সমান সমান।
পর্ব্বতের সহ কোথা তৃণের প্রমাণ?
বন্দিরূপে রবে কিম্বা যাবে নাক প্রাণ।
"বেণ্ডিমেন্স লেণ্ডে" পাবে বসতির স্থান॥
সেথানে খৃষ্টান হয়ে ঢেঁকির প্রধান।
মেকির নিকটে লবে ধর্ম্মের বিধান॥
ধরাইয়া হাতে হাতে করাইবে পান।
মেকাই একাই তারে করিবেন ত্রাণ॥

অনল উঠিল জ্ব'লে কে করে নির্ব্বাণ।
সে অনলে অনেকেই পাইবে নির্ব্বাণ॥
ব্রিটিশ নিকটে তথা মগের প্রতাপ।
জ্বলন্ত আগুনে যথা পতঙ্গের ঝাঁপ॥
ফণি-ফণা তুচ্ছ করি কুচ্ছ বহুতর।
তেক লয়ে ভেক ডাকে গ্যাঙ্গর গ্যাঙ্গর॥
হ'তে চায় করী সম স্বরূপ শূকর।
তুরগের খরগতি ইচ্ছা করে খর॥
দেখিয়া রবির ছবি নাচিছে জোনাকী।
বকের বাসায় বড় বধিতে বাসুকি॥
শুনীসুত মিছে কেন করিছে আক্রমণ।
হরি কি ধরিতে পারে হরির বিক্রম॥
ভীরু ফেরু রব করি জয় করে হরি।
হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরি॥
ইংরাজে করিবে দূর কদাকার মগে।
কোথায় লাগেন "বগা বাঙ্গালের লগে॥"

ধ'রে থাক্ পাখাভাঙ্গা মাছরাঙ্গা খগে ॥
বাঁধুক আবার অজা দোক্তা চুণ রগে ॥
রাঙ্গামুখ দল যদি বল করে ভালো।
আঁকা বাঁকা কালামুখ আরো হবে কালো ॥

সন্ধি-জলে রণানল করিয়া নির্ব্বাণ।
আবার ক্ষেপিল কেন আবার প্রধান ?
হীনবলে এত কেন প্রকাশিছে রোষ।
বুঝিলাম ধরিয়াছে কপালের দোষ ॥
নিয়তে টানিলে পরে নাহি যায় রাখা।
মরণের হেতু উঠে পিঁপীড়ার পাখা ॥
দ্বিজরাজে দর্প করে হইয়া শালিক।
অবোধ মগের প্রভু মগের মালিক ॥
শত্রুর চিত্র বিচিত্র ব্যাভার।
সাক্ষাৎ দ্বিপদ পশু মানব-আকার ॥
সেনা আর সেনাপতি সম সমুদায়।
কেবা রাজা কেবা প্রজা বুঝা অতি দায় ॥
শ্রীরামকাটারি হস্তে সমরে নামিয়া।
মাঝে মাঝে ছাড়ে ডাক থামিয়া থামিয়া ॥
ইরেস্তা বুকুলি ভুলু কামিয়া কামিয়া।
নাচে আর গান গায় থামিয়া থামিয়া ॥
কর্ম্মের উচিত ফল অবশ্যই পাবে।
আবাপতি হাবা অতি বুঝিলাম ভাবে ॥

জ্ঞানহত পশু যত আর কত জ্বালাবে ?
ভূতবেশে যুদ্ধে এসে মিছে কেন ঢলাবে ?
শ্বেতবীর বাসুকির উচ্চ শির টলাবে।
রাজপুর হয়ে চুর রসাতলে তলাবে ॥
কোপে কোপে তোপে তোপে গিরিদেশ হেলাবে।
জলে স্থলে শত্রুদলে কাঠচেলা চেলাবে ॥
তীরে উঠে ছুটে ছুটে দুই হাতে ঢেলাবে ॥
ডাক ছাড়ি তুলে আড়ি গোঁপদাড়ি ফেলাবে ॥
ক'রে রাগ ধ'রে তাগ বাঁকা ডগ লেলাবে।
ছুরি দিয়া মাঠে নিয়া কত খেলা খেলাবে ॥
হত দিশে বুঝে নিশে কানে সীসে ঢালাবে।
মগাই পগাই সোনা কামানেতে গালাবে ॥
সেফায়েরা বেঁধে ডোরা রাজধানী জ্বালাবে।
বোকারাজে চোরসাজে সিন্ধুপথে চালাবে ॥
যত গোরা মেরে হোরা ভাল ঝাল ঝালাবে।
আবাপতি হাবা ভুপ বাবা ব'লে পালাবে ॥

আগরার যুদ্ধ

আগরায় নাগরায় মারিয়াছে কাঠি।
বীরদাপে দাপিয়াছে কাঁপিয়াছে মাটী ॥
চক্রযোগে ষড়যন্ত্র করিয়াছে যারা।
ভয় পেয়ে কোন্‌খানে ভাগিয়াছে তারা ॥
হেল্লা ক'রে কেল্লা লুঠে দিল্লীর ভিতরে।
জেল্লা মেরে বেড়াইত অহঙ্কারভরে।
এখন সে কেল্লা কোথা হেল্লা কোথা আর ?
জেল্লা মেরে কেবা দেয় দাড়ির বাহার ?
ছেড়ে পাল্লা বলে আল্লা পড়েছি বিপাকে।
কাছাখোল্লা যত মোল্লা তোবা তাল্লা ডাকে ॥
সবার প্রধান হয়ে যে তুলেছে খড়ি।
দিল্লীর দুর্গেতে থেকে গুণিয়াছে কড়ি ॥
হইয়া হুজুর আলি হাতে নিয়ে ছড়ি।
করেছে হুকুম জারি তাজি ঘোড়া চড়ি ॥
নিদয় স্বভাব ধরি ধনাগারে পড়ি।
লুঠিয়া করেছে জড় যত ধন কড়ি ॥
মনে মনে লঙ্কা ভাগ আঁক দিয়া খড়ি।
তাকায়েছে চারিদিক্ পাকায়েছে দড়ি ॥
মনোরাজ্য করি আগে যে বাজালে দামা।
রণরঙ্গ দেখাইল ছুড়ে ঢিল ঝামা ॥
ধরিয়াছে রাজবেশ পোরে টুপী জামা।
কোথা সেই কালনিমে রাবণের মামা ?

যুদ্ধ-শান্তি

ভয় নাই আর কিছু ভয় নাই আর।
শুভ সমাচার বড় শুভ সমাচার ॥
পুনর্ব্বার হইয়াছে দিল্লী অধিকার।
"বাদশা বেগম" দোঁহে ভোগে কারাগার ॥
অকারণে ক্রিয়াদোষে করে অত্যাচার।
মরিল দুজন তাঁর প্রাণের কুমার ॥
ছেলে মেয়ে আদি করি যত পরিবার।
দিবানিশি করিতেছে শুধু হাহাকার ॥
কোথা সেই আস্ফালন কোথা দরবার ?
হাড়ে মাটী বাড়ে দূর্ব্বা হয়ে গেল সার ॥
একেবারে ঝাড়ে বংশে হ'ল ছারখার।
শিশু সব মারা যাবে বিহনে আহার ॥

দূরে থাক্ সমুদায় সম্পদ-সঞ্চার।
পড়িয়া ব্রিটিশ-কোপে প্রাণে বাঁচা ভার।
ক'রেছিল যে প্রকার বিষম ব্যাপার।
হাতে হাতে প্রতিফল ফ'লে গেল তার॥
অদ্যাপিও রবি শশী হতেছে প্রচার।
অদ্যাপিও হয় নাই সত্যের সংহার॥
অদ্যাপিও ধর্ম্ম এক করেন বিহার।
তিনি কি কখনো সন এত পাপভার?
কোথা দীনদয়াময় সর্ব্বমূলাধার।
আহা আহা মরি কিবা করুণা তোমার॥
অন্তরীক্ষে থেকে সব করিছ বিচার।
তোমা বিনে জয় দানে সাধ্য আছে কার॥
সমুচিত শাস্তি পেলে যত দুরাচার।
অতএব তব পদে করি নমস্কার॥

যমুনার জল আর পূর্ব্ববৎ নাই রে।
হয়েছে রুধিরে ভরা কেমনেতে নাই রে?
তৃষ্ণায় সে জল আর কেমনেতে খাই রে?
ভাসিছে তাহাতে সব শব ঠাঁই ঠাঁই রে॥
ঝাঁপ দিয়ে মরিতেছে সকল সিপাই রে।
এ কূল ও কূলে তার ভস্ম আর ছাই রে॥
কুকুর শৃগাল হেরি যে দিকেতে চাই রে।
শকুনি গৃধিনী উড়ে শব্দ সাঁই সাঁই রে॥
শা-জাদার শোণিতেতে মিটে গেল খাঁই রে।
খেয়ে সব পরাভব মেনেছে সবাই রে॥
স্থানে স্থানে মৃতদেহ পর্ব্বতের চাঁই রে।
পচাগন্ধে নাক জ্বলে কোথায় দাঁড়াই রে?
মলহীন একটুকু স্থান নাহি পাই রে।
কোথা খেয়ে কোথা শুয়ে সুখে নিদ্রা যাই রে?
সব দিকে সমদশা কোন্ দিকে চাই রে?
এ দেশেতে নাহি দেখি হিংসাহীন ঠাঁই রে॥
যমুনার তটে এসে যমুনার ভাই রে।*
বিকট বদনে এক বিস্তারিল হাই রে॥
সাধু সাধু ধর্ম্মরাজ বলি হারি যাই রে।
ঘুচাইল যত কিছু আপদ বালাই রে॥
ব্রিটিসের জয় জয় বল সবে ভাই রে।
এসো সবে নেচে কুঁদে বিভুগুণ গাই রে॥

* যম।

ঋতু-বর্ণন

ঋতু

বসন্ত নিদাঘ বর্ষা শরৎ নীহার।
কাল ক্রমে ক্রমে সব করে অধিকার॥
ছয় কালে ছয় ঋতু ছয় রূপ ভাব।
ছয় কালে ছয় ভাবে শোভিত স্বভাব॥
থাকে না অন্যের বোধ একের সময়।
এইরূপে কত কাল গত করি ছয়॥
এই শীত ক্ষণ পরে গ্রীষ্ম যদি হয়।
শীতের স্বভাব তাই অনুভূত নয়॥
ছয় ঋতু অধিকারে ছয়রূপ যোগ।
নব নব পরাক্রমে নব নব ভোগ॥
কখন কম্পিত কায় শীত-সমীরণে।
লালসা অধিক হয় রবির কিরণে॥
কখন তপন-তাপ সহ্য নাহি হয়।
সুশীতল স্নিগ্ধ-রসে ইচ্ছা অতিশয়॥
কখন বা ভাসে সৃষ্টি বৃষ্টির ধারায়।
মেঘনাদ অন্ধকার দৃষ্টিহীন তায়॥
জীবের ভোগের হেতু ঋতুর সৃজন।
পৃথক্ পৃথক্ তাঁর প্রভা প্রকটন॥
প্রতিক্ষণ পায় মন নব পরিচয়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥

গ্রীষ্ম

আর ত বাঁচিনে প্রাণে বাপ বাপ্ বাপ্।
বাপ্ বাপ্ বাপ্ এ কি গুমটের দাপ॥
বিষহীন হয়ে গেল বিষধর সাপ।
ভেক তার বুকে মুখে মারিতেছে লাফ॥
বলিতে মুখের কথা বুকে লাগে হাঁপ।
বার বার কত আর জলে দিব ঝাঁপ॥
প্রাণে আর নাহি সয় তপনের তাপ।
শূন্য হ'তে পড়ে যেন অনলের চাপ॥
বিকল হয়েছে সব শরীরের কল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

কি করে করুণ অতি রবি মহাশয়।
অরুণ ত নয় এ যে অরুণতনয়॥
কি গুণ দেখিয়া লোকে মিত্র তারে কয়?
মিত্র যদি মিত্র তবে শত্রু কোথা রয়॥
এই ছবি এই রবি খর অতিশয়।
নলিনী কি গুণ দে'খে বিকসিত হয়?
পিতৃগুণ পুত্রে হয় এই ত নিশ্চয়।
পিতা হয়ে রবি বেটা পুত্রগুণ লয়॥
জরজর করিতেছে হরিতেছে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

ছারখার হইতেছে অখিল সংসার।
ঘোর রিষ্টি যায় সৃষ্টি বৃষ্টি নাই আর॥
কিবা ধনী কিবা দীন কেহ নাই সুখে।
সবাকার শবাকার হাহাকার মুখে॥
ক্ষণমাত্র কেহ আর নাহি হয় স্থির।
কার সাধ্য দিনে হয় ঘরের বাহির॥
শমনতাতের তাতে বালি তাতে ভাই।
তাতে যদি পড়ে পদ রক্ষা আর নাই॥
তখন অচল হয়ে পড়ে ভূমিতল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা য়ে জল দে জল॥

জল বিনা জলাশয়ে মরে জলচর।
কেমনে বাঁচিবে বল স্থলবাসী নর॥

পশু পক্ষী আদি করি ভূচর খেচর।
একেবারে সকলেরি দহে কলেবর॥
শীতল হইবে ব'লে যদি যাই বনে।
বনের বিরহে তথা সুখ নাই মনে॥
তরুতলে তাপ দেয় মায়ারূপা ছায়া।
উপরে তপন বধে নীচে তার জায়া॥
হাবা হয়ে ছুটি বাবা দেখে দাবানল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

বাঘ হ'ল রাগহত তাগ নাই তার।
শীকার স্বীকার নাই শীকারে বিকার॥
ভাব দেখে বোধ হয় হইয়াছে মৃগী।
তার কাছে শুয়ে আছে মৃগ আর মৃগী॥
হরি হরি দ্বেষভাব ডাকে হরি হরি।
করী আছে তার কাছে প্রেমভাব করি॥
একঠাঁই রহিয়াছে রাক্ষস বানর।
ময়ূর ভুজঙ্গে নাই দ্বন্দ্ব পরস্পর॥
ছেড়েছে খলতা রোগ যত সব খল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

হায় হায় কি করিব রাম রাম রাম।
কত বা মুছিব আর শরীরের ঘাম?
টস্ টস্ ক'রে রস ঝরে অবিশ্রাম।
দারুণ দুর্গন্ধ গায় পচে যায় চাম॥
ঘামাছি ঘামের ছেলে উঠে দেহ ছেয়ে।
পূবের বাঙ্গাল চাচা যত বাবু ভেয়ে॥
নখাঘাতে হয়ে যায় সব অঙ্গ খোলা।
সাক্ষাৎ পরেশনাথ বব বম্ ভোলা॥

* * *

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

আকাশে না শুনি আর সলিলের নাম।
বিরস হইল গাছে রসময় জাম॥
শুকায়ে সকল শাখা ঝড়ে হৈল ভাঙ্গা।
কালরূপ ঘুচে তার হইয়াছে রাঙ্গা॥

নারিকেল শুকাইল হয়ে জলহারা।
বেতাল হইয়া তাল শাঁসে যায় মারা॥
কোষেতে ধরেছে দোষ জল না পাইয়া।
কাঁটাল হইল জ্যেঠা এঁচড়ে পাকিয়া॥
জল বিনা মধুহীন হইল মধুফল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

হইলে মধ্যাহ্নকাল কি প্রমাদ ঘটে।
জীবন শুকাতে থাকে কলেবর-ঘটে॥
ছটফট লুটালুটি এপাশ ওপাশ॥
আই ঢাই করে খাই পাখার বাতাস॥
পাখার পবনে প্রাণ কত যায় রাখা।
বোধ হয় সে বাতাসে হুতাশনমাখা॥
নিদারুণ নিদাঘেতে নাহি পরিত্রাণ।
জগতের প্রাণ নাশে জগতের প্রাণ॥
অনিল করিছে বৃষ্টি প্রবল অনল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

উপরে চাহিয়া দেখ পাখী কি প্রকার।
শাখার উপরে করে পাখার প্রহার॥
কাতর হইয়া কত কাঁদিতেছে দুখে॥
অবিরত হা জল যো জল বলে মুখে॥
ক্ষণ মাত্র নীচু পানে নাহি চায় ফিরে।
ঊর্দ্ধমুখে ডেকে ডেকে গলা গেল চিরে॥
তবু ঘন নাহি হয় সদয়হৃদয়।
খেয়েছে কানের মাথা নীরদ নিদয়॥
পিপাসায় মারা যায় চাতকের দল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

আহার প্রহার সম নাহি রোচে কিছু।
দাঁতে কেটে থু ক'রে ফেলিয়া দিই লিচু॥
পাত পেতে ভাত খেতে বিষ বোধ হয়।
ডাল ঝোল যাহা মাখি কিছু ভাল নয়॥

সুধু মাত্র বেছে খাই অম্বলের মাছ।
নিকটে না আনি আর কম্বলের * গাছ॥
কেবল অম্বল রস সম্বল করিয়া।
পেটের ধম্বল পাড়ি টম্বল ধরিয়া॥
তবু পোড়া দেহে মম না হয় শীতল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

গ্রীষ্ম কয়ে বিশ্বনাশ দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
সৃষ্টি আর নাহি হয় দৃষ্টির গোচর॥
শাখীপরে আঁখি মুদে আছে পাখী সব।
চরে আর নাহি চরে নাহি কলরব॥
কোকিল কাতর হয়ে কাননে ভ্রমিছে।
ডেকে ডেকে হেঁকে হেঁকে গলা ভাঙ্গিতেছে॥
বিরল বিপিনমাঝে সার করি গাছ।
ধার্ম্মিক হইয়া বক নাহি ছোঁয় মাছ॥
ভূতল ফুঁড়িয়া তাপ পোড়ায় নিতল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

ভাবি মনে স্নিগ্ধ হব সরোবরে নেয়ে।
পুকুরে ফুকুরে কাঁদি জল নাহি পেয়ে॥
সে জলে অনল জলে পুড়ে হই খাক্।
ডুব দিয়ে ভূত সাজি গায়ে মেখে পাঁক॥
কত জল খাই আর নাহি পরিমাণ।
ডাগর হইল পেট সাগর সমান॥
বোতলের ছিপি খুলে যদি খাই সোঁদা।
তার তার বোদা লাগে মুখ হয় জোঁদা॥
উদরে খেলিয়া ঢেউ করে কল কল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

উপবনে উপভোগ ইচ্ছা সবাকার।
কিন্তু তত্র উপবাসে উপবাস সার॥
তুলিয়া প্রফুল্ল ফুল নিলে তার বাস।
অনলের আভা এসে নাকে করে বাস॥

উষা আর উষসীতে তরুতলে বাস।
কিঞ্চিৎ শীতল হয় ফেলে দিলে বাস॥
গুণ্ গুণ্ গুণ্ ভুলি আছে অন্ধকারে।
অলি আর বলী নয় কলি দলিবারে॥
হইল সুবাস-হত কমলের দল॥
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

মাঠ আছে কাঠ হয়ে ফুটিফাটা মাটী।
কোথা জল কোথা হল কোথা তার পাটি॥
হয়ে চাষা আশাহারা হায় হায় বলে।
কাঁদিয়া ভিজায় মাটী নয়নের জলে॥
শস্যচোর গ্রীষ্মবেটা দস্যু অতিশয়।
কৃষীর কল্যাণ-কথা কভু নাহি কয়॥
কপালে আঘাত করে নীলকর যারা।
রবি-করে সারা হয়ে মারা গেল চারা॥
আকাশ চাহিয়া আছে কাছে রেখে হল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

নগরের দক্ষিণেতে যত শ্বেত নর।
খাটায়ে খসের টাট্টি মুড়িয়াছে ঘর॥
তাহাতে চামের জল ঢালে নিরন্তর।
তথাচ শীতল নাহি হয় কলেবর॥
ও গড ও গড বলি টবেতে উলিয়া।
মনোহর হাঁসা মূর্ত্তি কামিজ খুলিয়া॥
ব্রাণ্ডী-জল খায় তবু ঠাণ্ডি নাহি করে।
কেবল চাইস * ভরা আইসের † পরে।
শুকায়েছে বিবিদের মুখ-শতদল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

মণ্ডালোষা দধি-চোষা ঢোসা জল যত।
কোষা ধরা গোঁসা ভরা তপে জপে রত॥

* জোড়া ও মটন প্রভৃতি।

* ইচ্ছা।
† বরফ।

প্রভাতে উঠিয়া মরে মিছে ফুল তুলে।
পূজার আসনে ব'সে মন্ত্র যায় ভুলে॥
শিবেরে ঠেকায়ে কলা কলা আগে চায়।
খপ ক'রে তুলে নিয়ে গপ্ ক'রে খায়॥
ভূতপালে ফেলে দিয়া নিজ পেট পালে।
কোষা ধ'রে ঢক্ ঢক্ জল ঢালে গালে॥
না ছুঁতে না ছুঁতে ফুল আগে যায় ফল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

একেবারে মারা যায় যত চাঁপদেড়ে।
হাঁস ফাঁস করে যত প্যাজখেকো নেড়ে॥
বিশেষতঃ পাকা দাড়ি পেট মোটা ভুঁড়ে।
রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে নেড়া মাথা ফুঁড়ে॥
কাজি কোল্লা মিয়া মোল্লা দাঁড়িপাল্লা ধরি।
কাছাখোল্লা তোবাতাল্লা বলে আল্লা মরি॥
দাড়ি বয়ে ঘাম পড়ে বুক যায় ভেসে।
বৃষ্টি-জল পেয়ে যেন ফুটিয়াছে কেশে॥
বদনে ভরিছে শুধু বদনার নল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল।
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

বাবুগণ কাবু হন কেহ নন সুখী।
বোকা হয়ে খোকা ভাব বিবি সব খুকী॥
মলিনা মসির প্রায় যত চাঁদমুখী।
ঘাড়ে আর নাহি লয় মদনের ঝুঁকি॥
যোগ হ'লে ভোগ নাই নাই লুকোলুকি।
আসলে কুশল নাই সুধু উঁকি ঝুঁকি॥
দিয়ে খিল হয়ে মিল মুখে উঠে উকি।
তখনিই ছাড়াছাড়ি গাত্র সোঁকাসুঁকি॥
চোখে মুখে শ্রমজল পড়ে গল গল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

হায় হায় কার কাছে করি বল খেদ।
যায় ধর্ম্ম এ কি কর্ম্ম হয় মর্ম্মভেদ॥
স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ঘটেছে বিচ্ছেদ।
নিদাঘ নাস্তিক বেটা লুপ্ত করে বেদ॥
সধবা হইল যেন বিধবার প্রায়।
কেহ আর অলঙ্কার নাহি রাখে গায়॥
সদাই চঞ্চল মন বস্ত্র খুলে থাকে।
ইচ্ছা করে অঞ্চলেরে অঞ্চলে না রাখে॥
আগে ভাগে খুলে ফেলে বালা আর মল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে বল।
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল॥
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

কোথায় বরুণ হায় কোথায় বরুণ।
বরুণ করুণ হয়ে সাগর ভরুন॥
লুকায়ে দারুণ ভাব অরুণ সরুন।
এখনি নিদয় গ্রীষ্ম মরুন মরুন॥
ঘন ঘন ঘন-দল চরুন চরুন।
জীবের সকল দুঃখ হরুন হরুন॥
অবনীর উপকার করুন করুন।
গ্রীষ্মনাশে রণ-অস্ত্র ধরুন ধরুন॥
মেঘনাদ হয়ে যাক্ ধরা টল টল।
দে জল দে জল বাবা দে জল জল।
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

কোথায় করুণাময় জগতের পতি।
তব ভব নাশ হয় কি হইবে গতি॥
করুণা কটাক্ষ নাথ কর একবার।
পড়ুক আকাশ হ'তে সুধার সুধায়॥
চেয়ে দেখ চরাচরে কার নাহি বল।
কিরূপ হয়েছে সব অচল অচল॥
আর নাহি সহ্য হয় প্রভাকর কর।
মারা যায় তব দাস প্রভাকর-কর।
কাতরে তোমায় ডাকি আঁখি ছল ছল॥
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥

বর্ষার অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব।

প্রতিদিন পোড়া জল হয় হয় হয় না।
ঘোর রিষ্টি নাহি বৃষ্টি সৃষ্টি আর রয় না॥

যাই যাই বিনা কেহ কোন কথা কয় না।
উহু উহু বাপ বাপ তাপ আর সয় না ॥
বরুণ করুণ হয়ে কৃপাভাব বয় না।
জলধর চাতকের তত্ত্ব আর লয় না ॥
সধবা বিধবা সাজে ফেলে দিয়ে গয়না।
গ্রীষ্মে হ'ল তপস্বিনী যত সব ময়না ॥

মিছেমিছি করি জাঁক মিছেমিছি ছাড়ি হাঁক,
মিছে ডাক শরদের প্রায়।
কোথায় বৃষ্টির পতি, কি হবে সৃষ্টির গতি,
চলে না দৃষ্টির গতি হায় ॥
কে কহে আষাঢ় মাস, খেতেছে গায়ের মাস,
রসকস কিছু নাহি মুখে।
অবনী সরসা নয়, কেমনে ভরসা হয়,
বরষা বরশা মারে বুকে ॥
বরষার এ কি ধারা, নাহি মাত্র বারিধারা,
ভাল ধারা ধরে ধারাধর।
করিতেছে সমীরণ, হুতাশন বরিষণ,
পুড়ে যায় ধরা ধরাধর ॥
মরে যত জলচর, নদ নদী সরোবর,
শুকাইল যত জলাশয়।
হায় এ কি অপরূপ, অনলে পূরিল কূপ,
পাঁক মাত্র কিছু নাহি রয় ॥
ধ্যান করি জলদেরে, জল দে রে জল দে রে,
হা জল যো জল শুধু কয়।
হয়ে চাতকের মত, পাতক ভুগিছে কত,
মানবাদি প্রাণী সমুদয় ॥
ফুটিফাটা হ'ল ঘাট, চেলাকাঠ যেন মাঠ,
হাট বাট সকল সমান।
শমন-তাতের তাতে, একেবারে সব তাতে,
তাতে আর নাহি রয় প্রাণ ॥
বরষায় খেলে হুলি, পবন উড়ায়ে ধূলি,
দশদিক্ করে অন্ধকার।
দ্বার দিয়ে ঘরে রয়, দিবসে বাহির হয়,
এ প্রকার সাধ্য আছে কার?
কিবা ধনী কিবা দীন, একভাবে কাটে দিন,
ক্ষীণ হীন মলিন সবাই।
বল বুদ্ধি কার নাহি, করিতেছে ত্রাহি ত্রাহি,
কোনরূপে রক্ষা আর নাই ॥
এ তাপ ভূতল ফুঁড়ে, ব্যাপিল পাতাল জুড়ে,
বাসুকির মাথা পুড়ে যায়।
উপরে পুড়িছে স্বর্গ, করিছে অমরবর্গ,
মরি মরি হায় এ কি দায় ॥
দিনকর খরতর, অমরেরা মর মর,
জরজর হ'ল ত্রিভুবন।
বিশ্বের জীবন বায়ু, সে হরে বিশ্বের আয়ু,
জীবনদ না দেয় জীবন ॥
ভুমে শস্য ফল গাছে, আহারে জীবন বাঁচে,
জলেরে জীবন সবে কয়।
বল বল শুনি তাই, এ জীবন বিনা ভাই,
জীবের জীবন কিসে রয়?
যথা যথা শাখী যত, শুকাতেছে অবিরত,
শাখাপত্র সব হ'ল সারা।
ঘোর তৃষ্ণা সয়ে সয়ে, ক্রমেতে নীরস হয়ে,
সমুদয় চারা গেল মারা ॥
তাপেতে শুকায় মূল, কোথা আর ফল ফুল,
ফুল-বাসে বহ্নি করে বাসা।
সৌরভ গৌরব নাই, আমোদ নাহিক পাই,
ঘ্রাণ নিলে জ্বলে যায় নাসা ॥
কি কব দুঃখের কথা, বৃক্ষ সহ যত লতা,
সখ্যভাবে ছিল এত দিন।
মুখ তুলে সেই লতা, এখন না কয় কথা,
নতমুখে হতেছে মলিন ॥
বৃক্ষবর বক্ষে করি, শাখারূপ করে ধরি,
লতার স্তবকরূপ স্তন।
নাগর নাগরী যোগ, মরি কি সুখের ভোগ,
করেছিল প্রেম আলাপন ॥
দীর্ঘকায় প্রাণপতি, লতা বালা রসবতী,
পতি-মুখ-চুম্বন আশায়।
দিতে দিতে আলিঙ্গন, করি দেহ সুক্ষালন,
দ্রুতগতি উর্দ্ধমুখে ধায় ॥
মরি মরি আহা আহা, এখনি দেখেছি যাহা,
ক্ষণপরে তাহা নাই আর।
পতির অবস্থাভেদে, সতী লতা মরে খেদে,
কালের কি ভাব চমৎকার ॥
কালের কি ধর্ম্ম হেন, আষাঢ়ে বৈশাখ যেন,
বিন্দুপাত না হয় ভূতলে।
জ্বলে পুড়ে ছারখার, ধরণী কি বাঁচে আর,
ঘর্ম্ম আর নয়নের জলে ॥
নীরদে না পেয়ে নীর, শাখা আর শাখিনীর,
হয়ে গেল দারুণ দুর্দ্দশা।

নরনারী এ প্রকারে, কেমনে বাঁচিতে পারে,
কোথা তবে সুখের ভরসা ?
কার কাছে করি খেদ, অভেদে ঘটেছে ভেদ,
লুপ্ত হয় বেদ-ব্যবহার।
স্বভাব-অভাব ধরে, সৃষ্টি সব নাশ করে,
নিদাঘ নাস্তিক দুরাচার॥
পুরুষের ঘোর সাজা, ঠিক যেন ইলে রাজা,
পেটে পূরে জলের সাগর।
ঢক ঢক গেলে যত, উদরী রোগের মত,
সকলেরি উদর ডাগর॥
পাতে মাত্র দিই হাত, কে খায় গরম ভাত,
পোড়ে থাকে ব্যঞ্জন সকল।
কেবল অম্বল খাই, পেটের সম্বল তাই,
টম্বল টম্বল ঢালি জল॥
উহু উহু রাম রাম, পচিয়া গায়ের চাম,
ঘাম ফুঁড়ে ঘামাচি নির্গত।
দাদ কণ্ডু সব গায়, নাটুয়ে মাঝির প্রায়,
সাজিলেন বাবুভেয়ে যত॥
শুদ্ধাচার যাঁরা শুচি, কালভেদে হাড়ি মুচি,
আচার হইল রাখা দায়।
খেতে ব'সে চুলকুনি, মেলিয়া নখের কুণি,
এঁটো হাত দিতে হয় গায়॥
পূজা সন্ধ্যা নাহি ঘটে, পিপাসায় ছাতি ফাটে,
ফেলে দিয়ে ফুল বিল্বদল।
ঠাকুরে ঠেকায়ে কলা, বিস্তার করিয়া গলা,
কোশা ধ'রে গালে ঢালে জল॥
সাজো নাই অন্তঃপুরে, হবিষ্য গিয়েছে ঘুরে,
তপ্তভাতে তৃপ্ত না হইয়া।
বলে বাসি ভালবাসি, নেবু-রস গন্ধ বাসি,
পান্তা খান আমানি মাখিয়া॥
কার নয় নিরাহার, নিরবধি নীরাহার,
রাজভোগে নহে গ্রাস রত।
দেহ হ'তে ঝরে নীর, ফেলে দিয়ে দুগ্ধ ক্ষীর,
ঘোল নিয়ে গোল করে কত॥
হয়ে ভীম গ্রীষ্মরাজ, সাধিছে আপন কাজ,
ঘোরতর করিছে নাকাল।
ছোট বড় আদি যত, আহারে উড়ের মত,
খেতেছেন সবাই পাঁকাল।
যাহারা সকাল খায়, তারা সব বেঁচে যায়,
পরে আর কে করে আহার।

কিঞ্চিৎ হইলে বেলা, আকাশে অগ্নির খেলা,
সে ঠেলায় প্রাণ বাঁচা ভার॥
পশ্চিমের যত খোট্টা, নাহি খায় চানা ভোট্টা,
পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।
লোটা লোটা সিদ্ধি খেয়ে, খাটিয়ায় গীত গেয়ে,
প'ড়ে প'ড়ে খ্যাল দেখে কত॥
উড়ে বলে হোরে ভাই, সেটি গেলা কাঁই পাই,
* * গেঁহাড়ি-পো শলা।
লুগাপাট্টা নে রে নে রে, ঠাণ্ডা জড় আনি দে রে,
খরারে মো হঁসা উডি গলা॥
দিশি পাতিনেড়ে যারা, তাতে পুড়ে হয় সারা,
মলাম মলাম মামু কয়।
হ্যাত্রবারি খেনু ব্যাল, প্যাটেতে মাখিনু ত্যাল,
নাতি তবু নিদ্ নাহি হয়॥
এঁদে দেয় ফুফু নানী, কলুই ডেলের পাণি,
ক্যাঁচাক্যালা কেচুর ছালন।
বাগুণ ফলেনি গাছে, বালবাচ্ছা কিসে বাঁচে,
কিনে খাতে তেকার মরণ॥
আসমানে পানি নাই, পেঁজিতে কি ঠ্যাখে ভাই,
বরাহ্মণে পুচ কর গিয়া।
খোদা তালা নাজা করে, চেনি খাই প্যাট ভরে,
মোট বই গ্তাপ বিছাইয়া॥
আনি দে * * বাই, হীতল হলিল থাই,
বাঙাল বলিছে মরি প্রাণে।
চাহা যামু টাহা পামু, গাটে নামু আটে থামু,
বগবতী বৈরব কোহানে॥
হিব হিব, অরি অরি, হুজ্জির হুতাপে মরি,
গরে যামু কেম্বাই করিয়া।
বীমাবর্ত্তা বগমান, আমগান রাখ জান,
পূজা দিমু ড্যাড় আনা দিয়া॥
রজনীতে যত নারী, ছাদে পোড়ে সারি সারি,
অলসেতে শরীর এলায়।
মুখের অঞ্চল বাস, অঞ্চলে না করে বাস,
বুকে মুখে পবন খেলায়॥
হাফকাষ্ট কালা ট্যাস, কলমে না চলে ফ্যাস,
আফিসে থপিস হয়ে আছে।
কালামুখে উঠে হোরা, বেলাক বেঙালী তোরা,
আসুস না কেউ মোর কাছে॥
নেটিব কেরুর সাৎ, বল্‌তে কোর্ত্তে নেই বাৎ,
ক্যাল্যাম্যান ড্যাম তোরা ড্যাম।

গমিস ডিকোষ্টা সাৎ, দেঁড়িয়ে কেটেনু রাৎ,
সিলিপ করেনি মোর ম্যাম ॥
সাহেবেরা সারা হয়, কামিজ ফেলিয়া কয়,
ও গড ও গড ড্যাম হাট।
বরফে মিলায়ে জল, গালে ঢালে অনর্গল,
তবু সদা গলা হয় কাঠ ॥
দ্বারে মোড়া খসখস, জল দেয় ফস ফস,
সে জল অনল বোধ হয়।
নিরন্তর খায় সোঁদা, জোঁদা মুখে লাগে বোদা,
বিবিদের বিদরে হৃদয় ॥
কেরাণী আমলা আর, বাজারের সরকার,
যত যত ব্যবসায়িগণ।
এক দশা সবাকার, শরীর বহে না আর,
নিজ নিজ কর্ম্মে নাহি মন ॥
পড়ুয়ার রুদ্ধ পাঠ, হাটুরে না করে হাট,
ভিখারী না ভিক্ষা নিতে যায়।
পথিকেরা গতিহীন, তরুতলে কাটে দিন,
প'ড়ে থাকে যথায় তথায় ॥
গ্রীষ্মের ভীষণ ভোগ, যোগীর ভাঙ্গিল যোগ,
উড়ে যায় তৃণের কুটীর।
তাপে তপ্ত তপোবন, ত্যক্ত সব তপোধন,
জপে তপে মন নহে স্থির।
যাহা হ'তে জন্ম যার, সেই ধরে ধর্ম্ম তার,
কিসে তবে হইবে নিস্তার ?
সমীরণে হুতাশন, হুতাশনে সমীরণ,
জলে করে অনল বিহার ॥
কাননের পশুগণ, এত দূর জ্বালাতন,
সমভাবে শান্তি-গুণ ধরে।
যে যাহার হয় ভক্ষ্য, তার প্রতি নাহি লক্ষ্য,
পরস্পর হিংসা নাহি করে ॥
কিছুমাত্র নাহি রাগ, বিবর ছাড়িয়া বাঘ,
জরজর হয়ে প'ড়ে আছে।
গ্যাঙর গ্যাঙর গ্যাঙ, থপ থপ নেড়ে ঠ্যাঙ,
ব্যঙ্গ করি ব্যঙ্গ নাচে কাছে ॥
ঢুকে গৃহস্থের পুরী, চোরে নাহি করে চুরি,
অলসে অবশ তার দেহ।
বড় বীর যোদ্ধা যত, হয়ে বলবুদ্ধিহত,
সমরে সাজে না আর কেহ ॥
শাখীপরে পাখী সব, অবিরত হতরব,
আহার-বিহার নাহি করে।
নীড়মাঝে ভিড় নাই, যে কিছু শুনিতে পাই,
বিলাপের ব্যাখ্যা সেই স্বরে ॥
গেল বছরের আশা, গালে হাত দিয়ে চাষা,
ব'সে আছে কাছে রেখে হল।
বরষায় নাহি ধারা, ধান্যচারা গেল মারা,
দুই চক্ষে শতধারা জল ॥
মিছেমিছি জেঁকেজুঁকে, মাঝে মাঝে ডেকে ডুকে,
ফোঁটাকত হয় বরিষণ।
বসুধার ঘোর তৃষা, সে জলে কি হয় কৃশা,
আরো তিনি হন জ্বালাতন ॥
দিবামান নিশামান, হান-ফান করে প্রাণ,
পরিত্রাণ নাহি জল বিনা।
এমন আঁকষী নাই, খোঁচা মেরে দেখি ভাই,
আকাশেতে জল আছে কি না।
মরে জীব সমুদয়, আর না যাতনা সয়,
কোথা নাথ কৃপার আধার ॥
যায় যায় যায় সৃষ্টি, হর রিষ্টি দিয়া বৃষ্টি,
কৃপাদৃষ্টি কর একবার ॥
বরষায় নাহি বারি, দৈব-বিড়ম্বনা ভারি,
না জানি পাপের কত ভার।
কিসে এত কোপদৃষ্টি, আপনার এই সৃষ্টি,
কেন কর আপনি সংহার ?
ছিটে ফোঁটা পড়ে জল, ভেপে উঠে ভূমিতল,
গুমট গুমুরে যায় প্রাণ।
পৃথিবীর মুখশোষ, শুয়ে খেয়ে ফোঁস ফোঁস,
শব্দ করে সাপের সমান ॥
দিনমান নিশামান, দূরে যাক পরিমাণ,
ক'রে দেও ঘোর অন্ধকার।
শীতল স্বভাব ধরি, ঘোরতর নাদ করি,
বৃষ্টি হোক্ মুষলের ধার ॥
চতুর্ব্বিধ প্রাণিচয়, তৃপ্ত হয়ে যেন রয়,
যেন হয় শস্যের সঞ্চার।
কৃপাকর নাম ধর, কৃপাকর কৃপা কর,
প্রণিপাত চরণে তোমার ॥
আর এক ভিক্ষা চাই, দয়া ক'রে দিলে তাই,
কিছুই তো চাহিব না আর।
অহঙ্কার ঘোর ভীষ্ম, মানবের মনে গ্রীষ্ম,
শান্তিজলে করহ সংহার ॥
এই শান্তিজল দিয়া, দেখাও কৃপার ক্রিয়া,
বিদ্রোহ-অনল করি নাশ।

বিপদ্ বিনাশ হোক্, রাজা প্রজা সুখে রোক্,
এইমাত্র মনে অভিলাষ।

বর্ষা

করিয়া সমর-সাজ, ঋতুপতি বর্ষারাজ,
অবনীমণ্ডলে উপনীত।
রণস্থল করি রুদ্ধ, ব্যাপিল পৃথিবী শুদ্ধ,
ঘোর যুদ্ধ গ্রীষ্মের সহিত॥
দেখিয়া বিপক্ষ দল, গ্রীষ্মের টুটিল বল,
পরাজয় করিল স্বীকার।
পলাইল পেয়ে ভয়, বরষার মহাজয়,
ত্রিভুবন করে অধিকার॥
গগনের সিংহাসনে, বসিলেন হৃষ্ট-মনে,
তিমিরের মুকুট মাথায়।
পবন প্রবল অতি, পূর্ব্বদিকে করে গতি,
দিবানিশি চামর ঢুলায়॥
গুড় নি জলের জাল, লেটের উড় নি ভাল,
মাঝে মাঝে লাগিয়াছে খোঁচা।
বারির বসন পরা, লুটাইয়া পড়ে ধরা,
বাতাসেতে উড়ে যায় কোঁচা॥
সবুজ মেঘের দল, ঢল ঢল ছল ছল,
হতবল প্রবল অনিলে।
স্থিরচক্ষে দেখা যায়, সাটিনের কাবা গায়,
আস্তিন হয়েছে তার ঢিলে॥
সোনার দামিনী-হার, গলায় দুলিছে তার,
আহা মরি কত শোভা তায়।
সেফালিকা প্রস্ফুটিত, অতিশয় সুশোভিত,
জরির লপেটা লতা পায়॥
ঝিল বিল নদী নদ, সরোবর সিন্ধু হ্রদ,
আর যত পারিষদ্‌গণ।
সকলের এক বোল, প্রেমানন্দে দিয়ে কোল,
পরস্পর করে আলিঙ্গন॥
তরুকুল নত শাখা, প্রতি পত্রে জল মাখা,
সারি সারি সরস অঙ্কুরে।
নজর ধরিয়া ছলে, বরষার পদতলে,
যোড়করে প্রণিপাত করে॥
ভেকপাল কোতোয়াল, করে করি থাঁড়া ঢাল,
জলে স্থলে কত সুখ লোটে।
দেখিয়া ভেকের ভেক, বিয়োগীর বাড়ে ভেক,
ইচ্ছা হয় ভেক নিয়া ছোটে॥
নকিব চাতকচয়, জয় ভূপতির জয়,
প্রতিক্ষণ এই রব হাঁকে॥
জল দে রে জল দে রে, প্রাণ যায় জল দে রে,
জলদেরে আর নাহি ডাকে॥
কোন্ তুচ্ছ থিয়েটর, বরষার নাচ-ঘর,
মনোহর শিখর সমাজ।
দৃশ্য অতি অপরূপ, চিত্র করা নানারূপ,
সমুদয় স্বভাবের সাজ॥
নিজ স্বরে জলধর, গান করে বহুতর,
নানা স্বরে রাগ ভাঁজে মুখে।
বৃষ্টির বাজনা ভাল, ঝম্ ঝম্ বাজে তাল,
শিখী নিত্য নৃত্য করে সুখে॥
কেমন কালের ধারা, অবিশ্রান্তে বারিধারা,
সুধার সুধার বরিষণ।
সদাই প্রফুল্ল মন, চাতক চাতকীগণ,
শুভক্ষণ করে সুভক্ষণ॥
জাঁকিল ভেকের দল, মাগিল স্বর্গের জল,
রাখিল ভুবনে ভাল যশ।
ডাকিল মেঘের পাল, হাঁকিল ঠুকিয়া তাল,
ঢাকিল তিমিরে দিগদশ॥
করিল উত্তম কর্ম্ম, হরিল গাত্রের ঘর্ম্ম,
মরিল পিপাসা দাহ জ্বর।
তরিল যুবক যারা, ধরিল যুবতী দারা,
পরিল পোষাক বহুতর॥
চারিদিক্ অন্ধকার, দৃষ্টিরোধ সবাকার,
জলে স্থলে একাকারময়।
হেরি শুদ্ধ নীরাকার, নিরঞ্জন নিরাকার,
এই বুঝি চিহ্ন তার হয়॥
হায় হায় এ কি দায়, মহাপ্রলয়ের প্রায়,
সকল পৃথিবী ভাসে জলে।
অধরা হইল ধরা, জল নাহি যায় ধরা,
একেবারে যায় ধরাতলে॥
ক্রোধযুক্ত ধরাধর, ডুবে গেল ধরাধর,
কেবল মস্তক দেখা যায়।
ভুজঙ্গ বিহঙ্গ যত, কত শত হয় হত,
পশু যত করে হায় হায়॥
রাজার বাজার জাঁক, গরবেতে গোঁপে পাক,
ছাড়ে হাঁক ঐরাবতে চড়ি।

বাজে লোকে বাজ কয়, ফলতঃ সে বাজ নয়,
বরষার দন্ত-কড়মড়ি ॥
বিষম বজ্রের শব্দ, ত্রিলোক হইল স্তব্ধ,
থর থর ভয়ে কাঁপে সব।
হুড় মড় কড় মড়, সদা করে মড় মড়,
চড় চড় কড় কড় রব ॥
শুনি ধ্বনি বজ্রাঘাত, গর্ভিণীর গর্ভপাত,
প্রমোদে প্রমাদ সদা গণে।
পতঙ্গ পতঙ্গ সম, নিজাঙ্গ করিল তম,
মাতঙ্গ আতঙ্গ পায় মনে ॥
হুড় হুড় হুড় হুড়, মেঘনাদ গুড় গুড়,
জলদ জুটেছে ভাল যুটি।
লোকে বলে এ কি কাল, উড়িয়া স্বর্গের চাল,
ভেঙ্গে পড়ে আকাশের খুঁটি ॥
নাশিতে সকল রিষ্টি, বরষার কোপ-দৃষ্টি,
নয়নে অনল তার জ্বলে।
সেই অগ্নি দৃষ্ট হয়, ভ্রমেতে মনুষ্যচয়,
চপলা বিদ্যুৎ তারে বলে ॥
কেহ কেহ এই কয়, এ ভাব যথার্থ হয়,
কেহ কয় তাহা নয় ভাই।
রণে হয়ে পরিশ্রান্ত, মহাবল-পরাক্রান্ত,
ঘন তোলে ঘন ঘন হাই ॥
কেহ কহে সৌদামিনী, বরষার প্রিয় রাণী,
স্বরূপসী মুনি-মনোহরা।
তাহার মুখের হাসি, প্রকাশিয়া প্রভারাশি
অন্ধকারে আলো করে ধরা ॥
বুদ্ধিবলে কেহ বলে, গ্রীষ্ম অন্বেষণ ছলে,
পাতিয়াছে ঘোর ষড়জাল।
কোপে অঙ্গ জরজর, যুক্তি করি জলধর,
জ্বালিয়াছে তড়িৎ মশাল ॥
সুবিমল শশধর, গোপন করিয়া কর,
অন্ধকারে লুকাইল আসি।
দেখিয়া বন্ধুর দুখ, বিষাদে বিদরে বুক,
রজনীর মুখে নাই হাসি ॥
সপত্নী সকল তারা, মুদিয়া নয়নতারা,
তারা শুদ্ধ তারা তারা বলে।
ডাকে তারা তারাকান্ত, কোথা তারা তারাকান্ত,
অবিশ্রান্ত ভাসে শোক-জলে ॥
কুমুদের মনে খেদ, অন্তর হইল ভেদ,
চাকোর করিছে হাহাকার।

ক্ষুধায় সুধায় তারে, সুধায় তুষিতে পারে,
তার পক্ষে কেবা আছে আর ॥
দিনপতি অতি দীন, দিন দিন প্রভাহীন,
কোন দিন সুদিন না হয়।
কেমন কুদিন তাঁর, দুর্দ্দিন না যায় আর,
রাত্রিদিন একভাবে রয় ॥
রাত্রিমান দিনমান, নাহি হয় অনুমান,
পরিমাণ মনে পায় দুখ।
কমলের মহামান, অপমানে ম্রিয়মাণ,
অভিমানে নাহি তুলে মুখ ॥
সংযোগীর অভিলাষ, উভয়ে একত্রে বাস,
কোনরূপে না হয় বিচ্ছেদ।
বুঝে সার অভিমত, তাই বর্ষা এইমত,
রাত্রিদিন করিল অভেদ ॥
ফুটেছে অনেক ফুল, ছুটেছে ভ্রমরকুল,
জুটেছে কাননে শত শত।
টুটেছে বিরহী জনে, উঠেছে বিচ্ছেদ মনে,
ঘটেছে বিপদ্ তার কত ॥
গেল সব নিরানন্দ, কুসুমে মধুর গন্ধ,
বহে মন্দ মুখে মন্দ গান।
অলিবৃন্দ সদানন্দ, আনন্দে হইয়া অন্ধ,
করে সুখে মকরন্দ পান ॥
বিষম চক্ষের শূল, কদম্ব কদম্ব-ফুল,
দোলে পেয়ে বাতাসের দোলা।
বিরহী করিতে বধ, সেনাপতি ষট্‌পদ,
কামের কামানে ছোড়ে গোলা ॥
সংযোগীর মহাযোগ, যুক্তযোগে বাড়ে যোগ,
যোগবলে বাড়ে ভোগবল।
কোন্ তুচ্ছ চতুর্ব্বর্গ, স্বর্গ এক উপসর্গ,
হাতে হাতে পায় স্বর্গফল ॥
কান্তাগণ সহ কান্ত, করে ক্রীড়া অবিশ্রান্ত,
রতিকান্ত হারাইল দিশা।
বর্ষা তাহে অন্তরঙ্গ, ক্ষণ নহে তালভঙ্গ,
অনঙ্গ-প্রসঙ্গে সাঙ্গ নিশা ॥
যে প্রকার শারী শুক, সুখের বাড়ায় সুখ,
সদাকাল থাকে মুখে মুখে।
ধরাতলে সেই ধন্য, কে আর তেমন অন্য,
যুবতী রমণী যার বুকে ॥
যার ঘরে বেড়াছিটে, যদি গায়ে লাগে ছিটে,
অমৃত সমান জ্ঞান করে।

পড়ে বৃষ্টি ছিটে ফোঁটা, পড়ে মন্ত্র ছিটে ফোঁটা,
প্রাণনাথে ভুলাবার তরে ॥
সংযোগীর এইরূপ, উথলে আনন্দ-কূপ,
আহার বিহার যথোচিত।
বিরহীর বুকে বর্শা, মারিয়া নির্দ্দয় বর্ষা,
বর্ষানামে হইল বিদিত ॥
প্রবাসী পুরুষ যত, একেবারে জ্ঞানহত,
প্রেয়সীর প্রেম মনে হয়।
মদন বাড়ায় রোষ, স্বপনে অধিক দোষ,
কোনরূপে পরিতোষ নয় ॥
কি কব দুখের দশা, দিনে মাছি রেতে মশা,
দুই কালে বন্ধু দুই জন।
শয্যায় ভার্য্যার প্রায়, ছারপোকা উঠে গায়,
প্রতিক্ষণ করে আলিঙ্গন ॥
খুক খুক তুলে কাস, বার বার ফেরে পাশ,
দহে মন কামের আগুনে।
বিছানায় লটপট, প্রাণ যায় ছট্‌ফট্,
বাঁচে শুদ্ধ বালিসের গুণে ॥
যেমন মুষলধার, পড়ে বৃষ্টি অনিবার,
বাহিরেতে নাহি যায় চলা।
রসিকা রমণী যেই, অনুমান করে এই,
আকাশের ফুটিয়াছে তলা ॥
বিমানে বাড়িল জাঁক, বারিদ বাজায় শাঁক,
বজ্রছলে উলু উলু ধ্বনি।
বর্ষার বিষম গুণ, বিবাহ করিয়ে পুন,
পুরোহিত ভেক শিরোমণি ॥
ময়ূর নেড়ীর দলে, খেঁউড় গাইছে ছলে,
নাচিছে চপলা সব এয়ো।
আনন্দের পরিপাটী, সুখে করে কাদামাটী,
চাতক জুটেছে ভাল রেয়ো ॥

বর্ষার বিক্রম-বিস্তার

ধরাধামে স্বভাবের ভাব বিপরীত।
বরষার ঘোর যুদ্ধ গ্রীষ্মে সহিত ॥
নিশাধারে জলধার গ্রীষ্মের বধিবারে।
করিলেন বারি-বৃষ্টি মুষলের ধারে ॥
ঘর দ্বার পথ ঘাট মহা সিন্ধুময়।
নীরাকারে নীরাকার দৃষ্টি সব হয় ॥
গৃহস্থের কান্নাহাটী রান্নাঘরে এসে।
হাসিয়া ভাতের হাঁড়ি জলে যায় ভেসে ॥
জোড়া পায় ঘোড়া নাচে চাকা ডুবে জলে।
কলের জাহাজ যেন গাড়ী সব চলে ॥
বালকে পুলক পায় ভাসাইয়া ভেলা।
কিলি কিলি মীন যত পথে করে খেলা ॥
পথিকের দশা দেখে নেত্রে জল ঝরে।
উঠিছে পায়ের জুতা মাথার উপরে ॥
বিশেষতঃ রমণীর ভাব চমৎকার।
চলিতে চরণ বাধে বস্ত্র রাখা ভার ॥
ক্ষেত্রের নির্ম্মল শোভা দেখে পূর্ণ আশা।
গেল ধন্দ মহানন্দ চাষ করে চাষা ॥
রসিকে রসিক সহ ভাবে গদগদ।
সুখে কহে কর-সার বরষার পদ ॥
প্রেমরসে মত্ত দোঁহে প্রেমানন্দ-ঘোরে।
হায় রে বরষা ঋতু বলি হারি তোরে ॥

বর্ষার রাজ্যাভিষেক

হ্রাস বৃদ্ধি সবাকার কাল অনুসারে।
না বুঝে অবোধ লোক মরে অহঙ্কারে ॥
যেমন গ্রীষ্মের গর্ব্ব ছিল সর্ব্বদেশে।
পড়িয়া বর্ষার হাতে গর্ব্ব হইল শেষে ॥
বরষার দাপে গ্রীষ্ম গেল অধঃপাতে।
অধর্ম্ম-বৃক্ষের ফল ফলে হাতে হাতে ॥
গ্রীষ্ম-ভয়ে বরষা হইয়াছিল দীন ॥
এত দিনে দীনের কপালে শুভদিন ॥
আইল বরষা ঋতু সহ পরিবার।
পুনর্ব্বার পাইল আপন অধিকার ॥
গ্রীষ্ম ঋতু পলাইল দেখিয়া বিপদ্।
দিনে দিনে বরষার বাড়িল সম্পদ্ ॥
চাতক ময়ূর আর জলধর ভেক।
বরষাকে করিল রাজ্যেতে অভিষেক ॥
সেনাপতি জলধর শরবৃষ্টি করে।
স্থানে স্থানে ভেকগণ নকিব ফুকরে ॥
আকাশে চাতকগণ বাজাইছে তূরী।
আনন্দে কাননে নাচে ময়ূর ময়ূরী ॥
ঘন ঘন ঘন-ঘটা গভীর গর্জ্জন।
গগনে গ্রীষ্মের প্রতি করিছে তর্জ্জন ॥

গ্রীষ্মের সহায় ভানু ভয়ে লুকাইল।
সেই হেতু চতুর্দ্দিক তিমিরে পূরিল॥
তড়িত প্রদীপ-শিখা করিয়া ধারণ।
কোণে কোণে গ্রীষ্মের করিছে অন্বেষণ॥
সন্তাপে তাপিত করি সকল সংসার।
কোথা পলাইল গ্রীষ্ম দুষ্ট দুরাচার॥
সংযোগী যুবতী যুবা করিল বিচ্ছেদ।
বিয়োগীর শতগুণ সংযোগীর খেদ॥
শুকাইল সরোবর নদ নদী হ্রদ।
ঘটাইল দুষ্ট গ্রীষ্ম এতেক বিপদ্॥
তবে যদি পাই দেখা দেখাইব তারে।
এমন অন্যায় যেন রাজ্যে নাহি করে॥
এইরূপে ধারাধর করিছে শাসন।
ধরায় না ধরে তার ধারা বরিষণ॥
সুধাবৃষ্টি প্রায় বৃষ্টি রিষ্টি করে দূর।
করি দৃষ্টি পরিতুষ্টি জগতে প্রচুর॥
পৃথিবীর উত্তাপ হরিল কাদম্বিনী।
মাতিল মদন-মদে পুরুষ কামিনী॥
ঋতুমধ্যে সরসা বরষা মনে গণি।
তাহে সেই ধন্যা যার পাশে গুণমণি॥
অবিরত রত ভোগ যত মন উঠে।
না ছুটিতে আপনি কামের বাণ ছুটে॥
গৃহ-পাশে সেফালিকা কুসুম সুগন্ধ।
সুশীতল সমীরণ বহে মন্দ মন্দ॥
আকাশে গভীর ধীর ঘন ঘন ডাকে।
মুনির মানস টলে অন্যে কোথা থাকে॥
রজনীতে না পূরে নারীর মনোরথ।
দিবস হইলে রাত্রি হয় মনোমত॥
নিবারিতে বরষা নারীর মনে খেদ।
রজনী দিবস দোঁহে রহিল অভেদ॥
শাস্ত্রে বলে মেঘাচ্ছন্ন দিন যে দুর্দ্দিন।
কিন্তু কামিনীর পক্ষে অতি সে সুদিন॥
পূর্ব্ব-প্রভাকর লুপ্ত বরষার গুণে।
পর-প্রভাকর দীপ্ত বরষার গুণে॥

বর্ষার ধূমধাম

নিদাঘের সমুদয় অধিকার লোটে।
ধমকে চমকে লোক চপলার চোটে॥
চপ্ চপ্ টপ্ টপ্ কলরব উঠে।
কন্ কন্ ঝন্ ঝন্ হুহুঙ্কার ছুটে॥
সুমধুর কত সুর ভেকে গীত গায়।
ঝম্ ঝম্ ঝাম ঝাম জলদ বাজায়॥
কড় কড় মড় মড় রাগে রাগ বাড়ে।
হড় হড় কড় মড় টিটকারী ছাড়ে॥
ধীরি ধীরি শোভে গিরি স্বভাবের সাজে।
গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুড়ু নহবৎ বাজে॥
খরতর দিনকর লুকাইল তাপে।
থর থর গর গর ত্রিভুবন কাঁপে॥
হুড় হুড় দুড় দুড় ঘন ঘন হাঁকে।
ঝর ঝর ফর ফর সমীরণ ডাকে॥
ভন্ ভন্ ফন্ ফন মশকের ধ্বনি।
কতরূপ নবরূপ অপরূপ গণি॥
শশধর জরজর জলধর-রবে।
তারা যারা পতি-হারা কাঁদে তারা সবে॥
চকোরিণী অভাগিনী হাহারব মুখে।
কুমুদিনী বিষাদিনী লুকাইল দুখে॥
বরষার অধিকার হইল গগনে।
হাস্যমুখ মহা সুখ সংযোগীর মনে॥
ঘন জলে মন জলে ব্যাকুল সকলে।
বহে নীর বিরহীর নয়নযুগলে॥

সুবৃষ্টি

হইল সুধার বৃষ্টি, শীতল করিল সৃষ্টি,
সন্তাপ-প্রতাপ হৈল শেষ।
স্নিগ্ধকর বরিষণে, মৃদুমন্দ সমীরণে,
ঘুচে গেল শরীরের ক্লেশ॥
স্বেদ-বিন্দু নাহি ক্ষরে, বিমলিন কলেবরে,
বিরহে শিহরে যুবা প্রাণী।
অনেক দিনের বাদ, দিনে পূর্ণ মনসাধ,
পরিবাদ অবিবাদ মানি॥
নীলরুচি নীলধর, শোভাকর মনোহর,
নয়ন-প্রফুল্লকর অতি।
হায় রে কালীর ঘটা, হেরি তোর শোভা-ছটা,
সাধে মজে ব্রজের যুবতী॥
শুনি ঘন ঘন ধ্বনি, অপার উল্লাস গণি
চাতকিনী সুখধ্বনি করে।

দুখের যামিনী ভোর, সুখভরে মীনচোর,
ঘোর দিয়ে ভ্রমে সরোবরে ॥
মরাল মোদিত মনে, সঙ্গে লয়ে স্বীয় গণে,
সন্তরণে না দেয় বিরাম ॥
করি রব কুক্ কুক্, প্রকাশ মনের সুখ,
ডাহুক ডাকিছে অবিশ্রাম ॥
শুনিয়ে মেঘের-নাদ, মত্তমতি মেঘনাদ,
পাদপুট হইল অস্থির।
জলধর দেয় তাল, নৃত্য করে পালে পাল,
কাল পেয়ে প্রফুল্লশরীর ॥
আর আর স্থলচর, জলচর শূন্যচর,
চরাচর নিবসয়ে যেবা।
হইয়া শীতলকায়, কেহ ধায় কেহ গায়,
আত্মমত করে আত্মসেবা ॥
স্নান করি ধারা-জলে শ্যামল বিমল দলে,
তরুতলে নব শোভা ধরে।
বিরহ-বিশ্রামে যেন, হাস্যরস পূর্ণ হেন,
যুবাজন আস্য শশধরে ॥
তরুণ পল্লবমালে, দেখা যায় ডালে ডালে,
কদম্ব-কলিকা বিকসিত।
মধুমক্ষি মত্ত হ'য়ে, সঙ্গেতে স্বদল ল'য়ে,
পান করে অমৃত অমিত ॥
হেরি তার মত্ত ভাব, মনে ভাব আবির্ভাব,
ভয় হয় কবিতা-রচনে।
গুপ্তভাবে গুপ্তভাব, রাখিলে কি হবে লাভ,
গুরু ভয় গুরু কুবচনে ॥
অতএব ব্যক্ত করি, মধুমক্ষি মধু হরি,
মত্ত হয় বরষা-কৃপায়।
মল্লিকা মুকুতা ভাতি, মধুকর মদে মাতি,
গুঞ্জরিয়া ভুঞ্জে মধু তায় ॥
আর এই দেখ সত্ত্ব, খাইয়া মেঘের মত্ত্ব,
প্রাচীনার শিরোমণি ধরা।
নবীনা ষোড়শী প্রায়, অপরূপ শোভা পায়,
রসিক ভাবুক মনোহরা ॥
রসপানে তরুলতা, প্রাপ্ত হয় প্রবলতা,
মাদকতা-গুণে বলি হারি।
যত সব নদী নদ, খাইতে তুষার-মদ,
হইয়াছে শেখরবিহারী ॥
রসে হয়ে গদগদ, পাইয়া পরম পদ,
সাগরেতে করিছে পয়াণ।
তথা সিন্ধু সুখী হ'য়ে, তাদের উচ্ছিষ্ট ল'য়ে,
অবিরত করিতেছে পান ॥
ত্রিলোক-তিমিরহর, নাম যাঁর দিবাকর,
সেই সূর্য্য মদে মাতোয়ালা।
ঢল ঢল লাল মূর্ত্তি, প্রকাশি বিশেষ স্ফূর্ত্তি,
শুষিছেন সংসার-পেয়ালা ॥
অতএব বুধগণ, আমাদের নিবেদন,
শ্রবণেতে হউন সন্তোষ।
দেখিতেছি চরাচরে, সকলেই পান করে,
অভাগাগণেতে শুদ্ধ দোষ ॥
বহ বহ সমীরণ, বরিষ বারিদগণ,
চমক হে চপলার মালা।
সহাস্য রহস্য মুখে, পান করি মনসুখে,
জুড়াইব অন্তরের জ্বালা ॥

বর্ষার আবির্ভাব

ছুটিল পুবের বায়ু, টুটিল গ্রীষ্মের আয়ু,
ফুটিল কদম্বকলিগণ।
বরিষে জলদজল, হরিষে ভেকের দল,
করিছে সঙ্গীত অনুক্ষণ ॥
তরুণ বয়স কালে, অরুণ জলদজালে,
বরুণ সহিত করে রণ।
প্রভাতে সমর-রঙ্গ, প্রভাতে ভানুর অঙ্গ,
শোভাতে না হয় নিরীক্ষণ।
মলিন দিবসকান্ত, মলিন বিরস কান্ত,
অলীন ভ্রমর তার কোলে।
বধুর বদনে মধু, শূন্য দেখি ফুলবধু
খেদ করে গুন গুন বোলে ॥
হায় হায় এ কি দায়, লোকে কয় বরষায়,
সংযোগীর উন্নত সম্ভোগ।
তবে কিবা অপরাধে, মধুপ বঞ্চিত সাধে,
পদ্মিনীর সহ নহে যোগ ॥
এই হয় বিবেচনা, প্রাবৃটের বিড়ম্বনা,
গ্রীষ্মপতি ভানু প্রতি রাগ।
তাই তাঁর সমাশ্রিত, কিবা পত্নী পত্নী প্রীত
সকলেতে জন্মায় বিরাগ ॥
নিবিড় নীরদ কলা, কি শোভা না যায় বলা
অমলা কালিন্দী রঙ্গময়।

মনে মনে এই গণি, গ্রাসিবারে দিনমণি,
ওই কালনাগিনী উদয়॥
বরষার ঘোর রিষে, নীরদ-ভুজঙ্গ বিষে,
ভানুকর নিকর নিঃকর।
ভষ্ম আচ্ছাদিত যেন, প্রজ্বল অনল হেন,
আজু প্রভাতের দিনকর॥
অতঃপর ঘোরতর, নীরধর আড়ম্বর,
শূন্যপথ করে অতিশয়।
চারু চারু সমুদিত, গুরু গুরু গরজিত,
দুরু দুরু কম্পিত হৃদয়॥
বহিতেছে সমীরণ, করিতেছে ঘোর রণ,
নিদাঘ বরষা সহকার।
সন্ সন্ স্বরে গাজে, ঝন্ ঝন্ মাঝে মাঝে,
শব্দ করে স্তব্ধ ত্রিসংসার॥
চক্ চক্ চিকি মিকি, ধক্ ধক্ ধিকি ধিকি,
সুচঞ্চলা চপলার মালা।
ঝম্ ঝম্ হয় জল, ধরাতল সুশীতল,
ঘুচে গেল সন্তাপের জ্বালা॥
একেবারে পড়ে ধারা, কিবা শোভা পায় তারা,
তারা যেন পড়িছে খসিয়া।
পুংকে চাতকদল, পান করে ধারা-জল,
গান করে রসিয়া রসিয়া॥

বর্ষার অভিষেক

নীরদ দ্বিরদবর, আরোহিয়া তদুপর,
ঋতুবর বরষার জাঁক।
গুড় গুড় গুম্ গুম্, গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্,
বাজিতেছে রণ-জয়-ঢাক॥
ওই করে ফর ফর, গতি অতি খরতর,
দামিনীর উড়িছে পতাকা।
প্রজারূপে তরুচয়, প্রণত হইয়া রয়,
দিয়া কর ফল পাকা পাকা॥
যদি কেহ তুষ্ট হয়, নিদাঘের পক্ষে রয়,
নাভোয়ানি নষ্টামিতে ভরা।
সাঁজোয়াল সমীরণ, কান ধরি সেইক্ষণ,
লুটাইয়া দেয় তারে ধরা॥
মণ্ডল কাঁটাল ভায়া, পেয়েছেন বড় পায়া,
হেঁড়ে পাগ ভুঁড়ি সুবিখ্যাত
ফলের পিতৃব্য বুড়া, শ্যালা রসিকের চূড়া,
ঘরে ঘরে সবে আছে জ্ঞাত॥
কুলের কামিনী ধনী, চাতকিনী সুখ গণি,
হুলুধ্বনি করে অবিরত।
জলাশয়ে হংসীগণ, জলে দিয়া সন্তরণ,
কলরবে কেলি করে কত॥
পূর্ণ হ'ল মনসাধ, করিতেছে ভেরীনাদ,
ভীষণ ভয়াল রবে ভেক।
আষাঢ়ের সুসঞ্চারে, শুভ শশধর বাড়ে,
হইল বর্ষার অভিষেক॥

বর্ষা-বর্ণন

সসজ্জ সন্ধান পুরে, আসিয়া গ্রীষ্মের পুরে,
প্রবেশিল বরষার দল॥
রিপুর প্রবল বল, দেখিয়া গ্রীষ্মের দল,
ভঙ্গ দিয়া ভাগিল সকল॥
মহা শিলাবৃষ্টি-বায়, প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়,
হইল গ্রীষ্মের অস্থি শেষ।
সন্তাপ-সৈন্যের পতি, না পাইয়া অব্যাহতি,
পলাইতে চাহে অবশেষ॥
শত্রুভয়ে ভীত হয়ে, বিরহীর মনে রয়ে,
গোপনেতে লইল আশ্রয়।
এ কি অপরূপ ধারা, নয়নে সলিল-ধারা,
অন্তরে সন্তাপ অতিশয়॥
বরষা হইয়া ভূপ, সর্ব্বরাজ্যে গাড়ে যূপ,
উড়াইল তড়িত-পতাকা।
অভ্র-কোলে শুভ্র আভা, কি কব তাহার শোভা,
দেখ ওই উড়িছে বলাকা॥
পূরিল মনের সাধ, মেঘে করে সিংহনাদ,
ঘন ঘন ঘনে ঘনগণ।
ত্রিভুবনে দিয়া সাড়া, বাজায় বিজয়-কাড়া,
গুরু গুরু রবে অনুক্ষণ॥
পূর্ণ করি জল স্থল, আকাশ তীর্থের জল,
আনি করে ভূপে অভিষেক।
চামর কেতকী-ফুল, ঢুলায় ভ্রমর-কুল,
জয় জয় ধ্বনি করে ভেক॥
ময়ূরেতে মোরচ্ছল, করিতেছে অবিরল,
দাঁড়াইয়া নৃপতির আগে।

ময়ূরী সে সভা-মাঝে, মৃদু মনোহর সাজে,
নৃত্য করিতেছে অনুরাগে ॥
তপস্যাতে বহুদিন, শরীর করিয়া ক্ষীণ,
মলিন আছিল নদীগণ।
সংপ্রতি অমৃত খায়, হয়ে অমরের প্রায়,
সঞ্চারিল পুনশ্চ জীবন ॥
চির-বিরহিণী ছিল, ঋতুযোগ সঞ্চারিল,
বিষাদে হইল হর্ষোদয়।
আহ্লাদে প্রফুল্ল কায়, নিজ পতি প্রতি ধায়,
যত নদী বেগে অতিশয় ॥
মেঘাচ্ছন্ন চরাচর, শশী আর দিবাকর,
লুপ্তপ্রায় না হয় উদয়।
দ্বিনেত্র মুদিত করি, সুখে নিদ্রা যান হরি,
এই সে কারণ চিত্তে লয় ॥
বরষা বিরহী নারী, ধরিয়া দিবসকারী,
করে অতি দৃঢ় আলিঙ্গন।
করের কঙ্কণ তায়, খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়,
লোকে বলে বিদ্যুৎপতন ॥
তড়িত নর্ত্তকীগণ, নৃত্য করে অনুক্ষণ,
সুললিত জলদ-সভায়।
ছিঁড়িল মুকুতা-হার, সেই ছলে অনিবার,
জলধার পড়িছে ধরায় ॥
ঋতুর প্রভাবে হেন, রবি শশী নাহি যেন,
নিশা দিন সমান আকার।
কুমুদিনী রাত্রি জ্ঞানে, প্রফুল্লিতা দিনমানে,
পদ্মাসনে কিবা চমৎকার ॥
ভাস্কর গগনে গুপ্ত, শশাঙ্ক তিমিরে লুপ্ত,
দিবারাত্রি বোধ নাহি হয়।
বায়ু সহ মন্দ মন্দ, কমল কুমুদ গন্ধ,
দেয় দিবারাত্রি পরিচয় ॥
ঘন ঘোর অন্ধকার, দৃষ্টিরোধ সবাকার,
বৃষ্টিজলে পূর্ণ সৃষ্টি-গাত্র ॥
লুকায়িত বিকর্ত্তন, অনুদ্দেশ জ্যোতিগণ,
জোনাকি পোকার দৃষ্টিমাত্র ॥
জলময় নভস্থল, জলময় ভূমণ্ডল,
জলময় গিরি দিক্ দেশ।
দে'খে হয় এই জ্ঞান, পুনরপি ভগবান,
ধরিলেন বরাহের বেশ ॥
আসিয়া বরষাকাল, ফেলিল জলদজাল,
গগন গভীর সরোবরে।
রবি শশী আদি মীন, গগনে হইল লীন,
ক্ষুদ্র মৎস্য লুকাইল ডরে ॥
বিদ্যুৎ বঁড়শীপ্রায়, চতুর্দ্দিকে ফেলি তায়,
বিরহীর প্রাণ-মীন ধরে।
অসার ভাবিয়া হরি, কমলারে সঙ্গে করি,
ঢালিলেন শরীর সাগরে ॥
দাতা ঘন হরষিত, হেরে হয় উপস্থিত,
যাচক চাতক দ্বিজগণ।
ঘন আগে দেয় জল, করিয়া বিদ্যুৎ ছল,
স্বর্ণমুষ্টি করে বিতরণ ॥
মেঘ পটু নানা সাজে, চতুর্দ্দিকে বাদ্য বাজে,
ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে।
পথিকের সর্ব্বনাশ, ঘন বহে ঘন শ্বাস,
নিজ বাস ভাবিয়া অন্তরে ॥
বহে সুশীতল বায়ু, বিয়োগীর হরে আয়ু,
সংযোগীর পরম উল্লাস।
তারা করে অভিলাষ, বর্ষা হোক্ বার মাস,
অন্য ঋতু না হয় প্রকাশ ॥
বিয়োগীর বুকে বর্শা, মারে বর্ষা সেই বর্শা,
নাম তার বিদিত ভুবনে।
শুনি জলদের শব্দ, বিরহিণীগণ স্তব্ধ,
দগ্ধ হয় মনের আগুনে ॥
প্রবাসী জনের ক্লেশ, বর্ণিয়া না হয় শেষ,
এই ছার বরষা সময়।
অন্তরে বিচ্ছেদ-বাতি, জ্বলিতেছে দিন-রাতি,
বাহিরে বিবিধ দুখোদয় ॥
রান্নাঘরে কান্নাহাটি, ভিজে কাঠ ভিজে মাটী,
কোনমতে নাহি জ্বলে চুলো।
নাকে চোকে জল সরে, সেই দণ্ডে ইচ্ছা করে,
চুলোশুদ্ধ চোলে যায় চুলো ॥
ধনীর সুখের ধ্বনি, নিয়ত নিকটে ধনী,
নাহি মাত্র মনের বিকার।
ভাল গাড়ী ভাল বাড়ী, প্রতি হাতে মারে আড়ী,
মনোমত আহার-বিহার ॥
স্থির ভোগে স্থিরবুদ্ধি, স্থিরযোগে স্থিরশুদ্ধি,
পাত্রে পাত্রে পাত্রের বিচার।
সদা তায় সদাচার, আচারে কি কদাচার,
লোকাচারে মিছে ব্যভিচার ॥
দীন তাহা কোথা পান, সুধুমাত্র জলপান,
তুড়ি সার মুড়ি নাই মুখে।

টাকা বিনে হত ক্বি, কিসে বল হবে শুদ্ধি,
ঘাস কাটি ধান-বনে ঢুকে ॥
বিদেশী ধর্ম্মের ষাঁড়, ভরসা কেবল ভাঁড়,
ভাগ্যদোষে তাও যায় ভেঙ্গে ।
বহু রাত্রে পেয়ে ছুটী, ছুটে আসে ছেড়ে কুঠী,
চৌকীদার ধরে চক্ষু রেঙ্গে ॥
যত সব বিলসাধা, সকল শরীরে কাদা,
জামা পাগ ভিজিল উদকে ।
বহুকেলে ছেঁড়াজুতা, পাইয়া বৃষ্টির ছুতা,
একেবারে উঠিল মস্তকে ॥
আমরা টোলের ছাত্র, নাহি জানি পাত্রাপাত্র,
জানি শুদ্ধ একমাত্র পাঠ ।
বাবুদের গেয়ে গুণ, নাহি মাছ তেল লুণ,
ভট্টাচার্য্য দেন চাল কাঠ ॥
মরি এই বাদলায়, কেহ নাহি বাদলায়,
পুঁতি পাঁতি সব যায় ভেসে ।
তিন মাস রুদ্ধ পাঠ, ফিরে হাট বাট মাঠ,
দেখে শুনে মরি হেসে হেসে ॥
আমাদের সৃষ্টিধর, চিরজীবী অড়হর,
আদসিদ্ধ তাই হয় পাক ।
পৈতৃক সম্পত্তি বাদা, তাহার চিঙ্গড়ি দাদা,
তাহে যুক্ত করি নটে শাক ॥
দুই সন্ধ্যা তাই খাই, মাঝে মাঝে গীত গাই,
ধোবা বেটা ঘটায় প্রমাদ ।
রাত্রিকালে হাত বুকে, নিদ্রা যাই মহাসুখে,
মিত্রজরে করি আশীর্ব্বাদ ॥
বরষা তোমার গুণ, কি কহিব পুনঃ পুনঃ,
বারিবলে চরাচর ভাসে ।
কি আর তোমার ব্যঙ্গ, দোসর হয়েছে ব্যঙ্গ,
দেখে রঙ্গ রাঢ় বঙ্গ হাসে ॥
আমরা বিপ্রের পুত্র, ধরিয়াছি যজ্ঞসূত্র,
শুন ওহে ঋতুরাজ বাপা ।
জাতি-ধর্ম্মে ভিক্ষা করি, প্রাণে যেন নাহি মরি,
চাল ভেঙ্গে প'ড়ে ঘর চাপা ॥

বর্ষার ঝড়-বৃষ্টি

ঘটা ঘোর ক'রে সোর ঘন ঘোর রবে ।
শুনি চিত চমকিত বিচলিত সবে ॥
ঝন্ ঝন্ ফণ ফণ সন্ সন্ ঝড়ে ।
তরুচয় স্থির নয় বোধ হয় পড়ে ॥
বিজলীর কি মিহির যেন তীর ছোটে ।
ঝড় ছাট ভাঙে হাট মালসাট চোটে ॥
বহে বাত ছাঁত ছাঁত শিলাপাত সঙ্গে ।
বোধ হয় করে লয় সমুদয় বঙ্গে ॥
করে রব কলরব ধরে সব রঙ্গে ।
নদী নদ পেয়ে পদ গদগদ অঙ্গে ॥
হেউ হেউ করে ঢেউ যেন ফেউ ডাকে ।
অবিকল কল কল ঘোর জল পাকে ॥
তদুপরি যত তরী নৃত্য করি যায় ।
প্রেমিকের হৃদয়ের আশয়ের প্রায় ॥
রাজহাঁস কি উল্লাস অভিলাষ পূরে ।
অহরহঃ যত দহ হংসী সহ ঘুরে ॥
কি আহ্লাদ করে নাদ অতিখাদ সুরে ।
অবিবাদ যত বাদ বিসংবাদ দূরে ॥
দামোদর খরতর কলেবর ধরে ।
এ কি লগ্ন বাঁধ ভগ্ন দেশ মগ্ন করে ॥
গেল ধান নাহি ত্রাণ কিসে প্রাণ বাঁচে ।
ঘোর রিষ্টি অতি বৃষ্টি যায় সৃষ্টি পাছে ॥
লক্ষ লক্ষ পশু পক্ষ বিনে ভক্ষ্য মরে ।
প্রজাদল হতবল চক্ষে জল ঝরে ॥
যত চাষা হত আশা করে বাসা বৃক্ষে ।
কপালের ভাল ফের সময়ের শিক্ষে ॥

শরদ্বর্ণন

বরষা ভরসাহীন, ক্ষীণ হয় দিন দিন,
শুনিয়া শরদ আগমন ।
গগনেতে জলধর, শোকে পাণ্ডু কলেবর,
বরষার বিচ্ছেদ কারণ ॥
জলদ বিক্রমশূন্য, চাতক বিষম ক্ষুণ্ণ,
হাহাকার করে উর্দ্ধমুখে ।
ময়ূর ময়ূরীগণ, নিত্য নৃত্য বিস্মরণ,
কাননে লুকায় মনোদুখে ॥
ঘুচিল কোটালি পাল্লা, ব্যঙ্গ লয়ে ব্যঙ্গ ভায়া,
দিয়ে ভঙ্গ রসরঙ্গ সব ।
একেবারে সর্ব্বনাশ, করিলেন জলে বাস,
আর তার নাহি কলরব ॥

গগনেতে চারু শোভা, দিন দিন মনোলোভা,
নাহি আর অন্ধকাররাশি।
চকোরের তুষ্টিকর, সুবিমল সুধাকর,
রজনীর মুখে সদা হাসি॥
কর্পূরে পূরিল বিশ্ব, সেই মত হয় দৃশ্য,
সিতপক্ষ শারদ-নিশায়।
অথবা নিশিতে হেন, অনুমান হয় যেন,
শরদ পারদ মাখে গায়॥
প্রিয় দারা তারা যারা, ছিল তারা পতি-হারা,
শশী ঘেরি তারা সব জ্বলে।
কিবা শোভা কব তার, মল্লিকা-ফুলের হার,
শোভে যেন স্ফাটিকের গলে॥
নির্ম্মল হইল জল, রাজহংস কল কল,
সরোবরে করে অনুক্ষণ।
এত দিবসের পরে, নয়ন রঞ্জন করে,
হৃদয়রঞ্জন এ খঞ্জন॥
ফুটিল সহস্রদল, শতদল সুবিমল,
কুমুদ কহ্লার শোভা করে।
বহু দিবসের পর, মত্ত হয়ে মধুকর,
মধুপান করে দুই করে॥
শত শত দলে দলে, বসে শতদলদলে,
রসে শতদল-দলে সুখে।
মনোহর সরোবরে, পুলকে ঝঙ্কার করে,
কিবা গুণ গুণ গুণ মুখে॥
নাহি পৃথিবীর পঙ্ক, শুষ্ক পথ নিষ্কলঙ্ক,
নিরাতঙ্ক যোদ্ধাগণ সাজে॥
পথিকের পথ-ক্লেশ, দূরে গেল সবিশেষ,
পরন্তু বিচ্ছেদ মনোমাঝে॥
ছয় ঋতুমধ্যে ধন্য, সকলের অগ্রগণ্য,
শরদের জয় সবে বলে।
যাহাতে যোগীন্দ্র-জায়া, মহেশ্বরী মহামায়া,
আবির্ভূতা অবনীমণ্ডলে॥
মৃন্ময়ী মহেশ-প্রিয়া, যথা শক্তি পূজা দিয়া,
তরে লোক ইহ-পরকাল।
তাহাতে যে মহোৎসব, বলিতে অক্ষম সব,
পঞ্চানন তবু মহাকাল॥
আছেন অনেক ঋতু, মন উদাসের হেতু,
পুণ্যসেতু বান্ধে কোন্ ঋতু।
দুর্গা দরশন অর্থে, শরদে আসেন মর্ত্ত্যে,
সুরগণ সহ শতক্রতু॥

লইতে ভক্তের পূজা, অধিষ্ঠাত্রী দশভুজা,
দশদিক্ করেন প্রকাশ।
শরদের তিন দিন, কিবা ধনী কিবা দীন,
জ্ঞান করে এই স্বর্গবাস॥
প্রতি ঘরে বাদ্য গান, আনন্দের অধিষ্ঠান,
বর্ণনা করিব তাহা কত।
যাহার যেমন মন, যাহার যেমন ধন,
আয়োজন করে সেই মত॥
কুমার কুমার আগে, গড়িয়াছে অনুরাগে,
শেষে চিত্র করে চিত্রকরে।
মেটেরঙে মেটে রঙ, চালে লেখে নানা সঙ,
যত্নে তুলি হস্তে তুলি ধরে॥
ডাককর করে ডাক, বিস্তর দামের ডাক,
ডাকের ডাকের বড় জাঁক।
করে আচ্ছা সাঁচ্চা সাজ, ভিতরেতে কত কাজ,
ডাক ডাক এই মাত্র ডাক॥
দেবীরে সাজায় সাজে, যেখানে যে সাজ সাজে,
অপরূপ মুনি-মনোলোভা।
ভুবন-ভূষণা যিনি, ভূষণে ভূষিতা তিনি,
ধরাতে ধরে না মা'র শোভা॥
যার নাহি কিছু শক্তি, আনিয়া শঙ্কর-শক্তি,
ভক্তিভাবে ডাকে জয়কালী।
মনে আছে প্রেম আঁটা, মাখিয়া বেলের আঁটা,
জুড়ে দেয় সোনালি রূপালি॥
সবে বলে সাজা সাজা, জানে না শেষের মজা,
সঙ সেজে কত রঙ করে।
কি বাজনা বাজাতেছে, কারে সাজ সাজাতেছে,
ঢুকিয়া সংসার-সাজঘরে?
আপনার চক্ষু নাই, অন্ধকারে থেকে ভাই,
তুমি কর কার চক্ষুদান?
আপনি না হয়ে স্থায়ী, কারে কর জলশায়ী,
নিজ করে করিয়া নির্ম্মাণ?
ধর ধর তুলি ধর, কর কর পূজা কর,
হর হর বল জীবচয়।
গোড়ে পূজ শিবা শিব, তবে জীব পাবে শিব,
মনে যদি স্থির প্রেম রয়॥
কামনা-কণ্টক কেটে, মনে রাখ ভক্তি এঁটে,
গল্প ফেঁদে কর্ম্ম করা দোষ।
ভক্তি সহ গাঢ় যত্নে, পরিতোষ-মহারত্নে,
পূর্ণ কর হৃদয়ের কোষ॥

যাজক ব্রাহ্মণ যারা, চণ্ডীপাঠ শিখে তারা,
খণ্ডিবারে জিহ্বার জড়তা।
যজমান বড় আঁট, পঙ্ক্তাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ,
পাছে হয় কিঞ্চিৎ অন্যথা॥

নবমীতে করি কল্প, ক্রমেতে উদ্যোগ অল্প,
গাল-গল্প প্রতি ঘরে ঘরে।
কারিগুরি করি নানা, সাজায় বৈঠকখানা,
ঘর-দ্বার পরিষ্কার করে॥

প্রকৃতির সাজ যাহা, বিকৃতি না হয় তাহা,
স্বভাবেতে আকৃতি গঠন।
তুমি কর যত রূপ কতরূপ তার রূপ,
অপরূপ বিরূপ বচন॥

মনোহর ঘর দ্বার, মেরামতি কত তার,
রঙ্গিন্ করিছ ঠাঁই ঠাঁই।
কিন্তু তব বাসঘর, নাম যার কলেবর,
তার আর মেরামৎ নাই॥

যেই ধনী ভাগ্যধর, আছে অর্থ বহুতর,
অনায়াসে ব্যয় করে ধন।
দানকার্য্যে সদা রত, এখন সম্পদহত,
দুর্গা তার দুর্গের কারণ॥

পড়ে ঘোড়তর দুর্গে, ডাকে সদা দুর্গে দুর্গে,
ভাগ্যে তার নাহি শুভফল।
নাহি আর ধুমধাম, অবিশ্রাম অষ্ট যাম,
কেবল নয়নে ঝরে জল॥

বৃত্তিসাধা বিপ্রগণ, লোভেতে চঞ্চল মন,
স্নান পূজা কিছু নাহি আর।
হয়ে অর্থ অনুরাগী, কেবল অর্থের লাগি,
অনাহারে ফেরে দ্বার দ্বার॥

দেখিলে সধন লোক, পড়িয়া কবিতা শ্লোক,
সঙ্গে সঙ্গে আশীর্ব্বাদ দান।
বাবুজী কল্যাণ হোক্, সন্তান সুখেতে রোক্,
দাতা নাহি তোমার সমান॥

দানে মানে কুলে শীলে, আর কি এমন মিলে,
সব দিকে দেখি বাড়াবাড়ি।
পূজার সংক্ষেপ দিন, বার্ষিকের টাকা দিন,
কাল প্রাতে যেতে হবে বাড়ী॥

পুত্র দুটি শিশু অতি, কন্যাটিও গর্ভবতী,
বাটীতে মায়ের আগমন।
ব্রাহ্মণী একেলা ঘরে, কত দিক্ রক্ষা করে,
আমি গেলে হবে আয়োজন॥

যজমান শিষ্য যারা, এবারে সিকস্ত তারা,
কিছুমাত্র দেন নাই কেহ।
ধান-যাহা ছিল ক্ষেতে, হেজে গেল এক রেতে,
ভাবিয়া বিশীর্ণ হয় দেহ॥

ও বাড়ীর ঘোষ বাবু, হয়েছেন বড় কাবু,
রায়েদের সুপ্রতুল নাই।
হ্যাঁচ হ্যাঁচ যে তা তবে, বল কি উপায় হবে,
শুধুহাতে কেমনেতে যাই॥

দেহে কণ্ঠাগত প্রাণ, কেবল টাকার টান,
নাহি স্নান পূজা সন্ধ্যা কলা।
প্রাতে উঠি শৌচে গিয়া, হাত-মাটী-মাটী নিয়া,
কপাল জুড়িয়া আর্কফলা॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-পুত্র, গলে মাত্র যজ্ঞসূত্র,
মোটা ফোঁটা কথা রুকে রুকে।
ছলেতে হবেন মান্য, হরিদ্রা গোরস ধান্য,
ইত্যাদি কবিতা-পাঠ মুখে॥

বিদ্যা সাধ্য অষ্টরম্ভা, বড় বড় কথা লম্বা,
হতভোম্বা ভঙ্গী পরিপাটী।
বচনেতে দাম নাই, মুখে শুধু বামনাই,
মেকি কি কখন হয় খাঁটি॥

মনোলোভী বাবু যত, মানমদে জ্ঞানহত,
পূর্ণ করে যাচকের আশ।
বাহিরে সুখ্যাতি গায়, এ দিকে দেনার দায়,
বাবুজীর মার্গে যায় বাঁশ॥

প্রতিবারে করে দান, না দিলে থাকে না মান,
দেনা ক'রে খত দেন লিখে।
শিষ্ট শান্ত অতি ধীর, স্তুতিবাক্যে বাবুজীর,
ল্যাজ উঠে আকাশের দিকে॥

নাকে খত কানে খত, দুনো সুদে লিখে খত,
আপাতত দূর করে দুখ।
সুদের শরদ কালে, বদ্ধ হয়ে ঋণজালে,
তথাচ অন্তরে হয় সুখ॥

যত বেটা ভবঘুরে, নূতন নূতন সুরে,
নূতন নূতন শিখে গান।
সাধিছে গলার মিল, কেহ খাদ কেহ জীল,
কেহ শুদ্ধ নূপুর বাজান॥

মরীচ লবঙ্গ রঙ্গে, লয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে,
যথা যথা আকড়া যাহার।
পূর্ব্বে প্রায় মাজাবধি, না খায় অম্বল দধি,
বিশেষতঃ যত কাঁশীদার॥

কেমনে হইবে জিত, চুপি চুপি শেখে গীত,
ভাব তার না হয় প্রচার।
চিতেন মহাড়া বেঁধে, উচ্চ সুরে গলা সেধে,
গান ধরে ভবে কর পার॥
যতেক সখের দল, প্রেমানন্দে ঢলাঢল,
সুর ভাল লাগিয়াছে কানে।
কোন অংশে নহে কম, মারিয়া গাঁজার দম,
তান ছাড়ে দেওয়ার গানে॥
যাত্রাকর করে যাত্রা, কে বুঝে তাহার মাত্রা,
প্রথমে মহলা করে দান।
সাজেগোজে সুর জুতি, কেহ বলে ওগো দুতি,
কৃষ্ণ বিনা নাহি বাঁচে প্রাণ॥
যার যাহা ভাল লাগে, সেই তাহা রাখে আগে,
পণ করি দেয় তার পণ।
কেহ রাখে বেলতলা, মালিনীর ভাল গলা,
গুণে তার খুন করে মন॥
যাত্রার যমক ভারি, নামজাদা অধিকারী,
আসর করিছে অধিকার।
দালানে বাবুর মেলা, প্রতি পদে পায় পেলা,
সাবাস্ সাবাস্ বার বার॥
আসিয়া মায়ার মেলা, কর জীব ছেলেখেলা,
হেলা কেন করিতেছ কাজে।
ভবযাত্রা করিবারে, সেজেছ মানবাকারে,
অন্য সাজ তোমায় কি সাজে॥
এ নাটের ঠাট ভারি, যিনি হন অধিকারী,
তাঁর প্রতি কেন কর হেলা।
মান রেখে তান ধর, ফুরালে মানের ঘর,
কবে আর পাবে বল পেলা॥
দেহযাত্রা তুমি যাত্রা, অবসান হয় রাত্রি,
হবে যাত্রা কাঠি দিলে ঢাকে।
কর যাত্রা দেহ-যাত্রা, কিন্তু হয় শেষ যাত্রা,
গঙ্গাযাত্রা মনে যেন থাকে॥
স্থানে স্থানে একপক্ষ, কেবলি সুখের লক্ষ্য,
রজনীতে গানবাদ্যছটা।
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে লোক, বিষম মনের ঝোঁক,
কি কহিব আমোদের ঘটা॥
বাড়ী বাড়ী বাই বাই, ভেড়ুয়া নাচায় বাই,
মনোমত রাগ সুর ধরে।
মৃদু তান ছেড়ে গান, বিবিজান নেচে যান,
বাবুদের লবেজান করে॥
গুণি-হস্তে তানপুরা, তাহে কত তান পুরা,
মেও মেও ছাড়ে তার তার।
কালোয়াৎ ভাঁজে রাগ, কে বুঝে সে অনুরাগ,
রাগ নয় রাগ মাত্র সার॥
সেতার বাজায় যত, সে তার কহিব কত,
সে তার বেতার কার লাগে।
পিং পিং রারা রারা, সারি গা মা ডারা ডারা,
মেজারূপে বাজে নানা রাগে॥
তাধিনা তাধিনা ধিনা, কত রাগে বাজে বীণা,
বীণা বিনা কিছু নহে ভালো।
শুনিয়া বীণার স্বর, লজ্জা পায় পিকবর,
মনে জ্বলে আনন্দের আলো।
সকলের এক বোল, লেগেছে পূজার গোল,
পড়েছে ঢুলীর ঢোলে কাঠি।
তাধিন তাধিন্ রব, শুনিয়া মাতিল সব,
চাটি শুনে ফেটে যায় মাটী॥
নবতের বড় ধুম, গুড়ু গুড়ু গুম্ গুম্,
ভোঁ ভোঁ ভোঁ বাজিছে সানাই।
মন্দিরে আমোদ-ভরা, মন্দিরে মোহিত করা,
তালে তালে তাল ধরে তাই॥
এইরূপ মহানন্দ, আনন্দে হইয়া অন্ধ,
তামসিকে ধনী ছাড়ে চাকি।
পূজার না লন খোঁজ, মাছি কাঁদে তিন রোজ,
পুরুতের দক্ষিণায় ফাঁকি॥
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত যাঁরা, বার্ষিক সাধিয়া তাঁরা,
ব্রাহ্মণীর শাড়ী আগে লন।
সুধার হইলে তায়, শেষে পুত্র বস্ত্র পায়,
আপনার জন্যে দুখী নন॥
দাতার গাহিয়া জয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয়,
নস্যচ্ছলে মিসি লন কিনে।
পুঁতির ভিতরে ভরি, শ্রীহরি স্মরণ করি,
বাড়ী চ'লে যান দিনে দিনে॥
প্রায় বৎসরের পরে, প্রবাসীরা যান ঘরে,
কত সাধ মনে অগণন।
হয়ে প্রেম-অনুরাগী, করেন প্রিয়ার লাগি,
নানামত দ্রব্য আয়োজন॥
কেহ লয় সাতনলী, দেখিয়া আমরা বলি,
কাম-কিরাতের সাতনলা।
প্রকাশিতে নিজ স্নেহ, বিজটা লইল কেহ,
কেহ বা লইল কানবালা॥

কেহ লয় কর্ণফুল, কেহ বা কনকফুল,
কেহ বা বিনোদ চন্দ্রহার।
কেহ বা মুকুতামালা, কেহ বা কাঞ্চন-বালা,
কিনে লয় শক্তি যে প্রকার॥
ভূষণ লইল যত, বসন তাহার মত,
মনোমত লইল সবাই।
কেহ লয় শান্তিপুরে, কেহ বা বাগদী ডুরে,
কেহ কেহ লইল ঢাকাই॥
বড় ধুম বড় ঘরে, সাটিন-কাঁচুলি করে,
চুমকির কাজ তার মাঝে।
পয়োধরে মনোলোভা, অনঙ্গের অঙ্গ-শোভা,
হেরি শশী শশ ধরে লাজে॥
সকল শরীরে ভূষা, মূর্ত্তিমতী যেন উষা,
পূর্ণমাসী নিশি করি নাশ।
বর্ণনে অক্ষম কবি, মলিন শশাঙ্ক ছবি,
রবি যেন হতেছে প্রকাশ॥
আকুলিত চারু কেশে, সেই ভূষা সেই বেশে,
ভুজপাশে বাঁধে যার কর।
কোথা আর স্বর্গবাস, তাদের দাসের দাস,
ইন্দ্র চন্দ্র কাম পঞ্চশর॥
চারিদিকে বাবু ঘেরি, বস্ত্র হেরি ভূষা হেরি,
চাঁদমুখ দেখিতে না পাই।
তেমন কপাল নয়, মনে মাত্র সাধ হয়,
রূপখানি দেখে মরে যাই॥
বায়না অগ্রেতে দিয়া, আয়না লইল গিয়া,
যায় না তাহার শোভা বলা॥
লইল গোলাবি মিশি, ইচ্ছা হয় তাহে মিশি,
আর কত পানের মসলা॥
ঘুনসী প্রেমের ফাঁসী, লইলেক রাশি রাশি,
যাহে ভালবাসিবেক প্রিয়া।
নিল মালা কত মত, কামিনীর মনোমত,
হার হারে যাহারে হেরিয়া॥
জানাইতে ভালবাসা, চুঁচুড়ার মাথাঘষা,
কসা কিংবা রসা কেবা গণে।
কিনিল পরমাদরে, দিয়া কামিনীর করে,
কৃতার্থ হইব ভাবে মনে॥
অন্তরেতে ভয় আছে, পচ্ছন্দ না হয় পাছে,
এই হেতু সুস্থ নহে মন।
করিয়া বিশেষ ভক্তি, লইলেন যথাশক্তি,
স্বীয় শক্তি-পূজার কারণ॥

পাড়াগেঁয়ে যুবাদল, মুখে হাস্য খল খল,
পরিচ্ছদে সদা মন কাবু।
মনে মনে বড় সাধ, ফাঁদিয়া মোহন ফাঁদ,
দেশে গিয়ে সাজিবেন বাবু॥
কালাপেড়ে ধুতিপরা, দাঁতে মিশি গালভরা,
ঠোঁট রাঙ্গা তাম্বুলের জলে।
গোরগাবি জুতা পায়, রঙ্গিন-ব্রজাই গায়,
হাতে কোঁৎকা হোঁৎকা সব চলে॥
যাহার সঙ্গতি যত, বস্ত্র লয়ে সেইমত,
দূর করে মনের বিলাপ।
ইয়ারের অনুরাগে, চরস লইয়া আগে,
আর কিছু আতর গোলাপ॥
সহরের লোক যত, তাদের উল্লাস কত,
সুখের আমোদে সদা রত।
বাবু সব ঘোর গর্জ্জী, বাড়ীতে আনিয়া দর্জ্জি,
পোষাক করিছে কত মত॥
কারপেট্ ঢাকে নেট্, কার পেটে কারপেট,
কারু-কর্ম্ম তাহে বাছা বাছা।
স্বভাবের শোভা সব, তার কাছে পরাভব,
কৃত্রিম হয়েছে যেন সাঁচা॥
বান্ধবের গড়াগড়ি, তিন দিন ছড়াছড়ি,
লেবেগুর গোলাপ আতর।
আর আর দ্রব্য যাহা, ফুটে না লিখিব তাহা,
ব্যয়কল্পে না হন কাতর॥
যে সকল ষণ্ডা বাবু, নিতান্ত বেশ্যার কাবু,
টাকা বিনা নাহি থাকে মান।
রাখিয়া বাড়ীর পাটা, কুইনের মাথা কাটা,
রাঁড়ের চরণে করে দান॥
দারা পুত্র পরিবার, করিতেছে হাহাকার,
সূতা নাই প্রসূতির অঙ্গে।
সকল সুখের অঙ্গ, কে বলে হয়েছে ভঙ্গ,
এত রঙ্গ আছে এই বঙ্গে॥
তারি মধ্যে ধূর্ত্ত যারা, বিবাদ করিয়া তারা,
ছলে কলে রাখা বেশ্যা ছাড়ে।
বেশ্যাও রসের ভরা, হাঁড়ির মুখের সরা,
বাপ তুলে গালাগালি পাড়ে॥
বিরহিনী নারী যারা, নিয়ত নয়নে ধারা,
তারা শুদ্ধ তারা তারা বলে।
কিসে মন হবে শান্ত, কতক্ষণে পাবে কান্ত,
বিচ্ছেদ-অনলে মন জ্বলে॥

হইবে পতির সুয়া, মানে কত পান গুয়া,
করিবেক প্রেমের অধীন।
সুখের আশ্বিন মাসে, প্রবাসী আসিবে বাসে,
সুবচনী দিবেন সুদিন॥
বিদেশী কলমপেষা, সকলের এক নেশা,
পরস্পর কহে এই কথা।
চাকরীর মুখে ছাই, পক্ষী হয়ে উড়ে যাই,
নিবাসে রমনী-মণি যথা॥
পড়িয়াছে তাড়াতাড়ি, কতক্ষণে যাব বাড়ী,
কোনরূপে ধৈর্য্য নাহি মানে।
সদাই সজল আঁখি, উড়িয়াছে মন-পাখী,
প্রেয়সীর প্রণয়-বাগানে॥
ধরেছে বাড়ীর টান, বিরহে কি রহে প্রাণ,
কেবল বিচ্ছেদ মনে জাগে।
গৃহে আছে ভালবাসা, প্রবাসের ভাল বাসা,
মনে আর ভাল নাহি লাগে॥
ঘরের বিষম স্নেহ, সুস্থির না হয় কেহ,
দহে দেহ শয়নে স্বপনে।
নাহি সুখ একটুকু, ঘোর দুখ ফাটে বুক,
চাঁদমুখ সদা পড়ে মনে॥
মনিবে না দেয় ছুটী, দিবানিশি ছুটাছুটি,
কুঠী গিয়া ছটফট করে।
নাহিক মাথার ঠিক, কেমনে করিবে ঠিক,
জমা লেখে খরচের ঘরে॥
ছুটী লয়ে খাড়া খাড়া, ঠিকে পান্সী ক'রে ভাড়া,
বসে গিয়া নাবিকের কাছে।
দুহাত না যেতে যেতে, বলে কত বিনয়েতে,
মাঝি আর কতদুর আছে?
ক'সে দাঁড় টান দাঁড়ী, দিনে দিনে দিয়ে পাড়ি,
চাল তরী ত্বরায় করিয়া।
যত শীঘ্র লয়ে যাবে, অধিক বক্‌সিস পাবে,
ভাড়া দিব দ্বিগুণ ধরিয়া॥
বদর বদর গাজি, মুখে সদা বলে মাঝি,
ঠেলে ধ্বজি গায়ে যত জোর।
গাঙ্গে বড় একটানা, টানে গুণ গুণটানা,
টানাটানি যেন কত চোর॥
লেগেছে বাড়ীর ধুম, বাবুর না হয় ঘুম,
খ'সে গেল মনের কপাট।
বড়াদুর আর নাই, চল চল মাঝি ভাই,
ওই দেখ দেখা যায় ঘাট॥

থাকিতে কিঞ্চিৎ দুর, বাড়িল অধিক ভুর,
চালের উপরে গিয়া চড়ে।
থর থর কাঁপে কায়, না লাগিতে কিনারায়,
ইচ্ছা হয় ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥
যায় উজানের যান, যায় উজানের যান,
মুখ নাড়ে অজগর প্রায়।
ভাঁটি যেন ছোটে কল, কল কল কাটে জল,
আরোহীরা চন্দ্র হাতে পায়॥
গোড়ে পোড়ে নদী ছেয়ে, সারি সারি যায় বেয়ে,
দাঁড়ে হয় শব্দ ঝুপ্ ঝুপ্।
নিদ্রাহার পরিহরি, দিবানিশি চালে তরী,
না মানে শিশির আর ধুপ॥
জলে স্থলে বনে বনে, যত চোর দস্যুগণে,
নিজ নিজ ব্যবসায়ে রত।
কারে কাটে কারে মারে, লুটে লয় ভারে ভারে,
পথিকের প্রাণ কণ্ঠাগত॥
রামাগণ ঘাটে ঘাটে, স্নান করে নানা নাটে,
দুরে থেকে নৌকা দেখে যদি।
ভাবে পতি এলো ঘরে, উল্লাস পবনভরে,
ফেঁপে উঠে প্রেমানন্দ-নদী॥
বলে দিদি যাই বাড়ী, কাড়িয়া নূতন হাঁড়ি,
তাড়াতাড়ি রাঁধি গিয়া সই।
চল শীঘ্র চল চল, ফলিল ভাগ্যের ফল
ফলনা আইল বুঝি ওই॥
হ'লে পরে কাছাকাছি, সবে করে আঁচা-আঁচি,
হেসে কহে কোন সীমন্তিনী।
প্রাণসই তোরে কই, দেখ দেখ রসময়ি
বুঝি ওই আমাদের তিনি॥
হেসে বলে কোন বুড়ী, মর্ মর্ ওলো ছুঁড়ি
ও যে বুড়ো আর কার পাপ।
কেহ কহে দুর দুর, ও বাড়ীর বট ঠাকুর
কেহ কহে অমুকের বাপ॥
আর জন বলে সই, আমাদের কর্ত্তা ওই
চিনিয়াছি শরীরের ধাঁচে।
গায়ে সব লোম উঠা, চোক কটা পেট মোটা
সেইরূপ গালে দাগ আছে॥
কেহ কয় ওলো ওলো, আই আই ম'লো ম'লো
চোক খেয়ে কর দরশন।
রূপখানি ঢল ঢল, প্রাণধন কারে বল
ও যে দেখি দাদার মতন॥

যুবতী কুলের বধু, প্রফুল্ল ফুলের মধু,
মনে মনে কত শোক উঠে।

ভুব ছলে করে দৃষ্টি, মদনের বাণ-বৃষ্টি,
ফাটে বুক মুখ নাহি ফোটে॥

ঘোমটার আড়ে আড়ে, ঈষৎ কটাক্ষ ছাড়ে,
বিরহ-বিলাপ বাড়ে তায়।

যুবক পুরুষ যত, চলিয়াছে শত শত,
নিজ পতি দেখিতে না পায়॥

তরণী আইলে কাছে, তরুণী মনেতে আঁচে,
পাইব আপন প্রাণধনে।

শাশুড়ী ননদ কাছে, লজ্জাভয়ে ফেরে পাছে,
মনের আগুন রাখে মনে॥

কুলের কামিনী যনি, এত কেন ভাব ধনি,
প্রাণপতি আসিবেক ঘরে।

তোমার শাশুড়ীগিন্নী, মেনেছে পীরের সিন্নি,
সন্তানের আসিবার তরে॥

সুর-তরঙ্গিণী-জলে, * * দলে,
পরস্পরে বলে সমাচার।

ঘরে রেখে ছেলেপুলে, কর্ত্তাটি রহিল ভুলে,
আসিবার নাম নাই আর॥

যত ছেলে ঘরে ঘরে, ভাল খায় ভাল পরে,
দেখে শুনে কাঁদে সব তারা।

ভেবে ভেবে তনু কালি, রাগে দিই গালাগালি,
ধার ক'রে কত হ'ব সারা॥

কেহ বলে অতি গাধা, তোমার চাটুয্যা দাদা,
ঘরে থেকে করে খিটিমিটি।

প্রবাসে যাইলে পরে, তত্ত্ব আর নাহি করে,
এক মাস লেখে নাই চিঠি॥

মেজোবৌর কচি ছেলে, এক দণ্ড তারে ফেলে,
কোন মতে যেতে নাহি পারি।

বছরের শুভদিন, দুঃখে হয় দেহ ক্ষীণ,
বিধাতা করিল কেন নারী॥

কেহ কহে দিদি ওর, কেমন কপাল জোর,
মরি কিবা সোনার সংসার।

অহঙ্কারে মরে রাঁড়ী, সকলে এসেছে বাড়ী,
জিনিস এনেছে ভারে ভার॥

যুগী জোলা মুচি হাড়ি, সকলেই যায় বাড়ী,
তাড়াতাড়ি চলে মনোরথে।

টাকা ছেড়ে থাবড়ায়, পার হ'য়ে হাবড়ায়,
চলিয়াছে রেলওয়ে পথে॥

হুগলীর যাত্রী যত, যাত্রা করে জ্ঞানহত,
কলে চলে স্থলে জলে সুখ।

বাড়ী নহে বাড়া দুর, অবিলম্বে পায় পুর,
হয় দুর সমুদয় দুখ॥

তাদের পশ্চাতে দুখ, প্রথমে কিঞ্চিৎ সুখ,
যাদের নিবাস দুর দেশে।

রেড়ো ভেড়ো যত খেড়ো, ভাবিয়া নামিয়া পেঁড়ো,
হাঁটাহাঁটি ফাটাফাটি শেষে॥

আগেতে সাজিয়া বাবু, অবশেষে ঘোর কাবু,
হবু থবু তবু সাধ মনে।

ছোটে কত কষ্ট সয়ে, গৃহে গিয়া গৃহী হয়ে,
গৃহিণী দেখিব কতক্ষণে॥

পশ্চিমের রেড়ো যত, পূবের বাঙ্গাল কত,
শত শত চলিয়াছে পথে।

কেহ গাড়ী কেহ ডুলি, কেহ বা উড়ায়ে ধুলি
চলে যায় নিজ মনোরথে॥

এঁটে এঁটে তুলে এঁটে, যারা যায় পায়ে হেঁটে,
নাহি কোঁচকা পিঠে বোঁচকা ঝোলে।

ভবনে যাবার তরে, পবনের বেগ ধরে,
মাথার উপরে জুতো তোলে॥

স্নান পূজা কেবা করে, কোঁচড়ে জলপান ভরে,
যেতে যেতে খেতে খেতে ছোটে।

দুই তিন ক্রোশ গিয়া, গুড়ুকে আগুন দিয়া,
দম মেরে ধরাতলে লোটে॥

গ্রামের নিকটে এলে, হেলে বাদনার হেলে,
এক পদে চলে দশ পদ।

কাঁকে ঝুলি রুকো কেশ, গো-দাগার মত বেশ.
যেন কত খাইয়াছে মদ॥

অপরূপ ভাব তথা, কি কব রহস্য কথা.
নারীগণ দেখে যদি মুটে।

বুকের বসন খোলা, প্রেমভাবে হয়ে ভোলা.
তাড়াতাড়ি বাড়ী যায় ছুটে॥

ভিজে চুল ভিজে খোঁপা, মুখে করে কত চোপা,
পুত্রে বলে পতির উদ্দেশে।

এসেছে অমুক রায়, জিজ্ঞাসা করিয়া আয়,
বাবা কেন এলোনাক দেশে॥

এইরূপ সবাকার, আনন্দের নাহি পার,
প্রেম-পূর্ণ সকলের মনে।

খেদে নহে মন স্থির, কেবল বহিছে নীর,
বিয়োগীর যুগল নয়নে॥

শরদাগমে লোকের অবস্থা

আইলেন ঋতুরায় সবল শরদ।
পরিধান পরিপাটী ধবল গরদ ॥
বরদার প্রিয় ঋতু নহেন বরদ।
প্রিয়পাত্র প্রভাকর কেবল খরদ ॥
তাঁর দৃষ্টি ঘোর রিষ্টি কিরণ জরদ।
কার সাধ্য সহ্য করে কে আছে মরদ?
না দেখি প্রজার প্রতি কিছুই দরদ।
কর পেতে কর পেতে হয়েছে করদ ॥
অতিশয় পেয়ে ভয় লুকায় নীরদ।
অসহ্য সূর্য্যের তাপে শুকায় ক্ষীরদ ॥
গ্রীষ্মরোগে নিজে ঋতু খাইল পারদ।
হইল কোন্দলকর্ত্তা সাক্ষাৎ নারদ ॥
স্বভাবের দোষ হয় কখন কি রোধ?
দেবঋষি সম শুধু বাধায় বিরোধ ॥
আপনি স্বতন্ত্র থাকে রাত্রি আর দিনে।
নিদাঘ বরষা হিম দ্বন্দ্ব এই তিনে ॥
মাঝে মাঝে বরষা প্রকাশ করে রিষ।
কুলা প্রায় চক্র তায় নাহি মাত্র বিষ ॥
ভীষ্মবৎ গ্রীষ্ম দিনে বিষম প্রবল;
রজনীতে ধরে হিম ভীমসম বল ॥
স্বভাবের ভাবান্তর ভাবভরা ভব।
শরতের চিহ্ন মাত্র শুভ্রাকার নভ ॥
শশাঙ্কের শোভা বৃদ্ধি লোকে এই বলে।
সাক্ষী তার কুমুদিনী ফুটিয়াছে জলে ॥
মধুভরে মনোলোভা কিবা শোভা তার।
ভুষার সুসার করে উষার তুষার ॥
মনোহর সুধাকর চারু কর ধরে।
নিরন্তর সুধার সুধার বৃষ্টি করে ॥
শরতের আগমনে আনন্দ আভাস।
পরমেশী পার্ব্বতীর প্রতিমা প্রকাশ ॥
রোগ শোক পরিতাপ প্রতি ঘরে ঘরে।
তথাপি পূজার হেতু আয়োজন করে ॥
অনিবার হাহাকার অর্থবলহত।
ঋণজালে বদ্ধ হয়ে অর্চ্চনায় রত ॥
স্বদেশ বিদেশবাসী যত দ্বিজগণ।
অর্থহেতু নগরে করেন আগমন।
বিদ্যা নাহি জ্ঞান নাই সাধ্য নাই কিছু।
গায়ত্রীর নাম নাই বামনাই নিছু ॥
কপালের মাঝে এক আর্কফলা জুড়ে।
দ্বারে দ্বারে ভ্রমে শুদ্ধ ধন ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে ॥
পূজা সন্ধ্যা কেবা জানে শাস্ত্রবোধ হত।
কথায় কথায় ক্রোধ দুর্ব্বাসার মত ॥
ক্ষুদ্রের স্বভাব সব বিষম বিকট।
রুদ্রের প্রতাপ ধরে শূদ্রের নিকট ॥
পেলে কিছু গদগদ আশীর্ব্বাদ মুখে।
না পেলে বাপান্ত গাল অনর্গল মুখে ॥
যাজক পূজক যত যণ্ডামার্ক দ্বিজ।
অন্বেষণ করিতেছে পন্থা নিজ নিজ ॥
হড় বড় দড় বড় মুখে বসে হাট।
অপবিত্র পবিত্র বা উর্দ্ধ এই পাঠ ॥
পূজারির কার্য্য যত সে কেবল রোগ।
পুকারে উকার লোপ আকারের যোগ ॥
দনুজ দলনী দুর্গে পতিতপাবনি।
হিন্দুদের ত্রাণকর্ত্রী তুমি মা জননি ॥
এই হেতু করি তব প্রতিমা নির্ম্মাণ।
সুখেতে থাকিব সব তোমার সন্তান ॥
এতদিন সুখে বটে রাখিয়াছ তারা।
এ বছর কেন দেখি বিপরীত ধারা?
খাও খাও পূজা খাও করিনে বারণ।
এবার মা দুর্গে তুমি দুর্গের কারণ ॥
তোমার পূজার জাঁক বাজে ঘণ্টা শাঁক।
পরাভব করে তাই রোদনের হাঁক ॥
ধরেছ মোহিনী মূর্ত্তি দেবী দশভূজা।
দশ হস্ত বিস্তারিয়া সুখে খাও পূজা ॥
ধন্য ধন্য ধন্য দেবি ধন্য তোর পেট।
চালি কলা শসা মূলা কত লও ভেট ॥
দধি খাও ক্ষীর খাও খাও মণ্ডা গজা।
মহিষ মরাল খাও খাও মেষ অজা ॥
খাও কত ঘড়া গাড়ু রজত পিতল।
তথাপি উদর-অগ্নি না হয় শীতল।
তব ভক্ত অনুরক্ত প্রজা সমুদয়।
অপমানে ক্রমে সব ম্রিয়মাণ হয় ॥
হিন্দুদের অগ্রগণ্য রাজা রাধাকান্ত।
সুধার্ম্মিক সুশীল সুধীর শিষ্ট শান্ত ॥
শুদ্ধমনে ভাবে শুদ্ধ যে জন তোমারে।
প্রতিদিন পূজা দেয় নানা উপচারে ॥
হায় খেদ মর্ম্মভেদ খেদ কব কারে।
অবিচারে ম্লেচ্ছ রাজা জেলে দিলে তারে ॥

হইলে আনন্দময়ী নিরানন্দকরা।
রাজ-অপমানে হলো শোকে পূর্ণ ধরা ॥
কোথায় হইব সুখী সুখের আশ্বিনে।
রোদনের ধ্বনি হ'ল বোধনের দিনে ॥
রস-রঙ্গ গীত-বাদ্য-আমোদ-প্রমোদ।
রঙ্গভরা বঙ্গদেশে সমুদয় রোধ ॥
আশুতোষ আশুতোষ সর্ব্বদোষহত।
দান ধ্যান যাগ-যজ্ঞে অবিরত রত ॥
গতবারে তুমি তাঁরে হইয়া সদয়।
সঙ্গে ক'রে লয়ে গেলে প্রাণের তনয় ॥
দীন দয়াময়ী দেবী এই তব দয়া।
করিলে বিজয়া-দিনে গিরিশ বিজয়া ॥
দেবপুরী অন্ধকার তবু কেন দ্বেষ ?
ধন নিয়া টানাটানি করিতেছ শেষ ॥
ছিলেন অনাথনাথ শ্রীদ্বারকানাথ।
যাঁর নাম স্মরণেতে হয় সুপ্রভাত ॥
তুলিতে তুলনা যার তুলো কোথা রয়।
হয় নাই হবে নাই হইবার নয় ॥
সতত সরল মনে যাঁর পরিবার।
করেন কেবল সুখে পর-উপকার ॥
এমন ঠাকুরপুরে মনস্তাপ দিলে।
ভাসাইলে পৃথিবীরে দুঃখের সলিলে ॥
এইরূপ ঘরে ঘরে প্রতি জনে জনে।
কোনরূপ সুখ নাই মানুষের মনে ॥
গড়েছে তোমারে বটে খড়-মাটী দিয়া।
কিন্তু সব মাটী হয় ভাবিয়া ভাবিয়া ॥
কি হইবে কি করিবে ভেবে লোক মরে।
দেনা ঝাঁক্কি হাত খাঁক্কি চাক্কি নাই ঘরে ॥
রূপা সোনা সব গেল জাহাজেতে ভেসে।
কার কাছে ধার পাব টাকা নাই দেশে ॥
দোকানী পসারী যত আছে মাত্র ঠাটে।
ডাকের সে ডাক নাই জাঁক নাই হাটে ॥
কাপুড়ে সাপুড়ে প্রায় সুধু ঘর খোঁচে।
সস্তাদরে ছাড়ে তবু বস্তা যায় পচে ॥

শারদীয় প্রভাত

যামিনী বিগত হয়, তরুণ অরুণোদয়,
শশাঙ্কের শঙ্কিত শরীর।
কাতরা যতেক তারা, চক্ষেতে নীহার-ধারা,
বহে শ্বাস প্রভাত-সমীর ॥
কারো বা কম্পিত দেহ, নয়ন মুছিছে কেহ,
কেহ পড়ে কেহ হয় লোপ।
নিরখিয়া সেই ভাব, কত কত নবভাব,
হইতেছে অন্তরে আরোপ ॥
যেমন অন্তিমকালে, ঘেরি প্রিয় মহীপালে,
মহিষীর শ্রেণী করে শোক।
কেহ পড়ে ভূমিতলে, কেহ সিক্তা অশ্রুজলে,
কেহ শূন্য দেখে তিন লোক ॥
অবোধ শোচনা মাত্র, কেবা কার প্রিয়পাত্র,
সকলের এক দশা শেষ।
জীবনে দিবস কয়, এক সঙ্গে গত হয়,
যথা বনে বিহঙ্গ প্রবেশ ॥
ভোগ ফুরাইলে আর, বন পক্ষী কেবা কার,
একেবারে বিষম বিচ্ছেদ।
অতএব বৃথা খেদ, বৃথা অশ্রু বৃথা স্বেদ,
কালের নিকটে নাই ভেদ ॥
দেখহ নক্ষত্রকুল, পক্ষশোকে স্থূলে ভুল,
বিলাপেতে বিষম ব্যাকুল।
কিন্তু তারা প্রতিক্ষণে, দিবাগমে জনে জনে,
কালগ্রাসে হতেছে নির্ম্মূল ॥
উঠিলেন দিবাকর, ঢল ঢল কলেবর,
বিমল অনল-প্রভাধর।
প্রেমিকের মনে যেন, নবপ্রেম-দীপ্তি হেন,
ধিকি ধিকি উঠে নিরন্তর।
ক্রমে যত তেজ বাড়ে, খরতর কর ছাড়ে,
সরমের শর্ব্বরী পোহায়।
লোকভয় তমোরাশি, পুঞ্জ পরাক্রমে নাশি,
বিক্রম প্রকাশি ততো ধায় ॥
ওই নিরীক্ষণ কর, তপনের কলেবর,
ঘেরিলেক ঘন ঘন বেগে।
এইরূপ প্রেমিকের, নবভাব হৃদয়ের,
ম্লান হয় মনান্তর-মেঘে ॥
বায়ুযোগে পুনর্ব্বার, সমীরণ সহকার,
দিনকর হতেছে মোচন।
এরূপে প্রেমিক-মন, মুক্ত হয় সেইক্ষণ,
যদি বহে আশা-সমীরণ ॥
অস্তগত হেরি শশী, বকুল-বিপিনে বসি,
পিকবর ললিত কুহরে।

হায় রে মধুর স্বর, কবিজন-মনোহর,
বরিষহ সুধা শ্রুতিপুরে ॥
দিনপতি-প্রিয়দূত, পিকরব গুণযুত,
তার মুখে পেয়ে সমাচার।
জাগিল যতেক পাখী, প্রকাশিয়া দুই আঁখি,
হেরে নব প্রভার আধার ॥
অপার আনন্দ মনে, সহ সহচরগণে,
গান আরম্ভিল নানা সুরে।
মন মুগ্ধ মিষ্টরবে, যেন তুম্বুরাদি সবে,
সঙ্গীত সংযুক্ত সুরপুরে ॥
রজনীতে ফুল-বন, ছিল সবে অচেতন,
সুধাস্বরে হৈল সচেতন।
প্রকাশিয়া পুষ্পচয়, হাস্য করি সুখময়,
সৌরভেতে পূরিল কানন ॥
ফুটিল চম্পক-কলি, হেমছটা পড়ে গলি,
কিবা কামিনীর কান্তিহর।
মানিনীর মন প্রায়, অতি উগ্র গন্ধ তায়,
লাভমাত্র ভৃঙ্গ অনাদর ॥
দলকে দোপাটি দল, নানা রঙ্গ ঝলমল,
শ্বেত রক্ত হিঙ্গল পিঙ্গল।
কোমল হৃদয় অতি, তাহাতে হিমের মতি,
হাররূপে শোভে সুবিমল ॥
ধরিয়া সুবেশ ছদ্ম, ফুটিতেছে স্থলপদ্ম,
জলজের হরিতে গৌরব।
কিন্তু কোথা মকরন্দ, কোথায় মোহন গন্ধ,
কোথা মধুকর-মিষ্টরব ?
এইরূপে নানা ফুল, রূপ-রসে সমতুল,
প্রস্ফুটিত কানন ভিতর।
মধুমক্ষি মধুব্রত, প্রজাপতি আদি যত,
মধুপানে স্নিগ্ধ কলেবর ॥
আগমনে দিনমান, সরোবর সন্নিধান,
মনোহর শোভায় শোভিত।
প্রবল হিল্লোল পরে, রাজহংস কেলি করে,
প্রফুল্ল পঙ্কজ প্রলোভিত ॥
ধবল তরঙ্গ-রঙ্গ, মরালের শ্বেত অঙ্গ,
প্রভেদ না হয় অনুমান।
হংস হৈতে অপহ্নব, কেবল শুনিয়া রব,
অনুভব আছে বর্ত্তমান ॥
চারিদিকে বনচয়, শুষ্কপ্রায় হয়ে রয়,
বোধ হয় এই সে কারণ।
নিরখি শর্ব্বরী শেষ, কুমুদীর মুখদেশ,
বিষাদের বস্ত্রে আবরণ ॥
ইন্দু-বন্ধু অস্তগত, বিরহে বাসরে রত,
অবিরত দুখের উদয়।
দেখি তার মলিনতা, কুসুমান বৃক্ষলতা,
শব্দহীন প্রায় সবে রয় ॥
কে বলে কুসুম ধরে, আমি বলি অক্ষিবরে,
ভৃঙ্গরূপ নয়নের তারা।
ওই দেখ প্রতি দলে, কুমুদিনী মুখ ছলে,
ক্ষরিতেছে হিম-অশ্রুধারা ॥
ফুটিল কমলাবলী, অলি তারে কুতূহলী,

* * *

গুঞ্জরে মধুর স্বর, অঙ্গে ক্ষরে খর কর,
চক্ মক্ চঞ্চল কিরণ ॥
গাইতে নলিনী-গুণ, অতিশয় সুনিপুণ,
গাও গাও উচিত তোমার।
যথা যেই উপকৃত, তথা সেই উপক্রীত,
কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মের আচার ॥
কিন্তু দেখ প্রজাপতি, রসপানে রত অতি,
ফলে গুঞ্জ-রব নাহি মুখে।
অকৃতজ্ঞ নর যেই, তাহার তুলনা এই,
রীতি হেরি মজে লোক দুখে ॥
এইরূপ শরদের, নব শোভা প্রভাতের,
প্রদীপ্ত হতেছে ক্রমে ক্রমে।
হায় হায় এ কি দ্রুত, চঞ্চল চরণযুত,
হয়ে কাল ধরাতলে ভ্রমে
সে দিন শরদ গেলো, আবার ফিরিয়ে এলো,
সুখময় শারদীয়া পূজা।
ঘরে ঘরে দেখা যায়, আনন্দের স্রোত ধায়,
নিয়মিত দেবী দশভুজা ॥
প্রতিদিন উষাকালে, সুমধুর বাদ্য তালে,
গীত হয় আগমনী গীত।
শুনিয়া বিমুগ্ধ মন, যতেক ভাবুকগণ,
হৃদয়ে করুণা সঞ্চারিত ॥

———

শারদীয় পর্ব্ব

শশধর সুপ্রকাশ, শর্ব্বরীর মুখে হাস,
সুখময় শরদ আইল।

কবির মানস-পদ্ম, চারু কুমুদিনী ছদ্ম,
নবরসে প্রফুল্ল হইল ॥
নির্ম্মল পল্বল-জল, সদা করে টল টল
অমল কমল ফুল্লদল।
সুখে সরোবর-অঙ্গে, তরঙ্গ বহিছে রঙ্গে,
কেলিরসে হইয়া তরল ॥
শরদের অভিষেক, হিম বর্ষে অতিরেক,
বিজয়ের নিশান বলাকা।
বরষা সভয় মনে, অতিশয় সংগোপনে,
জড়াইল তড়িৎ পতাকা ॥
কেমন কালের গতি, যেই হয় অধিপতি,
সকলেই তাহার অধীন।
দেখহ প্রমাণ তার, দলিত অঞ্জনাকার,
জলধর ছিল এতদিন ॥
কিন্তু শরদাগমনে, বারিদ বিষণ্ণ মনে,
ধরিয়াছে শুভ্রময় বেশ।
জেনেছে বিশেষ এই, রাজমন্ত্রী চন্দ্র যেই,
সেই শুক্লবস্ত্রে সমাবেশ ॥
চাতুরী বুঝিয়া সার, নবনৃপ সদাচার,
ধারাধর ক্ষমতা হরিল।
সেই দুখে দিগম্বর, মৃদুস্বরে নিরন্তর,
বলে হায় বিধি কি করিল ॥
তর্জ্জন-গর্জ্জন-শূন্য, মনেতে বিষম ক্ষুণ্ণ,
পাণ্ডুবর্ণ নীল কলেবর।
চাতকিনী আশাভগ্ন, বৈধব্য-দশায় মগ্ন,
হাহাকার করে শূন্যপর ॥
এ নহে বিবাদ অল্প, জীয়ন্তে বিয়োগকল্প,
যথা যুবতীর রুগ্ন পতি।
কেবল নিরখি মুখ, না যায় দারুণ দুখ,
না হয় পুলক-সুখ-রতি ॥
ভেকের ভীষণ গর্ব্ব, একেবারে হ'ল খর্ব্ব,
সর্ব্বনাশ বল-বুদ্ধি-হত।
নাহি আর ডাক্ হাঁক্, ফুরাইল সব জাঁক,
দুঃখজলে মগ্ন অবিরত ॥
নিবিল যৌবন-দীপ, নীরস হইল নীপ,
ধরাধিপ শুনিয়া শরদ।
পরিণত পুষ্পচয়, ফলরূপে দৃশ্য হয়,
মধুমক্ষি ভুঞ্জে তার মদ ॥
সদ্যৌবনা সেফালিকা, মধুব্রত প্রণালিকা,
সৌরভে রসায় ধরি-দ্রব।

বদনে উজ্জ্বল হাস, রতিমদ সুপ্রকাশ,
প্রকামদা প্রমদা-লক্ষণ ॥
অর্দ্ধ নিশা সুসময়, বিরহী অস্থির হয়,
মনোজ্ঞ মাধুর্য্য ফুলবাসে।
কখন বা অচেতনে, স্বপনেতে ভাবে মনে,
প্রিয়া আসি পরিহাসে ভাষে ॥
মুগ্ধ হয়ে মুহুর্ম্মুহু, করে রব উহু উহু,
হুহু হুহু জ্বলে হুতাশন।
মৃগ যেন দাবানলে, দগ্ধকায় দ্রুত চলে,
কখন বা হয় অচেতন ॥
সেইরূপ ইতস্ততঃ, ভ্রমিছে প্রবাসী যত,
নিরখি শরদ সুপ্রকাশ।
কবে বন্ধ হবে কুঠী, কবে বা হইবে ছুটী,
কবে শেষ হইবে প্রবাস ॥
নিকট পূজার দিন, স্থির নহে মন-মীন,
বেতনের টাকায় যতন ॥
হাতে পেলে মাহিয়ানা, বাবুদের বাবুয়ানা,
দেশে গিয়া হইবে পুরণ ॥
বিলম্ব হইলে দায়, দিন দিন বেড়ে যায়,
নানাবিধ জিনিসের দর ॥
বিক্রেতার ভারি ধুম, ক্রেতার উপরে জুম,
শুনে মূল আকুল অন্তর ॥
অতএব কর্ত্তাপক্ষ, সহস্র লক্ষের লক্ষ্য,
যক্ষভাব করি পরিহার।
কমলা কুটুম্ব হও, আমলা আশিষ লও,
মামলা সারহ সারোদ্ধার ॥
নহে যত লক্ষ্মীছাড়া, দিয়া হস্ত অক্ষিনাড়া,
লক্ষ্মীছাড়া বলিবে নিশ্চয়।
সে কথাটি ভাল নয়, অতিশয় মন্যু হয়,
হাড়ে হাড়ে বেঁধে দেহময় ॥
ওহে কোষাধ্যক্ষগণ, করুণার নিকেতন,
মেপেল প্রভৃতি মহাজন।
কবে ফুরাইবে বাদ, কবে পুরাইবে সাধ,
আশীর্ব্বাদ লবে অগণন ॥
যত কুঠীয়ালদলে, পরস্পর এই বলে,
গেজেট কি ছেপেছে বিশেষ।
বিধি কি প্রসন্নরূপে, অতুল আসন্ন কূপে,
বিষণ্ণতা করিবেন শেষ ॥
বেকারে বিষম দায়, একার বিকার তায়,
ডেকার আকার নিশি-দিন।

শত ছাড়া পুঁজিপাটা, উপার্জ্জনে ঘোর ভাঁটা,
একটানা টানাটানি ঋণ ॥
জুয়ায় না আসে আর, গালগল্প ফক্কিকার,
এইমাত্র সম্বল অখিল।
বাজারে সম্ভ্রম হত, চোরের জননী মত,
কিল খেয়ে চুরি করে কিল ॥
ঈশ্বর স্মরণ মাত্র, ক্ষণমাত্র চিত্ত-পাত্র,
পূর্ণ হয় আশার সলিলে।
ফলে তাহে ফল নাই, অভাগার ভাগ্যে ছাই,
প'ড়ে থাকে স্বর্গেতে যাইলে ॥
লোকে বলে লক্ষ গাধা, তপে হয় হয়জাদা,
বেটুয়া-বংশেতে অবতংস।
কোটি অশ্ব এ প্রকার, জন্মে এক উমেদার,
তপস্যায় তনু হ'লে ধ্বংস ॥
সহুরে নিয়ম কিবা, অদূরে ছুটীর দিবা,
কবে বন্ধ হবে টহরম।
দূরস্থ আমলা যত, উপরি গ্রহণে রত,
খাইয়াছে চক্ষের সরম ॥
হাত ধ'রে কথা কয়, বলে রায় মহাশয়,
ওগো চৌধুরীর মুক্তিয়ার।
পূজার দিবস কম, ফুরাইল টহরম্,
বার্ষিকের বল সমাচার ॥
এর মধ্যে দ্বিজ যেই, মুক্তিয়ার-শিরে সেই,
তাড়াতাড়ি দেয় পদধূলি।
বলি তবে তবে তবে, ও কথাটা কবে হবে,
ঝেড়ে দিন ঝুলিঝাড়া বুলি ॥
মুক্তিয়ার পাকা বড়, মুখে কথা তড়বড়,
হেঁড়ে পাক্ কানেতে কলম।
মোচেতে লাগায়ে পাক, চাতুরীর বড় জাঁক,
বাক্যচ্ছলে হাসির গরম ॥
কহে তার চিন্তা নাই, সবুর করহ ভাই,
নীলামের ফুরায়েছে দায়।
দিন দুই তিন রহ, পশ্চাৎ বুঝিয়া লহ,
দেখা যাক কর্ত্তা কি পাঠায় ॥
আমলারা বলে ভাল, সে যে বড় দীর্ঘকাল,
আমাদের যেতে হবে বাড়ী।
অতিদূরে ঘর তায়, গতায়াতে দিন যায়,
যাহা দিবে দেও তাড়াতাড়ি ॥
এইরূপে হুলস্থূল, টাকা বড় অপ্রতুল,
বিদায় আদায় হওয়া দায়।

শ্রীদুর্গার অনুগ্রহে, কাহারও না ক্ষোভ রহে,
যেন তেন বিবিধ উপায়।
প্রতারক মিথ্যাবাদী, চোর জুয়াচোর আদি,
স্বীয় স্বীয় ব্যবসায়ে রত।
নগরের অলি গলি, ছলি বলি কুতুহলি,
ফাঁদ পাতিয়াছে কত মত ॥
শান্ত বড় ডেম্পিয়র, তথাপিও নাহি ডর,
হাটখোলাবাসী মাতুলেরা।
শ্রীপাট ঘুস্ঘুড়ি ট্যাক, তথায় গাড়িয়া ম্যাক,
বাছিয়া তরণী লন সেরা ॥
বোয়েটিয়া দলে দলে, ভ্রমিতেছে জলে জলে,
শারদীয় পর্ব্ব লাভ করি।
না যায় অঘোর নেশা, না ছাড়ে পাতক পেশা,
হরে কাল কালবেশ ধরি ॥
দূরবাসী জমিদার, সঙ্গে লয়ে পরিবার,
যাত্রা করে দেশ অভিমুখে।
বোঝায়ে তরণী ভারী, যেন রতিশ্রান্তা নারী,
ধীরে ধীরে গতি অতি সুখে ॥
দাঁড়ী সব তুলে ঘাড়, ঝুপ ঝুপ ফেলে দাঁড়,
শব্দ হয় শ্রুতি-মনোহর।
যেন কোন ধনিসুতা, নানা অলঙ্কারযুতা,
চ'লে যেতে হয় মধুস্বর ॥
বহে স্রোত একটানা, জুয়ার না যায় জানা,
বাতাসের স্থির নহে গতি।
কখন পূবেতে বয়, কখন দক্ষিণে বয়,
দক্ষিণ নায়ক রতিমতি ॥
কেহ নাহি কথা শুনে, কেবল গুণের গুণে,
তরে তরি বিষম সঙ্কটে।
গুণ টানে তীরোপরে, একজন ধ্বজি ধরে,
কোনমতে যায় তটে তটে ॥
ভাগীরথী-তীর-শোভা, অতিশয় মনোলোভা,
নিরখি ভাবেতে পূর্ণ মন।
কচিৎ নিবিড় বন, কচিৎ সুপল্লীগণ,
পুলিনেতে হয় নিরীক্ষণ ॥
কোথায় জলের তোড়, ভেঙ্গে পড়ে বৃক্ষঝোড়,
সহ দীর্ঘ কাছাড় পাহাড়।
কোথায় সুদীর্ঘ চর, বালুময় কলেবর,
নাহি তার তরু এক ঝাড় ॥
শারদীয় পক্ষী নানা, কাছাড়ে প্রসবি ছানা,
চরে করে খাদ্য অন্বেষণ।

নীল পীত রক্ত ছটা, শরীরে সুবর্ণ-বটা,
চক্‌মক্‌ করে অনুক্ষণ ॥

নাচিয়া খঞ্জনবরে, মানস রঞ্জন করে,
অঞ্জনাক্ত নবোঢ়া-নয়ন ।

চঞ্চল চলন অতি, যেন বালকের মতি,
স্থির নাহি হয় একক্ষণ ॥

রজনী আগত কালে, ভাগীরথী অন্তরালে
মনোহর শোভার উদয় ।

সমুদিত শশধর, রসভরে গর গর,
চকোরের প্রফুল্ল হৃদয় ॥

প্রবল তরঙ্গোপরে, থর থর নৃত্য করে,
প্রণয়ের প্রমোদ প্রভাস ।

ভাবে মন মুগ্ধ হয়, প্লাবিত ধরণীময়,
সুধাকর সুচঞ্চল হাস ॥

নানাযন্ত্র সহযোগে, সুতন্ত্র সঙ্গীত ভোগে,
তরণীতে হয় স্বর্গবাস ।

ধন্যবাদ ফিরিঙ্গীরে, ইহাতেও বাঙ্গালীরে,
অরসিক ব'লে পরিহাস ॥

মেজাজ ইংলিস যার, স্বতন্ত্র ব্যাপার তার,
কদাচার বঙ্গ-ব্যবহার ।

পরিশুদ্ধ ভাব ধরি, ব্রাণ্ডিজলে স্নান করি,
গোমেধ যজ্ঞের উপহার ।

এই যে বিখ্যাত পর্ব্বে, মত্ত হয়ে গান-গর্ব্বে,
বাঙ্গালীরে দেন গালাগালি ॥

অথচ পূজার বন্ধে, কত বন্ধ অনুসন্ধে,
মাজায় করেন হাড়কালি ॥

সহরেতে বড় জাঁক, পড়িয়াছে ডাক হাঁক,
যার ঘরে বসিবে বোধন ।

পরিষ্কৃত গৃহ বাট, নিত্য হবে চণ্ডীপাঠ,
নৃত্য গীত বাদ্য আয়োজন ॥

কোথায় হইবে নাচ, বেয়ের বিষম কাচ,
বেয়ের কশুর নাই তায় ।

পশ্চাতে তবলা বাজে, অবলা সুরাগ ভাঁজে,
সারঙ্গ বাজাকে ভেড়ুয়ায় ॥

অপর গৃহস্থচয়, যাত্রার মহলা লয়,
কেহ রাখে পাঁচালী সঙ্গীত ।

দশ দিক্‌ করি রুদ্ধ, শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ,
গান হবে আছে-সুনিশ্চিত ॥

এর মধ্যে যিনি কসা, কর্ম্ম তাঁর মাজা ঘসা,
সন্ধ্যারাত্রে হবে চণ্ডীগান ।

তার পর শূন্যময়, মশকের গীত হয়,
শৃগাল কুক্কুরে ধরে তান ॥

এইরূপ নানামত, আমোদ-প্রমোদে রত,
সুখের শরদে সর্ব্বলোক ।

দুখী মাত্র সেই জন, শূন্য যার নিকেতন,
দুর্গাভাবে মনে উঠে শোক ॥

প্রতিবারে আসে পূজা, এবারেতে দশভুজা,
অবির্ভূতা নন ধনাভাবে ;

অস্থির অন্তর অতি, খেদ-জলে মগ্নমতি,
অভাবেতে নানা ভাব ভাবে ॥

দেখহ অপূর্ব্ব পর্ব্ব, কিবা উচ্চ নীচ সর্ব্ব,
সকলেই আনন্দে অস্থির ।

কি বাঙ্গালী কি ইংরাজ, ফিরিঙ্গী যবন-রাজ,
সকলের প্রফুল্ল শরীর ॥

শান্তশীল সাহেবেরা, বজরায় করি ডেরা,
যাইবেন সমীরসেবনে ।

কিন্তু খানালোভী যারা, নগরে থাকিবে তারা,
টাকিতেছে শুদ্ধ নিমন্ত্রণে ॥

রাজার বাটীতে ধুম, উঠিবে খানার ধুম,
হোমের ধূমেতে মিশাইয়া ।

ত্রিতাপ হইবে শূন্য, শত অশ্বমেধ-পুণ্য
লাভ হবে গোমেধ করিয়া ॥

খুলিয়া খানার পুঁতি, সাম্পিনের ঘৃতাহুতি,
হিপ হিপ্‌ হোরে স্বাহারব ।

পুরোহিত উইলসন, পুরোহিত সেই জন,
ঠুন্‌ ঠুন্‌ বাজে পাত্র সব ॥

ধন্য ধন্য কলিকাতা, ধরেছে কলির ছাতা,
ধন্য তব নব ব্যবহার ।

হইতেছে কত রঙ্গ, নাহি মাত্র তালভঙ্গ,
বঙ্গদেশ-পদে নমস্কার ॥

———

হিমঋতু-বর্ণন

হিম-ঋতু মহীপতি, হিমালয়ে নিবসতি,
সংপ্রতি ছাড়িয়া রাজধানী ।

শাসন করিতে রাজ্য, আসিতেছে অনিবার্য্য,
তার সঙ্গে সেনানী হিমানী ॥

উত্তরীয় বায়ু তার, অশ্ব অতি চমৎকার,
তাহাতে করিয়া আরোহণ ।

ভ্রমিতেছে নানাস্থান, দুর্ব্বল কি বলবান,
ভয়ে কম্পমান প্রাণিগণ ॥
ফাটা ফোটা ছড়-চটা, ইত্যাদি সোনার ঘটা,
উড়াইয়া কু-আশার ধ্বজা।
জগতের অনিবার্য্য, শাসিতে আপন রাজ্য,
সাজিলেন শীত মহারাজা ॥
সাজিলেন রাজা শীত, ত্রিভুবন সশঙ্কিত,
না জানি কাহার কিবা হয়।
ছুটিল শীতলবায়ু, টুটিল বৃদ্ধের আয়ু,
যুবকের জীবন সংশয় ॥
শরদ পাইয়া ত্রাস মনে মানি মানহ্রাস,
বনবাস করিবারে যায়।
তাহার চক্ষের জল, পড়িতেছে অবিরল,
হিম-বৃষ্টি কে বলে উহায় ॥
হইতেছে হিম-বৃষ্টি, এ কি সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি,
মহাবিষ্টি নাশে দৃষ্টিপথ।
শিশিরে শশীর কর, আচ্ছাদিত নিরন্তর,
মৃতবৎ চকোর জীবৎ ॥
তেজস্বীর যত গর্ব্ব, সকলি করিল খর্ব্ব,
শীতঋতু এমনি দুর্জ্জয়।
খরতর ভানুমান, শীতভয়ে কম্পমান,
অগ্নিকোণে নিলেন আশ্রয় ॥
দিন দিন দীন দিন, যেমন অত্যন্ত দীন,
দেখি দিনপতির দীনতা।
নিশা নহে নিশাচরী, গ্রাস করে দিনে ধরি,
মনে করি তার প্রবীণতা ॥
এমত শীতের ভয়, পরাভূত ধনঞ্জয়,
তাঁহারে না মানে কোন জন।
সর্ব্বদা দুঃখীর ঘরে, লুকায়ে থাকেন ডরে,
জীর্ণ বস্ত্র মাত্র আচ্ছাদন ॥
কিন্তু তাঁর শুভাদৃষ্ট, এইমাত্র হয় দৃষ্ট,
যুবতী রমণী যত জন।
সুখে দুখে হেঁট মুখে, অগ্নিশিখা রেখে বুকে,
সর্ব্বাঙ্গ করিছে আলিঙ্গন ॥
দেখিয়া বন্ধুর গ্লানি, কুমুদিনী অভিমানী,
অভিমানে লুকাইল নীরে।
ঘুচিল মধুর আশ, ভ্রমরের সর্ব্বনাশ,
অশ্রুনীরে ভাসে মাত্র তীরে ॥
দলহীন তরুবর, অকমল সরোবর,
সুবিকল কলহংসকুল।
ময়ূর ময়ূরীগণ, নিত্য নৃত্য বিস্মরণ,
হইয়া সতত সমাকুল ॥
বিষম হিমের ভয়ে, কোকিল ব্যাকুল হয়ে,
দুখে ডাকে গোপনে কাননে।
শীতে করে উহু উহু, লোকে বলে কুহু কুহু,
এ কুহক বুঝিবে কি আনে ॥
বিরহিণী নারী যত, দুই দিকে উপহত,
একে ত প্রবলতর শীত।
দ্বিতীয় বিরহ-জ্বর, ক্লান্ত হয়ে নিরন্তর,
কলেবর সতত কম্পিত ॥
হৃদয়ে বিরহাগুন, দগ্ধ করে পুনঃ পুনঃ,
বাহিরে শীতের পরাক্রম।
দুই দিকে দুই জ্বালা, কেমনে সহিবে বালা,
নিজ ভ্রমে হবে নিজ ভ্রম ॥
অপরূপ এ কি আর, সকলেরি জ্ঞাতসার,
আগুনে শীতের হয় নাশ।
এ শীতে বিরহাগুন, পুষ্ট করে চতুর্গুণ,
কিবা গুণ হিমের প্রকাশ ॥
অন্তর বিরহানলে, নিরন্তর ঘন জ্বলে,
বাহিরে শীতের মহা রণ।
কোনমতে সুস্থ নয়, জ্বালাতন অতিশয়,
বিরহীর জীবনে মরণ ॥
সংযোগী প্রণয়ী যারা, উল্লাসে উন্মত্ত তারা,
পরস্পর প্রফুল্ল হৃদয়।
প্রেমানন্দ রাত্রি-দিবা, শীতে তার করে কিবা,
বারো মাস বসন্ত উদয় ॥
কান্তাগণ সহ কান্ত, করে ক্রীড়া অবিশ্রান্ত,
রতিকান্ত হারাইল দিশা।
শীত তাহে অন্তরঙ্গ, ক্ষণ নহে তালভঙ্গ,
অনঙ্গ-প্রসঙ্গে সাঙ্গ নিশা ॥
তথা শীত সশঙ্কিত, যথা দোঁহে অশঙ্কিত,
এক অঙ্গ যুবক যুবতী।
একেলা অভাগা যারা, তাহারা জীয়ন্তে মরা,
শীতে সারা হইল সংপ্রতি ॥
বিধবা বিরহী যেই, সুখে দুখে সম সেই,
অন্ধের যেমন জাগরণ।
মনেতে হইয়া ধৈর্য্য, সমুদ্রে করেছে শয্যা,
শিশিরে কি করে জ্বালাতন ॥
এক ঘরে বুড়া বুড়ী, শুয়ে থাকে গুড়িগুড়ি,
কলেবর থর থর কাঁপে।

দাঁতে দাঁতে এক হয়ে, আহা উহু রয়ে রয়ে,
বুড়ার ঘাড়েতে বুড়ী চাপে ॥
বিদেশী পুরুষ যত, খেদ করে অবিরত,
পোড়া শীতে প'ড়ে থাকি দুখে।
ভামিনী কামিনীচয়, স্বামিনী যত্তপি হয়,
তবে তো যামিনী যায় সুখে ॥
হিম-ঋতু-আগমনে, সবে আনন্দিত মনে,
করিছে বিবিধ উপভোগ।
রাজায় সাধিল বাদ, সাধে এ কি বিসংবাদ,
নলিনীর নব মৃত্যুযোগ ॥
হিমে হয় স্নিগ্ধ সবে, দেখা যায় অনুভবে,
হেন রীতি হ'ল বিপরীত।
হিমে দেহ দাহ হয়, কেবা করে এ নিশ্চয়,
অবিহিত হইল বিহিত ॥
জ্ঞান হয় আছে মর্ম্ম, পদ্মিনীর কি অধর্ম্ম,
নতুবা এরূপ কেন হয়।
কিংবা এ স্বভাব তার, ব্যভিচার প্রতীকার,
তাপে সুখ হিমে দুঃখোদয় ॥
অথবা কোমল যেই, কোমলে মরিবে সেই,
বিধাতার এরূপ ঘটন।
কঠিনে কঠিনে মরে, এইরূপ চরাচরে,
পদ্মিনী তাহাতে নিদর্শন ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা, বল কে খণ্ডিবে তাহা,
ভাল মন্দ কে করিবে আর।
বিষ অমৃতের প্রায়, অমৃত বিষের ন্যায়,
কদাচিৎ ঘটে এ প্রকার ॥
এরূপ সকলে কয়, ফলতঃ প্রকৃত নয়,
কহি শুন প্রকৃতার্থ যাহা।
পদ্মিনী হিমেতে নষ্ট, হয়ে পায় বহু কষ্ট,
কি কারণে বুঝ সবে তাহা ॥
পদ্মিনী যখন কলি, তখন কোথায় অলি,
উভয়ে সম্বন্ধ নাহি থাকে।
সূর্য্য হতে যাই ফুটে, অমনি ভ্রমর ছুটে,
অনায়াসে মধু দেয় তাকে ॥
যে করিল কর্ম্মযোগ্যা, না হইল তার ভোগ্যা,
উদাসীন অলি মধু খায়।
দে'খে এই গুরু দোষ, বিধাতার হ'ল রোষ,
হিম হেতু দেহ দহে তায় ॥
বিশেষতঃ স্বামী যিনি, হিমের অন্তক তিনি,
নিজ করে হিম করে ক্ষয়।
ক'রে তার অনাদর, ক্লান্ত হ'লে মধুকর,
এ পাপ কি ছাপা কোথা রয় ॥
বনে দাবানল-ভয়, মনে করি এ নিশ্চয়,
জলেতে পদ্মিনী করে বাস।
তথা হিমে দহে অঙ্গ, কুতন্ত্রের এই রঙ্গ,
অকস্মাৎ অমনি বিনাশ।

দুরন্ত হেমন্ত করে রাজ্য অধিকার।
রহিত করিল রাজ্য শরদ রাজার ॥
গাইয়ে রাজার জয় সঙ্গিগণ যত।
গদগদ ভাবভরে সকলে আগত ॥
তিলেক বিলম্বে তুলি কু-আশার ধ্বজা।
বাজাইল শিশিরেতে জয়-ডঙ্কা বাজা ॥
বুড়ার গুমানি গুঁড়া হ'ল অতঃপর।
রবির উত্তাপে করে তপ্ত কলেবর ॥
কুলটা বদরী কুল দেখে ফুলে ফলে।
সরমেতে সেফালিকা পড়িছে ভূতলে ॥
লক্ষ্য করিবারে ধুরা ধান্যবৃক্ষ যত।
হরিষে স্বভাববশে হইতেছে নত ॥
উত্তরীয় বায়ু অশ্বে আরোহণ করি।
করিছে ভ্রমণ ভূপ দিবস-শর্ব্বরী ॥
অধরে সম্বরে নরে রাজার শাসনে।
পরমাদ গণিতেছে অতি দীন জনে ॥
রজনী ধরিল অতি দীর্ঘ কলেবর।
সময়ের গুণে শোভা শূন্য শশধর ॥
কমলিনী বিষাদিনী দেখে ম্লান মুখ।
কুমুদিনী সুবদনী মনে বড় সুখ ॥
ইহা হেরে মত্ত অলি স্বভাবের বশে।
সুখেতে মুলার ফুলে উড়ে গিয়া বসে ॥
খিদ্যমান দিনমান প্রতি দিন দিন।
হইতে লাগিল ছোট যেন কত দীন ॥
উড়িতেছে অঙ্গে খড়ি হ'ল এ কি দায়।
নমস্কার করি আমি হেমন্তের পায় ॥

সর্ব্ব-ঋতুমধ্যে হিম ঋতুরাজ জ্যেষ্ঠ।
নিজ গুণ-গৌরবেও গুরুতর শ্রেষ্ঠ ॥
চিরকাল স্থির কাল এই শীতকাল।
নিজ কার্য্য করে ধার্য্য হিম রাজ্যপাল ॥
স্বকার্য্যসাধন পরে যান হিমালয়।
তাহাতে করিয়া কেল্লা করেন আলয় ॥

আবার আসেন পুন পাইয়া সময় ।
সকল প্রাণীর দেহ করেন আশ্রয় ॥
অন্য ঋতু অপেক্ষায় ইহার শাসনে ।
কত রস আছে জানে সুরসিক জনে ॥
মার্গশীর্ষে প্রথম দিবসে ঋতুরাজ ।
আসেন সন্ধ্যার কালে করিয়া সুসাজ ॥
যেমন যেমন ঘটে তাহার তেমনি ।
সঙ্গে রঙ্গে প্রিয়রাণী কাঁপুনী রমণী ॥
উত্তর-পবন-পৃষ্ঠে করি আরোহণ ।
যত সব প্রাণিগণে করিতে শাসন ॥
পূর্ব্বপূজ্য বস্তু ত্যজ্য সকলে করিবে ।
ত্যজ্য বস্তু পূজ্যরূপে সকলে লইবে ॥
ঋতুরাজ মনে করি এই অভিপ্রায় ।
আইলেন নিজ বল জানাতে সবায় ॥
রাজার উচিত বটে নূতন পদ্ধতি ।
সাক্ষী তার "লেক্সলোসি" এ দেশে সম্প্রতি ॥
পূর্ব্বে হ'ত সুখ পেলে সুশীতল জল ।
এখন দেখায় যেন সর্পের গরল ॥
যার রোধে প্রাণ রোধ পাইলে জীবন ।
হেন হিতকর পূর্ব্বে ছিলেন পবন ॥
এখন সে বায়ু যদি বহে যথা তথা ।
লাগে গাত্রে যেন কুটুম্বের কটু কথা ॥
সুখ দিত শোয়া মাত্র যে শীতল পাটি ।
এখন তাহার নামে ছাই পেড়ে কাটি ॥
তখন গোলাপজল ঘুচাতো বিলাপ ।
এখন গোলাপজল দেখিলে প্রলাপ ॥
এইরূপ কত কব যথা যা শীতল ।
সেই সেই বস্তু ত্যজ্য হইল সকল ॥
পূর্ব্বে যারা ত্যজ্য ছিল পুজ্য হ'ল সবে ।
শীতের প্রভাব কত বুঝ অনুভবে ॥
শাল ছিল পূর্ব্বেতে সাক্ষাৎ যেন শাল ।
এখন সে শাল যেন বিশাল রসাল ॥
পূর্ব্বে বনাতের সহ ছিল যে বনাৎ ।
এখন বনাৎ বিনা না ঘটে বনাৎ ॥
কেবা না করিত চাদরেতে অনাদর ।
এখন সবাই করে চাদরে আদর ॥
লেপের সহিত সবে থাকিত নির্লেপ ।
এখন সে লেপ হ'ল অঙ্গের প্রলেপ ॥
তোষোক দেখিবামাত্র মনে হ'ত শোক ।
এখন ত শোক নাই তোষোক তোষক ॥

আমাদের দীনকর ছিল দিনকর ।
দিনকর সুখকর হয়ে ক্ষীণকর ॥
দেখিয়া দহন দূরে যেতেম তখন ।
এখন দহন অতি সুখের ভবন ॥
হিম-ঋতুরাজের দেখহ কি শাসন ।
জরজর থর থর কাঁপে ত্রিভুবন ॥
উহু উহু হিহি হিহি গুটুলি সুটুলি ।
নিশিতে শয্যায় সবে বেণের পুঁটুলি ॥
হাতে হাতে দাঁতে দাঁত হয়ে গুড়ি সুড়ি ।
বুড়ার উপরে গিয়া চেপে পড়ে বুড়ী ॥
বিশেষতঃ বৃদ্ধের ভাঙ্গিয়া দেয় ঘাড় ।
বাপ বাপ কি বিষম জাড় বড় রাড় ॥
রাজা প্রজা সবার সমান শীত-ভয় ।
সংযোগীর কিছু ভাল বিয়োগীর নয় ॥

নলিনীর নববধূ পানে মধুকর ।
মত্তচিত্ত হয়ে চলে যথা সরোবর ॥
পথে নানা পুষ্প সব রয়েছে ফুটিয়া ।
নয়নে না দেখে তাহা চলিল ছুটিয়া ॥
পদ্মিনীর সুসৌরভ স্বাদু বড় মধু ।
একাকী করিব পান আমি তার বঁধু ॥
সে আমার আমি তার প্রেমে কেনা দাস ।
সে ধনী বিহনে মম সকল উদাস ॥
মাঝে মাঝে তার সহ যে হয় বিচ্ছেদ ।
সে কেবল মম দোষ তার নাই ভেদ ॥
যা হবার হইয়াছে আর হবে নাই ।
মনে হয় তার প্রেমে সতত বিকাই ॥
আহা মরি কিবা প্রেম বলিহারি যাই ।
কি দিয়া শুধিব ধার বস্তু দেখি নাই ॥
এবার যাব না কোথা হইলে মিলন ।
মিশামিশি হইয়া থাকিব দুই জন ॥
এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মধুকর ।
সরোবর সমীপেতে আইল সত্বর ॥
দেখিল পদ্মিনীপ্রিয়া নাহিক তথায় ।
শূন্য সরোবর-মাঝ কিছু নাই তায় ॥
প্রাণপণে চারিদিকে করিছে ভ্রমণ ॥
কোথায় কিঞ্চিৎ নাহি পায় অন্বেষণ ॥
না পাইয়া পদ্মিনীর কিছু সমাচার ।
মনে মনে অলিরাজ করিছে বিচার ॥

এই সরোবরে নিত্য করি যাতায়াত।
এমন কখন নাহি হয় বজ্রাঘাত॥
এমন সাধেতে বাদ কে আসি সাধিল।
প্রাণপ্রিয়া পদ্মিনীরে হরিয়া লইল॥
হায় কি আসিয়া করী করিয়াছে গ্রাস।
অথবা মানুষে নিয়া গেল নিজ বাস॥
কিংবা প্রেম-পরিচয় করিতে আমার।
জলে ডুবাইল বুঝি দেহ আপনার॥
যাহা ভাবিলাম এ সকল কিছু নয়।
তা হইলে দলবল থাকিত নিশ্চয়॥
কিছু দেখা যায় নাই এ কেমন ভাব।
এরূপ স্বভাবে কেবা করিল অভাব॥
জ্ঞান হয় বুঝি এই হিমঋতুরাজ।
মম সর্ব্বনাশ হেতু হানিলেন বাজ॥
তপনের তাপেতে প্রফুল্ল মুখ যার।
কৃতান্ত হেমন্ত অন্ত করিল তাহার॥
অদ্যাবধি আর না করিব মধু পান।
অনশন ব্রত করি ত্যজিব এ প্রাণ॥
এতেক বিলাপ করি সেই মধুকর।
স্থানান্তরে গেল ছাড়ি দিব্য সরোবর॥
অতিশয় হয়ে শ্রান্ত ভ্রমিয়া তখন।
হন গিয়া চিত্রপদ্ম-উপরে পতন॥
দেখি তার সৌকুমার্য্য মাধুর্য্য-বিহীন।
দিন দিন অলিরাজ হন অতি দীন॥
এইরূপ হিমঋতু রাজ-ব্যবহার।
নলিনী ভ্রমরে হয় বিচ্ছেদ অপার॥
অলির দুর্গতি দেখি হাসিছে তপন।
পর-বঞ্চনার এই ফল বিলক্ষণ॥

শীত

জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত,
আঁক ক'রে কেটে লয় বাপ্।
কালের স্বভাবদোষ, ডাক ছাড়ে ফোঁস ফোঁস,
জল নয় এ যে কাল সাপ॥
ভুজঙ্গেরে কিসে ভয়, মন্ত্রে তার বিষক্ষয়,
যত ভয় যেতে হয় জলে।
যুবতীর স্তনদ্বয়, তাহে কত লোভ হয়,
যত লোভ জলন্ত অনলে॥
অপুত্রের পুত্রলাভে, কত সুখ মনে ভাবে,
যত সুখ রবির কিরণে।
কুটুম্বের কটু বাণী, তাহে ক্লেশ নাহি মানি,
যত ক্লেশ শীত সমীরণে॥
বলবান বড় বড়, সবে হয় জড়সড়,
হাঁটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে।
গায়ে কাঁটা জরজর, সদা করে থর থর,
কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে॥
নিশির না যায় রিষ্টি, শিশির সতত বৃষ্টি,
ঋষির তাহাতে ভাঙ্গে ধ্যান।
বিষম প্রবল হিম, যে জন সাক্ষাৎ হিম,
স্পর্শ মাত্র হরে তার জ্ঞান॥
সন্ন্যাসী মোহন্ত যত, মাঠে মাঠে শত শত,
মুহুনী গাঞ্জায় দম দিয়া।
ছাই ভস্মে লোম ঢাকে, বম্ বম্ মুখে হাঁকে
পোড়ে থাকে বুকে হাত দিয়া॥
যেই জন ভাগ্যধর, গদী পাতা পাকা ঘর,
সদা সঙ্গে সুরত-রঙ্গিনী।
আহার তাহার মত, বিহার বিবিধ মত,
তাহারে জীবন্মুক্ত গণি॥
ধনীর শরীরে সাল, গরীবের পক্ষে শাল,
কম্বল সম্বল করি রয়।
বেণের পুঁটুলি হয়ে, শুয়ে থাকে শীত সয়ে,
উম্ বিনা ঘুম নাহি হয়॥
চিরজীবী ছেঁড়া কাঁথা, সর্ব্বক্ষণ বুকে গাঁথা,
একক্ষণ তারে নাহি ছাড়ে।
শয়নের ঘর কাঁচা, ভার হয় প্রাণে বাঁচা,
জড়ে তার বিন্ধে হাড়ে হাড়ে॥
সকালে খাইতে চায়, আয়োজনে বেলা যায়,
সন্ধ্যাকালে খায় ভাতে ভাত।
শীতের কেমন খড়ি, উড়ায় অঙ্গের খড়ি,
ফাটায় সবার পদ হাত॥
সারিতে পায়ের ফাটা, মহার্ঘ্য আমের আটা,
ফাটাফাটি করিলেক ভাই।
বিষ্ণুতেল কত মাখি, ঘৃতে যদি ডুবে থাকি,
শরীরেতে তবু উড়ে ছাই॥
থাকিতে দুবড়ি বেলা, ছেলে ছাড়ে ছেলেখেলা,
বেলাবেলি খায় গিয়া ভাত।
লেপে করে মুখ রুজু, পাছে ধরে শীত জুজু,
উঠে নাক না হ'লে প্রভাত॥

বাবু সব হরষিত, শীতে মন বিকশিত,
রাত্রি দিন আহারের খোঁজ।
বাবুজীর প্রাণ চায়, গরম গরম চায়,
মনোমত খাদ্য রোজ রোজ ॥
সম্মুখেতে আলবোলা, মহাঘোর বোলবোলা,
দ্বার ঢাকা ক্যাম্বিসের গুণে।
বায়ু ভায়া মানডোরে, ঘরে না প্রবেশ করে,
শীত ভীত পরদার গুণে ॥
চারিদিকে বন্ধুবর্গ, কিছু নাই উপসর্গ,
ঘরে বসি করে স্বর্গভোগ।
সুমধুর খাদ্য সব, ঠুন ঠুন বাদ্য রব,
তাতে কি হিমের হয় যোগ ॥
আমা হেন ভাগ্য পোড়া, দুঃখ লাগা আগাগোড়া,
শীতে মরি দেহ নহে বশ।
ঢন্ ঢন্ হাত থাক্কি, ভরসা মুড়ির চাক্কি,
পানমাত্র খেজুরের রস ॥
অভিমানী বাবু যারা, প্রাণে সারা হয় তারা,
সাল বিনা মান নাহি রহে।
ঘুচিল মুখের চোট, ইয়ারের নাহি জোট,
মনের আগুনে শুধু দহে ॥
উড়ানী চাদর যত, এখন আদর-হত,
আগে যাহে অভিমান স্রোত।
শীত তুই বেশ বেশ, দেখিয়া শীতের বেশ,
জানিলাম কে বাবু কে ফোতো।
ইয়ারেরা গদগদ, কেহ গাঁজা কেহ মদ,
কেহ বা চরসে দিয়া টান।
কাছে রেখে অবলায়, দিয়ে চাটি তবলায়,
মনের আনন্দে ছাড়ে গান ॥
কেবা বুঝে সুর বোল, কেবল ভেড়ার গোল,
রাগে রাগে সুর উঠে চড়ি।
অপরূপ গলা সাধা, বলে বুঝি ডাকে গাধা,
ধোবা ছোটে হাতে লয়ে দড়ি ॥
সাহেবে রাখিয়া বাজী, লয়ে তাজি তাজি বাজি,
দমবাজি কারসাজি কত।
গোয়ার হাঁকায় চোটে, ঘোড়া পায় ঘোড়া ছোটে,
বাজীবলে বাজি বল হত ॥

বসন্ত কর্ত্তৃক শীতের পরাভব এবং বর্ষার সাহায্যে শীতের পুনরায় রাজ্যলাভ

শরৎ ছিলেন রাজা এই পৃথ্বীদেশে।
ভাঙ্গিল তাঁহার ভাগ্য কার্ত্তিকের শেষে ॥
কাঁপুনী হিমানী দুই মহিষী সহিত।
উপনীত মহাবীর মহীপাল শীত ॥
প্রকাশ করিয়া নাম হিমঋতু নামে।
করিলেন রাজধানী হিমালয়ধামে ॥
ফাটাফোটা সেনাপতি বল ধরে কত।
আহা উহু হি হি হু হু সেনা শত শত ॥
বাজায় বিজয়-কাড়া উত্তরের বায়ু।
বৃদ্ধ আর বিরহীর নাশ করে আয়ু ॥
নিশির বিষম দুঃখ পতির বিলাপে।
ঋষির ভাঙ্গিল ধ্যান শিশির প্রতাপে ॥
কু-আশার ধ্বজা উড়ে সন্ধ্যা আর প্রাতে।
বিশেষ কে বুঝে কত কু-আশায় তাতে ॥
নলিনী মলিনী নামে বন্ধু বল-হত।
প্রেমানন্দে প্রস্ফুটিত গাঁদাফুল যত ॥
শশী সূর্য্য তেজোহীন রাজার প্রতাপে।
আকাশে কেবল ভয়ে থর থর কাঁপে ॥
শাসন করিল খুব চারিদিক্ রুকে।
কার সাধ্য বাপ বাপ জল দেয় মুখে ॥
জলের হয়েছে দাঁত হাত দেওয়া দায়।
স্নান পান দুই রুদ্ধ খড়ি উড়ে গায় ॥
দিন দিন দীন দিন প্রাণ তার হয়ে।
বিয়োগী বিনাশ হেতু নিশা বৃদ্ধি করে ॥
দীনের দারুণ দায় দুঃখ যায় কিসে।
দিন যায় নিশা তায় নাহি কোন দিশে ॥
এ সময়ে নানারূপ খাদ্য-সুখ বটে।
কালগুণে কিন্তু তাহে বিপরীত ঘটে ॥
শীত-ভয়ে ঝোল ঝাল নাহি লয় চেয়ে।
বাঁচে শুদ্ধ ফাঁকাফুকো সুকো রুকো খেয়ে ॥
আঁচাবার ভয়ে কেহ হাত নাহি খুলে।
ইচ্ছা মনে যদি কেহ মুখে দেয় তুলে ॥
প্রচার হইল খুব শীতের বিক্রম।
করিয়া আসন জারি শাসন বিষম ॥

বহিছে উত্তর-পূব অতি ধীরে ধীরে।
দক্ষিণে-বাতাস গেল একেবারে ফিরে॥
যে কোকিল ডেকেছিল কুহু কুহু স্বরে।
এখন সে শীতভয়ে উহু উহু করে॥
ভাগিল বিপক্ষদল উঠিলেন নেচে।
রাজপাটে রাজা হিম বসিলেন কেঁচে॥
শীতের সেরূপ জয় বসন্তের দলে।
শাসুজা যেমন জয়ী ইংরাজের বলে॥

———

বসন্ত-বর্ণন

হেমন্ত হইল অন্ত বসন্ত উদয়।

* * *

কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল কুহরে।
শ্রবণে শ্রবণে বিয়োগীর প্রাণ হরে॥
তরুলতা মুঞ্জরে গুঞ্জরে অলিকুল।
সে রবে কি রবে প্রাণ বিরহে ব্যাকুল॥
ধরিল অপূর্ব্ব ভাব ধরণী সংপ্রতি॥
হরিল সেপূর্ব্বভাব হরষিত মতি॥
করিল স্বভাব কিবা অপরূপ ক্রিয়া।
তরিল যুবকগণ তরুণীরে নিয়া॥
সরিল দারুণ শীত বসন্তের ডরে।
মরিল বিরহিগণ অনঙ্গের শরে॥

ধরাতলে রাজধানী পাতিলা বসন্ত।
সঙ্গে সেনা সমূহ বিষম বলবন্ত॥
কুহুরবে নকিব কোকিল ফুকরায়।
মলয়-পবন চারু চামর ঢুলায়॥
সহচর সেনাপতি দুরন্ত মদন।
সিংহাসন মানুষের হৃদয়-সদন॥
ভ্রমর প্রভৃতি সঙ্গে পারিষদ যত।
ভূপতির প্রিয়কার্য্যে অবিরত রত॥
ছত্রছলে গগনে শশাঙ্ক শোভা করে।
ধরাতল সুশীতল হয় যার করে॥
মনোহর সরোবর শোভা কত তার।
টল টল করে জল জলদ আকার॥
সুমন্দ অনিলে উঠে তরঙ্গ তরল।
হরষিত করে কেলি বরটা-মণ্ডল॥
ডাহুক ডাহুকী ডাকে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী সব হৃদয়রঞ্জন॥
কুমুদ কমল ফুল ফুটিল বিস্তর।
মধুর মধুর আশে ছুটিল ভ্রমর॥
নিশিতে কুমুদ সনে সুখে করে খেলা।
দিবসে নলিনী সনে পুন হয় মেলা॥
ধন্য ধন্য মধুকর ভেলা ভাই ভেলা।
দিবানিশি যন্ত্র বাজে কাজে নাই হেলা॥
মধুকর সুখে তুমি মধু কর পান।
গুণ গুণ রবছলে প্রিয়া-গুণ গান॥
গুণের নাহিক সীমা রূপে দিক্ আলো।
নলিনীর পতি অলি ভাগ্য বটে ভালো॥
হায় হায় অবিচার বিধির কেমন।

* * *

রূপে গুণে ত্রিভুবনে এমন কি মেলে।
অনুভবে বুঝি তুমি কুলীনের ছেলে॥
কুল-সমন্বিত হেতু কুলীন বিশেষ।
ককারের বিনিময়ে হকার প্রবেশ॥
তোমার নিকটে নাহি স্থান পায় ফুলে।
এ হেতু তোমার অধিকার সব ফুলে॥
বিষ্ণুঠাকুরের সম অঙ্গ-প্রভা বটে।
কোথায় সন্তান নিজে কামদেব হটে॥
ফলতঃ কামের তুমি রক্ষা কর মান॥
ফুলধনু পঞ্চশর তাহার প্রমাণ॥
কোকিল বিকল করে এই কাল পেয়ে।
সদা সুখে হরে কাল নৃপগুণ গেয়ে॥
ডালে বসি মুহুর্মুহু ডাকে কুহু কুহু।
শুনি বিরহিনী বালা করে উহু উহু॥
অন্ন দিয়া পালন করিল যারে কাকে।
হেন জন জ্বালাতন না করিবে কাকে॥
বলে সই কত সই কোকিলের গালি।
যন্ত্রণায় প্রাণ যায় হাড় হল কালি॥
এবার মরিয়া আমি হইব নিষাদ।
কোকিলে নিপাত করি ঘুচাব বিষাদ॥
রাহু হয়ে খাব শশী সুধার সদন।
হর-নেত্র-রূপ ধরি পোড়াব মদন॥
অনঙ্গ হইয়া যাব নাথের নিকটে।
উদ্ধার না করে সেই বিরহ সঙ্কটে॥
চন্দন কমলদল মলয়-সমীর।
সকলে মেলিয়া দহে আমার শরীর

সর্ব্বদা শরীরে দুঃখ সুখ কিসে হবে।
বড় বড় বীর যত জড়সড় সবে॥
এইরূপে দুই মাস লয়ে সেনাজাল।
করিলেন রাজকার্য্য শীত মহীপাল॥
বসন্ত শুনিল সব হিমের ব্যাভার।
সুখের ধরণী-রাজ্য করে ছারখার॥
প্রজামধ্যে কোন মতে সুখী নহে কেহ।
শীত-ভয়ে থর থর জরজর দেহ॥
ঘুচাইতে পৃথিবীর দুঃখ সমুদয়।
মনেতে হইল তাঁর ক্রোধ অতিশয়।
দেখিব কেমন সেই দুষ্ট দুরাচার।
এখনি হরিয়া লব সব অধিকার॥
মলয় পর্ব্বতে ব'সে গোঁপে দিয়া পাক।
দক্ষিণে বাতাস বলি ছাড়িলেন হাঁক॥
আইল দক্ষিণে বায়ু শব্দ ফুর্ ফুর্।
আকালে ডাকিলে কেন রাজা বাহাদুর॥
রাজা কন সাজ সাজ বীর সেনাপতি।
অবনীমণ্ডলে চল যাই শীঘ্রগতি॥
কোন প্রজা সুখী নহে শীতের শাসনে।
লইব তাহার রাজ্য অভিলাষ মনে॥
কামের কামান তায় লোভ গোলা রেখে।
গোটা দুই কোকিলেরে শীঘ্র লও ডেকে॥
স্বকীয় সৈন্যের সহ বসন্ত ভূপাল।
আইলেন অবনীতে বিক্রম বিশাল॥
সিংহাসন প্রাপ্ত হয়ে ঋতুপতি শীত।
রাণী সঙ্গে রসরঙ্গে ছিল হরষিত।
সবিশেষ নাহি জানে কোন সমাচার।
পাত্র মিত্র সেনাগণ সেরূপ প্রকার।
হঠাৎ বসন্ত আসি হইয়া প্রকাশ।
একেবারে সমুদয় করিল বিনাশ॥
না রহিল কোন চিহ্ন সব গেল উঠে।
উত্তরে-বাতাস ভয়ে পলাইল ছুটে॥
কোথায় রহিল হিম দেখা নাই আর।
বসন্ত-প্রভাবে মার করে মার মার॥
মলয়-পবন দিলে অতিশয় হেঁকে।
সিংহাসনে ঋতুরাজ বসিলেন জেঁকে॥
বিরহি-শাসন হেতু লয়ে খাঁড়া ঢাল।
কুহু রবে ডাক ছাড়ে কোকিল কোটাল।
রতিপতি সেনাপতি অতি বলবান
চারিদিকে ছোড়ে শুধু কামের কামান॥

নাম মাত্র মাঘমাস ঘোর শীতকাল।
বড় বড় শাল হ'ল বড় বড় সাল॥
সকলের মহানন্দ বসন্তের বলে।
অধিকন্তু হাফ দুঃখী ইয়ারের দলে॥
উড়ানী উড়ায়ে গায় দমে দম ছাড়ি।
তুড়ি মেরে যায় সবে ইয়ারের বাড়ী॥
শীতঋতু মহাশয় রাজ্যহীন হয়ে।
মনে মনে ভাবে ব'সে অভিমান লয়ে॥
কি করিব কোথা যাই বাক্য নাহি ফুটে।
অত্যাচারে দুরাচার রাজ্য নিল লুটে॥
ঘোর দায় সদুপায় নাহি পায় বীর।
অনেক ভাবিয়া শেষে যুক্তি করে স্থির॥
প্রিয় বন্ধু বর্ষারাজ ধর্ম্মশীল অতি।
অবশ্য করিবে কৃপা আমাদের প্রতি॥
এ বিপদে রক্ষাকর্ত্তা আর কেবা আছে।
এই ভেবে উপনীত বরষার কাছে॥
কাঁপুনী হিমানী দুই প্রিয়তমা নিয়া।
দুঃখের কাহিনী সব কহিলেন গিয়া॥
বরষা আহ্বান করি আলিঙ্গন দিয়া।
রাণী সহ বসিলেন সিংহাসনে নিয়া॥
ব'স ব'স স্থির হও শান্ত কর মন।
দেখিব কেমন সেই দাম্ভিক দুর্জ্জন॥
একেবারে বসন্তেরে প্রাণে ক'রে বধ।
তোমারে করিব দান পৃথিবীর পদ॥
যখন তোমার রাজ্য করেছে হরণ।
তখন জানিবে তার নিশ্চয় মরণ॥
জলদেরে ডাক দিয়া করেন আদেশ।
ধরণীমণ্ডলে তুমি করহ প্রবেশ॥
অধার্ম্মিক বসন্তেরে করিয়া নিধন।
শীতরাজে দেহ গিয়া নিজ সিংহাসন॥
জলদ জলদ সেজে অগ্রসর হয়ে।
যুদ্ধ হেতু চলিলেন হিমরাজে লয়ে॥
কামান কামান নয় বজ্র তোপ ছাড়ে।
ঘোর বৃষ্টি ছিটে গুলী অন্ধকার বাড়ে॥
কাপ্তান পূবের বায়ু দিয়া খুব ফের।
চারিদিক্ ঘুরে করে ফায়ের ফায়ের।

বসন্ত পড়িল দায়ে সব হ'ল ভুট।
প্রাণভয়ে রাজ্য ছেড়ে উঠে দিলে ছুট॥

অনুকূল ছিল যারা তারা প্রতিকূল।
অকূলে পড়েছি মূলে নাহি পাই কূল॥
ধিক্ রে মদন তুই বড় দুরাচার।
পৃথিবীতে তোর মত পাপী নাহি আর॥
আমি মরি তাহে কিছু খেদ নাহি হয়।
আপনি করহ দগ্ধ আপন আলয়॥
নিদারুণ স্বভাব জানিয়া বিধি তোর।
সেই হেতু না দিলেন কোদণ্ড কঠোর॥
ফুলধনু ধর তুমি ফুলধনু শর।
তাহাতেই স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল কর॥
দেবতা দানব যক্ষ মানব প্রভৃতি।
তোমার নিকটে নাই কাহার নিস্কৃতি॥
পতিব্রতা সতী রতি তব অর্দ্ধদেহ।

* * *

তোমার চরিত্র ভাল জগতে প্রচার।
পরিহার চরণ-যুগলে নমস্কার॥
সহজে অবলা তাহে বিরহিনী পুন।
আমাদের বধিয়া নাহিক কিছু গুণ॥
এই হেতু মীনকেতু শুন তাই বলি।
অবলা করিয়া বধ কেবা হয় বলী॥
সুধাংশু পরেছে গলে কলঙ্কের হার।
আমি ম'লে কলঙ্কেতে কি ভয় তাহার॥
জগতে কলঙ্কী ব'লে যারে জানে সবে।
নারী-বধে তাহার কলঙ্ক কিবা হবে॥
একে ত নীরস কাষ্ঠ না হয় সরল।
ভুজঙ্গের সঙ্গে বাস অঙ্গেতে গরল॥
তাহাতে আবার মরি মলয়নন্দন।
কেবা দোষ দিবে দেহ দহিলে চন্দন॥
দারুণ স্বভাব ক্রূর পঞ্চশর স্মর।
হর-কোপানল-তাপে দগ্ধ কলেবর॥
নারী-বধ তাহার বিচিত্র কিছু নয়।
বাবের কি মনে হয় গোবধের ভয়॥
জগতে প্রসিদ্ধ জগৎপ্রাণ সমীরণ।
জগতে জীবের যাহে জীবন ধারণ॥
জগৎপ্রাণ হয়ে প্রাণ বধ অবলার।
জগতে হইবে তব কলঙ্ক প্রচার॥
আকুল করিল বন ফুলের সৌরভ।
নাহি রহে কামিনীর কুলের গৌরব॥
জর জর করে হানি বিরহীকে শর।
এই হেতু নাম তার হয়েছে কেশর॥

কামিনীর প্রাণ-বায়ু খায় ফুল নাগ।
এ কারণে লোকমাঝে নাম তার নাগ॥
দরশনে পরশনে পরাণ ব্যাকুল।
কুলনাশ করে ব'লে বিখ্যাত বকুল॥
শোকানল প্রবল যাহারে দেখে হয়।
অশোক তাহার নাম লোকে কেন কয়।
সেউতি গোলাপ গাঁদা গন্ধরাজ কুন্দ।
জাঁতি যূথি মল্লিকা মালতী মুচকুন্দ॥
সুরুচি কুরুটি আছু চামেলি চম্পক।
টগর মাধবীলতা স্থলপদ্ম বক॥
ইত্যাদি বিস্তর ফুল কহিতে বিস্তর।

* * *

বসন্তে বসন নব স্বভাব পরিল।
নবরূপ নবভাব ধরণী ধরিল॥
নবতরু নবশাখা নব ফুল-দল।
নবরস কৌতুকে সকল কুতূহল॥
বন উপবন শোভা দেখি মন হরে।
মনোরঙ্গে সুরঙ্গ বিহঙ্গ কেলি করে॥
ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে থাকে দলে দলে যত
ক্ষেত্রে পড়ি শস্য হরে দস্যুগণ মত॥
উদর পুরিয়ে সুখে করিছে আহার।
হৃদয়ে নাহিক ক্ষোভ ভয়ের সঞ্চার॥
ধান্য ব্রীহি যব মুগ ছোলা অড়হর।
মুসুরি মটরশুঁটি সরিষা মটর॥
কানন-আনন শোভে ফুলে আর ফলে।
রঙ্গেতে বিহার করে কুরঙ্গের দলে॥
নির্ঝর-সম্ভব নীর নবীন পল্লব।
বিমল কোমল তৃণ হৃদয়-বল্লভ।
ইহা ভিন্ন নাহি অন্য অন্তরে বাসনা।
ধনীদের দ্বারে নাহি করে উপাসনা।
প্রকট বিকট মুখ লোহিত লোচন।
না দেখে না শুনে কভু কপট বচন॥
কাবু নাহি হয় গিয়া বাবুদের কাছে।
উমেদার নহে ব'লে এত সুখে আছে॥
স্বভাবের প্রভাবে সন্তোষ সদা মনে।
যূথে যূথে মৃগগণ ভ্রমিতেছে বনে॥
এবার মরিয়া আমি হইব হরিণ।
স্বভাবে করিব শোধ স্বভাবের ঋণ॥
খাব ফল তৃণ জল কাজ নাই টাকা।
যাব নাক কাছে তার দ্বারে যার বাঁকা॥

বোয়ে না মরিব আর যে-আজ্ঞার ঝুলি।
জল উঁচু নীচু আদি বিপরীত বুলি॥
শাখামৃগ সব সুখে শাখা ধরি দোলে।
সঙ্গেতে শাবক শিশু শোভা করে কোলে॥
লম্ফ ঝম্প ভূমিকম্প ফিরিছে কাননে।
লঙ্কা পার হয়ে যেন শঙ্কা নাই মনে॥
শীতভয়ে ছিল ভীত কেশরী শার্দ্দূল।
বসন্ত পাইয়া বল বাড়িল বিপুল॥
সিংহনাদ করে সিংহ বিক্রমে বিশাল।

* * *

প্রখর নখর করিকুম্ভ ভেদ করি।
রুধির করিছে পান অধীর কেশরী॥
শিশির সময় ক্রূর কাল বিষধরে।
ঋষির সমান ছিল আপন বিবরে॥
সম্মুখে পাইয়া ভেক না করে আহার।
বুঝিতে বা পারে কেবা এ ভেক তাহার॥
এত দিনে ফুলবাবু পাইলেন কূল।
বসন্ত হইল তারে বিধি অনুকূল॥
গলায় ফুলের মালা হাতে শোভে ফুল।
কিছুমাত্র ঘটে নাই কাজে কাজে ফুল॥
সন্তাদরে কস্তাপেড়ে ধুতির আদর।
পেটের নাহিক স্থিতি লেটের চাদর॥
সন্ধ্যাকাল হ'লে যান বার-বধূ-ঘরে।
এ দিকে দিবসে তাঁর ভোগ নাহি সরে॥
ধনিক রসিক নব নাগর যে জন।
তাঁর জন্যে বুঝি এই কালের সৃজন॥
অট্টালিকা মনোহর অতি শোভাকর।
ইন্দ্রের অমরাবতী কৈলাস ভূধর॥
দামিনী জিনিয়া রূপ কামিনী হইয়া।
যামিনী পোহায় সুখে সরস হইয়া॥
দেখি রঙ্গ বুঝি ভঙ্গ অনঙ্গের শর।
রতি সহ রতিপতি সদা অবসর॥
হতভাগ্য আমরা পড়েছি ঘোর দায়।
রাত্রিকাল হ'লে যেন শিবরাত্রি পায়॥

হেমন্তের রাজ্যভঙ্গে, বসন্ত আইল রঙ্গে,
সঙ্গে লয়ে নিজ দল বল।
দিনে দিনে দিনমণি, শুভ দিন মনে গণি,
হইলেন প্রকাশে প্রবল॥
দেখিয়া বন্ধুর ভাব, পদ্মিনীর আবির্ভাব,
সরোবরে হয় ক্রমে ক্রমে।
অপরূপ কত রূপ, বিশ্বের নূতন রূপ,
প্রথম বসন্ত উপক্রমে॥
কাননের তরু যত, প্রায় হয়েছিল হত,
অবিরত হিমের শাসনে।
বসন্তের আগমনে, সদা তারা হৃষ্টমনে,
বিস্তার করিছে শোভা বনে॥
সুনবীন শাখাদলে, বৃক্ষগণ ফুলফলে,
ক্রমে পরিপূর্ণ হৈল সব।
দেখিয়া সে সব শোভা, জগতের মনোলোভা,
কোকিল করিছে কুহুরব॥
হায় কি কালের ধর্ম্ম, কে বুঝিবে কালমর্ম্ম,
সব কর্ম্ম কালক্রমে হয়।
কালেতে উৎপত্তি হয়, কালেতে জীবিত রয়,
পুনঃ শেষে কালে হয় লয়॥
সরস বসন্তকালে, স্বভাবত রস ঢালে,
কিছুমাত্র নীরস না রয়।
শুষ্কতরু জীর্ণজরা, প্রায় হয়েছিল মরা,
সেহ হয় রসে রসময়॥
রক্তিমা-বরণ প্রায়, অঙ্কুর হইছে তায়,
যত শোভা কত কব তার।
অনুভব হয় হেন, এখন হইছে যেন,
মৃতদেহে জীবের সঞ্চার॥
কি নগর কিবা বন, পর্ব্বত কি উপবন,
যখন যে দিকে ফিরে চাই।
তখনি জুড়ায় মন, হেরিলে সে সুশোভন,
বসন্তেরে বলি হারি যাই॥
উর্দ্ধেতে অপূর্ব্ব সৃষ্টি, অভেদ অমৃতবৃষ্টি,
দৃষ্টিপথ জুড়ায় দেখিলে।
উচ্চতরু মুকুলিত, দলে দলে সুশোভিত,
তাহে রব করে যে কোকিলে॥
পলাশ কাঞ্চন কত, ফুটে ফুল শত শত,
কত শোভা শিমুলের ফুলে।
হিমে করি পরাজয়, যেন বসন্তের জয়,
পতাকা দিয়েছে তার তুলে।
বিরহে বিরহী লোক অশোকেতে পায় শোক,
আরো হয় আকুল বকুলে।
কোথায় কখনো কায়, চম্পকের কলিকায়,
বিদ্ধ করে বিষমাখা শূলে॥
আম্রশাখা অবিরত, মুকুলের ভারে নত,
তাহে মধুবিন্দু পড়ে কত।

মধুলোভে ঝাঁকে ঝাঁকে, ভৃঙ্গদল থাকে থাকে,
উড়ে বসে তাহে কত শত ॥
ধরাতলে দৃষ্টিপাত, যদি হয় অকস্মাৎ,
তাহে হেরি মনোহর ভাব।
ফুটে ফুল নানামত, ভাঁটি ঝাঁটি আদি যত,
স্বভাবের অপূর্ব্ব প্রভাব ॥
বাসক টগর কুন্দ, ভূচম্পক মুচুকুন্দ,
চারিদিকে কুসুমের ঘটা।
উদ্যানেতে নানাজাতি, মল্লিকা মালতি জাতি,
গন্ধরাজ গোলাপের ছটা ॥
সেঁউতি মতিয়া বেল, চামেলীর সঙ্গে মেল,
সুচারু গন্ধের সিন্ধু যারা।
বিকশিয়া পুষ্পবনে, জ্ঞাত হয় জগজনে,
মোহিত করিছে সব তারা ॥
সুললিত লতিকায়, বনে বন শোভা পায়,
পুষ্পময় বসন্ত-সময়।
মাধবীর ফুল ফোটে, গন্ধ তার দূর ছোটে,
মধুলোভে ধায় অলিচয় ॥
ঈষৎ মলয়-বায়, বহন করিছে তায়,
মন্দ মন্দ গন্ধ লয়ে সাথে।
কোকলের কুহুরবে, উহু মরি বলে সবে,
বজ্রাঘাত বিরহীর মাথে ॥
বসিয়া বৃক্ষের ডালে, বনে বিহঙ্গের পালে,
সুখে কত রব করে মুখে।
সে সব মধুর ধ্বনি, বিষম বিষাদ গণি,
বিরহিণী মরে মনোদুখে।
বসন্তের বুলবুলি, বলে কত মিষ্টবুলি,
খঞ্জন নাচিছে মনসাধে।
কোথা বৌ কথা কও, অভিমানে কেন রও,
পাখী হয়ে বনে বনে সাধে ॥
হারাইয়া প্রাণকান্ত, দিবানিশি অবিশ্রান্ত,
পিউ কাঁহা পাপিয়ায় বোলে।
প্রিয় যার পরবাসে, দিবানিশি দুখে ভাসে,
এর ডাকে তার প্রাণ জ্বলে ॥
পুঞ্জে পুঞ্জে অলি সব, কুঞ্জে কুঞ্জে করে রব,
গুঞ্জ গুঞ্জ ধ্বনি মনোহর।
পেয়ে নানাজাতি ফুল, পদ্মিনীরে হয় ভুল,
বনে কেলি করে নিরন্তর ॥
বসন্তের সেনাগণ, বিশ্বে করি আগমন,
নিজ নিজ কর্ম্মে রত রয়।
হেন মনে জ্ঞান হয়, সকলে মিলিয়া কয়,
ঋতুরাজ বসন্তের জয় ॥
রাজ্য করি অধিকার, ঋতুরাজ দেন বার,
বিরহিণী মানসিংহ সনে।
কিরূপে আপন কাজ, সাধিবেন মহারাজ,
মন্ত্রণা করেন মন্ত্রিসনে ॥
কোকিল দিতেছে সাড়া, গিয়া সব পাড়া পাড়া,
তাড়া দেহ বিরহিণীগণে।
সদামাত্র এই রব, সাবধানে থাক সব,
ঋতুরাজ বসন্ত-সদনে ॥
রাজভয়ে সশঙ্কিত, প্রজাগণ সকম্পিত,
কি জানি কখন্ কিবা হয়।
বিয়োগিনী ছিল যারা, প্রাণে সারা হ'ল তারা,
তাহাদের দিবানিশি ভয় ॥
একে তো নবীনা বালা, বিচ্ছেদ-বিষের জ্বালা,
কত আর সহিবে পরাণে।
একাকিনী অনাথিনী, হয়ে চির-বিরহিণী,
মারা যায় মদনের বাণে ॥
দগ্ধ হয় দুখানলে, অবিরত অশ্রুজলে,
কমল বদন ভেসে যায়।
বিদরিয়া যায় বুক, নাহি সুখ একটুক,
দিবানিশি করে হায় হায় ॥
কোথা গেল প্রাণনাথ, আমারে করহ সাথ,
প্রাণ যায় তোমার বিহনে।
সব দেখি অন্ধকার, সদা শুনি হাহাকার,
এ আকার রাখিব কেমনে ॥
সুখের বসন্তকাল, হইল সাক্ষাৎ কাল,
যায় প্রাণ কুসুমের ঘ্রাণে।
কুহুরব শুনি যত, হুহু মন করে তত,
উহু মরি কত সব প্রাণে ॥
অস্থির হইল মন, প্রাণকান্ত আগমন,
প্রতীক্ষা করিয়া কত রব।
কত বা কান্দিব আর, দুখের নাহিক পার,
বসন্তে বিরহ কত সব ॥
এ পোড়া বসন্ত দায়, কার সাধ্য রক্ষা পায়,
বিরলে বসিলে পোড়ে মন।
ঘুমালে নিস্তার নাই, স্বপনে দেখিতে পাই,
চারিদিকে তার সেনাগণ ॥
বিশেষতঃ রাত্রিকালে, রাশি রাশি বিষ ঢালে,
যাকে লোকে সুধাকর কয়।

কে বলে তাহার করে, শরীর শীতল করে,
যায় অঙ্গ জ্বালায় নিশ্চয় ॥
হায় কি কালের কর্ম্ম, নাহি বুঝি ধর্ম্মাধর্ম্ম,
অকূলে ভাসায় কুলবতী।
কায় বা দোহাই দিব, কারে দুখ শুনাইব,
অবিচার রাজা পাপমতি ॥
পতিহারা নারী যারা, এইমত সদা তারা,
বসন্তে বিষম দুখ পায়।
বিশেষতঃ দুই মাস, বিদেশীর সর্ব্বনাশ,
বাসায় বসিয়া প্রাণ যায় ॥
মনে হ'লে মুখ-চাঁদে, অমনি পরাণ কাঁদে,
কর্ম্মফাঁদে বাঁধা পরবাসে।
অবকাশ কবে পাব, কবে নিজ বাসে যাব,
প্রাণ মাত্র রাখে সেই আশে ॥
রৌদ্র বাড়ে অতিশয়, দেহ হয় ঘর্ম্মময়,
আলস্যে অবশ অঙ্গ-ভার।
উড়ু উড়ু করে মন, প্রেয়সীর চন্দ্রানন,
রয়ে রয়ে মনে পড়ে তার ॥
কাজকর্ম্মে ঘাটে পথে, দিন কাটে কোন মতে,
রজনীতে বিষম উৎপাত।
নিদ্রা নাহি হয় সুখে, প'ড়ে থাকা মাত্র দুখে,
কপালেতে করে করাঘাত ॥
কোন লোকে দেখে যাই, বলে ছাই কি বালাই,
ছারপোকা মশার কামড়।
নিদ্রা সনে দেখা নাই, চক্ষু বুজে থাকি ভাই,
গাত্র গেল মারিয়া চাপড় ॥
কহে কেন মনঃক্ষোভে, এ ছার ধনের লোভে,
চিরকাল গেল এইরূপে।
বিদেশে কেবল ক্লেশ, নাহিক সুখের লেশ,
প্রাণ যায় প'ড়ে দুঃখ-কূপে ॥
কার জন্য রোজগার, কয়টা বা পরিবার,
কেন মিছে এত কষ্ট পাব।
কাজ নাই উৎপাত, দেশে গিয়া ডাল ভাত,
মনের আনন্দে ব'সে খাব ॥
প্রবাসী পুরুষ যত, কয় কত এই মত,
যত মন দুখানলে দহে।
বসন্তের আগমনে, সংযোগীর সদা মনে,
অপার আনন্দধারা বহে ॥
সুখেতে মনঃসংযোগ, ভুঞ্জে নানা উপভোগ,
বসন্তেতে বিবিধ প্রকার।
তথাচ কালের ধর্ম্ম, সাধে সদা নিজকর্ম্ম,
করে মন উদার তাহার ॥
ইয়ার বাবুর দল, হাস্যমুখে খলখল,
সুখের বুকের জামা গায়।
আরো কত উপহার, বিচিত্র কুসুম-হার,
বাহার বসন্তরঙ্গ তায় ॥
মিষ্ট রস আলাপনে, আপন বয়স্য সনে,
রহস্য করিয়া কাটে দিন।
আমোদের ছড়াছড়ি, বেজায় উড়ায় কড়ি,
অবোধ বালক বুদ্ধিহীন ॥
নগরে নাগরীগণ, করে নানা আয়োজন,
বসন্তের আগমন জানি।
যার যেই অভিলাষ, তার সেই কয় মাস,
না পাইলে মহা অভিমানী ॥
রঙ্গিন বসন প'রে, বাস করে খোলা-ঘরে,
হাওয়া খেতে সদা হয় মন।
আতর গোলাপ কত, কিনে লয় শত শত,
হয় সাধ যখন যেমন ॥
ক্রমেতে হোলীর খেলা, নবীনা নাগরীমেলা,
ছুটে যুটে যায় এক ঠাঁই।
দেখা হয় পরস্পরে, প্রিয় সম্ভাষণ করে,
হাসি ভিন্ন অন্য কথা নাই ॥
যার ইচ্ছা হয় যারে, আবীর কুম্‌কুম্ মারে,
পিচকারি কেহ দেয় কায়।
উড়ায় আবীর যত, কুড়ায় লোকেতে কত,
জুড়ায় দেখিলে মন তায় ॥
ঢালিয়া গোলাপজল, অঙ্গ করে সুশীতল,
মাঝে মাঝে হয় কোলাহল।
হরি হায় হরিহায় পথিকে পিচ্‌কারি দেয়,
আহ্লাদসাগরে ঢল ঢল ॥
বসন্তের অধিকারে, থাকে লোকে যে প্রকারে,
তার কত কহিব বিশেষ।
বিশ্বমাঝে আছে কত, যার মন যেইমত,
সেই দিকে তাহার আবেশ।
জ্ঞানিগণ এ সময়, ভাবে সেই জ্ঞানময়,
একমাত্র বিশ্বের কারণ ॥
কৃপাসিন্ধু কৃপাদৃষ্টি, করেন বসন্ত সৃষ্টি,
কাল ঋতু বৎসর অয়ন ॥
প্রতি পত্রে প্রতি ফুলে, প্রতি নদী প্রতি কূলে,
প্রতি তট তড়াগ যতেক।

প্রত্যেক প্রত্যেক ঠাঁই, যে দিকে যখন চাই,
আমি মাত্র দেখি সেই এক ॥

প্রবল বিপক্ষচয়, শীত ঋতু মহাশয়,
পরাজয় হইলেন রণে।

মহানন্দ অহরহ, বসন্ত সামন্ত সহ,
বসিল গগন-সিংহাসনে ॥

কুসুমের মধু গন্ধ, প্রবাহিত মন্দ মন্দ,
অলিবৃন্দ সদানন্দময়।

আনন্দে হইয়া অন্ধ, পান করে মকরন্দ,
ক্ষণমাত্র নিরানন্দ নয় ॥

ভ্রমরের গুণ গুণ, কে বুঝে তাহার গুণ,
মধু খায় রসিয়া রসিয়া।

দেখিয়া রাজার জাঁক, সুখেতে বাজায় শাঁক,
প্রফুল্লিত কাননে বসিয়া ॥

ঘুচিল শীতের শঙ্কা, বাজায় বিজয় ডঙ্কা,
কোকিলের আস্ফালন বাড়ে।

মোহিত করিল সবে, কুহু কুহু কুহুরবে,
পঞ্চস্বরে সিংহনাদ ছাড়ে ॥

জন্ম হয় যার ঘরে, তার রব নাহি করে,
ডেকে করে কান ঝালাপালা।

ওই গো কোকিলকুল, বিরহি-হৃদয়-শূল,
প্রাণসখি পালা পালা পালা ॥

রব স্ফূর্ত্তি হ'লে স্পষ্ট, যদ্যপি করিত নষ্ট,
তবে কি গো দগ্ধ হয় বালা।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ কাকে, অধিক কহিব কাকে,
কাকের পাকেতে এই জ্বালা ॥

আগে পিতা মাতা ছাড়ে, পরের পালনে বাড়ে,
পরের বাসায় করে বাস।

পরপুষ্ট নাম ধরে, পরে কুহু কুহু স্বরে,
পরের সে করে সর্ব্বনাশ ॥

কোকিলের কালামুখ, ডেকে পায় কিবা সুখ,
দিবানিশি করে কটু রব।

বুক ফাটে মরি রোষে, আমাদের ভাগ্যদোষে,
মরিয়াছে বুঝি ব্যাধ সব ॥

বনে বনে ছাড়ে হাঁক, ধীরে ধীরে তীরে তাক্,
লাক লাক পাখী মারে যারা।

ধনুকে জুড়িয়া শর, বধিবারে পিকবর,
বৈষ্ণব হইল বুঝি তারা ॥

রাম রাম উহু উহু, মুহুর্ম্মুহু কুহু কুহু,
কালামুখে করে কত গান।

এবার যদ্যপি মরি, ব্যাধ হয়ে সহচরি,
বিনাশিব কোকিলের প্রাণ ॥

শশীর শীতল কর, লোকে কহে স্নিগ্ধকর,
ঘোরতর দাবানল প্রায় ॥

সেই তাপে পুড়ে আঁখি, চন্দন যদ্যপি মাখি,
হলাহল যেন লাগে গায় ॥

কেহ কহে শুন কই, শশীর সম্মুখে সই,
কর দেখি দর্পণ অর্পণ।

এখনি মুকুর-ফাঁদে, ফেলিয়া গগনচাঁদে,
প্রহারেতে বধিব জীবন ॥

কেহ কহে সহচরি, রাহুর ভজনা করি,
তাহাতে পূরিবে অভিলাষ ॥

ভয়ানক কাল রাহু, পসারিয়া দুই বাহু,
চাঁদেরে করিবে সর্ব্বগ্রাস।

কেমন কালের গুণ, বিরহীরে করে খুন,
নিদারুণ দক্ষিণ-পবন।

হায় হায় কব কায়, পিঞ্জরের পক্ষী প্রায়,
সদা করে উড়ু উড়ু মন ॥

দক্ষিণদিকের পতি, ছিল আগে দিনপতি,
সংপ্রতি সে প্রীতি নাই আর।

বসন্তে দিবস-কান্ত, হইয়া উত্তর-কান্ত,
নিজ কর করিল প্রচার ॥

সুন্দরী দক্ষিণ দারা, দেখিয়া পতির ধারা,
নিশ্বাস করিছে নিঃসরণ।

স্থূলবুদ্ধি সবাকার, না জানে কারণ তার,
ভ্রমে কহে দক্ষিণ-পবন ॥

কে বলে দক্ষিণ নাম, ফলতঃ বিষম বাম,
নাশ করে বিরহীর আয়ু।

কে বলে জগৎপ্রাণ, জগতের হরে প্রাণ,
বিষমাখা বসন্তের বায়ু ॥

ভুজঙ্গ মলয়-পরে, পবনে দংশন করে,
সেই তাপে জর জর প্রাণ।

জীবনরক্ষার আশে, উত্তর-পর্ব্বতে আসে,
গায়ে লাগে গরল সমান।

সর্পাঘাতে জালাতন, ত্রাণ হেতু সমীরণ,
ফুলবাসে বাসে লয় বাস।

বিষজ্বরে ব্যস্ত ত্রস্ত, বায়ু হায় বায়ুগ্রস্ত,
সমস্ত বিরহী করে নাশ ॥

ফণী ভয়ে টল টল, ছাড়িয়া নিবাসস্থল,
এল তাই আমাদের দেশে।

হায় হায় এ কি পাপ, ভক্ষণ করিয়া সাপ,
বমন করিল কেন শেষে ॥
মিছে সই বল আর, এত গুণ মলয়ার,
অবলার করে মর্ম্মভেদ ।
চন্দন নন্দন যার, তার এই ব্যবহার,
আহা মরি কারে কব খেদ ॥
মিছামিছি করি রোষ, আর কার দিব দোষ,
বানরের দোষ এই বটে ।
সমুদ্রবন্ধন ছলে, মলয়া ভাসালে জলে,
তবে কি প্রমাদ এত ঘটে ॥
ঘটে বুদ্ধি অষ্টরম্ভা, আহার কেবল রম্ভা,
লাভ লম্বা আর কিছু নাই ।
পড়িয়া বিষম পাপে, বিয়োগীর অভিশাপে,
মুখপোড়া হ'ল সব তাই ॥
শুন শুন প্রাণসই, আর এক কথা কই,
প্রাণপতি প্রবাসেতে যথা ।
বসন্ত না পায় ঠাঁই, মলয়ার গতি নাই,
কোকিল ডাকে না বুঝি তথা ॥
প্রফুল্ল কুসুমদলে, ভৃঙ্গ সব দলে দলে,
করে নাক গুণ গুণ রব ।
করি এই অনুমান, শিব-তীর্থ সেই স্থান,
মনোভব ভয়ে পরাভব ॥
নতুবা বসন্তে তার, এ প্রকার ব্যবহার,
প্রাণসখি বল কেন হবে ।
মলয়ার সমীরণে, আমায় পড়িত মনে,
অবশ্য আসিত দেশে তবে ॥
দারুণ নিদয় কাল, মেয়েমুখো মহীপাল,
প্রতিকূল দক্ষিণপবন ।
স্বামীর বিচ্ছেদ-বিষ, জ্বলন্ত দীপের শিশ,
ধিকি ধিকি পুড়ে উঠে মন ॥
রজনী কালের দারা, কামিনীরে করে সারা,
বিরহ-বিলাপ তায় বাড়ে ।
দুখে হয় দেহ ভঙ্গ, না পাই সখার সঙ্গ,
অনঙ্গ না অঙ্গ-সঙ্গ ছাড়ে ॥
ভজিয়া পরের কান্ত, যদি স্বান্ত করি শান্ত,
সখি তাহে যায় পরকাল ।
তথাচ না করি ভয়, এই বড় শঙ্কা হয়,
চৌদিকে ননদী বেড়াজাল ॥
বিদেশী পুরুষ যারা, বিরহে ব্যাকুল তারা,
তারাকারা ধারা চক্ষে ঝরে ।
নিবাসে রহিল দারা, সারানিশি হয় সারা,
মারা পড়ে মদনের শরে ॥
প্রিয়জন প্রিয়া সঙ্গে, বসন্তে পরম রঙ্গে,
ফাঁকে ফাঁকে ফাকৃখেলা করে ।
আবিরে আবৃত তনু, জপে মদনের মনু,
উভয়ে উভয় মন হরে ॥
ধন্য ধন্য সেই জন, সদাই সরস মন,
যুবতী রমণী যার কোলে ।
মদন বাজায় ঢোল, প্রতিদিন খায় দোল,
কত সুখ পূর্ণিমার দোলে ॥
কামিনী কোমল কোল, সুখের সখের দোল,
প্রেমরজ্জু বদ্ধ আছে যায় ।
নাগরের মনভোলা, হৃদয় নাগরদোলা,
দোলে দোলে নাগরদোলায় ॥
লাজভয় পরিহরি, খেলায় প্রেমের হরি,
হরি হরি কি কহিব আর ।
অধরে অমৃত-বারি, মনোহর পিচকারি,
পয়োধরে কুঙ্কুম প্রহার ॥
সৈন্য সহ পলাইল মহারাজ শীত ।
বলবন্ত বসন্ত হইল উপনীত ॥
সিংহাসন আকাশ প্রকাশ নহে রূপ ।
নবপত্র রাজছত্র শোভা অপরূপ ॥
গুণ গুণ স্বরে অলি রাজগুণ গায়
মলয়-পবন চারু চামর ঢুলায় ॥
রতিপতি সেনাপতি প্রিয় অতিশয় ।
বিক্রমে করিল আসি সমুদয় জয় ॥
বিকসিত ফুলধনু ধরি দুই করে ।
অনিবার মুখে মার মার মার করে ॥
ব্যাকুল বিরহিকুল সদা মনে ভাবে ।
দিন দিন তনু তনু অতনু-প্রভাবে ॥
সমীরণ সহ ছোটে ফুলের সৌরভ ।
নাহি রহে কামিনীর কুলের গৌরব ॥
জরজর কলেবর বিচ্ছেদের বিষে ।
প্রবাসে রহিল কান্ত শান্ত হবে কিসে ॥
ফুলশরে করে স্মর জরজর দেহ ।
পাইলে লোহার বাণ বাঁচিত না কেহ
বিধাতার সুবিচার বলি সই তাতে ।
দেয়নি কঠিন বাণ মদনের হাতে ॥
অশোক শোকের হেতু সে যে নহে ফুল ।
বিরহী বধিতে কাম ধরিয়াছে শূল ॥

মদনের খরতর নখর কিংশুক।
বিদারণ করে তাহে বিরহীর বুক॥
তরুলতা পুষ্পিতা হেরিয়া লয় মন।
বিরহী ধরিতে ফাঁদ পেতেছে মদন॥
হেরিয়া মাধবীলতা হতেছি কাতর।
কে করে লবঙ্গলতা চক্ষুর গোচর॥
কে বলে ধার্ম্মিক বক এ বড় কঠিন।
পদে পদে ধরিছে বিয়োগী মনোমীন॥
মদন বিস্তার করি বিকট বদন।
কণ্টকী কেতকী ছলে প্রকাশে রদন॥
বিয়োগি-বিয়োগ তার না হইল হাতে।
মাস রক্ত শুষে খায় কামড়িয়া দাঁতে॥
উপবনে বসন্তের মহা মহোৎসব।
সভার স্বভাব দেখি হয় অনুভব॥
মুকুল বিশিখভার লয়ে সহকার।
রতিপতি ভূপতির করে সহকার॥
বকুলে কুলের নারী করিছে ব্যাকুল।
প্রিয় অনুকূল নহে বিধি প্রতিকূল॥
চম্পক সুগন্ধে করে সুগন্ধি নগর।
জলন্ত অনল জ্ঞানে না যায় ভ্রমর॥
ভিক্ষুক দক্ষিণ বায়ু উপনীত দ্বারে।
নিজগন্ধ দান করি তুষ্ট করে তারে॥
তাহাতে প্রফুল্ল হয়ে নিজে সমীরণ।
আত্মগুণ অন্যেরে করিছে বিতরণ॥
বায়ুগ্রস্ত বাসহীন কত বাস ধরে।
বায়ুর ঘটনাযোগে বাসে বাস করে॥
সহজেই রক্ষা নাই ইথে কেবা বাঁচে।
মদনের ঘাড়ে এসে বাই চাপিয়াছে॥
হরকোপে পুড়েছিল মনে ভয় আছে।
তদবধি নাহি যায় পুরুষের কাছে॥
পূর্ব্বের স্বভাব-দোষ না যায় কখন।
বিরহিণী কামিনীরে করে জ্বালাতন॥
শত শত শতদল সলিলে প্রকাশ।
সভ্রমে ভ্রমর ভ্রমে ভ্রম হলো নাশ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ভুঞ্জে ফুলরস।
সদা সুখে মুখে গুঞ্জে বসন্তের যশ॥
লুণ খায় গুণ গায় করে গুণ গুণ।
গুণ গুণ গুণ নয় বিরহীর খুন॥
বিষাদ বিষাদ মনে নিজে হয় হত।
প্রেমরসে পুলকিত তরুলতা যত॥
শাখা-করে লতার স্তবকস্তন ধরে।
সখ্যভাবে বৃক্ষ তারে আলিঙ্গন করে॥
বিহঙ্গ অনঙ্গ-সুখে পূর্ণ করে আশা।
ভালবাসা ভালবাসে বাঁধে ভালবাসা॥
কেমন কালের গুণ কি কহিব আর।
জলে স্থলে আকাশেতে কামের সঞ্চার॥
মৃদু মৃদু দক্ষিণের সমীরণ পেয়ে।
যুবতীর বাড়ে সুখ যুবকের চেয়ে॥
বুকের বসন খুলে বাড়িল উল্লাস।
সকল শরীরে মাখে মলয়া-বাতাস॥
সম্ভোগেতে বৃদ্ধি করে সংযোগীর আয়ু।
ধন্য ধন্য ধন্য তোরে মলয়ার বায়ু॥
প্রিয়াপ্রিয় প্রিয়জনে প্রিয়ভাবে টানে।
প্রফুল্লিত পুষ্প মন আনন্দকাননে॥
এ প্রকার সুখী সবে প্রেমানন্দভরে।
কেবল বিয়োগী দুখে দূর ছাই করে॥
ফুর ফুর ঝুর ঝুর বাতাসের ধ্বনি।
ভুর ভুর ফুলগন্ধে মূর্চ্ছা যায় ধনী॥
অনঙ্গ আপন রঙ্গে পঞ্চবাণ ধরে।
বিরহি-হৃদয়-রাজ্য অধিকার করে॥
কেহ কহে পোড়া কাম কেমন নিদয়।
করিতে বিয়োগী বধ লজ্জা নাহি হয়॥
আর জন কহে সই চক্ষু নাই যার।
কেমনে হইবে তার লজ্জার সঞ্চার॥
পতিব্রতা সতীর এরূপ ব্যবহার।
মরিলে প্রাণের পতি সঙ্গে যায় তার॥
হর-কোপানলে পুড়ে মরে মীনকেতু।
রতি নাহি সঙ্গে যায় শুন তার হেতু॥
কামের নিবাসস্থল কামিনীর মন।
মনোভাব নাম তাই পাইল মদন॥
আপনার জন্মস্থান নষ্ট করে যেই।
পৃথিবীতে ঘোর পাপী দুরাচার সেই॥
সতীর জীবনহন্তা ধর্ম্মহীন পতি।
পাপভয়ে সহগত্রী হলো নাক রতি॥
সতী রতি পতি ব'লে ঘৃণা করে যারে।
দূর দূর মুখে ছাই ধিক্ ধিক্ তারে॥
যদি বল মরেছিল পাপ দুষ্টমতি।
পুনর্ব্বার কেন তারে বাঁচাইল রতি॥
কেবল সতীত্বগুণ জানাবার তরে।
বাঁচাইল পুন রতি পতি পঞ্চশরে॥

অপরূপ ভবভাব, প্রকাশিতে তব ভাব,
ঋতুরাজ বসন্ত উদয়।
ত্রাণ পেয়ে হিম-করে পেলেম তোমার বরে,
সুখময় সুরভি সময় ॥
জীবের ঘুচিল ভয়, শিবের উদয় হয়,
প্রকাশিত প্রকৃতির মুখ।
এ সময় সমুদয়, অতিশয় রসময়,
সমুদয় সমুদয় সুখ ॥
ধরিয়া তুষার ভূষা, মূর্ত্তিমতী হ'ল উষা,
মুকুতার হার তার গলে।
পরিয়া লোহিত চেলি, কেলি সহ করে কেলি,
অনলে রজত যেন গলে ॥
ছিল দীন আগে দিন, এখন সে নহে দীন,
দিন দিন বাড়ে দিনমান।
পাইয়া কুম্ভের জল, ক্রমেতে বাড়িছে বল,
নিশা কৃশা হয়ে অপমান ॥
দিনকর নহে দীন, পাইয়া সুখের দিন,
কমল কমল-মাঝে ভাসে।
ফুল্ল হয়ে মধুভরে, মনোহর মধুকরে,
মোহিত করেছে নিজবাসে ॥
স্বভাব স্বভাব সব, অভিনব অনুভব,
কত কব স্বভাবের শোভা।
মরি মরি আহা মরি, কিবা বিলোকন করি,
মোহকরী মূর্ত্তি মনোলোভা ॥
শ্যামল তৃণের পরে, নীহার বিহার করে,
সাটিনে চুমকি যেন সাজে।
ঈষৎ অরুণ-কর, বিরাজে তাহার পর,
গাঁথা যেন সোনালীর কাজে ॥
দশদিক্ মুক্তকরে, মিহির মোহন করে,
ঘুচিল মহীর অন্ধকার।
চিত্র নিজ ভঙ্গিঠাম, চিত্র করি চিত্র-ধাম,
মিত্র হন মিত্র সবাকার ॥
পিকবর মধুকর, সমীরণ শশধর,
আর যত বন উপবন।
স্বভাবে স্বভাব ধরে, পুলকে প্রকাশ করে,
বসন্তের শুভ আগমন ॥
বনে বনে বনে বনে, অচল সচলগণে,
চরাচরে করে কলরব।
কামসখা আগমনে, কামনা করিয়া মনে,
করিতেছে মহা মহোৎসব ॥
অলিকুল দলে দলে, বসে ফুলদলে দলে,
গুণ গুণ গুণের গরিমা।
কাননে কোকিল সবে, কুহু কুহু কুহু রবে,
প্রকাশিছে তোমার মহিমা ॥
কলঘোষ কলরব, শ্রবণে মোহিত সব,
শ্রবণে প্রবেশ ক'রে সুধা।
প্রাণিচয় স্থির হয়, অতিশয় মধুময়,
দূর হয় সমুদয় ক্ষুধা ॥
আর আর দ্বিজ যত, নিজ নিজ স্বরে কত,
ধরিতেছে সুললিত তান।
কভু জলে কভু স্থলে, কভু বা গগনে চলে,
চরাচরে সুখে করে গান ॥
সহচর সহ চরে, জলে চরে চরে চরে,
ভাবভরে মুগ্ধ করে প্রাণ।
থাকে থাকে থাকে থাকে, সরল-বদনে ডাকে,
জয় জয় করুণা-নিধান ॥
পতঙ্গের পাল যত, রসপানে হয়ে রত,
থেকে থেকে করিতেছে রব।
হাব-ভাব দেখে সব, করি এই অনুভব,
রব ছলে করে তব স্তব ॥
আয়ুহর ছিল বায়ু, এখন বাড়ায় বায়ু,
দক্ষিণ দক্ষিণ-সমীরণ।
জগতের প্রাণ হয়ে, সরল স্বভাব লয়ে,
জুড়াতেছে জগতের মন ॥
জলের ভেঙ্গেছে দাঁত, এখন কাটে না হাত,
আর তার মুখে নাই ধার।
স্নান করি পান করি, অনাসে উদরে ভরি,
জীবন জীবন সবাকার ॥
মুকুলিত দেখে তরু, সবে পরে বস্ত্র সরু,
ছাড়িল দেহের গুরু বাস।
ভোগীর দ্বিগুণ ভোগ, যোগীর বাড়িল যাগ,
রোগীর হইল রোগ নাশ ॥
যেখানে সেখানে যাই, যে দিকে সে দিকে চাই,
তোমার মহিমা প্রকটন।
জয় জয়গদীশ ব'লে, কেহ জলে কেহ স্থলে,
সাধু সব করিছে ভ্রমণ ॥
তরু লতা সমুদয়, পুরাতন পত্রচয়,
তব পদে দিয়ে উপহার।
তাহাতে ঘটিল হিত, হ'ল সবে সুশোভিত,
নব পত্র পেয়ে পুরস্কার ॥

কিবা কিসলয়-ঘটা, মরি কি সুন্দর ছটা,
অপরূপ অতি অপরূপ।
নূতন বসন পরি, নব কলেবর ধরি,
প্রকাশ করিছে নব রূপ॥
মধুর রসাল আম্র, পাতার বরণ তাম্র,
তাহে চারু মুকুলের ছটা।
আয় মন দেখে যা রে, এ শোভা কহিব কারে,
ভৈরবীর শিরে যেন জটা॥
সে কুসুমে হিমরস, পড়িতেছে টস্ টস্,
স্থির হয়ে দেখ দেখি চেয়ে।
অনুমান করি হেন, বিন্দু বিন্দু সুরা যেন,
পড়ে যোগিনীর গাল বেয়ে॥
চারু ভাব আবির্ভাব, অসম্ভব এই ভাব,
ভব-ভাব কে বুঝিতে পারে।
ভাবময় তুমি ভাবী, ভাবেতে তোমায় ভাবি,
এ ভাব বলিব আর কারে॥
সুরভি (১) বরণ তুল, সুরভি সুরভি ফুল,
পেয়ে আজ সুরভি সুরভি।
বিস্তারিয়া দলবাস, পবনেরে দিয়ে বাস,
আমোদিত করিছে সুরভি॥
বিচিত্র স্বভাব ধরি, কলিল (২) প্রবেশ করি,
অনিল হনিল (৩) বাস নিয়া।
সলিল-সদনে ধায়, মত্ত করে ভ্রমরায়,
লোভে অলি অন্ধ হয় পিয়া॥
বনে বনে উপবনে, কত ভাব উঠে মনে,
হেরিয়া প্রফুল্ল ফুল যত।
কাঞ্চন (৪) লাঞ্ছনকর, কাঞ্চন (৫) কুসুমবর,
পলাশে বিলাস কর কত॥
অশোক অশোক করে, কিংশুক কি সুখ ধরে,
তাপ হরে যূথি আর জাতি।
মধু-ফুল-মধুকর মধু কিবা মনোহর,
প্রকাশিছে মনোহর ভাতি॥

কাননের যত তরু, হইয়াছে কল্পতরু,
খুলিয়াছে মধুর ভাণ্ডার।
কীট পক্ষী মধুব্রত, পেয়ে এই সদাব্রত,
সুখে সব করিছে আহার॥
যত পায় তত খায়, হাসে খেলে নাচে গায়,
কিছু নাই উদরের দায়।
সকলি রয়েছে কাছে, কিসের অভাব আছে,
স্বভাবের অতিথিশালায়॥
পতঙ্গ বিহঙ্গগণ, শুন মম নিবেদন,
যাতনা সহে না প্রাণে আর।
মানবের দেহ নিয়া, তোদের শরীর দিয়া,
কর রে আমার উপকার॥
সাধু রে তোরাই সাধু, সাধু সাধু সাধু সাধু,
বিষয়ে না হও ঝালাপালা।
যথা রুচি তথা যাও, যথা রুচি খাও দাও,
ভুগিতে না হয় কোন জ্বালা॥
কুল মান জাতি ধর্ম্ম, নাহি জান কোন কর্ম্ম,
নাহি থাক দলাদলি ঘোঁটে।
পরকাল নাহি মানো, রাজপীড়া নাহি জানো,
কেবল আহার কর ঠোঁটে॥
নাহি জান জুয়াখেলা, নাহি জান গুরু চেলা,
নাহি জান মন্ত্র পূজা স্তব।
নাহি জান তোষামোদ, উমেদারি অনুরোধ,
কেবল শিখেছ নিজ রব॥
অভিমান কিছু নাই, এক ভাব সব ঠাঁই,
এক ভাবে থাক চিরদিন।
সদাই আনন্দময়, সুখময় সদাশয়,
নাহি মানো মৌলিক কুলীন॥
নাহি দেও রাজকর, রাজারে না কর ডর,
ঠেক নাক লেস্সলসি দায়।
দেওনি হাটের কড়ি, খাওনি গুরুর ছড়ি,
নাহি জান ব্যয় আর আয়॥
নাহি চড় গাড়ী ঘোড়া, নাহি পর জামাজোড়া,
নাহি পর বস্ত্র অলঙ্কার।
আপনি না বাবু হও, কাহারে না বাবু কও,
নাহি বও যে আজ্ঞার ভার॥
পরকুচ্ছা নাহি কর, পরীবাদ নাহি ধর,
নাহি কর লোকাচার ভয়।
সাধুর খাতক নও, আপনিই সাধু হও,
সদাকাল সদয় হৃদয়॥

---

(১) বসন্ত।
(২) কানন।
(৩) কেতকী।
(৪) স্বর্ণ।
(৫) চম্পক।

সদাই মনেতে খুসী, নাহি ছোঁও কোশাকুশি,
কুশ হাতে শ্রাদ্ধ নাহি কর।
নাহি লও কোন দুখ, কেবল করিছ সুখ,
বাপ, ম'লে কাচা নাহি পর॥
স্বভাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই সুখে রবে,
অভাব না হবে কোন দিন।
আমার এ কলেবর, অভাব-পূরিত ঘর,
আমি নর চিরদিন দীন॥
নর-দেহ নে রে নে রে, তোর দেহ দে রে দে রে,
নে রে নে রে ঘর দ্বার ছাপা।
বিনয় বচন ধর, দায় হ'তে মুক্ত কর,
ক্ষীণ দেখে হস্‌নে রে খাপা॥
ধ'রে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়া স্নেহ,
মিছা কাল করিলাম বই।
স্বরূপে মানুষ কই, এমন মানুষ কই,
আমি ত মানুষ নিজে নই॥
কোথা বিভু বিশ্বকর, আমায় করিয়া নর,
বেদনা দিতেছ কেন আর।
কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ দ্বেষ,
কেন দিলে দম্ভ অহঙ্কার॥

তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছায় চালিছ এ সংসার।
যে কলে চালাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
সম্ভাবনা কি আছে আমার॥
হোক্ তা হোক্ নাথ, আজ কিবা সুপ্রভাত,
প্রণিপাত চরণে তোমার।
মধুর মধুর ভাব, তুমি তার আবির্ভাব,
সকলেতে করিছ বিহার॥
কান্তপ্রিয় এই কান্ত, অতি শান্ত ঋতুকান্ত,
মরি কিবা কান্ত মনোহর।
যার বলে বলাক্রান্ত, নাশিয়া নিশির ধ্বান্ত,
নিশাকান্ত কান্ত করে কর॥
বিগত বিশেষ দায়, প্রভাকর প্রভা পায়,
ক্রমে তার বাড়িছে প্রভাব।
প্রভাকর কর করে, প্রভাকর কর করে,
প্রভাকর করের কি ভাব॥
ডাকে প্রভাকরকর, ওহে প্রভাকরকর,
মনোময় হও দয়াময়।
কেহ নাহি জানে গুপ্ত, বলে হে ঈশ্বর গুপ্ত,
তুমি ব্যক্ত চরাচরময়॥

———

বিবিধ

ছুটী

শুনিয়া ছুটীর কথা কুঠীয়াল যত।
গালে হাত চিৎপাত প্রাণ ওষ্ঠাগত ॥
বিশেষতঃ দূরবাসী পাড়াগেঁয়ে যারা।
দম্ ফেটে সারা হয় মারা যায় তারা ॥
ধরিয়াছে ছট্‌ফটি যায় মাত্র কুঠী।
বারো মাস কষ্ট ভুগে অষ্ট দিন ছুটী ॥
বাটী আসা আশা মনে কত দিন জাগে।
পূরাবে মনের সাধ কত অনুরাগে ॥
কে করে বাজার হাট মুখে নাই রব।
আট দিন ছুটী শুনে কাঠ হলো সব ॥
পড়িল মাথায় বাড়ি বাড়ীর ব্যাপারে।
আর কারো বাড়ী নাই কমী একেবারে ॥
চোখে দেখে অন্ধকার হারাইল দিশে।
যেতে যেতে আশা যায় আসা যায় কিসে ॥
যাব বটে রব নাকো পূরিবে না আশা।
শ্রীপদে প্রণামী দিয়া শুধুমুখে আসা ॥
কারো কারো ভাগ্যে হবে মিছে ছুটাছুটি।
যেতে যেতে পথে পথে ছুটে যাবে ছুটী ॥
নাহি রবে প্রবাসে নিবাসে নহে যোগ।
হরিশ্চন্দ্র রাজার যেমন স্বর্গভোগ ॥
দেবতা ব্রাহ্মণ মেনে হয় লুটালুটি।
কুঠী গিয়া দুঃখে করে মাথা কুটাকুটি ॥
একদৃষ্টে আছে কেহ নয়ন মেলিয়া।
থেকে থেকে হাঁপ ছাড়ে নিশ্বাস ফেলিয়া ॥
কেহ বলে বাপ কত করিয়াছি পাপ ॥
সর্ব্বনাশ হোক্ ব'লে কেহ দেয় শাপ ॥
কলমের সহ নাহি যোগ করে কালি।
ভেবে ভেবে কালি হয় বলে কোথা কালী ॥
হায় হায় এই ভাগ্যে ছিল কি আমার।
ও মা দুর্গে ঘোর দুর্গে ফেলিলে এবার ॥
তোমার পূজার কালে ঘটিল প্রমাদ।
বিফল হইল সব বছরের সাধ ॥
তবে বল দয়াময়ি বেঁচে কিবা সুখ?
দেখিতে পাব না আর স্ত্রী পুত্রের মুখ ॥
বুঝিতে না পারি কিছু বিশেষ কারণ।
কঠিন করিলে কেন কোম্পানীর মন ॥
বিলাতী বণিক্ যত এতে নয় মেল।
মেল মেল বলে সবে করেছে বেমেল ॥
সে মেলে সে মেলে কি না আসে যে ফিমেল।
মেল হয়ে এবার কি পাব না ফিমেল?
ফিমেল রাজ্যের কর্ত্রী এই দেশ তাঁর।
অতএব মেলের কি ধারি বল ধার?
কেহ বলে মেলের কি দোষ আছে তাতে।
পড়েছে রাজ্যের ভার পিসীমার হাতে ॥
সাহস ভরসা নাই দৃশ্য বটে নর।
কোন দিকে ছোট নন ছোট গবানর ॥
ছোট বড় দুই তুল্য কেহ নয় লঘু।
একজন বনবিবি আর জন ঘুঘু ॥
কেহ কয় শুন ভাই আমার বচন।
বড় বড় শ্বেতকান্তি আছে যত জন ॥
তাদের নিকটে গিয়া করি নিবেদন।
তবেই হইবে গ্রাহ্য এই আবেদন ॥
চেষ্টায় দেখিতে হয় যেমন বিহিত।
দেবী যদি দিন দেন হয়ে যাবে জিত ॥
আর জন বলে ভাই এরূপে কি পারবি?
যেয়ো না রে বাপ বাপ সেখানেতে হারবি ॥
আপনি মরিবি প্রাণে আমাদের মারবি।
চাকরীর দফাটি কি একেবারে সারবি?
কাঁচা-খেকো বোঁচা সেটা কাছে যেতে নারবি।
হারবি রে হারবি রে হারবি রে হারবি ॥
কেহ বলে হারবি কি হারবি ধরিনে।
ডরিনে ডরিনে আমি ডরিনে ডরিনে ॥
ডালহৌসী তারে বলে ডালে হৌস যার।
কত দিকে কত আছে ডালপালা তার ॥
এ ডাল ও ডাল দেখ যত ডাল আছে।
কলমে কলম মাত্র মূল রাখে গাছে ॥

অমূল বুঝিয়া যদি মূল যায় ধরা।
ধরা বাৎ বাজীমাৎ ধরা আছে ধরা॥
কথোপকথন কত এরূপ প্রকার।
হেনকালে পাইল সঠিক সমাচার॥
শ্রীগোপাল পক্ষ হয়ে পক্ষ পক্ষ করি।
করিল বিপক্ষ জয় এক পক্ষ করি॥
এক পক্ষ ছুটী পেয়ে দূরে গেল ধাঁদা।
শুক্ল পক্ষে কৃষ্ণ পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষে শাদা॥
আশার অতীত লাভ এমন কি হয়।
হয় নাই হইবে না হইবার নয়॥
আশীর্ব্বাদ কোরে সবে মুক্তমুখে কয়।
জয় জয় জয় রামগোপালের জয়॥

ক্রোধ

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

ওরে এরা কে রে দুরাচার।
অতি কদাকার দেখি অতি কদাকার।
কি সাহসে দাঁড়াইল সম্মুখে আমার॥
মর্ মর্ সর্ সর্, ওরে ওরে ধর্ ধর্,
কাট্ কাট্ কেটে ফ্যাল মার মার মার।
হাদে এসে ঘেঁসে ঘেঁসে বসেছে নিকটে এসে,
গদী ঠেলে হেসে হেসে করে কি ব্যাভার॥
কিছু নাহি করে ভয়, ঘাড় নেড়ে খাড়া রয়,
বুক চিতে কথা কয় এত অহঙ্কার।
অতি নীচ দুরাশয়, আমার সমান হয়,
কত বড় লোক আমি করে না বিচার॥
সহিতে না পারি যাহা, সকলেই করে তাহা,
কোনমতে ছাড়িব না কিসে পাবে পার।
এ ব্যাটা চড়েছে গাড়ী, এ ব্যাটা রেখেছে দাড়ী,
ঠিক যেন তোলো হাঁড়ী মুখ ভার ভার॥
দারা সহ যোগ করি, যদ্যপি স্বভাব ধরি,
এ জগতে বল তবে রক্ষা থাকে কার?
কে পারে আমার চোটে, মুখে যেন খই ফোটে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য কেঁপে ওঠে ছাড়িলে হুঙ্কার॥
মহাবীর আমি ক্রোধ, বোধের কি রাখি বোধ,
জনমের মত তারে করি যে সংহার।
উপরোধ অনুরোধ, হিতাহিত বোধাবোধ,
কোন কালে আমি কারো ধারি নাকো ধার॥
পিতা মাতা বন্ধু ভাই, কিছুই বিচার নাই,
যখন যাহারে পাই তখনি প্রহার॥
যে আমারে হিত বলে, তাহা শুনে অঙ্গ জ্বলে,
আগে যেন গালে গিয়া চড় মারি তার॥
কত কত রাজকুল, কাহারো রাখিনি মূল,
করিয়া জ্ঞানের ভুল হয়েছি প্রচার।
পরস্পর আপনারা, বিবাদে পড়েছে মারা,
শোক পেয়ে দারাসুত করে হাহাকার।
বিধি হর মুরহর, হইলে আমার চর,
অন্ধ হয়ে একেবারে দেখে অন্ধকার॥

অহঙ্কার

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

রূপে গুণে মানে, ধন পরিমাণে,
আমার সমান কেবা।
দেখ শত শত, দাস দাসী কত,
সতত করিছে সেবা॥
দারা সুত ভাই, দুহিতা জামাই,
পরিবার দেখ যত।
জ্ঞাতিগণ যারা, অনুগত তারা,
কুলীন কুটুম্ব কত॥
টাকা দিয়ে পালি, কত দিই গালি,
কখনো করে না রাগ।
মুখের ধমকে, সকলে চমকে,
কেঁচো হয়ে থাকে নাগ॥
জনক আমার, গুণের আধার,
ভূষিত ভুবনধাম।
কেমন সুকৃতি, আমি হয়ে কৃতি,
ঢেকেছি তাঁহার নাম॥
কুলের প্রতাপে, ছোট করি বাপে,
বড় হই অনুরাগে।
কুটুম্ব-ভোজনে, বসিলে দুজনে,
ভাত পাই আমি আগে॥
গৃহের গৃহিণী, আমার জননী,
হাঁড়ী নাই ছুঁতে পারে।
দারা তার চেয়ে, কুলীনের মেয়ে,
ভাত বেড়ে দেবে তারে॥

কত বলে বলী, কত ছলে ছলি,
কত কলে আনি চাকি।
যথায় তথায়, কথায় কথায়,
কত জনে দিই ফাঁকি ॥
দেখ এ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
আমায় কেবা না জানে।
আমা সম নাই, জয়ী সব ঠাঁই,
আমারে কেবা না মানে ॥
সকলেই বশ, ভব-ভরা যশ,
দশ দিকে আছে গাঁথা।
হুকুমে হাজির, উজীর নাজীর,
বাদশার কাটি মাথা ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুল পুরোহিত,
আর যত দ্বিজ আছে।
পেলে পড়ে সাড়া, দূরে হয় খাড়া,
ভয়েতে আসে না কাছে ॥
ঘূরালে নয়ন, কাঁপে ত্রিভুবন,
কেমন আমার ভাব।
কত আমি গুরু, ওই দেখ গুরু,
দিতেছে গরুর জাব ॥
আমার সমান, পণ্ডিত প্রধান,
আর কি কখনো হবে?
সকলে অশুচি, শুধু আমি শুচি,
একাকী রয়েছি ভবে ॥
নিজ বলে বল, নিজ দলে দল,
আপনা আপনি জানি।
কোথা বা ঈশ্বর, নহে সুখাকর,
তারে আমি নাহি মানি ॥
সুখের সময়, সুখের উদয়,
আমা হ'তে হয় সব।
নিজে আমি বড়, সব দিকে দড়,
কিসে হব পরাভব ॥
মনে যদি করি, স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
এইখানে আনি বোসে।
যদ্যপি পাছাড়ি, গগনে আছাড়ি,
রবি শশী পড়ে খোসে ॥
কোথা সুররাজ, কোথা তার বাজ,
গোঁপে যদি দিই চাড়া।
সহিত অমর, করি যোড়কর,
এখনি হইবে খাড়া ॥

অসাধ্য আমার, কিছু নাহি আর,
সকলি করিতে পারি।
থেকে এই পুরে, খাই সাধ পুরে,
ক্ষীরোদ-সাগর-বারি ॥
দেবতার স্থল, দিই রসাতল,
ধরা জ্ঞান করি শরা।
দেখ দিয়ে কর, আমার উদর,
চারি পোয়া গুণে ভরা ॥
গুণ আছে যাই, প্রকাশিয়া তাই,
হয়েছি প্রধান ধনী।
সকলেই কয়, সব দিকে জয়,
সদা জয় জয় ধ্বনি ॥
এই দেখ নাম, এই দেখ কাম,
এই দেখ বালাখানা।
এই দেখ পাখা, মখমলে ঢাকা,
কারিগরী তায় নানা ॥
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি,
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া।
এই দেখ সাজ, এই দেখ কাজ,
এই দেখ জামা জোড়া ॥
এই দেখ ছাতী, এই দেখ হাতী,
এই দেখ সপ-মোড়া।
এই দেখ জন, এই দেখ ধন,
সব আছে ঘর-জোড়া ॥
কেমন পুকুর, কেমন কুকুর,
কেমন হাতের কোড়া।
কেমন এ ঘড়ী, কেমন এ ছড়ি,
কেমন ফুলের তোড়া ॥
দেখ না কেমন, চিকণ বসন,
পেয়েছি আমিই সবে।
মনের মতন, এমন রতন,
আর কি কাহারো হবে?
আঁখি যদি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে,
দোষ দিতে পারে কেটা।
কবি কহে ভালো, ঝাড়ে নাই আলো,
ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা ॥
আমায় ছুঁসনে, কেউ ছুঁসনে, কেউ ছুঁসনে, রে,
সর্ সর্ সর সর্ তোরা সর্ সর্ সর্ সর্ ॥
যত সব দুরাচার, করিতেছে অনাচরে,
অতিশয় কদাকার কেহ নহে নর।

ভূত প্রেত সমুদয়, মানুষ কাহারে কয়,
কাজেতে মানুষ নয় মিছে কলেবর ॥
কারে করি সম্বোধন, অপবিত্র সর্ব্বজন,
ঘোর পাপী অভাজন নরকের চর।
ঘৃণা হয় গাত্র-বাসে, উকি উঠে বমি আসে,
বাতাসে ছুটছে গন্ধ ভর ভর ভর ভর।
পচা ভর ভর ভর ভর ॥
আমায় ছুঁসনে কেউ ছুঁসনে, কেউ ছুঁসনে রে,
সর সর সর সর তোরা সর সর সর সর ॥
জুটিয়াছে হট যত, থট্ট মট্ট বকে কত,
নাহি জানে ভট্টমত শাস্ত্র-সুধাকর।
বৃহস্পতি-কৃত আহা, মধ্যম-আগম যাহা,
কেহ কি করেনি তাহা চক্ষের গোচর ॥
মীমাংসা শাস্ত্রের সার, অধিকার আছে কার,
সামুদ্রিক আর আর মত স্থিরতর ॥
প্রভাকর মত যত, কেহ নোস্ অবগত,
দুর দুর দুর পশু মর্ মর্ মর্ মর্ মর্।
তোরা মর্ মর্ মর্ মর্।
আমায় ছুঁসনে কেহ ছুঁসনে, কেউ ছুঁসনে রে,
সর্ সর্ সর্ সর্ তোরা সর্ সর্ সর্ সর্ ॥

হিংসা

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

হ্যাদে দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় পরে,
সুখে আছে পরস্পরে আজো এরা মরেনি।
কত সাজে সাজ করে, গরবেতে ফেটে মরে,
এখনো এদের ঘরে যম এসে ধরেনি ॥
এই সব জামা-জোড়া, এই সব গাড়ী ঘোড়া,
এ সব টাকার তোড়া, চোরে কেন হরেনি।
আর ওরা ভাগ্যবান্, বাড়িয়াছে কত মান,
গোলাভরা আছে ধান, লক্ষ্মী আজো সরেনি ॥
মর এটা যেন হাতী, দশ হাত বুকে ছাতি,
করিতেছে মাতামাতি জ্বরে কেন জ্বরেনি।
হ্যাদে মানী কালামুখী, ঠিক যেন কচিখুকী,
পতিসুখে বড় সুখী ঠেটা কেন পরেনি।
মর্ মর্ ওই ছুড়ী, পরেছে সোনার চুড়ী,
বেকে চলে মেরে তুড়ি ফল তবু ঝরেনি ॥
দেখ দেখ নিয়ে মিঠে, খেতেছে কি পুলিপিঠে,
এখনো এদের ভিটে ঘুঘু কেন চরেনি।
প্রাণে আর সয় না, প্রাণে আর সয় না,
সয় না রে প্রাণে আর, সয় না সয় না ॥
খোঁপা বেঁধে পেটে পেড়ে,
চোপা করে নথ নেড়ে,
ঠেকারে বাঁচে না আর, গায়ে দিয়ে গয়না,
গায়ে দিয়ে গয়না ॥
শুয়েছে ছাপর খাটে, রয়েছে রাণীর ঠাটে,
রাগেতে গুমুরে মরি গতর তো বয় না।
গতর তো বয় না ॥
দেওর বিষম ছাই, ননদীরে রক্ষা নাই,
মরুক তাদের ভাই তাতে কিছু বয় না।
তাতে কিছু বয় না ॥
বুকে করি পতি নিয়ে, আমি থাকি এয়ো হয়ে,
বতিনী সতিনী মাগী রাঁড় কেন হয় না।
রাঁড় কেন হয় না ॥
ভাই বুন যতগুলো, সকলেই যাক্ চুলো,
নেড়া হোক মুলোক্ষেত কিছু যেন রয় না।
কিছু যেন রয় না ॥
লাথি মেরে দাও তেড়ে, ওরা যাক দেশ ছেড়ে,
থালা ঘড়া কড়া কেঁড়ে কিছু যেন লয় না।
কিছু যেন লয় না ॥
বাপ বুড়ো বড় ঠক, মুখে মিঠে হাড়ে টক,
ব'সে আছে যেন বক তত্ত্ব কভু লয় না।
তত্ত্ব কভু লয় না ॥
উদরে ধরেচে যেটা, সাক্ষাৎ ডাকিনী সেটা,
দেখিলে শরীর জ্বলে ঠিক যেন ময়না ॥
ঠিক যেন ময়না ॥

লোভ

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

বল বল কিসে হবে ক্ষুধা নিবারণ।
কঠোর জঠরজ্বালা করে জ্বালাতন ॥
সাধ কোরে দিই গাল, এত চাল এত ডাল,
এক দিনে গেল কা'ল কি করি এখন ?

তেল নুণ নাই ঘরে, হাঁড়ি ঠন্ ঠন্ করে,
নূতন করিতে হবে সব আয়োজন ॥
সকলেরি মুখ বাঁকা, কোথা গেলে পাব টাকা,
কার কাছে যেতে পারি পেতে পারি ধন ?
চুরি করি আনি কড়ি, পাছে শেষে ধরা পড়ি,
দিয়ে দড়ী হাতে কড়ি করিবে শাসন ॥
যতই বাড়িছে বেলা, ততই ক্ষুধার ঠেলা,
আজ বুঝি কপালেতে হলো না ভোজন।
চল দেখি হাটে যাই, চিঁড়ে মুড়ী যদি পাই,
ফাঁকা ফুকা খেয়ে তবে জুড়াব জীবন ॥
এই দেখি শত শত, বড় বড় ধনী যত,
আমারে করেন না কেন ধন বিতরণ ?
গয়লাদের বাড়ী ওই, ভাড় ভরা ছানা দই,
চুপি চুপি কেন তাহা করিনে হরণ।
ফলবান্ যত গাছ, ফলেছে বাছের বাছ,
পুকুরেতে কত মাছ হয় না গণন।
গাছে উঠে ফল পাড়ি, জড় করি কাঁড়ি কাঁড়ি,
যত পারি বাড়ী নিয়ে করিব গমন ॥
পুকুরের কর্ত্তা যারা, এখানে ত নাই তারা,
ছিপ ফেলে ধরি মাছ কে করে বারণ।
দেখে যদি ছিপ সুতো, না হয় মারিবে জুতো,
ধুলো ঝেড়ে চোলে যাব মুদিয়ে নয়ন ॥
যা হবার তাই হয়, মিছে কেন করি ভয়,
পেটে খেলে পিটে সয় এই ত বচন।
চুরি করে নথ চেঁড়ি, সে দিন খেটেছি বেড়ী,
না হয় আবার গিয়া খাটিব তখন ॥
বেড়ী নয় মল পরি, মাটী কেটে দিন হরি,
কারাগারে সে আমার শ্বশুর-সদন।
হাদে ওই থালা খানা, যদি ভাই যায় আনা.
দুদিন ত হবে তায় সুখেতে যাপন ॥
ধোবারা কাপড় কাচে, ভাল ভাল ধুতী আছে,
শুকাতে দিয়েছে সব চিকণ বসন।
সবুজ সফেদ লাল, পাল্লাদার বেড়ে সাল,
আনিয়াছে পাল পাল খোট্টা মহাজন ॥
মোগল পাঠান কত, কাবেলের মেয়া যত,
উটে উঠে আনিতেছে করিয়া যতন।
এ সব সুখের যোগ, যদি নাহি হয় ভোগ,
তবে কেন করি মিছে শরীর ধারণ ?
বেণের দোকানে লোট, রূপা সোনা টাকা নোট,
বেঁধে মোট ছোট্ ছোট্ পালা ওরে মন।

এই দেখি পেট ডোঙ্গা, ঢেকুর উঠিছে চোঙ্গা,
হাতী ঘোড়া কত কত করেছি ভক্ষণ ॥
কোথায় গিয়াছে চলে, আবার উঠেছে জ্বলে,
দে রে দে রে খেতে দে রে বাঁচাও এখন ॥
কটাক্ষেতে দিয়ে টান, এখনই আপন আন,
খান্ খান্ ক'রে খাই এ তিন ভুবন ॥
প্রিয়তম তৃষ্ণা সতী, আমি তার প্রাণপতি,
এই দেখ বুকে তারে করেছি স্থাপন।
আমাদের হয়ে বশ, মনের বিষম রস,
মুহূর্ত্তে আনন্দকোটি করেছে সৃজন।
আমার কারণে তাঁর, নিদ্রা নাই একবার,
বাসনার পথে শুধু করেন ভ্রমণ।
দেহ হ'লে নিদ্রাকুল, তবু নাই তায় ভুল,
স্বপনে আপন ভাব করেন জ্ঞাপন ॥
আমাদের ঘোর বেগ, কিসে তিনি নিরুদ্বেগ,
মন বিনা এই বেগ কে করে ধারণ।
হেন সাধ্য কার আছে, দাঁড়ায় মনের কাছে,
মনেরে প্রবোধ দিয়া কে করে বারণ॥
যদি কেউ খড়ি পেতে, কোনরূপ গুণে গেঁথে,
আকাশের কত তারা করে নিরূপণ।
যদি কেউ এ জগতে, উপায়েতে কোন মতে,
প্রতাপে করিতে পারে বাতাস বন্ধন ॥
কোনরূপে যদি কেউ, সিন্ধুর প্রখর ঢেউ,
রোধ করি একেবারে করে নিবারণ।
প্রকৃতির এ সংসারে, কোনরূপ অস্ত্রধারে,
যদ্যপি করিতে পারে আকাশ খণ্ডন ॥
পূর্ব্বদিকে প্রাতে রবি, প্রভাতে প্রকাশে ছবি,
সে উদয় রোধ যদি করে কোন জন।
এ সব সম্ভব নয়, সম্ভাবনা যদি হয়,
হয় হয় হলো হলো কে করে বারণ ॥
মনেরে কে দেবে বোধ, লাঠি ধ'রে আছে ক্রোধ,
করিবে আমার রোধ কে আছে এমন।
পেটের নিকটে আর, কিছুতে না পাই পার,
সমুদয় অন্ধকার করি দরশন ॥
ঢুকিয়াছে ভস্মকীট, না মরে ক্ষুধার ছিট,
চুমুকেতে কত আর করিব শোষণ ?
উঠিয়াছে খাই খাই, না মেটে আশার খাই,
খাঁই খাঁই রবে সবে ছাড়িছে বচন ॥
ঠাঁই ঠাঁই ডাঁই ডাঁই, যেন পর্ব্বতের চাঁই,
কোথা হ'তে এসে করে কোথায় গমন।

এই দেখি এই এই, ক্ষণপরে নেই নেই,
এ খেয়ের খেই কেটা করে নিরূপণ ॥
কেবা আছে পচা সড়া, কেবা বাছে বাসী মড়া,
যত পারি তত করি উদরে ধারণ।
এই যে ঠাকুর-ঘরে, বামুনেরা পূজা করে,
বহুবিধ খাদ্য নিয়া করে নিবেদন ॥
ও তো কভু শুদ্ধ নয়, এঁটো করা সমুদয়,
কতক্ষণ আগে আমি করেছি ভক্ষণ।
ওদের কুলের বধূ, প্রফুল্ল ফুলের মধু,
কেহ নাহি পায় যার দেখিতে বদন ॥
কত দিন আগে আমি, হয়েছি তাহার স্বামী,
ঘরে ব'সে মনে মনে করেছি রমণ।
ওরা পেয়ে খাটখানা, সুখে হয়ে আটখানা,
ধরে কত ঠাটখানা করেছে শয়ন ॥
সকলের অগোচরে, সময়ের অবসরে,
কত দিন শুয়ে তায় করেছি যাপন।
দেবপতি তারাপতি, হলো গুরুদারা-পতি,
তাহে কিছু একা নয় কামের সাধন ॥
সম্ভোগে হইল লোভ, না ভুগিলে পায় ক্ষোভ,
সেধে কেঁদে পূজেছিল আমার চরণ।
আমি জাগি সর্ব্ব-আগে, কাম ক্রোধ পরে জাগে,
না জাগালে কেবা জাগে সবারি মরণ ॥
মানবের ভালবাসা, মানসেই ভালবাসা,
আমার চরণে আশা লয়েছে শরণ ॥
বিধি হরি স্মরহর, সেবা করে নিরন্তর,
আমারে না দিয়ে কিছু করে না গ্রহণ।
ধর্ম্মের যে পুত্র হয়, যারে লোকে যম কয়,
সে যমের উচ্চপদ আমার কারণ ॥
আমার সেবক যারা, দারুণ চতুর তারা,
চতুরতা কেবা জানে তাদের মতন।
ডুব দিয়ে জল খায়, শিব নাহি টের পায়,
জল খেয়ে দুধ করে উদরে শোষণ ॥
রেখে বস্তু অবয়ব, জিব দিয়ে চাটে সব,
জিলিপির ফের ভেঙ্গে করিবে ভোজন।
পিতা মাতা দেব গুরু, সবার উপরে গুরু,
নিজ এঁটো সকলেরে করে বিতরণ ॥

চার্ব্বাকের মত

শিষ্যের প্রতি চার্ব্বাকের উক্তি।

ধর্ম্মপথে হয়ে চোর, কেন পাও দুঃখ ঘোর,
নয়নের অগোচর নাই কিছু নাই কিছু।
স্বেচ্ছাচার স্বর্গভোগ, সেই ভোগ দেহ-যোগ,
পরকালে ভোগাভোগ নাই কিছু নাই কিছু ॥
শরীরের মাঝে শূন্য, ইথে কেন হও ক্ষুণ্ণ,
কোথা পাপ কোথা পুণ্য নাই কিছু নাই কিছু।
ভ্রমে কর কার সেবা, তোমার উপাস্য কেবা,
শাস্ত্রমতে দেবী দেবা নাই কিছু নাই কিছু ॥
ধর্ম্মফল কিসে বল, কর্ম্মবীজে শর্ম্মফল,
পরে আর ফলাফল নাই কিছু নাই কিছু।
তন্ত্র নিজে পাপ তন্ত্র, মূল মাত্র নিজ যন্ত্র,
জপ হোম পূজা যন্ত্র নাই কিছু নাই কিছু ॥
মনে কেন রাখ খেদ, ভণ্ডলোকে মানে বেদ,
আত্মমতে ভেদাভেদ নাই কিছু নাই কিছু ॥

* * *

সমুদয় এই বিশ্ব, স্থূলরূপে হয় দৃশ্য,
অপরূপ কতরূপ, বস্তু সমুদয় হে
বস্তু সমুদয়।
এই ভব যোগ্য তব, ভোগে কেন পরাভব,
স্বভাবে শোভিত সব, স্বভাবেই হয় হে
স্বভাবেই হয় ॥
সকলি স্বভাব-অংশ স্বভাবে সকলি ধ্বংস,
সমুদ্রের বিম্ব যথা সমুদ্রেই লয় হে
সমুদ্রেই লয়।
ঋতু মাস তিথি বার, আসে যায় বার বার,
স্বভাবেই পরিবার স্বভাবে উদয় হে
স্বভাবে উদয় ॥
রবি আর শশধর, স্বভাবতঃ নিরন্তর,
স্বভাবের চক্ষু হয়ে করে আলোময় হে
করে আলোময়।
বহ্নি বায়ু ধরা জল, শূন্য বীজ বৃক্ষ ফল,
ভোগের কারণ সব সুখের আলয় হে
সুখের আলয় ॥
নয়নের অগোচর, আছে এই সৃষ্টিকর,
নহে দৃশ্য ছাড়া বিশ্ব বল কোথা রয় হে
বল কোথা রয়।

কি কহিব আহা আহা, কেমনে মানিব তাহা,
আঁখির অদৃশ্য যাহা কিছু কিছু নয় হে
কিছু কিছু নয়॥
কলেবর মনোহর, কেবল ভোগের ঘর,
সেই কর্ম্ম সদা কর যাহে সুখোদয় হে
যাহে সুখোদয়।
পদে পদে পরিতাপ, প্রাণ যায় বাপ বাপ,
আহার বিহার পাপ পাপী লোকে কয় হে
পাপী লোকে কয়॥
যত সব বুদ্ধি মোটা, কপালে জুড়িয়া ফোঁটা
সুখপথে মেরে খোঁটা, দুঃখবোঝা বয় হে
দুঃখবোঝা বয়।
ইন্দ্রিয়ের রেখে ধর্ম্ম, সাধন করিব কর্ম্ম,
দূর্ দূর্ দূর্ ধর্ম্ম তারে কিসে ভয় হে
তারে কিসে ভয়॥
শাস্ত্রকার ভার যত, লিখিয়াছে নানা মত,
তাদের অলীক মত প্রাণে নাহি সয় হে
প্রাণে নাহি সয়।
করি যোগ গাত্রে গাত্রে, স্বর্গভোগ স্পর্শমাত্রে
ফুল্লভাবে পাত্রে পাত্রে পূর্ণানন্দময় হে
পূর্ণানন্দময়॥
সমভাব সব অঙ্গে, সমভাব সব রঙ্গে,
রসাভাস রসরঙ্গে কর কালক্ষয় হে
কর কালক্ষয়।
চুরি নয় হত্যা নয়, অধিকন্তু সুখ হয়,
ইথে যারা পাপ কয় তারা দুরাশয় হে
তারা দুরাশয়॥
ভেদজ্ঞান মহাযোগ, কেবল পাপের ভোগ,
ইচ্ছামত কর ভোগ মনে যাহা লয় হে
মনে যাহা লয়।
বিবেক বৈরাগ্য আদি, যত সব প্রতিবাদী,
ছেড়ে কর ক্রমে সব কর পরাজয় হে
কর পরাজয়॥

* * *

যাগ করে ব্রত করে ক্রিয়া করে যত।
মিছে ভ্রমে মিছে শ্রমে আয়ু করে গত॥
কর্ত্তা ক্রিয়া দ্রব্যের হইলে পরে নাশ।
যাগ-কারকের যদি হয় স্বর্গবাস॥
দাবানলে দগ্ধ হয় তরু যে সকল।
সকল গাছে তবে হ'তে পারে ফল॥
পোড়া গাছে ফল যদি সম্ভাবনা হয়।
এদের কথায় তবে করিব প্রত্যয়॥
মৃতজনে জল দেয় দেয় অন্নগ্রাস।
মরা গরু কখন কি খেয়ে থাকে ঘাস?
মৃত নর তৃপ্ত হয় তর্পণের জলে।
তেল পেলে নেবাদীপ কেন নাহি জ্বলে?
কুহকীজনের মনে কি কুহক আছে।
একেবারে জগতেরে অন্ধ করিয়াছে॥
যে বিদ্যায় নাহি হয় অর্থ উপার্জ্জন।
সে বিদ্যায় নাহি হয় অর্থের সাধন॥
যে শাস্ত্রের কথা নহে বিশ্বাসের স্থল।
যুক্তি সহ যোগ করি নাহি দেখি ফল॥
এলোমেলো লিখিয়াছে যা এসেছে মনে।
সে লেখা প্রমাণ আমি করিব কেমনে?
ওরে বাপু প্রাণাধিক স্থির জেনো এই।
শাস্ত্র নয় শাস্ত্র নয় বিদ্যা নয় সেই॥
বঞ্চকেরা বাঁধিয়াছে বঞ্চনার গুণে।
ভ্রান্তলোক ভুলিয়াছে ফলশ্রুতি শুনে॥
ভুলিয়া মিষ্টের লোভে শিশু যে প্রকার।
আশার অধীনে হয় অধীন পিতার॥
ভাবী স্বর্গভোগরূপ সন্দেশের লোভে।
যত সব মূর্খলোক মরিতেছে ক্ষোভে॥
ক্রিয়াকাণ্ডরত যত সারতত্ত্বহীন।
আশায় হতেছে সবে শঠের অধীন॥
সংসারেতে দুঃখ আছে করিব স্বীকার।
বিনা দুঃখে সুখভোগ হয়ে থাকে কার॥
আপনার হিতবোধ মনে আছে যার।
সে কি কভু ছেড়ে থাকে সুখের সংসার॥
জগতের গূঢ়ভাব কে জানিবে স্থির।
সুখধনে ভরা আছে ভিতর বাহির॥
সমুদ্রের জল দেখ স্বভাবে লবণ।
মথন করিলে হয় অমৃত সৃজন॥
টক ব'লে দধি কেন ফেলে দিতে যাবে।
এখনি মথন কর ননী ঘৃত পাবে॥
ধান দিয়ে দেখ বাবা হাতের উপরে।
তণ্ডুল রয়েছে তার তুষের ভিতরে॥
তুষ ব'লে কেন তারে ফেলে দিতে যাবে?
ধান ভেনে চাল লও কত সুখ পাবে॥
চিরকাল প্রিয় যেই প্রিয় সেই রয়।
ক্ষুদ্র দোষে কখন কি অপ্রিয় সে হয়?

নানা দোষে দেহ হ'লে দোষের আধার।
এই দেহ কবে বল প্রিয় নহে কার?
রসনারে করে সদা দশন আঘাত।
নোড়া দিয়ে কোন্ কালে কে ভেঙ্গেছে দাঁত?
ছারখার করে অগ্নি পোড়াইয়া ঘর।
সে আগুনে কবে কেবা করে অনাদর?
ভূমি নাশ করে জল বিস্তারিয়া ঢেউ।
সে জলের অনাদর নাহি করে কেউ॥
কিছু দুঃখ আছে বটে শুন ওরে হাবা।
যে জন সংসার ছাড়ে হাবা সেই বাবা॥
ইচ্ছামতে সুখভোগ আহার বিহার।
তার চেয়ে পরমার্থ কিছু নাহি আর॥
বোধহীন মূঢ় যারা বদ্ধ ভ্রমজালে।
এ সুখ কি ভোগ হয় তাদের কপালে?
শরীর শোষণ করে রবির কিরণে।
ঘরে ঘরে ভিক্ষে করে পেটের কারণে॥
উপবাসে ভোগ করে কঠোর যাতনা।
মোক্ষের সাধনা নয় দুঃখের সাধনা॥
তপস্যায় জ্ব'লে পুড়ে পাপে ভোগে দুখ।
ম'রে গেলে ফুরাইবে কবে পাবে সুখ?
বাপু রে প্রত্যক্ষ দেখ তপস্যার ফল।
আত্মঘাতী হয়ে মরে পাষণ্ডের দল॥
স্বেচ্ছামত ভোগ করি আমরা সকলে।
সশরীরে স্বর্গভোগ কারে আর বলে?

(সন্ন্যাসী দেখিয়া)

বল হে সন্ন্যাসী তুমি কি কাজ করেছ।
বগলে ভিক্ষার ঝুলি কি হেতু ধরেছ?
ঘরে ঘরে ফেরো যদি ঘর-ছাড়া হয়ে।
ঘর ছেড়ে কিবা ফল থাক ঘর লয়ে॥
পেট নিয়ে দ্বারে দ্বারে যদি গুণো হাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর কাজ কি রে বাপু?
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে না ফিরিতে হয়।
অনাহারে দেহ যদি সমভাবে রয়॥
তবে তো তপস্যা জানি মানি তোর ক্রিয়া।
সকলেই ঘুরিতেছে পোড়া পেট নিয়া॥
সেই যদি খেতে হলো অন্ন আর জল।
বল্ বল্ বল্ তবে সন্ন্যাসে কি ফল?
দেহ আছে খেটে খেয়ে ভোগ কর ক্রিয়া।
কারো কাছে চেঁচায়ো না পেটে হাত দিয়া॥

(দণ্ডী দেখিয়া)

ওরে ভণ্ড হাতে দণ্ড এ কেমন রোগ।
দণ্ডে দণ্ডে নিজ দণ্ডে দণ্ড কর ভোগ॥
নিজ হাতে নিজ পিণ্ড করিয়া গ্রহণ।
লণ্ডভণ্ড হয়ে মর কাণ্ড এ কেমন?
মুক্তি মুক্তি করিতেছে যত নারী নরে।
কথার বসায়ে হাট বেচা কেনা করে॥
কেহ বেচে কেহ কেনে কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে কারো নাই কান॥
সকলেই দেখিতেছে চক্ষু কারো নাই।
কোথা যুক্তি কোথা মুক্তি ভাবি আমি তাই॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে আকৃতির নাশ।
ভূতে ভূতে মিশাইয়ে হয় অবকাশ॥
অবিনাশী শূন্য এই স্বভাবেই রয়।
বল তবে এ জগতে মুক্তি কার হয়?
ভোগেতে প্রত্যক্ষ সুখ আর সব শূন্য।
বল্ বল্ কোথা পাপ কোথা তবে পুণ্য?

বিচিত্র হাস্য

রসময় বিধাতার বিচিত্র কৌশল।
সৃজিলেন "মুখ"-রূপ ভাবের মণ্ডল॥
সুরাগ বিরাগ আদি মানস আভায়।
হয় এই ভাবাকার বদনে বিকাশ॥
এই মুখ-ভঙ্গীভরে ভ্রান্ত যত লোক।
কোথায় উদয় সুখ কোথা উঠে শোক॥
আনন্দ-কানন সম ভাব তাহে শোভা।
কভু নিরানন্দকর কভু মনোলোভা॥
বিষাদ বিষম বায়ু বহিলে তথায়।
ক্ষণমাত্রে সর্ব্ব-শোভা লুপ্ত হয়ে যায়॥
তৃণদল পুষ্প ফল প্রাপ্ত মলিনতা।
শুষ্ক হয় ললিত-লাবণ্যরূপ লতা॥
রাগরূপ খরতর-দিনকর-করে।
রদন-বিপিন-শোভা একেবারে হরে॥
নয়ন-নিকুঞ্জপুরে জ্বলে দাবানল।
দগ্ধ করে চতুর্দ্দিক হইয়া প্রবল॥

এইরূপ বিবিধ বিষম ভাব-যোগে।
আনন-অটবী শোভা ভ্রষ্ট হয় ভোগে॥
ফলে যবে সুখ-সমীরণ বহে তথা।
মধুর মাধুর্য্য মাত্র শোভিত সর্ব্বথা॥
প্রফুল্ল নয়নকুঞ্জে পলক-পল্লব।
চঞ্চল পুতলী যেন কুসুম-বল্লভ॥
গণ্ডযোগে বিকসিত হয় কোকনদ।
সঞ্চারিত রসরূপে সুরূপ সম্পদ॥
হাসির হিল্লোল উঠে অধর-পুষ্করে।
দশন-হংসের শ্রেণী সুখেতে বিহরে॥
হায় রে বিচিত্র ভাব বলিহারি যাই।
এমন মধুর বুঝি আর কিছু নাই॥
দেখ হে রসিকগণ! রমণী-বদনে।
হায় রে মাধুর্য্য কত প্রণয়-মিলনে॥
বলিতে বচন নাই সে রস সুরস।
প্রমোদ-প্রয়োধি-জলে নিমগ্ন মানস॥
আর দেখ মানিনী বিনোদ বিম্বাধরে।
হাস্যযোগে কত রস রসিকে বিতরে॥
যেমন বরষাকালে মেঘাবৃত দিবা।
অকস্মাৎ সূর্য্যোদয় সুখোদয়ে কিবা॥
অথবা শিশিরকালে ফুল্ল শতদল।
মধুপানে মহাসুখী মধুকর-দল॥
গর্ভজ-প্রফুল্ল-মুখ-পদ্মবিলোকনে।
অতুল আনন্দ উঠে জননীর মনে॥
মৃদু মৃদু হাসি মুখে অমৃত-বচনে।
স্নেহরসে অভিষিক্ত অধর-চুম্বনে॥
হায় রে বাৎসল্য-রস-প্রকাশিনী হাসি।
সরলতা তোর গুণে হইয়াছে দাসী॥
আর এক হাস্য-শোভা ভাবুক-বদনে।
চঞ্চল চপলা দিশি শোভিত বদনে॥
অথবা গগনে যেন নক্ষত্র-সম্পাত।
অচির উজ্জল দীপ্তি করে অকস্মাৎ॥
এই আছে এই নাই এই আরবার।
কতরূপ অপরূপ ভাবের সঞ্চার॥
অপর মধুর হাসি সাধুর অধরে।
পদ্মরাগমণি সম স্নিগ্ধ আভা ধরে॥
স্মেরমুখ শীতল স্বভাব প্রকাশিত।
হেরিয়া প্রশান্ত মন হয় হরষিত॥
এইরূপে শুভপথে হাস্য মনোহর।
তৃপ্ত করে জগতের যাবৎ অন্তর॥
কেবল ঘৃণায় হাসে ঘৃণার প্রভাব॥
হাস্য নয় শুধু সেই হীনতার ভাব॥

সতীত্ব-দীপ

রমণীর হস্তে শোভে মনোহর দীপ।
শীতল আলোক তায় জিনি নিশাধিপ॥
অথচ প্রখর অতি পাত্রভেদে হয়।
প্রখর তপনমত নয়নে উদয়॥
সতীত্ব সুন্দর নাম সুখদ শ্রবণে।
সুললিত সমুদিত এ তিন ভুবনে॥
শুন হে চঞ্চলা বালা প্রদীপধারিণি।
সাবধানে গমন করহ বিনোদিনি॥
হৃদয়ের দ্বারে যত্নে রাখিয়া তাহারে।
প্রতিপদে ধৈর্য্যঘৃত ঢাল দীপাধারে॥
লজ্জারূপ চারু বস্ত্রে দেহ আবরণ।
তবে তব অমঙ্গল না হবে কখন॥
এরূপেতে চলে সতী সন্তোষ-কানন।
প্রবল চঞ্চল অতি মদন-পবন॥
সতীত্ব দুর্গম দুর্গ অতি অপরূপ।
অসংখ্য প্রহরী তাহে শমন-স্বরূপ॥
চারিদিকে প্রাচীর রুচির তাহে শোভা।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম নাম মনোলোভা॥
তদনন্তর মনোহর আছে এক খাত।
গভীর শরীর তার স্বভাবের জাত॥
লজ্জা নামে খ্যাত খাত এ সংসারময়।
নম্রতা তরঙ্গ তাহে নিয়ত উদয়॥
দৃঢ়রূপ কামানে বিক্রম অতিশয়।
দুষ্টজন সভয়ে তটস্থ হয়ে রয়॥
দ্বারেতে সবল দ্বারপাল কুল-ভয়।
প্রবেশিতে দুর্গমাঝে কারো সাধ্য নয়॥
এমন উত্তম স্থান অধিকার যার।
প্রতিকূলজনে মনে কি ভয় তাহার?
সীমন্তিনী-সরোবরে সতীত্ব-সরোজ।
অতুল্য অমূল্য সেই অমল অম্ভোজ॥
পতি প্রতি অতি মধু সঞ্চারিত সদা।
স্নেহ নামে মধুকর গুঞ্জরিত তদা॥
যশোরূপ সৌরভে পূরিত দিগ্‌দশ॥
লজ্জার লাবণ্য-রসে ভাসে তামরস॥

নিশি দিশি করুণা-নীহারে সিক্ত রয়।
প্রফুল্লতা ভাব তার সারল্য বিনয়॥
এ নহে সামান্যতর সমল কমল।
চিরদিন প্রসন্নতা করে ঢল ঢল॥
রতিকান্ত দুরন্ত হিমন্ত কুসময়।
সতীত্বস্বরূপ পদ্মরূপ ভ্রষ্ট নয়॥
ধর্ম্মরূপ হংসবর বিস্তারিয়া পক্ষ।
রক্ষা করে সরোরুহে বিনাশে বিপক্ষ॥

সঙ্গীত-বিদ্যা

"ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা" শাস্ত্রে এই কয়।
প্রেমময়ী বিদ্যা হেন আর কিছু নয়॥
কত রাগে কত রাগ রাগিণী সহিত।
ক্ষণমাত্রে কোরে দেয় মানস মোহিত॥
সময়ে যদ্যপি শুন সুললিত গীত।
কদম্ব-কুসুম-অণু তনু পুলকিত॥
গায়ক যদ্যপি গায় মন করি স্থির।
গলায় গলায় মন টলায় শরীর॥
না করি ভোজন পান যায় তৃষ্ণা ক্ষুধা।
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে ঢুকে যায় সুধা॥
বীণা বেণু আদি যত সুমধুর স্বর।
স্বরবে নীরবে থাকে কোকিল ভ্রমর।
সরাগে উঠিল তান সুধাময় রবে।
কাননের পশু পাখী প্রেমাকুল সবে॥
রাগের সুরাগে রাগে বাড়ে অনুরাগ।
রাগ শুনে রাগ ছেড়ে সাধু হয় নাগ॥
যদ্যপি শুনিতে পায় সুমধুর গান।
জননীর মাই ফেলে শিশু পাতে কান॥
প্রেমে পরিপূর্ণ হয় পুলকিত মনে।
ফুটিতে না পারে কিছু মুখের বচনে॥
পশু পাখী সাপ আদি প্রাণী বহুতর।
সকলের সমভাবে সরস অন্তর॥
মানবে বুঝিতে নারে সে ভাব-প্রভাব।
নিজ নিজ মনে রাখে নিজ নিজ ভাব॥
কি ভাবে কি ভাবে তারা কে বুঝে সে ভাব।
সে ভাব ভাবিলে হয় স্বভাবে অভাব॥
প্রিয়তমা বিদ্যা নাই সঙ্গীতের পর।
এ বিদ্যায় সিদ্ধ হলো কত শত নর॥
শুন শুন শুন জীব যদি চাও হিত।
প্রীতচিত হয়ে গাও ব্রহ্মের সঙ্গীত॥
যদি না গাহিতে পার শুন সাধু পদ।
প্রেম-রস বুঝে হও ভাবে গদগদ॥
ঈশ্বরের গুণগান সেই গান গান।
শুনিলে পবিত্র হবে জুড়াইবে কান॥
ভাবের ভাবুক হয়ে রস কর গান।
মুক্তির সোপান এ যে মুক্তির সোপান॥
অরসিক যে জন সে কি বুঝিবে সার।
এ যে গান গান নয় জ্ঞানের আধার॥

কৃপণ

কৃপণ আপন ধনে আপনি বঞ্চিত।
মনে মনে ভাবে ধন হইল সঞ্চিত॥
সুখের ঘটনা তার না হয় কিঞ্চিৎ।
স্বজন-সমাজে হয় সদাই লাঞ্ছিত॥
সঞ্চয় করিয়া মনে নিয়তই ভয়।
দিনে রেতে একবার নিদ্রা নাহি হয়॥
সদা ভাবে কোথা রাখে বিষয় বিভব।
নিলে নিলে নিলে চোর গেল গেল সব॥
পড়িলে গাছের পাতা করে এই ত্রাস।
তস্কর আসিয়া বুঝি করে সর্ব্বনাশ॥
কেমনে আসিবে টাকা দিনে এই ভাবে।
রেতে ভাবে এই ধন কিসে রক্ষা পাবে॥
কেহ না জানিতে পারে রাখে চেপে চেপে।
উদরে আহার নেই মরে পেট ফেঁপে॥
সকালো সকালো করি কার্য্য সমাধান।
ছাই ভস্ম যাহা পান সুখে তাই খান॥
তেল পোড়া ভয়ে করি প্রদীপ নির্ব্বাণ।
অন্ধকারে পোড়ে থাকে ভূতের সমান॥
বিছানায় পোড়ে করে এ পাশ ও পাশ।
সারানিশি তোলে মুখে খুক্ খুক্ কাস॥
ইঁদুর নড়িলে পড়ে মনে পায় ডর।
তখনি উঠিয়া করে এ ঘর ও ঘর॥
কীলিবের দয়া আর কৃপণের ধন।
কখনো না হয় কারো ভোগের কারণ॥
কৃপণের বিশেষ কি কব পরিচয়।
অতি নীচ নরাধম অভিধানে কয়॥

কৃপণ আপন দোষে নীচ হয়ে রয়।
দারা পুত্র পরিবার কেহ তার নয়॥
সকলেই ঘৃণা করে পোড়ে ঘোর দায়।
অধীন থাকিতে তার কেহ নাহি চায়॥
ভার্য্যা ভাবে কত দিনে মরিবে এ স্বামী।
দিয়ে থুয়ে খেয়ে পোরে সুখে রব আমি॥
এয়োৎ ঘুচুক ঘোচে খেদ নাই তাতে।
মিছে কেন শাঁকা খাড়ু বোয়ে মরি হাতে॥
হয় হয় হোলো হোলো নিরামিষ খেতে।
রই রই রব রব জল খেয়ে রেতে॥
সবে সবে একাদশী মাসেতে দুবার।
হাবাতের হাতে পোড়ে বাঁচিনেক আর॥
বাছাদের পেট পূরে খেতে দিব সুখে।
ইচ্ছামত ভাল মন্দ দ্রব্য দিব মুখে॥
করিব সকল ব্রত সময় সময়।
দেবতা-ব্রাহ্মণে দেব যখন বা হয়॥
হাত তুলে দেব তারে ইচ্ছা হয় যারে।
সকলেই আশীর্ব্বাদ করিবে আমারে॥
মনে মনে পুত্র এই অভিলাষ করে।
কালীঘাটে পূজা দিব বাবা যদি মরে॥
বিধাতার বিড়ম্বনা কারে বলি বাপ।
হায় হায় কত দিনে মরিবে এ পাপ॥
কত পাপ করিয়াছি সীমা তার নাই।
কৃপণের সন্তান হয়েছি আমি তাই॥
ভিখারী আইলে পরে মেনে যায় হারি।
এক মুটো চাল তারে দিতে নাহি পারি॥
প্রত্যাশা করিয়া আসে যতেক প্রত্যাশী।
অভিশাপ দিয়ে যায় ফকীর সন্ন্যাসী॥
কেহ যদি কিছু চায় পাই তায় দুখ।
অভিমানে কাঁদি শুধু হয়ে অধোমুখ॥
ভাল খাই ভাল পরি আশা করি মনে।
সে আশা না পূর্ণ হয় কৃপণের ধনে॥
ঘরে নিত্য খেতে পাই আধপেটা ছাই।
নিমন্ত্রণ হোলে পরে ভাল কোরে খাই॥
এক দিন খাওয়াইব মনে সাধ করি।
কারে বলি কেবা শুনে রাম রাম হরি॥
জননী দুঃখিনী অতি কিছু নাহি হাত।
সতত্তই শিরেতে করেন করাঘাত॥
ও মা কালি দিব ডালি অনুকূলা হও।
আমার বাপেরে তুমি শীঘ্র লও লও॥

কৃপণ-কাহিনী কথা এইরূপ হয়।
ব্যয়হীন কোন কালে প্রিয় কারো নয়॥
নাম শুনে সকলেই উপহাস করে।
পথে দেখে ঠারেঠোরে হাসে পরস্পরে॥
প্রাতে উঠে কেহ তার নাহি করে নাম।
যদি করে জীব কেটে করে রাম রাম॥
নাম নিলে সে দিনেতে অন্ন নাহি হয়।
পরিবার সহ সবে উপবাসে রয়॥
হাঁড়ী ফাটে কতরূপ বিড়ম্বনা ঘটে।
"ফলনারে" মনে কর বটে কি না বটে।
উপমার হেতু শুধু দেখাই জনেক।
এমন মহাত্মা ধনী আছেন অনেক॥
প্রভাতে যাহার মুখ দেখে লাগে ভয়।
প্রভাতে যাহার নাম কেহ নাহি লয়॥
কি কব অধিক আর কি কব অধিক।
ধিক্ ধিক্ কৃপণের ধনে প্রাণে ধিক্॥
উপার্জ্জন করে করি শরীর পতন।
বক্ষে করি রক্ষা করে যক্ষের মতন॥
আপনি পড়েছে রোগে রোগে ভোগে ছেলে।
প্রতীকার করে বৈদ্য কিছু টাকা পেলে॥
ক্রমেই বাড়িছে রোগ সর্ব্বনাশ হয়।
মরিতে হইবে বোলে মনে নাহি ভয়॥
ঔষধ পাঁচন খেলে উভয়েই বাঁচে।
তবু বৈদ্য ডাকাবে না কড়ি চায় পাছে।
এইমত কৃপণের নীচ ব্যবহার।
নিজে মরে মরে তার যত পরিবার॥
কৃপণের নিদানেতে দেখে ঘোর দায়।
বাঁচাবার হেতু যদি টাকা কেহ চায়॥
মাথায় চাপড় মেরে কহে হায় হায়।
বেঁচে তবে সুখ কিবা টাকা যদি যায়॥
স্বজন সকলে তারে গঙ্গাযাত্রা করি।
পথে যায় নাম ডেকে হরিবোল হরি॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।
সে রব না ঢোকে তার কানের ভিতরে॥
পরকাল ভুলে গিয়া নিজ ভাব ধরে।
টাকা টাকা কোথা টাকা এই জপ করে॥
লোকে বলে 'হরিনাম জপ একবার।'
সে 'বলে অনেক টাকা রয়েছে আমার॥'
লোকে বলে 'কর কর গঙ্গা দরশন।'
সে বলে 'গোপন করি রাখ সব ধন॥'

লোকে বলে 'অধিক অপেক্ষা নাই আর।
এসেছেন ইষ্ট দেব পূজা কর তাঁর।'
সে বলে 'থাকুক গুরু মাথার উপর।
এখন তাঁহারে দেখে গায়ে এসে জ্বর॥
ধনের অভাব মম কিছুমাত্র নাই।
ছেলে মেয়ে কি খাইবে ভাবিতেছি তাই॥'
কৃপণের গুণ সব করিতে বর্ণন।
লেখনী আপনি হন কৃপণ এখন॥
কৃপণের মনে হয় কেমন আনন্দ।
মানুষে তা কি জানিবে জানেন গোবিন্দ॥
আত্মারে বঞ্চনা করি যে করে সঞ্চয়।
তার চেয়ে নরাধম আর কেহ নয়॥
নর নর থাকে বটে নরের আকারে।
বিচারেতে আত্মঘাতী বলা যায় তারে॥
যে পথে চলেন দাতা সে পথে না হাটে।
অপরে করিলে দান তার বুক ফাটে॥
শুনিলে ব্যয়ের কথা রক্ষা নাই আর।
নিয়তই মন তার ব্যাজার ব্যাজার॥
কাঁচু-মাচু মুখখানি যেন কত দীন।
তখনি তখনি হয় অমনি মলিন॥
ভাবে মনে চিরকাল শরীর রহিবে।
জান নাক একদিন মরিতে হইবে॥
ধন রবে আমি রব জেনেছি নিশ্চয়।
মরণ স্মরণ হলে এমন কি হয়॥
করি ধন আহরণ নানা দেশ ঢুঁড়ে।
নীচু ভাগে পুতে রাখে মাটী খুঁড়ে খুড়ে॥
মাটী খোঁড়া নহে সেটা টাকা পোতা নয়।
পাপ ভোগ করিবারে সোনার সঞ্চয়॥
ভ্রমে বলি মাটী খুঁড়ে ধন গাড়িতেছে।
অধোদেশে যাইবার পথ করিতেছে॥
আত্মসুখ রোধ করি যে করে সংসার।
বলদের মত শুধু বোয়ে মরে ভার?
চিরদিন হয়ে রয় দুঃখের ভাজন।
কোথায় রহিবে ধন হইলে নিধন॥
ধনের না করি ভোগ ধনবান্ হয়।
আমার সম্পদ এই মুখে মাত্র কয়॥
বিনা ব্যয়ে যদি হয় সে ধন তাহার।
আমি কেন বলিনাকো সকলি আমার॥
নদী নদ সাগর পর্ব্বত আদি যত।
সমুদয় রয়েছে আমার হস্তগত॥

ভোগের সম্বন্ধ গন্ধ কিছু নাই তায়।
কৃপণের ধন তাই পরধন প্রায়॥
ধননাশ হ'লে পরে সর্ব্বনাশ হয়।
শোকানলে পুড়ে শেষ দেহ করে লয়॥
সবিশেষ নিবেদন শুন প্রিয়জন।
হয়ো না কৃপণ কেহ হয়ো না কৃপণ॥
সতত করিবে সবে ধনের সঞ্চয়।
সে সঞ্চয় যেন নাহি অতিশয় হয়॥
অতিশয় সঞ্চয়েতে অতিশয় দোষ।
অন্ধ হয়ে মরে মাছি পুষে মধুকোষ॥
অধিক সঞ্চয় করি না করিয়া দান।
অকস্মাৎ রোগে প'ড়ে যদি যায় প্রাণ॥
মনে মনে ভেবে দেখ কি হবে তখন।
তুমি কার কে তোমার কার সেই ধন॥
একেবারে ব্যয় করি হয়ো না অধম।
পরিমিত ব্যয় কর সম্ভব যেমন॥
পরিমিত হ'লে হিত সব দিকে হয়।
কিছু নয় কিছু নয় ভাল কিছু নয়॥
জলাশয়ে জলাশয়ে যত জন আসে।
সরোবর জলদান করে অনায়াসে॥
যত দেয় তত বাড়ে নাহি পায় ক্ষয়।
অর্জ্জিত ধনের দানে ধন রক্ষা হয়॥
অহঙ্কার হতজ্ঞান জ্ঞান বলি তারে।
কত লোক এ জ্ঞানের জ্ঞানী হ'তে পারে॥
ক্ষমাশীল শূর যেই সেই শূর শূর।
ভূতলে এমন শূর দেখিনে প্রচুর॥
হাজারের মাঝে যদি একজন পাই।
সাধু সাধু সাধু তারে সাধু বলি ভাই॥
দানেতে নিযুক্ত ধন ধন বলি তারে।
এমন দুর্লভ ধন কোথা এ সংসারে॥
যেখানে এরূপ হয় কর্ম্মের ব্যাভার।
সাধু সাধু সেই স্থান ধর্ম্মের আগার॥
বিদ্যালয় ছায়া ছাত্র আর জলাশয়।
ঔষধ আলয় আর অতিথি-আলয়॥
স্থান বিবেচনা করি সুপথ প্রদান।
নদ নদী বিশেষেতে সেতুর নির্ম্মাণ॥
এ প্রকার উপকার কব আর কত।
সাধারণ হিতকর কার্য্য আছে যত॥
এ সব নির্ব্বাহ হেতু উদার হইয়া।
যিনি দেন মূলধন স্থাপিত করিয়া।

তাঁহাকে নরেশ বলি নরের প্রধান।
পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে নাহি দয়াবান্॥
প্রিয়বাক্যে দান করা সেই দান দান।
শতগুণে বাড়ে তায় দাতার সম্মান॥
বাঁকা মুখে অহঙ্কারে করি কিছু দান।
কুবচনে গ্রহীতার করে অপমান॥
ভস্মেতে আহুতি দান যেমন বিফল।
অবিকল সেইরূপ সে দানের ফল॥
অতএব ভাই সব করি প্রণিধান।
যথাক্রমে দেহযাত্রা কর সমাধান॥

———

ভারতভূমির দুর্দ্দশা

ভারতের দশা হেরি বিদরে হৃদয়।
জননী দুর্ভাগ্যে যথা তাপিত তনয়॥
মনে হ'লে প্রাচীন সুখের সুসময়।
অসম্ভব বলি কভু প্রত্যয় না হয়॥
কিরূপেতে বিজাতীয় রাজা রাহু আসি।
সুখরূপ শশধরে আহারিল গ্রাসি॥
বেদরূপ সুধাভাণ্ড লয় হলো ক্রমে।
মানুষ মানসফল মোহ আর ভ্রমে॥
ললিত মালতী লতা ভারতের ভাষা।
কটুতা কীটের যাহে নিতি মিলে বাসা॥
কবিতা-কুসুম-কলি ফুটেছিল কত।
সাহিত্য-স্বরূপ মধু পূর্ণ অবিরত॥
অলঙ্কার পত্রপুঞ্জ লালিত্য পরাগ।
বর্ণরূপ বর্ণ তার সুবিচিত্র রাগ॥
শাস্ত্ররূপ ফল এক ধরেছিল তায়।
ভক্ষণেতে চতুর্ব্বর্গ ফল যাহে পায়॥
বেদবিধি রসভার অপরূপ ভাণ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হত তার যেই করে পান॥
অগ্নিহোত্র আদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া।
কোথা ক্ষুধা কোথা তৃষ্ণা এ সব আশ্রিয়া॥
বিজ্ঞানস্বরূপ বীজ ছিল সেই ফলে।
অসংখ্য লতিকা যাহে জন্মিতা বিরলে॥
এমন সুখের লতা আশ্রয় বিহনে।
দিন দিন ম্রিয়মাণা দুঃখের কারণে॥
হায় হায় সত্যাশ্রয়ী মানুষ কোথায়।
অসত্য হইল সত্য মিথ্যার প্রভায়॥
অবিদ্যায় অবসন্ন মানবের মন।
অবিবেকী অবিনয়া আদরভাজন॥
প্রসন্নতা-প্রবাহ প্রণয় সাধুজনে।
প্রবোধ প্রভাব কভু নাহি হয় মনে॥
প্রদীপের দীপ্তিরূপ প্রপঞ্চ আমোদে।
মুগ্ধ মন মধুকর প্রমদা-প্রমোদে॥
প্রদ্যুম্ন প্রবল অতি প্রসক্তি প্রসঙ্গ।
প্রশ্রয় পাইয়া সদা দগ্ধ করে অঙ্গ॥
রাগে অনুরাগ হত রসাল রসনা।
নয়নে নয়ন করে আগুনের কোপা॥
গরল মিশ্রিত তাহে মুখের বচন।
ক্ষমা শান্তি আদি হয় যাহাতে নিধন॥
কটাক্ষের শরে করে সকলে অস্থির।
প্রচণ্ড সমীরে যেন সরোবর নীর॥
ললিত হয়েছে পুনঃ লোভরূপ ফাঁস।
পরায় মনের গলে বাসনা-বাতাস॥
পরদারা পরধন হরণে ব্যাকুল।
বিহ্বল লালসা মদে সদা স্থূলে ভুল॥
মোহ-মেঘ ক'রে আছে বিবেক আচ্ছন্ন।
চেতনা চন্দ্রিকা যাহে গুপ্ত প্রতিপন্ন॥
দারাসুত সহ সমাবেশ সর্ব্বক্ষণ।
চিত্তের কমলে মায়া হয় সঞ্চারণ॥
মদেতে প্রমত্ত মন বিপদ্ ঘটায়।
পরের সম্পদে সদা কাতর করায়॥
ঈর্ষ্যা হিংসা দ্বেষ মদে পূর্ণ এই দেশ।
সকলে সমান নাই ইতর-বিশেষ॥
গরিমা-গরলে গেল গুণের গৌরব।
আপনি কৈবল্যধাম অপর রৌরব॥
এইরূপ ষড়রিপু নিবারিত নহে।
সোনার ভারতভূমি ভস্ম করি দহে॥
যত লোক অলসে অবশ কলেবর।
দরিদ্র পরের ছিদ্র সন্ধানে তৎপর॥
নাহি মাত্র ঐক্য সখ্যভাবের সঞ্চার।
হীন ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম গুপ্ত সবাকার॥
কুকর্ম্মেতে শূন্য হয় ধনের ভাণ্ডার।
সুকর্ম্মে মুদিত হস্ত কমল-আকার॥
কোনমতে বৃদ্ধি যাহে হয় স্বীয় গর্ব্ব।
করেন বিবিধ পর্ব্ব শ্রাদ্ধ আদি সর্ব্ব॥
কিরূপ পাতক-বৃদ্ধি উৎসবের দিনে।
লিখিতে লেখনী যায় লজ্জার অধীনে॥

হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হেতু যে হয় উদ্যোগ।
বালির সেতুর প্রায় সেই কর্ম্মভোগ ॥
ধর্ম্ম-রক্ষা হেতু এক বিদ্যালয় আছে।
কত দিন প্রদেশ অস্থির হইয়াছে ॥
অবশেষে ধনাভাবে হলো ছায়াবাজি।
বিপক্ষে দিতেছে গালি বলি ছুঁচোপাজি ॥
ধর্ম্ম-সভাপতি সবে ধর্ম্ম-অধিকারী।
কি কর্ম্ম করিছে যত উত্তরাধিকারী।
পিতা পৌত্তলিক পুত্র একেশ্বরবাদী।
নাম মাত্র মতাক্রান্ত সর্ব্বধর্ম্মবাদী ॥
হিন্দু নাম ইহাদের হয়েছে কেমন।
নামেতে বিহঙ্গ মাত্র মরাল যেমন ॥
ইঁহারা করেন ঘৃণা খৃষ্টিয়ানগণে।
কোকিল দোষেন যেন কাকের বরণে ॥
এরূপেতে পুণ্যভূমি হলো ছারখার।
বিভুর করুণা বিনা রক্ষা নাই আর ॥
ভাঁরতের দশা হেরি বিদরে হৃদয়।
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা তাপিত তনয় ॥

রজনীতে ভাগীরথী

আহা মরি তরঙ্গিণী কিবা শোভা ধরেছে।
রজতরঞ্জিত সাটী অঙ্গ বেড়ি পরেছে ॥
শূন্যপরে শশধরে হেমছটা ক্ষরিছে।
সুশীতল নিরমল কর দান করিছে ॥
তটিনী-তরঙ্গে তারা কত রঙ্গে খেলিছে।
পবন-হিল্লোলযোগে ঘন ঘন হেলিছে ॥
যেন কোন বিয়োগিনী নিদ্রাভরে রয়েছে।
স্বপ্নযোগে পতিলাভে প্রমোদিনী হয়েছে ॥
হাস্যবশে সুবদন ঝলমল করিছে।
থর থর কলেবর নিথর শিহরিছে ॥
দেখিয়া স্বভাব প্রিয়া নয়ন প্রকাশিছে।
দেখিয়া এ ভাব কিন্তু হৃদে লাজ বাসিছে ॥

সেতার

কোথায় সেতার তার কোথায় সেতার।
কোথায় সেতার কথা কি কহিব আর ॥
সেতার অনেক আছে সে তার ত নাই।
সেতার-বাদক বিনা সে তার কি পাই ॥
সেতার সে তার ছিল তারে তারে তার।
এখন সেতার লাগে কেবল বে-তার ॥
তারে দিব তারে হাত যদি পাই তারে।
নতুবা দুঃখের গীত কব তারে নারে ॥
সঙ্গীত পলায় ছুটে না পেয়ে সোহাগ।
রাগ তার সঙ্গে যায় প্রকাশিয়া রাগ ॥
মানের কে রাখে মান অভিমানে মরে।
তানা নানা সুরে তান তা না না না করে ॥
ভুমে পোড়ে কাঁদে ঢোল কে আর বাজায়।
কড়া হয়ে কড়া তার সকল বা যায় ॥
দউড় দউড় দেয় যুক্ত নয় সাজে।
হায় রে সে সাজ আর এখন কি সাজে ॥
তবে যে ঢোলের শব্দ স্থানে স্থানে বাজে।
ঢোল নয় গোল মাত্র সে কেবল বাজে ॥
মন্দিরে মন্দিরে পড়ি হইতেছে মাটী।
তাল হয়ে তালছাড়া সার হোল আঁটি ॥
বেহালা বেহাল হয়ে বেরাটোপে কথা।
ভন্ ভন্ স্বরে তায় রাগ ভাঁজে মশা ॥
তানপুরা আছে মাত্র তান পুরা নাই।
খরচ কে সাধে আর খরচ না পাই ॥
যোয়ারিসোয়ার ছাড়া মরে অভিমানে।
এখন কে আছে ফের ফের দেয় কানে ॥
জোয়ারির যোগে আর নাহি ক্ষরে মধু।
কাট বোয়ে কাট্ হয়ে ফেটে যায় কদু ॥

প্রভাতে পদ্ম

সহস্রকরের করে, কিবা শোভা সরোবরে,
সে রূপের নাহি অনুরূপ।
নলিনী ফেলিয়া বাস, বিস্তার করিয়া বাস,
প্রকাশ করিছে নিজ রূপ ॥
মাথার আঁচল খুলে, প্রিয়পানে মুখ তুলে,
হেসে হেসে কি খেলা খেলায়।
আহা কিবা মনোহর, দিবাকর দিয়া কর
স্নেহে তার বদন মুছায় ॥
নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে, হেঁটমুখে পড়ে বনে
মনে এই ভাবের আভাস।

কমলদলের তলে, রবি-ছবি জলে জলে,
বিদূরিত হতেছে বিলাস ॥
দলগুলি উঠো উঠো, মুখখানি ফোটো ফোটো,
ছোট ছোট কমলের কলি।
মধুকর দলে দলে, সেই কলি-দলে দলে,
রতি-রসে মাতে কুতূহলী ॥
মোহিত মধুর রসে, উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসে,
এক ছেড়ে ধরে গিয়ে আর।
মধুলোভী মধুব্রত, পাইয়াছে সদাব্রত,
লুটিতেছে মধুর ভাণ্ডার ॥

ফুল

একাবলি ছাঁদে তোমারে বলি।
শুন হে কোমল-কুসুম-কলি ॥
কোলেতে পাইয়ে নায়ক অলি।
ভুলেছ সকল রসেতে ঢলি ॥
জান না স্মরিতে লাবণ্য তব!
বিগত হইবে সৌরভ সব ॥
দল বাঁধিয়াছ খসিবে দল।
দলন করিবে চরণতল ॥
ও শোভা চপলা প্রকাশ পায়।
ক্ষণেকে উদয় ক্ষণেকে যায় ॥
যে রস কারণে গরব কর।
সে রস অচির বচন ধর ॥
প্রভাত-শিশিরে করিয়ে স্নান।
সমীরে করিছ সুগন্ধ দান ॥
সেই সমীরণ হরিয়ে প্রাণ।
করিবে তোমায় ধূলি সমান ॥
সাবধান হও আসিছে কাল।
লুটিবে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যজাল ॥

কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে

ফলে ইহা মিছে নয় কি হয় কি হয়।
কি হয় কি হয় কোর্টে সকলেই কয় ॥
বাদী প্রতিবাদী আদি সাক্ষী সমুদয়।
ভাবতেই মনে মনে পাইয়াছে ভয় ॥
চাহিয়া জজের মুখ সকলেই রয়।
কেহ বলে এই হবে কেহ বলে নয় ॥
এইরূপ গোলযোগ কলিকাতাময়।
কেহ বলে দুই পাঁচ কেহ বলে ছয় ॥
কেহ বলে তিন কাণা ছয় তিন নয়।
কেহ বলে গ্রহভোগ নয় কেন নয় ॥
কেহ বলে দেখা যাবে পনুজুড়ি পয়।
কেহ বলে চারদানা মন্দ অতিশয় ॥
কেহ বলে যুগ বাঁধা উপরেতে রয়।
তার কাছে কাঁচা পাকা সব হবে ক্ষয় ॥
কেহ বলে দান ফেলে ঘরে গেলে জয়।
কেহ বলে জয় জয় অজয় বিজয় ॥
কেহ বলে বৃথা বল বল হলো ক্ষয়।
ঘরে উঠে কেঁচে পাকা বড় শুভোদয় ॥
কেহ বলে কে বলিবে জয় পরাজয়।
যেখানেতে ধর্ম্ম আছে সেখানেই জয় ॥

শাস্ত্র এবং শিক্ষা-বিভ্রাট

ভাবভরা ভারতের যশোজলাশয়।
কালরবি করে করে শুষ্ক সমুদয় ॥
জলহীন মীন সম যত হিন্দুগণ।
জীবন জীবন করি হারায় জীবন ॥
তৃষায় হইয়া কৃশা যায় মাতৃভাষা।
পুনর্ব্বার নাহি আর বাঁচিবার আশা ॥
পণ্ডিতের মনে মনে বিষম বিলাপ।
একেবারে ঘুচিয়াছে শাস্ত্রের আলাপ ॥
বিদ্যা সব লোপ হয় চর্চ্চা নাই তার।
মণিহারা ফণী প্রায় ধ্বনি মাত্র সার ॥
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে।
কোনরূপে কেহ নাহি সমাদর করে ॥
ধর্ম্ম যায় কর্ম্ম সহ দেশ পরিহরি।
মর্ম্মভেদ মজে বেদ মিছে খেদ করি ॥
স্মৃতির বিস্মৃতি হেতু স্মৃতি হয় শেষ।
শ্রুতি আর শ্রুতিপথে করে না প্রবেশ ॥
কুতর্কের তর্ক উঠে তর্কের বিচারে।
ন্যায় হয়ে ন্যায় ছাড়া থাকিতে কি পারে?
তন্ত্রের স্বতন্ত্র তন্ত্র সে তন্ত্র কে জানে।
স্বতন্ত্রে কুতন্ত্র হলে তন্ত্র কেবা মানে ॥

কাব্যের অধীন হয়ে কাব্য হয় গত।
অলঙ্কার হইয়াছে অলঙ্কার-হত॥
ভারতে না রহে আর ভারতের বাস।
পুরাণ পুরাণ বলি করে উপহাস॥
কেবা চলে শাস্ত্রপথে সবাই অচল।
নাহি মন গীতায় কি তায় পাবে ফল॥
কেমনে দেখিবে পথ দৃষ্টি আছে কার।
একে সব ঘোর অন্ধ তাহে অন্ধকার॥
সিন্ধুভরা আছে সুধা দেখে না চাহিয়া।
জানায় সরল ভাব গরল খাইয়া॥
স্বেচ্ছাচার-মদে মত্ত দেশাচার হরে।
কূটভরা কালকূট সুধা জ্ঞান করে॥

ধন

মনোমুগ্ধ ধরাবাসী যত জীবগণ।
সদা ভাবে কোথা যাবে কোথা পাবে ধন॥
কিরূপে পাইবে টাকা তাই চিন্তা করে।
ভ্রমেও ভাবে না মনে বাঁচে কিংবা মরে॥
আপনার ভাল মন্দ কিছু নাহি বোঝে।
দিনরাত্রি এক ভাবে শুধু টাকা খোঁজে॥
ধনাগম-পিপাসায় প্রাণ যদি যায়।
নিরাশা-নদীর নীর তবু নাহি খায়॥
ধনের মহিমা সবে সদা গান করে।
কুকুর ঠাকুর হয় ধন পেলে পরে॥
বানরেতে বাবু হয় ধন হাতে পেলে।
মণি পেলে ফণী হন কুলীনের ছেলে॥
ধন যার আছে তার দোষে নাহি দোষ।
কোষ যত পূর্ণ হয় তত পরিতোষ॥
কুরূপ হইলে ধনী মদনের প্রায়।
স্বর্ণ তার স্বর্ণপ্রভা ব্যক্ত করে গায়॥
অপকর্ম্ম যত করে তত পায় যশ।
আশা-পাশে বদ্ধ হয়ে লোকে হয় বশ॥
ভবের ভীষণ ভাব যায় নাহি বোঝা।
কেবা সাধু কেবা চোর কেবা বাঁকা সোজা॥
কার শিরে পড়ে গিয়ে কার ভার বোঝা।
ফণী হয়ে দংশে কেবা কেবা হয় রোজা॥
কেবা করে অনুষ্ঠান কেবা করে যোগ।
কেবা করে আহরণ কেবা করে ভোগ॥
ভ্রমে ভুলে নাহি বুঝে বিয়োগ নীরোগ।
ভোগ হেতু যোগ বটে ফলে সেটা রোগ॥
রোগে আছে প্রতীকার ঔষধ প্রয়োগ।
এ রোগে ঔষধ মাত্র প্রাণের বিয়োগ॥
কে আর সাধন করে হয়ে রিপু-হারা।
পেলে ধন ছাড়ে বন তপোধন যারা॥
ধন ধন করি মন মত্ত সদা রয়।
মরণ নিকট অতি স্মরণ না হয়॥
ধন ধন ধন তুই ওরে বাপধন।
ধন আছে মনে বোধ হবে না নিধন॥
তৃষ্ণায় করুক বড় সমুদ্র শোষণ।
ধনতৃষ্ণা এক চোষে শোষে ত্রিভুবন॥
কোথা সেই জহ্নু মুনি কোথা তার পেট।
ধনতৃষী নিকটে করুক মাথা হেঁট॥
অর্থের ভিতরে অর্থ অনর্থের হেতু।
অসন্তোষ-সাগরের সেই মাত্র সেতু॥
তার পার যেতে আর নাহি পারে কেউ।
হেতু এই সেতু ফুঁড়ে উঠিতেছে ঢেউ॥
তৃষায় সুসার কর প্রাণপতি লোভ।
কিছুতেই তার আর মেটেনাকো ক্ষোভ॥
কুবেরের ধন যদি হস্তগত হয়।
তথাচ লোভের লোভ নিবারিত নয়॥
আরো বলে দেও দেও যত পার দিতে।
বিমুখ হব না আমি ত্রিভুবন নিতে॥
ওহে জীব ধনলোভে মোহিত হইলে।
এ ধন কোথায় রবে নিধন হইলে॥
নিধনের ধন যেই নিধনের ধন।
সে ধন সঞ্চয় কর ওরে বাছাধন।

সাধ

সাধের কি সাধ কিছু স্থির ভাব নয়।
সুসাধে কখন মনে বিষাদ উদয়॥
প্রথমে দেখিতে সাধ নাহি ছিল যারে।
এখন দেখিতে মন সদা চায় তারে॥
সাধনা করিয়ে তারে না পুরিল সাধ।
চারিদিকে শত্রুগণে সাধে কত বাদ॥
আমার সাধনা তার ধরিয়া চরণে।
তবু তো সাধের নাহি সাধ মেটে মনে॥

কেমন সাধের ভাব বুঝিতে না পারি।
ধন্য সাধ তোর গুণে যাই বলিহারি॥
মনের মানুষ দেখে কত সাধ বাড়ে।
না হেরিলে নিরাশায় আশা বাসা ছাড়ে॥
সাধের প্রভাবে যেই সুখের উদয়।
ক্রোধের কটাক্ষে তার জীবন সংশয়॥
মিলনের আগে যারে করিয়া যতন।
নানা ছলে কৌশলে তুষেছে সদা মন॥
হিম শীত সমীরণ তপনের কর।
বরষার জলধারা সহ্য নিরন্তর॥
পদে পদে বিপদে করিয়া নিবারণ।
ক্রমে ক্রমে কালক্রমে হইল মিলন॥
নব অনুরাগে সুখে যায় কিছুকাল।
শেষেতে ধরিল ক্রোধ বিক্রমে বিশাল॥
কোনমতে প্রেম-পথে কণ্টক অর্পণ।
করিবারে প্রতিক্ষণ সদা প্রতীক্ষণ॥
ক্রোধ অনুরোধে ফুরাইয়া গেল সাধ।
উপনীত হইল বিষম অপবাদ॥
যার লাগি দুঃখভোগী ছিল আগে মন।
এখন বিমুখ তারে বৃথা অকারণ॥
এমন সাধের সাধ নাহি দেখি আর।
পরিহার সাধের চরণে নমস্কার॥

বুলবুল্ পক্ষীর যুদ্ধ

যেরূপেতে হয়েছিল পক্ষীর সমর।
কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত তার লিখি অতঃপর॥
ধনীর প্রধান পক্ষী ভূপতির ছিল।
হুন্‌রির হাতে পোড়ে রণে ভঙ্গ দিল॥
ষাড়ের পালক তার করে তুলাধনা।
অধোমুখে রহে রাজ-পক্ষ যত জনা॥
সেই তাল গত সম শাঁসে যায় কাটা।
অনায়াসে তারে ছাড়ে কি বুকের পাটা॥
বাবুর বেতাল পক্ষী অতিশয় রোষে।
সে তালে বানারে তাল মুটি ক'রে চোষে॥
তাল ঠুকে এসে তাল সাত তাল খায়।
তালকাণা হলো শেষ বেতালের ঘায়॥
একে একে রাজাজীর ভাল পাখী সব।
বাবুর পাখীর কাছে হলো পরাভব॥
অপর পক্ষীর কথা কি কহিব আর।
সমর করিল যেন অমর-কুমার॥
হায় হায় কি লিখিব দে'খে হয় দয়া।
সপ্তমী না হতে হতে হইল বিজয়া॥
বাবুর দুধের শিশু গোটা দুই নয়া।
করিয়াছে নৃপতির কুরুচের গয়া॥
টাইম্ বাড়াতে ছিল বাসনা রাজার।
পূর্ব্বের নিয়ম রক্ষা করা হলো ভার॥
নিজ পাখী সকলের দেখিয়া সঙ্কট।
দেড় ঘণ্টা আগে রাজা দিলেন চম্পট।
বসনে ঢাকেন মুখ চক্ষে বহে নীর॥
জুতা ফেলে ভিড় ঠেলে হলেন বাহির॥
সহায় তাঁহার পক্ষে এসেছিল যারা।
দুঃখ পেয়ে তারা সব বলবুদ্ধি-হারা॥
ছোঁড়া বুড়া গোঁড়াগুলো ফেবাতাড়া খেয়ে।
শিরে করে করাঘাত মনস্তাপ পেয়ে॥
কেহ বা নয়নজলে ভিজাইল মাটী।
কেহ কারে বুঝাইয়া লয়ে যায় বাটী॥
বার বার তিনবার তাহে নাহি খেদ।
অবশ্য ভূপতি শেষ পড়িবেন বেদ॥

গগন-গুরু

ওহে জীবগণ, জগতে ভ্রমণ,
করিয়া কি লাভ কর।
মিছা ফেরে ফের, নাহি পাও টের,
কে আপন কেবা পর॥
কারে আমি কও, তুমি আমি নও,
যে আমি সে দেহ নয়।
নাহি জেনে সার আমার আমার,
অভিমানে জীব কয়॥
এই কলেবর, নহে স্থিরতর,
ক্ষণে যায় ক্ষণে আসে।
পর বিভু যেই, অবিনাশী সেই,
নাহি নাশ দেহ-নাশে॥
যেমন আকাশ, সর্ব্বজনে বাস,
ভিতরে বাহিরে করে।
সকলেরি সহ, সম্বন্ধ বিরহ,
কিন্তু আছে চরাচরে॥

ঘটে ঘটাকাশ, গৃহে গৃহাকাশ,
স্বভাবতঃ মহাকাশ।
আত্মা সেইরূপ, হয়ে নানারূপ,
ব্রহ্ম হ'লে রূপ নাশ॥
কখন গগনে, আসি মেঘগণে,
আচ্ছাদিত করে তায়।
তাহে রবিকর, অতি মনোহর,
নানারূপ দেখা যায়॥
ফলে সেই ভাসে না ভাসে আকাশে
রূপ ধরে জলধরে।
বিমল গগন, যেমন তেমন,
সমভাবে ভাব ধরে॥
যেরূপ আকাশ, সহজ প্রকাশ,
নাহি ছোঁয় কভু কারে।
ঈশ্বর তেমন, দেহমাঝে রন,
নাহি ছোঁন তিনি তারে॥
এই কলেবর, হয় বহুতর,
সরু মোটা রাঙা কালো।
তাহে তিন কাল, বিশাল রসাল,
অতি মন্দ অতি ভালো॥
দেখ এ কি কল, ইহারা সকল,
আত্মারে ছুঁতে না পারে।
নিজে নিজ রূপ, অরূপ স্বরূপ,
বিরূপ কে করে তারে॥
সার প্রকরণ, শেখ প্রতিক্ষণ,
গগন-গুরুর কাছে।
ভেবে দেখ মনে, এ তিন ভুবনে
হেন গুরু কেবা আছে॥

মনপথিক

হাদে হে পথিক মন কোথা যাও একা॥
ভ্রমের গহন বনে পাবে কার দেখা॥
আত্মতত্ত্ব জ্ঞান-পথ যত্ন করি ধর।
সার তত্ত্ব পরিহরি কার তত্ত্ব কর॥
অনিত্য সংসার সব অনিত্য এ দেহ।
নিত্য নয় নিত্য নয় নিত্য নয় কেহ॥
সৃজন-সংহার-হীন নিরঞ্জন যেই।
তত্ত্বের অতীত নিত্য সত্যরূপ সেই॥
কুসুমে যেরূপ হয় গন্ধের সঞ্চার।
আত্মারূপে দেহে তিনি সেরূপ প্রকার॥
গো-রসে জন্মায় ঘৃত কর্ম্মযোগ নানা।
আত্মারূপ পরমব্রহ্ম তত্ত্বে যায় জানা॥
যদ্যপি বাসনা কর আপনার হিত।
আত্মীয়তা কর তবে আত্মার সহিত॥
ঘরের ভিতরে দীপ তম করে দূর।
অনায়াসে দৃষ্ট হয় সদানন্দপুর॥
মুক্ত কর শম দম যুগল নয়ন।
আত্মধামে পাবে তবে আত্মদরশন॥
ভাবের উদয় হয় প্রণয়ের মুখে।
সমূহ সন্তোষ সদা নৃত্য করে সুখে॥
কেবল আনন্দ করে মন অধিকার।
আপনি আপন বোধ নাহি থাকে আর॥
সেই মাত্র মনে জানে লভ্য যার হয়।
সুখময় ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিবার নয়॥
পক্ষিগণ দুই পক্ষ করিয়া বিস্তার।
গগনে বিশ্রাম করে যেরূপ প্রকার॥
বালকের যেইরূপ নিদ্রার প্রভাব।
যথার্থ জ্ঞানীর হয় সেইরূপ ভাব॥
তন্ত্রে বলে এই উক্তি যুক্তি-সিদ্ধ বটে।
সেই জানে সেই ভাব যার ঘটে ঘটে॥
তোমার যেমন ভাব ভাব সেই ভাবে।
অবশ্য ভাবের বলে ব্রহ্মপদ পাবে॥
যেমন তেমন হয় তর্কে নাই ফল।
জ্ঞানেরে করিয়া সঙ্গে নিত্য-পথে চল॥

শকুন্তলা

রাজা দুষ্মন্তের মৃগয়াগমন

পূর্ব্বকালে ছিলেন নৃপতি এক জন।
সুশীল সুধীর অতি পরম সুজন॥
পুরুবংশ-অবতংস পণ্ডিত ধীমান্।
শান্ত দান্ত নিতান্ত দুষ্মন্ত অভিধান॥
ধনেতে কুবের সম রূপেতে মদন।
তেজেতে তপন সদা প্রসন্নবদন॥
এক দিন সেই রাজা হয়ে কুতূহল।
চলিলেন মৃগয়ায় লয়ে দলবল॥
রথ রথী সারথি পদাতি বহুতর।
অশ্ব গজ সেনা সব কহিতে বিস্তর॥
প্রবেশ করিল গিয়া অরণ্য ভিতরে।
হেরিয়া কানন-শোভা মুনি-মন হরে॥
সম্মুখে হরিণ এক করে দরশন।
বধিতে তাহারে করে নিল শরাসন॥
বেগেতে চালায় রথ সারথি ধীমান্।
তার পিছে নৃপতি ধরিয়া ধনুর্ব্বাণ॥
জ্ঞান হয় যেন হয় কুরঙ্গ কারণ।
বাহুলতা বিস্তারিয়া করেন গমন॥
প্রাণভয়ে হরিণ পলায় বায়ুভরে।
ধবল কবল পড়ে ধরণী-উপরে॥
তীর, তারা, উল্কাপাত সম ছোটে হয়।
ক্ষণমাত্র আর কিছু দৃষ্টি নাহি হয়॥
নিকটে হেরিয়া মৃগ, ভূপতি তখন।
লক্ষ করিলেন তার বধিতে জীবন॥
হেনকালে আসি তথা তপস্বী দুজন।
হস্ত প্রসারণ করি করিল বারণ॥
"মহারাজ ক্ষান্ত হও সংবরহ বাণ।
আশ্রমের মৃগ এর নাহি বধ প্রাণ॥
অগ্নিতুল্য বাণ তব করিলে প্রহার।
তূলারাশি কুরঙ্গ, এ পুড়ে হবে ছার॥
কোথা বজ্রসম এই তোমার সায়ক।
কোথা মৃগ-তনু ওহে নৃপতিনায়ক॥
ভীরু-পরিত্রাণে তব বাণের সৃজন।
অপরাধ-দোষ-বিবর্জ্জিত সেই জন॥
তারে শর-সন্ধান তো উচিত না হয়।
কৃপা করি সংবরণ কর মহাশয়॥"
ঋষির বিনয় রাজা শুনিয়া তখন।
প্রণমিয়া করিলেন শর সংবরণ॥
নেহারিয়া হরষিত হইয়া তাপস।
কহিতে লাগিল কথা পরম সরস॥
"পুরুবংশ অতবংশ তুমি জ্ঞানবান।
বিদ্যা-বিনয়াদি সব গুণের নিধান॥"
হস্ত তুলি আশীর্ব্বাদ করিল দুজন।
'চক্রবর্ত্তী পুত্র তব হইবে রাজন্॥
অতঃপর প্রস্থান করিব, আছে ত্বরা।
যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণে, এসেছি আমরা॥
ওই দেখ, মালিনী নামেতে স্রোতস্বতী।
কুলগুরু কণ্ব হোথা করেন বসতি॥
অন্য প্রয়োজন যদি না থাকে তোমার।
তাঁহার আশ্রমে কর আতিথ্য স্বীকার॥'
তাহা শুনি জিজ্ঞাসা করিল নরপতি।
"কণ্বমুনি তথায় কি আছেন সম্প্রতি॥"
কহিলেন তাঁরা তবে হইয়া প্রসন্ন।
"সোমতীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছেন কণ্ব॥
কুলগুরু সকলের বসতি এ বনে।
রেখেছেন তনয়ারে অতিথি-সেবনে॥"
ভূপতি কহিল তবে করিয়া প্রণতি।
"তাঁরে গিয়া দরশন করিব সম্প্রতি॥
মহামুনি কণ্ব হন ভুবনে বিখ্যাত।
অবশ্য আমার শ্রদ্ধা হইবেন জ্ঞাত॥"
তাহা শুনি দুই মুনি আশীর্ব্বাদ করি।
কার্য্যসাধনেতে তবে করিল শ্রীহরি॥

রাজার তপোবনে প্রবেশ

(গীত)

নিকুঞ্জে চলেছ শ্যাম, প্যারী দরশনে।
পীতাম্বর দিয়া কটি, বেঁধেছ যতনে॥
অগুরু চন্দন অঙ্গে, শোভিছে পরম রঙ্গে,
হেরিতেছ চারিদিক্, চঞ্চল নয়নে।
বদন শরদরাকা, মস্তকে ময়ূর-পাখা,
ঈষৎ হেলয় তাহা মলয়-পবনে॥
মুখে মৃদু মৃদু হাসি, সঘনে বাজাও বাঁশী,
ব্রজপুরবাসী হয়, উদাসী শ্রবণে।
তুমি হে ত্রিভঙ্গ হরি, ভ্রম কত রঙ্গ করি,
চিনিতে তোমারে নাহি, পারে কোন জনে॥

অতঃপর নরবর পুলক অন্তরে।
প্রবেশ করিল গিয়া কানন-ভিতরে॥
সারথিরে সম্বোধিয়া কহিলেন ভূপ।
"দেখ হে সারথি এক অপরূপ রূপ॥
সম্মুখেতে তপোবন অতি সুশোভিত।
পরিচয় বিনা ইহা হয়েছি বিদিত॥
হিংসাহীন স্থান ইহা পবিত্র কানন।
মৃগগণ অভয়েতে করিছে ভ্রমণ॥
রথের ঘোষণ অতি ভীষণ শ্রবণে।
তথাচ কুরঙ্গচয় ভীত নয় মনে॥
কোটর হইতে কত শুকশিশুগণ।
তরুতলে ধান্যকণা করিছে ক্ষেপণ॥
হরিণশাবকে সুখে কুশরাশি খায়।
যজ্ঞধূমে হইয়াছে বৃক্ষ শ্যামকায়॥
হরিতকী, আমলকী বিভীতকী আর।
স্থলে স্থলে শিলাতলে করিছে বিহার॥"
ক্রমে ক্রমে পরিক্রম করি সেই স্থান।
উপনীত ভূপতি আশ্রম-সন্নিধান॥
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে সমীর।
চঞ্চল হয়েছে নীর তাহে সরনীর॥
তীরেতে তরঙ্গ তার তরুতলে লাগি।
পবিত্র করিছে বুঝি হয়ে অনুরাগী॥
কমল কুমুদ কত ইন্দিবর ফুটে।
মধুলোভে অলিগণ ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে॥
ডাহক ডাহুকী ডাকে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী সব হৃদয়রঞ্জন॥
রাজহংস হংসী ভাসে জলের হিল্লোলে।
বলাকা বিলাসে যেন কালমেঘকোলে॥
সরোবর-শোভা হেরি মোহিত ভূপতি।
সম্বোধিয়া কহিলেন সারথির প্রতি॥
"এই স্থানে রথ রাখ সারথি এখন।
পদব্রজে তপোবনে করিব গমন॥
ঋষির আশ্রমে যাব হইয়া বিনীত।
রথ-আরোহণ তাহে না হয় উচিত॥
সাবধানে রাখ তুমি অস্ত্র অলঙ্কার।
শর ধনু মুকুট কুণ্ডল মণিহার॥
যদবধি এই স্থানে নাহি আসি ফিরে।
তদবধি জল দেহ ঘোটক-শরীরে॥"
এই কথা বলি রাজা ত্যজি নিজ বেশ।
কণ্বের আশ্রমে গিয়া করিল প্রবেশ॥
গত মাত্র দেখিলেন যত সুলক্ষণ।
বাহুস্ফূর্ত্তি নৃত্য করে দক্ষিণ নয়ন॥
মনে মনে ভূপতি করেন আলোচনা।
কি লাভ হইবে নাহি হয় বিবেচনা॥
পরম পবিত্র ইহা ঋষির আশ্রম।
এখানেতে কি হেতু মনের ব্যতিক্রম॥
অথবা যা ভবিতব্য অবশ্য তা হবে।
ভবনে বা বনে তাহা সর্ব্বত্র সম্ভবে॥
এইরূপ নানারূপ চিন্তাকুল ভূপ।
বনশোভা, হেরিছেন অপরূপ রূপ॥
অদূরে তাহার ঋষিকুলবালাগণ।
তরুমূলে করিবারে সলিলসিঞ্চন॥
মৃন্ময় কলস কক্ষে করিয়া কামিনী।
আলসে অবশ তনু মরালগামিনী॥
ক্রমে ক্রমে করিলেন সেই দিকে গতি।
যেই দিকে বসি পুরুবংশ-নরপতি।
নিরখিয়া নৃপতি ভাবেন মনে মনে।
দুর্ল্লভ যেরূপ রূপ রাজার ভুবনে॥
ঋষির আশ্রমে তাহা হেরিবারে পাই।
বিধির কি বিধি হায় বলি হারি যাই॥
যথা উদ্যানের ফুলে লোকে যত্ন করে।
বনফুল সৌরভে গৌরব তার হরে॥
এত ভাবি ভূপতি বসিল সেই স্থলে।
নিবারিতে রবিকর তরুবরতলে॥

রাজার শকুন্তলা-দর্শন

(গীত)

যোগিনী সেজেছ রাধে, শ্যামের কারণ।
ধূলি ছলে অঙ্গে তব, বিভূতি লেপন।
চারু জটাজুট বেণী, যেন ভুজঙ্গিনীশ্রেণী,
কণ্ঠেতে মুকুতাপ্রায়, রুদ্রাক্ষ-ভূষণ।
বসন বাঘের ছাল, ফুলহার হাড়মাল,
বিরাজে হৃদয়মাঝে কিবা সুশোভন॥
হর নাম পরিহরি, মুখে কিন্তু হরি হরি,
বসিয়াছ সার করি বুঝি ধরাসন।
এ বেশ হরিয়া তব, কত শত মনোভব,
রতি-সহ সদা করে, আঁখি বরিষণ;

কণ্ব-কন্যা শকুন্তলা, নিন্দি রূপ ইন্দুকলা,
কমনীয় কক্ষেতে কলস।
অনসূয়া প্রিয়ংবদা, সঙ্গে দুই সখী সদা,
তিনজনে সমান বয়স॥
গজপতি-জিনি গতি, যেন রমা রম্ভা রতি,
বৃক্ষবাটিকাতে উপনীত।
মনে মহা কুতূহল, তরুমূলে দিতে জল,
করিলেক আরম্ভ ত্বরিত॥
হাসি অনসূয়া বলে, "ওলো সখি শকুন্তলে,
আমি বুঝিয়াছি ইহা সার।
তুমি যে কণ্বের মেয়ে, জ্ঞান হয় তোমা চেয়ে,
আশ্রমপাদপ প্রিয় তাঁর॥
নব মালিকার অণু, তোমার কোমল তনু,
অমল কমল লাজ পায়।
এ সব জানিয়া তিনি, করি বালা-তপস্বিনী,
রেখেছেন বৃক্ষের সেবায়॥"
শকুন্তলা শুনি কয়, "শুধু পিতৃ-আজ্ঞা নয়,
ইহাদের সেবার কারণ।
আশ্রমের তরু যত, হয় সহোদর মত,
সকলেতে স্নেহের ভাজন।"
প্রিয়ংবদা কহে পুন, "সখি শকুন্তলা শুন,
এই দেখ যত তরুকুল।
নিদাঘের আগমনে, গিরি বন উপবনে,
এ সব প্রসব করে ফুল॥
ইহাদের জল-দান, হইয়াছে সমাধান,
অতঃপর স্থানান্তর গিয়া।
কুসুম সকল পাত, করেছে যে বৃক্ষজাত,
আসি তারে সলিল সিঞ্চিয়া॥
যদ্যপি না পাই ফুল, কে চাহে তাহার মূল,
তাহে কিছু প্রয়োজন নাই।
স্বার্থহীন যেই কর্ম্ম, সে হয় পরম ধর্ম্ম,
সাধু মুখে শুনিবারে পাই॥"
নিকটে দুষ্মন্ত ভূপ, নয়নে নিরখি রূপ,
মনে মনে মানি চমৎকার।
করিছেন আলোচনা, বুঝি এই সুলোচনা,
শকুন্তলা ললনার সার॥
এমন শরীর মাঝে, বল্কল কি কভু সাজে?
কেমন কঠিন কণ্ব হায়!
বসন ভূষণ বিনা, তথাপিও এ নবীনা,
স্বভাব প্রভাবে শোভা পায়॥
কমল শৈবাল সঙ্গে, শোভা পায় যেন রঙ্গে,
শশাঙ্কে কলঙ্ক শোভমান।
সেইরূপ এই বালা, রূপে দিক্ করে আলা,
তথাপি বল্কল পরিধান॥
স্বভাবে সুন্দর যারা, বিনা অলঙ্কারে তারা,
কি না ভূষণের [illegible] ধরে।
যথা এই ললনার, নাহি কিছু উপমার,
তবু অঙ্গে বনফুল পরে
এ দিকে কণ্বের কন্যা, কামিনীর অগ্রগণ্যা,
করিতেছে সলিল সিঞ্চন।
কৌতুককলাপ ছলে, সখী সম্বোধনে বলে,
"সহচরি, কর দরশন॥
সুধীর সমীরভরে, সহকার তরুবরে,
সঞ্চালন করিছে শাখায়।
অনুমান হয় হেন, অঙ্গুলি সঙ্কেতে যেন,
নিকটেতে ডাকিছে আমায়।"
শকুন্তলা এত বলি, দ্রুতগতি গেল চলি,
সহকার তরুবর তলে।
প্রিয়ংবদা নিরখিয়া, শকুন্তলা সম্বোধিয়া,
পরিহাস করি তবে বলে॥
"তোমারে হেরিয়া সই, সহকার তরু ওই,
মুকুলতা সহিত মিলিল।
যেও না এখন কোথা, ক্ষণেক দাঁড়ায়ে হোথা,
দেখি কি শোভা হইল॥

সঙ্গিনীর পরিহাসে, শকুন্তলা মৃদু হাসে,
বলে "সখি, তুমি প্রিয়ংবদা।
মুখে প্রিয় সম্ভাষণ, রূপ প্রিয় দরশন,
প্রিয়ালাপে কাল হর সদা।"

সখীগণের সহিত শকুন্তলার কথোপকথন

(গীত)

ভেব না শ্রীমতী, শ্যাম আসিবে নিকুঞ্জবনে।
রাধা-প্রেমে বাঁধা হরি, জানে ইহা ত্রিভুবনে॥
মুখে সদা জপে রাধা, রাধা শ্যামাঙ্গের আধা,
দেখিতে রাধার কোন, বাধা নাহি মান মনে॥

ভূপতি শ্রবণ করি, প্রিয়ংবদা বাণী।
মনে মনে অতিশয় পরিতোষ মানি॥
বলিলেন 'প্রিয়ংবদা ভাল বলিয়াছে।
শকুন্তলারূপ তরু শোভা করিয়াছে॥
নবীন পল্লব সম, অধর সুন্দর।
যৌবনকুসুম তাহে, অতি মনোহর॥
ব্যাপিয়াছে শরীরের সমুদয় স্থল।
হেরি মন মধুকর, বিষম চঞ্চল॥
শকুন্তলা সম্বোধিয়া, অনসূয়া বলে।
"নব-মালিকার রূপ হের শকুন্তলে॥
স্বয়ংবরা হয়ে যেন, করি পরিণয়।
সহকার তরুবরে করেছে আশ্রয়॥"
শকুন্তলা গেল নব-মল্লিকার পাশ।
নয়নে নিরখি রূপ হৃদয়ে উল্লাস॥
ডাকিয়া বলিল, "সখি, কর দরশন॥
ফুল-ফলে হইয়াছে এরা সুশোভন॥"
প্রিয়ংবদা হাসি অনসূয়া প্রতি কয়।
"মালিকারে শকুন্তলা, কি হেতু সদয়॥"
সে কহিল "আমার, বুদ্ধিতে নাহি আসে।
কেন শকুন্তলা এরে, এত ভালবাসে॥"
প্রিয়ংবদা বলে তবে "বলি শুন সই!
শকুন্তলা সখীর মনের কথা কই॥
বিরহে না রহে তার সুস্থির পরাণ।
মনে মনে শকুন্তলা করে অনুমান॥
মালিকা পেয়েছে যথা মনোমত পতি।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় হয় আমার তেমতি॥
এই হেতু উহাতে এরূপ প্রণয়িনী।
রেখেছে উহার নাম কাননতোষিণী॥"
শকুন্তলা বলে, "তাহা নহে কদাচন।
ইহা শুধু তোমার মনের আকিঞ্চন॥"
নিকটে মাধবীলতা হেরিয়া নয়নে।
শকুন্তলা পুনঃ বলে সখী সম্বোধনে॥
"মাধবীলতায় নব হয়েছে মুকুল।
জ্ঞান হয় অবিলম্বে ফুটিবেক ফুল।"
প্রিয়ংবদা বলে তবে করিয়া প্রকট।
"তোমার হয়েছে সই বিবাহ নিকট॥"
শকুন্তলা শুনি তবে বলিল তখন।
"এ সব তোমার সখি প্রলাপ-বচন॥"
প্রিয়ংবদা বলে, "সখি, এ কথা স্বরূপ।
তাত কণ্ব-মুখেতে শুনেছি এইরূপ॥
মাধবীলতায় যবে হইবে মুকুল।
ফুটিবে তখন তোর বিবাহের ফুল॥"
অনসূয়া হাসিয়া বলিল তার পর।
"মাধবীলতার তাই এত সমাদর॥"
শকুন্তলা বলে, "সখি, তাহা কভু নয়।
আমার মাধবীলতা ছোট-বুন হয়॥
ভালবাসি আমি এরে তাহার কারণ।
তোমরা আবার বল এ কথা কেমন॥"

শকুন্তলার বৃক্ষে জলসেচন

শকুন্তলা পরে, পুলক অন্তরে,
আরম্ভিল দিতে জল।
কক্ষেতে কলস, যৌবনে অলস,
তনু কটি সুবিমল॥
মাধবীলতায়, আছয়ে যথায়,
চলিল তথায় বালা।
রূপের নিধান, বল্‌কল পিধান,
গলে বনফুলমালা॥
বৃক্ষে জলসেক, করিবারে এক,
লেগেছিল অলি গায়।
অমনি ভ্রমর, উড়িয়া সত্বর,
শকুন্তলা প্রতি ধায়॥
বদনমণ্ডল, প্রফুল্ল কমল,
হইল তাহার জ্ঞান।

করিয়া ঝঙ্কার, ধায় দুরাচার,
করিবারে মধুপান ॥
শকুন্তলা তারে, হস্তে বারে বারে,
করিতেছে নিবারণ।
তথাপি দুর্জ্জন, করিয়া তর্জ্জন,
করে প্রায় আক্রমণ ॥
হেরি শকুন্তলা, হইয়া উতলা,
উচ্চস্বরে ডাকি কহে।
"ওলো সহচরি, এসো ত্বরা করি,
যন্ত্রণা আর না সহে ॥
এক মধুকর, বিষম বর্ব্বর,
ধাইয়া আমার প্রতি।
করিছে পীড়ন, না মানে বারণ,
রক্ষা কর শীঘ্রগতি ॥"
তবে দুই সখী, সেরূপ নিরখি,
হাসি বলে "শুন সই।
রাখিতে তোমারে, অন্য নাহি পারে,
দুষ্মন্ত ভূপতি বই ॥"
সভয় হৃদয়, ধনী করদ্বয়,
দিয়া নিবারণ করে।
বলে "আরে মর, তবু যে ভ্রমর,
আসে গুণ্ গুণ্ স্বরে ॥"
শকুন্তলা পরে, সকরুণ স্বরে,
বলে "সখি রাখ প্রাণ।"
তবু তারা হাসে, বলে মৃদু ভাষে,
"দুষ্মন্তে করহ ধ্যান ॥"
ভূপতি তখন, করিয়া শ্রবণ,
করিলেন অনুমান।
এই সুযোগেতে, গিয়া নিকটেতে,
করি পরিচয় দান ॥
কিন্তু আমি ভূপ, বচন এরূপ,
বলিতে বাসনা নয়।
অমাত্য রাজার, অন্য কিছু আর,
বলি দিব পরিচয় ॥
এত ভাবি মনে, সত্বর-গমনে,
তাদের সম্মুখে গিয়া।
গম্ভীর বচনে, কন্যা তিন জনে,
কহিলেন সম্বোধিয়া ॥
"দুষ্মন্ত ভূপাল, দুরাত্মার কাল,
থাকিতে অবনীপুরে।
হেন কে দুর্ম্মতি, ঋষি-কন্যা প্রতি,
অহিত আচার করে ॥"
কন্যা তিন জনে, যুবক রাজনে,
চকিত-নয়নে দেখি।
বিস্ময় অন্তর, সংবরে অম্বর,
চিন্তা করে সবে এ কি ॥
ক্ষণেক বিলম্বে, ধৈর্য্য অবলম্বে,
প্রিয়ংবদা সুবদনা।
বলে "মহাশয়, হেন কিছু নয়,
বড় কোন কুঘটনা ॥
মধুপানে পুষ্ট, অলি এক দুষ্ট,
করে আসি আক্রমণ।
তাহাকে নিরখি, আমাদের সখী,
হয়েছিল ভীতমন ॥"
প্রিয়ংবদা বলে, "সখি শকুন্তলে,
অর্ঘ্যপাত্র এস লয়ে।
অতিথি-সেবনে, আছহ এ বনে,
পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ব'য়ে ॥"
অনসূয়া কহে, "উচিত এ নহে,
বসো তুমি মহাশয়।
সন্তাপ সংহার, শ্রান্তি দূর কর,
রবিপ্রভা অতিশয় ॥"
ভূপতি তখন, করি সম্বোধন,
কহিলেন কন্যাগণে।
"ত্যজ জলসেক, হেথা মুহূর্ত্তেক,
এস দেখি তিন জনে ॥"
রাজার বচন, করিয়া শ্রবণ,
আসিয়া কামিনীগণ।
বসিয়া তথায়, প্রণয়িনী প্রায়,
আরম্ভিল আলাপন।

(গীত)

ওই দাঁড়ায়ে কে বাঁকা ত্রিভঙ্গ।
হেরে হানিছে খর শর অনঙ্গ ॥
আহা এ কি অপরূপ, শশধর রসকূপ,
যৌবন-জলধি রূপ তাহে রূপ-তরঙ্গ।
সফরী আমার হিয়া, তাহাতে পশিল গিয়া,
আসিবে কি সে ফিরিয়া হইতেছে আতঙ্ক।

মোহন মুরলীরবে, বল কেবা গৃহে রবে,
যা হবার তাই হবে হেরিব সে শ্রীঅঙ্গ।
যায় যাবে কুল মান, কিবা তার পরিমাণ,
ইথে নাহি করি মান, কোথা তার প্রসঙ্গ।

ভূপতির কাছে বসি কন্যা তিন জন।
আরম্ভ করিল তবে ইষ্ট আলাপন॥
শকুন্তলা-রূপরাশি হেরিয়া রাজার।
হৃদয়ে উদয় আসি মদনবিকার॥
মনে মনে এইরূপ ভাবিল তখন।
পরম পবিত্র এই ঋষির কানন॥
এখানে আমার দশা কি হেতু এমন।
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ॥
এ বা কে বা কোন্ জাতি কোথায় নিবাস।
জানিবারে হয়েছে হৃদয়ে অভিলাষ॥
ভূপতি কহেন কথা করিয়া সম্ভ্রম।
"তিন জন তোমরা সমান বয়ঃক্রম॥
এই হেতু তোমাদের প্রণয় এমন।
সুবর্ণে সুবর্ণে যেন হয়েছে মিলন॥"
অনসূয়া প্রিয়ংবদা কহে পরস্পর।
"এরূপ পুরুষ নহে নয়নগোচর॥
যাহা হউক হৃদয়ে হয়েছে কুতূহল।
জিজ্ঞাসহ পরিচয় বিলম্বে কি ফল॥"
অনসূয়া বলে, "ওহে! পুরুষ-রতন।
কি নাম তোমার বল কোথা নিকেতন॥
অনুভবে বুঝি হবে কোন নৃপবর।
কোন্ দেশ করিয়াছ বিরহে কাতর॥
কোমল-শরীর তুমি অতি সুকুমার।
পর্য্যটন পরিশ্রম কি হেতু স্বীকার॥"
শুনিয়া ভূপতি হন চিন্তিত-হৃদয়।
কি বলিয়া ইহাদের দিব পরিচয়॥
কি প্রকারে আপনারে করিব গোপন।
কিঞ্চিৎ ভাবিয়া তবে বলেন তখন॥
"দুষ্মন্ত রাজার আমি মন্ত্রীর প্রধান।
আসিয়াছি দেখিবারে এই পুণ্যস্থান॥"
শুনিয়া ঈষৎ হাসি অনসূয়া কয়।
"ঋষিদের ইহা বড় ভাগ্য মহাশয়॥
দেখিতেছি আপনারে সর্ব্বগুণান্বিত।
আপনারে পেয়ে তাঁরা হইবেন প্রীত॥"
এইরূপ উভয়ে হতেছে আলাপন।
অনসূয়া সখী আর দুষ্মন্ত রাজন্॥
শকুন্তলা লাবণ্য নিরখি নৃপবর
হৃদয়ে হানিল তাঁর অনঙ্গের শর॥
ভূপতির রূপ তবে হেরি শকুন্তলা।
রতিপতি-বাণে অতি হইল উতলা॥
উভয়ে মোহিত হয়ে উভয়ের রূপে।
উভয়ে মগন মন মদনের কূপে॥
অনসূয়া প্রিয়ংবদা উভয়ে তখন।
বুঝিতে পারিয়া সেই উভয়ের মন॥
গোপনে কহিল তবে শকুন্তলা প্রতি।
"তাত কণ্ব উপস্থিত থাকিলে সংপ্রতি॥
যে কিছু সম্ভব তাঁর করিয়া প্রদান।
রক্ষা করিতেন এই অতিথির মান॥"
শকুন্তলা তাহাদের শুনিয়া বচন।
কাল্পনিক কোপ করি বলিল তখন॥
"তোদের কথায় আমি নাহি দিব কান।
এ স্থান হইতে করি স্বস্থানে প্রস্থান॥"
শকুন্তলা বৃত্তান্ত জানিতে সবিশেষ।
কুতূহলী হয়ে তবে দুষ্মন্ত নরেশ॥
কহিতে লাগিল ভূপ সখী সম্বোধনে।
"জিজ্ঞাসিতে কোন কথা ইচ্ছা হয় মনে॥"
অনসূয়া বলে, "ইহা অনুগ্রহ অতি।
জিজ্ঞাসা করুন হয়ে অসঙ্কোচমতি॥"
রাজা কন, "কণ্ব কৌমারেতে ব্রহ্মচারী।
জনম অবধি কভু নাহি তাঁর নারী॥
কিন্তু তোমাদের সখী তনয়া তাঁহার।
এই হেতু হইয়াছে সন্দেহ আমার॥
ইহার বিশেষ যদি বুঝাও আমায়।
শ্রবণেতে আমার সংশয় তবে যায়॥"
ভূপতির এইমত শুনিয়া বিনয়।
অনসূয়া শকুন্তলা-জন্মকথা কয়॥

শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত।

সুললিত সুধারবে, অনসূয়া বলে তবে,
"নিবেদন কর অবধান।
লোকমুখে কথা শুনি, বিশ্বামিত্র নামে মুনি
হইলেন তপস্বিপ্রধান

ইন্দ্রের হইল ভয়, কি জানি ইন্দ্রত্ব লয়,
কেন মুনি হেন তপ করে।
এত ভাবি সুরপতি, চিন্তিত হইয়া অতি,
যুক্তি করি লইয়া অমরে॥
পাঠাইল মেনকারে, ধ্যান ভঙ্গ করিবারে,
মেনকা আইল ধরাপর।
গোমতী নদীর তীরে, উপনীত ধীরে ধীরে,
যথা বিশ্বামিত্র ঋষিবর॥
মদনে সহায় করি, মোহিনী মুরতি ধরি,
পাতিল বিষম মায়াজাল।
বসন্ত সামন্ত লয়ে, তথা এল দ্রুত হয়ে,
করতলে খর করবাল॥
ফুটিল যতেক ফুল, ছুটিল ভ্রমরাকুল,
উঠিল সমীর সুশীতল।
কুটিল কামের বাণ, টুটিল বিরহি-প্রাণ,
লুটিল লোকের বুদ্ধি-বল॥
ডালে বসি পিকবরে, কুহুস্বরে গান করে,
গুণ গুণ গুঞ্জরিছে অলি।
মন্দ মন্দ গন্ধবহে, সুমধুর গন্ধ বহে,
বিকসিত কুসুমের কলি॥
শশীর শীতল কর, অতিশয় সুখকর,
স্পর্শে করে হর্ষের বিধান।
সংযোগীর মহাসুখ, হেরি প্রিয়জনমুখ,
বিয়োগীর বিয়োগে পরাণ॥
নিশির কি কব শোভা, ঋষির মানসে লোভা,
শিশির অমিয় বরিষণ।
মেনকা এমন কালে, বিস্তারিল মায়াজালে,
ধরিতে মুনির মীন-মন॥
পবন সঘন বহে, অঙ্গে না বসন রহে,
দূরে গিয়া অন্তরে পড়িল।
আকুল হইয়া প্রায়, দুকূল ধরিতে ধায়,
মুনিবর নয়নে হেরিল॥
হেনকালে পঞ্চশর, পেয়ে নিজ অবসর,
প্রহার করিল ফুলশর।
বিষম ব্যথিত অঙ্গ, সমাধি করিয়া ভঙ্গ,
অনঙ্গে মাতিল ঋষিবর॥
যোগে দিয়া জলাঞ্জলি, হয়ে মহা কুতুহলী,
মেনকারে করেন বিহার।
এইরূপে ক্রমে ক্রমে, পড়িয়া সংসারভ্রমে,
ব্রহ্ম-অনুষ্ঠান নাহি আর॥
সম্ভোগেতে কত কাল, করিলেন গত কাল,
মেনকা হইল গর্ভবতী।
পূর্ণ হলো দশ মাস, পূর্ণ করি অভিলাষ,
প্রসবিলা কন্যা রূপবতী॥
স্বকার্য্য সাধন করি, অপ্সরী স্বরূপ ধরি,
সুরপুরী করিল প্রস্থান।
অরণ্যে রহিল কন্যে, এক নিমিষের জন্যে,
না হেরিল এমনি পাষাণ॥
নাহি তথা নারী নর, হিংস্র জন্তু বহুতর,
একাকিনী রহিয়াছে পড়ি।
সদ্যই প্রসূতা বালা, রূপে বন করে আলা,
সেইখানে যায় গড়াগড়ি॥
দৈবের কিরূপ গতি, ফলত বিচিত্র অতি,
তথা এক শকুন্ত আসিয়া।
রক্ষে করে বক্ষে নিয়া, পক্ষ দিয়া আচ্ছাদিয়া,
যেন নিজ সন্তান ভাবিয়া॥
তাত কণ্ব সেই বনে, ফল মূল অন্বেষণে,
দৈবযোগে বুঝি গিয়াছিল।
দেখি সদ্য প্রসূতায়, গৃহে আনি এ সুতায়,
বহু যত্নে পালন করিল॥
মেনকা সখীর মাতা, কণ্ব মহামুনি পাতা,
পিতা বিশ্বামিত্র তপোধন।

প্রিয়ংবদার সহিত রাজার কথোপকথন

শকুন্তলা-জন্ম-কথা ভূপতি শুনিয়া।
কহিল বচন তবে ঈষৎ হাসিয়া॥
"যে কথা বলিলে তুমি এ কথা নিশ্চয়।
মানবীতে এত রূপ সম্ভব কি হয়॥
রত্নাকর বিনা রত্ন কে করে প্রসব।
শশধরে ধরাধরে না হয় সম্ভব॥"
ভূপতির এই কথা করিয়া শ্রবণ।
শকুন্তলা লাজে হেঁট করিল বদন॥
ঈষৎ হাসিয়া পুনঃ প্রিয়ম্বদা কয়।
"আর কি জিজ্ঞাসা করিবেন মহাশয়॥"
ভূপতি বলেন, "যদি পাইলাম আশা।
আর এক কথা তবে করিব জিজ্ঞাসা॥

তোমাদের সখী কি হইয়া তপস্বিনী।
হরিণীগণের সঙ্গে, হবেন হরিণী॥
অথবা যাবৎ নাহি, হইবে বিবাহ।
করিবেন ব্রত, তপ, নিয়ম নির্ব্বাহ॥"
প্রিয়ংবদা বলে তবে, "শুন মহাশয়।
তাত কণ্ব করেছেন, প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়॥
অনুরূপ পাত্র না হইলে সংঘটন।
শকুন্তলা বিভা না দিবেন কদাচন॥"
শুনিয়া ভূপতি অতি, প্রফুল্ল-হৃদয়।
মনে মনে এইরূপ, করিল নিশ্চয়॥
যে ভয় সংশয় ছিল, তাহা হ'লো দূর।
শকুন্তলাতে যত্ন করিব প্রচুর॥
ভাবিয়াছিলাম যারে অনন্ত অনল।
এখন হইল সেই রতন শীতল॥
শকুন্তলা শুনি সব, সখীর বচন।
কাল্পনিক ক্রোধ করি, কহিছে তখন॥
"এ স্থান হইতে শীঘ্র, করিয়া প্রস্থান।
স্বস্থানে যাইয়া তবে, করি অবস্থান॥
এ স্থানে আমার থাকা, উচিত না হয়।
এই স্থান পরিত্যাগ, করিব নিশ্চয়॥
দেখ এই প্রিয়ংবদা পাগলের মত।
যা আসিছে, তাই মুখে বলিতেছে কত॥
গোতমী পিসীকে আমি, দিব সব ব'লে।"
এত বলি শকুন্তলা, ক্রোধে যায় চ'লে॥
অনসূয়া বলে "সখি, অন্যায় তোমার।
অভ্যাগত জনে নাহি, অতিথি-সৎকার॥
তোমারে আতিথ্যভার, দিয়াছেন পিতা।
ভাল আতিথেয়ী তুমি কণ্বের দুহিতা॥"
তবু শকুন্তলা যান না মানি বারণ।
প্রিয়ংবদা গিয়া তাঁরে, ধরিল তখন॥
বলে "দুকলসী জল যাহা তুমি ধার।
পরিশোধ না করিলে যাইতে না পার॥"
ভূপতি বলেন বাক্য, "শুন মুনিসুতা।
পরিশ্রমে ইনি হয়েছেন ক্লেশযুতা॥
জল সিঞ্চি হয়েছেন, ক্লান্ত অতিশয়।
পুনর্ব্বার কষ্টদান উচিত না হয়॥
আমি করিলাম নিজ, অঙ্গুরীয় দান।
ঋণ হ'তে ইনি পাইলেন পরিত্রাণ॥"
এত বলি খুলি সেই, অঙ্গুরী আপন।
প্রিয়ংবদা-করে তবে, করিল অর্পণ॥

শকুন্তলার ভাবদর্শনে রাজার বিতর্ক

(গীত)

কোথা যাবে বল রাধে, শ্যাম পরিহরি।
কটাক্ষে যে তব মন লইয়াছে হরি॥
যে হেরেছে একবার, ভুলিতে কি পারে আর,
নিয়ত নিকটে তার প্রণয় প্রহরী।
তোমার চাতুরী যত, হইয়াছি অবগত,
ছলাকলা করি কত, ভুলাইবে হরি॥
হেনেছে কুসুম শরে, ধৈরয নাহিক ধরে,
কেমন করিয়া ঘরে রহিবে শ্রীহরি।
লোকলাজে হানি বাজ, ত্বরাপর কর কাজ,
হেরিব সে ব্রজরাজ লাবণ্যলহরী॥

অঙ্গুরীর মধ্যেতে মুদ্রিত নামাক্ষর।
মহারাজ ধীরাজ দুষ্মন্ত নৃপবর॥
অনসূয়া প্রিয়ংবদা করিয়া পঠন।
উভয়ে উভয় মুখ করে নিরীক্ষণ॥
দানকালে ভূপতির নাহি ছিল মনে।
আত্মপ্রকাশের ভয় ভাবিয়া এক্ষণে॥
কহিতে লাগিল তবে করিয়া ছলনা।
"নাম দেখি মিছা কেন ভাবিছ ললনা॥
রাজমন্ত্রী আমি রাজপ্রসাদভাজন।
পুরস্কার দিয়াছেন দুষ্মন্ত রাজন॥"
প্রিয়ংবদা ভূপতির ছলনা বুঝিয়া।
কহিল বচন তবে ঈষৎ হাসিয়া॥
"ইহা যদি হয় রাজপ্রসাদের চিহ্ন।
অন্যেরে না সাজে ইহা মহাশয় ভিন্ন॥
আপনার আজ্ঞা হ'লে কেবা থাকে ঋণী।
অতঃপর ঋণমুক্ত হইলেন ইনি॥"
শকুন্তলা প্রতি দৃষ্টি করি তার পরে।
হাসিয়া কহিল তবে সুমধুর স্বরে॥
"অতঃপর শকুন্তলা করহ প্রস্থান।
ঋণ হ'তে তুমি পাইয়াছ পরিত্রাণ॥
শকুন্তলা মনে মনে লাগিলা কহিতে।
'ইহারে ছাড়িয়া আমি নারিব রহিতে॥
পঞ্চশর নিজ শর করিয়া প্রহার।
কলেবর জরজর করিল আমার॥

চলিতে অচল পদ অবশ শরীরে।
ইহারে হেরিয়া ঘরে যেতে নারি ফিরে॥"
প্রিয়ংবদা প্রতি তবে বলিল তখন।
"যাই বা না যাই ইচ্ছা আমার যেমন॥"
শকুন্তলা-রূপরাশি পীযূষ সমান।
ভূপতির নয়ন-চকোর করে পান॥
নয়নে নয়নে দোঁহে হইলে সঙ্গত।
মনে মনে বিতর্ক করেন রাজা কত॥
"ইহারে দেখিয়া মন হয়েছে মোহিত।
হইয়াছি একেবারে চৈতন্যরহিত॥
ইহার আমার প্রতি কিরূপ মনন।
বুঝিতে না পারি কিছু দেখিয়া লক্ষণ॥
আলাপন কিছু নাহি করে আমা সনে।
দেখে ঢাকে বিধুমুখ বিনোদ বসনে॥
কিন্তু যে সময়ে আমি কোন কথা বলি।
একমনে শুনে সব হয়ে কুতূহলী॥
নয়নে নয়নে যদি হয় সঙ্ঘটন।
অমনি ফিরায়ে লয় সুধাংশুবদন॥
কিন্তু অন্য দিক্‌পানে নাহি বড় চায়।
অভিপ্রায় আমারে দেখিতে যেন চায়॥
এই সব লক্ষণেতে অবশ্য সম্ভবে।
আমা প্রতি রসবতী অনুকূল হবে॥
অথবা আমার চিতে বিভ্রম-বিলাস।
যাহা হ'ক কোনরূপে জানিব নির্য্যাস॥"

রাজার তপোবনসমীপে শিবির সন্নিবেশ

কন্যাদ্বয় সনে ভূপ, এইরূপ নানারূপ,
কৌতুকে করেন আলাপন।
হেনকালে সেইখানে, তপোবন-সন্নিধানে,
শব্দ এক হইল ভীষণ॥
"ওহে বনবাসী জন, শান্তমতি ঋষিগণ,
তপোবন রাখহ যতনে।
ভূপতি দুষ্মন্ত রঙ্গে, সৈন্যসামন্তের সঙ্গে,
এসেছেন মৃগয়া-কারণে॥
রথ দরশন করি, বনে এক মত্ত করী,
আতঙ্কে শঙ্কিতচিত হয়ে।
প্রবেশিছে তপোবন, করি ঘোর গরজন,
করিণী করভ সঙ্গে লয়ে॥"
শ্রবণেতে নরপতি, হইয়া বিষণ্ণ অতি,
ভাবেন কি আপদ্ ঘটিল।
অনুযায়ী লোকগণে, আসি মম অন্বেষণে,
আশ্রমের পীড়া জন্মাইল॥
আরণ্য গজের কথা, কর্ণেতে শুনিয়া তথা,
কন্যাগণ শঙ্কিত হইয়া।
বলিলেন "মহীপতি, শীঘ্র কর অনুমতি,
কুটীরে প্রবেশ করি গিয়া॥"
ভূপতি কহিল তবে, কুটীরেতে যাও সবে,
আমি গজে করি নিবারণ॥
নতুবা তপস্বিগণে, পীড়া পাইবেক মনে,
মিছামিছি আমার কারণ॥"
কন্যাদ্বয় তার পরে, স্বস্থানেতে বেগভরে,
প্রস্থান করিল ত্বরান্বিত।
কহি গেল ভূপতিরে, "দেখা যেন হয় ফিরে,
আতিথ্য না হইল উচিত॥"
শকুন্তলা যায় যায়, পাছে ফিরে ফিরে চায়,
ভূপতিরে করে নিরীক্ষণ।
বলে "ওগো সহচরি, কুশাঙ্কুর ফুটে মরি,
নাহি পারি করিতে গমন॥
কুরুবক-শাখা পাশ, বাধিল বল্কল-বাস,
একটুক্ রহ ওইখানে।"
এত বলি ঘন ঘন, ভূপে করি দরশন,
বিঁধিল কটাক্ষরূপ বাণে॥
হেরি শকুন্তলা-রূপ, মোহিত দুষ্মন্ত ভূপ,
মদন-দহনে দহে দেহ।
নগরে যাইতে তাঁর, অনুরাগ নাহি আর,
নাহি মনে পরিজন গেহ॥
অতঃপর সেই স্থানে, তপোবন-সন্নিধানে,
করিলেন শিবিরস্থাপন।
শকুন্তলা-রূপ ধ্যান, শকুন্তলা-রূপ জ্ঞান,
নাহি আর অন্য আলাপন॥*

---

* কবি ইহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

সারদা-মঙ্গল

উমা-প্রসঙ্গ গিরিরাজের প্রতি মেনকার খেদোক্তি

স্বপনে হেরিয়ে তারা, তারাকারা ঝরে ধারা,
ধরণীধরেন্দ্র-দারা, শোকে সারা শয্যা হ'তে
উঠিল।
কাঁদিয়া ব্যাকুলা রাণী, মুখে নাহি সরে বাণী,
শিরে হানি পদ্মপাণি, গিরির নিকটে শীঘ্র
ছুটিল॥
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে দাসী, ভয়ে কাঁপে দ্বারবাসী,
স্বামীর সমীপে আসি, রোদন-বদনে রাণী
কহিছে।
না হেরে উমার মুখ, নাহি সুখ একটুক,
সদা দুঃখে ফাটে বুক, দিবানিশি খেদে তনু
দহিছে॥
দুখে দগ্ধ হয় দেহ, দুহিতারে আনি দেহ,
উমা বিনে নাহি কেহ, ভেবে মন স্থির নাহি
রহিছে।
তোমার কঠিন প্রাণ, নাহি কোন প্রণিধান,
বিদীর্ণ হইত প্রাণ, পাষাণ বলিয়া শুধু
সহিছে॥
কেমন কর্ম্মের সূত্র, সলিলে ডুবিল পুত্র,
আমার সমান কুত্র, অভাগিনী বুঝি আর
নাই হে।
সবে মাত্র এক কন্তে, মা বলিতে নাহি অন্তে,
এক দিবসের জন্তে, সে মুখ দেখিতে নাহি
পাই হে॥
সদাই স্বভাবে মত্ত, না লও উমার তত্ত্ব,
বুঝেছ কি গূঢ় তত্ত্ব কি কহিব তুমি হও
স্বামী হে।
অচল পাষাণ অতি, পাষাণ পাষাণমতি,
কি হবে দুর্গার গতি, যেতে নারি জেতে নারী
আমি হে॥

দুহিতা দুখিনী যার, বেঁচে কিবা সুখ তার,
রাজ্য হোক্ ছারখার, কিছুতে না সাধ আছে
আর হে।
শিবের সম্পদ্ বল, নাহি জোটে অন্ন জল,
আহার ধুতুরা ফল, বিল্বদল বাসস্থল
সার হে॥
অগ্নি লাগা ভাল্ ভাল্, নাম কাল কাল্ কাল্,
নাহি মানে কালাকাল্, চিরকাল সুখে কাল্,
কাটে হে।
এক ভাবে সদা আছে, ভৈরব বেতাল পাছে,
তাহাদের কাছে কাছে, তালে তালে নাচে
ঠাটে হে॥
এ কি পাপ নাই তাপ, ভূষণ বনের সাপ,
কোথা মাতা কোথা বাপ, ভাই বন্ধু বুঝি সব
ম'রেছে।
গৃহ গোত্র গোত্র গাঁই, কিছুর ঠিকানা নাই,
বিষয়ের মধ্যে ছাই, একেবারে তাই সার
করেছে॥
পরিধান ব্যাঘ্রছাল, শিরে কটা জটাজাল,
চক্ষু লাল মহাকাল, আপনি বাজায় গাল
সুখে হে।
দারুণ পাগল শূলী, স্কন্ধেতে ভিক্ষার ঝুলি,
দুহাতে মড়ার খুলি, আগম নিগম শ্লোক
পড়ে মুখে মুখে হে॥
কি বলিব বিধাতায়, বিড়ম্বিল জামাতায়,
ভাসাইল দুহিতায়, দারুণ দুখের সিন্ধু-
জলে হে।
পিতামহ বল যারে, পিতামহ বলে তারে,
ধিক্ ধিক্ দেবতারে, কি দেখিয়া দেবদেব
বলে হে॥
তুল্য বোধ রাগারাগ, স্তবে নাহি অনুরাগ,
কুবাক্যে না করে রাগ, ভালমন্দ কিছু নাহি
জানে হে।

শ্মশানে মশানে যায়, ভূত প্রেত সঙ্গে ধায়,
ছাই ভস্ম মাখে গায়, কাঁদে হাসে হরিগুণ-
গানে হে ॥
রাণী যত বাণী ভাবে, মনের আক্ষেপ নাশে,
অদ্রিনাথ শুনে হাসে, অবিস্তার অবজ্ঞা
ঈশানে হে।
প্রভাব প্রকাশে দিবা, এক আত্মা শিবশিবা,
রাণী তা বুঝিবে কিবা, সার মর্ম্ম বেদে নাহি
জানে হে ॥
সম বোধ শিবা শিব, যার নামে তরে জীব,
জামাতা সে সদাশিব, মহামান্য দেবদেব
অগ্রভাগে হে।
হেসে কহে গিরিবর, মেনকা বচন ধর,
শিবনিন্দা তবে কর, দক্ষযজ্ঞ মনে কর
আগে হে ॥

রাণীর দ্বিতীয় খেদ

বিগতা যামিনী কালে, মহীধর মহীপালে,
কহিতেছে মেনকা মহিষী।
উঠ উঠ গিরিরাজ, না হয় অন্তরে লাজ,
সুখে সুপ্ত আছ দিবানিশি ॥
নিরখিয়া সুখতারা, চক্ষে বহে শত ধারা,
হৃদয়ে উদয় প্রাণতারা।
ভেবে ভেবে নিরাধারা, হইয়াছি নিরাহারা,
নিদ্রাহারা নয়নের তারা ॥
দারুণ দুখের ভোগে, বিষয়বিভ্রমযোগে,
দেখিলাম স্বপ্ন ভয়ঙ্কর।
সে দুঃখ কহিব কায়, বিদরে পাষাণ কায়,
হিম হয় হিম কলেবর ॥
আর কি অধিক কব, হৃদয় কঠিন তব,
অদ্রি-দেহ আর্দ্র নহে স্নেহে।
এত দিন নন্দিনীরে, ভাসাইয়া দুখনীরে,
সুখে বসি রাজ্য কর গেহে ॥
মৈনাক সন্তান-শোকে, শূন্য দেখি তিনলোকে,
আলোক-আঁধার গিরিপুরী।
প্রবল প্রতাপ যার, সাগর-সলিলে তার,
মগ্ন হলো মোহন মাধুরী ॥
সবে এক সুকুমারি, তাহারে ভিখারি-নারী,
করিলে হে নিদয় পাষাণ।
হা হা কন্যা গুণবতী, সরলা প্রকৃতি সতী,
দুখানলে দহে তার প্রাণ ॥
দেখিলাম স্বপনেতে, বৃষ এক বাহনেতে,
ভিখারীর কোলে ভিখারিণী।
দীনা হীনা ক্ষীণাকারে, ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে,
ভূত প্রেত পেতিনী সঙ্গিনী ॥
অঙ্গেতে ভূষণ নাই, বিভব বিভূতি ছাই,
বিষধর বেণীর বন্ধন।
অস্থিমালা কণ্ঠে শোভা, মহেশের মনোলোভা,
বাঘছাল কটিতে পিন্ধন ॥
অন্নাভাবে তনু শীর্ণ, গোধূলিতে সমাকীর্ণ,
তাম্রবর্ণ চাঁচর কুন্তল।
স্বর্ণ-শোভা হত বর্ণে, বন-ফুলদল কর্ণে,
নাহি আর সুবর্ণ-কুন্তল ॥
এরূপ মলিন বেশে, ভিক্ষা মাগে দেশে দেশে,
অবশেষে এসে মম কাছে।
স্বপনেতে শশিলেখা, শিয়রেতে দিয়ে দেখা,
যুগল করেতে অন্ন যাচে ॥
সুরূপসী সুবদনে, আধ আধ সুবচনে,
মা বলিয়া ডাকে ঘন ঘন।
হায় হায় গিরিরায়, কব কায় প্রাণ যায়,
শোকানলে দগ্ধ হয় মন ॥
অতএব বাক্য লও, অচল সচল হও,
শীঘ্র যাও শঙ্করের স্থানে।
তবে প্রবোধিয়া শিবে, আলয়ে আনহ শিবে,
নতুবা মরিব আমি প্রাণে ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

বল গিরি এ দেহে, কি প্রাণ রহে আর।
মঙ্গলার না পেয়ে, মঙ্গল সমাচার ॥
দিবানিশি শোকে সারা, না হেরিয়া প্রাণতারা,
বৃথা এই আঁখি-তারা, সব অন্ধকার।
খেদে ভেদ হয় মর্ম্ম, মিছে করি গৃহে কর্ম্ম,
মিছে এ সংসারধর্ম্ম, সকলি অসার ॥
তুমি ত অচলপতি, বল কি হইবে গতি,
ভিক্ষা করে ভগবতী, কুমারী আমার।

বাঁচি বল কার বলে, দুঃখানলে মন জ্বলে,
ডুবিল জলধি-জলে প্রাণের কুমার ॥
ত্রিজগতে নাহি অন্যে, একমাত্র সেই কন্যে,
না ভাব তাহার জন্যে তুমি একবার ॥

একাবলীচ্ছন্দঃ।

শয়নে স্বপনে, ভাবিয়া তারা।
নিমিষ নিহত, নয়ন-তারা ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হ'তেছি সারা।
হৃদয়ে বহিছে সলিলধারা ॥
দুহিতা হইল ভিখারিদারা।
অশন-বসন-ভূষণ হারা ॥
নিদয়-হৃদয় তুমি অবশ।
পাত্রের কি হয় করুণারস ॥
অশান পাষাণ পাষাণ তনু।
ভাবিয়া ভাবিয়া হতেছি তনু ॥
ঈশান বিষাণ করিয়া করে।
শ্মশানে মশানে নিবাস করে ॥
ফেলিয়া রজত কনক মণি।
ভূষণ করেছে বনের ফণী ॥
শশী ধরে শিরে সুধা না চায়।
সরল স্বভাবে গরল খায় ॥
বম্ বম্ রব করিয়া মুখে।
প্রথম প্রণয়ে প্রণত সুখে ॥
শিব নামে নাকি অশিব হরে।
সকলি অশিব শিবের ঘরে ॥
শিবের প্রেয়সী রূপসী শিবা।
অনাহারে থাকে রজনী দিবা ॥
সোনার প্রতিমা শশাঙ্কভালী।
কালের কাছেতে হয়েছে কালী ॥
তরুতলে থাকে ভূপালবালা।
গলায় পরেছে হাড়ের মালা ॥
শিবের সম্ভব জানত সব।
কপাল বিভূতি শ্মশান শব ॥
লোকে বলে ভব বিভব-ভব।
ভবের এ ভব কিসের সম্ভব ॥
সে কথা শুনিয়া নীরবে থাকি।
ঝর ঝর ঝরে যুগল আঁখি ॥
জামাতা ভিখারী আহা কি করি।
শুনিয়া সরমে মরমে মরি ॥
বৃষেতে আরূঢ় শ্রীফল-মূলে।
শ্রবণ শোভিত ধুতুরা-ফুলে ॥
বিভূতি ভূষণ বরণ কটা।
চুম্বিত ধরণী লম্বিত জটা ॥
সদা কটিতট পট-বিহীন।
দীননাথ পদে অথচ দীন ॥
কি হবে এ ভবে কিছু না জানে।
নাচে হাসে কাঁদে শ্রীহরিগানে ॥
কেহ নাহি জানে বয়স কত।
অথচ সমাজে বালকমত ॥
কুঁদুলে ঘটক নারদ বুড়া।
শিব নাকি হয় তাহার খুড়া ॥
মান অপমান না করে জ্ঞান।
নিজ পর নাহি সব সমান ॥
এরূপ বিরূপ সহজে ভোলা।
স্বভাবে পেয়েছে উপাধি ভোলা ॥
এমন পাগলে দুহিতা দিয়ে।
কেমনে রয়েছ প্রাণ ধরিয়ে ॥
উঠ হে অচল সচল হয়ে।
এস হে প্রাণের কুমারী ল'য়ে ॥
দুহিতা আনিয়া যদি না দেহ।
এখনি আমি হে ত্যজিব দেহ ॥

খাম্বাজ—আড়া।

ওহে গিরি কেমন কেমন কেমন করে প্রাণ।
এমন মেয়ে কারে দিয়ে হয়েছ পাষাণ ॥
ননীর পুতলী তারা, রবিকরে হয় সারা,
নিয়ত নয়নে ধারা মলিন বয়ান।
ঘরেতে সতিনীজ্বালা, সদা করে ঝালাপালা,
হয়ে উমা রাজবালা কিসে পাবে ত্রাণ ॥
শিরে সুরতরঙ্গিণী, হয়ে শিবসোহাগিনী,
করি কল কল ধ্বনি করে অপমান।
সারাদিন ঘরে ঘরে, ভোলানাথ ভিক্ষা করে,
যথাকালে খায় হ'লে দিবা অবসান ॥
তাহে কি উদর ভরে, পেটের জ্বালায় মরে,
সন্ধ্যাকালে ব'সে করে, সিদ্ধিরস পান।

ভাল মন্দ নাহি চায়, সুখ-দুখ ঠেলে পায়,
ধুতূরার ফল খায়, অমৃত সমান ॥
শ্রীফল পাইলে হায়, আর তারে কেবা পায়,
মহানন্দে নাচে গায়, বাজায়ে বিষাণ।
ভৈরব-ভৈরবী পেয়ে, কেরে সদা হেসে গেয়ে,
আছে কি না ছেলে মেয়ে, রাখে না সন্ধান ॥
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি করে কোন কর্ম্ম,
নিজ ভাবে নিজ-মর্ম্ম, নিজে করে গান।
লোকে বলে মহাযোগী, অথচ বিষয়ভোগী,
সমভাবে যোগভোগ করে সমাধান ॥
বসন ভূষণ ধন, করিয়াছি আয়োজন,
কর কর নৃপধন কৈলাসে প্রয়াণ।
দুর্গা নামে যাবে ভয়, তাহে কি বিপদ্ হয়,
আন আন হিমালয়, ঈশান-ঈশানী ॥

মেনকার কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয়

একপদীচ্ছন্দঃ।

নয়ন বৃথায় হয়, না থাকিলে তারা।
নয়ন বৃথায় হয়, না থাকিলে তারা ॥
বিশেষ মহিমা তার, তারানাথমুখে।
বিশেষ মহিমা তার, তারানাথ-মুখে ॥
ত্বরায় আলয়ে আন, প্রবোধিয়া শিবে।
ত্বরায় আলয়ে আন, প্রবোধিয়া শিবে ॥
উমারে পাইলে গিরি, পাই সদাশিব।
উমারে পাইলে গিরি, পাই সদা শিব ॥
কি কব তোমার শক্তি, স্বভাবে অচল।
কি কব তোমার শক্তি, স্বভাবে অচল ॥
আমার কি বল গিরি, আমি জেতে নারী।
আমার কি বল গিরি, আমি যেতে নারি।
উমার প্রভাব বিনা, মিথ্যা হন ভব।
উমার প্রভাব বিনা, মিথ্যা হন ভব ॥
উমা ভাবে নগরাজ, শিব হন সব।
উমা ভাবে নগরাজ, শিব হন শব ॥
ভব-ভাবী তব সদা, শুদ্ধ এক ভাবে ॥
ভব-ভাবী তব সদা, শুদ্ধ এক ভাবে ॥
আমার সে উমাধন, নির্ধনের ধন।
আমার সে উমাধন, নির্ধনের ধন ॥
বুড়া হ'লে তবু মনে, নাহি হয় মায়া।
বুড়া হ'লে তবু মনে, নাহি হয় মায়া ॥

অথ মেনকার প্রতি গিরিরাজের উক্তি

গিরিরাজ কন শুন, মেনকা মহিষি।
কি কারণ, মিছে তুমি ভাব দিবানিশি।
জীবের উদ্ধারকারী, শিবদাতা শিব।
কোথায় শুনেছ তুমি, শিবের অশিব।
পাপ-তাপ-হর হর, সদা শিবময়।
মঙ্গলাপতির কিসে, অমঙ্গল হয় ॥
ভ্রমে হয়ে জ্ঞানহারা, করিছ বিষাদ।
শিবনিন্দা ক'রে কেন, ঘটাও প্রমাদ ॥
পতিপ্রাণা সতী সুতা, পার্ব্বতী আমার।
পতি বিনা কিছুমাত্র, নাহি জানে আর ॥
পতি প্রাণ, পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান মনে।
পতি গতি, রতি মতি, পতির চরণে ॥
যাঁর গুণ-গানে বেদ, পরাভব হয়।
সেই ভবধব ভব, উমাধন হয় ॥
কার্ত্তিক, গণেশ, দুটি, প্রাণের কুমার।
ত্রিলোক-বিজয়ী তারা সকলের সার ॥
বিঘ্নহর গণপতি, যাহার ভবনে।
তার এত বিড়ম্বনা, হইবে কেমনে ॥
লক্ষ্মী, সরস্বতী নন, যার ঘর ছাড়া।
কিরূপে তাহারে তুমি বল লক্ষ্মীছাড়া ॥
মঙ্গল জামাই শিব, মঙ্গলা কুমারী।
মঙ্গল মঙ্গলা নহে, পথের ভিখারী ॥
উমা যদি শুনে রাণি, শিবনিন্দা-ধ্বনি।
আর না রাখিবে প্রাণ, মরিবে তখনি ॥
মনে কর দক্ষযজ্ঞে, কিরূপ ঘটন।
পতিনিন্দা শুনে সতী, ত্যজিল জীবন ॥
প্রজাপতি দক্ষরাজ, ভোগে সেই দুখ।
অদ্যাবধি পাপ-চিহ্ন ছাগলের মুখ ॥
তাই বলি, শিবনিন্দা, ক'র নাক আর।
কি জানি কপালদোষে, কি হয় আমার ॥
মহাবিদ্যা আদ্যা তারা, শিব সর্ব্বসার।
অবিদ্যা হইয়া তুমি, কি জানিবে সার ॥

যাদের কটাক্ষে হয়, সৃষ্টি স্থিতি নাশ।
উদরে অনন্ত কোটি, ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ॥
দেবদেব, মহাদেব, স্বভাব স্বভাবে।
দেবতা অমর হ'লো, যাহার প্রভাবে॥
মহেশ-মহিমা কথা, কি কহিব আর।
নিগমে নিগূঢ় মর্ম্ম রয়েছে প্রচার॥
তেজোময় ত্রিলোচন, পঞ্চশর-অরি।
মৃত্যুঞ্জয় মহা ঈশ, বিষ-পান করি॥
ভবের বিভব সব, এ ভবসংসার।
ভবের ভবনে তবে, অভাব কি আর॥
যার নামে সংসার-যাতনা নাহি রয়।
সংসারযাতনা তার সম্ভব কি হয়॥
কৈলাসের কর্ত্তা সেই, কৃত্তিবাস হর।
দেবগণ আজ্ঞাকারী করি যোড়-কর॥
সংসার-সাগরে তারে, শঙ্কর কাণ্ডারী।
বিষয়-সাগরে তারে, কুবের ভাণ্ডারী॥
ত্রিশূলেতে করিয়াছে, ত্রিলোক ধারণ।
অনাদি ভূতের প্রতি, কারণ কারণ॥
বিশ্ববীজ, বিশ্ব আগু, বিশ্বের আধার।
নিয়ত নিখিল ভয়, করেন সংহার॥
পঞ্চমুখে তিননেত্র, বরাভয়কর।
রজতশিখর তনু, বাস বাঘাম্বর॥
সতত প্রসন্নভাব, নিত্য নিত্যধন।
কাল কাল মহাকাল, শমন-দমন॥
অবিমুক্ত বারাণসী, করিয়া সৃজন।
করিছেন পাপি-লোকে, মুক্তি বিতরণ॥
মুক্তিদাতা কাশীনাথ, শিব শূলপাণি।
কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণা, তারা শিবরাণী॥
রাজরাজেশ্বরী কন্যা, কোন দুখ নাই।
রাজরাজেশ্বর হয়, প্রাণের জামাই॥
আনন্দ-কানন কাশী মনোহর স্থান।
অকাতরে সকলেরে, অন্ন করে দান॥
সবাই সমান সুখী, সদা হরষিত।
কীট আদি কেহ নহে, আহারে বঞ্চিত॥
বিধি, হরি, ইন্দ্র, চন্দ্র, আদি দেবগণ।
প্রতিদিন কাশীধামে, করি আগমন॥
স্নান করি, উত্তরবাহিনী গঙ্গাজলে।
শিবপূজা করে আসি, ফুল-বিল্বদলে॥
একে একে হাত পেতে, বলেন সবাই।
অন্ন দে মা, অন্ন দে মা, অন্ন দে মা খাই॥
স্বর্ণ-থালে অন্নপূর্ণা অন্ন দান করে।
পরিতোষ দেবদল, প্রফুল্ল অন্তরে॥
উমার হাতের পাক সব উপাদেয়।
অমৃত তাহার কাছে অতিশয় হেয়॥
তুমি বল চিরদুখী, দেব ত্রিপুরারি।
পাগলিনী ভিখারিণী, প্রাণের কুমারী॥
নিরন্তর ভোগ মোক্ষ যার পদতলে।
মূঢ় লোক পাগল দরিদ্র তারে বলে॥
দুর্গানামে দুর্গ হরে দুঃখ নাহি রয়।
সে দুর্গার দুর্গতি কি কোনকালে হয়॥
পূর্ব্বজন্মে কৃত পুণ্য করেছিলে তাই।
পেয়েছ শঙ্করী সুতা, শঙ্কর জামাই॥
ভাগ্যবতী হয়ে কেন, অভাগিনী হও।
পেটে ধ'রে মহামায়া, মায়ামুগ্ধ রও॥
ভবের ভূষণ উমা, ভব-প্রিয়ধন।
তুমি তারে কি দেখাও, বসন-ভূষণ॥
শিবের সম্পদ্ কত, সংখ্যা নাহি হয়।
যত ব্যয় করে তবু, নাহি পায় ক্ষয়॥
মিছে ভেবে কেন হও ব্যাকুল এখন।
শিবস্বস্ত্যয়ন কর, উমার কারণ॥
উমা কৃপাময়ী কন্যা, শিব কৃপাময়।
আসিবেন হিমালয়ে, হইয়া সদয়॥
গতিহীন ক্ষীণ আমি, জানেন অন্তরে।
আমারে হবে না যেতে, কৈলাস-শিখরে॥
রাখিয়াছি সুস্বপন গোপন করিয়া।
আসিছেন পশুপতি পার্ব্বতী লইয়া॥
স্বপন হইল সত্য, ভাবনা কি আর।
দেবঋষি ব'লে গেল, শুভ সমাচার॥
বিলক্ষণ সুলক্ষণ, দেখি সব তার।
অকস্মাৎ ডান চক্ষু নাচিছে আমার॥
থেকে থেকে পুলকিত হই ক্ষণে ক্ষণে।
আনন্দ-প্রবাহ বহে, অবিরত মনে॥
স্থির হও স্থির হও, স্থির হও মনে।
সংশয় নাহিক আর, মার আগমনে॥
যত দুখ আছে মনে, সব দূরে যাবে।
ভব আর ভবানী ভবনে ব'সে পাবে॥
অবিলম্বে ভাগ্যতরু তোমার ফলিবে।
বিশ্বের জননী এসে, জননী বলিবে॥
ভাগ্যবতী তুমি সতী, আমি ভাগ্যধর।
মহেশ্বরী কুমারী, জামাতা মহেশ্বর॥

বিলম্ব বিহিত আর না হয় এখন।
কর কর কর রাণি, শুভ আয়োজন॥
বিহিত যা হয় কর, দাসদাসী নিয়া।
ঘর-দ্বার রাখ সব, পবিত্র করিয়া॥
সেইরূপ কর তুমি, সাধ যত লাগে।
মনেরে পবিত্র কর, সকলের আগে॥
হিমালয়ে কর সব তিমির বিনাশ।
কোটি কোটি রবি শশী, পাইবে প্রকাশ॥
পাতহ মঙ্গলঘট, দিয়া গঙ্গাজল।
মঙ্গলা আইলে হবে সকল মঙ্গল॥

ললিত—আড়া।

সরসবদনে গিরি, শিবগুণ গায়।
প্রবোধ-বচনে হেসে কহে মেনকায়॥
শিব নামে তরে জীব, শিবদাতা সদাশিব,
শিবের অশিব তুমি শুনেছ কোথায়।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর, মহাদেব মহেশ্বর,
ভিক্ষা মাগে ঘর ঘর, কে বলে তোমায়।
সর্ব্বদুঃখহর হর, পাপহর তাপহর,
চিরদুঃখী সেই হর, শুনে হাসি পায়।
দুর্গা সব দুর্গহরা, মঙ্গলা মঙ্গলকরা,
মঙ্গলার অমঙ্গল, বলো না আমায়॥
কৃপানাথদারা সারা, ত্রিলোকতারিণী তারা,
যোগী, ঋষি, যার তারা, ধ্যানে নাহি পায়।
তার কি অভাব আছে, কাশীতে যাহার কাছে,
নিরন্তর অন্ন যাচে, যত দেবতায়॥
ভবানীর ভাব যত, ভব সব অবগত,
ভবানী বিহনে ভব, ভাব কেবা পায়॥
ভবানী ভাবের ভাব, ভব-ভাবে আবির্ভাব,
সে ভাবে পাইলে ভাব, ভাবনা কি তায়॥
উদরে ধরেছ যারে, চিনিতে পার না তারে,
এ খেদ কহিব কারে, হায় হায় হায়॥
সামান্যা কুমারী জানে, জননীর অভিমানে,
কাতর হয়েছ প্রাণে, মায়ার মায়ায়॥
রবি, শশী, জলধরে, যার পদে শোভা করে,
হরের মানস হরে, রূপের প্রভায়।
ভবের ভূষণ যেই, ভুবনে ভূষিতা সেই,
বসন ভূষণ তুমি, কি দিবে তাহায়॥

মেনকা বচন ধর, অন্তরের ভ্রম হর,
শুভ অনুষ্ঠান কর, দিন ব'য়ে যায়।
ভবানী ভবের ভাবে, তাপ যত দূরে যাবে,
ঈশ্বর ঈশ্বরী পাবে, ভাগ্যের কৃপায়॥

অথ মেনকার উক্তি

(গীত)

ভৈরবী—আড়া।

ওহে গিরি, ব্রহ্মরূপা কন্যা বটে, নাহিক সংশয়।
তথাচ অবোধ মন, প্রবোধ না লয়॥
মনে ভাবি ব্রহ্ম-ভাব, সে ভাবে না পাই ভাব,
তখনি বাৎসল্য-ভাব, অন্তরে উদয়॥
কন্যা-ভাব পরিহরি, মনে করি উমা স্মরি,
অবশেষে কেঁদে মরি, ব্যাকুল হৃদয়।
করিতে করিতে ধ্যান, সে ভাবে হারাই জ্ঞান,
তারা করে স্তন-পান, এই জ্ঞান হয়॥
নিশিতে শয্যায় রই, নিদ্রায় আকুল হই,
স্বপনেতে যদি কই, তারা জয় জয়।
আঁচল ধরিয়া তারা, অভিমানে হয় সারা,
ফেলিয়া নয়ন-ধারা, কত কথা কয়॥
বলে উমা ছি মা, মাগো ও মা, কর কি মা,
মা হোয়ে এমন করা, উচিত ত নয়।
উমা ডাকে মা মা ব'লে, স্নেহরসে যাই গ'লে,
তখনি করিলে কোলে, যাতনা না রয়॥
কন্যাভাব ভাবি যায়, সে ভাব বুঝাব কায়,
কারে বলি হায় হায়, ওহে হিমালয়।
দুর্গার জনক হয়ে, করেতে কনক লয়ে,
মিছে ভ্রমে ঘুরে মর, ত্রিভুবনময়॥
লও লও ননী সর, হও হও অগ্রসর,
আন উমা মহেশ্বর, করিয়ে বিনয়।
তুমি গেলে গিরিবর, অনুরোধ করি ভর,
আসিবেন দিগম্বর, হইয়া সদয়॥
আমি,হে তোমার নারী, বিশেষ বুঝিতে নারি,
তাই কর কৃপা করি, উচিত যে হয়।
ঈশ্বর ঈশ্বরী পেয়ে, আর কি দেখিবে চেয়ে,
যাও যাও, যাও ধেয়ে, বিলম্ব না সয়॥

অথ কৈলাসধাম

শিবের কৈলাসধাম, অতি মনোহর।
সুচারু শিখর আর নাহি যার পর॥
সমুদয় রত্নময়, নেত্র-সুখকর।
কনকের সোপানে, শোভিত সরোবর॥
মহা মহোৎসব সদা, বন উপবনে।
কণামাত্র নিরানন্দ, নাহি কার মনে॥
রাগ নাই দ্বেষ নাই, নাই তথা খল।
সদা সদানন্দময়, সবাই সরল॥
রোগ নাই, শোক নাই, নাই কোন তাপ।
কোন কালে দুঃখ নাই, নাই কোন পাপ॥
শুদ্ধ-মনে ভোগী যত, শুদ্ধ করে যোগ।
শুদ্ধ-মনে যোগী যত শুদ্ধ করে ভোগ॥
হর বিনা নাহি আর পর-উপাসনা।
নিয়ত কেবল হয় জ্ঞানের চালনা॥
ছেলে বুড়া আদি করি সকলেই সুখে।
আগম-নিগম-বেদ পড়ে মুখে মুখে।
জীবমাত্রে শিব বলে, বলী জ্ঞান বলে।
কাননের পশু পাখী, শিব দুর্গা বলে॥
আঁখি মুদে দেবগণ, স্থির-মন তথা।
কার মুখে কিছুমাত্র, নাহি সরে কথা॥
আপনারা হাসে কাঁদে, থাকিয়া থাকিয়া।
নয়নের জলে যায়, শরীর ভাসিয়া॥
ভূতাতীত ভূতেশ্বর, আশীর্ব্বাদ লয়ে।
ভূতে করে ভূতশুদ্ধি যোগসিদ্ধ হয়ে॥
তন্ত্রমত মন্ত্র জপে, পেয়ে সদুপায়।
কত জীব হয় শিব, শিবের কৃপায়॥
ষট্‌চক্র ভেদ করি, সিদ্ধিযোগ-বলে।
চালে কুলকুণ্ডলিনী, দশ শতদলে॥
মুক্তির হৃদয়ে করে, সমুদয় লয়।
পুনর্ব্বার আর তার আসিতে না হয়॥

অথ জনক-জননীর প্রসঙ্গে শিবের প্রতি উমার করুণা বচন

সুখদ শরদ, নির্ম্মল নীরদ,
আকাশের শোভা কিবা।
শ্বেত কলেবর, শশী করে কর,
বোধ হয় যেন দিবা॥
নিশি হয় শেষ, মহেশী মহেশ,
মনোহর বেশ ধরি।
শিখর প্রান্তরে, প্রফুল্ল অন্তরে,
ভ্রমেন আমোদ করি॥
নানা রসরঙ্গে, কথার প্রসঙ্গে,
উঠিতেছে কত কথা।
বিরল বনেতে, উমার মনেতে,
ভাবের অভাব তথা॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, পথে আচম্বিতে,
পিতা-মাতা পড়ে মনে।
খেদে তনু টলে, চরণ না চলে,
বসিলেন ধরাসনে॥
করুণা বচনে, সজল নয়নে,
হররাণী কন হরে।
কি করি ঈশান, কেঁদে উঠে প্রাণ,
ধৈর্য্য নাহি আর ধরে॥
জনক অবল, সহজে অচল,
তাহাতে প্রাচীন অতি।
হয়ে পুত্রহীন, দিন দিন দীন,
অগতির নাহি গতি॥
জননী দুখিনী, শোকে পাগলিনী,
প্রবোধ কে দিবে তাঁকে।
করি হায় হায়, কাঙ্গালিনী প্রায়,
পথে ঘাটে পোড়ে থাকে॥
আমা বিনা আর, কেহ নাই মার,
জুড়াইবে কার কাছে।
ভয় হয় মনে, তাহারা দুজনে,
বেঁচে আছে কি না আছে॥
তুমি বম্-ভোলা, তাহে সদা ভোলা,
অভাগীর মাথা খেতে।
যত অহরহ, সংবাদ না লহ,
আমারে না দেহ যেতে॥
জয়া এসে বলে, জলধির জলে,
ডুবেছে প্রাণের ভাই।
আজ্ঞা কর হর, জনকের ঘর,
এখনি আমি যাই॥
জনক আমার, করি হাহাকার,
কেঁদে কেঁদে হলো অন্ধ।
ভাল মন্দ তাঁর, হইল কি আর,
মনেতে হতেছে সন্দ॥

কন্যা হয়ে যেবা, মা-বাপের সেবা,
নাহি করে একবার।
কেহ নহে তোষ, সবে গায় দোষ,
ধিক্ ধিক্ প্রাণে তার ॥
আমি হে দুখিনী, তোমার অধীনী,
দয়াহীন তুমি স্বামী।
লয়ে ঘর দ্বার, করহ বিহার,
একা চোলে যাই আমি ॥
পিতা-মাতা তব, থাকিলে হে ভব,
জানিতে যাতনা যত।
এবার আমায়, না দিলে বিদায়,
যাব জনমের মত ॥
মায়াতীত মায়া, প্রকাশিছে মায়া,
এ কথা কাহারে কই।
ঈশ্বরীর ছলে, নয়নের জলে,
ঈশ্বর ভাসিছে ওই ॥

(সঙ্গীত)

ভৈরব—আড়া।

আজ্ঞা কর কৃপাকর, দেব ত্রিলোচন।
এখনি যাই আমি, জনক-ভবন ॥
প্রাণাধিক সহোদর, মৈনাক শিখরবর,
জলধিজীবনে নাকি, স'পেছে জীবন।
কাজ নাই ধনে জনে, কোন কিছু আয়োজনে,
জয়া-বিজয়ার সনে, করিব গমন ॥
জনকের দুঃখ যত, বিশেষ কহিব কত,
সুত-শোকে জ্ঞান-হত, সদা অচেতন।
ভাবিয়া মায়ের দুখ, বিষাদে বিদরে বুক,
নত হ'লো উচ্চমুখ, কি করি এখন ॥
পদ দিয়া যেই চলে, তারা কই, তারে বলে,
দিবানিশি ধরাতলে, করিছে রোদন।
আমি গেলে জননীর, ঘুচিবে চক্ষের নীর,
জনক হবেন স্থির, হেরিয়া বদন ॥
সন্তান-শোকের তরে, পিতা মাতা যদি মরে,
কি ফল নিফল তবে, রাখিয়া জীবন।
হয়েছি কাতর অতি, পায়ে ধরি পশুপতি,
কর কর অনুমতি এই নিবেদন।
তব রূপ ধ্যানে ধরি, শিব ব'লে যাত্রা করি,
কি ভয় অভয় পদ, করিলে স্মরণ ॥

অথ উমার প্রতি শিবের উক্তি

(সঙ্গীত)

ভৈরবী—আড়া।

জনক-ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার।
আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর ॥
আহা, আহা, মরি মরি, বদন বিরস করি,
প্রাণাধিকে প্রাণেশ্বরি, কেঁদো নাক আর।
হৃদয়েশি অহরহ, আমার হৃদয়ে রহ,
নিদয়-হৃদয় কহ, কি দোষ আমার।
যখন যে অনুমতি, কর তুমি ভগবতি,
কখন কি করি আমি, অন্যথা তাহার ॥
সকলি তোমারি ছায়া, তুমি নিজে মহামায়া,
তোমার বিচিত্র মায়া, বুঝে উঠা ভার।
মায়া মায়া প্রকাশিতে, জন্ম নিলে অবনীতে,
কে তোমার মাতা-পিতে, কন্যা তুমি কার ॥
ইচ্ছাময়ী নাম ধর, যাহা ইচ্ছা তাই কর,
তোমার মহিমা জানে, হেন সাধ্য কার।
প্রাণ-প্রিয়ে যাবে যথা, সঙ্গে সঙ্গে যাব তথা,
ক্ষণমাত্র সঙ্গ ছাড়া হব না তোমার ॥

পার্ব্বতীর করে ধরি পশুপতি কন।
এতই ব্যাকুল তুমি, কিসের কারণ ॥
জনকের গৃহে যেতে, বাসনা তোমার।
সঙ্গে ক'রে আমি যাব, ভাবনা কি তার ॥
সুখের ব্যাপার আর, কি আছে এমন।
এখনি করিব সব, শুভ আয়োজন ॥
হর-বাক্যে হরষিতা, হৈমবতী ধনী।
ধরাসন পরিহরি উঠিল তখনি ॥
কতই কৌতুক পথে আসিতে আসিতে।
পুরেতে প্রবেশ করে, হাসিতে হাসিতে ॥

বলেন জয়ারে ডেকে, দেবদেব হর।
হিমালয়ে যাব আমি, শ্বশুরের ঘর ॥
শ্রীদুর্গা সাজাও তুমি, মনোমত সাজে।
স্থির হয়ে সাজাইবে, যেখানে যা সাজে ॥
ছেলে মেয়ে ডেকে এনে, শীঘ্র কর সাজ।
পরাও বিনোদ বস্ত্র, করাও সুসাজ ॥
ওহে নন্দী, তোমরা সকলে সাজ আগে।
বৃষভ সাজাও, আমি সাজি অনুরাগে ॥
কুবের বিলম্ব তুমি কেন কর আর।
সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল রতন-ভাণ্ডার ॥
ওরে ভৃঙ্গী, সাজ সাজ ছাই মাখ বুকে।
সিদ্ধি খেয়ে যাত্রা-সিদ্ধি করি আমি সুখে।
শিব-আজ্ঞা পেয়ে সবে, সন্তোষ হইল।
সমুদয় আয়োজন তখনি করিল ॥
ভূত-প্রেত এই ব'লে মারিতেছে লাফ।
মা যাবে বাপের বাড়ী সঙ্গে যাবে বাপ ॥
রাজ্যের বিভূতি এনে করিতেছে ড'াই।
সৃষ্টির শ্মশান ঝেড়ে নিয়ে আসে ছাই ॥
ভাগাড় চাগাড় দিয়া তুলে লয় হাড়।
এক ঠাঁই জড় করি করিল পাহাড় ॥
তুলিয়া সিদ্ধির গাছ আনে ভার ভার।
দেশের ধুতুরা ফল রাখিল না আর ॥
আজ্ঞার অপেক্ষা নাই ছোটে পাল পাল।
তোল্‌পাড় ক'রে ফ্যালে আকাশ পাতাল ॥
কিল্ কিল্ কোরে সবে হাসে খিল্ খিল্।
ভয়ঙ্কর ভঙ্গী দেখে দাঁতে লাগে খিল্ ॥
ভীষণ গভীর নাদ ছাড়িছে সকল।
একেবারে ছেয়ে দিলে আকাশমণ্ডল ॥
ভূতনাথে ঘেরিয়া নাচিছে ভূত সব।
হর হর বম্ বম্ মুখে এই রব ॥
বিনোদ বিমান এনে দ্বারেতে রাখিল।
ধনের ভাণ্ডার লয়ে কুবের সাজিল ॥
বিজয়া মনের সাধে উমারে সাজায়।
স্বর্গ হ'তে দেবগণ দুন্দুভি বাজায় ॥
আনন্দে শিবের শিঙ্গা উঠিল বাজিয়া।
হর যায় হিমালয় পার্ব্বতী লইয়া ॥
চারু-রথে চড়ে সবে প্রফুল্ল অন্তরে ॥
শিব আর দুর্গা যান বৃষের উপরে ॥

অথ কৈলাসপর্ব্বত হইতে হিমালয়ে হরপার্ব্বতীর শুভাগমন

ভাবিতে ভাবিতে তারা, মুদিয়া নয়নতারা
মেনকা মন্দিরে নিদ্রা যায়।
মহীধর মহীপতি, মোহিত হইয়া অতি,
মোহ-মুগ্ধ মায়ার মায়ায় ॥
যত সব গৃহবাসী, দ্বারপাল দাসদাসী,
কারো মাত্র নাহিক চেতন।
রজনীর শেষভাগে, তপন আপন রাগে,
পূর্ব্বদিক্ করে প্রকটন ॥
হেনকালে আচম্বিতে, আনন্দ সবার চিতে,
ভগবতী পতির সহিত।
লয়ে লক্ষ্মী সরস্বতী, ষড়ানন গণপতি,
জনকের দ্বারে উপনীত ॥
শারী শুক মনসুখে, শিবদুর্গা ব'লে ডাকে,
হরে মন রাগ-আলাপনে।
অকালে কোকিল সব, করিছে আনন্দ-রব,
আনন্দময়ীর আগমনে ॥
নগর-নাগরী যারা, সমাচার পেয়ে তারা,
এলোথেলো হয়ে সব ছোটে।
বাহ্যজ্ঞান নাহি আর, নাহি বেশ অলঙ্কার,
যেতে যেতে পড়ে আর ওঠে ॥
ছেলে ছিল কোলে শুয়ে, তাহারে একলা থুয়ে,
ছুটিছে নৃপতি-নিকেতনে।
শিশুরে না দেয় স্তন, এমনি ব্যাকুল মন,
উমারে হেরিবে কতক্ষণে ॥
এলোকেশে পুরে এসে, কহিতেছে হেসে হেসে,
উঠ উঠ উঠ মা অচলা।
শুন মা মঙ্গল রব, মঙ্গল হয়েছে সব,
মা তোমার এসেছে মঙ্গলা ॥
জাগো জাগো রাজপ্রিয়া, রাজারে জাগাও গিয়া,
ঘুমাবার সময় এ নয়।
ধরিয়া গৌরীর কর, দাঁড়ায়ে জামাই হর,
এমন সুদিন নাকি হয় ॥
শুনি কোলাহলবাণী, কহিছে মেনকা রাণী,
মৃতদেহে জীবন কে দিলে।
কে দিলে এ সমাচার, প্রাণ দিয়ে শুধি ধার,
বিনি মূলে আমায় কিনিলে ॥

রাণী বলে তারা কই, তারা বলে তারা ওই,
অভিমানে দ্বারদেশে আছে।
বলে উমা দেখা দে মা, মা গো ও মা কোথা গো মা,
ডেকে ডেকে গলা ভাঙ্গিয়াছে॥
ধন্যা রাণী তুমি ধন্যা, ভাগ্যবতী নাহি অন্যা,
ত্রিভুবনে তোমার চাহিয়া।
ভবের জননী যেই, ভবরাণী হয়ে সেই,
ডাকিতেছে জননী বলিয়া॥
রাজ-রাজেশ্বর হর, দেবদেব মহেশ্বর,
জামাতার গুণ কব কিবা।
সুতা তব সর্ব্বাধারা, সর্ব্বসারা সর্ব্বদারা,
কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণা শিবা॥
হরি মধ্যা ১ হরি পরে, হরি হরি ২ হরি ৩ হরে,
হরিপূজা হরি ৪ ভয়হারা।
গিরিকুল-কমলিনী, মুক্তিমধু-প্রদায়িনী,
মহেশ-মধুপ মনোহরা॥
অচলা সচলা হও, বরণের ডালা লও,
বারি দেহ কনক-কলসে।
মঙ্গল লক্ষণ ধর, মঙ্গল আরতি কর,
মঙ্গলার মঙ্গল মানসে॥
এয়ো-গণে দেহ ডাক, বাজাক মঙ্গল-শাঁক,
সাজাক্ বরণ মনসুখে।
উলু দিয়ে যত ধনী, করুক্ মঙ্গল ধ্বনি,
জয় জয় দুর্গা ব'লে মুখে॥
শুনিয়া মঙ্গল-স্বর, উঠিলেন নৃপবর,
শিশির-শিখর-শিরোমণি।
শিবা শিবা আগমনে, আপন আনন্দ মনে,
আপনারে পাসরে আপনি॥
মুখখানি হাসি হাসি, গৃহিণীর কাছে আসি,
বলে, কর যে হয় বিহিত।
নগরের দ্বার দ্বার, জানাইল সমাচার,
আনাইল গুরু পুরোহিত॥
সজ্জা করি নানারূপ, রাণী সহ চলে ভূপ,
আনিতে ভবানী আর ভবে।
লইয়া বরণডালা, পুরজন পুরবালা,
পাছে পাছে চলিলেন সবে॥
নিরখি নন্দিনী-মুখ, পুরজন পরম-সুখ,
প্রেমধারা নীরদ-নয়নে।
কদম্ব-কুসুম-অণু, পুলকে পূরিল তনু,
আহ্লাদ-তরঙ্গ বহে মনে॥
স্থির করি দুনয়ন, অনিমিষে নৃপধন,
হর-গৌরী করে দরশন।
অন্তরে উদয় জ্ঞান, এক মনে করে ধ্যান,
মুখে আর সরে না বচন॥
পবিত্র হইল দেহ, কন্যাভাবে নাই স্নেহ,
ভক্তি-ভাব হইল উদয়।
দেখিতে দেখিতে ভূপ, দেখে চারু ব্রহ্মরূপ,
একেবারে মোহিত হৃদয়॥
জ্ঞানে ধ্যানে জেনে যায়, ভাগ্য মেনে আপনায়,
মানসেতে করিছে প্রণাম।
ফুটে কিছু নাহি কয়, শিব জয় দুর্গা জয়,
মনে জপে শিব দুর্গা নাম॥
ক্ষণপরে মহামায়া, করিলেন মহা মায়া,
সে ভাবের হইল অভাব।
দুহিতা জামাতা ব'লে, স্নেহরসে যায় গ'লে,
পুনর্ব্বার পূর্ব্বকার ভাব॥
কুমারীর কাছে গিয়া, নিজ-ভাব প্রকাশিয়া,
মনের আক্ষেপ করি নাশ।
জামাতার কর ধরি, সুখে সমাদর করি,
যথারীতি করিল সম্ভাষ॥
এক বছরের পরে, আসিয়া বাপের ঘরে,
আনন্দিতা ভগবতী ভীমা।
শ্বশুরের সমাদরে, গদগদ ভাব-ভরে,
শিবের শিবের নাই সীমা॥
একে ভোলা মহেশ্বর, তাহাতে শ্বশুরঘর,
বেলপাতে করিছে অর্চ্চন।
আশুতোষ হয়ে তোষ, নাহি লন কোন দোষ,
করিছেন ধুতুরা ভক্ষণ॥
এসো এসো ভাই বোলে গিরিরাজ করে কোলে,
ষড়ানন আর গজাননে।
চুম্বিবারে গণেশেরে, পরিল বিষম ফেরে,
শুঁড় গিয়া ঢুকিল বদনে॥
নগরাজ মুগ্ধ মোহে, কার্ত্তিক গণেশ দোঁহে,
মাতামহে প্রণাম করিল।

---

১ হরিমধ্যা—সিংহের ন্যায় ক্ষীণ কটি। হরি ২ হরি ৩ হরি হরে।—হরি চন্দ্র, হরি সূর্য্য, হরি কিরণ। অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণকে হরণ করে।

৪ হরি-ভয়হরা।—হরি যম, অর্থাৎ কালভয়-হরা।

কখন কাপড় টানে, কখন বা দাড়ী ছানে,
এইরূপ করিতে লাগিল ॥

নাতির কৌতুক ভাবে, দুখের তিমির নাশে,
পুলকিত হিম-গিরিবর ॥

ছেলেদের পানে চেয়ে, অন্তরে আনন্দ পেয়ে,
মৃদু মৃদু হাসিছেন হর ॥

পসারিয়া দুই পাণি, উমা কোলে করি রাণী,
করিলেন বদন চুম্বন ।

যথাবিধি "এয়ো" সবে, করিল মঙ্গল রবে,
মঙ্গলার মঙ্গলাচরণ ॥

সবে কয় এই বাণী, দেখি দেখি মুখখানি,
খোল উমা মাথার অঞ্চল ।

আহা কি রূপের ছটা, অপরূপ ঘোর ঘটা,
হেরে আঁখি হইল চঞ্চল ॥

সাধ বড় ছিল মনে, সাজাইব উমাধনে,
কেশ বেঁধে পরাব কবরী ।

লয়ে সাঁজ পাই লাজ, নাহি সাজে কোন সাজ,
কিবা রূপ আহা মরি মরি ॥

শুধু যার কলেবরে, ত্রিভুবন আলো করে,
হরে সব মনের আঁধার ।

কি আছে কোথায় পাব, তারে আমি কি সাজাব,
সম্ভাবনা কি আছে আমার ॥

যে সাজ যেখানে সাজে, সেজেছে আপন সাজে,
এই সাজে হর হর-মন ।

এমন রূপের ঘটা, এমন সাজের ছটা,
পাপ চোখে দেখিনি কখন ॥

নিজে যথা গুণবতী, শঙ্কর সেরূপ অতি,
মরি কিবা সোনার সংসার ।

লক্ষ্মী তোর লক্ষ্মী মেয়ে, রূপে গুণে তার চেয়ে,
তুলনার স্থান নাই আর ॥

বাণী হেরে যায় খেদ, বদনে প্রসবে বেদ,
কথা শুনে ব্যথা হয় দুর ।

চাঁদ যেন ছেলে দুটি, করিতেছি ছুটাছুটি,
রূপে আলো করে গিরিপুর ॥

ধন্য ধন্য ধন্য সতী, গিরিরাণী পুণ্যবতী,
প্রসব করেছে মা গো তোরে ।

সার্থক রাণীর গর্ভ, সার্থক রাজার সর্ব্ব,
আর না ভুগিবে ভব-ঘোরে ॥

পিতা মাতা মনে করি, সন্তানের ভাব ধরি,
হিমালয়ে শুভ আগমন ।

আপনি এসেছ যাই, দেখিতে পেলেম তাই,
হলো আজ সফল জীবন ॥

রাজরাণী ভালবাসে, নিত্য আসি রাজ-বাসে,
ধ্যান করি তব আগমন ।

প্রতিক্ষণে এই আশা, কতক্ষণে হবে আসা,
কতক্ষণে পাব দরশন ॥

তুমি মা করুণাকরী, কটাক্ষে করুণা করি,
চাহ মা গো আমাদের পানে ।

আমরা দুখিনী নারী, তোমায় চিনিতে নারি,
তোমার মহিমা কেবা জানে ॥

আমরা তোমার ছায়া, আমাদের সঙ্গে মায়া,
মায়া-খেলা, খেল না খেল না ।

দয়াময়ি দয়া কর, হরবধূ তাপ হর;
রাঙা পায় ঠেল না ঠেল না ॥

করুণা হইল তব, যত দিন বেঁচে রব,
সুখে রব পতি-পুত্র নিয়া ।

যখন ত্যজিব প্রাণ, তখন করিবে ত্রাণ,
ভয়ভাঙা রাঙাপদ দিয়া ॥

এইরূপ কহে তারা, হাসিয়া কহেন তারা,
অকল্যাণ কেন কর আর ।

এই ভাব হর হর, আশীর্ব্বাদ কর কর,
ধর ধর প্রণাম আমার ॥

তারা বাক্যে তারা কয়, ছলেতে জানায় ভয়,
কল্যাণীর অকল্যাণ কিসে ।

অভয়া অভয় দেহ, করিয়া অভয় দেহ,
হাসি খেলি মনের হরিষে ॥

বরণ হইল যায়, রাণীর লোচনে হায়,
হরিষে বরিষে বারিধারা ।

করুণা-বচনে কন, এসো এসো প্রাণধন,
কুলের রতন প্রাণতারা ॥

সুপ্রভাত হলো দিবা, চলিলেন শিব-শিবা,
পুলকিত পুরবাসিগণে ।

রাজা রাণী এক হয়ে, জামাতা দুহিতা লয়ে,
বসাইল রত্ন-সিংহাসনে ॥

নগরের ঘরে ঘরে, সকলে আনন্দ করে,
সকলেরি অন্তরে উল্লাস ।

সবে জয় জয় বলে, আনন্দের কোলাহলে,
একেবারে পুরিল আকাশ ॥

গায়কে হইয়া প্রীত, গায়িছে মঙ্গল-গীত
নর্ত্তকী নাচিছে নানা সাজে ।

মৃদঙ্গে মধুর স্বর, বীণা-বেণু মনোহর,
তূরী ভেরী নহবত বাজে ॥
অন্তঃপুরে রামা সবে, মধুর মোহন রবে,
মঙ্গলা-মহিমা গান করে।
করি সুধা বরিষণ, হরিছে হরের মন,
শঙ্করের শরীর শিহরে ॥
পশু পক্ষী সবাকার, আনন্দের নাহি পার,
সকলেই সুখী হইয়াছে।
আহার গিয়াছে ভুলে, পরস্পর মন খুলে,
দুর্গা বোলে গায় আর নাচে ॥
দেবগণ করে দৃষ্টি, স্বর্গ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি,
দৈববাণী হতেছে প্রচার।
"সাধু সাধু গিরিরায়, সাধুবাদ মেনকায়,
হেন পুণ্য কে করেছে আর ॥"
শিব জয় দুর্গা জয়, জয় জয় হিমালয়,
দেব-লোক এই ভাব ভাষে।
বিধি বিষ্ণু ধ্যানে যায়, শত যুগে নাহি পায়,
সেই নিধি গিরিরাজবাসে ॥
অপ্সর কিন্নর যত, নাচে গায় শত শত,
করিতেছে মঙ্গল-সাধন।
শিব-দুর্গা দেখিবারে, আহ্লাদে মানসাগারে,
নাগ-লোক করে আগমন ॥
বম্ বম্ হরে হরে, মা বাহিরে গভীর স্বরে,
গায় ভূত প্রমথ পিচাশ।
বেতালে ধরিয়া তাল, বেতাল ধরিছে তাল,
ভাল ভাল মনের উল্লাস ॥
বৃষতে ছাড়িছে ডাক, বাড়িছে ভূতের জাঁক,
ধ্বনি উঠে ধেই ধেই স্বরে।
ফোঁস ফোঁস শব্দ করি, ফণী নাচে ফণা ধরি,
কারো প্রতি দ্বেষ নাহি করে ॥
হইয়া উদার মন, অকাতরে নৃপধন,
করে ধন বিতরণ সুখে।
যাচক যাচিকা যত, দান পেয়ে মনোমত,
জয় জয় রব করে মুখে ॥
যাহা চায় তাহা পায়, খায় দায় নাচে গায়,
অভিপ্রায় পূর্ণ সবাকার।
দেও দেও বলে সব, নেও নেও উঠে রব,
খোলা আছে ধনের ভাণ্ডার ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যত, মুনি ঋষি শত শত,
যাঁরা এসে উপস্থিত হন।
করিয়া উচিত মান, উপযুক্ত অর্থ দান,
স্নান আদি আহার ভোজন ॥
বসন ভূষণ ধন, নাহি হয় নিরূপণ,
রাশি রাশি পর্ব্বত-আকার।
মধুর সুখাদ্য নানা, ননী সর ক্ষীর ছানা,
ফল মূল অশেষ প্রকার ॥
পায়সের বহে নদী, পলান্ন পিষ্টক দধি,
আর আর দ্রব্য কত কব।
ভূত প্রেত নিশাচরী, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি করি,
আহারে সবাই পরাভব ॥
কিছুই অভাব নাই, দ্রব্য সব ডাঁই ডাঁই,
খাই খাই রব নাই মুখে।
কোন দিকে নাই দোষ, খেয়ে পোরে পরিতোষ,
গিরিগুণ গেয়ে যায় সুখে ॥
যেখানেতে অন্নপূর্ণা, হয়ে অতি কৃপাপূর্ণা,
লক্ষ্মীসহ নিজে বিরাজিত।
আপনি আসিয়া শিব, করিছেন যার শিব,
তার ঘরে কোথায় অহিত ॥
খাবে কত নেবে কত, হেরে হয় জ্ঞানহত,
কিছুতেই নাহি হয় ক্ষয়।
দৃষ্টিমাত্র একবার, ধনাগার খাদ্যাগার,
পুনর্ব্বার হতেছে অক্ষয় ॥
গুরু আর পুরোহিত, উভয়েই চমকিত,
হেরে রূপ স্থির নহে মন।
আশীর্ব্বাদী ফুল নিয়া, মস্তকেতে দিতে গিয়া,
করিলেন চরণে অর্পণ ॥
হেসে কন শিব শিবা, ঠাকুর করিল কিবা,
এ যে বিধি বিধিমত নয়।
নীরব ব্রাহ্মণদ্বয়, কথা আর নাহি কয়,
চিত্রের পুত্তুল যেন রয় ॥
প্রাচীন, ব্রাহ্মণী এক, কিছুমাত্র নাহি ভেক,
দিব্য জ্ঞান হৃদয়ে উদয়।
হেরিয়া যুগলরূপ, জানিয়া স্বরূপ রূপ,
মেনকা মহিষী প্রতি কয় ॥
তোমার নয়নতারা, তারানাথদারা তারা,
ত্রিলোকের তারা বেদে বলে।
তারার সঙ্গিনী যারা, তারা যেন শোভে তারা,
তারানাথ তারা * ধরাতলে ॥

---

* তারানাথ তারা ধরাতলে অর্থাৎ তাহার সঙ্গিনী

যত সব কুলদারা, হেরে তারা সর্ব্বসারা,
তারা, তারা, বলে কুতুহলে।
পুলকিত হয়ে তারা, স্থির করি আঁখিতারা,
ভাসিতেছে তারা-প্রেমজলে ॥
ধরায় ধরে না শোভা, মহাদেব-মনোলোভা,
কোটি রবি ছবি পদতলে।
ভুবনভাবিনী তারা, মুগ্ধ মধুকর তারা,
তারার নয়ন্-শতদলে ॥
তারা-মুখ তারাপতি, হেরে শশী তারাপতি,
পোড়েছে চরণ-নখজালে।
তারাপদে তারাপতি তাই হেরে তারাপতি
তারাপতি ধরিল কপালে ॥
সাধু সাধু সাধু শশী, ঘুচিল কলঙ্ক-মসী,
দোষী তোরে কে বলে এখন।
শিবার শ্রীপদে পোড়ে, শিবের মাথায় চোড়ে,
হলি তাঁর প্রধান ভূষণ ॥
উমার কনকনিভা, শঙ্করের শুভ্র বিভা,
মরি কিবা ছটা তায় জ্বলে।
অনুমান করি হেন, সুমেরুর আভা যেন,
পড়িয়াছে ধবল অচলে ॥
মিলিত যুগল রূপ, অতিশয় অপরূপ,
অনুরূপ নাহি দেখি তার।
এরূপ স্বরূপ কয়, হেন সাধ্য কার হয়,
বর্ণিবার শক্তি আছে কার ॥
শিব দুর্গা এক ঠাঁই, কোনকালে দেখি নাই,
এ শোভা কহিব আর কারে।
যখন বাসনা হয়, এইরূপ মনোময়,
দেখি যেন হৃদয়-আগারে ॥
ওহে শিব আশুতোষ, দুঃখিনীরে আশু তোষ,
চাহ চাহ অধীনীর পানে।
ছাড় রোষ হর দোষ, কর কর পরিতোষ,
পাদপদ্ম-মকরন্দ-দানে ॥
ভবপ্রিয়া ও মা দুর্গে, তার এই ভবদুর্গে,
দয়া-দৃষ্টি কর একবার।
আমি নারী ভক্তিহীনা, তুমি গো মা ভক্তাধীনা,
এইমাত্র শুনিয়াছি সার ॥
সহজে সম্ভব নব, এ ভব-বিভব ভব,
জ্ঞানহীনা আমি কব কত।
কহিতে মহিমা তব, বেদ আদি পরাভব,
ভবধব ভব রব-হত ॥
ব্রাহ্মণীর শুনে স্তব, গোপনে ভবানী ভব,
মনে মনে হলেন সদয়।
কথা কয়ে অবহেলে, ঈশ্বর ঈশ্বরী পেলে,
আর তার মরণে কি ভয় ॥

রামকেলি—তাল ফের্তা।

হিমালয়ে কি আনন্দ, সিংহাসনে সদানন্দ,
সদানন্দময়ী শিবা বামে শোভা পায়।
হেন শোভা কেবা, দেখেছে কোথায় ॥

রজত-কনক-প্রভা একত্র প্রকাশে।
স্থিরসৌদামিনী যেন বিমল আকাশে ॥
উষাকালে চারু সুরধুনী-জলে,
তরুণ অরুণ-আভা যেন জ্বলে,
যেন শ্বেত শতদল দলে দলে,
হরিদ্রেখা দেখা যায়।
উভয় রূপের আভা উভয়েই লয়।
পারদে সিন্দুর যেন মেশো মেশো হয় ॥
সে রূপ যে জন করে দরশন,
পুলকে পূরিত হয় তার মন,
ফুটিতে না পারে মুখের বচন,
নয়ন-সলিলে ভেসে যায় ॥
নিকটেতে ছিল যারা করি হায় হায়।
মোহিত হইল তারা রূপের ছটায় ॥
স্থির করি দুটি লোচনের তারা,
রয়েছে দাঁড়ায়ে অনিমিখে তারা,
তারানাথ সহ নিরখিয়ে তারা,
তারা-গুণ তারা মনে গায়।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে জয়া চামর ঢুলায়।
বিজয়া মনের সাধে চন্দন মাথায় ॥
ননী সর ক্ষীর মিষ্টান্ন সকল,
মধুর রসাল নানাবিধ ফল,
সুগন্ধি তাম্বুল সুশীতল জল,
আনিয়ে দিতেছে উমা মায় ॥

সকল তারার ন্যায় হইয়াছে, তারা, তারানাথ অর্থাৎ চন্দ্রের ন্যায় ধরা-তলে শোভা করিতেছেন।

কুলের কামিনী যত করি আগমন।
হর-গৌরী দেখিবারে, করিছে যতন ॥
কত সুখ তাহে মেনকা প্রকাশে,
এস মা এস মা মুখে এই ভাষে,
ডেকে বলে রাণী মধুর সম্ভাষে,
দেখে যা গো তোরা আয় আয় ॥
রাণীর মনের দুঃখ সব গেল দূরে।
করিয়া মঙ্গল-ধ্বনি চারিদিকে ঘুরে ॥
রুচির ভক্ষণ বিনোদ বসন,
রজত কাঞ্চন বিবিধ রতন,
অকাতরে রাণী করে বিতরণ,
যারে তারে চোখে দেখিতে পায় ॥
হিম গিরিরাজ-গৃহে মহামহোৎসব।
দ্বিজগণে দেখে নৃপ করে কত স্তব ॥
যোগী ঋষি যত ভক্তিরসে গলে,
মনে এই আশা করিছে সকলে,
মরণ-হরণ চরণকমলে,
মধুকর হয়ে মধু খায়।
গুপ্তভাবে গুপ্ত-প্রভা অতি শোভাকর।
শ্রীপদপঙ্কজতলে প্রভাকরকর ॥
কাতরে কহিছে প্রভাকর-কর,
প্রভাকরসুত ভয়-হর হর,
নিরন্তর যেন এই প্রভাকর,
হর কৃপাকাশে প্রভা পায় ॥

———

সঙ্গে লয়ে প্রাণাধিক কার্ত্তিক গণেশ।
চলেন শ্বশুর সহ বাহিরে মহেশ ॥
রূপের শোভায় সভা উজ্জ্বল হইল।
হর হর হরধ্বনি অমনি উঠিল ॥
আজানুলম্বিত জটা শঙ্করের শিরে।
ধুম্র যেন খেলিতেছে মন্দাকিনী নীরে ॥
অনল ঝলকে চারু নয়নফলকে।
পলকে পলকে যেন দামিনী নলকে ॥
ললাটেতে খণ্ড শশী ঝলমল করে।
মস্তকের ভূষা ফণী মণিপ্রভা হরে ॥
কোথাও মাণিক মুক্তা রতন বিভব।
শিব-অঙ্গে ছাই দেখে ছাই হয় সব ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দেখে কার মন ভুলে।
ভুবন ভুলালে ভোলা ধুতুরার ফুলে ॥
মুকুতা হীরার হার কোথা গেল হেরে।
হাড়ে হাড়ে কাঁপে তারা হাড়মালা হেরে ॥
বাঘছাল বাস দেখে সুচিকণ বাস।
লজ্জায় করে না আর নিকটেতে বাস ॥
ঈশানের বিষাণের সুমধুর স্বর।
লজ্জায় নীরব হয় কোকিল ভ্রমর ॥
স্থির হয়ে থাকে সৃষ্টি সুধাবৃষ্টি হয়।
দেবাসুর আদি করি মুগ্ধ সমুদয় ॥
থেকে থেকে বাজে গাল বব বব বম্।
দেখিয়া ভবের ভঙ্গি ভয়ে কাঁপে যম ॥
ভব ভব আলো করে রূপের বিভাষে।
মনোভব পরাভব নিকটে না আসে ॥
আসিয়া শ্বশুরবাড়ী আনন্দ অপার।
ক্রমেতে আপনি হয় শোভার বিস্তার ॥
কুঁকুড়িয়া ছিল দাড়ি বাঁধিতেছে থোপ।
চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠিতেছে গোঁপ ॥
সেরূপ বুড়ার মত ভাব নাই আর।
পুনর্ব্বার হলো যেন যৌবনসঞ্চার ॥
শিবের সম্ভব সব অসম্ভব নয়।
সকল পারেন হতে নিজে ইচ্ছাময় ॥
জামাতা লইয়া রাজা সভায় বসিয়া।
সকলে সম্ভাষ করে সন্তোষ হইয়া ॥
কোঁদলের কর্ত্তা আদি মুনি যোগী যত।
গিরিরাজ-সভায় সবাই সমাগত ॥
নারদের ইচ্ছা মনে অন্তঃপুরে যায়।
করিয়া ঢেঁকির বাদ্য কোঁদল বাধায় ॥
ভাইপোর অভিপ্রায় বুঝেছেন খুড়ো।
মনে মনে মৃদু মৃদু হাসিছেন বুড়ো ॥
বিবাদের বল বুদ্ধি করিয়া হরণ।
হর কন ভাল আছ দেব তপোধন ॥
নারদ বলেন খুড়ো আমি ভাল আছি।
খুড়ীরে দেখিব ব'লে সাধ করিয়াছি ॥
শঙ্কর বলেন তবে দেখে এস গিয়া।
গমনের কালে যেয়ো সাক্ষাৎ করিয়া ॥
ঢেঁকি ঋষি ঢেঁকি নিয়া উঠিবারে চায়।
উঠে না ঢেঁকির মোনা ঘটে ঘোর দায়।
টানাটানি করে কত সাধ্য নাই নাড়ে।
ঢেঁকুচ ঢেঁকুচ রবে মোনা ডাক ছাড়ে ॥
দাঁত করে কিড়িমিড়ি নড়িতেছে হেন।
বজ্জাৎ শালার ঢেঁকি উঠনাক কেন ॥

কসিয়া মোনার মুখে মারিতেছে বাড়ি।
রাগেতে আপনি ছেঁড়ে আপনার দাড়ি॥
ঢেঁকি বুদ্ধি ঢেঁকি বল ঢেঁকি মূলধন।
ঢেঁকি ছেড়ে যেতে নাহি পারে তপোধন॥
নারদের ভাব দেখে সভাশুদ্ধ হাসে।
নারদ নারদ বোলে উচ্চ রবে ভাষে॥
নারদ নীরদ্ শুনে নারদ পণ্ডিত।
হড়াহুড়ি-যুদ্ধ করে ঢেঁক্কির সহিত॥
ছিঁড়িয়া বীণার তার করি খান খান।
ঢেঁকির মাথায় বেঁধে মারিতেছে টান॥
কোনরূপে কিছুমাত্র উপায় না পেয়ে।
অবশেষে বলিলেন থতমত খেয়ে॥
লাগিয়াছে ভ্যাবাচাকা বদ্ধ ভ্রমপাশে।
যার পানে ফিরে চায় সেই দেখে হাসে॥
কিঞ্চিৎ পরেতে সেই ভ্রম হলো শেষ।
কর্ত্তাটির খেলা এই জানিল বিশেষ॥
আপনার অভিমান করি পরিহার।
মনে মনে অপরাধ করিল স্বীকার॥
সে ভাব বুঝিয়া শেষ শিব সদাশয়।
নারদেরে গোপনেতে হলেন সদয়॥
তখন উঠিয়া ঋষি পুর-মাঝে যায়।
প্রণাম করিল গিয়া পার্ব্বতীর পায়॥
পুরবালা যত সব কাঁদ কাঁদ হয়।
বলে ও মা এটা কেটা দেখে লাগে ভয়॥
ঝোলা দাড়ি ঢেঁকি ঘাড়ে ঘারে মারে হুড়ো।
কোথা হ'তে এলো এই চালকাঁড়া বুড়ো॥
যত শিশু ছেলে মেয়ে মুর্ত্তি দেখে তার।
ভেউ ভেউ কেঁদে উঠে শান্ত করা ভার॥
কেহ বলে কানকাটা কেহ জুজু বলে।
কেহ বলে জোটে বুড়ী থাকে বুঝি জলে॥
কাছে থেকে কেহ বলে খেলে খেলে খেলে।
কেহ বলে পালা পালা ভূতে পেলে পেলে॥
দুর্গা কন যাও ঋষি ত্বরায় করিয়া।
সকলে পেয়েছে ভয় তোমায় দেখিয়া॥
কেঁপে কেঁপে সকলে করিছে হাহাকার।
ঢেঁকি নেড়ে মেয়ে ছেলে কাঁদাও না আর॥
উমার বচনে ঋষি হইল বিদায়।
স্থির হয়ে সকলেতে মনে সুখ পায়॥
নারদ শিবের কাছে এসে পুনরায়।
শিষ্ট হয়ে বসিলেন রাজার সভায়॥

শ্বশুর জামাই দোঁহে হরষিত মন।
যথারীতি এখানে করেন আলাপন॥
ওখানেতে মায়ে ঝিয়ে কথোপকথন।
প্রকাশ করেন দোঁহে মনের বচন॥
মেনকা বলেন মা গো কেমন করিয়া।
এত দিন ছিলে তুমি আমায় ভুলিয়া॥
অচলা দুখিনী আমি জননী তোমার।
তোমা বিনে ত্রিভুবনে কে আছে আমার॥
কেঁদে কেঁদে সারা হই তোমার কারণে।
মা ব'লে কি একবার পড়িত না মনে॥
ডুবেছে জলধিজলে প্রাণের সন্তান।
পাষাণ-হৃদয় ব'লে যায় নাই প্রাণ॥
করিয়া তোমার ধ্যান বেঁচে আছি তাই।
এত দিন পুনরায় দেখা হলো তাই॥
মরিলে জুড়ায় সব কেবা কারে কয়।
দুখের কপালে মা গো মরণ না হয়।
মনে করি কাল-করে দেহ করি লয়।
কালের শাশুড়ী ব'লে কাল করে ভয়॥
চঞ্চল হয়ো না বাছা বিনয় আমার।
গোপনে তোমার মুখ দেখি একবার॥
কর পেতে সর লও তুলে দেই হাতে।
ননী ছানা ক্ষীর খাও রুচি হয় যাতে॥
কত দিন পায়সাদি মধুর আহার।
হাতে কোরে দিই নাই বদনে তোমার॥
সাধ পূরে খাও উমা সাধ এই মনে।
বঞ্চিত হয়েছি আমি তোমা হেন ধনে॥
মনের সুখেতে তুমি করিলে আহার।
তবে মা তাপিত প্রাণ জুড়ায় আমার॥
প্রাণের পুতুলি তারা তুমি প্রাণধন।
সবে মাত্র একা তুমি কুলের রতন॥
ছেড়েছি আহার-নিদ্রা তোমার বিচ্ছেদে।
থেকে থেকে আচম্বিতে প্রাণ উঠে কেঁদে॥
দুখে বুক ফাটে হায় এমনি অস্থির।
তবু পোড়া পাপ প্রাণ না হয় বাহির॥
নিদ্রারে নিকটে স্থান নাহি দেয় আঁখি।
শুধু করি নীরাহার নিরাকারে থাকি॥
পথিক দেখিলে পথে তারে ডেকে কই।
তারা কই তারা কই প্রাণ-তারা কই॥
পথিকে প্রবোধ দিয়া প্রিয় কথা কয়।
প্রবোধ মানিয়া মন স্থির তাই রয়॥

কেহ যদি বলে তোর উমা ভাল আছে।
হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে ছুটি তার কাছে॥
শুনিয়া মঙ্গলা তোর সুমঙ্গল ধ্বনি।
আপনারে ভুলে যাই আপনা অমনি॥
তোমার দুঃখের কথা কেহ যদি কহে।
সে কথা হৃদয়ে যেন শেল গাঁথা রহে॥
সে দিন যে দুখে যায় আর কারে কই।
জীয়স্তে মরণ সম পর হোয়ে রই॥
গিরি এসে কতরূপে আমারে বুঝায়।
তথাচ বুঝে না মন করি হায় হায়॥
দয়া করি নিজে যদি এসেছ এবার।
কিছুদিন কৈলাসেতে যেও না মা আর॥
তুমি গেলে হিমালয় হবে অন্ধকার।
দুঃখিনী জননী তোর বাঁচিবে না আর॥
আমরা দুজনে আর কত দিন রব।
রাজ্য আদি যত কিছু তোমারি ত সব॥
মায়ের রোদনে কেঁদে মায়ের হৃদয়।
মহামায়া তবু মনে মায়ার উদয়॥
শ্রীদুর্গা বলেন মা গো ধৈর্য্য ধর মনে।
এতই কাতরা তুমি কিসের কারণে॥
প্রণাম করি গো মাতা চরণে তোমার।
কাঁদিয়ে আমায় মা গো কাঁদায়ো না আর॥
কমলা কার্ত্তিক বাণী আর লম্বোদর।
ছেলে মেয়ে বেঁচে থাক্ আশীর্ব্বাদ কর॥
তুমি মা এমন হোলে আমি কোথা যাই।
কে আছে কাহার কাছে মা ব'লে দাঁড়াই॥
জুড়াতে তোমার কাছে এসেছি জননি।
পাগলিনী হোয়ে কেন কর পাগলিনী॥
এসেছে নাতিনী নাতি দেখিবে বলিয়া।
আদর করহ গিয়া তাদের লইয়া॥
বহুদিন হ'তে কিছু করনি আহার।
মাথা খাও খাও কিছু বিনয় আমার॥
আমার নিকটে ব'সে দেও কিছু মুখে।
তোমার প্রসাদ শেষ খাব আমি সুখে॥
ধন্য রাণী পুণ্যবতী কত পুণ্য জোর।
ব্রহ্মময়ী প্রসাদ পাইবে আজি তোর॥
ও মা তারা সকল খেও না একেবারে।
রয়েছে প্রসাদে হরি কিছু দিও তারে॥
মেনকা রেখেছে খাদ্য সমুদয় থাসা।
ঈশ্বরীর প্রসাদেতে ঈশ্বরের আসা॥

পার্ব্বতী কহেন পুন ধরি মার কর।
নিয়ত আসিব আমি আসিবেন হর॥
ছেলে মেয়ে সর্ব্বদা থাকিবে সবে কাছে।
বল বল মা তোমার ভাবনা কি আছে॥
মেয়ে হয়ে যে না করে পিতা-মাতা-সেবা।
তার চেয়ে অভাগিনী আছে আর কেবা॥
যগুপি মা আমি হই পিতার সন্তান।
তব গর্ভে যদি মা গো পেয়ে থাকি স্থান॥
যত দিন এই দেহে এই প্রাণ রবে।
উভয়ের পদসেবা করিব মা তবে॥
কবি কহে ব্রহ্মময়ি কি বলিব আরে।
পদ-সেবা কাজ নাই, দেখা দিস মারে॥
পিতা মাতা তোর কাছে সেবা নাহি যাচে।
মাঝে মাঝে এইরূপ দেখা পেলে বাঁচে॥
করুণাময়ীর মুখে করুণা-বচন।
মেনকার মন-স্থির হইল তখন॥
মায়ে ঝিয়ে এইমত চলিতেছে কথা।
হেনকালে গিরিরাজ উপনীত তথা॥
হাসি হাসি মুখখানি চেয়ে উমা-পানে।
আনন্দের সীমা নাই নৃপতির প্রাণে॥
উমা বলে বহুদিন দেখিনি চরণ।
বল বাবা ছেলে মেয়ে দেখিলে কেমন॥
গিরি কন সে কথা কহিব কি মা আর।
এমন চাঁদের হাট দেখি নাই আর॥
চাঁদের সে শোভা আর হইবে কেমনে।
হয়েছে চাঁদের মেলা আমার ভবনে॥
পর্ব্বতেশ-প্রিয়পুত্রী পিতার বচনে।
চলিলেন অন্য ঘরে পুলকিতমনে॥
রাজা কন ওগো রাণি কি কর এখন।
দুহিতা জামাতা বল দেখিলে কেমন॥
বড় যে বলিয়াছিলে শঙ্কর ভিখারী।
ভিখারিণী প্রাণাধিকা প্রাণের কুমারী॥
শিবেরে পাগল ব'লে কত কাঁদিয়াছ।
অনাহারে থাকে উমা কত বলিয়াছ॥
কেমন ভিখারী সেই দেব ত্রিপুরারি।
সঙ্গে সঙ্গে আজ্ঞাকারী কুবের ভাণ্ডারী॥
ভবের বিভব কত দেখ একবার।
রতনের ছড়াছড়ি রতন-ভাণ্ডার॥
একে একে চেয়ে দেখ সকলের পানে।
রতনে যতন নাই পায়ে ক'রে ছানে॥

তোমারে এ সব কথা বলেছে যে সব।
তাদের দেখাও এনে এ সব বিভব॥
কাশী আর কৈলাসেতে করুক্ গমন।
উমার ঐশ্বর্য্য গিয়া দেখুক কেমন॥
আর আর যত কিছু কহিব না আর।
সংক্ষেপেতে কহিলাম এইমাত্র সার॥
মেনকা বলেন গিরি একে অতি ক্ষীণা।
যে যা বলে তাই শুনি আমি জ্ঞানহীনা॥
অবলার অপরাধ পদে পদে হয়।
নিজগুণে ক্ষমা কর ওহে হিমালয়॥
না জেনে বলেছি কত করিয়াছি রোষ।
শিব তারা লইবে না দুখিনীর দোষ॥
বল বল প্রাণপতি ধরি দুটি পায়।
কেমন করিয়া আমি রাখিব উমায়॥
জামাই এসেছে সঙ্গে লয়ে পরিবার।
তিন দিন গেলে পরে রাখিবে না আর॥
এবার যদ্যপি হর গৌরী নিয়া যায়।
পাপদেহে প্রাণ তবে রাখা হবে দায়॥
এত দিন কত দুখে করিয়া যাপন।
মৃত দেহে পুন যেন পেয়েছি জীবন॥
দ্বিগুণ সন্তানশোকে দহিবে হৃদয়।
দেখো দেখো দেখো গিরি মরিব নিশ্চয়॥
অধিক কি কব আমি উমা যাহে রয়।
সদুপায় কর তার যেরূপেতে হয়॥
মহিষীর কথা শুনে, গিরি হাসে মনে।
শিবের সর্ব্বস্ব ধন, রাখিব কেমনে॥
ভবানী বিহনে ভব স্থির কিসে রবে।
শিবের কৈলাসধাম, অন্ধকার হবে॥
রাণীরে প্রবোধ দিয়া, কহে গিরিরায়।
অবশ্য করিব আমি, যে হয় উপায়॥
উতলার কর্ম্ম নয় শুন পুরেশ্বরি।
দেখা যাবে আশুতোষে স্তবস্তুতি করি॥
শিব দুর্গা লয়ে আমি থাকি হিমালয়।
আমার কি মনে এই সাধ নাহি হয়॥
কবি কয় হিমালয় তুমি বিজ্ঞবর।
রমণী ভুলাতে এত, ছল কেন কর॥
হরের হৃদয়-ভূষা নন্দিনী তোমার।
নবমী পোহালে তারে রাখে সাধ্য কার॥
দশমীতে প্রভাকর হইলে উদয়।
বেয়ে চেয়ে দেখা যাবে তখন কি হয়॥

'উমার বাল্যকালের সঙ্গিনী সকল উমাকে নির্জ্জনে পাইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রকাশ পূর্ব্বক আপনাপন মনের আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছে।

[সঙ্গীত কীর্ত্তনাঙ্গ]

টোরী—ঠুংরী।

একবার কথা কও মা তারা,
চেয়ে দেখ দেখ দেখ দেখ গো।
তোমার বাল্যকালের সঙ্গিনী,
সকল সমাগত গো॥
ও মা, মা বাপেরে ক'রে হেলা
নিয়ে ভাঁড় মাটী ঢেলা
ছেলেবেলা ধুলাখেলা করিয়াছি কত গো।
উমা তোর সঙ্গে কত রঙ্গে
ছেলে খেলা করিয়াছি কত গো।
আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে :
কেবলি তোমায় নিয়ে
হেসে খেলে বাল্যকাল করিয়াছি গত গো।
তোর প্রেম-ডোরে বাঁধা পড়ে,
বাল্যকাল করিয়াছি কত গো।
ও মা রজনীতে স্বর্ণলতা, একাসনে যথা তথা,
নানারূপ উপকথা বলেছ বলেছি
কত শত গো।
এখন সে সব কথা মনে নাই কি
বলেছ বলেছি কত শত গো।
তোর মুখের কথা শুনব বলে
চুপি চুপি আসতেম চলে
প্রেম-রসে যেতেম গলে
হ'তেম জ্ঞানহত গো।
আর বাহ্যজ্ঞান থাকিত না
একেবারে হ'তেম জ্ঞানহত গো॥
আমরা না আইলে তুমি তারা
কেঁদে কেঁদে হ'তে সারা
রাণী গিয়ে প্রবোধিয়ে বলিতেন কত গো,
ওমা আয় তোরা আয় ব'লে
প্রবোধিয়ে বলিতেন কত গো॥

শুনে রাণীর মুখে সমাচার
গৃহে থাকে কেবা আর
উঠে ছুটে আসিতাম পুরবালা যত গো।
তোমায় খাওয়াব শোয়াব ব'লে,
আসিতাম পুরবালা যত গো ॥
আমরা তুলে দিলে চাঁদমুখে
খেতে কত মনের সুখে
কথায় কথায় শেষ হ'তে নিদ্রাগত গো।
আমরা খেলে খেতে শুলে সাতে.
শেষে তুমি হ'তে নিদ্রাগত গো।
এখন সে সব কথা গেলে ভুলে,
এত ভালবাসা কোথায় থুলে
একবার চাও মুখ তুলে
দেখি দেখি মনে সাধ যত গো ॥
তোমার বিমল বরণ কমল চরণ
দেখি দেখি মনে সাধ যত গো।
তোমায় আগে যদি জানিতাম
তবে কি মা ছাড়িতাম
সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতাম হয়ে পদানত গো।
তুমি তাড়াইতে পারিতে না
ফিরিতাম হয়ে পদানত গো ॥
তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী
আমরা তোমার সহচরী
কৃপা করি কৃপা কর জনমের মত গো।
চিরদুখিনী অধীনী ব'লে
কৃপা কর জনমের মত গো ॥

———

অথ ভূতগণের আনন্দোৎসব

শিব-পরিবার লয়ে নগনৃপধন।
অশেষ মনের সাধে করান ভোজন ॥
অবশেষে বাহিরে আসিয়া গিরিরায়।
পিশাচ প্রমথগণে ভোজন করায় ॥
উপাদেয় নানা খাদ্য করিল প্রদান।
রাশি রাশি দ্রব্য আনে পর্ব্বত প্রমাণ ॥
রীতিমত ব'সে কেহ করে না আহার।
ও মা [illegible] হুড়াহুড়ি গণ্ডগোল সার ॥
[illegible] প্রসাদে [illegible]ক আচার বিচার।
কাড়াকা[illegible]খেছে [illegible]রি করে একাকার ॥
ভূতের কোথায় [illegible]
পাতে পাতে [illegible]

আগে খায় ক্ষীর সর মিঠাই সন্দেশ।
ডাল ভাজা শাক অন্ন পেটে দেয় শেষ।
খেতে খেতে কেহ কেহ গাছে গিয়ে চড়ে।
আকাশেতে উঠে কেহ লাফ মেরে পড়ে ॥
উত্তম আহার পেয়ে আনন্দিত সবে।
নেচে নেচে গান করে শিবদুর্গা রবে ॥
শঙ্কর বাহিরে এসে দেখেন কৌতুক।
ভূতনাথে হেরে আরো মনে পায় সুখ ॥
বম্ বম্ বম্ ভোলা মুখে এই বাক্।
পশুপতি ঘেরে সবে নেচে দেয় পাক্ ॥
বেলপাত এনে এনে ফেলে দেয় পায়।
টলিল শিবের পদ আর কেবা পায় ॥
মনোমত বেশ করি ভূতগণ সনে।
নাচিয়া উঠিল হর বৃষ আরোহণে ॥

———

[সঙ্গীত]

মালশ্রী—একতালা।

লয়ে ভূতগণ হরষিত মন
ভূতনাথ ভোলা সাজে।
রতন ভূষণ দারুণ দূষণ
ভুজঙ্গ বিভূতি বাঘের বসন
শব-শিব বিনা তব কলেবর
নব সাজে নাহি সাজে ॥
করি আঁখি লাল, নাচিতেছে কাল,
তাহে তালে তাল, ধরিতেছে তাল,
ভাল ভাল ভাল, বলিছে বেতাল,
বব বম্ গাল বাজে।
ললাটে অনল, করে ঝলমল,
ভাবে টল টল তনু টল টল
হাসে খল খল করে কল কল
দ্রবময়ী জটামাঝে ॥
মনোহর বেশ ধরিল মহেশ
বাঘছাল আঁটা ক্ষীণ কটি-দেশ,
কি কব বিশেষ গলে দোলে শেষ,
করেতে ডমরু বাজে।
ভব-ভাব দেখে ভাবে ভবরাণী
ভবানী ভবানী ডাকে শূলপাণি

দুর্গা বিনা মুখে নাহি অন্য বাণী
শিঙে নিয়ে রাগ ভাঁজে ॥

যক্ষ রক্ষ দানা দক্ষ লক্ষ লক্ষ আসে।
যত পায় তত খায় গিরিরাজ হাসে ॥
জয় জয় হিমালয় সবে কয় মুখে।
দাদা ভাই দধি চাই কোশে খাই সুখে ॥
ভাল পাক বটে শাক কেহ ডাক ছাড়ে।
আন বোল করে গোল কেহ বোল ঝাড়ে ॥
চোড়ে গাচে কেহ নাচে কেহ যাচে মুলো।
দেও দাদা এক নাদা শাদা শাদা গুলো ॥
হেই হেই ধেই ধেই ধেই ধেই স্বরে।
হাতাহাতি লাতালাতি মাতামাতি করে ॥
পরস্পর ভয়ঙ্কর ধোরে কর ছাঁদে।
গায়ে জোর করে শোর অতি ঘোরনাদে ॥
নহে স্থির বাসুকির বুঝি শির নড়ে।
ছুটে ছুটে উর্দ্ধ উঠে ভূমে লুটে পড়ে ॥
ঠোকে গুলি ওড়ে ধুলি ভূতে হুলি খেলে।
খেয়ে ভাত নেড়ে হাত এঁটো পাত ফেলে ॥
মহালয় যেন হয় মনে লয় হেন।
দিয়া ঝম্প মারে লম্ফ ভূমিকম্প যেন ॥
জোটে জোট করে চোট বাঁধে কোট ঝাঁকে।
থাকে থাকে লাকে লাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
এ প্রকার সাধ্য কার কাছে আর থাকে।
শুনে হয় মনে ভয় কথা কয় নাকে ॥
ঝড় ঝড় দড় দড় যেন ঝড় হাঁকে।
দিয়ে তালি বলে কালী গালে কালি মাখে ॥
মেরে দম্ বলে বম্ ভয়ে যম কাঁপে।
সিন্ধুনীর ছাড়ে তীর যোগিনীর দাপে ॥
শুনে স্বর ভয়ঙ্কর মরে নর ত্রাসে।
থর্ থর্ কলেবর গায়ে জ্বর আসে ॥
পদে ভর ভীমতর ধরাধর নড়ে।
রবি শশী টসি টসি যেন খসি পড়ে ॥
অবিরত মনোমত করে কত রঙ্গ।
বাজে গাল ক্ষণকাল নহে তাল ভঙ্গ ॥
হেউ কেউ ভেউ ভেউ ঘেউ ঘেউ স্বরে।
খায় মদ যায় মদ নাহি পদ সরে ॥
ভূত-মেলা ভূত-খেলা ভূত-চেলা সঙ্গে।
নেড়ে কর মনোহর নাচে হর রঙ্গে ॥
এনে ছাই করে ডাঁই দেহে তাই মাখি।
হাতে শূল কানে ফুল ঢুল ঢুল আঁখি ॥
নেড়ে ঘাড় ভেঙে চাড় দিয়ে ষাঁড় নাচে।
কি উল্লাস ছেড়ে শ্বাস নাহি ঘাস যাচে।
আশুতোষ আশুতোষ তাহে তোষ বাড়ে।
হত দোষ নাহি রোষ ফণী ফোঁস ছাড়ে ॥
নাহি তনু ভবতনু টলে অনুরাগে।
হেরে রূপ অপরূপ মনোভূপ ভাগে ॥
ললাটের অনলের প্রভাবের ছটা।
দেবতার দেবতার নাচিবার ঘটা ॥
সুধাভাষী মৃদু হাসি সুধারাশি ক্ষরে।
ঋষিগণ হৃষ্ট মন দরশন করে ॥
হিমালয় মহাশয় অতিশয় সুখে।
ভাবভরে স্তব করে হরে হরে মুখে ॥
গুণ তব কত কব জয় ভব দুর্গে।
বলে ভব তুষ্ট ভব তারো ভবদুর্গে ॥

শ্বশুরের স্তবে তুষ্ট দেব মহেশ্বর।
মনে মনে মনোমত দান করে বর ॥
গিরিবর পেয়ে বর মেনকারে কয়।
দেবদেব মহাদেব আমায় সদয় ॥
মেনকার ইচ্ছা গিয়া জামায়ের কাছে।
আপনার ইচ্ছামত বর এক যাচে ॥
কবি কয় যাও রাণি এখনি চলিয়া।
ভাল বর দেবে হর শাশুড়ী বলিয়া ॥
ছাদে উঠে যত সব পুরবালাগণ।
শঙ্করের নাচুনি করিছে দরশন ॥
সেখানেতে পূর্ব্বকার সখী যারা ছিল।
টানাটানি করি তারা তারায় আনিল ॥
তারা কয় দেখ দেখ যত সাধ আছে।
শিব-রঙ্গ দেখে দেখে চোক পচিয়াছে ॥
বুড়ী এক এসে বলে হবে শেষ জালা।
যুবতী রমণী তোরা পালা পালা পালা ॥
সমুদ্রমন্থন-কথা থাকিবে শুনিয়া।
মেতেছিল মহাদেব মোহিনী দেখিয়া ॥
তোমরা রূপসী সব মোহিনীর মত।
তাহাতে যৌবনকাল শোভা কব কত ॥
রূপ আর যৌবন দেখিয়া লাগে ভয়।
সাবধান সাবধান কি জানি কি হয় ॥

যুবা-নারী সবে কয় যেখানেতে শিবা।
সেখানেতে আমাদের ভয় আছে কিবা॥
যোগেশ্বর জগদীশ বিভু বিশ্ব-সার।
কখনো কি হয় তাঁর মনেতে বিকার॥
পশুপতি ভবপতি ভগবান্ যিনি।
ত্রিলোক-তারিণী তারা তাঁহার গৃহিণী॥
চকোর কি চাঁদ ছেড়ে কোনখানে যায়।
হরি কি হরিণী ছেড়ে শৃগালীতে ধায়॥
প্রাচীনা হোয়েছ তুমি, থাক গিয়া আড়ে।
কি জানি শিবের ভূত চাপে এসে ঘাড়ে॥
আনিয়াছ বৃষকাঠ আঁচলে বাঁধিয়া।
সর্ব্বনাশ হয় বুঝি ভোলায় লইয়া॥
পুন আর ফিরে যেতে হবে নাক ঘরে।
প্রমাদ হইবে শেষ দানো পেলে পরে॥
পূর্ব্ববৎ বাক্য আর সরে না সেরূপ।
ছুঁড়ীদের কথা শুনে বুড়ী মারে চুপ॥
কোন সহচরী কয় আঙুল নাড়িয়া।
দেহ দেহ ওগো উমা দেহ দেখাইয়া॥
এঁড়ে গরু চ'ড়ে ওই শ্বেত-কলেবর।
উনি কি তোমার তিনি ভোলা মহেশ্বর॥
আহা মরি হেন শোভা কভু দেখি নাই।
যে বলে শঙ্কর বুড়া মুখে তার ছাই॥
তুমি তারা যে প্রকার রূপের আধার।
সেইরূপ অপরূপ কর্ত্তাটি তোমার॥
তোমার তুলনা হর তুমি তার তুল।
উভয়ে উভয় তুল নাহি যার মূল॥
হেনরূপ যে জন না করে দরশন।
বৃথায় নয়ন তার বৃথায় নয়ন॥
ভাগ্যবলে দেখিলাম দেব ত্রিলোচন।
সফল জীবন আর সফল জীবন॥
মরি মরি আহা করে কোন সহচরী।
তুই ঠাঁই দুই রূপ দরশন করি॥
দুই অঙ্গ এক হয়ে যুক্ত যদি রয়।
না জানি তাহাতে আরো কত শোভা হয়॥
হর-গৌরীরূপ মাত্র শুনেছি শ্রবণে।
সেরূপ কিরূপ কভু দেখিনি নয়নে॥
দয়া কর দয়াময়ি সব সখী বলে।
একবার সেইরূপ দেখাও সকলে॥
একবারে দূর হোক অন্তরের ধাঁধা।
জনমের মত হই রাঙা পায় বাঁধা॥
প্রকাশ্য দেখাতে যদি লজ্জা হয় মনে।
আমাদের কয় জনে দেখাও গোপনে॥
চির-কেলে দাসী মা গো, আমরা সবাই।
বিশেষ বলিতে কিছু ভয় নাহি পাই॥
ঠাকুর নাচেন ওই, ঠাকুরাণী করি।
গৌরী হয়ে বামে গিয়ে, ব'সো মহেশ্বরি॥
নাচিছেন সদানন্দ, প্রভু পঞ্চানন।
গোপনেতে হরষিত, জননীর মন॥
মনে সাধ, দুই অঙ্গ এক হয়ে রন।
অর্দ্ধনারীশ্বর-রূপ, করেন ধারণ॥
সে রূপ দেখিলে পরে জ্ঞান থাকে কার।
যোগ-বলে যোগীদের, ধ্যান করা ভার॥
পরমব্রহ্মের যোগ পরমা সহিত।
বিধি, বিষ্ণু আদি করি সবাই মোহিত॥
মনে মনে ইচ্ছা বটে কি করিবে সাধে।
আপনিই ক্ষান্ত হন লজ্জা-ভয়ে বাধে॥
পিতা, মাতা, ছেলে, মেয়ে, সবে কাছে আছে।
ভাবে তারা, দেখে তারা লজ্জা পায় পাছে॥
করেন মনের ভাব মনেতেই লয়।
বাহিরে কপট ভাবে লজ্জার উদয়॥
মাথায় আঁচল দিয়া, বলেন শঙ্করী।
"অনুচিত কথা কেন, কহ সহচরি॥
ভুলিয়া ভূতের ভাবে, মেতেছেন স্বামী।
দেখিয়া অন্তর জ্বলে, নীচে যাই আমি॥
হাসি পায়, কান্না আসে, দেখে মরি লাজে।
বুড়ো কালে, ধেড়ে রোগ, কখন কি সাজে॥
উপযুক্ত ছেলে দুটি নাহি করে ভয়।
শ্বশুর, শাশুড়ী দেখে লজ্জা নাহি হয়॥
দিন দিন বয়সের বৃদ্ধি হয় যত।
ততই হতেছে বুড়ো বালকের মত॥
বাহিরেতে তিরস্কার, মুখের বচনে।
সাধুবাদ করে কত গোপনে গোপনে॥
মনে মনে কত সুখ, শিবেরে দেখিয়া।
নৃত্যকালী উঠিতেছে, আপনি নাচিয়া॥
ভবরাণী ভবানী ভাবিনী ভবভাবে।
ভবানীর ভাব ভব ভাবভরে ভাবে॥
উভয়ে উভয় ভাবে, ভাবের প্রচার।
সে ভাবের ভাব পায় সাধ্য আছে কার॥
থামিল হরের নৃত্য ভূতে মারে চুপ।
পুনরায় সভায় বসিল ভবভূপ॥

শিব-জয় দুর্গা-জয় ঘোষণা করিয়া।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি আকাশ ব্যাপিয়া॥
এইরূপ মহানন্দে তিন দিন যাবে।
দশমীতে কি হইবে সকলেই ভাবে॥
কবি কহে এখন আনন্দ কর সবে।
দুর্গাপদে মন রাখ, যা হবার হবে॥

হরধ্যান ভঙ্গ

দেবতার বিনয় শুনিয়া রতিপতি।
কহিতে লাগিলা তবে মধুর ভারতী॥
হরধ্যানভঙ্গে ধ্রুব মরণ আমার।
তথাচ করিব আমি পর-উপকার॥
শরীর ত্যজিব আমি তোমাদের তরে।
এত বলি চলে কাম শরাসন-করে॥
সঙ্গেতে চলিল তবে সহচরগণ।
বসন্ত কোকিল অলি মলয়-পবন॥
মনে মনে মীনকেতু করিছে বিচার।
শিব সঙ্গে বাদ ইথে মরণ আমার॥
প্রকাশ করিল তবে আপনার বল।
আনিল আপন বশে সংসার সকল।
যখন কুসুমধনু কোপে প্রকাশিল।
শ্রুতিপথ সব হত তখনি হইল॥
ব্রহ্মচর্য্য, ব্রত, যজ্ঞ, শম, দম, ধ্যান।
সদাচার, সুশীলতা, ভক্তিযোগ জ্ঞান॥
ধৃতি, ক্ষমা, শান্তি, সত্য আদি যত ছিল।
বিবেকের সেনা সব ভয়ে পলাইল॥
লুকাইল পর্ব্বত-গহ্বরে এক ভিতে।
কার সাধ্য ভবিতব্য পারে ঘুচাইতে॥
হরধ্যান ভাঙ্গিবারে শরাসন-করে।
ছুটা মাথা ঘাড়ে বুঝি রতিনাথ ধরে॥

মদনের শরে, বিশ্ব চরাচরে,
পুরুষ রমণীগণ।
অচল সচল, হইয়া চঞ্চল,
রতিরসে নিমগন॥
মনে বিকলতা, কাননেতে লতা,
পড়ে তরুবরোপরে।
তরঙ্গিনী সব, করি কলরব,
সাগরে সঙ্গম করে॥
মত্ত কাম-মদে, পুষ্করিণী হ্রদে,
করিতেছে আলিঙ্গন।
জড়ের যখন, এমত লক্ষণ,
কোথা ইথে সচেতন॥
অনঙ্গ অবশ, নিশিতে দিবস,
অনুমান কোকবধূ।
লয়ে প্রাণপতি, সুখে ভুঞ্জে রতি,
পান করে মুখ-মধু॥
দেবতা দানব, প্রমথ মানব,
পিশাচ ভুজঙ্গ যত।
অপ্সর কিন্নর, যত বিদ্যাধর,
কামবশ স্বভাবত॥
যাঁদের নয়নে, এ তিন ভুবনে,
ব্রহ্ম বিনা নাহি আর।
তাঁহারা সকল, দেখেন কেবল,
নারীময় এ সংসার॥
রমণী সকল, দেখিছে কেবল,
পৃথিবী পুরুষালয়।
পুরুষ তেমনি, যুবতী রমণী,
হেরিছে অবনীময়॥
সবার অন্তরে, অনঙ্গ সঞ্চারে,
কেহ না ধৈরয ধরে।
যারে দয়া করি, রাখিলেন হরি,
কেবল সে জন তরে।
দুই দণ্ড কাল, এরূপ জঞ্জাল,
আছিল সংসারময়।
নিরখি শঙ্কর, রিপু পঞ্চশর,
মনেতে পাইল ভয়॥
ঘুচিলে মত্ততা, মদমত্ত যারা,
সুস্থির অন্তর হয়।
তেমনি জগতে, মোহ-তম গতে,
শান্তভাব জীবচয়॥
ধ্যানেতে অটল, অনন্ত অনল,
ত্রিপুরারি যোগাসনে।
ভয়েতে মদন, ফিরায় বদন,
রূপপ্রভা দরশনে॥
পরে রতিপতি, হয়ে ক্রোধমতি,
ধরিল কুসুম-শর।
ধাইল বসন্ত, সহিত সামন্ত,
পিক অলি নিশাকর॥

বন উপবন, ফুলে সুশোভন,
গন্ধে আমোদিত সব।
মুঞ্জরে মুকুল, হইয়া আকুল,
অলিকুল করে রব॥
সরোবরে জল, করে ঢল ঢল,
লাজ পায় নীরধরে।
সৌরভ গ্রহণ, করিয়া পবন,
গৌরবে গমন করে॥
হৃদয়-রঞ্জন, খঞ্জনী খঞ্জন,
নাচিছে কমলদলে।
মহা কুতূহল, বরটা-মণ্ডল,
ভাসিছে বিমল জলে।
পিক শুক শারী, সারি সারি সারি,
বসি রস-আলাপনে।
নাচিছে অপ্সরা, রূপে মনোহরা,
গাইছে কিন্নরগণে॥
করি কোটি কলা, পাতি নানা ছলা,
ফুলধনু রতিপতি।
ধ্যান ভাঙ্গিবারে, তবু নাহি পারে,
চিন্তিত হইল অতি॥

অচল অটল, সমাধি প্রবল,
মহাযোগী মহেশ্বর।
দেখি পুষ্প-ধনু, কোপে কাঁপে তনু,
লইল অমোঘ শর॥
বিবিধ বন্ধনে, করিয়া সন্ধানে,
ছাড়িল আকর্ণ পূরে।
হৈল ধ্যানভঙ্গ, পাইয়া আতঙ্ক,
পলায় মদন দূরে।
মিলিয়া নয়ন, বৃষেশবাহন,
চারিদিকে তবে চান।
সভয় অন্তরে, পলায় অন্তরে,
দেখিয়া কুসুমবাণ॥
ললাট লোচন, করিলা মোচন,
ধক্ ধক্ ধক্ জ্বলে।
হুতাশনে মার, পুড়ে হৈল ছার,
হাহাকার ভূমণ্ডলে॥
কামের নিধন, করিয়া শ্রবণ,
শোকাকুল ভোগিগণে।
যোগিগণ যারা, মহা সুখী তারা,
বীর বৈরি-বিনাশনে॥

কাব্য-কানন

প্রার্থনা

জয় ভগবান্, সর্ব্বশক্তিমান্,
জয় জয় ভবপতি।
করি প্রণিপাত, এই কর নাথ,
তোমাতেই থাকে মতি॥
অখিল সংসার, রচনা তোমার,
যে দিকে ফিরাই আঁখি।
অতি অপরূপ, হেরে তব রূপ,
বিমোহিত হয়ে থাকি॥
অম্বুদ অম্বর, গহন শিখর,
দৃষ্টি করি আমি যাহে।
হেন জ্ঞান হয়, ওহে দয়াময়,
বিরাজিত তুমি তাহে॥
পৃথিবী, সলিল, অনল অনিল,
রবি, শশী, আর তারা।
নিয়ম তোমার, করিয়া প্রচার,
পরিচয় দেয় তারা।
কুসুম-কেশরে, ভ্রমর বিহরে,
সুখে করে মধু পান।
নানা রাগ-ভরে, গুণ গুণ স্বরে,
করে তব গুণগান॥
কোকিল-কলাপ, মধুর আলাপ.
করিছে ধরিছে তান।
শুনে যায় ক্ষুধা, তাহাতে কি সুধা,
ক্ষরিছে হরিছে প্রাণ॥
যতেক খেচর, লয়ে সহচর,
সহচরী সহ চরি।
বসি তরুপরে, প্রেমালাপ করে,
মরি মরি আহা মরি॥
কভু বনে চরে, কভু চরে চরে,
চরাচরে করে খেলা।
নিজ নিজ ঝাঁকে, দ্বিজ থাকে থাকে,
করিতেছে যেন মেলা॥
উদর ভরিয়া, আহার করিয়া,
প্রীত হয়ে গীত ধরে।
কি কহিব আর, সে গানে তোমার,
মহিমা প্রচার করে॥
শাখি-শাখা যত, ফলভারে নত,
চরণে প্রণত তারা।
পল্লব নড়িছে, সলিল পড়িছে,
দর দর প্রেমধারা॥
সকলেরি সার, তুমি মূলাধার,
আছ শিবরূপ ধরি।
কিছু নাই বল, না দেখি সম্বল,
কি দিয়ে অর্চ্চনা করি॥
তোমার এ ভব, তোমারি এ সব,
আমার সম্ভব কিবা।
আমি অতি দীন, হয়ে জ্ঞানহীন,
ভ্রমে ভ্রমি নিশি দিবা॥
কর অসি দান, করি বলিদান,
কাম আদি রিপু-মদে।
প্রেম-ফুল সহ, প্রাণ মন লহ,
দান করি তব পদে॥
তৃষিত যে জন, নিদাঘে যেমন,
চাহে সুশীতল রস।
সেইরূপ মন, হয় প্রতিক্ষণ,
তব প্রেমে যেন বশ॥
বিধি, হরি, ভব, ভাবে পরাভব,
কি বুঝিবে মূঢ় নরে।
তোমায় লইয়া, পাগল হইয়া,
বৃথায় বিবাদ করে॥
কিছু নাহি জানে, কিছু নাহি মানে,
নাহি কাটে ভ্রমফাঁস।
মিছে তর্ক করে, মিছে বোকে মরে,
মিছে করে আয়ুনাশ॥
নূতন সূচনা, মনেতে রচনা,
ভাঙে গড়ে কতমত।

মিছে কথা কয়, কিছুই সে নয়,
কিসে হবে মনোমত ॥
কেহ কহে, ওই, কেহ কহে, কই,
কেহ কহে, তাই বটে।
কেহ কহে, এই, কেহ কহে নেই,
আছে, কেহ কেহ রটে ॥
কেহ কহে, আহা, আমি কহি যাহা,
তাই কর দৃঢ়-জ্ঞান।
আমি কি রে, আমি, আমি কি রে স্বামী,
কি জ্ঞানে করিব ধ্যান ॥
যেমন গর্দ্দভ, বহুবিধ ধব,
পিঠে ব'য়ে হয় খুন।
সেইরূপ নরে, পুঁথি ব'য়ে মরে,
বিচারে হারায় গুণ ॥
অক্ষর জুড়িয়া, তোমারে মুড়িয়া,
বচন রচন করে।
কেহ কহে 'খোদা', কোরাণেতে খোদা,
মোদা আছে এই ঘরে ॥
কি কব অদ্ভুত, পিতা, পুত্র, ভূত,
তিন গাড বেহ কয়।
বলে এই বলে, "বাইবেলে" বলে,
এ কথা অন্যথা নয় ॥
কেহ কহে বেদ, ঘুচায়েছে খেদ,
প্রভেদ করিয়া পথ।
প্রণব-শরীর, এই করি স্থির,
পুরাইব মনোরথ ॥
মোদক যেমন, করিয়া যতন,
দোকান সাজায় জাঁকে।
বাহিরেতে জাঁক, এক রসে পাক,
নানাবিধ লাড়ু রাখে ॥
ধর্ম্মের দোকান, কত শত থান,
সেইরূপ ভব-হাটে।
এক বস্তু নিয়া, নানা নাম দিয়া,
বোসেছে দোকানী ঠাটে ॥
অবোধ বালক, জ্ঞানের আলোক,
পায় নাই কোন স্থানে।
মনে লয় যাহা, কিনে লয় তাহা,
কারণ কিছু না জানে ॥
দোকান ফাঁদিয়া, কাহনি কাঁদিয়া,
রাখিয়াছে মিছে লেখে।
ঘৃত ক্ষীর চিনি, আমি ভাল চিনি,
ভুলিনে দোকান দেখে ॥
দোকানের মত, শাস্ত্র শত শত,
কি হইবে তাহা নিয়া।
তব-রূপ বেদ, দূর করে খেদ,
তব পরিচয় দিয়া ॥
সাজায়ে আসর, বাজায়ে কাঁসর,
চেঁচাচেঁচি করে কত।
না পেয়ে স্বরূপ, লয়ে ধুনা ধূপ,
মাথা খোঁড়ে অবিরত ॥
বিফল জল্পনা, কতই কল্পনা,
তোমাতে করিছে জীব।
চিরসুখে তার, নাহি অধিকার,
কভু নাহি পায় শিব ॥
তোমাকে স্মরিয়া, স্বভাব ধরিয়া,
জ্ঞানপথে চলে যেই।
মতামত যত, শাস্ত্র শত শত,
তৃণ জ্ঞান করে সেই ॥
ফুল বয়ে মাথা, ফল পায় মাথা,
নাসা পায় তার সুখ।
সাধক যে জন, বুঝিয়া কারণ,
দেখে শুনে হয় মূক ॥
যে পেয়েছে আঁখি, দেখিতে কি বাকি,
কিছু আর তার আছে।
তুমি কৃপাময়, হয়ে মনোময়,
সদা বাঁধা তার কাছে ॥
স্থির করি মন, যখন যে জন,
যে ভাবে তোমারে ভাবে।
তুমি তার প্রভু, অনাথা কি কভু,
সে জন তোমারে পাবে ॥
ভক্তিসহকারে, রসনা-আগারে,
তব নাম যেই লবে।
তাহাতে তোমার, করুণা অপার,
অবশ্যই হবে হবে ॥
ওহে ভবধব, কি কহিব তব,
মানস-তিমির হর।
অজ্ঞান নাশিয়া, নিজ জ্ঞান দিয়া,
আমারে কৃতার্থ কর ॥

শিবজ্ঞান

সাহসে বাঁধিয়া বুক, প্রকৃতির দেখ মুখ,
দূরে যাবে সব দুখ, বিষয়ে বিশেষ সুখ,
হয় হয় হলো হলো, না হয়, না হয় হলো,
হয় হয় নয় নয় মিছে খেদ করো না।
চিরজীবী নহে কেহ, পতন হইবে দেহ,
পেয়েছ ভূতের গেহ, মিছে কেন এত স্নেহ,
থাকে থাকে থাক থাক, যায় যাবে যাক্ যাক্,
থাকে থাক যায় যাক্ ভেবে আর মরো না॥
রবে আর কত কাল, কালে হয় গত কাল,
নিকট বিকট কাল, না ভাবিলে মহাকাল,
এই কাল সেই কাল, কালেই আসিছে কাল,
পাবে কাল যত কাল বৃথা কাল হোরো না।
ভুলিয়াছ ভব-ভাব, ভাবিতেছ ভব-ভাব,
স্বভাবে স্বভাবভাব, কর নিজ অনুভাব,
কি ভাব কি ভাব ভাব, কে বুঝে ভাবের ভাব,
ভাবে ভাব আবির্ভাব অভাবেরে ধরো না॥
মানসবিহারী হংস, তুমি হে তোমার অংশ,
দেহিরূপে অবতংশ, নাহিক তোমার ধ্বংস,
মানসের সরোবর, পরিহরি নিরন্তর,
কর কি রে গুণনীরে আর তুমি চোরো না।
ছিলে তুমি অপ্রকাশ, হইলে হে সুপ্রকাশ,
ভাল বাস ভাল বাস, পেয়ে বাস কর বাস,
কত আশ অভিলাষ, কত হাস পরিহাস,
শুন ভাষ ধর ভাস ভ্রমবাস পোরো না॥
আমি হে ছিলাম একা, পেয়েছি তোমার দেখা,
নাহিক সুখের লেখা, আর কেন হও ভেকা,
ঠেকিয়া হ'লো না শেখা, দিতেছ জলের রেখা,
দেখ শেষ ভুলে দেশ আর যেন সোরো না।
অশিবের ধন নও, আছ জীব, শিব হও,
শিবরব মুখে কও, শিবের সদনে রও,
কেন হে অশিব লও, অশিবের ভার বও,
বার বার দেহে আর পাপভার ভোরো না॥

———

পরমার্থ-তত্ত্ব

অনিত্য ভৌতিক দেহ, চিরস্থিত নহে কেহ,
ক্ষণকাল দৃশ্য-শোভা বটে।
জন্মনিশা হয় ভোর, শমন করিয়া জোর,
ধরিয়াছে জীবনের জটে॥
কাননে কুসুম ফুটে, চারিদিকে গন্ধ ছুটে,
শোভায় আমোদ করে কত।
কিছু পরে সে প্রকার, সৌরভ না থাকে আর,
একেবারে সব হয় গত॥
যৌবন কুসুম সম, ক্রমে ক্রমে যায় ক্রম,
পরাক্রম কিছু নাই রবে।
স্থূলদেহে স্থূল পঞ্চ, ঘুচিবে তাদের তঞ্চ,
ক্রমে সূক্ষ্ম আরো সূক্ষ্ম হবে॥
সংসার যাঁহার কীর্ত্তি, রচনা করিয়া পৃথ্বী,
সৃজন করিল নানা প্রাণী।
অন্য সব মিছা আর, এক সত্য সেই সার,
মনে মনে তাঁরে শুদ্ধ মানি॥
প্রণয়ের সহোদর, বিশ্বাস বান্ধববর,
সেই যেন রহে রাত্রি-দিবা॥
আকার-প্রকার তার, থাকে থাক্ যে প্রকার,
প্রকাশের প্রয়োজন কিবা॥
সরল স্বভাবে থাক, প্রণয়েরে হৃদে রাখ,
দ্বেষ হিংসা ক্রোধ পরিহর।
হিতকার্য্যে হয়ে রত, অবিরত সাধ্যমত,
জগতের উপকার কর॥
কর সদা যত কর্ম্ম, দান দয়া মূল ধর্ম্ম,
পেলে মর্ম্ম শর্ম্ম ফল ফলে।
শুভ কার্য্য যেই করে, সংসার আঁধার ঘরে,
প্রশংসা-প্রদীপ তার জ্বলে॥
অভিমান অহঙ্কার, ধনজন পরিবার,
ফক্কিকার বিষয়ের ঝুলি।
তবে শুদ্ধ রবে রব, শেষেতে বিফল সব,
সার মাত্র হরিবোল বুলি॥

———

মানস-পূজা

কেন মন কি কারণ এত নিদ্রা তোর।
মোহমদে এত মত্ত নাহি ভাঙ্গে ঘোর॥
উঠ উঠ চেয়ে দেখ নিশি হয় ভোর।
প্রভাত হইলে পরে পলাইবে চোর॥
নয়ন মুদিয়ে আছ কিসে হবে জোর।
দেখিতে না পাও কিছু মুখে মিছে শোর॥

এই আছে এই নাই এই ত শরীর।
কখন্ বিনাশ হবে কিছু নাহি স্থির॥
দিন যত গত তত গণিতেছ দিন।
অথচ জান না তুমি দিনের অধীন॥
নিশ্বাস বায়ুর সহ আয়ু হয় শেষ।
কৃতান্ত নিতান্ত তব ধরিয়াছে কেশ॥
স্থিরভাবে একবার কর রে স্মরণ।
আসিছে বিকট কাল নিকট মরণ॥
কলে চলে কলেবর সূক্ষ্ম তার কল।
সে কল বিকল হ'লে বিফল সকল॥
পাঁচের বিকার হেতু আকার স্বীকার।
এই আমি এই আছি এই নাই আর॥
যত দিন থাকে দেহ তত দিন ভাল।
মানস-মন্দিরমাঝে জ্ঞানদীপ জ্বাল॥
পেয়েছ পবিত্র দেহ ধর্ম্ম লভ তাহে।
মর্ম্ম বুঝে কর্ম্ম কর ধর্ম্ম রহে যাহে॥
বিশ্বমাঝে দৃশ্য যত নহে বিশ্বমূল।
সে সব যে কিছু দেখ মনের সে ভুল॥
ইন্দ্রিয়ের অগোচর চিদানন্দ যিনি।
স্থল জল প্রান্তর অটবী নন তিনি॥
অন্ধকারে কোথা বল খুঁজে তাঁরে পাবে।
নিজ দেশে দ্বেষ করি কোন্ দেশে যাবে॥
ঘরে আছে মহারত্ন দেখিতে না পাও।
কাচ হেতু যত্ন করি দূরদেশে যাও॥
এ কি ভ্রম কেন ভ্রম বৃন্দাবন কাশী।
নিত্য সেই নিত্যবিত্ত চিত্ত-তীর্থ-বাসী॥
রয়েছে সকল বস্তু মনের আগারে।
ভক্তিভরে জ্ঞান-পুষ্পে পূজা কর তাঁরে॥
ভাবের ভবনে বাস ভব-ভাব লও।
মিছে কেন ভব ঘুরে ভবঘুরে হও॥
সকলি অসার আর সকলি অসার।
আত্মতীর্থ মহাতীর্থ সকলের সার॥
আপনি হে আপনার পরিচয় লও।
আত্মার আত্মীয় হয়ে আত্মতীর্থে রও॥
অনুরাগে একরাগে বিভুগুণ গাও।
দূর হবে ভব-ক্ষুধা জ্ঞান-সুধা খাও॥

শীতকালের প্রভাতে
মানিনী নায়িকার মানভঙ্গ

সুখের শিশিরকালে, নিশির প্রভাতে।
ঈষৎ আরক্ত ছবি রবির প্রভাতে॥
দেহ হ'তে পরিহরি তিমির বসন।
ভব যেন নববস্ত্র করিল ধারণ॥
তারাপতি তারা সহ গুপ্ত করে কর।
স্থল-জল আকাশের শোভা মনোহর॥
নাগর নাগরী দোঁহে ব'সে কুঞ্জবনে।
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি নিশি জাগরণে॥
সুশীতল সমীরণ পরশে কাঁপিয়া।
কামিনী কহিছে কথা বদন ঝাঁপিয়া॥
চ'লে যেতে ঢলে পড়ি টোলে যায় পদ।
বোধ হয় যেন কত খাইয়াছি মদ॥
বসনে ঢাকিয়া দেহ গুঁড়ি মেরে আছি।
উহু উহু প্রাণ যায় শীত গেলে বাঁচি॥
হাসিয়া নাগর কহে, খোল প্রাণ মুখ।
শীত-ভীত হয়ে এত ভাব কেন দুখ॥
ছয় ঋতু মধ্যে শীত করে তব হিত।
হিতকর দোষী হয় এ কি বিপরীত॥
শুনিয়া রমণী কহে আড়-চোখে চেয়ে।
কিসে শীত হিতকারী সকলের চেয়ে॥
যে শীত বিক্রম করি ফাটায় শরীর।
যে শীত আমারে এত করেছে অস্থির॥
যার ভয়ে ঘর হ'তে না হই বাহির।
যার ভয়ে হাত দিয়া নাহি ছুঁই নীর॥
কলেবর গুপ্ত আছে যে শীতের ডরে।
পদ্মমুখ বিকসিত যে শীত না করে॥
বার বার তুমি তার, বাড়াতেছ মান।
আর না কহিব কথা, করিলাম মান॥
কামিনীর মান দেখে, রসিক নাগর।
সৃজিল সাগরবৎ, রসের সাগর॥
সরস-বচন জল, অমৃত-সমান।
হিমের প্রশংসা ছল, তরঙ্গ তুফান॥
ভাব, অর্থ, দুই দিকে, শোভে দুই কূল।
'অভিপ্রায় স্থিরধারা' মধ্যে অনুকূল॥
মানময়ী সেই জলে, দিতেছে সাঁতার।
পদে পদে পদযোগে, না পায় পাথার॥

নায়কের উক্তি

নায়ক নায়িকা প্রতি, কহিতেছে শেষ।
কিসে শীত হিতকর, শুন সবিশেষ॥
রূপ, গুণ, হাব ভাব, তোমার যে আছে।
যারা তার অনুরূপ, চুরি করিয়াছে॥
সেই সব চোর ধরি, শীত মহারাজা।
একে একে সকলেরে দিতেছেন শাজা॥

কুন্তলের নিভা হরি বিভাবরী নিশা।
শীতের শেষেতে তাই, হইতেছে কৃশা॥
হেমন্ত করিল তার, অহংকার ক্ষয়।
দণ্ড দণ্ড, দণ্ড পেয়ে, দণ্ড নাশ হয়॥
কু আশা জানিয়া তার, কুজ্ঝাশার জালে।
একেবারে ঘেরিয়াছে, আকাশ পাতালে॥
রজনী শাসন হেতু, ঘোরতর ধুম।
জল ফুঁড়ে স্থল জুড়ে, শূন্যে উড়ে ধুম॥
আর দেখ সুরূপসি, বিনোদিনী ধনি।
বেণীর বিনোদ ভাব, হোরেছিল ফণী॥
ঘোরে পাপ, পেয়ে তাপ, ভয় বড় মনে।
বিবরে লুকাল সাপ, শীত-আগমনে॥
নিয়েছিল নীরধর, কেশের আকার।
বরষা শরদে বড় জাঁক ছিল তার॥
ভীম সম ভীম হিম, দিলে প্রতিফল।
এখন গগনে তাই, নাহি পায় স্থল॥
পড়িয়াছে ছাই সব, শত্রুদের মুখে।
বেশ্ করি, বেশ্ করি কেশ বাঁধ সুখে॥

তোমার মুখের ছবি, রবি হরিয়াছে।
দেখ তার কি প্রকার, দশা ঘটিয়াছে॥
সমুচিত প্রতিফল, পেয়ে হাতে হাতে।
জরজর দিবাকর, বৃশ্চিকের দাঁতে॥
ভেবেছিল তুলা করি, পাপ যাবে তার।
জানে না যে আছে শেষ, ধর্ম্মের বিচার॥
শীতের শাসন জোর, খণ্ডিবার নয়।
ভয় পেয়ে নিলে গিয়ে অগ্নির আশ্রয়॥
তবু তার প্রভা নাই, দুখ পায় অতি।
ভেবে ভেবে দিন দিন, দীন দিনপতি॥
আর দেখ চাঁদমুখি, গগনের চাঁদ।
অবিকল হরিয়াছে তব মুখচাঁদ॥
লুটিলে পরের ধন, না হয় সুসার।
যত তার অহঙ্কার, হয়েছে তুষার॥
এরূপ বিপদগ্রস্ত, দেখি দ্বিজরাজে।
তারা দ্বারা যারা তারা, লুকাইল লাজে॥
শিশির হরিল তার, নিশির সম্পদ্।
তুষারে তুষার-কর, হারাইল পদ॥
আর দেখ সরোবরে, নলিনী সুন্দরী।
হরিয়াছে তোমার ও মুখের মাধুরী॥
চুরি করি ভাল তার, ফলভোগ হলো।
জল মাছে দল সহ, শুকাইয়া ম'লো॥
চোরের হইল সাজা, মৌন কেন রও।
একবার মুখ তুলে হেসে কথা কও॥

নয়নের চঞ্চলতা হরিয়া খঞ্জন।
হয়েছিল সকলের হৃদয়-রঞ্জন॥
হেমন্ত করিল তার ভ্রূকুটি ভঞ্জন।
খঞ্জন-রঞ্জন নয়, এখন গঞ্জন॥
পাখা নাড়া, চোক নাড়া, মুখ নাড়া তার।
ঘুচিয়াছে সমুদয়, কিছু নাই আর॥
আর দেখ, কুরঙ্গ কুরঙ্গ করি কত।
হরিয়াছে নয়নের, অবয়ব যত॥
সেইরূপ শাস্তি তার, করিয়াছে শীত।
তৃণপত্র আহারেতে, হয়েছে বঞ্চিত॥
আর দেখ, ইন্দীবর জলেতে থাকিয়া।
নয়নের শোভা যত, লয়েছে হরিয়া॥
শীত ঋতু হরি তার, পতির প্রভাস।
জীবনে করিল তার, জীবন বিনাশ॥
চক্ষুচোর যারা তারা, মারা গেল প্রাণে।
চারু চক্ষে চাও প্রিয়ে, প্রেমাধীন পানে॥

তোমার হাসির ছটা, হরিয়া দামিনী।
বরষায় হয়েছিল ভুবনভামিনী॥
শীত তার সমুচিত দণ্ড করিয়াছে।
আকাশে চাহিয়া দেখ, আর কি সে আছে॥
হাসি-চোর ফাঁসি গেল, হও হাস্যমুখী।
প্রকাশ করিয়া আস্য, কর প্রাণ সুখী॥

হাস্য তড়িতের ঘটা, করি একবার।
দূর কর মনের সকল অন্ধকার॥

তিলফুল হরি তব, নাসার গঠন।
শিশির রাজার করে, হইল পতন॥
আর কেন নাকে হাত, দেও তুমি প্রাণ।
প্রকটিত প্রেমপুষ্প, লহ তার ঘ্রাণ॥

ভুরুর ভ্রূকুটিভঙ্গি, হরি রামধনু।
আষাঢ় শ্রাবণে ধরে মনোহর তনু॥
বর্ণ তার পীত হয়, মনে ভাবি এটা।
পীত নয় পাপ ভোগ, পাণ্ডুরোগ সেটা॥
নারী-ভুরু-চোর বলি শাপ দেন সীতে।
এই হেতু রামধনু মরিয়াছে শীতে।
হারাধন পুনরায়, পাইয়াছ প্রাণ।
ত্রিভুবনে নাই আর, উপমার স্থান॥
ভ্রূ-ধনুকে আঁখি-বাণ, করিয়া সন্ধান।
একবার বিধুমুখি, বধ মম প্রাণ॥

ঘোটেছিল কি প্রমাদ, বসন্ত সময়।
চারিদিকে শত্রু সব, তরুলতাচয়॥
অধরের রাগ ভাগ, করিয়া হরণ।
মনোহর নবপত্র, করিল ধারণ॥
অধরের রাগ চুরি, এ কি প্রাণে সয়।
আমার সর্ব্বস্বধন, চোরে কেড়ে লয়॥
হিমাগমে প্রতিফল, পাইয়াছে তার।
সকলেরি নেড়া মাথা, পাতা নাই আর॥
মনোদুখে এত দিন, আছি শব-প্রায়।
অধর-অমৃত দিয়া, বাঁচাও আমায়॥

দশনের দীপ্তি-চোর, মুকুতার হার।
শীতে তার ভোগ হ'লো কৌটা-কারাগার॥
দাঁতভাঙ্গা দাঁতচোর হয়েছে এখন।
স্থির হয়ে সুখে কর দশন বর্দ্ধন॥
মদনের মান প্রিয়ে, রাখ একবার।
বদনে পবিত্র কর, বদন আমার॥

গালের গৌরব চুরি, করিয়া গোলাপ।
শীতকালে শীর্ণ হয়ে, করিছে বিলাপ॥
গিয়েছে সৌরভ তার, কাঁটা হলো গাছে।
পাপ ক'রে ভেবে ভেবে, কাঠ হইয়াছে॥
দেখিলে স্বরূপ সব, দেখিলে স্বরূপ।
কিরূপ চোখেতে রূপ, হয়েছে বিরূপ॥
দুর্জ্জনের দণ্ড করি, হয়ে দণ্ডধর।
গণ্ডদেশে স্থিতি কর, আমার অধর॥

ডালিম হরিল তব, পয়োধর-ভাব।
সেই হেতু শীতে তার বিপরীত লাভ॥
ভয়েতে শিহরে সদা, কাঁটা কলেবরে।
আপনি আপন পাপে, বুক ফেটে মরে॥
আর দেখ পদ্মকলি, অলি-মনোলোভা।
হোরেছিল প্রাণ, তব কুচকলি-শোভা॥
নীহার করিল তারে, অশেষ আঘাত।
ফুটিবে কি উঠিবে কি, সদলে নিপাত॥
পাছে ফের ঘটে ফের, মরি মনোদুখে।
কুচকলি লুকাইয়া, রাখ মম বুকে॥

প্রণয়িনি! প্রাণ, তব কর কোমলতা।
চুরি করি লয়েছিল, কমলের লতা॥
শীতের শাসন-অগ্নি, মনে তার জ্বলে।
সেই হেতু একবারে লুকাইল জলে॥
নিতে আর পারিবে না, তস্কর নিদয়।
ভুজপাশ দিয়া বাঁধো, আমার হৃদয়॥

গতির গরিমা চুরি, করিয়াছে হাঁস॥
শীতে তাই নাই তার, জলের বিলাস॥
শিশির তাহার পক্ষে, হোয়েছে শমন।
মরাল করাল ভয়ে, না করে গমন॥
লোভ হেতু নাহি শুনে, লোকের বারণ।
গমনের গুণ চুরি কোরেছে বারণ॥
চুরি করি ঘটে পাপ, নাহি জানে মূঢ়।
থর থর কাঁপিতেছে, গুড়াইয়া শুঁড়॥
জরজর কলেবর, ঘোরতর রোগ।
ভুগিতেছে হস্তী মূর্খ, স্বকর্ম্মের ভোগ॥

গতি-চোর সকলের হইল দুর্গতি।
আমার হৃদয়পথে কর প্রাণ, গতি ॥

কটির ক্ষীণতা হরি, হরি হরি বন।
হিম ভয়ে বিবরেতে, করিল শয়ন ॥
করি অরি তব অরি, হরি নাম যার।
এখন হোয়েছে তার, হরিনাম সার ॥
এ সময় কেন প্রাণ, মান কর আর।
দুলাইয়া ক্ষীণ কটি, হাঁটো একবার ॥
কোথা হরি, কোথা করী, হংস কোথা রবে।
রতি হেরে রতিপতি, পদানত হবে ॥

তব উরু গুরুভার, হরি রম্ভা তরু।
শিশিরেতে শীর্ণকায়, পাপে হয় সরু ॥
কেমন কর্ম্মের ভোগ, নাহি যায় বলা।
শুকাইল লুকাইল, ফল পেয়ে কলা ॥
পদ-চোর পদে নাই, মরিল বিপদে।
প্রেমময়ি, প্রেমদাসে, রাখ প্রাণ পদে ॥

চাঁপাফুল হোরেছিল, অঙ্গুলির রেখা।
কোথা সে, এখন তার নাহি আর দেখা ॥
কোথা তার কটু গন্ধ, কোথা তার দল।
শীতাগমে ভয় পেয়ে, পলাইল থল ॥
চম্পকবরণি ধনি, মারা গেল চাঁপা।
করাঙ্গুলি চাঁপাগুলি, বুকে দেও চাপা ॥

রূপ চুরি করি হেম, প্রেম নাহি পায়।
হিমে তারে, হিম বলি, নাহি তোলে গায় ॥
বন্দিরূপে বদ্ধ হয়ে, আছে কারাগারে।
আমারে ভূষিত কর, প্রেম-হেমহারে ॥

পিকবর মধুকর, স্বর-চোর দুটো।
শীতের নিকটে আছে দাঁতে করি কুটো ॥
আর নাই কোকিলের, মনোহর রব।
কুহু ভুলে উহু ব'লে হয়েছে নীরব ॥
নিয়ত নয়নে তার, বহে নীরধারা।
কুহুর আকার পেলে, হয়ে কুহু-হারা ॥
দেখ আর ভ্রমরার, ঘটেছে কি দায়।
হেরিয়া তাহার দুখ, বুক ফেটে যায় ॥
সরোবরে বিকসিতা, নহে তার বধূ।
মনে ভাবে, কোথা যাবে, কোথা পাবে মধু ॥
ভ্রমে পোড়ে, ভ্রমে গিয়া সরোবরতীরে।
ক্ষোভ পেয়ে, শুধু মুখে, আসে রোজ ফিরে ॥
কেতকী-কাঁটায় পোড়ে ছিঁড়িয়াছে পাখা।
সকল শরীর তার হ'ল রজমাখা ॥
গুণ গুণ করে অলি, শুনিতেছ ধনি।
গুণ গুণ, গুণ নয় রোদনের ধ্বনি ॥
সকলে পাইল সাজা চোর ছিল যত।
ধনি তব ধ্বনি চোর হ'ল ধ্বনি হত ॥
মৃদু মৃদু হাস্য করি মধুর বচনে।
একবার কথা কহ প্রফুল্ল বদনে ॥
সুধারবে দেহ প্রাণ প্রেমে গুণ গেয়ে।
পলাইল অলিচয় পরিচয় পেয়ে ॥
শুনিয়া এ সব কথা মান পরিহরি।
নাগরের করে ধরি কহিছে নাগরী ॥
রসিকের রসাভাস বুঝিবার তরে।
ছলেতে ছিলাম প্রাণ অভিমান-ভরে ॥
কভু কি তোমার প্রতি থাকি আমি মানে।
পরিমাণে করি মান হরি মান মানে ॥
গেল মান গেল মান হিতকর শীত।
রাখহ তাহার মান যে হয় উচিত ॥

(সঙ্গীত)

কত দিনে জীব তুমি শিব হবে আর।
এখনো রয়েছে মনে বিষম বিকার ॥
এ কারণ কি কারণ, সেই জানে সে কারণ,
কারণকারিণী কালী মনে জাগে যার।
হরি অভিমান-ক্ষুধা, এ সুধা কেমন সুধা,
যে খেয়েছে তারে গিয়ে সুধা একবার ॥
বিষ খেয়ে রিষ করে, অমৃতে অরুচি ধরে,
কিসে সুখ কিসে দুখ করে না বিচার।
সুরপ্রিয়া এই সুরা, অতিশয় সুমধুরা,
এমন মধুর মধু কোথা আছে আর ॥

সামান্য ত ধুন্ধ নয়, আলো দেখে অন্ধ হয়,
অন্ধকারে অন্ধচয়, করে হাহাকার।
ভোগীজনে দেয় ভোগ, যোগী জনে দেয় যোগ,
ভোগের আধার এ যে, যোগের আধার॥
চল চল পানপাত্রে, গ্রহণ করিবামাত্রে,
পুলক প্রকাশে গাত্রে, আনন্দ অপার।
নিগমে নিগূঢ় উক্তি, সাক্ষাৎ জীবন-মুক্তি,
এখনি প্রমাণ পাবে করি ব্যবহার॥
খায় যেই এই মদ, নাহি টলে তার পদ,
পদ থেকে পাপ পদ, নেসা কোথা তার।
এ মদ না খায় যারা, মদের মাতাল তারা,
তাদের নেসার ঝোঁক না হয় সংসার॥
কখন না খায় মদ, খেয়ে মদ টলে পদ,*
সে মদের মত্ততার নাম অহঙ্কার।
যারা ভালবাসে মদ, তারা নাহি করে মদ,
সদাই মনেতে মদ, স্বভাবে সঞ্চার॥
যারা নাহি খায় মদ, তারা কয় মদ মদ,
মদ নাই এই মদ, মদের ব্যাপার।
পূর্ণসুখ ষোল কলা, পুণ্য পাপ দেখে কলা,
কুলযোগী খায় কলা † রেখে কুলাচার॥
কুলীনের শুদ্ধ কূল, কুলীন অনুকূল,
আপনার তিন কুল, সে করে উদ্ধার।
লোকের কেমন ভুল, কুলের না জেনে মূল,
কুল কুল ক'রে দেখে অকূল পাথার॥
যে না আসে এই কুলে, দাঁড়াবে সে কোন্ কূলে,
একুল-ওকুল তার দুকুল আঁধার।
ভক্তিভাবে করি ভর, শিব-কালী জপ কর,
সকলের মূল শ্রদ্ধা সর্ব্বমূলাধার॥
এই শ্রদ্ধা যার মনে, আত্মপর সে কি গণে,
এক ভাবে সমুদয় করে একাকার।
স্নান করি শ্রদ্ধা-জলে, শুনি সদা কুতূহলে,
তার কাছে কোথা আছে আচার-বিচার॥
ব্রহ্মরূপ নিজে হয়, দেখে সব ব্রহ্মময়;
ব্রহ্মানন্দে মগ্ন রয়, জপিয়া ওঁকার।
অধোবায়ু করি ধ্বংস, সোহহং সোহহং হংস হংস,
ওঁকারেতে কুণ্ডলিনী চালে সহস্রার॥

যে করে "অজপা" বোধ, সে পেয়েছে তত্ত্ববোধ,
সশরীরে মুক্ত সেই, মৃত্যু নাই তার।
ভ্রমসিন্ধু পার হেতু, কুলাচার শুদ্ধ-সেতু,
সে সেতুর ও পারেতে, তত্ত্ব পারাবার॥
তাহার মাঝেতে চর, জ্যোতির্ম্ময় তাহে ঘর,
সেই ঘরে পরাৎপর করেন বিহার।
মূল মাত্র এক আঁক, সেই আঁকে দিলে ফাঁক,
এক আঁকে লাক লাক হাজার হাজার॥
টান সেই এক আঁক, ফাঁকেই থাকিবে ফাঁক,
কোথা কোটি, কোথা লাক সব ফক্কিকার।
না জানিয়া বস্তু এক, ভ্রমে ধরে নানা ভেক,
শ্রদ্ধা-জলে অভিষেক শুদ্ধ সদাচার।
চেঁচায় না ছেড়ে গলা, বাহিরে আচার কলা,
মনের ভিতরে মলা কল পরিষ্কার।
এই জল এই ফল, কারে তুমি এঁটো বল,
এঁটো ছাড়া খাবে তুমি, কি আছে তোমার।
বায়ু বারি, বহ্নি ধরা, সমুদয় এঁটো করা,
কেবল এঁটোর চেটো, এ তিন সংসার।
কত মদে মত্ত হয়, মাতালে মাতাল কয়,
এর চেয়ে নাহি আর হাসির ব্যাপার॥
ছাড়িয়া সকল তত্ত্ব, তত্ত্বরসে হও মত্ত,
খাও খাও নাচ গাও ইচ্ছা যত যার॥

ঝড়

ঝন্ ঝন্ সন্ সন্ সমীরণ হাঁকিছে।
গুড় গুড় দুড় দুড় ঘনকুল ডাকিছে॥
চপলার স্বর্ণহার আকাশেতে উড়িছে॥
দ্বিজ সব কলরব ফুলবনে ঘুড়িছে॥
হতবল তরুদল ধরাতল লুঠিছে।
দলচয় স্থির নয় বায়ুবেগে ছুটিছে॥
ছেড়ে পথ শূন্য রথ ধূলিচয় চড়িছে।
দুম দাম অবিশ্রাম দ্বারে দ্বার পড়িছে॥
এ কি ধূলি যেন হুলি পুনরায় ঝাঁকিছে।
রেণু ধুম কুমকুম থাকে থাকে থাকিছে॥
অকস্মাৎ বজ্রপাত দাঁতে দাঁত লাগিছে।
ঝন্ ঝন্ করে রণ যেন তোপ দাগিছে॥
পড়ে জল অবিরল মুক্তাফল ঝরিছে।
তড় তড় তড় বড় কি যে রব করিছে॥

---

* মদ—মত্ত। দর্প। হর্ষ।
† বরাহমাংস, কুলচক্রে এই মাংস প্রসিদ্ধ।

সুখাকুল ভেককুল বোরনাদ ছাড়িছে।
ক্রমে ক্রমে পরাক্রম বরষার বাড়িছে॥
একেবারে এক ধারে বজ্রঝাড় ঝাড়িছে।
নীরদের মস্তকের চূড়া ভাঙ্গি পড়িছে॥
হলো বৃষ্টি গেল রিষ্টি যেন সৃষ্টি হাসিছে।
ত্রিলোকের পালকের মহিমা প্রকাশিছে॥
কবিদের হৃদয়ের দ্বার খুলে যেতেছে।
স্বভাবের দেখি ফের রচনায় মেতেছে॥

বর্ষার নদী

গ্রীষ্মের প্রতাপবলে, পূর্ব্বে ছিল ধরাতলে,
কৃশা নদী বালিকার প্রায়।
না ছিল রসের রঙ্গ, ধূলায় ধূসর অঙ্গ,
তরঙ্গের রসহীন তায়॥
রাজ্য হলো বরষার, জীবনে যৌবন তার,
পয়োধর প্রভাবে সঞ্চার।
হেলে হেলে চ'লে যায়, বিপুল লাবণ্য তায়,
সলিলে সুখের নাহি পার॥

রাধিকার উক্তি

বাঁশীর জ্বালায় আর, বৃন্দাবনে থাকা ভার,
রাধা ব'লে বার বার, সদা শ্যাম ডাকে লো।
শ্বশুর-শাশুড়ী-স্থান, পদে পদে অপমান,
অবলা বালার প্রাণ, ইথে কিসে থাকে লো॥
কুটিলা কুটিলমনা, জিহ্বা কাল-ফণি-ফণা,
বচন-গরল-কণা, পান হেতু রাখে লো।
চারিদিকে পরিচয়, কলঙ্কিনী করি কয়,
রাধার এ পরিচয়, বাঁশরীর পাকে লো॥
তবু ভাবি ক্ষণে ক্ষণে, বৈরিভাবে গুরুজনে,
যা আছে তাদের মনে, বলুক আমাকে লো।
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, পরাণ সতত কাঁদে,
পড়িয়াছি কুল-ফাঁদে, বিধির বিপাকে লো॥
যায় যাবে ছার কুল, সে কি লো প্রণয় তুল,
এ বড় বিষম ভুল, বুঝাব কাহাকে লো।
কৃষ্ণপ্রেমে ভক্তি যার, অতুল কৈবল্য তার,
মোহাকুলে আকুল সে, কুল বাঁধে যাকে লো॥

যুদ্ধসজ্জা

উঠিল যুদ্ধের ভাব নৃপতির মনে।
ছুটিল ইংরাজ সেনা রেঙ্গুনের রণে॥
লুটিল ব্রহ্মের দেশ, অনুভব হয়।
কুটিল মগের বুঝি, মরণ নিশ্চয়॥
জটিল কুচক্রী যত, চক্র করি মনে।
ফুটিল প্রমাদ-পুষ্প সংহারের বনে॥
খুঁটিল খুঁটের খুঁট, মত্ত হয়ে রোষে।
টুটিল সকল খল স্বভাবের দোষে॥
রটিল রণের রব, কাঁপে বসুমতী।
ঘটিল বিপদ্ তথা, অবোধ ভূপতি॥
আবার হাহার দোষে ইংরাজের ক্রোধ।
থাবার প্রহারে করে হিংসা পরিশোধ॥
ছলিল করিয়া ছল খল মন্ত্রী তাঁর।
ফলিল পাপের ফল, রাজ্য রাখা ভার॥
জ্বলিল রাগের অগ্নি দলিল হৃদয়।
সলিল-সন্ধির যোগে, নির্ব্বাণ কি হয়॥
চলিল বৃটিশ-সেনা, টলিল ধরণী।
বলিল বদনে শুধু মার মার ধ্বনি॥
ধরিল সংহার-বেশ, পরিল বসন।
হরিল প্রাণের মায়া, করিল গমন॥
সাজিল অধ্যক্ষ সব, বাজিল বাজনা।
ভাঁজিল বাঁশীর রাগ, ভেরীর ঘোষণা॥
তুরঙ্গ সুরঙ্গ করি চরণ নাচায়।
আরোহীর মুখ চেয়ে মরণ না চায়॥
সাপটে দাপটে বীর, চাপটে চড়ায়।
কত শত নর-শির, ভূতলে গড়ায়॥
হুঙ্কারে টঙ্কার দিয়া, শব্দ করে হিহি।
ঘোটক যোটক রণে, ডাক ছাড়ে চিঁহি॥
মাতঙ্গ আতঙ্ক পেয়ে, থর থর কাঁপে।
ঊর্দ্ধভাগে শুণ্ড তুলি শুণ্ড তায় চাপে॥
ঘড়র্ ঘড়র্ ঘড়, শকটের চাক্।
চড়র্ চড়র্ চড়, কাওয়াজের ডাক॥
ফড়র্ ফড়র্ ফড় ফায়েরের ছটা।
হড়র্ হড়র্ হড় হড়রার ঘটা॥
হেউ হেউ ফেউ ফেউ, ফাই ফাই ডাকে।
গগনে সঘনে যেন ঘন ঘন হাঁকে॥
কুয়াশার প্রায় তায়, আচ্ছাদিত তম।
চাকিতে চরণ চলে, চপলার সম॥

মহারথী সেনাপতি, ফেরে দিয়া ফের।
ফের ফের ডাক ছাড়ে ফায়ের ফায়ের ॥
সম্মুখ-সংগ্রামে ঘোর বিপদ ঘটায়।
ছটায় চটায় মন, হটায় ভাটায়।
সিপাই সংযোগ করি, সাইনের হুড়া।
বড় বড় বিপক্ষের হাড় করে গুঁড়া ॥
ছুড়িল বন্দুকে গুলী জুড়িল রগুক।
পুড়িল শত্রুর দেহ, উড়িল মস্তক ॥
কর্ত্তাটির অনুমতি, করিতে ওয়ার।
তলোয়ার ধরি সব করিছে ওয়ার ॥
কিছুমাত্র দয়া নাই, নির্দ্দয় শরীর।
অনায়াসে ছেদ করে মানুষের শির ॥
হায় রে ধনের লোভ, ধন্য তার যোগ।
কার রাজ্য কেবা হরে, কেবা করে ভোগ ॥
আজ্ঞা দিয়া পরমুণ্ড করিতে ছেদন।
নয়নের অঙ্গে নাই, লজ্জার বসন ॥
যদবধি দেহে প্রাণ, ঈশ্বরসাধন।
আপন স্বভাবে হয়, আপনি নিধন ॥
মুদিলে যুগল আঁখি, ফাঁকি সমুদয়।
তবে কেন চাকি চক্রে, এত লোভ হয় ॥
দুই দিকে আঁটাআঁটি, কাটাকাটি হেতু।
নদী আর নদ নীরে জাহাজের সেতু ॥
সিন্ধুর বাড়িল বল, রুধির তরঙ্গে।
গৃধিন্যাদি ভাসে হাসে, পুলকিত অঙ্গে ॥
সর্ব্বসহা শবে পূর্ণ, শবময় সব।
শৃগাল কুকুর সব, করে কলরব ॥
আহারেতে ক্ষান্ত নাই, দিনে আর রেতে।
পরাভব হয় সব সব শব খেতে ॥
সন্তানের শোকে কাঁদে, জনক-জননী।
স্বামীর বিরহে দহে, যুবতী রমণী ॥
শিশু পুত্র পিতৃশোকে অন্তরেতে দহে।
দারা দগ্ধ মৃগ প্রায় স্থির চক্ষে রহে ॥
জয় পরাজয় কিছু, নাহি যায় ধরা।
রণচক্রে হাহা রবে, পরিপূর্ণ ধরা ॥
হে বিভু করুণাময়, সর্ব্বসাক্ষী তুমি।
রক্ত-স্রোত মুক্ত কর সংগ্রামের ভূমি ॥

প্রকৃতি

লৌকিক আচার সব, নহে কিছু অনুভব,
বিভব পাইতে অভিলাষ।
সাময়িক ধর্ম্মগুণে, ভাবি দেখি কত গুণে,
কাহাতেও নহে প্রীতিভাষ ॥
একে একে দেখি যত, বিকৃতিতে কতমত,
প্রকৃতির প্রমাণ না হয়।
আহা মরি বলি হারি, বিশেষ কহিতে নারি,
পারি কিন্তু উপযুক্ত নয় ॥
আপনার মত যত, সবে হয় সুসঙ্গত,
প্রকার ত কেহ ভাল ভাবে।
তাহার চরিতগত, নহে বটে অন্যমত,
ফলে তায় কেবা কিবা পাবে ॥
যামিনী-দিবস আসে, গত হয় অনায়াসে,
দেখিতে দেখিতে একে একে।
আজি কালি করি মরি, ফলতঃ যত পাসরি,
অসঙ্গত কেবা তায় দেখে।
দিবসে কার্য্যের পথে, আসে যত মনোরথে,
সকলের সিদ্ধ নাহি হয়।
যার হয় তার হয়, সে ভার আমার নয়,
সমুদয় লোকে এই কয় ॥
দিবাগম ফুরাইলে, কিছু নাহি ঠিক মিলে,
যাবতীয় কালের ধরণ।
এক পক্ষ পাবে যেই, বিপক্ষতা করে সেই,
কাজে তাই নৈরাশ কারণ ॥
যাহা হয় তাই হবে, বিকৃতি কেন না তবে,
বলি সবে প্রকৃতি ভাবিয়া।
আপনার ভাবে ভাব, ধরে যদি সমভাব,
সুকার্য্য হইবে লাভ জীয়া ॥
উভয় পক্ষের তরে, সকলেই চেষ্টা করে,
কেবা তাহা পায় সাহজিক।
অভাব-কর্দ্দমে প'ড়ে, উঠিতে যে নড়ে চড়ে,
মরি যায় ত্রাণ নাই ঠিক ॥
দয়া সত্য সদালাপ, করিলে সম্ভবটে পাপ,
এ বড় বিষম ভ্রান্তি হয়।
কাহার অন্তরে কিবা, আঁধারে আলোক-নিভা,
সিদ্ধ তায় ভাবে যেই লয় ॥
মানসিক ভুলে ভুলে, থাকে যে ভ্রমের কূলে,
তাহার নিস্তার নাই কভু।

সাধুতায় চেষ্টা পায়, যাহাতে যে ভ্রম যায়,
সর্ব্বনাশে আধা পায় তবু ॥
ঐকমত্য যত দিন, স্বভাবে না হয় লীন,
সে অবধি অপ্রতুল কত।
ভাব একে ভাবি মনে, থাকিয়া সদাচরণে,
নিত্যবিধি জ্ঞাত হবে তত ॥

সৎকথা

মানুষ হইতে যদি থাকে অভিলাষ।
গুণের গৌরব যদি করিবে প্রকাশ ॥
সুজনের নিকটেতে লহ উপদেশ।
দেশ হ'তে দূর কর, হিংসা আর দ্বেষ ॥
নিরন্তর অন্তরে সরল ভাব ধর।
অহঙ্কার অলঙ্কার পরিহার কর ॥
খুন না দোষের কোষ গুণ লুকাইয়া।
ছাড়হ করাল ভাব মরাল হইয়া ॥
আপন সমান ভাব, পরের সহিত।
পরহিতে জ্ঞান কর আপনার হিত ॥
পরমেশ, পরপ্রেম প্রাপ্ত হবে তবে।
পরলোকে পরসুখে পরধামে রবে ॥

অবনীতে আছ যত, সুজন সুমতি।
প্রতিকূল হয়ো নাক, নিন্দুকের প্রতি ॥
নিন্দাকারী উপকারী, জননীর চেয়ে।
সদা করে উপকার, পরদোষ গেয়ে ॥
প্রসূতি পুত্রের প্রতি, হয়ে অনুকূলা।
স্বকরে করেন দূর, শরীরের ধূলা ॥
রসনা-মার্জ্জনী ধরি নিন্দুক সকল।
অবিরত করে দূর, অন্তরের মল ॥
রত্নাকরে আছে যত, অমূল্য রতন।
কুবেরের ভাণ্ডারেতে আছে যত ধন ॥
যদ্যপি সে সব তুমি, কর বিতরণ।
তথাপিও তুষ্ট নয়, নিন্দুকের মন ॥
হাতে তুলে যদি কিছু দিতে নাহি হয়।
আপনার বাক্যে তায় তুষ্ট যদি রয় ॥
অতএব তার চেয়ে কোথা আছে সুখ।
ফুটুক্ ফুটুক্ সদা, নিন্দুকের মুখ ॥

যুদ্ধ

চারিদিকে উঠিয়াছে যুদ্ধের অনল।
বিবাদ-বাতাস ক্রমে হতেছে প্রবল ॥
ছারখার করিতেছে অচল অটল।
নদ-নদী শূন্য করি শুষ্ক করে জল ॥
নাশিতেছে হাতী ঘোড়া জন্তু দল দল।
এ আগুনে কার কিছু থাটে নাক বল।
শত শত মহাবীর, এসে রণস্থল।
হইতেছে রণশায়ী পড়িয়া ভূতল ॥
কাঁদিছে সন্তান-শোকে জননী সকল।
শোকানলে শুকাইয়াছে হৃদয়-কমল ॥
অনিবার বিধবার চক্ষু ছল ছল।
নিবারিত নহে তার নয়নের জল ॥
পিতৃশোকে শিশু কাঁপে তরু টল টল।
কে আর আহার দেয় ফুরাল সম্বল ॥
ভ্রাতৃশোকে কা'র প্রাণ এমন চঞ্চল।
এখনি ছাড়িতে চাহে দেহের অঞ্চল ॥
ভয়ানক যুদ্ধরোগ, ঘোরতর খল।
গোলাগুলী কত তায় মরণের কল ॥
রণরোগে রুগ্ন আছে, যে সব সবল।
কোনরূপে তারা আর না হয় সবল ॥
আবরত অন্তরেতে গরিমা-গরল।
ধরিয়া তরল ভাব না হয় সরল ॥
হিতাহিত নাহি বোঝে, শুধু খোঁজে ছল।
পলকে প্রলয় করে, কোথা আছে পল ॥
লোভমদে মত্ত জীব, নাচে টল টল।
ঘোর পাপে মরে তাপে, কিসে পাবে ফল ॥
হে বিভু বিশ্বের পতি, বিশুদ্ধ বিমল।
কৃপাজলে রণানল করহ শীতল ॥
প্রজাপতি না করিলে প্রজার কুশল।
এ বিপদে ধরাতল যাবে রসাতল ॥

মৃত্যু

সুচারু সকল ভঙ্গী সুবদনময়।
সহাস্য অধর-বিম্ব সদা নিরাময় ॥
প্রীতিভাব প্রকাশিত, নয়ন-পলকে।
প্রসন্নতা পরিদীপ্ত ললাট-ফলকে ॥

এরূপ মাধুর্য্যরাশি কোথায় বিলয়।
কিছুই না দৃষ্ট হয় মরণ-সময়॥
এই যে মায়িক বিশ্ব, দৃশ্য সুখময়।
ভূতপঞ্চময় তঞ্চ প্রপঞ্চ নিশ্চয়॥
অনাদি অনন্ত ভাবে ভাবে শূন্যবাদী।
অনাদি অনন্ত ভাবে হয় সেই বাদী॥
বৃথা শূন্যবাদী সেই, শূন্য বাদী নয়।
পরমেশ চিন্তা করে মরণ-সময়॥
চিরদিন নাস্তিক স্বরূপ ব্যবহার।
ভ্রমভরে বিভু নাম, মুখে নাহি যার॥
কুপ্রবৃত্তি মনোবৃত্তি, নিবৃত্তি না হয়।
মানসের আভরণ দুষ্ট রিপুছয়॥
জন্মাবধি ছিল যেই নির্ভয় হৃদয়।
সে বলে "ত্রাহি মে প্রভো" মরণসময়॥
অতিশয় অনিবার্য্য জগদিন্দ্র-জাল।
তাহাতে আবদ্ধ জীব, জন্ম-মৃত্যুকাল॥
মায়ারূপ সুখ-শয্যা, তাহাতে শয়ন।
লালসা লইয়া কোলে, ঘুমে অচেতন॥
কত মত স্বপ্ন দেখে চেতনা না হয়।
কোথা সেই সুখ-স্বপ্ন মরণসময়॥
একে চিরবৈরিভাব নিশাচর নরে।
তাহে দশানন শ্রীরামের পত্নী হরে॥
অতিশয় শাত্রবতা সহিত সংগ্রাম।
পরাভূত হত-রক্ষ, জয়ী হন রাম॥
রিপুস্থানে উপদেশ, চান সদাশয়।
বিগত সেই বৈরিভাব মরণসময়॥
স্বয়ং ঈশ্বরের অংশ, ঈশ্বর-তনয়।
অবতীর্ণ অবনীতে খৃষ্ট মহাশয়॥
নির্ব্বিকার হয়ে তিনি আসন্ন-সময়।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন কোথা দয়াময়।
আপনি ঈশ্বর হয়ে পাইলেন ভয়।
বিপরীত হেরি সব, মরণসময়॥

মানস-মোহন

সরস্বতীচরণে

হৃদয়-কমলে আসি, বিনাশিয়া তামোরাশি,
প্রকাশিতা হও বিধায়িনি।
কবিতা-কমল-মধু, দেহি মে মাধববধু,
বীণাপাণি বাক্যপ্রদায়িনি॥
তব অনুকম্পাধীন, ভারতের শুভ দিন,
কোথা গেল বৃশ্চিকবাহিনী।
কবিতার ছিন্ন বেশ, হেরিয়া উপজে ক্লেশ,
বিশেষ কি কব সে কাহিনী?
নাহি মাত্র অলঙ্কার, হয়েছেন শীর্ণাকার,
রসহীনা বিরসে পূর্ণিতা।
উলঙ্গী কবিতা সতী, শ্রীঅঙ্গের নাহি জ্যোতি,
কূট অর্থ মাদক-ঘূর্ণিতা॥
হাব ভাব নাহি আর, হয়েছে রোদন সার,
সুসাহিত্যসন্তানবিয়োগে।
কেবল পদের মুখ, হেরিয়ে নিবারে দুখ,
শান্ত তার সান্ত্বনা-প্রয়োগে॥
কোথা কবি কালিদাস, বাল্মীকি ও বেদব্যাস,
কবিতার দশা দেখ আসি।
কুকুরেতে খায় হবি, মূর্খমুখ হয় কবি,
জোনাকী কবিত্ব-অভিলাষী!
তাই বলি ওগো বাণি, শীতল করহ প্রাণী,
রসনায় করিয়া আসন।
পুরাও বাসনা মম, নিবাও জড়তা-তম,
ক্ষোভরাশি করি বিনাশন॥
বিতর করুণা-লেশ, কহি সব সবিশেষ,
অধিক আশ্বাস নাহি করি।
এমন বাসনা নাই, সমারূঢ় হ'তে চাই,
কবিতা-শেখরচুড়োপরি॥
মনোভাব ব্যক্ত হয়, লোকেতে কবিতা কয়,
আনন্দ বিতরে জনে জনে।
যতনে যাতনাশুদ্ধ, পাছে মাতা হও ক্রুদ্ধ,
শেষ নিবেদন শ্রীচরণে॥

কবিতা

রসরত্নাকরোদ্ভবা, কবিতা কমলা।
প্রজ্বলিত প্রভাপুঞ্জ, জিনি ষোলকলা॥
হরিতে বিরস ভাব, হন অবতীর্ণা।
কবির কমল-হৃদে সতত বিকীর্ণা॥
মানবিক মানসিক, দুঃখরাশি হরে।
মোহন মধুরভাবে, স্বভাবে বিহরে॥
ছত্রিশ রাগিণী সঙ্গে, সহচরী সম।
ছয় রাগ ছয় রস, সেবক উপম॥
বসন্তাদি ছয় ঋতু, সেনাপতি হন।
প্রকৃতির পুত্রগণ, সেনা অগণন॥
ছয় রিপু অগ্রজ, মনোজ মহাবীর।
দৌত্যকার্য্যে নিয়োজিত, মহারি মহীর॥
মধুদর্পহারিবধূ কমলা-তনয়।
কবিতা কমলা-পদে দাসত্ব করয়॥
রত্নাকর-কন্যা-অঙ্গে, রত্নাবলী-প্রভা।
কবিতা-কমল দেহে, অলঙ্কার-শোভা॥
রূপক রূপার মল চরণকমলে।
অত্যুক্তি মুকুতাহার, সুশোভিত গলে॥
চপলা চপলাগ্রাম, বটে সে চঞ্চলা।
কবিতা কমলা হন দ্বিগুণ চঞ্চলা॥
ক্ষীরোদ তনুজাতনু, লাবণ্যে পূরিত॥
ছন্দোরূপ লাবণ্যে কবিতা বিভূষিত॥
সুললিত ললিত, কবরী বিগলিত।
তোটক অপাঙ্গে আঁখি, সদা প্রমোদিত।
ভুজঙ্গপ্রয়াত ভুজ, ভুজঙ্গ লাবণ্য।
সাবিত্রী অধরভাবে এ ধরিত্রী ধন্য॥
কমলার প্রিয়পাখী, পেচক কঠোর।
কবিতার প্রিয়পক্ষী, পিক মনচোর॥
নীলাম্বরে আচ্ছাদিতা মাধব-বনিতা।
ভাবরূপ বসনেতে, আবৃতা কবিতা॥
অতএব কবিতা গো তোমার দোহাই।
ধনদাত্রী লক্ষ্মী-হস্তে, কিছু নাহি চাই॥

কেবল ক্ষণেক নৃত্য, কর গো হৃদয়ে।
সর্ব্বদুঃখ পরিহরি, তোমার উদয়ে॥

ভাব ও চিন্তা

ভাব চিন্তা এই দুই, ভিন্ন ভিন্ন নাম।
মনোহর মনো-দ্বীপে, উভয়ের ধাম॥
মনের মন্দিরে বটে, বাসা করি রয়।
অথচ মনের সহ, দেখা নাহি হয়॥
অধিকার করিয়াছে, ত্রিভুবন জুড়ে।
ক্ষণে ক্ষণে বাসা ছেড়ে কোথা যায় উড়ে॥
উভয়ের পক্ষ নাই, পক্ষী নয় তারা।
অথচ উড়িয়া যায় এ কেমন ধারা॥
উদয়ের প্রতি কিছু হেতু তার নাই।
বিষয়বিশেষে শুধু দেখামাত্র পাই॥
দেখা পেলে রাখা ভার, আশা লয় কেড়ে॥
তখনি পলায় ছুটে, মনোরাজ্য ছেড়ে॥
পাছে পাছে ছোটে ইচ্ছা ধর ধর কোরে।
আবার উদয় হয়, অন্যরূপ ধ'রে॥
এইরূপে আসে যায়, সঙ্গে যায় আশা।
আসার আশার হেতু, আশা ছাড়ে বাসা॥
চিন্তার করিলে চিন্তা, চিন্তা হয় শেষ।
অবশেষে চিন্তায় ছাড়িতে হয় দেশ॥
এক চিন্তা চিন্তাযোগে, নানা মূর্ত্তি হয়।
কখন্ কি ভাব ধরে, জ্ঞানগম্য নয়॥
এই চিন্তা মূর্ত্তিভেদে, অনুকূল যারে॥
ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া শেষে, মোক্ষ দেয় তারে॥
থাকে না দুখের চিন্তা, চিন্তার প্রভাবে।
সন্তোষ-সাগরে ভাসে, স্বভাবের ভাবে॥
এই চিন্তা সহকারে, উপকার যত।
বিদ্যালাভ বস্তুলাভ সুখলাভ কত॥
এই চিন্তা মূর্ত্তিভেদে, দুখের আধার।
একেবারে ধরে বেরে, ভীষণ আকার॥
কোনমতে নাহি রাখে, বসতির আশা।
আপনি বিনাশ করে আপনার বাসা॥
মনেরে করিয়া দগ্ধ, তবু নয় স্থির।
ক্রমেতে আহার করে সকল শরীর॥
অনুকূল হও চিন্তা, আমার এ মনে।
কোটি কোটি নমস্কার তোমার চরণে॥

ভাবের স্বভাব যাহা, ভেবে বোঝা ভার।
চিন্তা সহ সম ভাব, সকল প্রকার॥
ভাবের অভাব নাই, স্বভাবত হয়।
সকল সময়ে কিন্তু দেখা নাহি হয়॥
নিজ ভাবে ভাব হয়, যখন প্রকাশ।
মানুষের মনে কত, বাড়ায় উল্লাস॥
অভিপ্রায় সঙ্গে তার, সর্ব্বক্ষণ থাকে।
তাই ভাব নিজ ভাব, স্থির ভাবে রাখে॥
ভাবেতে অনেক হয়, দুখের উদয়।
পুনর্ব্বার সেই দুই, ভাবে হয় লয়॥
বুঝিলে নিগূঢ় ভাব, অভিপ্রায় হাসে।
সন্তোষ-সাগরে মন, একেবারে ভাসে॥
কর্ম্ম মন বাক্য ভিন্ন, লুপ্ত এক ঠাঁই।
অখণ্ড ঈশ্বরানন্দ, ধ্বংস তার নাই॥

মান

মনে যার প্রণয়-পীযূষ-তৃষা আছে।
অভিমান ম্রিয়মাণ হয় তার কাছে॥
দহিলে প্রেমিক-মন বিচ্ছেদ দুর্জ্জয়।
মানসে উপজে মান মিলন-সময়।
মুখের আলাপ নাই নয়নে আলাপ।
কে কারে সাধিবে ঘটে এই পরিতাপ॥
বদ্ধ হ'লে মন-পক্ষী মানের পিঞ্জরে।
অবিরত জ্ঞানহত ছটফট্ করে॥
সুচারু প্রণয়-তরু অপরূপ ঠাম।
ধরেছে সুফল তাহে সুখ যার নাম॥
কিরূপে সে ফল বল পাইবে অন্তর।
পিঞ্জর-বাহিরে সেই ফল মনোহর॥
হৃদয়েতে ক্রমে উঠে প্রণয়ের শোক।
নয়নের জলে নিবে যায় প্রেমালোক॥
কিন্তু উভয়ের মনে প্রণয়ের টান।
পুনর্ব্বার হুতাশনে করে বলিদান॥
বসনে ঝাঁপিয়া সুবদন-শতদল।
গোপনেতে সংবরণ করে অশ্রুজল॥
ছলছল করে তবু অভিমান-ছলে।
শিশিরের শোভা যেন শতদলদলে॥
অথবা মুকুতা-হার পদ্মরাগপরে।
ঝক্ ঝক্ তক্‌মক্ কিবা শোভা করে॥

তখন উভয় মন নহে একমত।
একজন মানভরে অন্য জন নত॥
নম্র হয়ে ধায় প্রিয়-চরণযুগলে।
লতিকা জড়ায় যেন তরুবর-দলে॥
কভু করে ধরে, কভু ধরে বিম্বাধর।
সাধনা করয়ে কত বাড়ায়ে আদর॥
"এ কি আর দেখি প্রাণ, হিতে বিপরীত।
অভিমানে অধোমুখ সাধের পীরিত॥
অনুগত জনে কেন এত অপমান।
অনাদর নাহি সহে সুখের পরাণ॥
অনুযোগ কর মোরে তাহে ক্ষতি নাই॥
অনালাপে হৃদয়েতে বড় ব্যথা পাই॥
অনুপম ভাবে তব পাই অনুতাপ।
অনুনয় করি প্রাণ, ত্যজহ সন্তাপ॥
অনুক্ষণ অনুরক্ত আমি হে তোমার।
অনুসূচনাতে কত জ্বালাইবে আর॥
অনুমান করি তব অনুরাগ নাই।
অনুপায় আমি ওহে, দোহাই দোহাই॥
অনুচিত অনুগতে এত অভিরোষ।
অনুদিন তব ভাবে না হয় সন্তোষ॥"
এইরূপ সাধনায় কোথা অনুরোধ।
মানীর মনেতে নাহি প্রবেশে প্রবোধ॥
পরিণত হয়ে প্রিয় যত তারে সাধে।
ততই বাড়িয়ে মান পরমাদ সাধে॥
"এসো এসো এসো প্রাণ মনে ভাব রাখ।
নিকটে ব'স না আর ওইখানে থাক॥
উভয়েতে ছল করি ভিন্ন হয়ে থাকি।
করিয়া কটাক্ষযোগ স্থির রবে আঁখি॥
প্রণয় পরম নিধি দরিদ্রের ধন।
এই হেতু ভয়ে তারে করিছি গোপন॥
কি জানি কপালদোষে ঘটে কিবা পরে।
দৃষ্টিনাশ হবে প্রাণ-দৃষ্টি দিলে পরে॥
উভয়ের ভাব যেন নাহি জানে দেহ।
মনে মনে প্রেমভাবে বৃদ্ধি কর স্নেহ॥
প্রকাশ্যে তোমায় দেখে মন রেখে বশে।
বলিব না কোন কথা, গলিব না রসে॥
ছলিব বিপক্ষ জনে ছলে পদে পদে।
টলিব কেবল তব প্রমোদের মদে॥
ভালবেসে ভালবাসা মনে মনে রেখো আশা,
ভালবাসা এই ভাষা ভেবো না ভেবো না।
তোমারি মধুরস্বরে বিম্বাধরে সুধা ক্ষরে।
বিধুমুখে মৃদু মৃদু হেসো না হে হেসো না॥
শত্রু ফেরে পাছে পাছে, বিশেষ সময় আছে;
এরূপে আমার কাছে এসো না হে এসো না।
প্রেমানল কেন জ্বালো নিভাব মনের আলো।
প্রকাশ্যে আমারে ভাল বেস না হে বেস না॥

বিরহে

ভাসাইয়া প্রেমনীরে ফিরে কেন গেল।
ফিরে দিয়া ডাকিলাম ফিরে নাহি এল॥
কলঙ্ক-তরঙ্গ দেখি অঙ্গ ভঙ্গ হয়।
সঙ্গহীনে সাঙ্গ হ'ল সাধের প্রণয়॥
কি দোষেতে রোষ করি হইল বিমুখ।
বলিব কি আর নাই বলিবার মুখ॥

শশাঙ্ক কলঙ্কযুক্ত হেরে সে বদন।
খঞ্জন-গঞ্জন তারা রঞ্জন-নয়ন॥
পঙ্কজ লজ্জিত মনে হেরে তার পাণি।
লুকাইল সরোবরে হয়ে অভিমানী॥
মনে হ'লে তার মুখ ফেটে যায় বুক।
বলিব কি আর নাই বলিবার মুখ॥

ছলনা-রহিত মম নির্ম্মল অন্তর।
কেড়ে নিয়া পুনঃ কেন হইল অন্তর॥
পিকবর-মধুকর শুনে স্বর তার।
জরজর কলেবর প্রবেশে কান্তার॥
পদে পদে দিলে মোরে অশেষ অসুখ।
বলিব কি আর নাই বলিবার মুখ॥

মিছা তারে বলিব না আমার আমার।
প্রাণনাথ বলি তারে ডাকিব না আর॥
মনে ভাবি ব'সে রব আপনার মানে।
বারণ সমান মন বারণ না মানে॥
সেই মান সেই প্রাণ সেই সুখ দুখ।
বলিব কি আর নাই বলিবার মুখ॥

সুখের সংযোগ হয় অনেক যতনে।
সে সময়ে যত কথা আছে সব মনে॥
স্বভাবে তোমার ভাব ভাবি অহরহ।
স্মরণের শেষলীলা মরণের সহ॥

ভুষিলে আমার মন যত কথা ব'লে।
ভুলি নাই ভুলি নাই ভুলিব না ম'লে॥
ভুলের হইলে ভুল ভুল দেখে তব।
ছেদন করিলে মূল স্থূল কিবা কব॥
তোমার বিফল আশা অন্তরেতে লয়ে।
অহরহ দহে অঙ্গ সঙ্গহীন হয়ে॥
ইঙ্গিতে ভোলাও মন অন্তরে থাকিয়া।
প্রেমভেদী বিধাবাণ অন্তরে রাখিয়া॥
উপসর্গ-বচনেতে স্বর্গ দিয়া করে।
বিসর্গ করিলে যোগ অক্ষরের পরে॥
নিরাশায় যদি হয় সকল বিফল।
মুখে বলি প্রাণনাথ কিছু নাহি ফল॥
কতরূপ বলাবলি গলাগলি ভাবে।
বলা নয় সেই সব তোমার অভাবে॥
বলায় আমার আর এমন কে আছে।
কার বলে বলী আমি বলি কার কাছে॥
পূর্ব্বকার মনে করি ফেটে যায় বুক।
বলিব কি আর নাই বলিবার মুখ॥

বিচ্ছেদের পর মিলন

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না প্রাণ ছুঁয়ো না আমায়।
ক'য়ো না ক'য়ো না কথা হাত দিয়া গায়॥
জরজর কলেবর প্রণয়ের দায়।
প্রবল বিচ্ছেদ তব অনলের প্রায়॥
তৃণ-সম তনু মম পুড়িতেছে তায়।
অন্তরে জ্বলিছে শিখা দেখা নাহি যায়॥
তোমার বিমল রূপ সুকোমল কায়।
তাপিত হইবে তনু পরশিলে তায়॥
সুখের বিমল বারি সদা মন চায়।
শীতল হইবে তাহে এই অভিপ্রায়॥
কি জানি কপালদোষে, নাহি হয় হিত।
ভয় আছে ঘটে পাছে, হিতে বিপরীত॥
না হলো, না হলো মম অনল নির্ব্বাণ।
তোমারে শীতল দেখি, জুড়াইব প্রাণ॥
খেদানলে মম মন দগ্ধ হয় দুখে।
তবু ভাল ভাল প্রাণ, তুমি থাক সুখে॥
আমার বিশেষ ভাব, হইল প্রকাশ।
বুঝিতে না পারি প্রাণ, তোমার আভাস॥
যে প্রকারে তোমার বিরহে প্রাণ দহে।
সেরূপ কি তুমি প্রাণ, আমার বিরহে॥
তুমি হে আমার মত, যদি প্রাণ হবে।
নিদর্শন কেন তার, দেখালে না তবে॥
আমার নিকটে সদা, আসিয়া আসিয়া।
কহিতেছ কত কথা, হাসিয়া হাসিয়া॥
দেখিয়া তোমার হাসি, ভাসি আমি দুখে।
নীরব হয়েছি প্রাণ, কথা নাই মুখে॥
যদি হে তাপিত নহে বিরহের বিষে।
আমার সমান প্রাণ, তবে হবে কিসে?
আমার বিরসভাব, করি নিরীক্ষণ।
সরস হইল কেন, তোমার বদন।
আমার নয়ন দুটি, সদা ছল ছল।
তথাচ করিছ তুমি, নয়নের ছল॥
নয়নে নয়নে দৃষ্টি, রাখিয়াছি বেঁধে।
থেকে থেকে তবু খেদে, প্রাণ উঠে কেঁদে॥
বুঝিতে না পারি ভাব, এ ভাব কেমন।
আমার এ মন কেন, হইল এমন?
বল না বিশেষ কথা, অভিলাষমত।
কত ধাঁধে ধাঁধাইবে, কাঁদাইবে কত॥
তোমার প্রেমের ফাঁদ, ফাঁদিতে ফাঁদিতে।
কত কাল যাবে আর কাঁদিতে কাঁদিতে॥
বরঞ্চ সে ভাল ছিল না হইত দেখা।
বিরলে তোমার ভাবে, কাঁদিতাম একা॥
দেখা হয়ে যত দুখ, কি করিব ব'লে।
দ্বিগুণ আগুন পুন উঠিয়াছে জ্ব'লে॥
তোমায় মনের কথা, বলিতে বলিতে।
দাহন হতেছে মন জ্বলিতে জ্বলিতে॥
পরকীয় প্রেমমদে, টলিতে টলিতে।
এখন করিছ ছলা, ছলিতে ছলিতে॥
যাও মেনে থাক তুমি, নিজ অনুরাগে।
এখন আমায় আর ভাল নাহি লাগে॥
রাগের উদয় হয়, মনের বিরাগে।
বিছার কামড় তব, মিছার সোহাগে॥
সোহাগে তোমার প্রাণ সোহাগা ত নয়।
গলিবে তাহাতে মম, সোনার হৃদয়॥
অতএব তোমার এ সোহাগ বিফল।
গলিবে না চিরদিন, জ্বলিবে কেবল॥
কি কথা কহিছ প্রাণ, সরল স্বভাবে।
পেয়েছি তোমার ভাব, তোমার আভাষে॥

তবে যে মুখের হাসি, সুখের সে নয়।
বুকের উপরে দেখ, দুখের উদয় ॥
পৃথিবী তৃষিতা ছিল, হয়ে অতি কৃশা।
নয়নের জলে তার, ভাঙ্গিয়াছে তৃষা ॥
রজনী রয়েছে সাক্ষী, সহিত স্বপন।
যেরূপে যামিনী আমি, করেছি যাপন ॥
বিশেষ সংবাদ পাবে, অ-তনুর কাছে।
কেমনে আমার তনু, তনু করিয়াছে ॥
সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা কর কুসুমের দলে।
আমার দারুণ দশা, তাহারা কি বলে ॥
দেখিনি নয়ন মেলে, সুবাসের বাসা।
আঘ্রাণের ভয়ে সদা, ঢেকে রাখি নাসা ॥
বিধু করে মৃদুভাবে, কর বরিষণ।
কখন দেখিনি সেই চাঁদের কিরণ ॥
দেখ হে সমান আছে, সুচারু চন্দন।
সৌরভের ভয়ে তারে, করিনে ঘর্ষণ ॥
সংযোগী সন্তোষ হয়, কোকিলের গানে।
আমি হে বধির নই হাত দিয়া কানে ॥
মলয়ারে সুধাইলে, পাবে সব স্থির।
কেমন আমার পক্ষে, দক্ষিণ সমীর ॥
সে যেমন প্রতিক্ষণ, পরাক্রম করে।
উড়াইয়া দিই তারে, নিশ্বাসের ভরে ॥
আর কি হে আছে প্রাণ, পরীক্ষার বাকী।
তোমারে প্রবোধ দিতে, সাক্ষী সব রাখি ॥
তুমি কেন বৃথা ভ্রমে ভাব ভিন্ন ভাব।
ভয় নাই, হয় নাই, আমার অভাব ॥
তবে যে প্রকার হাস বদনেতে আছে।
দেখিয়া বিরস ভাব, লোকে বুঝে পাছে ॥
উভয়ে যদ্যপি ফেলি, নয়নের জল।
প্রবোধ পাবে না তবে, দাঁড়াবার স্থল ॥
ছল করি জল ঢাকি হাসি রাখি মুখে।
অথচ অন্তর দহে, নিদারুণ দুখে ॥
এখন সে ভাব নাই, হেরি তব মুখ।
সুখের উদয় মনে পলাইল দুখ ॥
তবু যে বিরস তুমি, পূর্ব্বভাবমত।
আমারে সরস দেখি কহিতেছ কত ॥
আমার সরস ভাব, এই অভিপ্রায়।
স্বভাবে স্বভাবে প্রাণ, আনিব তোমায় ॥
যে কথা কহিলে প্রাণ সকলি প্রমাণ।
সত্য সত্য সত্য সব, বটে বটে প্রাণ ॥

জানিয়া তোমার মন, আমার সমান।
মিছে কেন এত ক্ষণ, করিলাম মান ॥
তুমি তাহা বলিয়াছ, আমি যাহা চাই।
তুমি আমি আমি তুমি, ভিন্ন আর নাই ॥
অতএব বিচ্ছেদেরে কেন দিবে ঠাঁই।
আগুনে আগুন দিয়া, আগুন নিভাই ॥
মিলনের মেঘে বহে সংযোগের জল।
এখনি শীতল হবে, প্রবল অনল ॥
রুষ্ট কথা শুনে তুমি, তুষ্ট হও প্রাণ।
উষ্ণজলে করে যথা, অনল নির্ব্বাণ ॥
উভয়ের মনে আর কিছু নহে ভেক।
উভয়ে উভয় ভাবে হয়ে রব এক ॥
সুচিকণ স্নেহডোরে প্রেম আছে আঁটা।
দুই পায়ে ঠেলে দিব, কলঙ্কের কাঁটা ॥
উচ্চরবে তুচ্ছ করি, লোক পরিবাদ।
প্রণয়-প্রমোদে আর হবে না প্রমাদ ॥
উভয় মনের মিল খিল দেহ ঘরে।
দুখের বাতাস যেন প্রবেশ না করে ॥
স্থিরচিন্তা পালঙ্কেতে, ভাবের মশারি।
সুখের শয়ন তাহে শরীর পসারি ॥
নিন্দক মশার পাল বাহিরেতে থেকে।
হিংসায় মরুক সব ভন্ ভন্ ডেকে ॥
ভাবনা দুখের গৃহে রবে অহরহ।
নিদ্রার হইবে যোগ নয়নের সহ ॥
ফুলদলে বল প্রাণ উঠুক সে সব।
ফুটুক তুলিয়া মুখ ছুটুক সৌরভ
বলুক সে ভ্রমরায় মৃদু মৃদু হাসি।
পুঞ্জে পুঞ্জে মধু ভুঞ্জে গুঞ্জে গুঞ্জে আসি ॥
কোকিল বসুক গিয়া তমালের গাছে।
করুক সে কুহুরব যত সাধ আছে ॥
বহুক মলয়াবায় যত শক্তি তার।
এখন তাহারে কিছু ভয় নাহি আর ॥
এখন ধরুন চাঁদ মনোহর শোভা।
করুন নিকুঞ্জধাম অতি মনোলোভা ॥
চন্দন ঘর্ষণ করি এক পাত্রে রাখি।
স্নেহ-রসে মিশাইয়া অঙ্গে অঙ্গে মাখি ॥
দুই অঙ্গে দৃশ্য হবে একরূপ রেখা।
গন্ধ পেয়ে পঞ্চশর এসে দিবে দেখা ॥
সংযোগ করিব তাহে সংযোগের বাণ।
প্রাণভয়ে পলাইবে পাপ পঞ্চবাণ ॥

মিলন

সুখের সাগরে মিলন দ্বীপ।
মম প্রাণেশ্বর তার অধিপ॥
দেহ তরী মন নাবিক তার।
বেচিবে তাহারে প্রেম ভাণ্ডার॥
অতএব দেখি করুণা কর।
দয়াল বিরহ দুখ-সাগর॥
এ কি বিপরীত কুসম-কালে।
হৃদয় ঘেরেছে, জলদজালে॥
মাঝে মাঝে উঠে বিজলি-আশা।
নিনাদ বিলাপ কপাল-ভাষা॥
তরঙ্গ বয়সে তরঙ্গে মরি।
প্রতিকূল তাহে মহেশ অরি॥
মনোজমোহিনী, শুন গো সতি।
নিবার তোমার পতির মতি॥
অবলা সরলা কুলের বালা।
কিরূপে সহিব এতেক জ্বালা॥
দনুজ-দলন-তনুজ যিনি।
মনুজ তাড়ন করেন তিনি॥
তাই বলি তারে করো বিনয়।
কামিনী বধিলে যশ না হয়॥
বরদা হও গো, অধীনী জনে।
বিতর আমায় মিলন-ধনে॥

প্রেমের পিপাসা

প্রিয়জন অন্বেষণে চল যাই মন।
বিরহ-অনলে কেন হতেছ দাহন॥
এ অনল পরশেতে নাহি বাঁচে কেহ।
ক্রমে ক্রমে প্রেমিকের দগ্ধ হয় দেহ॥
নিরন্তর অন্তর দহিছে তার দুখে।
তথাচ গোপনে রাখি কথা নাই মুখে॥
মনে কি নির্ব্বাণ হয় মনের আগুন।
প্রকাশ করিলে পুন বাড়য়ে দ্বিগুণ॥
অরসিক অপ্রেমিক শত্রুলোক যারা।
সে আগুনে উপহাস-ঘৃত দেয় তারা॥
আহুতি পাইয়া অগ্নিশিখা উঠে উড়ে।
কোথায় থাকিবে আশা বাসা যায় পুড়ে॥
তখনি নিভিবে সব ভালবাসা পেলে।
ভালবাসা কোথা রবে ভালবাসা গেলে॥
বাড়িল বিষম বহ্নি চিন্তার অনিলে।
শীতল হইবে তার সাক্ষাৎ সলিলে॥
পোড়ায় পোড়ায় ঘর গোড়া তার নাই।
আমারে করিছে ছাই নিজে হয়ে ছাই॥
তখন দেখিব তারে সদা সঙ্গী হয়ে।
পোড়াব পোড়াব শেষ পোড়া বর লয়ে॥
সে যদি আমার মত হয়ে থাকে পোড়া।
দুই পোড়া এক হয়ে পোড়াইব পোড়া॥
আলোকে পুলক পাব রহিবে না তম।
অনঙ্গ পোড়াবে অঙ্গ পতঙ্গের সম॥
বচনে পোড়ায় সদা পোড়ালোক যারা।
মনের আগুনে তারা পুড়ে হবে সারা॥
হিংসার বাতাসে অগ্নি হইবে প্রবল।
নাহি পাবে পুন আর নির্ব্বাণের জল॥
সাহস সহায় করি আশাপথে চল।
পূরিবে আশার আশা তারে এই বল॥
নিরাশারে যেতে বল খেদ-সিন্ধুতটে।
অনুরাগযুক্ত থাক মনের নিকটে॥
ভাব চিন্তা অভিপ্রায় সঙ্গে সঙ্গে লহ।
তারা যেন ঐক্য থাকে প্রণয়ের সহ॥
একতায় যদি তায় ঐক্য নাহি হয়।
ধৈর্য্যতার রজ্জু দিয়া বাঁধে সমুদয়॥
প্রবোধ প্রযত্নে ডাকি চাল মনোরথ।
সেথো হয়ে দেখাবে সে মিলনের পথ॥
অভাব না হয় ভাবে ভাব রাখ বশে।
উভয়ে শীতল হব প্রণয়ের রসে॥

আশা ও মন

(আশার উক্তি)

একবার স্থির হও মন রে আমার।
বৃথা চিন্তা কেন কর অশেষ প্রকার॥
পুনঃ পুনঃ জ্বলিতেছে প্রবল অনল।
মম ক্ষতি নাই হবে আপনি বিফল॥
যা হবার নয় তাহা হইবে কেমনে।
কেবল প্রকাশ আশা বসিয়া গোপনে॥

মুহূর্ত্তেকে সহস্রেক করহ কল্পনা।
যুগান্তে না হয় শেষ সে সব জল্পনা॥
বার তিথি অয়নাদি ফেরে বার বার।
তব ভাব একরূপ কেন থাকে আর॥
লোকে বলে মনোভাব পরিবর্ত্ত হয়।
আমি বলি মিথ্যা তাহা সত্য কভু নয়॥
এক চিন্তাপথে তুমি ভ্রম নিরবধি।
যার ধারে শোভা পায় আশারূপ নদী॥
প্রবল প্রবাহ তাহে বহে অবিশ্রাম।
তরঙ্গ তরঙ্গ সহ করিছে সংগ্রাম॥
পথশ্রান্তে শ্রান্ত তুমি এক একবার।
শ্রান্তিদূর হেতু কর জলপান তার॥
আশা-জলে পিপাসা কি হয় তব শেষ।
চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয় পথশ্রম-ক্লেশ॥
দহন হইলে দেহ জলে দেহ ঝাঁপ।
তাহে কি শীতল হয় বিষম সন্তাপ॥
প্রতিক্ষণ শ্বাস-রোধে বুদ্ধি হয় নাশ।
ওরে মন আশা-নীরে কেন কর বাস॥

(মনের উক্তি)

তুমি বল ছাড় আশা, আমি তার ভালবাসা,
কেমনে ভুলিব তাই বল হে।
দুর্জ্জয় তৃষায় মরি, করপুটে স্রোত ধরি
পান করি আশানদী-জল হে॥
জীবন জীবন মম, সুশীতল অনুপম,
হয় তবু এক আধ পল হে॥
নহিলে বিষম দায়, দুর্নিবার পিপাসায়,
প্রাণ যায় যাতনা প্রবল হে॥
যতক্ষণ একা থাকি, দুঃখ-তৃণ হৃদে রাখি,
প্রজ্বলিত করি চিন্তানল হে।
চঞ্চল হৃদয় মন, চঞ্চল চাতক সম,
আশা তাহে জলদ সজল হে॥
আমি মধুকর প্রায়, আশা তাহে শোভা পায়,
সুপ্রকাশ কোমল কমল হে।
আশারূপ লতিকায়, কেলি করি ফুল্লকায়,
পক্ষিপ্রায় খায় মিষ্টফল হে॥
আমি দীর্ঘ সরোবর, আশা তার শোভাকর,
টল টল নিরমল জল হে।
আমি চকোরের ক্ষুধা, আশা সুধাকর-সুধা,
বসুধা যাহাতে সুশীতল হে॥
আমি নেত্র আশাভানু প্রকাশিত পরমাণু,
অম্বরেতে শোভে সুবিমল হে।
ক্ষেত্রসম দৃশ্য আশা, আমি তার হ'য়ে চাষা,
কুতূহলে দিই তাহে হল হে॥
আর দেখ এ জগতে, সকলে আশার খতে,
লিখিয়াছ স্বনাম সকল হে॥
প্রেমিকের নিত্যধন, নিবারণ প্রতিক্ষণ,
করে আকিঞ্চন হলাহল হে॥
রসিকরঞ্জন রস, আশায় সকলে বশ,
সরলের দাস হয় খল হে।
কেমনেতে ছাড়ি আশা, আশা মম ভালবাসা,
আশা-আশ বিরহে অচল হে॥

ভাব ও প্রণয়

নানা সূত্রে সদা যুক্ত মানুষের মন।
স্থিররূপে নাহি পায় সুখের আসন॥
চিত্তের চঞ্চল গতি স্থিত কভু নয়।
কত ভাবে কত ভাবে ভাবের উদয়॥
চিন্তারূপ সমীরণ বহে প্রতিক্ষণ।
ভাব-রজ্জু দোলে তায় স্থির নহে মন॥
এক ভাবে এক ভাবে আর ভাবে আর।
ভাবে ভাবান্তর ভাবে ভাবের সঞ্চার॥
লজ্জা করে আচ্ছাদন বাসনার মুখ।
কেমনে হইবে তায় প্রণয়ের সুখ॥
ফুটিলে প্রণয়-পদ্ম সুখলাভ যাতে।
প্রতিবাদী প্রতিকূল কত কাঁটা তাতে॥
কলঙ্ক-কুরব-গন্ধ কুটিলের মুখে।
আশায় হাসায় লোক ভাসায় অসুখে॥
প্রেমিকের প্রেমমদে মন যদি টলে।
কলঙ্ক-ফুলের হার অলঙ্কার গলে॥
ভালবাসে ভালবাসা ভালবাসা তায়।
তখন কি করে আর লোকের কথায়॥
শত্রু সব সরল স্বভাব নাহি ধরে।
পদে পদে প্রেম পদে পরীবাদ করে॥
না হয় ভাবের বশ সদা রসহত।
রসিকের মন ভাঙ্গে অরসিক যত॥

যার নাই রসবোধ সে করে অযশ।
আমি কেন নিজরসে হইব বিরস॥
প্রিয়জন আমারে আমার যদি কয়।
সরসে বিরস ভাব তবে আর নয়॥
গোষ্ঠে করে গোচারণ গোপাল যে জন।
গোপনে গোপীর ভাবে বদ্ধ তার মন॥
তরঙ্গ বয়স চারু নবীন ত্রিভঙ্গ!
যমুনার তরঙ্গে করিল কত রঙ্গ॥
রাধিকার অধিকার মনেতে চাহিয়া।
তরুণী করিল পার তরণী বাহিয়া॥
দানী হয়ে দান সাধে কত ছল করি।
যোগী হয়ে মান সাধে শিরে জটা ধরি॥
অতএব প্রেম-রসে মুগ্ধ যেই হয়।
কুটিলের বাক্যে তার কলঙ্ক কি হয়॥
অদৃশ্য শরীর সব ভাসিছে চিকুর।
ডুবিয়াছি দেখিব পাতাল কত দূর॥

প্রভাত

প্রতিদিন প্রাতে উঠি, বিভু নাম স্মরি।
তরুণ অরুণ আভা, বিলোকন করি॥
স্বভাবের শোভা কত, প্রকাশিব কিবা?
নিদ্রা ত্যজি উঠে যেন, কুলবধূ দিবা॥
স্বামি-অনুরাগে জাগে, ভাঙ্গে ঘুমঘোর।
জাগাইছে অরবিন্দে, প্রেমানন্দে ভোর॥
হাস্যমুখী কমলিনী, ঘোমটা খুলিয়া।
নাচিতেছে মৃদু মৃদু দুলিয়া দুলিয়া॥
ছুটিতেছে গন্ধ তার ফুটিয়াছে কলি।
মধুলোভে গুণ গুণ, গুণ গায় অলি॥
দ্বিজরাজ অস্ত দেখি, দ্বিজকুল যত।
নানা সুরে রাগভরে, গান করে কত॥
ধরাতল সুশীতল, সুবিমল হয়।
পূর্ব্বভাগে পূর্ব্বরাগে, অপূর্ব্ব উদয়॥
অপূর্ব্ব নহেক সেটা, অপূর্ব্ব প্রভাস।
নব পরিচ্ছদ যেন, ধরেছে আকাশ॥
ছটাযুক্ত সুবর্ণের, সুন্দর অঙ্গুরী।
অঙ্গুলিতে ধরে যেন, প্রকৃতি সুন্দরী॥
হেরিয়া প্রভাত-প্রভা, পূর্ণানন্দময়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥

মধ্যাহ্ন

আর এক নব ভাব মধ্যাহ্ন-সময়।
দিবার যৌবন যাহে, প্রকটিত হয়॥
শূন্যের সর্ব্বাঙ্গে যেন, হুতাশন ভরা।
তপনের তপ্ত তনু, দীপ্ত করে ধরা॥
সমীরণ সখা-অঙ্গে, আলিঙ্গন দিয়া।
জানায় পৃথিবীময়, প্রকৃতির ক্রিয়া॥
নবভাবে নত পূর্ব্বভাব পরিহরি।
পুনর্ব্বার শুদ্ধ হয়, ধৌত বস্ত্র পরি॥
পশু পক্ষী চ'রে খায়, তাপ লাগে শিরে।
থেকে থেকে কায়া রাখে, ছায়ার কুটীরে॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয়ের, একত্র মিলন।
আলস্য আলয় লয়, স্নেহ-নিকেতন॥
শ্রমের হইল ভ্রম, গতি ধীরে ধীরে।
বিরতি বসতি করে, মনের মন্দিরে॥
অকস্মাৎ এই ভাব, কিসের কারণ।
নয়ন লজ্জিত অতি, দেখিতে তপন॥
হেরিয়া ভবের ভাব, হয় নিরূপণ।
স্বভাব উঠিল জেগে, দেখিয়া তপন॥
মধ্যকাল হেরে মন, ভাবে মুগ্ধ রয়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥

সন্ধ্যা

সন্ধ্যায় সন্ধির যোগে, সূর্য্য হন বুড়া।
পশ্চিমে ধরেন গিয়া, অস্তাচলচূড়া॥
ঈষৎ আরক্ত ছবি, প্রভাহীন কর।
অধোভাগে যান যেন, জলের ভিতর॥
কোথা বা প্রখর দেহ, কোথা বা কিরণ।
ম্লানমুখে মনোদুঃখে, মুদিত নয়ন॥
অহ সহ এক ভাব, নাহি আর ক্রম।
জ্যোতির মুকুট তাঁর, কেড়ে লয় তম॥

দিননাথে দীন দেখি, দিন অতি লাজে।
লুকায় আপন অঙ্গ, অন্ধকারমাঝে॥
তিমিরের শয্যায়, শোভিত হয় নভ।
নবভাবে যেন তায় নিদ্রা যায় ভব॥
ভাবি ভাবে মুগ্ধ হয়, ভাবুকের মন।
বুঝ রে ভবের ভাব, ভাবুক যে জন॥
দ্বিজরাজ আসিতেছে, সঙ্গে লয় রহ।
দ্বিজগণ বাসা লয়, দ্বিজগণ সহ॥
তরুশাখা স্নিগ্ধ হয়ে, এই সন্ধ্যাকালে।
ভঙ্গি করি গীত গায় পবনের তালে॥
মানস মোহিত হয় সায়াহ্ন সময়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥

বিরহ

পদ্মবন যৌবন জীবন-সরোবরে।
বিরহ-শিশির তায় শোভা শূন্য করে॥
পাণ্ডুর অধর-রাগ দিন দিন হয়।
নয়ন পলকে নীল রেখার উদয়॥
বিনোদ বদন চারু বিমল কমলে।
কে দিল কালির দাগ প্রতি দলে দলে॥
লোকে বলে সর্ব্বসুখদাতা ঋতুপতি।
তা হ'লে বিরহী কেন, সদা দুঃখমতি॥
সেই চিন্তা সেই বুদ্ধি সেই মাত্র ধ্যান।
কিবা দিবা বিভাবরী একরূপ জ্ঞান॥
অন্ধকার-ময় বিশ্ব দৃশ্য কিছু নয়।
কেবল তাহার রূপ দৃষ্টিমাত্র হয়॥
অন্তরে বাহিরে যারে নিয়ত নিরখে।
তার তরে মোহ যায় আঁখির পলকে॥
এ বড় বিচিত্র ভাব অভাব ঘটায়।
করেতে রতন ধরি রতন হারায়॥
হায় রে বিরহ দশা কি ভাব তোমার।
স্বপন সহিত তব প্রভেদ কি আর॥
বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ হয় নিদ্রার সহিত।
নয়নযুগলে করে আলস্য রহিত॥
নিরবধি নীরধারা বৃষ্টি যাহে হয়।
তা হ'তে কেমনে হবে নিদ্রার উদয়।
প্রণত হয়েছে চক্ষু প্রণয়ের ভরে।
বিরহ বাতাসে তায় শত ধারা ঝরে॥
আহার বিহার আর মিষ্ট আলাপনে।
কিছুই লাগে না ভালো বিরহীর মনে॥
কথার প্রবন্ধ নাই অস্থির আলাপ।
কখন বিবেকবাক্য কখন প্রলাপ॥
সহচর-সঙ্গ কিংবা সুহৃদ্-সভায়।
তিলেক তিষ্ঠান দায় অমনি বিদায়॥
দিবা অবসানকালে হইয়া আকুল।
গ্রাম ত্যজি যায় তথা তটিনীর কূল॥
বৃক্ষমূলে তৃণ-শয্যা করিয়া বিশেষ।
তথায় শয়ন করি চিন্তায় নিবেশ॥
নয়নের জলে আর বিশ্বাসের ভরে।
নদী আর পবনের বেগ বৃদ্ধি করে॥
পরে শশধর আসি পশিলে গগনে।
দ্বিগুণ যাতনাবৃদ্ধি বিরহীর মনে॥
নিদ্রায় জগৎ জুড়ে হয় অচেতন।
ধীরে ধীরে ফিরে যায় নিজ নিকেতন।
বিরহ-ব্যথার জ্বালা বর্ণিব কি আর।
বর্ণিতে বিদীর্ণ হয় হৃদয়ের দ্বার॥
অকূল ভাবনা-সিন্ধু অন্তরে উদয়।
অনঙ্গতুফান তায় অবিশ্রাম হয়॥
যাতনা-তরঙ্গে অতি খরতর বেগ।
তমঃ সম শোভা তায় মনের উদ্বেগ॥
আশার তরণী ভাসে হইয়া অস্থির।
প্রবেশে প্রবল ভরে নিরাশার নীর॥

প্রণয়

প্রণয় পরমনিধি প্রেমিকের ধন।
অঞ্জন-বিহীন যথা মানসরঞ্জন॥
কেহ বলে মনোময় প্রণয়-উদ্যান।
সুখেতে বেষ্টিত অতি মনোহর স্থান॥
অনুরাগ-সমীরণ বহে প্রতিক্ষণ।
আনন্দ-সৌরভে হয় আমোদিত মন॥
কেহ বলে প্রেমনদী অকূল পাথার।
কার সাধ্য হয় পার কে দেয় সাঁতার॥
কেহ কহে প্রতারণা প্রণয়ের পথে।
প্রবেশিলে যাতনা ঘটায় বিধিমতে॥

অধোমুখে কেহ বলে এই বড় খেদ।
যথায় প্রণয় ভাই তথায় বিচ্ছেদ॥
অনুরাগ সহযোগে কেহ কেহ বলে।
কলঙ্ক-কণ্টক কেন প্রণয়-কমলে॥
এইরূপে বহু লোক বহুরূপ ভাষে।
প্রেমিক রসিক তাহে খল খল হাসে॥
প্রকাশিত প্রেম-শশী হৃদয়-আকাশে।
মানস-চকোর নাচে সুধা-অভিলাষে॥
সদাশয় যথা রয় কভু নয় একা।
প্রণয়ে সখার সঙ্গে সদা হয় দেখা॥
আকর্ষণে দুই মনে এমন মিলন।
যেমন যুবতী করে পতি আলিঙ্গন॥
সদানন্দে থাকে মত্ত প্রেম-অনুরাগে।
সখারে সর্ব্বদা দেখে নয়নের আগে॥
বিচ্ছেদ করিয়া খেদ থাকে অতিদূরে।
আনন্দ-উৎসব সদা মানসের পুরে॥
আধুনিক অপ্রেমিক অরসিক যারা।
কিরূপ প্রণয়-সুখ ভেবে হয় সারা॥
কি কহিব তাহাদের ভাবের লক্ষণ।
কেহ বলে কটু তিক্ত কেহ কষায়ণ॥
ভাগ্যগুণে যে পেয়েছে প্রেম-আস্বাদন।
সেই বিনা কে জানিবে প্রণয় কেমন॥

ঈশ্বর ও মৃত্যু

বেদে বলে কৃপাময় বিভু বিশ্বসার।
না দেখি তোমার মূল তুমি মূলাধার॥
ইচ্ছায় করিয়া সৃষ্টি এ তিন সংসার।
ইচ্ছামতে পুনঃ তাহা করহ সংহার॥
নিবাদি জীব কিংবা বৃক্ষ আদি যত।
প্রথমে করিয়া সৃষ্টি শেষে কর হত।
পশু পক্ষী আদি করি জন্তু সমুদয়।
সকলের মনে আছে মরণের ভয়॥
ফলতঃ সে সব জন্তু জ্ঞানশক্তি হারা।
এই হেতু মনুষ্যের তুল্য নহে তারা॥
নির্ভয়ে বিরাজ করে কিছু নাহি মনে।
আহার বিহার সুখ এইমাত্র জানে॥
জ্ঞানবলে মানবেরা ধর্ম্মপথগামী।
কেহ বা নিষ্কামী কভু কেহ বা সকামী॥
এক কিংবা ভিন্ন ভাবে তুমি আর আমি।
আমি কি হে স্বামী হই কিংবা তুমি স্বামী॥
কিরূপ সংসারলীলা অপরূপ ভাব॥
ছায়াবাজী সম সব মায়ার প্রভাব॥
আকাশ পাতাল অগ্নি ধরা আর জলে।
কলেবর ঘরগাঁথা এই পাঁচ কলে॥

দুর্গা-পূজা

ধর্ম্ম হেতু কর্ম্মযোগে পৌত্তলিক পূজা।
নির্ম্মাণ করহ সুখে দেবী দশভুজা॥
প্রথমতঃ মৃত্তিকায় প্রতিমা করিয়া।
অর্চ্চনা করহ যাঁরে ঈশ্বর স্মরিয়া॥
অন্তরে অচলা ভক্তি করিয়া ধারণ।
ধূপ দীপ দেহ যাঁরে মুক্তির কারণ॥
নিজমতে শাস্ত্রমত করিয়া খণ্ডন।
তাঁর কাছে কর কেন ম্লেচ্ছ নিমন্ত্রণ॥
পূজা স্থলে বিপরীত আয়োজন নানা।
মন্দিরের মধ্যভাগে কেন দেহ খানা॥
ধর্ম্মমতে পাপকর্ম্ম মনেতে জানিয়া।
মিছে জাঁক কেন কর সাহেব আনিয়া॥
হায় হায় মিছে খেদ মর্ম্ম হয় ভেদ।
হিন্দুমতে পূজা করি নষ্ট কর বেদ॥
পূজাস্থলে কালীকৃষ্ণ শিবকৃষ্ণ যথা।
ঈশুকৃষ্ণ নিবেদিত মন্ত্র কেন তথা॥
রাখ মতি রাধাকান্ত রাধাকান্ত-পদে।
দেবীপূজা করি কেন টাকা ছাড় মদে॥
বিকট প্রকট ভঙ্গি ধর্ম্ম সব গায়ে।
দেবীর সমীপে আছ জুতা দিয়া পায়ে॥
ভবানী ভাবিয়া যাঁর ভাবনা প্রকট।
তাঁড়ে মা ভবানী কেন তাঁহার নিকট॥
ভবানী কোথায় আছ ধর্ম্মসভা নিয়া।
তোমার সাক্ষাতে হয় এই সব দিয়া॥
পূজা করি মনে মনে ভাব এই ভাবে।
সাহেবে খাইলে মন মুক্তিপদ পাবে॥
যতনে প্রণয়ে আন আপনার পুরী।
সে নয় প্রণয় শুধু প্রণয়ের ছুরি॥
যতক্ষণ বর্ত্তমান মর্ত্তমান খেয়ে।
ততক্ষণ থাকে বটে প্রেমগুণ গেয়ে॥

মুখ মুছে যায় শেষ বিদায় হইয়া।
ফুলিস ফুলিস ড্যাম্ নিগার বলিয়া॥
অতএব নৃপগণ এই নিবেদন।
পূজায় ক'রো না আর ম্লেচ্ছ নিমন্ত্রণ॥

ভাষা

হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ॥
অগাধ দুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা।
কোনমতে নাহি তার জীবনের আশা॥
নিশাযোগে নলিনী যেরূপ হয় ক্ষীণা।
বঙ্গভাষা সেইরূপ দিন দিন দীনা॥
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে।
কোন মতে কেহ নাহি সমাদর করে।
পণ্ডিতের মনে মনে বিষম বিলাপ।
একেবারে ঘুচিয়াছে শাস্ত্রের আলাপ॥
ধর্ম্ম যান সত্যসহ দেশ পরিহরি।
ধর্ম্মভেদ মজে বেদ মিছে খেদ করি॥
বিস্মৃতি হইল স্মৃতি স্মৃতি তায় কত।
শ্রুতি হয় সকলের শ্রুতিপথহত॥
তন্ত্রের স্বতন্ত্র তন্ত্র সে তন্ত্র কে জানে।
কুতর্কে লইলে তর্ক তর্ক কেবা মানে॥
পুরাণ পুরাণ ব'লে করে নানা ছল।
নাহি মন গীতায় কি তায় পাবে ফল॥
এইরূপে হইতেছে শাস্ত্রের সংহার।
রীতি-নীতি প্রাণ ত্যজে সঙ্গে সঙ্গে তার॥
লোকের ভাষার প্রতি ভাব দেখে বাঁকা।
সমাচারপত্রে লিখে কত যাবে রাখা॥
শুন হে দেশের লোক দ্বেষ পরিহর।
পরস্পর পত্র প্রতি সমাদর কর॥
জানিলে জাতীয় বিদ্যা সুখ তাহে নানা।
থাকিতে উজ্জ্বল নেত্র কেন হও কাণা॥
জ্ঞান বিদ্যা সুখ আদি লভ্য হয় যাহে।
রীতিমত সুবিদিত যত্ন কর তাহে॥
যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি হইল সকল।
সংবাদপত্রের তিনি করুন মঙ্গল॥

ডুয়েল যুদ্ধ

বিলাতী সভ্যত তোরে বলিহারি যাই।
এমন অপূর্ব্ব রীতি আর কোথা নাই।
হাসি-খুসি, রঙ্গ-রস অশেষ প্রকার।
ক্ষণপরে সেই ভাব নাহি থাকে আর॥
নিজ গুণ ল'য়ে সদা বিশেষ বড়াই।
কথায় কথায় হয় ডুয়েল লড়াই॥
মারিতে মরিতে পটু ভাব ভয়ঙ্কর।
কিছুমাত্র দয়া নাই প্রাণের উপর॥
প্রথমে প্রথম গুণে ধরা দেখে শরা।
একাকী পঞ্চম নয় ছয়খানি ভরা॥
তিন কাণা আগে কিন্তু পঞ্জুড়ির জোর।
ছকুড়ি ফেলিয়ে শেষে বাজী করে ভোর॥
পথে রথে গুতাগুঁতি জুতাজুতি হয়।
স্বভাবের ধর্ম্ম সেটা দোষ বড় নয়॥
এ কেমন দোষ বল এ কেমন দোষ।
সাপের স্বধর্ম্ম বটে নাহি ছাড়ে ফোঁস॥
প্রথমেতে মাতামাতি কথার কৌশলে।
হাতাহাতি লাথালাথি বিচারের স্থলে॥
ভিতর বাহিরে লাল কিছু নয় কালো।
লালে লালে লাল করে শোভা পায় ভালো॥

রজনী

রজনী সজনী সহ প্রফুল্লিত মনে।
হাসি হাসি বসে আসি আকাশ-আসনে॥
ক্ষণমাত্র দেখা যাবে অপরূপ ভাব।
স্বভাব ধরেছে যেন নূতন স্বভাব॥
তারা যারা তারা তারাপতি ঘেরে জ্বলে।
মুকুতামণ্ডিত যেন রজত-অচলে॥
বায়ুর বিচিত্র গতি নানা ভাবে বহে।
প্রকৃতি বিকৃতি হেতু এক ভাব নহে॥
কথনো নির্ম্মল করে গগনমণ্ডল।
কভু করে ছিন্ন-ভিন্ন মেঘ ঢল ঢল॥
নদ নদী কত দেখি গগন-উপর।
ললিত লহরী যেন চলে থর থর॥
প্রহর হইলে গত নিদ্রাগত সব।
ক্রমে সব স্তব্ধ হয় নাহি শব্দ-রব॥

ভূমিতল সুশীতল তাপ নাহি আর।
তৃণ পত্রে শোভা করে নীহারের হার॥
বহুরূপী বিভাবরী বহুরূপ ধরে।
শোক চিন্তা তাপ আদি সমুদয় হরে॥
কখনো বা অন্ধকার কভু শুভ্রময়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥
হ'য়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয়॥

সৃষ্টি

এই ধরা এই বহ্নি এই বায়ু জল।
এই তরু এই পত্র এই পুষ্প ফল॥
এই ঘ্রাণ এই দৃষ্টি এই স্পর্শ রব।
এই এই এই এই এই এই সব॥
এই ভব পঞ্চীকৃত পঞ্চ ছাড়া নয়।
এই পাত ভেদগুণে কত পাত হয়॥
এই ক্ষুধা এই তৃষ্ণা এই শোক রোগ।
এই সুখ এই দুখ এই তৃপ্তি ভোগ॥
এই ভাব এই বোধ এই চিন্তা মন।
এই খাদ্য এই মুখ এই আস্বাদন॥
এই নদী এই ক্ষেত্র এই উপবন।
এই চন্দ্র এই সূর্য্য এই তারাগণ॥
এই রাত্রি এই দিন এই তিথি বার॥
এই দৃশ্য এই আলো এই অন্ধকার॥
এই প্রাত এই সন্ধ্যা এই মধ্যকাল।
এই পল এই দণ্ড এই খণ্ডকাল॥
কি আশ্চর্য্য ভবকার্য্য সব পুরাতন।
অথচ নয়নে নিত্য নিরখি নূতন॥
বিচিত্র তোমার সৃষ্টি ওহে বিশ্বময়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥

দয়া

সুশীতল সুশীল হৃদয়-শতদলে।
সুধা সম সুমধুর দয়া-রস টলে॥
দীন-হীন জন মন-চকোরের ক্ষুধা।
ক্ষণমাত্র নিবারণ করে সেই সুধা॥
কেমনেতে মনে হয় দয়া আবির্ভাব।
ভাবিয়ে ভাবুক জনে নাহি পায় ভাব॥
আমি বলি কাজ নাই অন্য কোন ভাবে।
সঞ্চারিত দয়ারস স্বভাব-প্রভাবে॥
পাষাণ সমান যার নিদয় হৃদয়।
কেমনে হইবে তাহে দয়ার উদয়?
উপায়বিহীন জন মানস-মলিন।
নিরদয় নিকটেতে নিয়ত মলিন॥
করুণাবিহীন সেই নিদারুণ জন।
পর-কাতরেতে নাহি গলে তার মন॥
নিরবধি নীরধর বরিষে শিখরে।
গিরিধর-কলেবর তাহে সিক্ত করে॥
কখন কি হয় দ্রব ভূধর-শরীর?
অভিমানে নিম্নগামী হয় সেই নীর॥
মানুষের প্রতি যার প্রীতি নাই মনে।
মানুষ বলিয়া তারে গণিব কেমনে?
আত্মদুঃখে দুঃখী যেই সুখী আত্মসুখে।
কাতর কি হয় সেই অপরের দুখে?
আত্মসুখ-অভিলাষী বটে সেই জন।
কিন্তু মনে নাহি পায় সুখ এক ক্ষণ॥
নিরন্তর অন্তরে কল্পনা করে কত।
কিছুই সফল নহে আশা মাত্র হত॥
কোথায় সুখের সূত্র খুঁজিয়া না পায়।
কামনা-কণ্টক-বনে ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
জীবের হয়েছে মাত্র জীব পরিবার।
প্রিয় পরিজন প্রতি স্নেহ নাহি যার॥
কেমনে জগতে সেই পাবে সুখলেশ।
উচিত তাহার মাত্র সমুদ্র-প্রবেশ॥
সরল স্বভাবে যার হৃদি সকরুণ।
নয়নের শোভা যেন তরুণ অরুণ॥
প্রেমভাবে সৃষ্টি প্রতি সদা দৃষ্টি করে;
অনায়াসে মানসের অন্ধকার হরে॥
চক্ষে শত ধারা বহে, দেখি পর-ক্লেশ।
নীহারের হারে যেন, শোভিত দিনেশ॥
কাতর অন্তর তাহে, বিকসিত করে।
প্রফুল্ল কমল তুল্য, অতি শোভা ধরে॥
দুঃখের দারুণ দশা, দয়া দানে দলে।
ছল ছাড়ে খল তার, সাধুসঙ্গফলে॥

দয়ার বিচিত্র মায়া, যেন বটবৃক্ষচ্ছায়া,
সদাকাল শ্রান্তি করে দূর।
নীহারে সন্তাপপ্রদা, নিদাঘে শীতল সদা,
প্রমোদিত পল্লব প্রচুর॥
ছত্ররূপ পত্র দ্বারা, নিবারি শ্রাবণধারা,
শ্রান্ত করে পথশ্রান্ত মন।
পক্ষিদলে প্রতি দলে, অবিকলে সুবিরলে,
ফলে করে উদর তোষণ॥
দয়াতরু এ প্রকার, বিরাজিত হয় যার,
সুবিমল মানসের ক্ষেতে।
উপকার ছায়া তার, নানা ফল মিষ্ট তার,
পরিপক্ক প্রণয়-রসেতে॥

———

মাতৃভাষা

মায়ের কোলেতে শুয়ে, উরুতে মস্তক থুয়ে,
খল খল সহাস্য বদন।
অধরে অমৃত ক্ষরে, আধো আধো মৃদুস্বরে,
আধো আধো বচনরচন॥
কহিতে অন্তরে আশা, মুখে নাহি কটুভাষা,
ব্যাকুল হয়েছে কত তায়।
মা-ম্মা-মা-মা-বা-ব্বা-বা-বা, আবো, আবো,
আবা, আবা,
সমুদয় দেববাণী প্রায়॥
ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠিল মনের সুখ,
একে একে শিখিলে সকল।
মেসো, পিসে, খুড়া, বাপ, জুজু ভুত ছুঁচো সাপ,
স্থল, জল, আকাশ, অনল॥
ভাল মন্দ জানিতে না, মল মূত্র মানিতে না,
উপদেশ শিক্ষা হ'ল যত।
পঞ্চমেতে হাতে খড়ি, খাইয়া গুরুর ছড়ি,
পাঠশালে পড়িয়াছ কত॥
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে,
বস্তু বোধ হইল তোমার।
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট,
হিতাহিত করিছ বিচার॥
যে ভাষায় হয়ে প্রীত, পরমেশ-গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃসম মাতৃভাষা, পূরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে॥

স্বদেশ

জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
সে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে॥
ভূমিতে করিয়ে বাস, ঘুমেতে পূরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কতকাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি॥
যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ॥
প্রসূতি তোমার যেই, তাহার প্রসূতি এই,
বসুমাতা মাতা সবাকার॥
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার॥
কত শস্য কত মূল, না হয় যাহার মূল,
হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
বাঁচাতে জীবের অসু, বক্ষেতে বিপুল বসু,
বসুমতী করেন ধারণ॥
সুগভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর,
রত্নময়ী বসুধার বরে।
শূন্যে করি অবস্থান, করে করে কর দান,
তরণি ধরণিরাণী করে॥
ধরিয়া ধরার পদ, পেয়ে পদ নদী নদ,
জীবনে জীবন রক্ষা করে।
মোহিনী মহীর মোহে, বহি বারি বন্ধু দোঁহে,
প্রেমভাবে চরে চরাচরে॥
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বিশেষতঃ নিজদেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার মোহমদে॥
ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গ-ভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাসধাম শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।

সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণাক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥
স্বদেশের প্রেম যত, সেইমাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব-তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্রপটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার ॥
স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য ধর্ম্মপথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যাবিতরণ ॥
দিন গত হয় ক্রমে, কেন আর ভ্রম ভ্রমে,
বিভু-প্রেমে কর অবধান।
বাস করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে,
অহরহ কর বিভুগান ॥
উপদেশ-বাক্য ধর, দেশে কেন দ্বেষ কর,
শেষ কর মিছে সুখ-আশা।
তোমার যে ভালবাসা, সে হ'ল না ভালবাসা,
আর কোথা পাবে ভালবাসা ?
এ বাসা ছাড়িবে যবে, আর কি হে আশা রবে,
প্রাপ্ত হয়ে আশা-নাশা বাসা।
কেবা আর পায় দেখা, এলে একা যাবে একা,
পুনর্ব্বার নাহি আর আসা ॥

কবি

চিত্রকরে চিত্র করে করে তুলি তুলি।
কবি সহ তাহার তুলনা কিসে তুলি ?
চিত্রকর দেখে যত বাহ্য অবয়ব।
তুলিতে তুলিতে রঙ্গ লেখে সেই সব ॥
ফলে সে বিচিত্র চিত্র চিত্র অপরূপ।
কিন্তু তাহে নাহি দেখি প্রকৃতির রূপ ॥
চারু বিশ্ব করি দৃশ্য চিত্রকর কবি।
স্বভাবের পটে লেখে স্বভাবের ছবি ॥
কিবা দৃশ্য কি অদৃশ্য সকলি প্রকট।
অলিখিত কিছু নাই কবির নিকট ॥
ভাব-চিন্তা প্রেম-রস আদি বহুতর।
সমুদয় চিত্র করে কবি চিত্রকর ॥
পটুয়ার চিত্র ক্রমে রূপান্তর হয়।
কবি-চিত্র কিবা চিত্র বিনাশের নয় ॥
পটুয়ায় লেখে কত হাত মুখ পদ।
কবি চিত্রকর লেখে শুধু মাত্র পদ ॥
পদে পদে সেই পদে কত হাত মুখ ॥
বিলোকনে বিয়োগীর দূর হয় দুখ ॥
কবির বর্ণনে দেখি ঈশ্বরীয় লীলা।
ভাব-নীরে স্নান করি দ্রব হয় শিলা ॥
তুলারূপে দৃষ্ট হয় ধন আর মন।
ভাবরসে মুগ্ধ করে ভাবুকের মন ॥
রসিকজনের আর নাহি থাকে ক্ষুধা।
প্রতিপদে বর্ণে বর্ণে কর্ণে যায় সুধা ॥
জগতের মনোহর ধন্য ভাই কবি।
ইচ্ছা হয়, হৃদিপটে তুলি তোর ছবি ॥

ভারত-সন্তানের প্রতি

পর পর দিন যত ক্রমে হয় গত।
ভ্রান্তিরূপ নিদ্রাবশে রবে আর কত ॥
ক্রমেতে হইল শূন্য সুখের কলস।
এখন হরিছ কাল হইয়া অলস ॥
উঠ উঠ শয্যা ছাড় শুয়ে কেন আর।
বাহিরেতে কি হয়েছে দেখ একবার ॥
কেন আর ঘুমাইয়া সময় হারাও।
মশারির দ্বার খুলে মুখ তুলে চাও ॥
এখন আলস্য নহে বিধান-বিহিত।
সাধ্যমতে সিদ্ধ কর স্বদেশের হিত ॥
ঈশ্বরের কাছে করি আশা এইমত।
রাজা হোন্ সুবিচারে সদাচারে রত ॥
রাণীর কৃপায় হোক্ রাণীর কুশল।
সুখী হও ভারতের সন্তান সকল ॥

ভারতের অবস্থা

শুকায়ে সিন্ধুর জল হইয়াছে দ্বীপ।
নিবিয়াছে একেবারে হিন্দুর প্রদীপ ॥
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু বিভু বিশ্বসার।
ভারতের বন্ধু যদি হন পুনর্ব্বার ॥
হিন্দুর সুখের আর ভাবনা কি তবে ?
ছিল সিন্ধু, হ'ল বিন্দু পুনঃ সিন্ধু হবে।
দীনবন্ধু বলে হিন্দু যদি সিন্ধু হয়।
সহজে হইবে তবে হিন্দুর উদয় ॥

হিন্দুর কপালক্রমে সুখ-দিনকর।
হয়েছিল এককালে অতি খরতর ॥
কালেতে এখন আর নাহি সেই দিন।
দিনকর হীনকর দিন দিন দিন ॥
প্রাপ্ত হয়ে ঈশ্বরের কৃপামেব-জল ।
হয়েছিল ভাগ্যনদ প্রচুর প্রবল ॥
সুখঢেউ আনন্দ-অনিলে অবিরত ।
দ্রুতবেগে নেচে নেচে ছুটেছিল কত ॥
অদৃষ্ট অদৃষ্ট হিম পেয়ে নিজ কাল।
কালক্রমে এককালে হইয়াছে কাল ॥
এখন হিন্দুর সেই ভাগ্যরূপ নদ।
একেবারে শুকায়েছে হারায়েছে পদ ॥
কাল পেয়ে ফুটেছিল কুসুমের কলি।
উঠেছিল গন্ধ তার ছুটেছিল অলি ॥
এখন শুকায়ে দল ঝরিয়াছে সব।
নাহি গন্ধ মকরন্দ নাহি ভৃঙ্গ-রব ॥
জাগ জাগ জাগ সব ভারত-কুমার।
আলস্যের বশ হয়ে ঘুমাও না আর ॥
তোল তোল তোল মুখ খোল রে লোচন।
জননীর অশ্রুপাত কর রে মোচন ॥
ভেঙ্গেছে শোবার খাট পড়িয়াছে ভুমে।
এখনো তোমার এত সাধ কেন ঘুমে ?
রাত্রি আর কিছু নাই হইয়াছে ভোর।
যে দেখিছ অন্ধকার—কুয়াশার ঘোর ॥
তিমিরে রবির ছবি আছে আচ্ছাদন।
তুষার উষার শোভা করেছে হরণ ॥
ঈষৎ দিনের দীপ্তি রক্তবৎ রেখা।
এখনি মেলিলে আঁখি স্থির যাবে দেখা ॥
কু-আশার এ কুয়াশা কত আর রবে।
প্রভাকর প্রকাশেতে সব দূর হবে ॥
ঈশ্বর প্রতাপ সিংহ, স্বভাবেই হরি।
তার কাছে কোথা আছে, কুজ্ঝটিকা করী ?
আছে গুপ্ত প্রভাকর, ব্যক্ত যদি হয়।
আর না রহিবে তবে, কু-আশার ভয় ॥
একেবারে হবে তায়, ভারতের ভালো।
দশ দিকে দীপ্ত হবে, কুশলের আলো ॥

———

ভারতের ভাগ্যবিপ্লব

জননী ভারতভূমি, আর কেন থাক তুমি,
ধর্ম্মরূপ ভূষাহীন হয়ে ?
তোমার কুমার যত, সকলেই জ্ঞানহত,
মিছে কেন মর ভার বয়ে ?
পূর্ব্বকার দেশাচার, কিছুমাত্র নাহি আর,
অনাচারে অবিরত রত।
কোথা পূর্ব্বরীতিনীতি, অধর্ম্মের প্রতি প্রীতি,
শ্রুতি হয় শ্রুতিপথহত ॥
দেশের দারুণ দুখ, দেখিয়া বিদরে বুক,
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।
লিখিতে লেখনী কাঁদে, ম্লানমুখ মসিছাঁদে,
শোক-অশ্রু করে বরিষণ ॥
কি ছিল কি হ'ল আহা, আর কি হইবে তাহা,
ভারতের ভবভরা যশ।
ঘুচিবে সকল রিষ্টি, হবে সদা সুখ-বৃষ্টি,
সর্ব্বাধারে সঞ্চারিবে রস ॥
ভবভূপ-প্রিয়ারাণী, বাণীর প্রকৃত বাণী,
মৃতপ্রায় পুরাতন ভাষা।
সচেতন হয়ে পুন, গাইবে বিভুর গুণ,
রসনায় নিত্য করি বাসা ॥
সভ্যতা সরোজলতা, প্রাপ্ত হবে প্রবলতা,
মানুষের মনসরোবরে।
প্রমোদ প্রফুল্লকায়, সুখ-শতদল তায়,
ফুটিবেক জ্ঞানসূর্য্য-করে ॥
সুরব সৌরভ হয়ে, দশদিকে যশ লয়ে,
প্রকাশিবে শুভ সমাচার।
স্বাধীনতা মাতৃস্নেহে, ভারতের জরা-দেহে,
করিবেন শোভার সঞ্চার ॥
দূর হবে সব ক্লান্তি, পলাবে প্রবলা ভ্রান্তি,
শান্তিজল হবে বরিষণ।
পুণ্যভূমি পুনর্ব্বার, পূর্ব্বসুখ সহকার,
প্রাপ্ত হবে জীবন যৌবন ॥
প্রবীণা নবীনা হয়ে, সন্তান সমূহ লয়ে,
কোলে করি করিবে পালন।
সুধা সম স্তনপানে, জননীর মুখপানে,
একদৃষ্টে করিবে ঈক্ষণ ॥
এরূপ স্বপনমত, কত হয় মনোগত,
মনোমত ভাবের সঞ্চার।
ফলে তাহা কবে হবে, প্রসূতির হাহারবে,
সুত সবে করে হাহাকার ॥

রস-লহরী

খল ও নিন্দুক

মহৎ যে হয় তার সাধু-ব্যবহার।
উপকার বিনা নাহি জানে অপকার॥
দেখহ কুঠার করে চন্দন ছেদন।
চন্দন সুবাস তারে করে বিতরণ॥
কাক কারো করে নাই সম্পদ হরণ।
কোকিল করেনি কারে ধন বিতরণ॥
কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে।
কোকিল অখিলপ্রিয় সুমধুর গানে॥
গুণময় হইলেই মানে সব ঠাঁই।
গুণহীনে সমাদর কোনখানে নাই॥
শারী আর শুকপাখী অনেকেই রাখে।
যত্ন কোরে কে কোথায়, কাক পুষে থাকে?
অধমে রতন পেলে কি হইবে ফল?
উপদেশে কখন কি সাধু হয় খল?
ভাল, মন্দ, দোষ, গুণ আধারেতে ধরে।
ভুজঙ্গ অমৃত খেয়ে গরল উগরে॥
লবণ-জলধি-জল করিয়া ভক্ষণ।
জলধর করিতেছে সুধা বরিষণ॥
সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া,
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া॥

বসন্ত-বিরহ

যদবধি প্রাণনাথ প্রবাসেতে রয়।
বসন্ত পীযূষ সম, বিষোপম হয়॥
কোকিলের কুহুরবে কুহক লাগায়।
আমার হৃদয়ে আসি বিঁধে শেল প্রায়॥
বকুল মধুর গন্ধে প্রমোদিত বন।
আকুল করিল তায় অভাগীর মন॥
পলাশে বিলাস করে মালতীর লতা।
প্রবল করয়ে তায় মনোমলিনতা॥
নাগেশ্বর কেশর বেশর সম শোভা।
প্রজাপতি বসে ধরি মনোহারী প্রভা॥
যেন কোন চতুর লম্পট জন শেষ।
ভুলায় ললনা-মন ধরি নানা বেশ॥
পরে মধু ফুরাইলে, অমনি প্রস্থান।
যে দিকে সৌরভ ছোটে সে দিকে পলান॥
সেই মত আমারে ভুলালে অরসিক।
আশাপথ চেয়ে আঁখি হোলো অনিমিখ॥

বাবু দ্বারকানাথ * * * মৃত্যু

যক্ষ দক্ষ নাগ রক্ষ, সকলি তোমার ভক্ষ্য,
এত খেয়ে নাহি মেটে খাঁই।
ভয়ানক নাম মৃত্যু, শুনিলেই হয় মৃত্যু,
হা রে মৃত্যু তোর মৃত্যু নাই?
নাশিতেছ এই বিশ্ব, অথচ না হও দৃশ্য,
অদৃশ্য শরীর ভয়ঙ্কর।
মুক্ত কেবা তব হাতে, যুক্ত সদা তীক্ষ্ণ দাঁতে,
মুরহর ধাতা স্মরহর॥
গজ গাভী উষ্ট্র হয়, কিছুই অখাদ্য নয়,
সমুদয় করিতেছ গ্রাস।
দয়ার দর্পণে মুখ, নাহি দেখ একটুক,
ধর্ম্ম হয়ে ধর্ম্ম-কর্ম্ম নাশ॥
খরতর বেগধর, লম্বোদর রত্নাকর,
নিরন্তর তরঙ্গ গভীর।
ভগ্ন করি দুই পাড়, খেয়ে তার মাংস হাড়,
শুষ্ক কর সমুদয় নীর॥
দৃশ্যমাত্র হয় হর্ষ, গগন করিছে স্পর্শ,
ধরাধর বহু সুখদাতা।
তুমি তারে ভাব তুচ্ছ, দুই কর কর উচ্চ,
ভেঙ্গে খাও পাহাড়ের মাতা॥
গহন কানন যত, ক্ষণমাত্রে কর হত,
দাবানল প্রজ্বলিত ক'রে।

নাহি রাখ অবয়ব, উদরায় স্বাহা সব,
ব্যাঘ্র-আদি জন্তু খাও ধ'রে ॥
যত সব পঞ্চীকৃত, তব গ্রাসে আছে ধৃত,
মৃত হয় স্থিত নহে কেহ।
ভক্ষ করি পঞ্চভূতে, তুমি যেন পাও ভূতে,
ঘাড়ে চেপে ঘাড়নাড়া দেহ ॥
অগোচর বস্তু যারা, তোমার গোচর তারা,
বিকট বদন ছাড়া নয়।
গয়ায় করিয়া বাস, ভূত প্রেত কর নাশ,
কিছুতেই অরুচি না হয় ॥
ভীমতর নিশাচর, নাম শুনে জ্বর জ্বর,
থর থর কাঁপে নরগণ।
সে রাক্ষস তব আগে, রেণুতুল্য কোথা লাগে,
রাক্ষসের রাক্ষস মরণ ॥
রাক্ষসের অধিপতি, বিক্রমে বিশাল অতি,
কুড়ি হস্ত দশ মুণ্ড যার।
তুমি তাঁর সব বংশ, ত্রেতাযুগে করি ধ্বংস,
একেবারে করিলে আহার ॥
রক্তবীজ যুদ্ধকালে, যত রক্ত দিলে গালে,
কত খেলে নাহি তার লেখা।
তবে তো জানিতে পারি, উদর কেমন ভারি,
বেঁচে দেখে যদি পাই দেখা ॥
কুরুক্ষেত্রে মুক্তমুখে, ভক্ষণ করিলে সুখে,
কুরুকুল পাণ্ডুকুল যত।
কুশলের শেষ করি, মুষলের বেশ ধরি,
যদুকুল করিয়াছ হত ॥
সংগ্রামে করিয়া বল, মঙ্গলের অমঙ্গল,
দাঁড়াইয়া গিজিনীর গেটে।
ঘর বাড়ী পরিজন, তুলে ফেলে যেওয়া বন,
মাটী শুদ্ধ পূরিয়াছ পেটে ॥
লাহোরে সমর স্থলে, শাদা কালো দুইদলে,
সেদিনেতে করিয়া নিধন।
টুপি কুর্ত্তি গোলা তোপ, বড় বড় দাড়ি গোঁপ,
সমুদয় করেছ ভক্ষণ ॥
বড় বড় দৈত্য দানা, আর আর জন্তু নানা,
কত খেলে সংখ্যা নাহি তার।
কেবল খাবার ধূম, ক্ষণমাত্র নাহি ঘুম,
মৃত্যু তোর পায়ে নমস্কার ॥
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আর, ষড় ঋতু পরিবার,
সমুচয় পেটে দেয় পুরে।
আলো আর অন্ধকার, স্বাধীনতা আছে কার,
সবে বদ্ধ কাল তব পুরে ॥
ছাই ভস্ম যাহা পাও, সকলি শুষিয়া খাও,
দেখে শুনে হারা হই দিশে।
দিবা নিশি চলে মুখ, শ্রান্তি নাই একটুক,
এত খেয়ে পাক পায় কিসে?
কন্যা পুত্র বন্ধু ভ্রাতা, জ্ঞাতি আদি পিতা মাতা,
শোকাকুল প্রতি জনে জনে।
ত্রিসংসার ছারখার, অনিবার বারিধার,
বিধবার নীরদ নয়নে ॥
কিছুতেই নহ তুষ্ট, নিয়ত বদন রুষ্ট,
দুষ্ট ক্ষুধা কেমন প্রবল।
নদ নদী খাও তবু, নির্ব্বাণ না হয় কভু,
প্রজ্জ্বলিত জঠর-অনল ॥
পল পাত্র বাল মস্ত, উপচার দ্রব্য আস্ত,
মত্ত সদা খাদ্যগুণ গেয়ে।
বার বারবারযোগে, পুষ্ট তনু দুষ্ট ভোগে,
মাস মাস মাস মাস খেয়ে ॥
ধিক ধিক ওরে যম, পৃথিবীতে তোর সম,
অধম না দেখি আর হেন।
দেখা পেলে বিধাতায়, বিশেষ সুধাব তাঁয়,
তোরে সৃষ্টি করিলেন কেন ॥
পড়িয়া ভবের ঘোরে, কি আর কহিব তোরে,
দূর দূর পাপী দুরাচার।
এত দ্রব্য দিলি দাঁতে, প্রাণের দ্বারকানাথে,
তবু তুই করিলি আহার ॥
গুণে বশ দিক্ দশ, গান করে যার যশ,
কাল তুই কাল হলি তার।
এই দেখে সবে ক্ষুণ্ণ, হয়ে স্বীয় শোভা শূন্য,
জগৎ করিছে হাহাকার ॥

বিলাতের টোরি ও হুইগ

কিছুমাত্র নাহি জানি রাম রাম হরি।
কারে বলে রেডিকেল কারে বলে টোরি ॥
হুইগ কাহারে বলে কেবা তাহা জানে।
হুইগের অর্থ কভু শুনি নাই কানে ॥
টোরি আর হুইগের যে হন্ প্রধান।
আমাদের পক্ষে ভাই সকল সমান ॥

গুণে করি গুণগান দোষে দোষ গাই।
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥

নিতান্ত অধীন দীন এ দেশের লোক।
শক্তিহীন অতি ক্ষীণ সদা মনে শোক॥
রাজ্যের মঙ্গল হেতু ব্যাকুল সকল।
প্রতিক্ষণ প্রীতিক্ষণ রাজার কুশল॥
চাতকের ভাব যথা জলদের প্রতি।
সেরূপ রাজার ভাব আমাদের প্রতি॥
যাহাতে দেশের সুখ চিন্তা করি তাই।
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥

চারিদিকে যুদ্ধের অনলরাশি জ্বলে।
নির্ব্বাণ করহ বিভু সন্ধিরূপ জলে॥
রণরঙ্গে প্রাণিনাশ বিষাদের হেতু।
বিবাদ-সাগরে বান্ধ ঐক্যরূপ সেতু॥
সন্ধিযোগে দান কর শান্তিগুণ রস।
পৃথিবীর লোক যত প্রেমে হবে বশ॥
প্রশংসা-পুষ্পের গন্ধ যাবে সব ঠাঁই।
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥

পরিবর্ত্ত কর সব, নিয়মের দোষ।
যাহাতে হইবে বৃদ্ধি প্রজার সন্তোষ॥
জন্ম কর্ম্ম ধর্ম্ম রীতি জাতি আর দেশ।
কোনরূপ কোন পক্ষে নাহি থাকে দ্বেষ॥
নির্ম্মল নয়নে কর কৃপা-দৃষ্টি দান।
একভাবে ভাব মনে সকল সমান॥
মাঙ্গলিক সব কার্য্যে স্নেহ যেন পাই।
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥

দুর্জ্জন তস্কর ভয়ে ভীত লোক সব।
চারি দিকে উঠিয়াছে হাহাকার রব॥
ধনিরূপে খ্যাতাপন্ন, জমিদার যারা।
নীলামের শক্ত দায়ে. মারা যায় তারা॥
শমনের সহোদর নীলকর যত।
ধনে প্রাণে প্রজাদের দুখ দেয় কত॥
অত্যাচার দেশে যেন নাহি পায় ঠাঁই।
শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥

বিশ্ব-কৌতুক

হায় রে ভবের কার্য্য বলিহারি যাই।
কুহকীর কুহকেতে মোহিত সবাই॥
দেখিয়া কৌতুক কাণ্ড নাহি মিটে খাঁই।
যত দেখি তত আরো বাড়ে আশা-বাই॥
যখন যেদিকে আমি নয়ন ফিরাই।
সৃষ্টির দৃষ্টির জলে নাহি মেলে থাই॥
কোথায় কৌতুক করে কৌতুকী গোঁসাই।
নাচে সব ভূতচেলা কোথা সেই চাঁই॥
কোথা গেলে দেখা পাব কোন্ পথে ধাই?
একবার যা রে মন ভিক্ষা এই চাই॥
মন বলে সে যে বড় ভয়ানক ঠাঁই।
কেমনে দুর্গম পথে একা আমি যাই?
প্রাণাধিক প্রাণ মম সহোদর ভাই।
পারি যেতে যদি তারে সঙ্গে আমি পাই॥
ক্ষুধাহরা সুধা আছে পেট ভ'রে খাই।
দুজনে সুজন হোয়ে বিভুগুণ গাই॥
প্রাণ বলে, কি বলিলে, ফিরে বল তাই।
শুনিয়া তোমার কথা, উঠিতেছে হাই॥
দেখ দেখ, যা দেখিছ, কি দেখিবে ছাই।
দেখিতেছ সমুদয়, আমি আছি যাই॥
আমি গেলে যাব একা দেখা দেখি নাই।
আর কি রে পাবি খেতে জননীর মাই?
আমি বটে যেতে পারি কিন্তু যদি যাই।
পুনর্ব্বার আসিবার আজ্ঞা আর নাই॥

সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাব

দেখ দেখ দেখ এই অসার সংসার।
বিরাজিত যথা জীব অশেষ প্রকার॥
তুমি, আমি, তিনি, উনি যত জন আছি।
পরস্পর দেখা শুনা যতদিন বাঁচি॥
সময়ে বিনাশ হবে, থাকিবে না দেহ।
সময়ে সবাই যাব, থাকিব না কেহ॥
এই তুমি এই আছ, এই আমি এই।
দেখিতে দেখিতে আর, তুমি আমি নেই॥
আসিয়াছি একরূপে, যাব এক ঠাঁই।
একা একা এসে দেখা, পরে দেখা নাই॥
অতএব যতক্ষণ দেখাদেখি আছে।
সকলে বাধিত হও সকলের কাছে॥
পরস্পর ভাই ব'লে ডাক এক রবে।
পরস্পর প্রেমপাশে রক্ষা কর সবে॥
পরস্পর প্রেমভাবে, থাক জীবগণ।
নদীর সহিত যথা নৌকার মিলন॥

মেকি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত যত, সকলেই অনুগত,
অবিরত উপকার পান।
তোমাদের মত হ'লে, বিধি আছে আছে ব'লে,
এখনই দিবেন বিধান॥
পুঁথি লয়ে রাশি রাশি, কাছে আসি হাসি হাসি,
কহিবেন হইয়া প্রধান।
হিন্দুবালা বিধবার, বিয়ে হবে পুনর্ব্বার,
শাস্ত্রে তার রয়েছে প্রমাণ॥
শাস্ত্র এই, বিধি এই, অর্ব্বাচীন মূঢ় যেই,
বলে সেই ইথে নাহি বিধি।
বিচার করুন এসে, শাস্ত্র তার কত এসে,
দেখিব কেমন বিদ্যানিধি॥
অতিশয় দুরাশয়, যারা হয় তারা কয়,
পরিণয় নয় নয় বলে।
কিছু নাই বোধাবোধ, কথায় কথায় ক্রোধ,
অনুরোধ উপরোধ চলে॥
কেবল মুখেতে জাঁক, ভিতরে সকলি ফাঁক,
মিছে হাঁক মিছে ডাক ছাড়ে।
ফেঁদে টোল মারে ঢোল, মিছামিছি করে গোল,
গোলমালে হরিবোল পাড়ে॥
সব শাস্ত্র আছে পড়া, শাস্ত্র সব হাতে গড়া,
মতামত আমাদের ঘরে।
আমাদের পোড়ো যারা, পণ্ডিত হইয়া তারা,
টোল ক'রে গোল কোরে মরে॥
আমার মুখের চোটে, কার সাধ্য এঁটে ওঠে,
কেটে কুটে করি ছারখার।
তোমার কল্যাণে বাবু, সকলে করিব কাবু,
দেখ কত ক্ষমতা আমার॥
করিলাম এই পণ, স্মার্ত্ত আছে কত জন,
দেখি দেখি কেবা কিবা বলে।
বিচারে যদ্যপি হারি, প্রমাণ না দিতে পারি,
পুঁথি সব ফেলে দিব জলে॥
কালী কালী মুখে ডাকি, যত দিন বেঁচে থাকি,
আশীর্ব্বাদ করিব তোমায়।
কোরো এই উপকার, যেন কটা পরিবার,
অন্ন বিনা মারা নাহি যায়॥

ইংরাজ সম্পাদক

এ দেশেতে আছে যত সম্পাদক শাদা।
সকলেই আমাদের বড় ভাই—দাদা॥
তোমরা সকল মতে সবাই প্রধান।
রাজজাতি, রাজাপ্রিয় রাজবৎ মান।
ধীর বট বীর বট দুদিকেই দড়।
আমাদের চেয়ে হও সর্ব্বমতে বড়॥
দেখে শুনে জেনে সব তোমাদের ক্রিয়া।
ধরেছি লেখনী শেষ সম্পাদকী নিয়া॥
কিছুতেই তোমাদের তুল্য কভু নই।
বল বীর্য্য সাহস সহায়হীন হই॥
আগেই তোমরা আছ উপরেতে চোড়ে।
আমরা রয়েছি নীচে এক পাশে প'ড়ে॥
তুলেতে হয়েছ নীচু খেদ কিছু নাই।
ওজনে হইলে উঁচু হেসে মার তাই॥
আপনারা বড় বড় কি তায় সংশয়।
বড় বোলে প্রকাশিত বড় পরিচয়॥
কিন্তু কিসে খেদ যায় কিসে কার স্থির।
সমান দেখিনে কেন ভিতর বাহির?

বাহিরেতে ধোপদস্ত ধপধপে শাদা।
ভিতরেতে দিন্ দিন্ পাঁক-ভরা কাদা ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা, নহে অন্য মত।
দুদিক সমান হ'লে সুখ হ'ত কত ॥
যা হ'ক তা হোক ফলে বৃথায় বচন।
গোটা দুই কথা বলি কথার মতন ॥
যখন ব'সেছ ভাই সম্পাদকী পদে।
মত্ত যেন হওনাকো অভিমান-মদে ॥
রাগদ্বেষ অভিমান আর অহঙ্কার।
পাপকর পক্ষপাত কর পরিহার ॥
নিয়ত বিরাজ করি তোমাদের করে।
পক্ষের লিখনী কেন পক্ষপাত করে?
এডিটরি কর্ম্মে শুধু ধর্ম্মের সঞ্চার।
তাহাতে না হয় যেন কলঙ্ক-প্রচার ॥
ধর্ম্মের আসনে বোসে সেই ধর্ম্ম ধর ॥
নৃপতিরে ন্যায় মত উপদেশ কর ॥
এ দেশের বর্ত্তমান যত যত ভূপ।
ব্রিটিশের আনুগত্য করিছে কিরূপ?
দরশন করিতেছ যে সব ব্যাপার।
সে সব স্মরণ ভাই কর একবার ॥
তোমাদের কেন হয় এমন ব্যাপার।
হিতে ভেবে বিপরীত একে ভাবো আর ॥
এক জন কর্ম্মফলে করিয়াছে দোষ।
এ বোলে কি জাতিমাত্রে বিধি হয় রোষ?
শরীরের এক ভাগে দোষ যদি হয়।
এ বোলে কি সব দেহ কাটা বিধি হয়।
এক দণ্ড দুঃখকর হ'লে পরে সবে।
নোড়া দিয়ে সব দাঁত কে ভেঙ্গেছে কবে?
নানা পাপে পাপী নানা দণ্ড তার লবে।
এ বোলে কি হিন্দু মাত্রে দোষী হয়ে রবে?
বিশেষ বাঙ্গালী ভেতো আমরা সবাই।
কোন কালে কোনরূপ, দোষ মাত্র নাই ॥
রাজভক্ত অনুরক্ত সমান সকলে।
চরিতার্থ হই সদা, রাজার মঙ্গলে ॥
গবর্ণরে কহিতেছ, কেমন করিয়া।
থাকুন হিঁদুর শিরে, খাঁড়া ওঁগাইয়া?
হায় হায় কার কাছে, করিব রোদন।
তোমাদের এ কথা কি, কথার মতন?
বল আছে, বোলে লও, ইহা যে প্রকার।
সে বলে না হেন কথা, ধর্ম্মবল যার ॥
যাঁরা হন সুবিচারী, ধর্ম্মপরায়ণ।
তাঁরা কি অন্যায় কথা, করেন শ্রবণ?
জয় হোক্ ব্রিটিশের, ব্রিটিশের জয়।
রাজ-অনুগত যারা, তাদের কি ভয়?

বাজী *

ভারতের অধিশ্বরী মাতা মহারাজী।
অহ্লাদ প্রকাশ হেতু, আতোষের বাজী ॥
ব্যাপিল পৃথিবীময়, শুভ সমাচার।
ঘোরতর ধুমধাম, ধুমের ব্যাপার ॥
বাজী দেখে সুখী হব, ভাবিয়া অন্তরে।
জলে স্থলে কত লোক, আইল নগরে ॥
ছোট বড় কত লোক মাঠের ঘোধারি।
কিলি বিলি করে যেন, পিপীড়ার সারি ॥
ঘাড় তুলে চাড় দিয়ে, নাহি যায় নেওয়া।
যে দিকেতে দৃষ্টি করে সে দিকেই "ধোঁয়া!"
দড়ী আর দরমার, প্রাণ হোলো হত।
ঝাড়ে-বংশে পুড়িয়াছে, বংশ শত শত।
ছাহুনি হইল ভাল, যেমন ফাঁহুনি।
তোপের নিনাদ মাত্র, কোপের গাহুনি ॥
জে, আর, পিয়ারসন্, বাজীর অধ্যক্ষ।
সাবাস্ সাবাস্ তুমি, কাজে খুব দক্ষ ॥
এ যে বাজী, টাকা-বাজী বাজী বড় জোর।
বা-জী, কি বাজী হয়া, বাজী হয়া ভোর ॥
দেখিয়া অবাক হ'য়ে, সকলেই আছে।
কোথায় দিল্লীর লাড়, এ বাজীর কাছে?
যে খেয়েছে তার তার সেই জানে জানি।
আমরা তো খাই নাই, তথাচ পস্তানি ॥
রাজপদে অভিষিক্ত বিলাতের নর।
জ্যাকেট-কামিজ-পরা, শ্বেত কলেবর ॥
যা কর তা শোভা পায়, সাহেব বলিয়া।
"বেলাক নেটিব" যত মরিছে জ্বলিয়া ॥
যে বাজী করেছ তার, উপমা তো নাই।
মানিলাম পরিহার বলিহারি যাই ॥

---

* ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী যুদ্ধের পর ভারতেশ্বরীর খাস শাসনোপলক্ষে কলিকাতার দুর্গপ্রান্তরে যে অগ্নিক্রীড়া হয়, তদুপলক্ষে রচিত।

দেখিতে কেমন মজা হইলে বাঙ্গালী।
থোঁতা মুখ ভোঁতা হোত খেয়ে করতালি॥

ব্যোম-যান

উড়িয়াছে আকাশেতে সুচারু ফানস।
তাহাতে মানুষ বসে প্রফুল্ল মানস॥
সাবাস সাহস তার কিছু নাই ভয়।
যত উঠে তত মনে সুখের উদয়॥
নগরের লোক যত করে হই হই।
দেখি যত আমি তত কত সুখী হই॥
নয়ন নিমিষহীন এক দৃষ্টে রই।
হেঁট হয়ে নাহি দেখি ক্ষণকাল বই॥
কেহ বলে দেখিতেছি, ওই, ওই, ওই।
কেহ বলে ওই বটে, কেহ বলে কই॥
কেহ বলে, দেখা যাবে এইখানে রই।
কেহ বলে, এতক্ষণে হোলো চাঁদ সই॥
হেলে দুলে, নেচে নেচে, চলে থরে থরে।
মহাবেগে চড়িয়াছে মেঘের উপরে॥
নিরখি নীরদ তারে হোয়ে হৃষ্টমন।
পুনঃ পুনঃ প্রেমভরে দেয় আলিঙ্গন॥
ভূলোক পুলক-পূর্ণ আলোক ঈক্ষণে॥
ত্রিলোক করিছে জয় গোলোক-গমনে॥
ভাবুকেরা ভাবে ভাবে এই অভিপ্রায়।
চলিয়াছে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায়॥
পাপময় নরলোক, নাহি অভিলাষ।
সুখেতে করিবে গিয়ে স্বর্গধামে বাস॥
কেহ বলে, ধরাতলে নিদাঘের ভয়ে।
বিহার করিবে গিয়া নীহার-নিলয়ে॥
মানব আসিছে উড়ে শূন্যের উপর।
পতঙ্গ পতঙ্গ সম অঙ্গ থর থর॥
দ্বিজরাজ পায় লাজ দিলে মুখ ঢাকা।
দ্বিজরাজ ভয় পেয়ে, গুড়াইল পাখা॥
কেহ বলে, দেখিছে আকাশ ঘুরে ঘুরে।
এ ভববৃক্ষের মূল আছে কত দূরে॥
অনুমান করি পুন যুক্তি সহকারে।
উঠিয়াছে ফাঁদ ল'য়ে, চাঁদ ধরিবারে॥
একেবারে এড়াইবে, সংসারের ক্ষুধা।
পেট ভ'রে খাবে গিয়া, সুবিমল সুধা॥
চন্দ্রলোকে মৃগয়া করিয়া এইবার।
পোষা-মৃগ কেড়ে লবে কোল থেকে তাঁর॥
অকলঙ্ক হবে শশী হারাইয়া শশ।
ভাল রে গগন-গামী, ভাল তোর যশ॥
আর বার ভাবি যত আকাশের তারা।
তারা নয়, তারা হয়, তারানাথ-দারা॥
বিনোদ-বিমানে বসি বিশেষ বিরলে।
সেই তারা হার করি পরিতেছে গলে॥
নবীন নায়ক পেয়ে সুখী হবে তারা।
পুরান নাগর চাঁদে নাহি চায় তারা॥
তারা-হারা তারা-পতি পেয়ে অতি দুখ।
লাজে তাই গগনেতে লুকায়েছে মুখ॥
লোকে কয় কুহূনিশি মাখিয়াছে মসি।
তাহা নয়, খেদে অস্ত অনুদিত শশী॥
যদি বল এ প্রকার হইলে ঘটন।
পুনরায় হবে কেন ভূতলে পতন?
শুন সার বলি, তার বিবরণ মূল।
চাঁদের অমৃত খায় চকোরের কুল॥
বেরিয়াছে আশ পাশ, স্থির পক্ষ ধ'রে।
রাখিয়াছে সুধাকর এক চেটে কোরে॥
তারা দেখে কি প্রমাদ, আমরাই পাখী।
"চাঁদের চকোর" নাম চন্দ্রলোকে থাকি॥
রাত্রি দিন সমভাবে রোয়েছি "টাইট"।
এ আবার কোথা হ'তে আইল "কাইট"?
বিনা সূত্রে উড়িয়াছে কেমন "কাইট"।
পাখা নাই শূন্যে এসে কেমন "ফাইট"॥
নাহি বলে, বলে চলে কলের "কাইট"।
মর্ত্ত্যলোকে শব্দ করে, "কাইট, কাইট"॥ (১)
ঘোর ক্রুদ্ধে এসে উর্দ্ধে যুদ্ধের "সাইট"।
হরিয়া লইবে শশী করিয়া "ফাইট"।
মনে এই ভাবিয়াছে হইলে "নাইট"।
কেড়ে লবে আমাদের চাঁদের "রাইট"॥
চেলেছে নূতন কল জেলেছে "লাইট"।
এখনি নাশিব তারে, করিয়া "বাইট"॥
চঞ্চল চকোরচয় চঞ্চুর আঘাতে।
"কাইট, বাইট" করি দিলে অধঃপাতে॥

---

(১) কাইট নামক একজন ইংরাজ কলিকাতায় প্রথম ব্যোমযানে উঠেন, ইহা তদুপলক্ষে রচিত।

খোঁচা খেয়ে ধূম লেগে, ধূম কিসে আর।
পুনর্ব্বার এসে করে ধরার বিহার॥
কেহ বলে আছে এই, শাস্ত্রের বচন।
অতি উচ্চে উঠিলেই পশ্চাতে পতন॥

যুদ্ধ

সিপাহী-যুদ্ধে শান্তি প্রার্থনা।

কর কর কর দয়া, দীন দয়াময়।
হর হর হর নাথ বিপক্ষের ভয়॥
আর যেন নাহি থাকে কোনরূপ দায়।
রাজা-প্রজা সুখী হোক, তোমার কৃপায়॥
প্রকাশ করহ প্রভু সুবিমল স্নেহ।
যেন আর হাহাকার নাহি করে কেহ॥
অত্যাচার করিতেছে যত দুরাশয়।
তাদের লাজের ভার কত আর সয়॥
ধন, প্রাণ, মান আদি, সব হয় লোপ।
ভারতের প্রতি নাথ, এত কেন কোপ?
যদ্যপি হোয়েছে কোপ, কর পরিহার।
তবে জানি কৃপাময়, করুণা তোমার॥
হইলে মহিমা-চাঁদে কলঙ্ক প্রচার।
দয়াময় নাম তবে কে লইবে আর?
সব দিকে রক্ষা কর এই ভিক্ষা চাই।
দোহাই দোহাই নাথ, দোহাই দোহাই॥
করুণা কর হে করুণাকর।
হর হে সকল, বিপদ হর॥
প্রণতি করি হে চরণে তব।
প্রণত পতিতে, প্রসন্ন ভব॥
সকলি দেখিছ হৃদয়ে রোয়ে।
বিহিত করহ, সদয় হোয়ে॥
তোমারি চরণ, স্মরণ করি।
তোমারি ভাবনা, ধ্যানেতে ধরি।
কাতরে তোমারে, অন্তরে ডাকি।
মনের বিষয়, মনেতে রাখি
ধর হে আপন, প্রভাব ধর।
কর হে বিহিত, বিচার কর॥
পালন-শাসন, তুমি এ ভবে।
নামের মহিমা, রাখিতে হবে
পামর পাতকী, পাষণ্ড যত।
পাপের ঘটনা করিছে কত॥
অদোষে হইয়া কুপথে রত।
রমণী, বালক করিছে হত॥
শুনিয়া বধির হতেছি কানে
সহে না সহে না সহে না প্রাণে॥
এ সব দেখিয়া হোয়ে পাষাণ।
কেমনে দেহেতে ধরিব প্রাণ?
দেখিতে কিছুতো নাহিক বাকি।
তপন-শশাঙ্ক তোমার আঁখি॥
জীবের অন্তরে যে কিছু আছে।
সে সব বিদিত তোমার কাছে॥
অন্তর বাহির অধীপ হোয়ে।
কিরূপে এখনো রয়েছ সয়ে॥

কবিতাগুচ্ছ

[স্মৃতি হইতে উত্থিত]

দ্বন্দ্ব-কবিতা

বাজে তাক্ তাক্ সিন্ তাক্,
বাজে তাক্ তাক্ সিন্ তাক্ !
বামন ঢেমন ব্যাটা চুপ কোরে থাক্ !
কমলার প্যাঁচা তুই, কমলার প্যাঁচা !
এঁটো খেয়ে দিনে কাণা দূর দুর বোঁচা !
টাকেতে মারবো জুতো,
পটাস্ পটাস্ পটাস্ পটাস্ ।
চোটেতে হাড় ভাঙ্‌বে,
মটাস্ মটাস্ মটাস্ মটাস্ ।
শুঁড়ির ছুঁড়ির পেটে ময়রার ছেলে !
হইল খিচুড়ি কুল, তেউটীর ডেলে ।
(ব্যাটাদের) বাপ পর্‌পাও, মা লঙ্কা !
(হো হো) সব ফক্কা ! সব ফক্কা !! সব ফক্কা !!!

— — —

নিমন্ত্রণ

শাদা শাদা মণ্ডাগুলি দানা সরু সরু,
চারকোশ পথে তার চরে নাই গরু !

———

উপদেশ

লক্ষ্মী ছাড়া হও যদি খেয়ে আর দিয়ে ।
কিছুমাত্র লাভ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে ॥
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে ।
খাও আর খেতে দাও সাধ্য অনুসারে ॥
ইতে যদি কমলার মন নাহি সরে ।
প্যাঁচা নিয়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে ॥

———

মদ

বক্তা যদি হবে ভাই ভোক্তা যদি হবে,
দোক্তার দোকানে কভু যেয়ো নাকো তবে ॥
নিদয় লেঠেল নেশা বেড়ায় ঘুরিয়া ।
ডাঙায় দেখিতে পেলে ঠেঙায় ধরিয়া ॥
ইচ্ছা কোরে পান ক'র ব্যয় কর বসু (১) ।
হইবে দেহের বর্ণ ঠিক যেন বসু (২) ॥
এ মধু মধুর অতি রাখে পরিতোষে ।
এ মধু মধুর হয় (৩) ব্যবহার-দোষে ॥
ছাড়িয়ে ঘরের কড়ি ঢেলে দাও গলে,
দেখো দেখো লোকে যেন মাতাল না বলে ॥
তবে তুমি পাত্র লও পাত্র যদি হও ।
ছুঁয়ো না বিষের পাত্র পাত্র যদি নও ॥

———

নীতি

মনোহর ঘর দ্বার, মেরামত কত তার,
রঙীন করিছ ঠাঁই ঠাঁই ।
কিন্তু তব বাসঘর নাম যার কলেবর,
তার আর মেরামত নাই ॥

———

সা'হেব ও গরু

ওগো মা ভিক্‌টোরিয়া,
কর্ গো মানা কর্ গো মানা !

---

(১) বসু—সুরা—টাকা, (২) বসু—সোনা ।
(৩) মধুর—বিষ ।

তোর রাঙা ছেলে যেন মোদের,
চোখ রাঙে না চোখ রাঙে না !!
(এরা) ধ'রে ধ'রে দিচ্ছে পেটে,
আস্ত ভগবতীর ছানা !
(ও মা) সকল গরু ফুরিয়ে গেলে,
দুগ্ধ খেতে আর পাব না আর পাব না !!

———

বাঙ্গালীর মেয়ে

লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিল,
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া চড়বে ঘোড়া !
ঠাঠ ঠমকে চালাক চতুর
সভ্য হবে থোড়া থোড়া !!
আর কি এরা এমন কোরে,
সাঁজ সেঁজুতির ব্রত নেবে ?
আর কি এরা আদর কোরে,
পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে ?
কপালে যা লেখা আছে,
তার ফল তো হবেই হবে !
(এরা) এ বি পোড়ে বিবি সেজে,
বিলিতী বোল কবেই কবে !
(এরা) পর্দ্দা তুলে ঘোম্‌টা খুলে,
সেজে গুজে সভায় যাবে !
ড্যাম্ হিন্দুয়ানী বোলে
বিন্দু বিন্দু ব্রাণ্ডি খাবে !
আর কিছুদিন থাক্‌লে বেঁচে,
সবাই দেখতে পাবেই পাবে !
(এরা) আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠের হাওয়া খাবে !*

---

* ১২৬৫ বঙ্গাব্দে দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে কবিবর এই দৈববাণী করিয়া গিয়াছেন।

————

সম্পূর্ণ

অ-পূর্ব্ব প্রকাশিত কবিতাবলী

গ্রীষ্ম দমন পূর্ব্বক বর্ষার রাজ্য শাসন।

—:*:—

ছিলেন রাজ্যের রাজা গ্রীষ্ম মহাবীর।
যার দাপে হয়েছিল সকল অস্থির ॥
নদ নদী সরোবর শুষ্ক ছিল সব।
চারিদিকে পড়েছিল হাহাকার রব।
মানুষের দেহ ছিল অলসে অবশ।
ছিলনাকো পৃথিবীর কিছুমাত্র রস ॥
ধোরেছিল দিনকর তনয়ের বেশ।
প্রতাপেতে প্রায় সব কোরেছিল শেষ ॥
এ সব দেখিয়া বর্ষা হয়ে ক্রোধান্বিত।
আইল করিতে যুদ্ধ গ্রীষ্মের সহিত ॥
আসন গাড়িল আসি জলদের আড়ে।
থেকে থেকে হেঁকে হেঁকে হুহুঙ্কার ছাড়ে ॥
করি দৃশ্য ভয়ে গ্রীষ্ম বিশ্ব ছাড়া হয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥

বিক্রমে বসিয়া বর্ষা বিনোদ বিমানে।
বার বার বিষম বিজয় বজ্র হানে ॥
ঘন ঘন ডেকে ঘন করিছে কি রণ।
তপন গোপন করে আপন কিরণ ॥
নিদয় নিদাঘ হোলো দলবল হত।
হেন গ্রীষ্ম যেন ভীষ্ম শরশয্যাগত ॥
বিস্তার করিল ক্রমে ঘোরতর তম।
নৃত্য করে জলধর হলধর সম ॥
উত্তাপে তাপিত ছিল জীবজন্তু যত।
বারি বর্ষে মহাহর্ষে স্পর্শে সুখ কত ॥

পরিপূর্ণ নদী নদ সরোবর কূপ।
শীতল করিল পৃথ্বী কীর্ত্তিকর ভূপ ॥
হয় দৃশ্য এই বিশ্ব নিরাকারময়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয় ঋতু বরষার জয় ॥

কোরেছিল পাপী গ্রীষ্ম স্বভাব অভাব।
স্বভাব স্বভাবে পুন পাইল স্বভাব ॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে ঘুচিল বিকৃতি।
বরষা জগতে ভাল রাখিল সুকৃতি ॥
চাতকের পাতকের হোলো সমাধান।
বরিষে সুধার বারি সুধার সমান ॥
পক্ষ ছেড়ে নাচে পক্ষী আনন্দ অপার।
জলদ বলদ হোলো পক্ষী হোয়ে তার ॥
তৃষা গেল কৃশা হয়ে দুঃখ নাই আর।
জীবন করিল দেহে জীবন সঞ্চার ॥
সন্তোষ-সাগরে সদা মগ্ন হয়ে থাকে।
জল দে জল দে বলি আর নাহি ডাকে ॥
যত পারে তত খায় স্থির হয়ে রয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥

হীনকর সুধাকর নাহি সুধাধারা।
তারা যারা পতি সহ লুকাইল তারা ॥
অভিমানে মরে খেদে যামিনী কামিনী।
হাত নাড়া দেয় তারে ভামিনী দামিনী ॥
এই দুঃখে তার পক্ষে পক্ষ নাই কেহ।
বলো শুধু তারাপতি তারাপতি দেহ ॥

চকোর চঞ্চল চিত্তে করে হায় হায়।
সুচারু চাঁদের চিহ্ন দেখিতে না পায়॥
রাজপক্ষ প্রতিপক্ষ পক্ষ কেহ নয়।
দুই পক্ষে দুই পক্ষ * পক্ষ করি রয়॥
করে স্নেহ হেন কেহ বন্ধু নাহি পায়।
সুধায় সন্তোষ করে ক্ষুধায় সুধায়॥
হতমান অভিমানে ম্রিয়মাণ হয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

নদ নদী সমুদয় ছিল ভেদ ভেদ।
ঘুচিল তাদের সব পূর্ব্বকার খেদ॥
নীরাকারে নিরাকার সার সূত্র ধরে।
পরস্পর এক হয়ে আলিঙ্গন করে॥
ধারাধর ধারা ছাড়ে ধরি এক ধারা।
ধরায় ধরে না আর তার বারিধারা॥
কল কল কলরব প্রবাহ বিস্তার।
বৃদ্ধি করে সমীরণ সখা হয়ে তার॥
ললিত লহরী লীলা দৃষ্টি মনোলোভা।
বিচিত্র রচনা তার মনোহর শোভা॥
চলে বারি ধীরি ধীরি গিরির উপর।
পরিপূর্ণ হ'লো তায় সকল গহ্বর॥
ধরাধর ধারাধরে দেখে পায় ভয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

বরষার নাচঘর শিখর সমাজ।
যাহাতে শোভিত নানা স্বভাবের সাজ॥
হেরিলে প্রফুল্ল হয় হৃদয়-কুমোদ।
রাত্রি দিন গীত বাদ্য আমোদ প্রমোদ॥
ঝম্ ঝম্ ঝমা ঝম্ জলদ বাজায়।
ফন্ ফন্ সন্ সন্ সমীরণ গায়॥
তালে তালে সেই তালে নিজ তাল ধরি।
চিত্ত সুখে নৃত্য করে ময়ূর-ময়ূরী॥
ঘন ঘন ঘোর রাগে ঘন রাগ ভাঁজে।
গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুম্ নহবত বাজে॥

বিবিধ আতোশ বাজী শব্দ তার জোর।
পট্ পট্ হড়মড় কড়মড় শোর॥
স্বভাবে আমোদ তায় স্বভাবেই হয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

ধরাধাম করি বর্ষা নিজ হস্তগত।
হাঁক্‌হোঁক্, ডাক্‌ডোক্, ঝাঁক্‌ঝোঁক্ কত॥
জলে স্থলে করিয়াছে সব একাকার।
একাকার হবে এই চিহ্ন বুঝি তার॥
অবনী আচ্ছন্ন করে অন্ধকার জালে।
প্লাবিত করিতে সৃষ্টি বৃষ্টি-জল ঢালে॥
কেহ কেহ মনে এই অনুভব করি।
বটপত্রশায়ী পুন হইবেন হরি॥
ধরিবেন পূর্ব্বভাব এইরূপ ছলে।
সেই হেতু সমুদয় পূরিতেছে জলে॥
প্রলয়ের অভিপ্রায় বরষার ছল।
শূন্য হোতে অবিরত পড়ে তাই জল॥
এই মত নানা লোকে নানা কথা কয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

কমলার প্রিয়পুত্র ভাগ্যধর যত।
বরষায় তাদের সম্ভোগকর কত॥
মনোহর অট্টালিকা বসতির স্থান।
বিহার আহার সুখ তাহার সমান
কালের স্বভাবে বটে সকল নরম।
আহারের গুণে করে শরীর গরম॥
দুখের নিকটে দুখী সদা পরাভব।
কাঁচা ঘরে বাঁচা ভার ভিজে যায় সব॥
উপবাসে উপবাস কেবা করে খোঁজ।
রন্ধনে বন্ধন নাই অরন্ধন রোজ॥
মধ্যমে মধ্যম সুখ হয় থেকে থেকে।
সুখে খান চালভাজা তেল নুণ মেখে॥
সবদিকে পরিমিত বিপরীত নয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়

* রাজপক্ষ অর্থাৎ জলদাদি বিপক্ষ হওয়াতে চকোর চন্দ্রের অদর্শন-জনিত দুঃখে কেবল আপনার দুটি পক্ষকে পক্ষ করিয়া কৃষ্ণ ও শুক্ল দুটি পক্ষ যাপন করিতেছে।

প্রকাশিব কত গুণ রাজা বরষার।
পৃথিবীর যৌবন হইল পুনর্ব্বার॥
শাখা করে লতার স্তবক-স্তন ধরে।
সখ্য ভাবে বৃক্ষ তারে আলিঙ্গন করে॥
দয়াবান্ আর নাই ক্ষরীর সমান।
জগতে জীবের করে জীবিকা বিধান॥
ক্ষেত্রপতি নেত্রপাত করে প্রতিক্ষণ।
সন্তোষ-সাগরে ভাসে কৃষকের মন॥
দিবানিশি স্নান করে জলদের জলে।
ব্রীহিব্যূহ বৃদ্ধি হয় বরষার বলে॥
ফলভরে নত মুখ এই অভিপ্রায়।
স্বভাবে প্রণাম করে স্বভাবের পায়॥
রাজা প্রজা দুই পক্ষে ফলে ফলোদয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

ফুটিল কদম্ব ফুল, ছুটিল সৌরভ।
কুটিল কামের তায় উঠিল গৌরব॥
গৃহপাশে শেফালীকা সপ্ত বিকসিত।
ধরা ভরা মহানন্দে গন্ধে আমোদিত॥
সরোবরে চারুশোভা ঢল ঢল জল।
নিশিতে কুমুদ শোভে দিবসে কমল॥
মধু-লোভে মধুকর করে ছুটোছুটি।
দিবা নিশি এক ভাব নাহি পায় ছুটী॥
দলে দলে দলে দল প্রেমানন্দ ভরে।
করে গান প্রিয়া গুণ, গুণ গুণ স্বরে॥
ভ্রমরের বাড়ে ভ্রম ভ্রম নাহি মনে।
দুই দিক্ রক্ষা করে সুখ আলাপনে॥
ক্ষণমাত্র মনে নাই ক্ষোভের উদয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

খরতর স্মর শর করে ভর বক্ষে।
নহে স্থির বহে নীর বিরহীর চক্ষে॥
মনে ভয় অতিশয় কেহ নয় পক্ষে।
নাহি তার প্রতীকার কিসে আর রক্ষে॥
কলেবর জর জর পরস্পর কহে।
করে প্রাণ হান্ ফান্ কিসে মান রহে॥

হরি হরি প্রাণে মরি ধরা ধরি থাকে।
ঝরে ধারা তারাকারা তারা তারা ডাকে॥
নাহি পতি কাঁদে সতী কুলবতী বালা।
দুষ্টমতি রতিপতি দেয় অতি জ্বালা॥
ঘন ঘন ডাকে ঘন ঝন ঝন রবে।
পঞ্চশরে বধ করে প্রাণে মরে সবে॥
অনঙ্গ-অনলে অঙ্গ পুড়ে হয় লয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়,হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়॥
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

ভর ভর করিতেছে কুসুমের বাস।
ফর ফর রবে বাস বহিছে বাতাস॥
তর তর জলধারা ধরিছে ধরণী।
থর থর বিরহিণী কাঁপিছে অমনি॥
দর দর নয়নেতে বহিতেছে ধারা।
ধর ধর কহিতেছে সখীগণ যারা॥
জর জর কলেবর স্থির নাহি রয়।
মর মর হয়ে মুখে এই কথা কয়॥
কর কর কৃপা কর কর পরিত্রাণ।
হর হর, হর হর, হর, হর প্রাণ।
কর কর, করি কর চাহিছে মদন।
হর হর নামে স্মর না হয় দমন॥
ভর ভর যৌবন জোয়ারে ভাঁটা হয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়।
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

সংযোগী পাইল ভাল সংযোগের দিন।
দোঁহে হোলো দোঁহাকার প্রেমের অধীন॥
দূরে গেল পূর্ব্বকার সমুদয় খেদ।
রাত্রি দিন সংযোগের না হয় বিচ্ছেদ॥
অঙ্গ সঙ্গ নহে ভঙ্গ করে রঙ্গ সুখে।
দুই পায় মারে লাথি অনঙ্গের বুকে॥
করে প্রেম অভিষেক জলদের জলে।
ভেক দিয়া ভেক মুখে জয় জয় বলে॥
হড়হড় শব্দ সদা হয় রোয়ে রোয়ে।
দুই অঙ্গ এক করে হরগৌরী হয়ে॥
উভয়ের এক ভাব উভয়েই একা।
বিচ্ছেদের সঙ্গে আর নাহি হয় দেখা॥

পুলকে পূরিল দেহ প্রফুল্ল হৃদয়।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়।
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয়।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয়॥

শোকোচ্ছ্বাস।

যেমন সুজন বহু গুণের আধার।
সরলতা ধনে ভরা মনের ভাণ্ডার॥
গুণ বিনা কোন দোষ ছিল নাক যার।
ছিল নাক রাগ দ্বেষ দম্ভ অহঙ্কার॥
ছিল না বিবাদ কভু কাহার স'হিত।
স্বহিত সাধনে সদা অহিত রহিত॥
জগতে না দেখি যার শত্রু এক জন।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন॥
হায় হায় বিধাতার বিচার কেমন।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন॥

যাহারে জিজ্ঞাসা করি সেই গায় যশ।
শীলতায় সকলেরে করিয়াছে বশ॥
কটু কথা কারে কয় জ্ঞাত যেই নয়।
কেবল শিখিয়াছিল বিনয় প্রণয়॥
সদাকাল সদালাপ সকলের সহ।
জানে না চাতুরী ছল জানে না কলহ॥
সুধার অধিক যার মুখের বচন।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন॥
হায় হায় বিধাতার বিচার কেমন।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন॥

ত্রিকুল উজ্জল ক'রে যে হয় প্রসূত।
সাধু সাধু পিতা তার সাধু সেই সুত॥
প্রসব করিয়া এক পুত্ররূপ মণি।
রত্নগর্ভা নাম পেলে যাহার জননী॥
পাইয়ে প্রণয়িপতি এরূপ প্রকার।
হ'য়েছিলো প্রণয়িনী প্রণয়িনী যার॥
এমন যে প্রিয়তমা কুলের রতন।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন।
হায় হায় বিধাতার বিচার কেমন।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন॥

সুরসিক সুপ্রেমিক ভাবের সাগর।
সুকবি রচনা-চারু-নায়িকা-নাগর॥
সরাগে লেখনী পাত্র যখন ধরিত।
গদ্য পদ্য মদ্যবৎ মোহিত করিত॥
ভাব, অর্থ, যদি রসে পদে রেখে পদ।
বেড়েছে প্রসাদ-গুণে নাম আর পদ॥
যে করে প্রসাদ-গুণে প্রসাদ গ্রহণ।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন॥
হায় হায় বিধাতার বিচার কেমন।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন॥

অধিকারী কিছুদিন থাকিলে জীবিত।
হইত অশেষরূপে জগতের হিত॥
জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থগুলি করিয়া প্রকাশ।
পূরাইত আপনার যত অভিলাষ॥
নাটকের প্রথাপথ করিলে প্রচার।
পাঠকের হ'তো তায় কত উপকার॥
যে করিত কতরূপ কুশল সাধন।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন॥
হায় হায় বিধাতার বিচার কেমন।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন॥

শত শত জীব ধরে মানবের ছবি।
গুণে দেখ তার মাঝে কজন বা কবি॥
সহস্রের মাঝে বড় দুই জন পাই।
সে কবি সুকবি কি না স্থির কিছু নাই॥
প্রিয়তম কবির জীবন নিলি হরি।
যম! তোর নাম (হরি) হরি হরি হরি॥
কবিরূপে প্রিয় নাম ধরেছে যে জন।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন॥
হায় হায় বিধাতার বিচার কেমন।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন॥

তত্ত্ব-প্রকরণ।

আরে মন মধুকর ফুরাইলে দিন।
পরমার্থ মধু কোথা পাবে অর্ব্বাচীন॥
কাল গতে কালাগতে বিবেক নলিন।
ভ্রান্তিবসে প্রতিক্ষণ হইবে মলিন॥

বিষয় কেতকী গন্ধে হইবে প্রমত্ত।
বিদারিত হলো তনু তবু নাই তত্ত্ব॥
পুনঃ পুনঃ এই কথা করি উপদেশ।
আপনার দুরাচারে পাও এত ক্লেশ॥
সে কথা শোন না তুমি একি বিপরীত।
আত্মায় আত্মীয় ভাবে নাহি কর হিত॥
ক্ষণিক আমোদে কাল হইলে বিগত।
পরলোকে যাতনায় কুষ্ট পাবে কত॥
যেমন মীনের গতি আহার-লালসে।
যেমন পতঙ্গ ভ্রমে অনলেতে বসে॥
যেমন তৃষায় মজি কুরঙ্গ কাতর।
সেই রূপ দশা তব হবে নিরন্তর॥
কামনা-কণ্টকে তব ভাব বাঁকি আছে।
অভাব হইলে ভাব ক্লেশ বা কি আছে॥
ইঙ্গিতে ইঙ্গিত তোরে ভাষে কত যুক্তি।
প্রবেশ না করে কালে তার সেই উক্তি॥
দিবানিশি মত্ত থাক পাতক-প্রসঙ্গে।
প্রাণলভ্যে মজিয়া কাল হর রঙ্গে ভঙ্গে॥

অনিত্য ভৌতিক দেহ, তার প্রতি কত স্নেহ,
গণনে না যায়।
নিত্য নিত্যসনাতন, তাঁর প্রতি কেন মন,
তিলেক না ধায়॥
যত ভাবি ভাবি ভাবী, ভবের ভীষকে ভাবি,
হরি ইহকাল।
ততই প্রগাঢ় পাপে, মত্ত মন কাল যাপে,
একি মায়াজাল॥
যামিনী আগতা হেরি, প্রকট, কমল ঘেরি,
মধুকর কহে।
মুদিত হও না পদ্ম, হেরিলে সে ভাব ছদ্ম,
প্রাণ মম দেহে॥
সেইরূপ উপদেশ, হৃদে হয়ে সমাবেশ,
কহে কত যুক্তি।
কিন্তু এলে পাপনিশা, মানস হারায় দিশা,
মানে না সে উক্তি॥
হায় রে স্বভাব দোষ, হায় রে ক্ষণিক তোষ,
হায় রে প্রদোষ প্রায় মোহ।
সুরভী সুরূপামতি, পেয়ে তার হীনগতি,
দুঃখ দিয়ে অবিরত দোহ॥
জননীর দুঃখ সূত্র, প্রবোধ তাহার পুত্র,
অনুদিন তনু তার তনু।
বিদ্যা নামে তার সুতা, মাতৃদুঃখে দুঃখযুতা,
নয়নেতে ক্ষরে অশ্রু অনু॥
হায় রে মানস মোর, পাপমদে হ'লে ভোর,
জান না গরলমাখা মদ॥
পরমায়ু হলো গত, যাতনা পাইবে কত,
ভয়ঙ্কর রৌরবের হ্রদ॥
তাই বলি ত্যজ ভ্রম, পাপপথে কেন ভ্রম,
পরিক্রম কর মায়া-ফাঁস।
শেষহীন সুখ হবে, সদা সদানন্দে রবে,
বোধচন্দ্র হইলে প্রকাশ॥

হিতহার।

মানুষ হইতে যদি থাকে অভিলাষ।
গুণের গৌরব যদি করিবে প্রকাশ॥
সুজনের নিকটেতে লহ উপদেশ।
দেশ হোতে দূর কর হিংসা আর দ্বেষ॥
নিরন্তর অন্তরে সরল ভাব ধর।
অহঙ্কার অলঙ্কার পরিহার কর॥
খুল না দোষের কোষ গুণ লুকাইয়া।
ছাড়হ করাল ভাব মরাল হইয়া॥
আপন সমান ভাব পরের সহিত।
পরহিতে জ্ঞান কর আপনার হিত॥
পরমেশ পরপ্রেম প্রাপ্ত হবে তবে।
পরলোকে পরসুখে পরধামে রবে॥

অবনীতে আছ যত সুজন সুমতি।
প্রতিকূল হয়োনাক নিন্দকের প্রতি॥
নিন্দাকারি উপকারী জননীর চেয়ে।
সদা করে উপকার পরদোষ গেয়ে॥
প্রসূতি পুত্রের মত হ'য়ে অনুকূলা।
স্বকরে করেন দূর শরীরের ধুলা॥
রসনা-মার্জ্জনী ধরি নিন্দক সকল।
অবিরত করে দূর অন্তরের মল॥
রত্নাকরে আছে যত অমূল্য রতন।
কুবেরের ভাণ্ডারেতে আছে যত ধন॥
যদ্যপি সে সব তুমি কর বিতরণ।
তথাপিও তুষ্ট নয় নিন্দুকের মন॥

হাতে তুলে যদি কিছু দিতে নাহি হয়।
আপনার বাক্যে তার তুষ্ট যদি রয়॥
অতএব তার চেয়ে কোথা আছে সুখ।
ফুটুক্ ফুটুক্ সদা নিন্দুকের মুখ॥

ভারত সন্তানের প্রতি।

পরাধীন ভারতের প্রিয়পুত্র যত।
ভ্রান্তিরূপ নিদ্রাবশে রবে আর কত॥
ক্রমেতে হইল শূন্য সুখের কলস।
এখন' হরিছ কাল হইয়া অলস॥
উঠ উঠ শয্যা ছাড় শুয়ে কেন আর।
বাহিরেতে কি হয়েছে দেখ একবার॥
কেন আর ঘুমাইয়া সময় হারাও।
মশারির দ্বার খুলে মুখ তুলে চাও॥
এখন আলস্য নহে বিধান বিহিত।
সাধ্যমতে সিদ্ধ কর স্বদেশের হিত॥
ঈশ্বরের কাছে করি আশা এই মত।
রাজা হোন্ সুবিচারে সদাচারে রত॥
বাণীর কৃপায় হোক্ রাণীর কুশল।
সুখী হও ভারতের সন্তান সকল॥

গ্রীষ্মের অত্যাচার।

ভীষ্মসম মহাবল গ্রীষ্ম মহারাজ।
আইলেন ধরাতলে ধরি রণসাজ॥
বসন্ত সামন্ত সব জয় করি রণে।
বসিলেন মানুষের মন-সিংহাসনে॥
শাসনে শোষণ করে সিন্ধুর সলিল।
হুতাসনে দগ্ধ হয় মলয়া অনিল॥
জর জর কলেবর কেহ নহে স্থির।
আই ঢাই করে সদা সকল শরীর॥
প্রভাকর ভয়ঙ্কর খরতর তাপ্।
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
বাপ্ রে বাপ্॥

করিয়াছে দৃষ্টিরোধ জীব সবাকার।
ঘোর রিষ্টি মজে সৃষ্টি বৃষ্টি নাহি আর॥
কত বা রহিব আর চক্ষে দিয়া ঠুলি।
আগুনের কণা সম ধরণীর ধূলি॥
বিকট প্রকট রৌদ্র দৃশ্য যেন কাল।
করেতে দাহন করে আকাশ পাতাল॥
পাতাল করিয়া ভেদ শুষ্ক করে নীর।
উত্তাপেতে পুড়ে যায় বাসুকির শির॥
শমন সমান হলো শমনের বাপ্।
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
বাপ্ রে বাপ্॥

পৃথিবীর কোন সুখ মনে নাহি ধরে।
নিষ্ঠুর নিদাঘে প্রাণ ছট্‌ফট্ করে॥
অচল সবল যত বল বুদ্ধি হরে।
নিদ্রা নাহি করে বাস নয়নের ঘরে॥
কেবল বাতাস খাই হাতে লয়ে পাখা।
পাখার বাতাসে প্রাণ নাহি যায় রাখা॥
আপনি না থাকি আর আপনার বশে।
পৃথিবী ভিজিয়া যায় শরীরের রসে॥
সংসার সংহার করে গুমটের দাপ্।
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
বাপ্ রে বাপ্॥

ঘামাচি ঘামের ব্যাটা সাজাইল সাজি।
বাবু ভেয়ে যেন সব নাটুরের মাজি॥
চিড়ি চিড়ি চিড়্‌বিড়্ করে সব দেহ।
সকলে বিষম ব্যস্ত সুস্থ নহে কেহ॥
অবিশ্রাম ঝরে ঘাম রাম রাম হরি।
অলসে অবস অঙ্গ পিপাসায় মরি॥
ইচ্ছা করে শুষে খাই অকূল সাগর।
উদরি রোগের প্রায় উদর ডাগর॥
অহরহ ডুবে থাকি জলে দিয়া ঝাঁপ।
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
বাপ্ রে বাপ॥

মৃগতৃষ্ণা সমতৃষ্ণা প্রতি জনে জনে।
তৃষ্ণায় বিতৃষ্ণা কভু নাহি হয় মনে॥
দূরে থাক্ দীন হীন বড় বড় বাবু।
গ্রীষ্মের দমনে সবে হইলেন কাবু॥
পটাস্ পটাস্ দম ছিপি উঠে ঠেলে।
ঢকাস্ ঢকাস্ ঢক গালে দেন ঢেলে॥
বরফ মিশ্রিত করি পান করে সোদা।
ফালগুণে বিপরীত মুখে লাগে বোদা॥

জীবনে জীবন জ্বলে বুকে লাগে হাঁপ্।
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
বাপ্ রে বাপ্॥

অসহ্য সূর্য্যের কর সহ্য নাহি হয়।
অনল-উত্তাপে দহে জীব সমুদয়॥
বাতাসের মনে বড় হয়েছে হুতাশ।
হয় দৃশ্য বুঝি গ্রীষ্ম করে বিশ্ব নাশ॥
চারিদিকে পড়িয়াছে হাহাকার রব।
নদ নদী সরোবর শুকাইল সব॥
রবিকরে করে নাশ ভূচর খেচর।
জল বিনা জলাশয়ে মরে জলচর॥
স্বভাব স্বভাবে সবে পায় পরিতাপ।
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
বাপ্ রে বাপ্॥

ত্রিভুবন কম্পমান্ গ্রীষ্মের বিক্রমে।
ঘটিয়াছে ব্যতিক্রম স্বভাবের ক্রমে॥
ভুজঙ্গ ভক্ষক শিখী গোচর সবার।
সংপ্রতি উভয়ে নাই শত্রুভাব আর॥
থাকে শিখী বৃক্ষোপরে হিংসাদ্বেষ ভুলে।
নির্ভয়ে ভুজঙ্গ রহে সেই তরুমূলে॥
ধরিয়াছে ক্রূর অহি ধার্ম্মিকের ভেক।
মুখে পেয়ে ছেড়ে দেয় খাদ্যবস্তু ভেক॥
রবিতাপে ফোঁস্ ফোঁস্ ভুলিয়াছে সাপ্।
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
বাপ্ রে বাপ্॥

ক্ষেত্রে করি নেত্রপাত কাঁদে যত চাষা।
বিফল হইল সব বছরের আশা॥
আকাশেতে নীরদ যদ্যপি উঠে ভাই।
নিরাকার দেখে শুধু নীরাকার নাই॥
চাতকের পাতকের নাহি হয় শেষ।
জলধর ছাড়িয়াছে গগনের দেশ॥
বুঝা যায় সঠিক স্ফটিক জল হাঁকে।
জল দে রে, জল দে রে, জলদেরে ডাকে॥
পিপাসায় বাড়ে আরো প্রেমের প্রলাপ।
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
বাপ্ রে বাপ্॥

দিবসে প্রচণ্ড তাপে জ্বলায় শরীর।
কার সাধ্য হয় ভাই ঘরের বাহির॥
শীতল করিতে তনু যদি লই ছাতা।
ছাতার আশ্রয় করি বাঁচে নাকো মাতা॥
অখণ্ডিত পরমায়ু তবে লাভ হয়।
এ'বার বৈশাখ মাসে প্রাণ যদি রয়॥
প্রতপ্ত তপন-তাপ হয় সমাধান।
তার তাতে, বালি তাতে, তাতে বধে প্রাণ॥
তাপ উঠে লাগে ফুটে ছুটে দিই লাফ্।
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
বাপ্ রে বাপ্॥

দারুণ দুঃখের দশা কব আর কায়।
ঘর্ম্ম করে চর্ম্মভেদ মর্ম্মভেদ তায়॥
দিবানিশি সমভাব সমান শাসন।
হইল বিষম শত্রু অঙ্গের বসন॥
উলঙ্গ থাকিতে সদা অভিলাষ করে।
অঙ্গনা অঙ্গেতে নাহি অলঙ্কার পরে॥
সম্ভোগীর সম্ভোগেতে না হয় সম্ভোগ।
সংযোগীর ভাঙ্গিয়াছে সংযোগের যোগ॥
ঋতু হয়ে রতিদ্বেষী একি ঘোর পাপ।
ছাতি ফাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
বাপ্ রে বাপ্॥

বর্ষার অত্যাচার

আষাঢ়ের আগমনে সুখের সঞ্চার।
বরষার অধিকার হইল সংসার॥
ত্রিভুবন আচ্ছাদন করে অন্ধকার।
অবিরত ঘোর বৃষ্টি দৃষ্টি নাই আর॥
পূর্ব্বের স্বভাব সব হইল অভাব।
অকস্মাৎ অবনীর এই এক ভাব॥
দিন রাত্রি ভাত্রি দিন এক ভাবে রয়।
দিন রাত্রি ভাবি মনে দিন রাত্রি নয়॥
স্বভাবের ভাব পুনঃ ভাবিয়া না পাই।
তমভাব সমভাব, রাত্রি দিন নাই॥
কোথা সেই নিশাকর কোথা সেই রবি।
একবার নাহি দেখি উভয়ের ছবি॥
ঘন ঘন ঘননাদ বজ্রাঘাত হয়।
চমকে চপলা রাশি পলকে প্রলয়॥

বিজলি প্রভাবে বুঝি ভাবের আভাসে।
রবি শশী খসি খসি পড়িতেছে ত্রাসে॥
জলদের জলাঘাতে ভয়ে শশধর।
জলধির জলে গিয়া লুকাইল কর॥
কোথা ছিল কোথা এলো পোড়ে গণ্ডগোলে।
ঢাকিল কনককান্তি জনকের কোলে॥
পিতৃস্নেহে জলনিধি সজল নয়ন।
ক্রোধে করে ভয়ানক শরীর ধারণ॥
নদী নদ আদি করি লয়ে নিজ দল।
কল কল কলরবে প্রকাশিছে বল॥
বারিধর করে যত বারি বরিষণ।
রত্নাকর করে তাহা উদরে গ্রহণ॥
আনিয়া সকল জল নিজ পুরে বাঁধে।
বিপক্ষ শাসন করি শান্ত করে চাঁদে॥
কেহ কয় তাহা নয় শুন অভিপ্রায়।
গুরুদারা তারা-হরা পাপ কোথা যায়॥
হাতে হাতে প্রতিফল মৃগচিহ্ন গায়।
গুরুপাপে গুরু-সঁাপে গুপ্ত বরষায়॥
তদবধি পক্ষে পক্ষে কমে বাড়ে দেহ।
ভাদ্রের চতুর্থীযোগে নাহি হেরে কেহ॥
ছেলে বুড়া আদি কেহ বাহির না হয়।
দেখিলে অসংখ্য পাপ নষ্টচন্দ্র কয়॥
কেহ কহে তাহা নয় শুন বিবরণ।
স্নিগ্ধ করে দগ্ধ করে বিয়োগীর মন॥
সুচারু চাঁদের করে পেয়ে পরিশাপ।
বিরহী বিষাদে তারে দিলে অভিশাপ॥
স্বকর্ম্মের ফল ভোগে এই বর্ষাকালে।
জড়িত যামিনীনাথ জলদের জালে॥
তারানাথ তারানাথ শোকে সারা তারা
দুখে তারা মুদিয়াছে নয়নের তারা॥
ক্রমেতে বরষা রাজা কসিয়া কসিয়া।
শাসনে আনিল সব আসনে বসিয়া॥
তপন তাপিত হোয়ে মনে পেয়ে ভয়।
তনয়-আলয়ে আসি লইল আশ্রয়॥
রবি শশী উদয়ের বিরূপ ঘটন।
এ কালে হইবে কি সে কাল নিরূপণ॥
তিমিরে পুরিল বিশ্ব দৃশ্য নাহি হয়।
দিনমান্ রাত্রিমান্ অনুমান নয়॥
বরষারে ঘন করে ঘন অভিষেক।
মহানন্দে জলে স্থলে নৃত্য করে ভেক॥
কেকারবে নাচে শিখী পাখা বিস্তারিয়া।
সুখে ডাকে চাতকিনী উড়িয়া উড়িয়া॥
জল খায় বল পায় উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
বারি দে বারি দে বলি বারিদে না ডাকে॥
নদী নদ সিন্ধু হ্রদ সব একাকার।
জলে স্থলে প্রভেদ না দেখি কিছু আর॥
সদানন্দে অন্ধপ্রায় হোয়ে জ্ঞানহত।
যথা ইচ্ছা তথা যায় জলচর যত॥
ঋষি, যোগী, উদাসীন, যে যেখানে ছিল।
চাতুর্ম্মাস্য কোরে সব আশ্রয় লইল॥
পথিকের ক্লেশ-কথা কহা নাহি যায়।
পথেতে পয়ানকালে প্রমথের প্রায়॥
দেখিয়' শঠের মূর্ত্তি পূর্ণ হয় আশা।
বপন করিছে বীজ যত সব চাষা॥
প্রাণপণে কেহ বোনে কেহ বান্ধে আলি।
কেহ কেহ সুবৃষ্টি প্রদান কর কালি॥
উঠিছে ধানের বৃক্ষ বলে করি ভর।
সুদৃশ্য শ্যামল শোভা অতি মনোহর॥
পূবের পবন আসি মুখে প্রেম যাচে।
মৃদুস্বরে গান করে নাচে সেই গাছে॥
সহজে দুর্জ্জয় গ্রীষ্ম নহে পরাজয়।
সুযোগ পাইলে পরে করে করে জয়॥
যুবক যুবতী দোঁহে সুখে যুক্তি যথা।
কার্য্যকালে বিক্রম বিস্তার করে তথা॥
দেখিয়া বর্ষার মনে উপজিল ক্রোধ।
একেবারে দিলে তার কুকর্ম্মের শোধ॥
দিবানিশি বারিধর গ্রীষ্ম বাঁধিবারে।
করিলেন সুধাবৃষ্টি মুষলের ধারে।
রসিকা রসিক সহভাবে গদগদ।
সুখে কহে কর সার বরষার পদ॥
সংযোগীর ইচ্ছা মনে প্রেমের প্রভাবে।
চিরকাল এই কাল থাকে সমভাবে॥
প্রেমরসে মত্ত দোঁহে প্রেমানন্দঘোরে।
হায় রে বরষা ঋতু বলিহারি তোরে॥
অপরূপ একি তোর কারণের জোর।
অকারণে বাড়ে সদা নয়নের ঘোর॥

শীতের অত্যাচার।

পাইয়া স্বর্গের জল, প্রেমানন্দে ঢল ঢল,
করে শীত প্রভাব প্রচার।
ধরিয়া ভীমের বল, আইল হিমের দল,
ভয়ে জীব সিমের আকার॥
দারুণ মাঘের জাড়, বিন্ধিছে বাঘের হাড়,
নাহি তার রাগের ব্যাপার।
ঘুচিয়াছে ডাক্ ডোক্, জাক্ জোঁক্ হাঁক্ হোঁক্,
নাহি রোক বৈষ্ণব-আচার॥
গঙ্গা-সাগরীয় শীত, হইয়াছে বিকসিত,
হরষিত সংযোগী সকল।
সঙ্গমের যাত্রী যত, সঙ্গমের ক্রিয়া কত,
অবিরত কাঁপিছে কেবল॥
সঙ্গমে শীতল বারি, ডুব দিয়া যত নারী,
তীরে উঠি তনু টল টল।
উত্তরীয় সমীরণ, শব্দ করি স্বন্ স্বন্,
করিতেছে অঞ্চল চঞ্চল॥
বসন না থাকে বুকে, উড়িছে দক্ষিণ মুখে,
হেঁটমুখে টানে এক হাতে।
চালে মাত্র হাত খানি, প্রকৃতির টানাটানি,
সম্ভ্রম কি রক্ষা হয় তাতে॥
করেরে চঞ্চল করি, তাহার অঞ্চল হরি,
অঞ্চল নাচিয়া দেয় ছুট।
দুই হাতে দুই থাপা, কত দিকে দিবে চাপা,
কটি থেকে খোসে যায় খুঁট॥
এ দিক্ সারিতে যায়, আর দিকে ঘটে দায়,
উপায় না পায় কিছু পায়।
হাসে লোক পদে পদে, যুক্ত করে পদে পদে,
হাতে পদে বিপদ ঘটায়॥
হৃদয় চরণ কর, চমকিত পরস্পর,
তনু তায় ধনুর আকার।
ধন্য রে সঙ্গমতীর, জুড়িয়া লাবণ্যতীর,
পুরুষেরে করিছে প্রহার॥
বাতাসে উড়িছে বাস, দেখা যায় সুপ্রকাশ,
এ আভায় স্থূলবোধে লও।
তাহা নয় তাহা নয়, দৃশ্য হয় স্তনদ্বয়,
বুঝ ভাব ভাবুক যে হও॥
জাহ্নবী সাগর সহ, কেলি করি অহরহ,
করিতেছে সতীত্ব বিনাশ।
কামিনী হৃদয়োপর, কুচরূপ ধরি হর,
করে তাই প্রকোপ প্রকাশ॥
মুখে নাহি সরে কথা, এ যোগ হয়েছে যথা,
ইচ্ছা হয় যাই তথা উড়ে।
শিব দৃষ্টি শিব তাতে, করাঙ্গুলি বেল পাতে,
পূজা দিয়ে আসি মাথা খুঁড়ে॥
মকর সংক্রম যোগে, অষ্টদিন কষ্ট-ভোগে,
স্পষ্ট তায় বাড়ে অনুরাগ।
ডাগর পুণ্যের আশা, সাগর-সঙ্গমে আসা,
নাগর লুটিবে তার ভাগ॥
ল্যাজে মুখে এক হয়ে, বিবরের মাঝে রোয়ে,
ফণী আর নাহি তুলে হাই।
ভক্ষ্য ভেক ধরিবার, ফোঁস্ ফোঁস্ করিবার,
সাপের বাপের সাধ্য নাই॥
অচল হইল জল, নাহি তার কিছু বল,
শিশিরে সকল সুশীতল।
দূরেতে থাকুক স্নান, কেবা করে জল পান,
জল নয় দাঁতকাটা কল॥
নস্যিলোসা দধিচোসা, উষাকালে লয়ে কোশা,
যত সব গোঁসার গোঁসাই।
স্নান করি আঁতে আঁতে, লেগে যায় দাঁতে দাঁতে,
হাতে হাতে ফল ফলে ভাই॥
কলেবর দর দর, ওষ্ঠাধর থর থর,
স্তবপাঠ কথা কত ভঙ্গে।
মা-মা-মা-মা-ত-ত ত-ত সু-সু-র-র-ধ-ধ-ধ-ধ,
ধু-ধু-নী-নী-গ-গ-গ-গ-গং গে॥
এই শীতে নায় প্রাতে, আলোচাল কলাভাতে,
একসন্ধ্যা পেটে দেয় যারা।
বিধাতার লিপিযোগ, এজন্মের ভোগাভোগ,
পূর্ব্বজন্মে চোর ছিল তারা॥
তাহা নয় বিপ্রচয়, সাক্ষাৎ অনলময়,
ভয় কেন করিবেন জলে।
হিম ভীম অতিশয়, স্নিগ্ধ জল সমুদয়,
সহ্য হয় পূর্ব্ব পুণ্যফলে॥
সহজে হইল স্থির, কি করিতে পারে নীর,
যত শর্ম্মা অগ্নিশর্ম্মা যেন।
শীতের শীতল বারি, নাহি মানে কোন নারী,
প্রাতে নেয়ে বেঁচে আসে কেন॥
সুরতরঙ্গিণী দলে, সুর-তরঙ্গিণী জলে,
সুখে চলে অভয় শরীর।

স্বভাবে সমুদ্র কায়, লাবণ্যতরঙ্গ তায়,
কি করিবে তরঙ্গিণী নীর ॥
নরমন-দগ্ধ করা, নয়নে আগুন ভরা,
অনল শিখর পয়োধরে।
কোথায় শীতের বল, এক ঠাঁই অগ্নি জল,
ক্ষণে স্নিগ্ধ ক্ষণে দগ্ধ করে ॥
কুয়াশায় দৃষ্টি রোধ, দিগদিক্ নাহি বোধ,
সমরূপ সন্ধ্যা আর ভোর।
ঢুকিয়া গৃহীর পুরি, চোরে নাহি করে চুরি,
যত ব্যাটা চোর যেন চোর ॥
দম্পতীর মহাসুখ, দূরে গেল সব দুখ,
রাত্রিদিন হয়েছে সমান।
শরীরে শরীর ভুক্ত, দেখে শীত ত্রাসযুক্ত,
লেপ নাহি অঙ্গে পায় স্থান ॥
ক্ষণমাত্র নাহি ঘুম, নিয়ত হুমের ধুম,
উম্ বিরাজিত সেই স্থানে।
নানা উপচার ধরে, হৃদয় অধর করে,
পূজা করে দেব পঞ্চবাণে ॥
শীত সংযোগে বর্ষা, বিয়োগীর বুকে বর্শা,
মারিল মারিল একেবারে।
আনিবার হাহাকার, এমন কে আছে আর,
এ বিপদে বাঁচাইতে পারে ॥

দেহ আসি দেখা।

এ সুখ-সময় কোথা আছ রসময়।
দিবস-রজনী মম দহিছে হৃদয় ॥
নগরে নাগরী আশে প্রবাসে রহিলে।
বসন্তে একান্ত-কান্ত, কান্তারে দহিলে ॥
নগরে বসন্ত-শোভা নাহি এক বিন্দু।
বসন্তের সাক্ষী তথা আছে মাত্র ইন্দু ॥
যদি বল কোমল মলয়ানীল বহে।
মলগন্ধে মলয়জ সৌরভ কি রহে ॥
দেখ আসি সরোবরে মধুর মাধুরী।
মধুকর পদ্মদলে মধু করে চুরী ॥
নির্ম্মল শীতল জল ঢল ঢল করে।
অপাঙ্গ-ভঙ্গিম-ভরে মরাল বিহরে।
পদ্মের মৃণাল খায় পদ্মজবাহন।
নূপুরের ধ্বনি জিনি ডাকে ঘন ঘন ॥
ভাসিয়া মীনের দল লাবণ্য দেখায়।
সুরঙ্গে তরঙ্গ' পরে খেলিয়া বেড়ায় ॥
অহরহ তব সহ নিশি আগমনে।
নিকেতন গুরুজন ত্যাজিয়া গোপনে ॥
কুঞ্জবন পর্য্যটন করিতাম আসি।
তবু মুখ হেরি সুখ-সাগরেতে ভাসি ॥
দিবা অবসানে তব শুনিয়া সঙ্কেত।
উচাটন হতো মন লয়ে অভিপ্রেত ॥
পলাইত সে চাপল্য সুখ মিলনেতে।
কত সুখ হতো প্রেম-অনুশীলনেতে ॥
পরে যবে পরিহত স্বদেশ অঞ্চল।
তদবধি মম মন হইল চঞ্চল ॥
সে চাঞ্চল্য নিবারিতে আছে মাত্র একা।
তই বলি প্রাণবঁধু 'দেহ আসি দেখা ॥'

কালকন্যার সহিত বর্ষবরের বিবহ।

কাল-সুতা সর্ব্বনাশী, সংহারিণী যেই।
বর্ষবরে বরমাল্য, দান করে সেই ॥
ভগ্নকালে লগ্ন স্থির, মগ্ন সুখভোগ।
শুভক্ষণে শুভকর্ম্ম গণ্ডগোলযোগ ॥
কিছু মাত্র লঘু নয়, সমুদয় গুরু।
পুরোহিত নিশাকর, দিবাকর গুরু ॥
এ বরের নাপিত, হইবে কোনজন।
আপনি আপন মুণ্ড, করেন মুণ্ডন ॥
সুচারু শিবিকা দিবা, রাত্রি তা'র চাল।
তাহাতে চড়িল বর, বারে চক্রপাল ॥
প্রকৃতি মালিনী কৃত, দেখিতে সুন্দর।
ধূমকেতু হয়েছিল, মাথার টোপর ॥
অধ উর্দ্ধ জাঁতি কিবা, মাঝে তা'র ফাঁক।
সেই ফাঁকে চেপে কাটে, সংসার-গুবাক ॥
অপরূপ অগ্নিবাজী, করে গ্রীষ্মরাজ।
চমকিত সব লোক, দেখে তা'র কাজ ॥
এমন জাঁকের বিয়ে, আর নাহি হয়।
বরষা সয়েছে জল, ত্রিভুবনময় ॥
কাদম্বিনী রামাগণ, নানা ভাব ধরে।
ধরিয়া বরণডালা, স্ত্রী-আচার করে ॥
কত জাঁক বাজে শাঁক, উলু উলু মুখে।
কত সাজ সাজায়াছে, বাজায়েছে সুখে ॥

স্বরূপসী সৌদামিনী, বাসরে আসিয়া।
করেছে কৌতুক কত, হাসিয়া হাসিয়া॥
রীতিমত সাতবার, সাত পাক দিয়া।
ঘুরিয়াছে সাতবার, পিঁড়ি হাতে নিয়া॥
তারা তিথি আদি করি, শালা শালী যা'রা।
কাণ ধোরে কানুটি, দিয়েছে কত তা'রা॥
হায় একি অপরূপ, যাই বলিহারি।
শরদ গরদ বস্ত্র, বরসজ্জা ভারি॥
কুয়াসার মছলন্দে, বর দেন বার।
শীত ঋতু পরাইল, নীহারের হার॥
বসন্ত কুলজী শেষ, করিয়া প্রচার।
ঘটক বিদায় নিলে, শোভার ভাণ্ডার॥
কুটুম্ব অয়ন পক্ষ, নিমন্ত্রণ ল'য়ে।
এসেছিল বিয়ে দিতে, বরযাত্রী হ'য়ে॥
রাশিগণ অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
সকলেই সমাগত, হ'য়ে নিমন্ত্রিত॥
আমাদের পরমায়ু, ক'রে জলপান।
একে একে সকলেই, করিল প্রস্থান॥
ওলাউঠা বিকার, বসন্ত আর জ্বর।
আর আর ভয়ঙ্কর, কার্য্য বহুতর॥
এরা সব রবাহুত, কত পালে পালে।
হ'য়েছিল রোয়া ভাট, বিবাহের কালে॥
তাবুতেই উপযুক্ত, বিদায় লইয়া।
আশীর্ব্বাদ ক'রে গেল, সন্তোষ হইয়া॥
বিবাহ হইল শেষ, ওহে বর্ষবর।
মাচ্ নিয়া ঘরে গিয়া, বউভাত কর॥
একা তুমি এসেছিলে, চ'লে যাও একা।
দেখো যেন বোয়ে বরে নাহি হয় দেখা॥

রৌদ্র এবং বর্ষণ।

বিরাজিত প্রভাকর নভ-সিংহাসনে।
নিকর প্রখরতর কর ত্রিভুবনে॥
অনিলের উগ্রভাব অনল-ভূষণে।
সে তাপে তাপিত তনু তনু প্রতিক্ষণে॥
নিদাঘ প্রভাবে রবি তৃষ্ণাতুর মনে।
বিস্তারিল কোটি কর সমুদ্র শোষণে॥
কুরঙ্গিণী তুরঙ্গিণী মাতঙ্গিনীগণে।
জলাশয়ে জলাশয় খোঁজে বনে বনে॥
জলভ্রম ব্যতিক্রম তপন কিরণে।
ভ্রমে ভ্রমে বনে বনে তৃপ্ত নয় বনে॥
হত আশে ফিরে আসে সজল নয়নে।
হায় হায় কব কায় এ দুঃখ কেমনে॥
এইরূপে ক্লেশ কূপে মগ্ন জনে জনে।
কেবল মধুর হাস নলিনী বদনে॥
স্ব-বিবর ফণিবর ত্যজি ক্ষণে ক্ষণে।
ভ্রমিতেছে সুশীতল স্থল অন্বেষণে॥
মেরুরাজে শিখিকুল ছায়া দরশনে।
হরিষে সরল মনে বসে সে আসনে॥
ঘোর রণ বরুণের অরুণের সনে।
আদিত্য প্রমত্ত তাই বহ্নিবরিষণে॥
প্রতিজ্ঞা করিল রবি বরুণ-শাসনে।
শূন্যপথে চলে রথে ঘর্ঘর ঘোষণে॥
গ্রহ আট করি ঠাট বীর আভরণে।
তারা সঙ্গে তারা রঙ্গে বেগে ধায় রণে॥
বরুণের সেনাপতি বরষা স্বগণে।
যুদ্ধ হেতু ক্রুদ্ধভাবে আসে আস্ফালনে॥
সাজিয়া জলদদল যুঝে প্রাণপণে।
তপন গোপন, ভয়ে আপন ভবনে॥
বরুণের রাজধানী হইল বিমানে।
সাজিছে কাদম্ব চারু কনকভূষণে॥
হারাবলী বলয় বিলাস নিরীক্ষণে।
না বুঝে বিজলি খেলা বলে সাধারণে॥
সরস অন্তরে ঘন বরিষে সঘনে।
শীতল হইল ধরা সলিল ভক্ষণে।

মন মিশনরি।

বুঝে শেষ সবিশেষ নিবেদন করি।
বিহিত বচন ধর মন মিশনরি॥
জগতের অধিপতি একমাত্র যিনি।
সমভাবে সকলের সাধনীয় তিনি॥
তাহাতে বিতর্ক করি বিফল বিচার।
ভক্তির অধীন বিভু যুক্তি এই সার॥
জাতি ধর্ম্ম পাত্রভেদ কিছু নাই তাঁয়।
যে ভাবে যে ভাবে তাঁরে সে ভাবে সে পায়॥
মিছে কেন মগ্ন হও মহাভ্রান্তিকূপে।
দেহে তিনি অবস্থিত পরমাত্মারূপে॥
জ্ঞানেরে স্থাপন কর মনের আধারে।
মর্ম্ম বুঝে কর্ম্ম কর ধর্ম্ম অনুসারে॥
জগতের ত্রাণকর্ত্তা মহাপ্রভু ঈশু।
এই বাক্যে মজাইলে সমুদয় শিশু॥

সহজে বালক জাতি পশুর সমান !
হিতাহিত পুণ্যপাপ নাহি প্রণিধান ॥
আপনি পরম প্রাজ্ঞ বিদ্যাবিশারদ।
পরীক্ষায় প্রাপ্ত হ'লে পাদরীর পদ ॥
এইরূপ সম্ভ্রমের অধিকার নিয়া।
বার বার কেন কর অজ্ঞানের ক্রিয়া ?
রসনা-ধনুকে যুড়ি মিষ্টবাক্য বাণ।
শিশু পশু বধ কর ব্যাধের সমান ॥
শূন্য করি জননীর হৃদয়-ভাণ্ডার।
হরণ করিয়া লহ প্রাণের কুমার ॥
থাকিতে জীবিত পুত্র মরণের প্রায়।
পিতা মাতা মনোদুখে করে হায় হায় ॥
অনিবার হাহাকার চক্ষে জলধারা।
ব্যাকুল যেমন ফণী হয়ে মণিহারা ॥
সন্তান কাড়িয়া লহ ভেঙ্গে সুখবাসা।
একেবারে শেষ হয় জীবনের আশা ॥
মিশনরি মন ভাই কি কহিব আর।
ধার্ম্মিকের কর্ম্ম নহে এরূপ প্রকার ॥
ঈশু ভ'জে পরকালে মোক্ষ লাভ আছে।
এ কথা বোলো না আর শিশুদের কাছে ॥
প্রভুর পূজার কল্পে নাহি ভিন্ন ভেক।
যেরূপে যে পূজা করে পূজনীয় এক ॥
করিলে মানুষ পূজা উঠে মুক্তিধ্বজা।
উদ্ধার না হয় কেন যত কর্ত্তাভজা ॥
তাহারা মনুষ্য-পূজা, করে অহরহ।
কিছুমাত্র ভেদ নাই তোমাদের সহ ॥
ভুবন হইল মুগ্ধ কুহকের গুণে।
ঢেঁকি ভ'জে স্বর্গলাভ হাসি পায় শুনে ॥
পরম পদার্থ যদি ঈশুখ্রীষ্ট রায়।
তবে কেন ম'রে যাবে পেরেকের ঘায় ॥
হায় হায় কব কায়, মনে হয় শোক।
ঈশুরে মারিল কেন ইহুদীর লোক ?
মেরীপুত্র ঈশু যদি ঈশু বস্তু হবে।
জুসজাতি প্রেম কেন না পাইল তবে ?
ঈশু ঈশ যদি হন সংশয় কি তায়।
হইত জগৎ শুদ্ধ এক অভিপ্রায় ॥
পরস্পর অন্তরেতে দ্বেষ পরিহরি।
সকলে পাইত ত্রাণ ঈশু নাম করি ॥
চরমে পরম ধন যদি চাহ সুখে।
দিও না শিশুর কানে ঈশু নাম ফুকে ॥
ভ্রান্তির সাগরে বাঁধ সেইরূপ সেতু।
পরধর্ম্মে দ্বেষ শুধু অধর্ম্মের হেতু ॥
নিজে নিজে তার স্কন্ধে যেই অন্ধ চড়ে।
উভয়ে চলিতে পথ কূপমধ্যে পড়ে ॥
দীপবাহকের ভাব নাহি যায় জানা।
অন্যেরে দেখায় পথ নিজে কিন্তু কাণা।
আপনার কর কাল নাহি দেখ চেয়ে।
হর কাল বালকের পরকাল খেয়ে ॥
ভবসিন্ধু চর্চ্চঘর তরি তাহে কপ।
কর্ণধার মহাপ্রভু রেবরেণ্ড ডফ্ ॥
শমন দমন ভয়ে শুনে ঈশু-কথা।
বালক পালক নেড়ে পার লয় তথা ॥

স্তুতি।

জয় জয় পরমেশ, আদি নাই, নাই শেষ,
ব্যাপিয়া র'য়েছ চরাচর।
অরূপ স্বরূপ সার, সকলের মূলাধার,
তুমি নও জ্ঞানের গোচর ॥
জ্ঞানাতীত জ্ঞানময়, নিরাময় নিরালয়,
নির্ব্বিকার নিত্য নিরাকার।
ভ্রমে হ'য়ে অভিমানী, যে বলে তোমায় জানি,
কিছু মাত্র জ্ঞান নাই তার।
কি ব'লে ডাকিব, আহা, ভাবিয়া না পাই তাহা,
নাম নাই নাহিক উপাধি ॥
সাধনার তুমি ধন, সাধিছে সাধক জন,
সাধ্য নাই, আমি কিসে সাধি ॥
কিছুই না হয় স্থির, অনল অনিল, নীর,
কত বা দেখিব আর ভূমি।
কোথা হে ভবের পতি, কি হবে আমার গতি,
অগতির গতি নাকি তুমি ॥
দাতারাম নাম ধর, দীনে দয়া দান কর,
ত্রাণ কর ভবের বন্ধনে।
কি করি, কোথায় যা'ব, কোথায় তোমায় পা'ব,
উপায় না পাই ভেবে মনে ॥
কেহ কয় এই হয়, কেহ কয় এই নয়,
এই এই কহিছে সবাই।
মিছে করি ডাকাডাকি, মিছে করি তাকাতাকি,
মিছে আঁখি দেখিতে না পাই ॥
ডাকি যত বার বার, উত্তর কি দেও তা'র,
কিছু আর না পাই শুনিতে।
ভ্রমে ঘূরি দেশ দেশ, এ দিকে হতেছে শেষ,
মিছে দিন গুণিতে গুণিতে ॥

এই আমি, তুমি কই, মুখে তব নাম কই,
কেবল হইল সার ডাকা।
নিশ্বাস বায়ুর সহ, আয়ু যায় অহরহ,
কোন মতে নাহি যায় রাখা॥
তুমি কেবা আমি কেবা, কেবা করে কা'র সেবা,
কিছুই না সন্ধান পেলেম।
বুঝিতে না পারি সার, শুধু করি হাহাকার,
মিছামিছি এলেম্ গেলেম্॥
কিছু নাহি জানিলেম, কি ছিলেম্ কি হলেম্,
আবার কি হ'ব আমি শেষে॥
কোথা হ'তে আসিয়াছি, এখন্ কোথায় আছি,
এর পরে যাব কোন্ দেশে॥
কা'র বলে আমি বলি, কা'র বলে আমি বলী,
চলি বলি, কা'র অনুরাগে।
এখন যে, আমি বলি, এই আমি হ'য়ে বলী,
এ আমি, কি বলিয়াছি আগে॥
যদি ব'লে থাকি আমি, আমি নই তা'র স্বামী,
কে আমায় 'আমি' বলায়েছে।
এ কথা সুধাই কা'রে, সার কয় কে আমারে,
ভেবে মন ব্যাকুল হয়েছে॥
করি নাথ, প্রণিপাত, ধরি হাত বল, তাত,
'আমি' বলা কত দিন র'বে।
এই আমি ছিল সেই, এই আমি এই এই,
এ 'আমি'র শেষ হবে কবে॥
নাহি বুঝি সবিশেষ, কোথা পাব উপদেশ,
আমি-শেষ, কে করে আমার।
করি বিভু কৃপাদেশ, তুমি না করিলে শেষ,
শেষ তবে কে করিবে আর॥
যতক্ষণ আমি রই, ততক্ষণ আমি কই,
এ 'আমি' ত আমি নাহি র'ব।
বল হে ভুবন-স্বামি, এখন রহেছি আমি,
'আমি' গেলে আমি হে কি হ'ব॥
কি তোমার মনে আছে, জানিব তা কা'র কাছে,
তুমি কিছু বল না ত মুখে।
ভাবিলে বিরূপ হয়, লোকেতে পাগল কয়,
মিছামিছি মরি মনোদুখে॥
এক দশা সবাকার, কেহ নাহি জানে সার,
মন খুলে কেহ না প্রকাশে।
জিজ্ঞাসা করিলে পরে, পাগলে পাগল করে,
পাগলে পাগ ব'লে হাসে॥
পরস্পর ভাষাভাষি, কেবল দে'তোর হাসি,
করে শুধু বিবাদ বিচার।

ভাব ল'য়ে আঁচাআঁচি, একে ত পাগল আছি,
পাগল ক'রো না তুমি আর!
এ ভাবে ত নাহি র'ব, অভিরুচি যাহা তব,
যা হবার তাই হ'ব শেষে।
যেরূপে যেমন ভাবে, যেখানেতে ল'য়ে যা'বে,
আজ্ঞা ল'য়ে যাব সেই দেশ॥
আমি ত স্বাধীন নই, তোমার অধীন হই,
ক্ষমতা আমার কিছু নাই।
আমি হই আজ্ঞাধারী, তুমি হও আজ্ঞাকারী,
যেমন করিবে হ'বে তাই।
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, ইচ্ছায় সকলি হয়,
ইচ্ছামতে করিতেছ সব।
কেন সৃষ্টি করিতেছ, কেন পুনঃ হরিতেছ,
কার সাধ্য করে অনুভব॥
কত হেরি মনোহর, কত হেরি ভয়ঙ্কর,
স্থিরতর না হয় নির্ণয়।
হ'লো হ'লো এই এই, গেল গেল নেই নেই,
এই নেই এই পরিচয়॥
কেন সেই কেন এই, এই এই নেই নেই,
কিছুই না হই অবগত।
এই নেই মনে এনে, আমারে না আমি জেনে,
হাসিব কাঁদিব আর কত॥
গত কাল, কত কাল, ইহকাল পরকাল,
কাল, কাল হইল আমার।
ইহকাল এই হয়, পরকাল কারে কয়,
কে করে এ কালের বিচার॥
অদৃষ্ট কোথায় রয়, ইন্দ্রিয় গোচর হয়,
এ কথা কহিব কা'র কাছে!
ফুটিতে না পারি মুখে, ভয়ে মরি এই দুখে,
নাস্তিকে নাস্তিক বলে পাছে।
নিতান্ত তোমার হই, নির্ভয়ে তোমায় কই,
তোমা বই বলি কা'রে আর।
সভয়ে অভয় দিয়া, জ্ঞান-শশী প্রকাশিয়া,
নাশ কর ভ্রম-অন্ধকার॥
স্বভাবেতে ভাব রয়, মনে যাতে স্থির হয়,
মনোময় হ'য়ে কর তাই।
বশীভূত হ'লে মন, পাইব অমূল্য ধন,
আর আমি কিছুই না চাই॥
সঞ্চিত যা ছিল কায়, বঞ্চিত হতেছি তায়,
পুন তাহা হবে না সঞ্চার।
বড় আর নাহি বাকী, যটা দিন বেঁচে থাকি,
এখন দিও না ফাঁকি আর॥

নিশ্বাস যেতেছে যত, বিশ্বাস যেতেছে তত,
জীবনে আশ্বাস নাহি করি।
বিস্তার করিয়া গ্রাস, প্রাণেরে করিছে নাশ,
কাল আছে কেশ-পাশ ধরি॥
এখন তখন নাই, কখন চলিয়া যাই,
কি হইবে দেখিতে দেখিতে।
এ ভাবে কি দেহ র'বে, তখন পতন হ'বে,
কিছু আর না হ'বে বলিতে॥
শ্বাসরোধ হ'লে পর, জীবন বিহঙ্গবর,
কলেবর পিঞ্জর ছাড়িয়া।
কোন্‌পথে উড়ে যা'বে, কেহ না দেখিতে পা'বে,
সব র'বে অজ্ঞান হইয়া॥
এই প্রাণ এই দেহ, যার প্রতি এত স্নেহ,
এ আমার চিরধন নয়।
আজ কিংবা কাল মরি, মরণে না ভয় করি,
মরণ বারণ কিসে হয়॥
যেখানে যে ভাবে হরি, দেহ-যাত্রা শেষ করি,
জ্ঞানে মরি এই মনস্কাম।
ধ্যান করি জ্ঞানযোগে, রসনায় রস ভোগে,
জপিতে জপিতে তব নাম॥
যদি হয় শয্যা-সার, বসিতে না পারি আর,
যদি কিছু না শুনি শ্রবণে।
যদি না দেখিতে পাই, তাহে কিছু ক্ষোভ নাই,
তোমায় স্মরিব মনে মনে॥
যদি হয় বাক্য রোধ, যেন থাকে এই বোধ,
তুমি আছ অন্তরে আমার।
হৃদয়ে তোমায় দেখে, যা'ব এই ভব থেকে,
এর বাড়া ভাগ্য কি আমার॥
আর নাহি আমি রব, আর নাহি আমি কব,
আমার রবে না কিছু আর।
যদি কিছু থাকে শেষ, কি কহিব সবিশেষ,
কোরো তাই যা হয় বিচার॥

তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই।

সাংসারিক কত ক্লেশ করিতেছ ভোগ।
মনে মনে এই বোধ শিক্ষা হবে যোগ॥
সুখের বাসনা যত করি পরিহার।
নিরাহারে কভু থাক, কভু নীরাহার॥
ইচ্ছাধীন আহার না চাহ কা'রো ঠাঁই।
এরূপ সাধনা করি কোন ফল নাই॥
জলদের মুখ চেয়ে গগনেতে থাকে।
শুনা যায় সঠিক, ফটিক জল ডাকে॥
প্রাণান্তে মহীর নীর কভু নাহি লয়।
চাতক চাতকী তবে যোগী কেন নয়?

বাহ্যিক বিষয়ে প্রায় বাসনা-বিহীন।
লোকের সমাজে তুমি সাজিয়াছ দীন॥
ত্যজিয়াছ বসন ভূষণ চারু বেশ।
উলঙ্গ সন্ন্যাসী হ'য়ে ভ্রম দেশ দেশ॥
পরিচ্ছদ পরিহারে প্রাজ্ঞ হ'লে পর।
উদ্ধার হইত কত খেচর ভূচর॥
স্বেচ্ছাধীন চিরদিন যথা তথা ভ্রমে।
সুখ ভোগ আতিশয্য নাহি কোন ক্রমে॥
লজ্জাহীন দিগম্বর নিজ ভাবে রয়।
বনের গর্দ্দভ তবে যোগী কেন নয়?

স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে তুমি, স্বেচ্ছাচার ধর।
খাদ্যাখাদ্য কিছু নাহি বিবেচনা কর॥
ঘৃণাহত, সুখে রত, স্বমত প্রচার।
কোন মতে নাহি কর আচার বিচার॥
যাহা ইচ্ছা সুখে তাহা করিছ ভক্ষণ।
ভক্ষণ কখন নয় যোগের লক্ষণ॥
আহারের লোভে সদা বেড়ায় ঘুরিয়া।
যায়া পায় তাহা খায় উদর পূরিয়া॥
ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারেতে ঘৃণা নাহি হয়।
শূকর-শূকরী তবে যোগী কেন নয়?

শরীরের সমুদয় লোমকূপ ঢেকে।
দিবানিশি থাক তুমি ছাই-ভস্ম মেখে॥
বড়ছটা ঘোরঘটা ভজনার জাঁক।
মাঝে মাঝে উচ্চরবে ছাড়িতেছ ডাক॥
ভ্রম হেতু যোগতত্ত্বে হারায়েছ দিশে।
ডেকে ডেকে ছাই মেখে যোগী হ'বে কিসে॥
ভস্মমাখা কলেবর দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
ভয়ে কাঁপে থর থর দেখে যত নর॥
থেকে থেকে ডাক ছাড়ে, ভস্মমাঝে রয়।
কুকুর-কুকুরী তবে যোগী কেন নয়?

শীত গ্রীষ্ম সহ্য কর নিজ দেহবলে।
দুঃখ বোধ নাহি মাত্র রৌদ্র আর জলে॥
জল আর তৃণফল করিয়া আহার।
তপস্যায় চিরকাল করিছ বিহার॥
সমভাবে সহ্য কর সকল সময়।
তপস্বীর এই যদি সত্যধর্ম্ম হয়॥

তৃণ জল খায় সুধু কাননে বসতি।
হিংসামাত্র নাহি করে, সদা শুদ্ধমতি॥
শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র, জল, সহ্য সমুদয়।
বনের হরিণ তবে যোগী কেন নয়?

শিবদুর্গা, তারা, রাম, বলিতেছ সুখে।
সদা কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ মুখে॥
দেবদেবী নাম সব মনে পড়ে যত।
উচ্চৈঃ স্বরে উচ্চারণ কর তুমি তত॥
লোকমাঝে জ্ঞানী হও স্তব পাঠ করি॥
দেবদেবী নাম নহে ভবসিন্ধু-তরী॥
কৃষ্ণ, রাম, মুখে বলি মুক্ত হ'লে পর।
মুক্তিপদ প্রাপ্ত হ'ত বিহঙ্গ খেচর॥
রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা, সদা মুখে কয়।
শুক আর শারী তবে, যোগী কেন নয়?

মঠধারী হও তুমি, লইয়াছ ভেক্।
ছুটি ভাই প্রভুপ্রেম সুখে অভিষেক॥
সঙ্গতের সঙ্গগুণে, পঙ্গতে বসিয়া।
অধর-অমৃত খাও রসিয়া রসিয়া॥
পত্রে পত্রে এক করি প্রভুপ্রেম যাচ।
উচ্ছিষ্ট আহার করি বাহু তুলে নাচ॥
আহার দেখিলে পরে সন্তোষিত থাকে।
লাঙ্গুল বিস্তার করি মেও মেও ডাকে॥
পাতের উচ্ছিষ্ট খেয়ে মনে তুষ্ট রয়।
গৃহীর বিড়াল তবে যোগী কেন নয়?

রঙ্গ দিয়া অঙ্গরাগ, অঙ্গ সুশোভিত।
দেখে হয় মানুষের মানস মোহিত॥
শিষ্টবেশ হতকেশ অপরূপ ভাব।
সমুদয় শরীরেতে পরিপূর্ণ ছাব॥
নাসিকায় চিত্র করা, তাহে রসকলি।
গলায় ত্রিকণ্ঠী বান্ধা, গায়ে নামাবলী॥
ছাব্ মেরে ভাব জারি, তাহে কিবা ফল।
তিলক কুতলি নহে মুক্তির সম্বল॥
বিচিত্র করিলে দেহ, যোগী যদি হয়।
ময়ূর-ময়ূরী তবে যোগী কেন নয়?

পূজা হোম যজ্ঞ যাগ নানারূপ ক্রিয়া।
গঙ্গাতীরে ধূম-ধাম কোশাকুশি নিয়া॥
ফুল তুলি স্নান করি পূজায় নিবেশ।
মালীর মালঞ্চ সব করিয়াছ শেষ॥
পিতলের গোপালের পরম আদর।
নির্ম্মাণ করহ শিব কাটিয়া পাথর॥
লইয়া পিত্তলখণ্ড মাখাও চন্দন।
মনে মনে ভাব তা'য় নন্দের নন্দন॥
ঘাঁটিয়া প্রস্তর কাঁসা যোগী যদি হয়।
কাঁসারি ভাস্কর তবে যোগী কেন নয়?

সুখ দুখ কিছুমাত্র বোধ নাই মনে।
সমভাবে একা তুমি বাস কর বনে॥
দিবানিশি ধরাসনে মুদিয়া নয়ন।
কণ্টক তৃণের পৃষ্ঠে সুখেতে শয়ন॥
গোপনে নিবিড় স্থানে আছ মাত্র একা।
মানুষের সঙ্গে আর নাহি হয় দেখা॥
এরূপ বিরল ভা'বে বাস করি বনে।
সিদ্ধ হ'য়ে বিভু পায় ভ্রমমাত্র মনে॥
নিয়ত নির্জ্জন হ'য়ে বনবাসে রয়।
ভল্লুক শার্দ্দূল তবে যোগী কেন নয়?

শরীরে বিশেষ চিহ্ন করিয়া প্রকাশ।
বাহিরে জানাও স্বীয় ধর্ম্মের আভাস॥
বাধ্য করি নিজ মতে বদ্ধ করি দল।
বিস্তার করিছ ক্রমে যত যুক্তি বল॥
ধর্ম্মের সূচনা করি নাম হ'ল জারি।
নানারূপ গীতবাদ্য আড়ম্বর ভারি॥
সাধনায় সাধুভাব স্বভাবে সরল।
ভিন্ন এক চিহ্ন ধরি কিছু নাহি ফল॥
ঢোল মেরে গোল ক'রে জ্ঞানী যদি হয়।
নট নটী, যাত্রাকর যোগী কেন নয়?

তত্ত্ব-গীত।

ওহে মধুকর, কর কি আশা।
কেন ভবে তব হ'য়েছে আসা?
যেমন ভাবিবে, তেমন হ'বে।
ভাবি হে তোমার, ঘোষণা রবে॥
কর মধু আশা চরম পদে।
পরমার্থ কলি দলো না পদে॥
সংসার-কেতকী, তাহা কি চাও।
অন্তর-রাজীব পশ্চাতে চাও॥
একান্ত বাসনা, মার্ত্তণ্ড করে।
নিতান্ত কমলে প্রফুল্ল করে॥
ম'লে ফুল্ল ফুল প্রোমদ ঘ্রাণ।
লোলে মধুলিহ, বাঁচিবে প্রাণ॥

ভ্রমে মধুহীন কণ্টকী-ফুলে।
গেলে অন্ধ হ'বে পরাগ কুলে॥
পাতকী কেতকী, শুধুই ঘ্রাণ।
পড়িলে তাহাতে নাহি হে ত্রাণ॥
অসি সম ধার পাতার তা'র।
পক্ষ ছিন্ন হ'বে বলি হে সার॥
থাকিতে যাইতে না পারে মন।
এ হেতু নিশ্চয় কর হে পণ॥
প্রেয় কেতকীর পাশে না যা'বে॥
শ্রেয়ঃ পদ্মিনীতে সন্তোষ পা'বে॥
নিত্য মধু পেয়ে ত্যজ না ওহে।
বৃথা ভ্রম কেন সংসার-মোহে॥
সৌরভ গৌরবে, বিষ প্রসূন।
আছয়ে বর্দ্ধিত, বলি হে শুন॥
তা'র তার পেলে, না হ'বে ভুল।
ভব ঘুরে যার না পাবে তুল॥
অতএব বলি শুন হে সার।
পঙ্কজের পর লহ হে তার॥
কত শত অলি ভ্রমিছে তথা।
সাধু সাধু বলি কহিছে কথা॥
নাহি শোক মোহ কিছুই কা'র।
পরমার্থ ভাবি গলার হার॥
একমাত্র সেই, সত্য বিধান।
ক'র সত্য পণ, মনোনিধান॥

ঈশ্বরের প্রতি।

জয় জয় জগন্নাথ জগদীশ জয়।
একমাত্র সত্য তুমি, মিছে সমুদয়॥
ভূতাতীত ভূতনাথ, নিত্য নির্ব্বিকার।
সর্ব্বভূতে আবির্ভূত, তুমি সর্ব্বসার॥
ধাতা পাতা ত্রাতা তুমি, তুমি সর্ব্বময়।
সৃজন পালন লয়, কটাক্ষেতে হয়॥
বুঝিতে না পারি তব ভাবের আভাস।
কেনই সৃজন কর, কেন কর নাশ॥
কেন কর, কেন হর, কেন বা জিজ্ঞাসি।
তুমি কোথা. আমি কোথা, মিছে ভাব ভাবি॥
জরা আসি দেহ ভোগ করে অহরহ।
মরণের আগমন, জনমের সহ॥
জন্মিলে জগতীপুরে, মরিতেই হয়।
এ মরণ নিবারণ, কিছুতেই নয়॥
বুঝিতে না পারি কিছু, করি হাহাকার।
কেন জন্ম? কেন মৃত্যু? কেন এ সংসার॥
পাঁচ ভূতে জড়ীভূত ভূতের আগার।
অভিভূত হই দেখে ভূতের ব্যাপার॥
পঞ্চের প্রপঞ্চ এই, সকলি অসার।
অসারেতে সার বোধ, মায়ার বিকার॥
মায়ামদে মত্ত আমি, অন্ধ অনিবার।
মোচন না হয় কভু লোচনের দ্বার॥
দেখিতে না পাই কিছু বস্তু আপনার।
আমায় না জেনে করি আমার আমার॥
সকলেই করিতেছে, আমার তোমার।
কে আমার, আমি কার কেবা হয় কার॥
কেহ আর নাহি ভাবে, বিহিত বিশেষ।
কি ছিলেম, কি হলেম, কি হইব শেষ॥
বল নাথ কার কাছে সার কথা পাব।
কোথায় এসেছি আমি, কোথায় বা যাব॥
অভাবেতে মনে শুধু ভাবের উদয়।
মরণ নিকট অতি, স্মরণ না হয়॥
কিছুই না করিলাম আপনার পুরে।
মিছে কাল হরিলাম, মরিলাম ঘুরে॥
বুঝিবার কিছু নয় ভবের ব্যাপার।
মিছামিছি হই হই কেন করি আর॥
এই দেহ, এই আমি, অজর অমর।
এ ভাব না উঠে যেন মনের ভিতর॥
হৃদয়ে উদয় হও, করি অনুরোধ।
এখনি ছাড়িব দেহ, দেহ এই বোধ॥
যতক্ষণ দেহে প্রাণে না হয় বিচ্ছেদ।
ততক্ষণ মনে যেন নাহি থাকে খেদ॥
কিছুমাত্র নাহি করি মরণের ভয়।
তোমার অভয় পদে মন যেন রয়॥
ধরিয়া তোমার ধ্যান, আঁখি মুদে থাকি।
না করিয়া কোন রব, মনে মনে ডাকি॥
প্রয়োজন নাহি আর অন্য আলাপনে।
প্রাণ মন নত হ'ক তোমার চরণে॥
একেবারে ডুবে যাই ভাবের সাগরে।
ভাবময় তব ভাব, ভাবি ভাব-ভরে॥
ধ্যানে জ্ঞানে তোমায় হেরিব জাগরণে।
নিদ্রা যেন নাহি আসে নেত্র-নিকেতনে॥
বিফলে ঘুমাই যদি, মিছে কাল যায়।
অন্তরে জাগিয়ে তুমি, জাগাও আমায়॥
যে ঘুমের ঘোর নাই, নাহিক চেতন।
যে ঘুমে স্বপন নাই, নাই জাগরণ॥
একবার হ'লে সেই মহানিদ্রাগত।
উঠিতে না হয় আর জনমের মত॥

যতক্ষণ সেই ঘুম না ধরে আমায়।
ততক্ষণ জাগরণে হেরিব তোমায়॥
সে ঘুমের কর্ত্তা তুমি, আর কেহ নয়।
তুমি না পাড়ালে ঘুম, সে ঘুম কি হয়॥
যখন পাড়াবে ঘুম ঘুমাব তখনি।
এখন পাড়াতে হয় পাড়াও এখনি॥
পাড়াও পাড়াও ঘুম, পাড়াও আমায়।
সকলে দেখুক্ চেয়ে, ঈশ্বর ঘুমায়॥
ঘুমাইলে ঈশ্বর, জাগাবে কেবা আর।
একেবারে শেষ হবে গুপ্ত সমাচার॥
পাড়' ঘুব পায়ে ক'রে, নাচাতে নাচাতে।
নিজে নাচো গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে॥
তব মুখ পানে আঁখি মেলিতে মেলিতে।
ঢুল' ঢুল' হ'বে শেষ দেখিতে দেখিতে॥
ঘুম' ঘুম' বলিবে হে কোলে শোয়াইয়া।
একেবারে নিদ্রা যাব নয়ন মুদিয়া॥

প্রার্থনা।

গুণাতীত গুণময়, সৃজন পালন লয়,
তোমার ইচ্ছায় হয় সব।
মহিমা বুঝিতে তব, বিধি, ভব, পরাভব,
ভাবহীন কেশব বাসব॥
যখন যে দিকে চাই, যেরূপ দেখিতে পাই,
কিছু নাহি হয় নিরূপণ।
নদী নদ রত্নাকর, কানন ধরণীধর,
সকলি তোমার নিকেতন॥
তরুণ অরুণ ছবি, নয়নে নিরখি কবি,
কত ভাব উদয় অন্তরে।
অন্ধকার করি দূর, দিনপতি তিন পুর,
আলোকেতে পুলকিত করে॥
রজনী সজনী সনে, সুধাকর আগমনে,
করে কত গরিমা প্রকাশ।
প্রফুল্ল কুমুদ দল, মধুভরে ঢল ঢল,
গন্ধবহে বহে তার বাস॥
চকোরনিকর সুখে, শশিগুণ গায় মুখে,
করে সুধা পুলকে ভোজন।
বিশ্রাম কুটীরে হরি, জ্ঞান-যোগে ধ্যান ধরি,
যোগী করে তোমার সাধন॥
দিবাকর নিশাকর, দুই আঁখি তুমি ধর,
আকাশ তোমার কলেবর।
পবন নিশ্বাস হয়ে ভ্রমিছে সৌরভ ব'য়ে,
চরণ ধরণী ধরাধর॥
তুমি বিভু বিশ্বময়, রূপ তব দৃশ্য নয়,
শাস্ত্রে কয় কেবল চিন্ময়।
তব গুণ বর্ণিবারে, বর্ণাবলী বলিহারে,
বর্ণনে বিবর্ণ বর্ণ হয়॥
দয়াময় দয়া কর, দাসের দুর্গতি হর,
দৃষ্টি দেহ চাহিয়া এ দীনে।
গতি হীন আমি অতি, অগতির তুমি গতি,
ক্ষমাকর, ক্ষমা কর ক্ষীণে॥
মাতিয়া বিষয়-মদে, না ম'জে তোমার পদে,
পদে পদে বিপদ আমার।
বিশেষ কহিব কত, অপরাধ আছে যত,
কৃপা করি কর পরিহার॥
দোষ পাপ যত মম, হয়েছে তৃণের সম,
নাম তব, প্রবল অনল।
ভরসা হতেছে মনে, পুড়ে সেই হুতাশনে,
ছার খার হইবে সকল॥
যা হবার হইয়াছে, তাহে কি উপায় আছে,
কৃপা কর এখন আমায়।
অসার ভাবিয়া সার, পুনর্ব্বার যেন আর,
পাপ পথে মন নাহি ধায়॥
ভাবভরে হয়ে ভাবী, কেবল তোমায় ভাবি,
ভাবী কালে ভাল যেন হয়।
কর নাথ পরিত্রাণ, দেহ আর মন প্রাণ,
তোমাতেই করিলাম লয়॥

শরদ্বর্ণন।

ভেকের ভীষণ রব, এতদিনে অপহ্নব,
সুসময় শরদ আইল।
বিমল রজতাকার, হইলেন সুধাধার,
চন্দ্রিকার মালিন্য যাইল॥
তুষারে তৃণের দল, উষাকালে ঝলমল,
করে কিবা শরদ তপনে।
যেন মরকত পরে, মুকুতা উজ্জল করে,
শোভা করে ভানুর কিরণে॥
দিনমান রাত্রিমান, প্রায় সম পরিমাণ,
সমুদয় শশী অনুমান।
শরদের দিনকর, ধরে কর খরতর,
মকরের ভাস্কর সমান॥
দোয়ালা বাতাস বয়, তাহে কত রসোদয়,
ফুলচয় ফুটে অগণন।
মধুকর মধুকরী, সুখে মধু পান করি,
গুঞ্জরিয়া জুড়ায় জীবন॥

পদ্মদলে নিত্য আসি, ভ্রমরী সুখেতে ভাষি,
খঞ্জনের সহ বাদ করে।
সে রস দেখিয়া পদ্ম, পরিহরি ভাব ছদ্ম,
হাস্য করে কত ভাব ভরে॥
নির্ম্মল হইল জল, রাজহংস দলে দল,
সুখে কেলি করে সরোবরে।
নিশাকরে হেরি পক্ষ, বিস্তার করিয়া পক্ষ,
প্রেমানন্দে চকোর বিহরে॥
আকাশের শোভাকর, নীলবর্ণ জলধর,
শ্রেণীবদ্ধ শোভে সারি সারি।
সঘনে গরজে ঘোর, অতিশয় করে শোর,
না বরিষে এক বিন্দু বারি॥
ময়ূরের বাড়ে রঙ্গ, চাতকের আশা ভঙ্গ,
অঙ্গ তার তৃষায় আকুল।
কেমনে প্রেমের ধারা, বিনা জলধর-ধারা,
অন্য জলে বিরাগ বিপুল॥
বরষায় নদী নদ, পেয়েছে প্রবল পদ,
গদগদ সব একাকার।
একটানা অবিশ্রাম, নহে স্থির এক যাম,
প্রবাহ বহিছে একধার॥
রুধির সমান নীর, দুই ধারে ভাঙ্গে তীর,
তার শব্দে শ্রবণ বধির।
প্রফুল্ল দোদুল্য কায়, সলিল সাগরে ধায়,
প্রেমানন্দে হইয়া অস্থির।
যেমন প্রণয়-আশে, দ্রুতগতি পতি পাশে,
ধায় বিলাসিনী বরাননে।
আলু থালু কেশ বাস, স্খলিত কবরী পাশ,
লাজভয় নাহি মাত্র মনে॥
সুখেতে আসক্ত হয়ে, সঙ্গেতে স্বদল লয়ে,
জলে কত চরে জলচর।
রঙ্গেতে মীন নাচে, ফেরে তার পাছে পাছে,
বিশাল বোয়াল ভয়ঙ্কর॥
নেমেছে গঙ্গায় ঢল, ডাকে জল কল কল,
না মানে উজান আর ভাঁটি।
তীর হতে তরুকুল, হয়ে ছিন্ন-ভিন্ন মূল,
ভেসে যায় দৃশ্য পরিপাটি॥
এইরূপ নানা শোভা, ভাবুকের মনোলোভা,
সঞ্চারিত সুখের শরদে।
স্বভাব স্বভাব বশে, কতরূপ কত রসে,
প্রকটিত হয় পদে পদে॥
ইচ্ছাময় ইচ্ছামাত্র, প্রমোদিত প্রতিপাত্র,
মহীতলে মহিমা প্রকটে।

ভাবুক ভকৎজন, হৃদয়-কমল-বন,
ভক্তিভরে বিকসিত বটে॥
অনুরাগে হৃষ্টমনে, শরদের আগমনে,
পূজে লোক ইচ্ছারূপা শক্তি।
দিয়া নানা উপহার, মাগে কত পরিহার,
ব্যক্ত করে মানসিক ভক্তি॥
অনাদ্যা অসাধ্যা আদ্যা, ত্রিজগৎ দুরারাধ্যা,
কল্পনায় করি দশভুজা।
তত্ত্বহীন যতজন, করিবারে স্থির মন,
প্রতিমা গড়িয়া করে পূজা॥
হরি পৃষ্ঠে অধিষ্ঠাত্রী যোগমায়া জগদ্ধাত্রী,
সারদা কমলা সহচরী।
ধরাতে না ধরে শোভা, সাধকের মনোলোভা,
মৃন্ময়ী মহীশী মহেশ্বরী॥
সেই পূজা অনুসারে, হুলস্থূল এ সংসারে,
আমোদ প্রমোদ তিন দিন।
স্বীয় পরিবার সহ, সুখী সবে অহরহ,
আনন্দ-সাগর সীমাহীন॥
বহু দিবসের পরে, প্রণয়ী আইল ঘরে,
চিত্তসুখে হয়ে ঢল ঢল।
হেরি দারা-সুত মুখ, নিবারে প্রবাস দুখ,
চক্ষে বহে আনন্দের জল।
বাস্তোদ্যম ঘরে ঘরে, মহামায়া পূজা করে,
কত মায়া তাহে বেড়ে যায়।
উর্দ্ধমুখে ডাকে দুর্গে, রক্ষা কর ভব দুর্গে,
উপসর্গে মরি হায় হায়॥
নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি, লজ্জামেধা সব শান্তি,
ক্ষান্তি মাত্র দুঃখের গৌরব।
তিন দিন হতজ্ঞান, একমন একধ্যান,
দুর্গা দুর্গা এই মাত্র রব॥
বলি হোম চণ্ডীপাঠ, যাত্রা করি কত নাট,
হাট ঘাট সব একাকার।
নবমী হইলে গত, দুঃখ যত পূর্ব্বমত,
অন্তরে আনন্দ নাই আর॥
প্রবাসীর মনে পুনঃ, পরিতাপ দশগুণ,
বিরহ বিকার উপস্থিত।
ছুটীর দিবস পূর্ণ, নিবাস ত্যজিতে তূর্ণ,
প্রতিক্ষণ চিত্ত বিকলিত॥
হুতাশে হতাশ হয়ে, পরিবার মধ্যে র'য়ে,
মনিবেরে দেয় গালাগালি।
মনেতে যাতনা পাব, কেমনে ছাড়িয়া যাব,
এই ভেবে তনু হয় কালি॥

বিষম বিরহ-ব্যথা, মুখে নাহি সরে কথা,
ছল ছল নয়ন যুগল।
যেন দাবানল ভরে, গহন দাহন করে,
তাহাতে চঞ্চল মৃগদল॥
বিদায় কি দায় মরি, হৃদয় ব্যাকুল করি,
দম্পতিরে জ্ঞানহারা করে।
বলিতে সে ঘোর দুখ, লেখনী বিবর্ণ মুখ,
মুখে তার বাক্য নাহি সরে॥
বিশেষ যুবতী যারা, হয়ে তারা আত্মহারা,
তারাকারা ধারা বহে নেত্রে।
চির্‌দিন জন্য বশ, স্নেহ প্রেম দুই রস,
অঙ্কুরিত মানসের ক্ষেত্রে॥
কুরঙ্গ নয়নে জল, সদা করে ছল ছল,
সুরঙ্গ অধর-রস হীন।
ছট্‌ফট্‌ করে মন, নিকেতন ভাবে বন,
জীবন বিচ্ছেদে যেন মীন॥
বিষম বিয়োগ রোগ, দিবারাত্রি করে ভোগ,
কাতর বিনা সুস্থ নহে মন।
প্রবোধ না মানে মনে, সদা ভাবে প্রিয়জনে,
রাহুগ্রস্ত সুধাংশু-বদন॥
প্রবাসীর নানা রূপ, উথলে বিষাদকূপ,
ক্ষণকাল মাত্র সুখী নয়।
ছাড়িলে বিষয় কর্ম্ম, চলে না সংসার ধর্ম্ম,
মহা খেদ মর্ম্মভেদ হয়॥
যাত্রা করি দধি ছুঁয়ে, ঘরের বাহিরে শুয়ে,
ঝর ঝর ঝরে দুটি অক্ষি।
মনে ভাবে একি দায়, কব কায় প্রাণ যায়,
হায় হায় মনুষ্য না পক্ষী॥
কেহ কেহ কহে ভাই, চাকুরীর মুখে ছাই,
বিদেশেতে আর নাহি যাব।
বারমাস ঘরে র'য়ে কোনরূপে ঋণী হয়ে,
চাষ ক'রে ধান বেচে খাব॥
ও বাড়ীর হরিদাস, করেছে ছোলার চাষ,
বিদেশেতে আর নাহি যায়।
ঘরে থেকে অন্নধনে, তুষ্ট আছে হৃষ্ট মনে,
কোনরূপে শাক ভাত খায়।
আমরা কি ওহে ভাই, পরিবার বাড়া নাই,
আমি তিনি ছেলে আর মেয়ে॥
মোটা বস্ত্র মোটা ভাত, তাহে হবে দিনপাত,
সুখে রব হরিগুণ গেয়ে॥

আত্ম-তত্ত্ব।

শরীরের মাঝে কত, বস্তু আছে শত শত,
অনুগত সবে আপনার।
বাহিরে দেখায় সার, অন্তরে আপন সার,
অভাবেও না ভাবে সুসার॥
না হইলে রক্ষা নাই, এ দ্রব্য এখনি চাই,
যথা পাও কর আহরণ।
ঘরের সকলি মন্দ, এইরূপ হয় দ্বন্দ,
ইন্দ্রিয়গণের প্রতিক্ষণ॥
ওরে প্রাণ তুমি প্রাণ, আর কা'রে বলি প্রাণ,
তোমার দোসর নাহি আর।
যাতে তাতে রও তুষ্ট, কখন না হও রুষ্ট,
সদাকাল সন্তোষ তোমার॥
তোমা ছাড়া গুরু কই, তোমা ছাড়া গুরু কই,
গুরু ক'ই কারে আমি আর!
দয়া করি দেও শিক্ষা, এখনি লইব দীক্ষা,
শিষ্য আমি হইব তোমার॥
যে দেখি লৌকিক গুরু, শুধু অভিমান-গুরু,
নাহি বোধ ক্রোধ-ভরা মন।
উপদেশ লয়ে তার, নাহি কোন উপকার,
কিসে হবে কল্যাণ-সাধন॥
যোগী যত যোগ ধরি, প্রাণের স্তম্ভন করি,
প্রাণ-ধর্ম্ম এরূপে শিখিবে।
ভবঘোর পারাবার, অনায়াসে হবে পার,
সদা সুখ মনেতে পাইবে॥
এই প্রাণ-বায়ু কথা, সামান্য বায়ুর যথা,
শুন তথা তার ব্যবহার।
সতত সর্ব্বত্রগামী, যে জন আমার স্বামী,
সুখদাতা সদা সবাকার॥
শব্দ করি সাঁই সাঁই, গতি করে সব ঠাঁই,
কা'র সহ নাহিক সম্বন্ধ।
কখন সুগন্ধ হয়, কখন কুগন্ধ বয়,
কিন্তু তাহে নাহি কোন গন্ধ॥
বায়ুর নাহিক রূপ, তবু একি অপরূপ,
ধরায় ধূলির সহকার।
নানা বর্ণ দেখা যায়, কিন্তু নাহি স্থিতি পায়,
নীল রক্ত ধূসর আকার॥
এরূপ দেখিয়া ভাব, বুঝিয়া বস্তুর ভাব,
ভাবে ভাব গুরু সমীরণ।
লহ এই উপদেশ, অনায়াসে পরিশেষ,
হবে আত্ম-তত্ত্ব নিরূপণ॥

পাপমুক্ত জন যেই, বিষয়ী না হয় সেই,
যদি করে বিষয় অর্পণ।
বিষয় সম্বন্ধ তার, কখন কি হয় আর,
যেমন বায়ুর বিচরণ॥
আত্মা শুধু জ্ঞানময়, সদা এক রূপ হয়,
দেহ যোগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ।
রাঙা কালো দ্বিজ ভূপ, কভু বৈশ্য শূদ্ররূপ,
নরনারী আদি নানারূপ॥
অনিত্য এ নানারূপ, কেবল অজ্ঞান-কূপ,
অভাবেতে ভাবের উদয়।
জানিয়া বিশেষ মর্ম্ম, ছাড় এই সব ধর্ম্ম,
দেখ এক ব্রহ্ম জ্ঞানময়॥
অরূপেতে রূপজ্ঞান, মূর্খের এরূপ ভান,
নাহি জানে তত্ত্বের বিচার।
তত্ত্বের তত্ত্বজ্ঞ যারা, এরূপ না বলে তারা,
ধূলিযোগে বায়ু নানাকার॥
প্রাণ বাহ্য সমীরণ, এইরূপে শুদ্ধ হন,
শিখিয়া তাদের ব্যবহার।
সন্তোষে স'পিয়া মন, আত্ম-তত্ত্ব নিদর্শন,
জেনে হও ভবসিন্ধু পার॥

স্তোত্র।

জয় জয় জয়, অক্ষয় অব্যয়,
নিরাময় দয়াময়।
পরিপূর্ণানন্দ, মনোমকরন্দ,
মধুকর মনোময়॥
তুমি নিরাকার, নিত্য নির্ব্বিকার,
নিরাশ্রয় নীরাশ্রয়।
হয়ে নীরাধার, অখিল আধার,
মূলাধার বেদে কয়॥
বিভু বিশ্বরূপ, নহ দৃশ্যরূপ
স্ব স্বরূপ রূপ ধর।
কটাক্ষে সৃজন, কটাক্ষে পালন,
কটাক্ষে সংহার কর॥
অবনী অবধি, অসীম জলধি,
সকলি তোমার লীলা।
খেচর ভূচর, আর জলচর,
কত জীব প্রকাশিলা॥
ভব-ভাবে ভব, হয়ে পরাভব,
স্তব স্তব করে কত।
প্রণয় পুলকে, ভাবেতে ভূলোকে,
ভাবিছে ভাবুক যত॥
ফলে তাহা নয়, তব পরিচয়,
চরাচরময় লেখা।
বিমল অক্ষরে, জ্যোতি তাহে হরে,
ললিত লিপির রেখা।
প্রেম ভক্তি রূপ, নয়ন অনুপ,
প্রকাশে প্রকাশ হয়।
অপ্রেমীর প্রভু, সেই রূপ কভু,
নয়ন-গোচর নয়॥
মিছা মূঢ় নরে, পুঁথি প'ড়ে মরে,
তাহে নয় জ্ঞানোদয়।
মিছা করে শ্রম, মিছা পরাক্রম,
মিছা করে আয়ু ক্ষয়॥
পুস্তক ফেলিয়া, নয়ন মেলিয়া,
ব্রহ্মাণ্ড-পুস্তক যদি,
দেখে একবার, সুখেতে তাহার,
মন ভাসে নিরবধি॥
অক্ষাদি অক্ষরে, বর্ণনা অক্ষরে,
সম্ভব কখনো নয়।
জয় জয় জয়, অক্ষয় অব্যয়,
নিরাময় দয়াময়॥

প্রভাত সময়, কিবা রসময়,
তরুণ অরুণোদয়।
ঢল ঢল রূপ, কিবা অপরূপ,
পবনে অস্থির হয়॥
কষিত কাঞ্চন, করিয়া লাঞ্ছন,
বালার্ক বদন-শোভা।
করি বিলোকন, কত দ্বিজগণ,
গান করে মনোলোভা॥
সে গানে তোমার, মহিমা প্রচার,
অবলা বিহঙ্গ করে।
প্রাতে যায় রিষ্টি, পুনঃ পায় দৃষ্টি,
রুচির রবির করে॥
পশু পক্ষী সবে, স্বীয় স্বীয় রবে,
করে তব ধন্যবাদ।
মনের ভিতরে, সে স্বরে বিতরে,
অপূর্ব্ব আহ্লাদ-স্বাদ॥
যত তরুগণ, করে বিতরণ,
তরল তুহিন-ধারা।
যেন অবিকল, প্রেম-অশ্রুজল,
হরিষে বরিষে তা'রা॥
প্রভাতে পবন, জুড়ায় জীবন,
শীতল সুগন্ধ বয়।

ঝুর্ ঝুর্ স্বরে, সদা গুণ স্ফুরে,
কুসুম-আসনে রয় ॥
কিবা মধুকর, কমল উপর,
গুঞ্জরে মধুর স্বরে।
পুষ্প-রজো'পর, ঢালি কলেবর,
তব আরাধনা করে ॥
সমীর হিল্লোলে, যায় ঢোলে ঢোলে,
তটিনী তরঙ্গশ্রেণী।
মনে হেন জ্ঞান, নদী ধরে ধ্যান,
আকুলিত তা'র বেণী ॥
এইরূপ কত, শোভা শত শত,
প্রাতে করি নিরীক্ষণ।
প্রফুল্ল হৃদয়, জ্ঞানের উদয়,
ভাবেতে মোহিত মন।
ভক্তিযোগবশে, কৃতজ্ঞতারসে,
শরীর লোমাঞ্চ হয়।
জয় জয় জয়, অক্ষয় অব্যয়,
নিরাময় দয়াময় ॥

দিনের যৌবন, প্রকাশে যখন,
প্রখর প্রহরদ্বয়ে।
তপন ত নয়, তপনতনয়,
কেহ নাহি দেখে ভয়ে ॥
সঘনে ঘূর্ণিত, গগনে পূর্ণিত,
খরশান চক্র রূপ।
জলে ধক্ ধক্, করে চক্ মক্,
চমকে চঞ্চল রূপ ॥
ক্ষরে খর কর, করে জর জর,
হরে প্রাণ গন্ধবাহ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা জরা, তিন সহোদরা,
করে আসি দেহ দাহ ॥
কিবা অনুপম, তব কৃপা ক্রম,
ভুবনে ভূষিত ভোগ।
ক্ষুধা হেতু ফল, তৃষ্ণা হেতু জল,
জরা হেতু নিদ্রাযোগ ॥
তব অনুগ্রহে, কেহ দুখী নহে,
জীবচয় শিব লভে।
আহার বিহার, সুপ্তি সহকার,
মহা সুখে রয় সবে ॥
শান্ত হয়ে মনে, রত জীবগণে,
তব গুণ অনুবাদে।
প্রভাতের রব, ছেড়ে পক্ষী সব,
নবরূপ স্বর সাধে ॥
শুনে সেই গীত, হয়ে অতি প্রীত,
হরষিত হয় মন।
কি আছে অভাব, স্বভাবে স্বভাব,
ভাবে ভাবে অনুক্ষণ ॥
তুমি হে বিধাতা, সর্ব্বসুখদাতা,
বিশ্বপাতা, অবিনাশ।
তুমি কৃপাসিন্ধু, জ্ঞানরূপ ইন্দু,
ভ্রম-তমো কর নাশ ॥
তব জ্যোতি বিনা, হইত মলিনা,
সংসারের শোভা যত।
দিবা দ্বিপ্রহরে, ক্ষুধাতৃষ্ণা ভরে,
প্রাণী সব হতাহত ॥
দেখি কি আশ্চর্য্য, বিনা পরিচর্য্য,
পূর্ণ কর সমুদয়।
জয় জয় জয়, অক্ষয় অব্যয়,
নিরাময় দয়াময় ॥

দিনেশ তপন, করিলে গমন,
অস্তাচলচূড়োপরি।
দিবসেরে ধরি, ফেলে গ্রাস করি,
নিশাচরী বিভাবরী ॥
শশী সেই কালে, ব্যোম অন্তরালে,
দেখা দেন হাসি হাসি।
সুশীতল করে, ধরা স্নিগ্ধ করে,
সুধা ক্ষরে রাশি রাশি ॥
চকোরী চকোর, ভাবে হয়ে ভোর,
মৃদুস্বরে শূন্যে ধায়।
আনন্দ উৎসবে, পিয়' পিয়' রবে,
তোমার গরিমা গায় ॥
বেড়ি শশধর, শোভে নিরন্তর,
কোটি কোটি কোটি তারা।
নাহি অনুরূপ, যেন এক ভূপ,
ঘেরিয়া অসংখ্য দারা ॥
প্রস্ফুটিত ফুল, সৌরভে অতুল,
সমীরে বিতরে বাস।
নাসাপথে ধায়, নিদ্রা বুঝি তায়,
নয়নে করেন বাস ॥
রাখিয়া গৌরব, লুকায় সৌরভ,
হৃদয়-নিভৃত ঘরে।
বুঝি তাই সার, নয়নের দ্বার,
নিদ্রা আসি রোধ করে ॥
নিদ্রা সহ মন, করিলে রমণ,
সম্ভবে স্বপন-সুত।

অতি চমৎকার, স্বভাব তাহার,
নানারূপ গুণযুত ॥
অসুখীরে সুখ, সুখিজনে দুখ,
দান করে নিজ বলে।
যা'র নাহি খেদ, তা'র মর্ম্মভেদ,
প্রণয়ে বিচ্ছেদ ফলে ॥
এইরূপ তব, লীলা অসম্ভব,
কি কব হে ভবধব।
দেখ ভব-ভাব, ভাবি তব ভাব,
সে ভাবে সম্ভব সব ॥
দিনে দিনকর, রাত্রে নিশাকর,
দেয় তব পরিচয়।
জয় জয় জয়, অক্ষয় অব্যয়,
নিরাময় দয়াময় ॥

বল।

জ্ঞানহীন মূর্খ যেই মৌন বল তার।
তস্করের বল শুধু মিথ্যা ব্যবহার ॥
ভূপতি তাহার বল অবল যে জন।
বালকের বল হয় কেবল রোদন ॥
অস্ত্র আর যুদ্ধ হয় ক্ষত্রিয়ের বল।
ভিক্ষুকের ভিক্ষা বল দেহের সম্বল ॥
ব্যাপার তাহার বল বৈশ্য যেই জন।
শূদ্রের কেবল বল ব্রাহ্মণ-সেবন ॥
বিদ্যাবলে ধরে বল পণ্ডিত সকল।
বল বল বণিকের বাণিজ্যই বল ॥
হিংস্রকের হিংসা বল অন্য কিছু নয়।
নিন্দাই তাহার বল নিন্দক যে হয় ॥
কেশ আর বেশ হয় বেশ্যাদের বল।
বঞ্চনা তাদের বল যারা হয় খল ॥
যুবতী নারীর বল যৌবন রতন।
বাচালের বল শুধু মুখের বচন ॥
মীন শঙ্খ সমুদ্রের জল হয় বল।
তরুদের বল শুধু ফুল আর ফল ॥
শশী আর তপনের বল হয় কর।
দেবতার বল শুধু শাঁপ আর বর ॥
গৃহস্থের ধর্ম্ম বল স্তাবকের স্তব।
শুচির অশ্বাণ বল ধনীর বিভব ॥
যিনি হন ব্রহ্মচারী ব্রহ্ম বল তার।
যতিদের বল হয় সদা সদাচার ॥
গুণ আর ঐক্যভাব গুণীদের বল।
খলীর কুটিল কথা ছুতো আর ছল ॥
পুণ্যবল তারা ধরে পুণ্যবান্ যত।
পাপ হয় তার বল পাপে যেই রত ॥
সত্যবল বল তার সৎ যেই হয়।
অসত্যই বল তার সৎ যেই নয় ॥
অনুগামী অনুচর যে হইবে ভাই।
আনুগত্য বিনা তার অন্য বল নাই ॥
সুকর্ম্মশালীর বল ধীরতা সাহস।
মানীর কেবল বল মান আর যশ ॥
সন্ন্যাসীর ন্যাস বল যোগীদের যোগ।
ভৃত্যের ভূপতি-সেবা ভোগীদের ভোগ ॥
সতীবল পতিসেবা প্রজাবল ভূপ।
শিষ্যবল গুরুসেবা ভেকবল কূপ ॥
বিবেক তাহার বল শান্ত যেই জন।
সঞ্চয় তাহার বল অল্প যার ধন ॥
শান্তি বল বিপ্রের ব্রাহ্মের উপাসনা।
সাধকের বল হয় কেবল সাধনা ॥
রাজার প্রতাপ বল বলের প্রধান।
যাহার অভাবে যায় রাজ্য আর মান ॥
সেই রাজা শান্তিবলে বলী যদি হয়।
তার কাছে কোন বল বলবান্ নয় ॥
শক্তি বল শাক্তের শৈবের শিবনাম।
বৈষ্ণবের বল শুধু হরে হরে রাম ॥
ভক্তিবল ভক্তের অন্যথা নাহি তায়।
ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তের সহায় ॥
ঈশ্বরে যে সঁপিয়াছে দেহ প্রাণ মন;
কত বল ধরে সেই নাহি নিরূপণ ॥

ভ্রমণ

(১)

ভ্রমণের সুখ কত, বিগত বিষাদ যত,
অবিরত সুখে রত মন।
হেরি সব নব নব, কত কব হতরব,
পরাভব মুখের বচন ॥
এক ভাব অহরহ, দেখা হয় যার সহ,
সহোদর সম সেই জন।
কিছু মাত্র নাহি খেদ, কিছু মাত্র নাহি ভেদ,
অভেদ ভাবেতে আলাপন ॥
আদ্ সিদ্ধ করি পাক্, উদরেতে পরিপাক্,
ক্ষুধানল তখনি নির্ব্বাণ।
ভাল মন্দ ভেদ নাই, যাহা পাই তাহা খাই,
লাগে ছাই অমৃত সমান ॥

রোগীর না থাকে রোগ, ভোগীর দ্বিগুণ ভোগ,
যোগীর যোগেতে মন লয়।
বিধাতার চারু সৃষ্টি, চারিদিকে করি দৃষ্টি,
সুখরূপ বারি বৃষ্টি হয়॥
একে ত গঙ্গার শোভা, অতিশয় মনোলোভা,
ত্রিভুবনে তুল্য তার নাই।
তাহে অতি প্রিয়তর, নয়ন-সন্তোষকর,
মনোহর চর ঠাঁই ঠাঁই॥
স্থানে স্থানে কত কত, নদনদী শত শত,
পরিণত গঙ্গার চরণে।
বোধ হয় তারা সব, কল কল করি রব,
পুলকিত-প্রেম-আলাপনে॥
নদী নদে, যোগ যথা, অপরূপ ভাব তথা,
সে কথা কহিব কারে আর।
যে জন ভাবুক হয়, সেই তার ভার লয়,
দেখে সেই চক্ষু আছে যার॥
স্বভাবের ভাল যারা, এক ঠাঁই দুই ধারা,
প্রভেদ প্রভেদ তার তার।
এক দিকে কৃষ্ণরেখা, স্থিররূপে যায় দেখা,
শ্বেতরেখা অন্যদিকে তার॥
হয়েছে একত্র যোগ, ফলত বিভিন্ন ভোগ,
ভিন্ন গুণ ধরে দুই জল।
এক জলে যেন সুধা, পান মাত্রে বাড়ে ক্ষুধা,
স্বভাবত অতি নিরমল॥
নানা জাতি নানা জন, বিশেষতঃ মহাজন,
তরিযোগে নানা পথে যায়।
ভাঁটি যায় দলে দলে, কেহ বা উজান চলে,
যেখানে যাহার মন চায়॥
গোলাগঞ্জ হাটে হাটে, বাটে বাটে মাঠে মাঠে,
নানা জাতি দ্রব্য সমুদয়।
নাহি অন্য আলাপন, নিরূপণ করি পণ,
দিয়া ধন কেনা বেচা হয়॥
সম্বোধন অবধান, পরস্পর সাবধান,
ব্যবধান হাটের ভিতর।
বুঝে সব নিজ মূল, মূলেতে লাভের তুল,
ভুল নাই স্থুলের উপর॥
কেহ যায় কার্য্যস্থলে, কেহ বা ভ্রমণ ছলে
কেহ করে তীর্থ পর্য্যটন।
গতি বটে সবাকার, সেইরূপ সুখ তার,
যাহার যেমন আস্বাদন॥
সমস্ত দিবস ভরি, সাহসে চালাই তরি,
স্থির করি শর্ব্বরী সময়।

কোথা গ্রাম কোথা হাট, কোথা বন কোথা মাঠ,
কিছুমাত্র নিরূপিত নয়॥
দশখানা এক ঠাঁই, তাহে কিছু ভয় নাই,
নিদ্রা যাই অভয় অন্তর।
যতক্ষণ জাগরণ, হাসি খুসি ততক্ষণ,
সুখে মন থাকে নিরন্তর॥
স্থান যথা ভাল নয়, তথা হয় মনে ভয়,
দস্যুচয় পাছে লয় ধন।
নিদ্রাযোগ পরিহরি, জপ করি হরি হরি,-
বিভাবরী করি জাগরণ॥
স্থির করি দুই তারা, দৃষ্টি করি সুখতারা,
কারো মুখে তারা তারা রব।
নিশি যাবে কতক্ষণ, নিরীক্ষণ প্রতিক্ষণ,
প্রতীক্ষণ করে তাই সব॥
বৃক্ষেতে বিহঙ্গচয়, দেয় দিবা পরিচয়,
ললিত ভৈরবে ধরি তান।
ঈষৎ রক্তিম রেখা, পূর্ব্বদিকে যায় দেখা,
পুলকে পূরিত হয় প্রাণ॥
হেরে প্রভাতের মুখ, বিগত বিপুল দুখ,
নব সুখ হৃদয়ে উদয়।
নৌকাবাসী যত নরে, বিশ্বকর বিশ্বেশ্বরে,
ভক্তিভরে স্মরে সমুদয়॥
পূবের বাঙ্গাল জীব, "বৈরবী ববানী হিব,
অরিবোল অরিবোল অরে।"
যত সব দেড়ে চাচা, দাড়ি ধুয়ে খুলে কাচা,
আল্লা বোলে ডাকে উচ্চস্বরে॥
শুনিয়া সে সব ধ্বনি, অন্তরে আহ্লাদ গণি,
দিনমণি করি দরশন।
অপরূপ আভা তার, তরুণ কিরণ-হার,
জলে জলে লোহিত বরণ॥
হেরি এই অপরূপ, মনে ভাবি এইরূপ,
করিয়া জাহ্নবীজল পান।
পরিতৃপ্ত প্রভাকর, বিস্তার করিয়া কর,
শূন্য হ'তে স্বর্ণ করে দান॥
কু-আশা যদ্যপি হয়, তমোময় সমুদয়,
দৃষ্টি নাহি হয় জলস্থল।
যে দিকে ফিরিয়া চাই, কিছু না দেখিতে পাই,
অন্ধকারে আবৃত সকল॥
আসিয়াছে দিনমান, কেবা করে অনুমান,
ম্রিয়মাণ নিজে দিনকর।
জলস্থল একাকার, ভেদ বোধ নাহি আর,
ধুম্রাকার তিমিরনিকর॥

শিশিরের ঘোর ধুম, জল হ'তে উঠে ধুম,
উর্দ্ধভাগে উঠিতে না পায়।
ঘন ঘন থরে থরে, গঙ্গার গর্ভের পরে,
বায়ু ভরে খেলিয়া বেড়ায়॥
খেচর না চরে চরে, আঁখিমুদে বৃক্ষোপরে,
মাঝে মাঝে করে নিজ স্বর।
তাহে পাই উপদেশ, রজনী হইল শেষ,
প্রাচীতে উদয় প্রভাকর॥
একেবারে গতি রোধ, দূরে গেল দূরবোধ,
মহা ভ্রম মরীচিকা প্রায়।
উষার তুষারবৃষ্টি, দূরে গেল দূরদৃষ্টি,
আপনারে দেখিতে না পায়॥
তরঙ্গের অঙ্গ-পরে, নীহার বিহার করে,
স্রোতোবেগে সিন্ধু-পথে ধায়।
নাহি তার অনুরূপ, মৃদুধ্বনি টুপ্ টুপ্,
অপরূপ রূপ হয় তায়॥
নয়নের পরিতৃপ্তি, রবির কিঞ্চিৎ দীপ্তি,
জলে যদি জলে সেই কালে।
তাহে বোধ হয় হেন, চঞ্চলা চপলা যেন,
বিভূষিত রজতের জালে॥
ভূতের অদ্ভুত খেলা, ক্রমে যত হয় বেলা,
ভ্যালা ভ্যালা ঐশিক ব্যাপার।
ক্রমে তার যায় ক্রম, ভ্রামকের যায় ভ্রম,
শ্রমপথে যুক্ত পুনর্ব্বার॥
অরুণ উদয়কালে, ছুটে যায় পালে পালে,
দাঁড়ী মাঝী আর আর যত।
প্রভাতের কর্ম্ম সারি, উঠে সব সারি সারি,
নিজ নিজ কর্ম্মে হয় রত॥
হাঁক্-ডাক্ জোর-জার, করে কত শোর্-শার্,
লেগে যায় মহা গণ্ডগোল।
ধ্বজি তুলে খুলে তরী, "বদর বদর হরি,
গঙ্গার পীরিতে হরিবোল॥"
ভাঁটিপথে যায় যত, তাদের উল্লাস কত,
কপি হেঁকে পালি আকর্ষণ।
কপি মূর্ত্তি নিরখিয়া, পিতৃ স্নেহ প্রকাশিয়া,
অনুকূল আপনি পবন॥
ক্যালে দাঁড় বুঝে বাঁক্, ঘোর হাঁক্ জোর ডাক,
গোঁপে পাক, সন্তোষ হৃদয়।
একে পালি তাহে ভাঁটি, দুই দিকে পরিপাটী,
শীতকাল তাদের সময়॥

গোড়েনে গোড়েনে উঠে, নীর কেটে তীর ছুটে,
নিমিষেতে চক্ষু-ছাড়া হয়।
কলের জাহাজ সব, মিছামিছি করে রব,
তার কাছে কোথা প'ড়ে রয়॥
যায় উজানের যান, যায় উজানীর জান,
প্রতিকূল অঞ্জনার পতি।
নির্গুণ সহজে গুণ, তার পেটে যত গুণ,
সেই গুণে অতি মৃদু গতি॥
চলে অতি অল্প নীরে, ধীরে ধীরে তীরে তীরে,
বাড়িয়াছে বিষম বিপদ।
কি কব তাহার গতি, যেন সতী গর্ভবতী,
চোলে যেতে টোলে পড়ে পদ॥
স্থানে স্থানে পাকজল, ছাড়ে ডাক কল কল,
বল করি বেগে দেয় ঘোড়া।
উজানীরা সেইখানে, নাহি আর বাঁচে প্রাণে,
গোদের উপরে বিষফোড়া॥
লহরী আসিছে আড়ে, গুণ বায় উচ্চ পাড়ে,
ঘাড়ে বল করি দেয় টান।
অতি জোর একটানা, কি করিবে গুণটানা,
টানাটানি ক'রে যায় প্রাণ॥
কাটিতে জলের টান, সটানে মারিছে টান,
তবু নাহি আধ হাত নড়ে।
ক্ষণমাত্রে হয় খুন, তথাচ না ছাড়ে গুণ,
হাঁটিতে হোঁছোট খেয়ে পড়ে॥
পাছাড় মারিছে খেয়ে, কাছাড় আছাড় খেয়ে,
তরু সহ পড়ে এসে জলে।
শঙ্ক হয় বিপর্য্যয়, পেয়ে ভয় মনে লয়,
সমুদয় যায় রসাতলে॥
সেইখানে যত নায়, ঠেকাঠেকি হয়ে যায়,
গুণ নিয়ে হুড়াহুড়ি লাগে।
পাশাপাশি চালাচালি, সদালাপ শালাশালী,
গালাগালি পাড়ে সব রাগে॥
পরস্পর ঠ্যালে রাগে, বাহির হইবে আগে,
ছই ঝাঁপ ভেঙ্গে যায় কত।
বচনেতে মাতামাতি, কিন্তু নাই হাতাহাতি,
কটু কয় মুখে আসে যত॥
ভেড়ুয়া মেড়ুয়াবাদী, আগেভাগে হয় বাদী,
তেরিমেরি হিন্দী নয় পূরা।
"আবি গুণ ভারি দেও, পিছে লাও হট্টু লেও,
বেটিচোৎ বাঙালী শ্বশুরা॥"

বাঙাল কহিছে মামু, সেম্বাই কোম্বাই যামু,
মাঝী বলে গুণ ছারে দিমু ?"
পুঙির পোলানি হালা, ছিরিলে পেলের ছালা,
দ্যাড়্ টাহা দাম দোরে নিমু ॥"
দিশী দাঁড়ী মাঝী যারা, দিশি গাল দেয় তারা,
সে কথা জানাব আর কাকে ?
কাটিয়া স্রোতের আড়ি, হ'লে পরে ছাড়াছাড়ি,
আড়াআড়ি আর নাহি থাকে ॥
কোথায় স'াতার দিয়া, চ'লে যায় নৌকা নিয়া,
দক্ ভেঙে উঠে গিয়া চরে।
পথ যদি পায় সোজা, বড় নয় ভার বোঝা,
ঝুঁকে ঝুকে যায় রসভরে ॥*
চালে তরী শ্রমভরে, ঠেকে যায় ডুবো চরে,
ধ্বজি মেরে যা'য় মাঝামাঝি।
ঠেলে যায় বাহুবলে, পড়িলে অধিক জলে,
সাবাস্ সাবাস্ বলে মাঝী ॥
বহুকষ্টে সেই স্থান, প্রাপ্ত হয়ে পরিত্রাণ,
ধরে গান গুণে যেতে যেতে।
এত যে করিল ক্লেশ, নাহি বোধ দুখলেশ,
মনের আনন্দে যায় মেতে ॥
তাদের ললাটপটে, এক দিন যদি ঘটে,
অনুকূল পবনের যোগ।
কি কব সুখের ভাব, অপুত্রের পুত্রলাভ,
দরিদ্রের যেন রাজ্যভোগ ॥
বদর বদর বাণী, চাটগেঁয়ে মেৎরাণী,
এই বোলে পালি দেয় তুলে।
গুড়ুকে মারিয়া টান, কাছি ধোরে ছাড়ে গান,
রাঁধাবাড়া সব যায় ভুলে ॥
এ ঘটনা অসময়, এক দিন বড় নয়,
বাতাসের বাতিকের খেলা।
কিঞ্চিৎ করিয়া হিত, একেবারে বিপরীত,
পরিশেষে পশ্চিমের ঠেলা ॥
বাজার বন্দর নাই, তিন দিন এক ঠাঁই,
বনে মাঠে করি অধিবাস।
আহারের যোগ্য নয়, উপস্থিত যাহা হয়,
পেট্ পূরে খাই গ্রাস গ্রাস ॥

কিছুতেই নাহি দুখ, বিরস না হয় মুখ,
মহাসুখ চারিদিকে চেয়ে।
যাত্রী সব রাঁধে চরে, বাতাসেতে প্রাণে মরে,
বারো আনা বালি ফেলে খেয়ে ॥
সমীরণ শন্ শন্, দেহ করে কন্ কন্,
কোনমতে নাহি হই স্থির।
দারুণ দুর্জ্জয় জাড়, নাহি রাখে কিছু সাড়,
হাড় ভেঙে কাঁপায় শরীর ॥
জলের উঠেছে দাঁত, ছুঁলে নেয় কেটে হাত,
খেলে হয় প্রমাদ প্রবল।
পিপাসায় ম'রে যাই, শীতে নাহি জল খাই,
এ কি পাপ দাঁত-কাটা জল ॥
হোক্ জল বড় হিম, হোক্ হিম বড় ভীম,
তাতে বড় কয়ো নাকো দোষ।
সমস্ত দিবস বায়, বড় খেদ করি তায়,
বড় জোর যায় দুই ক্রোশ ॥
শুধু মানুষের নয়, অনেকের শত্রু হয়,
এই শীত দুষ্ট দুরাচার।
শত্রু হয়ে জাহ্নবীর, শুকায়ে সকল নীর,
অস্থিচর্ম্ম করিয়াছে সার ॥
সুরধুনী আধমরা, বুকেতে পড়েছে চড়া,
বাঁকের হয়েছে ফের তাই।
কত শ্রমে নিয়ে তরী, বিশ কোশ ঘুরে মরি,
এক কোশ তবু নাহি যাই ॥
গমনে বিলম্ব যত, মনের অসুখ তত,
দুই মাসে কুড়ি দিন এসে।
মনে ভাবি দূর ছাই, ফিরে আর কাজ নাই ?
ভাঁটিপথে ফিরে যাই দেশে ॥
তখনি সে ভাব যায়, স্থির করি অভিপ্রায়,
নূতন দেখিতে চায় মন।
এ কি যায় ত্যাগ করা, অজ্ঞান তিমির-হরা
দুখ-ভরা সুখের ভ্রমণ ॥
যদি ইথে আছে দুখ, আমি ভাবি ঘোর সুখ,
প্রকৃতির প্রকৃতি এরূপ।
প্রকৃতির কার্য্য যাহা, বিকৃতি কি হয় তাহা,
অপরূপ অতি অপরূপ ॥
ভ্রামকের অভিপ্রায়, দৃষ্টিপথে সদা ধায়,
সার তায় বস্তুর বিচার।
নদী নদ গিরি বন, নানারূপ দরশন,
নিরূপণ বিশ্বের ব্যাপার ॥

* রসভরে—দাঁড়ী মাঝিদিগের ব্যবহারিক ভাষা। ইহার অর্থ শ্রেণীবদ্ধরূপে নৌকা চালনা।

ঐশিক সকল কার্য্য, হয় বটে অনিবার্য্য,
করে ধার্য্য সাধ্য কার হয়।
তথাচ অবোধ মন, করে হেতু অন্বেষণ,
এ কারণ বিশ্ব পরিচয়॥
মানুষের কীর্ত্তি যত, কত স্থানে হেরি কত,
অবিরত মনের উল্লাস।
আশু আশা আশাসিদ্ধি, ক্রমে হয় বোধবৃদ্ধি,
জ্ঞাত যত হই ইতিহাস॥
কোথায় দেখিতে পাই, মানুষের বাস নাই,
সমুদয় চর আর বন।
মরুভূম হয় যথা, খাদ্য নাহি পায় তথা,
পশু পক্ষী না করে ভ্রমণ॥
শুনি শেষ লোকে বলে, ছিল আগে এই স্থলে,
অতি মনোহর গ্রাম ধাম।
গঙ্গা রাক্ষসীর গর্ব্বে, বিনাশ পেয়েছে সর্ব্বে,
ক্রমে লোপ হইতেছে নাম॥
তথাকার নানা প্রাণী, হয়ে সব নানাস্থানী,
নানা স্থানে করিল আগার।
এক ঘরে দুই ভাই, তারা গেল দুই ঠাঁই,
সুখ নাই কারো মনে আর॥
স্থানে স্থানে নব গ্রাম, ব্যক্ত তার নাই নাম,
বসিয়াছে দুই চারি ঘর।
কেহ চাষ করে মাঠে, কেহ বা দোকানীঠাটে,
পরিবার পালে পরস্পর॥
এই সব বিলোকনে, বিপুল বিলাপ মনে,
ভাবনার পথে ভাব ধায়।
ঈশ্বরীয় কাণ্ড কল, কোথা জল কোথা স্থল,
বল বুদ্ধি নাহি খাটে তায়॥
ভয়ঙ্করী স্রোতস্বতী, হয়ে অতি বেগবতী,
যে দিকেতে করেন গমন।
বিস্তার বদন ধরি, সেই দিক্ গ্রাস করি,
অন্য দিকে করেন বমন॥
এক কূল খান বটে, অন্য কূলে দায় ঘটে,
কোন দিকে শোভা নাহি রয়।
এক কূল বাস-হত, আর কূলে চর যত,
তীরবাসী দূরবাসী হয়॥
যেতে যেতে কিছু দূর, অচিরাৎ দুখ দূর,
স্বর্গপুর তুচ্ছ বোধ হয়।
এই যে অখিল সৃষ্টি, যাহাতেই করি দৃষ্টি,
তাহাতেই ব্রহ্মানন্দময়॥

দূরে হ'তে ধরাধর, ঠিক যেন ধরাধর,
মনোহর কলেবর তার।
তাহে বোধ কতরূপ, হয় তার কত রূপ,
অপরূপ দৃশ্য চমৎকার॥
পর্ব্বতে প্রকাণ্ড তরু, দেখা যায় ক্ষুদ্র সরু,
বাতাসেতে নড়ে তার শাখা।
তাহে হয় এই ভ্রম, যেন কৃষ্ণ বিহঙ্গম,
উড়িতেছে বিস্তারিয়া পাখা॥
উদয় উদয়াচলে, ভানু চলে অস্তাচলে,
দুই কাল অতি মনোলোভা।
রসনা সরস রসে, বাক্য নাই তার বশে,
প্রকাশিতে শিখরের শোভা॥
বিশেষ মধ্যাহ্নকালে, গগন জলদজালে,
যদিস্যাৎ হয় আচ্ছাদিত।
দিনকর ক্ষীণকর, মাঝে মাঝে করে কর,
সঘনে চপলা চমকিত॥
নয়ন পেয়েছে যেই, সে সময়ে যদি সেই,
চেয়ে দেখে পর্ব্বতের পানে।
স্বভাবের ঘোরঘটা, বিনোদ বিচিত্র ছটা,
সেই জন একামাত্র জানে॥
বেষ্টন করিয়া ক্ষিতি, বক্রভাবে করে স্থিতি,
উচ্চ চূড়া দূরে দেখা যায়।
যেন কার কুলদারা, মধুপানে মাতোয়ারা,
বেণী শ্রেণী এলাইয়া ধায়॥
নির্ঝরে নিঃসৃত নীর, আস্বাদনে যেন ক্ষীর,
তীরবেগে পড়ে ভূমিতল।
তাহে নাই কিছু মল, পরম পবিত্র জল,
স্বভাবতঃ অতি সুশীতল॥
নিকট হইলে পর, তত নয় মনোহর,
ফলতঃ সুন্দর শোভা বটে।
অতি দীর্ঘ স্থূলকায়, শ্রেণী গাঁথা দেখা যায়,
বিরাজিত তরঙ্গিণীতটে॥
অধঃ উর্দ্ধে বৃক্ষ যত, নানাজাতি শত শত,
কত তার বেষ্টিত লতায়।
খেয়ে তার রস-ফল, নানাজাতি দ্বিজদল,
নিজ স্বরে বিভুগুণ গায়॥
সুখী তারা বারো মাস, করে যারা চাষবাস,
স্থির রূপে হয়ে গিরিবাসী।
মন্দরের অতি কাছে, কন্দরে বন্দর আছে,
বিকি-কিনি করে তথা আসি॥

নাহি কোন অপ্রতুল, খায় কত ফত মূল,
ঝরণার বারি করে পান।
পরিশ্রমে শক্ত হয়, স্বত দুগ্ধ অতিশয়,
স্বভাবতঃ অতি বলবান্ ॥
আশপাশ দেখি চেয়ে, উঠেছে আকাশ ছেয়ে,
সাধ্য নাই বায়ু করে গতি।
হিংস্র জীব বহুতর, বিশাল বিপিনবর,
ঘোরতর ভয়ঙ্কর অতি ॥
কিন্তু অতি রমণীয়, মূর্ত্তি তার কমনীয়,
দুঃখ এই গমনীয় নয়।
মন বলে যাই উড়ে, ভ্রমিব পর্ব্বত জুড়ে,
প্রাণ বলে আমি করি ভয় ॥
শিখর-নিকর ধ্বন্দ, মনে প্রাণে ঘোরদ্বন্দ্ব,
ভাল মন্দ বিবেচনা কত।
দেখিয়া প্রাণের ভয়, মন শেষ ভীত হয়,
সেই মতে দেয় অভিমত ॥
তথাচ না যায় লোভ, মনের না মেটে ক্ষোভ,
কত মত করে আন্দোলন।
যত দূর দৃষ্টি যায়, অনুমান করি তায়,
দূরে হ'তে লয় আস্বাদন ॥
কোনখানে জল জুড়ে *, পর্ব্বত উঠেছে ফুঁড়ে,
পক্ষী গিয়ে উড়ে বসে তথা।
দলে দলে করে ভিড়, উচ্চডালে বাঁধে নীড়,
কোনরূপে শঙ্কা নাই যথা ॥
চারিদিকে জলময়, মধ্যভাগে গিরি রয়,
অতিশয় ভয়ানক স্থল।
ভাঁটিপথে স্রোত ধায়, বেগে লাগে তার গায়,
কর্ণভেদী শব্দ কলকল ॥
উচ্চে তার চূড়া জাগে, গণ্ডবৎ মধ্যভাগে,
পরিপূর্ণ কালো কালো গাছে।
দূরে অনুমান করি, জলপান করি করী,
উর্দ্ধদিকে শুণ্ড তুলিয়াছে ॥
এই ভাব একবার, পরক্ষণে ভাবি আর,
এ প্রকার শোভা নাহি পায়।
সদাশিব সদা সেবি, সুরতরঙ্গিণী দেবী,
নিরন্তর ধরেন মাথায় ॥
হরের দ্বিতীয় জায়া, পাষাণনন্দিনী মায়া,
শিব তাঁরে না হন সদয়।

* কাহালগা এবং জাঙ্গিরা, এই দুই স্থলে গঙ্গার জলের উপরে পর্ব্বত।

সপত্নীর দেখে সুখ, দেবীর দারুণ দুখ,
ফাটে বুক তাপিত হৃদয় ॥
হিমালয় মহাশয়, দুহিতার দুখচয়,
শুনে মনে হইলেন খাপা।
দূতেরে বলেন বাণী, সে দুত পর্ব্বত আনি,
দিয়েছে গঙ্গার বুকে চাপা ॥
পুনঃ অনুমান করি, সুরধুনী নিশাচরী,
গিরি ধরি করেছে আহার।
পাথর কঠিনকায়, উদরে কি পাক পায়,
পেট কেঁপে করিছে উদ্গার ॥
স্থানে স্থানে অতি রম্য, সবাকার হয় গম্য,
হর্ম্ম্য তায় অতি উচ্চতর।
অদ্রির উপরে আড়ি, তাহাতে বিচিত্র বাড়ী,
জল হ'লে দেখি মনোহর ॥
সবল ধবল কায়, নীলকর আসি তায়,
ধন-লোভে সদা করে বাস।
গিরি বন উপবন, তার কোলে চলে বন,
বনে বন দেখিতে উল্লাস ॥
বাস করি এক বনে, যেতে চাই আর বনে,
বনে মনে বনের মমতা।
বনবাসী বটে হই, কিন্তু বনবাসী নই,
খাব বন যাবো নাকো তথা ॥
সে দিবস নিশামানে, পর্ব্বতের অধস্থানে,
থাকা যায় লইয়া তরণী।
কেহ আর স্থির নয়, মনে ভয় কত হয়,
জেগে রয় সকল যামিনী ॥
কিন্তু যেই ধীর জন, ক'রে অতি স্থির মন,
নগদেশ করে নিরীক্ষণ।
যায় তার যত দুখ, পায় স্বভাবের সুখ,
সকল তাহার জাগরণ ॥
আছে বটে গুরুভয়, ফলে তাহা গুরু নয়,
লঘু হয় সময়ে আবার।
ভূধরের নিকেতন, তাহাতে বিপুল বন,
বিলোকন বিনোদ ব্যাপার ॥
স্থলে স্থলে দীপ্তি ছলে, ধবক্ ধবক্ অগ্নি জ্বলে,
আলোময় হয় গিরিদেশ।
কত রূপ হয় শোর, শব্দ তার করি জোর,
করে আসি শ্রবণে প্রবেশ ॥
না বুঝি তাহার সূত্র, যেন কোন্ ধনিপুত্র,
পরিপাটী পরিচ্ছদ ধরি।

মণি-মুক্তা দিয়া গায়, বিবাহ করিতে যায়,
আলো জেলে সমারোহ করি ॥
ধন্য বিভু বিশ্বময়, তব রূপ দৃশ্য নয়,
উদ্দেশে অসংখ্য নমস্কার।
তোমার এ ভব-রাজ্য, কত তায় চারুকার্য্য,
করে ধার্য্য শক্তি আছে কার ॥
ছোট ছোট নগ-মাঝে শিবের সদন সাজে,
মাঝে মাঝে পীরের আলয় *
যায় কাশী বৃন্দাবন, যাত্রিগণ ভক্তি মন,
দরশন করে সমুদয় ॥
শিখর সমাজে গড়, † এখন রয়েছে ধড়,
মৃত দেহ প্রাণ নাই তার।
সে দুর্গের দুর্গ ঘোর, ভাগ্যের রজনী ভোর,
করিয়াছে সকল সংহার ॥
প্রভুত্বের হয়ে শেষ, পরাধীন রাজ্য দেশ,
সম্পদের লেশমাত্র নাই।
রত্নাকর হ'লো চর, গোষ্পদ প্রখরতর,
স্রোতোধর কালে দেখি ভাই ॥
পুরাতন কীর্ত্তিনাশ, তারে বলে সর্ব্বনাশ,
সর্ব্বমতে দুখের ব্যাপার।
কি করি উপায় হত, মনের সন্তাপ যত,
মিছে কেন প্রকাশিব আর ॥
ভাগ্যের ঘটনা যাহা, কালক্রমে ঘটে তাহা,
খণ্ডন না হয় কভু তার।
কালেতে পর্ব্বত যত, চূর্ণ হয়ে ধরাগত,
রেণু ধরে পর্ব্বত আকার ॥
ধেনু বৎস রাশি রাশি, ভাগীরথীতটে আসি,
উচ্চ চরে করিয়া ভ্রমণ।
তৃণ পত্র যত পায়, সোরে সোরে চোরে খায়,
রাখাল করিছে গোচারণ ॥
নানাবর্ণ ধেনু সব, করিতেছে হাম্বারব,
খাদ্য লয়ে হয় রাগারাগি।
থাকে সব একঠাঁই, আর কোন চিন্তা নাই,
কেবল আহারে অনুরাগী ॥

হেলে দুলে গতি করে, কেহ আসে নিয় চরে,
কেহ করে ভূতলে শয়ন।
যথা ইচ্ছা তথা যায়, বাছুর পশ্চাতে ধায়,
বেঁকে বেঁকে নাচায় চরণ ॥
মাঝে মাঝে কেহ কেহ, প্রকাশিয়া মাতৃস্নেহ,
আপন বৎসের দেহ চাটে।
বাছুর পুলকভরে, থেকে থেকে মৃদুস্বরে,
হেঁট হয়ে মুখ দেয় বাঁটে ॥
ভূতলে ফেলিছে ক্ষীর, তৃষাতুরা পৃথিবীর,
তৃষা কৃশা করিবার তরে।
যিনি হন সর্ব্বাধার, করি তাঁর উপকার,
মানুষেরে উপদেশ করে ॥
বলে, "ওরে নর যত, হ রে তোরা অবগত,
কেমনে করিতে হয় দান।"
মুখের আধার দিয়া, দেখায় দাতব্য ক্রিয়া,
বাছুর প্রচুর কৃপাবান ॥
পালেতে পালের ষাঁড়, নেড়ে ঘাড় বুদে চাড়,
শৃঙ্গ আড় বিকট গর্জ্জন।
দুই ষাঁড়ে দেখাদেখি, শিঙে শিঙে ঠেকাঠেকি,
করে রণ গাভীর কারণ ॥
ধন্য রে কুহকী ভব, ধন্য ধন্য মনোভব,
তোমাতেই সকল সম্ভব।
যিনি এই ভবধব, সেই ভব পরাভব,
অসম্ভব শক্তি বটে তব ॥
পিপাসা অধিক হ'লে, আসিয়া গঙ্গার কোলে,
যত পারে করে জল পান।
পুত্রবতী গাভী তায়, বিনা মূল্যে নাহি খায়,
বাঁট হ'তে দুগ্ধ করে দান ॥
একে তো ধবল নীর, তাহে সুরভির ক্ষীর,
পড়ে যেন সুমেরুর ধারা।
দুগ্ধ খান ভাগীরথী, জল খান ভগবতী,
সুখী তারা দেখে তাই যারা ॥
আর এক সে সময়, সুখময় শোভা হয়,
দেখে ধীর চক্ষু করি স্থির।
বাছুর গঙ্গায় ঝুঁকে, পেছু ঢুকে রুকে রুকে,
কচিমুখে কেড়ে খায় ক্ষীর ॥
নিরখি এরূপ ভঙ্গী, মন হয় নবরঙ্গী,
অনুরাগ সঙ্গী তার কাছে।
অভিপ্রায় অনুরাগে, মানস-মন্দিরে জাগে,
স্মরণ জীবিত তাই আছে ॥

---

* জাঙ্গিরার পর্ব্বতে শিবালয় এবং পিরের আস্তানা আছে, হিন্দু কালেজের পূর্ব্বতন শিক্ষক মেং ডুঃজো সাহেব উক্ত আস্তানার বিষয়ে ইংরাজী কবিতায় Fakeer of Jungheera ফকির অফ জাঙ্গিরা" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

† তেলিয়াগড়।

স্মরণে স্মরণ করি, করেতে লেখনী ধরি,
লিখি তাই যাহা মনে লয়।
দোষ যত রচনার, করিবেন পরিহার,
গুণগ্রাহী গুণী সমুদয় ॥
ভ্রমণীয় ভাব যাহা, আমি বুঝাইব তাহা,
প্রকাশিতে করিয়াছি মতি।
ফললোভী কুব্জ প্রায়, মন মম উর্দ্ধে ধায়,
কিন্তু কালী কি করেন গতি ॥
যথা জ্ঞান যথা যুক্তি, সেইরূপ হয় উক্তি,
ভাব রস অনুগামী তার।
কে পারে করিতে ক্রম, "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম"
দীপের পশ্চাতে অন্ধকার ॥
পাঁচনি করিয়া করে, হারে রে রে রব ক'রে,
গোপাল গোপাল পালে মাঠে।
শিশুকালে পশুপালে, সঙ্কেতে সকল চালে,
মাঝে মাঝে ফেরে ঘাটে ঘাটে ॥
পরস্পরে করে খেলা, কেহ কারে মারে ঢেলা,
তারা যেন সাজিয়াছে নাটে।
যায় যায় পাছে চায়, আগুপানে ছুটে ধায়,
নাচে হাসে রাখালিয়া ঠাটে ॥
পাশেতে পাঁচনি থুয়ে, ভূমির আসনে শুয়ে,
গীত গায় মোহনীয় স্বরে।
রাগ সুর বোধ নাই, তথাচ শুনিয়া তাই,
অমনি মানস মুগ্ধ করে ॥
হেরি রাখালিয়া ভাব, কত ভাব আবির্ভাব,
ভাব-ভরা ভবের ভবনে।
ধন্য ব্যাস মহাশয়, তখনি উদাস হয়,
ব্রজলীলা প'ড়ে যায় মনে ॥
যে লীলায় নিজে হরি, রাখালের রূপ ধরি,
হইলেন নন্দের নন্দন।
ননী চুরি ঘরে ঘরে, যশোদা ধরিয়া করে,
উদূখলে করিল বন্ধন ॥
উষায় উত্থান করি, মনোহর মূর্ত্তি ধরি,
ধড়া চূড়া করি পরিধান।
জননীর কাছে যেচে, বাঁকা হয়ে নেচে নেচে,
ক্ষীর সর নবনীত খান ॥
বাল্যভোগ সমাধিয়া, শ্রীদামাদি সঙ্গে নিয়া,
গোকুলের গহনে গমন।
আধো আধো মিষ্ট রবে, ডাকিছে রাখাল সবে,
বেণু শুনে ধায় ধেনুগণ ॥
তপন-তনয়াতীরে, গতি অতি ধীরে ধীরে,
রূপ হেরে লজ্জা পায় শশী।
রাখালেরে সাজাইয়া, বেণু বাদ্য বাজাইয়া,
বিহার বিরল বনে বসি ॥
বনের সুফল পাড়ি, করে সবে কাড়াকাড়ি,
এঁটো ব'লে ঘৃণা কিছু নাই।
খেতে খেতে বনে ফেরে, মুখে রব হা রে রে রে,
হাঁ রে ও রে দে রে মোরে ভাই ॥
সুধামাখা রাধা নাম, বাঁশী লয় অবিশ্রাম,
কত লীলা সুখ-বৃন্দাবনে।
ভারতে ভারতী সার আমি কি লিখিব আর,
প্রণিপাত ব্যাসের চরণে ॥
প্রভাতের একরূপ, পরে হেরি অন্যরূপ,
সন্ধ্যাকালে প্রভেদ আবার।
এই সব স্থির কাল, সমভাব চিরকাল,
প্রতিকাল নূতন প্রকার ॥
অস্তগত নিশাকর, প্রকটিত প্রভাকর,
তাহে হয় প্রকাশিত দিন।
পাতিয়া জগৎ-জাল, তিন কালে তিন কাল,
ধ'রে খায় আয়ুরূপ মীন ॥
জলের হৃদয়ে বাস, নূতন দেখিতে আশ,
চাই তাই নূতন দিবস।
কিন্তু তায় বোধ হত, দিন যত হয় গত,
শূন্য হয় আয়ুর কলস ॥
ভবের ব্যাপার যত, সমুদয় এই মত,
মোহরসে মুগ্ধ জীব সবে।
মহারত্ন মহাধন, নাহি তার অন্বেষণ,
বিমোহিত বিফল বিভবে ॥
আমিও সেরূপ হই, যত লিখি যত কই,
ছাড়া নই ভ্রম-অন্ধকার।
এসেছি ভ্রম-ছলে, ভ্রমি বটে স্থলে জলে,
তবু সদা বিষম বিকার ॥
কখন কখন ভাই, পদব্রজে চ'লে যাই,
মনে কিছু চিন্তা নাই আর।
যাই যাই ঠাঁই, ঠাঁই, আশেপাশে ফিরে চাই,
দেখি তায় অশেষ প্রকার ॥
কত যায় কত রঙ্গে, দেখা হয় যার সঙ্গে,
যেন তায় কতকেলে প্রেম।
কিছু নাহি দেখি চেয়ে, কত সুখ তারে পেয়ে,
দরিদ্রে যেমন পায় হেম ॥

কিবা জাতি কোথা ধাম, কেবা জানে কার নাম,
কেবা কার পরিচয় লয়।
সকলের মন শাদা, পরস্পর ভাই দাদা,
ভ্রাতৃভাবে সম্বোধন হয়॥
এইরূপ দিবাভাগে নব নব নব রাগে,
অনুরাগে করি সমাধান।
রজনীর আগমনে তরণীর নিকেতনে,
যথাক্রমে হয় অবস্থান॥
উল্লসিত সর্ব্বজন, প্রকাশিত পুষ্পবন,
সর্ব্বমতে আছি হরষিত।
বর্ত্তমানে সমুদয়, মিত্র হয় শত্রু নয়,
কেবল বিপক্ষ ব্যাটা শীত॥
চড়িয়া মানসরথে, এই শীতে জলপথে,
জল-পথে চলে যেই জন।
যেমন বজ্জাৎ ঠ্যাটা, তার কাছে জব্দ ব্যাটা,
পদঘাত করে প্রতিক্ষণ॥
ভাঙো ভাঙো ঘুম্ ঘোর, চেতনার নাহি জোর,
নয়ন মুদিত নিজ স্থানে।
নিশি-শেষে দাঁড় বেয়ে, জেলে যায় গীত গেয়ে,
তার স্বর সুধা লাগে কানে॥
অমনি চেতনা হয়, মন আর স্থির নয়,
শুনিতে লালসা পুনরায়।
আর কি তেমন হবে, তেমন ললিত রবে,
পুলকিত করিবে আমায়॥
তখন ছিলাম যাহা, পুনঃ আর নাই তাহা,
আমি ত সে আমি আর নই।
এখন সে ভাব কই, এখন যে হই হই,
সেই ভাবে করি হই হই॥
লিখিতে লিখিতে মন হয়ে গেল উচাটন,
মরমে রহিল তাই খেদ।
প্রভু-প্রেমে রেখে প্রীতি, অদ্য এই হ'লো ইতি,
ইতি পরে হবে পর-পরিচ্ছেদ॥

* (২)

হ্যাঁরে ও করাল-কাল, নিদয় কালের কাল,
চিরকাল স্থিরকাল নও?
হোয়ে বহুরূপা প্রায়, ধর বহুরূপ-কায়,
কালে কালে কতরূপ হও॥
সীমাহীন রত্নাকর, হর তার রত্নাকর,
কর তায় দ্বীপের সঞ্চার।
গোষ্পদের বিন্দু জলে, সিন্ধু কর নিজ বলে,
পূর্ণিমারে কর অন্ধকার॥
রেণুকে পর্ব্বত কর, হয়ে সেই ধরাধর,
শোভা করে গগনমণ্ডলে।
সগণ সহিত হায়, গগন ছাড়ায়ে তায়,
মগন করহ রসাতলে॥
নগর কানন কর, সমুদয় শোভা হর,
কালে কালে কালমূর্ত্তি ধর।
তোমার অসাধ্য কিবা, রজনীরে কর দিবা,
দিবারে রজনী তুমি কর॥
তুমি কাল সর্ব্বকাল, ইহকাল পরকাল,
সকলি তোমার করাধীন।
বালকেরে বৃদ্ধ কর, যুবার যৌবন হর,
বলীয়ে করহ বলহীন॥
হ্যাঁরে ওরে সর্ব্বনাশী, এ দেশের সর্ব্ব নাশি,
উদরে দিয়েছ স্বর্ণভূমি।
গর্ব্বনাশা সর্ব্বনাশা, পৃথ্বীপতি কীর্ত্তিনাশা,
বৃত্তিনাশা কীর্ত্তিনাশা তুমি॥
দেখিয় হোতেছে ক্রোধ, এখনি করিব শোধ,
দেখিব কেমন তুমি নদী।
খেয়ে বারি প্রাণে মারি, একেবারে দফা সারি,
জহ্নু মুনি হ'তে পারি যদি॥
রাজা রাজবল্লভের, হৃদিরূপ-পল্লবের,
সমুদয় দুর্ল্লভের ধন।
সাধনেতে যেই ধন, সঞ্চারিল নৃপধন,
সেই ধন করিলি নিধন!॥
বিক্রমে বিক্রমপুর, ছিল যে বিক্রমপুর,
সে বিক্রম কিছু নাই আর।
বঙ্গদেশ ভঙ্গ করি, রঙ্গরস পরিহরি,
অঙ্গ-শোভা হরিয়াছ তার॥
শ্রীরাজনগর গ্রাম, শ্রীমতীর প্রিয়-ধাম,
কেবল হয়েছে নাম সার।
শোভাময়ী রাজপুরী, সে শোভা করেছ চুরি,
সকলি করেছ ছারখার॥
রাজবংশ-অবতংস, মানসের রাজহংস,
সুখ-অংশ ধ্বংস করিয়াছ।
নীরানন্দ নাহি আর, নিরানন্দ সবাকার,
মানসের নীর হরিয়াছ॥

---

* ঢাকা, রাজনগর, বিক্রমপুর, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি দর্শনে এই কবিতা রচনা করেন।

মনোহর সরোবর, উপবন দেবঘর,
একেবারে সমুদয় নিলি।
সুখের বাঙাল দেশ, কাঙাল করিয়া শেষ,
যশের জাঙ্গাল ভেঙ্গে দিলি॥
প্রাচীনের চিহ্ন নাই, ছিন্ন-ভিন্ন সব ঠাঁই,
কত দিন রবে আর রব।
"বেগের" সে বেগ হত, মলিন কুলীন যত,
গাঙ্‌লি লাঙ্‌লি হোলো সব॥
খড়দহ-মেল যারা, বেমেল হয়েছে তারা,
খড়েতে আগুন লাগিয়াছে।
নাহি আর পূর্ব্বভাব, ক্রমে ক্রমে ভঙ্গভাব,
স্বভাবে অভাব ঘটিয়াছে।
বিক্রমেতে ফুলে ফুলে, বিক্রমপুরেতে ফুলে,
করেছিল কুলের গৌরব।
সে ফুলের নাই রস,— সে ফুলের নাহি যশ,
নাহি তার মধুর সৌরভ॥
ভুল্‌ভী বল্লভী দল, বল্লভের নাহি বল,
ভববল্লভের নাহি দয়া।
গর্ব্বহীন সর্ব্বানন্দী, সর্ব্বানন্দ হোল বন্দী,
সর্ব্বানন্দ পাইয়াছে গয়া॥
বেদমেল বেদ হত, বিশেষ কহিব কত,
কোথা আছে পণ্ডিতরতন।
বংশজ বংশজ যত, হয়েছে বংশজ-হত,
কেবা করে তাদের যতন॥
গ্রহ নয় তুষ্ট নয়, কারো নয় পরিনয়,
দুখ হয় কহিতে অধিক।
এক ভাব পরস্পরে, ময়ুর থাকিলে পরে,
সকলেই হতেন কার্ত্তিক॥
গোষ্ঠীপতি শ্রোত্রী যাঁরা, গোষ্ঠীহীন প্রায় তাঁরা,
ক্রমেতে ক্রমের ব্যতিক্রম।
কুলে শীলে ধনে মানে, পূর্ব্ববৎ কে বা মানে,
কালগুণে ঘুচিল বিক্রম॥
সোনা ছিল সোনা নাম, সোনার সোনার গ্রাম,
সে সোনা এখন নয় খাঁটি।
পুরাতন রাজধাম, কেবল রয়েছে নাম,
ভূপতির নাহি ভিটে-মাটী॥
কেহ নাই রাজবংশে, প্রজাগণ কোন অংশে,
পূর্ব্ববৎ নহে আর সুখী।
সুখসূর্য্য অস্তগত, মানী সব মান-হত,
ধনবান্ সকলেই দুখী।

মহারাজ আদিশূর, সুধীর সাক্ষাৎ সুর,
বৈদ্যকুল মস্তক ভূষণ।
পঞ্চজন দ্বিজবর, আনিলেন নৃপবর,
নিজ যজ্ঞসাধন কারণ॥
দাস লয়ে নিজ নিজ, আইলেন পঞ্চ দ্বিজ,
পাঁচ কুল কায়স্থ সে পাঁচে॥
রাজারে মানাতে ভক্তি, জানাতে বিপ্রের শক্তি,
আশীর্ব্বাদ করিলেন গাছে॥
সে তরু নীরস ছিল, আশীর্ব্বাদে মুঞ্জরিল,
গুঞ্জরিল সুনাম-ভ্রমর।
অদ্যাবধি সেই তরু, ফলে ফুলে কল্পতরু,
রহিয়াছে হইয়া অমর॥
কোথা সেই আদি শূর, কোথা তাঁর আদিপুর,
কোথা সেই বংশধর তাঁর।
কোথা সে বল্লাল-ভূপ, যাঁর কীর্ত্তি নানারূপ,
কুলীনেতে রয়েছে প্রচার॥
জাতির প্রধান গণি, কুলীন মাথার মণি,
আছে যশ দশদিক্ ছেয়ে।
কারো নাই অপমান, এখন সমান মান,
বল্লালের চাপ্‌রাস পেয়ে॥
শ্রীরাজবল্লভ রায়, শেষ রাজা বাঙ্‌লায়,
তুষ্ট যাঁরে সকল ব্রাহ্মণ।
করি এক যজ্ঞ সূত্র, স্বজাতির যজ্ঞ-সূত্র,
পুনরায় করিল স্থাপন॥
অকাতরে বহুধন, যে করিল বিতরণ,
কীর্ত্তি যার পৃথ্বী পারে ধায়।
তাঁহার বংশজ যত, ফণী যেন মণি-হত,
দিবসান্তে আহার না পায়॥
যেন শিশিরের দিন, দিন দিন অতি দীন,
ক্ষীণ হীন মলিন বদন।
রাগ নাই পূর্ব্বরাগে, গতি হয় অধোভাগে,
ভাঙিয়াছে স্বর্গের সদন॥
কি ছিল কি হলো আহা, আর নাকি হবে তাহা,
যা হবার হইয়াছে শেষ।
বিস্তারিয়া কালগ্রাস, কালেতে করেছে গ্রাস,
সমুদয় বাঙালের দেশ॥
প্রভা যত পূর্ব্বকার, কিছুমাত্র নাহি আর,
অন্ধকার হেরি সব স্থান।
কোন দিকে নহে ভাল, বৈদ্যের সৌভাগ্য আল,
একেবারে হয়েছে নির্ব্বাণ॥

কায়স্থাদি জাতিচয়, পূর্ব্বরূপ কেহ নয়,
সবে কয় দুখের কাহিনী।
কেবল নামেতে ঢাকা, ঢাকায় নাহিক টাকা,
প্রতিকূলা পেচক-বাহিনী॥
আচার-বিচার যত, কিছু নাই পূর্ব্বমত,
বেশ ভূষা হয়েছে প্রভেদ।
ধনী বলে ধ্বনি মাত্র, মধুহীন মধুপাত্র,
সকলেরি অন্তরেতে খেদ॥
কত গঞ্জ কত গ্রাম, বিখ্যাত যাদের নাম,
কিছু আর চিহ্ন নাহি তার।
করিয়া ভীষণ গতি কুল খেয়ে কুলবতী।
সমুদয় করেছে সংহার॥

বড় বড় মহাজন, ছিল কত মহাজন,
মহাজনী করিত সবাই।
এখন কোথায় ধন, নামে মাত্র মহাজন,
মহাজন মহাজন নাই॥
ব্যবসা গিয়েছে কেঁচে, যারা সব আছে বেঁচে,
ব্যবসায়ী কেহ আর নয়।
এক দশা সবাকার, মুখে রব হাহাকার,
কোনরূপে দিনপাত হয়॥
শুনিলাম যথা তথা, সকলেরি এক কথা,
কারো মনে কিছু নাই সুখ।
যতেক বাঙালীগণ, কাঙাল সকল জন,
বাঙালীরে বিধাতা বিমুখ॥

গীতাবলী

কেদার—তিওট।

মন রে আমার। এ কি ভ্রান্তি তোমার॥
ভাবনা কেন রে? ভাব না কেন রে?
অরূপ স্বরূপ সার।
শিশির, বসন্ত, নিদাঘ, বৃষ্টি,
যে জন করিল এ সব সৃষ্টি,
যে জন দিয়েছে নয়নে দৃষ্টি,
তাঁরে ভাব একবার॥
দিবাকর, নিশাকর, লয়ে যাঁর ভাস।
দিবা নিশি, করে করে, তিমির বিনাশ॥
নিয়ত নিয়ম করিয়া লক্ষ্য,
রাশি রাশি রাশি, প্রকাশে পক্ষ,
অহরহ সহ করিয়া সখ্য,
বার বার ভ্রমে বার॥
অনিত্য বিষয়ে কেন ভ্রম ভ্রম-আশে?
ভজ নিত্য, নিত্যবিত্ত, চিত্ততীর্থবাসে॥
হৃদয়-নিলয়ে পরম-রতন,
সে ধনে তুমি না কর যতন,
বৃথায় করিছ শরীর-পতন,
অসার ভাবিয়া সার॥

পরজ—কাওয়ালি।

হায়! আমি কি করিলাম এত দিন।
দিন যত গত তত, দিন দিন দীন॥
বৃথায় হইল জনু, বৃথায় হয়েছি মনু,
অতনু-শাসনে তনু, তনু অনুদিন।
ভাবে নাহি ভাবি ভাবি, কার ভাবে মিছে ভাবি,
না ভাবিয়া ভবভাবি, ভেবে হই ক্ষীণ॥
অসার ভাবিয়া সার, হারাইয়া সর্ব্বসার,
কত বা গণিব আর, "এক, দুই, তিন"*।
সহজ † আমার ভাই, সহজে না দেখা পাই,
জলে থেকে পিপাসায় মরে যথা মীন॥
সহজে যেরূপ কই, সহজে সেরূপ নই,
বৃথা করি হই হই, হয়ে বোধ-হীন।
নাহি হয় অনুভব, এ দেহ হইলে শব,
কোথা ভব, কোথা র'ব, কোথা হব লীন॥
প্রবৃত্তির অনুরোধে, মাতিয়া বিষয় ক্রোধে,
এখনো আপন বোধে, হতেছি প্রবীণ।
কাল-করী-হরি হরি, হরিনাম পরিহরি,
ভ্রমে কেন কাল হরি, হয়ে পরাধীন॥

লুম্ঝিঁঝিট—একতালা।

অসময় কেন আজ আমারে,
ডাকো রসময় হে।
অবলা সরলা বালা, কত জ্বালা সয় হে।
প্রাণে কত জ্বালা সয় হে॥
তুমি নট হয়ে নট, অঘট-ঘটনা-ঘট,
মুখে যত কথা রট, কাজে কি তা হয় হে।
সখা, কাজে কি তা হয় হে॥
সময়ে সকলি সাজে, অসময়ে লাঠি বাজে,
কাল ভেদে কাজে কাজে, সুধা বিষময় হে।
সখা, সুধা বিষময় হে॥
তোমার অধীনী আমি, তুমি হে প্রাণের স্বামী,
তোমা-ছাড়া হ'লে আমি, আমি আমি নয় হে।
সখা, আমি আমি নয় হে॥

---

* এক, দুই, তিন। দিন গণনা। অপিচ, অবস্থা, লোক, তত্ব, গুণ, তাপাদি তিন।

† সহজ—সহোদর, সঙ্গে যে জন্মে। এ স্থলে আত্মা।

তুমি হে চুম্বক সম. লৌহরূপ মন মম,
তব আকর্ষণে মন স্থির কিসে রয় হে।
সখা, স্থির কিসে রয় হে ॥

বাহার—একতালা।

এসো এসো প্রাণ-প্রেয়সি প্রেমময়ি।
তোমা বিনে প্রাণ-প্রিয়ে আমি আমি নই ॥
তুমি প্রাণ আমি দেহ, দেহে প্রাণ প্রাণ দেহ
ভ্রমরার নাহি কেহ কমলিনী বই।
তুমি ভাব আমি স্বামী, তুমি লো আমার আমি,
দেহ-ভেদে তুমি আমি আমি তুমি কই ॥

লুমঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

কেমনে, বল প্রবোধ-শশীর হইবে সঞ্চার হে।
মোহ-মেঘে ঘেরিয়াছে, অখিল সংসার হে।
এই অখিল সংসার হে ॥
পাইয়ে অনিত্য দেহ, নিত্য-ভ্রমে করে স্নেহ,
আপন স্বরূপ কেহ, না করে বিচার হে।
কেহ না করে বিচার হে ॥
মনেরে বুঝাব কত, মন নহে মনোমত,
অবিরত হেরি যত, মায়ারি বিকার হে।
মহা মায়ারি বিকার হে ॥

দেশ—আড়া।

অজ্ঞানতিমির বল কোথা রবে আর।
সুখদ সরল শশী স্বভাবে সঞ্চার ॥
ঘুচিল বিপক্ষ-ভয়, রিপুচয় পরাজয়,
আলোকে পুলকময়, অখিল সংসার ॥
গগনে করিলে ঘন, শশিশোভা আচ্ছাদন.
নাশে যথা সমীরণ, সেই অন্ধকার ॥
মেঘান্তে যামিনীকর, স্থিরতর শোভাকর,
মনোহর মৃগধর, সুধার আধার।
সেরূপ করিয়া ক্রম, বিবেক পবন সম,
মহামোহ মেঘতম করিল সংহার।
পরিপূর্ণ জ্ঞান-জ্যোতি, প্রকট প্রদীপ্ত অতি,
প্রবোধ-পীযূষপতি প্রভাবে প্রচার ॥

আড়ানা—ঝাঁপতাল।

এই বসন্ত সামন্ত লয়ে মদন সাজিছে
অতি পুলকে।
কি শোভা কি শোভা কি শোভা ভুলোকে।
বামেতে কামিনী সতী, ভুবনভামিনী রতি।
লজ্জিত যামিনীপতি দামিনী থমকে।
হেরে দামিনী থমকে ॥
অন্তরা।
মিলিত উভয় অঙ্গ, স্বভাবে সভাবে সঙ্গ,
ক্ষণমাত্র নহে ভঙ্গ, এ কি রঙ্গ হায়।
মদমত্ত মনোভব, বুঝি ভব পরাভব,
মোহিত হইল ভব, রূপের আলোকে।
চারু রূপের আলোকে ॥
ফুটিল সুরভি-ফুল, ছুটিল ভ্রমর-কুল,
কুটিল কামের শূল, টুটিল হৃদয়।
খরতর স্মর-শর, ত্রিভুবন থর থর,
কলেবর জরজর, কোকিল-কুহকে।
কাল কোকিল-কুহকে ॥
সমীরণ ফরফর, গুণ গুণ গরগর,
গুঞ্জরিছে মধুকর, মনোহর স্বর,
না দেখি এমন ধীর, এ রবে কে রবে স্থির,
দহে দেহ অশরীর, ত্রিলোক চমকে।
রবে ত্রিলোক চমকে ॥
সম শোভা জলে স্থলে, তরু রাজে নবদলে,
দ্বিজ নিজ দলে দলে, দোলে ফুল দল।
সুধাস্বরে করে দান, ধরে তান হরে প্রাণ,
ছয় রাগ মুর্ত্তিমান্ রাগিণী ঝলকে।
রাগে রাগিণী ঝলকে ॥

বাহার—তিওট।

এই অখিল সংসার আমি করি অধিকার।
সুরাসুর আদি সবে অধীন আমার ॥
নাম ধরি রতিপতি, প্রিয়তমা এই রতি,
রতিরসে রতি বিনা গতি আছে কার।
ত্রিভুবনে সমুদয়, আমা ছাড়া কেহ নয়,
আমার কটাক্ষে হয় জীবের সঞ্চার ॥

আমার সৃজিত সব, আমি নই পরাভব,
কালরূপী ভব কত করিবে সংহার।
আমি করি ধারা সৃষ্টি, না হ'লে আমার দৃষ্টি,
এই সৃষ্টি করে সৃষ্টি, হেন সাধ্য কার॥

বাহার—ঠুংরি।

ওহে ফুলশরধর স্মর হে, আমায় ধর ধর ধর হে,
দেহে দেহে যুক্ত কর, ধর পয়োধর হে।
আমার ধর পয়োধর হে॥
ধরি কর গুণাকর, করে বাঁধো কলেবর,
দেহ প্রাণ-প্রিয়বর অধরে অধর হে।
দেহ অধরে অধর হে॥
কুলবতী আমি সতী, প্রাণপতি তুমি গতি,
রতিরসে রেখে রতি, হরভয় হর হে।
বঁধু হরভয় হর হে॥

বাহার—আড়া।

এই কুসুমেরি বাণ আমি যদি করি যোগ।
এখনি করিতে পারি বিবেক-বিয়োগ॥
এমন কে আছে সতী, রতিরসে নাহি রতি,
পতিব্রতা ছাড়ে পতি, যোগী ছাড়ে যোগ॥
কোথা বা সামান্য জীব, পরিহরি নিজ শিব,
করে সদা সদাশিব, বিষয়-বিভোগ॥

বাহার—তিওট।

প্রবল প্রমাদ কর প্রভাব আমার।
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ মজাব সংসার॥
রতিরস-সার তার, যে পেয়েছে তার তার,
সে কি কভু মানে আর, বিবেক বিচার।
কামিনী কোমল কান্তি, জগতের করে ভ্রান্তি,
কোথা রবে ক্ষমা* শান্তি† প্রবোধ সঞ্চার॥

সুহিনী—কাওয়ালি।

মরি মরি ওহে বঁধু রাখ রাখ প্রাণ হে।
অভেদে আপন দেহে দেহ দেহ স্থান হে॥
কলেবর জরজর, ভয়ে কাঁপে থর থর,
ওহে স্মর, ধর ধর, কর কর ত্রাণ হে।
বিষাদে মনের দুখে, অনল জ্বলিছে বুকে,
কথা নাহি সরে মুখে, গেল গেল প্রাণ হে॥

বাহার—রূপক।

ভেব না ভেব না প্রিয়ে, ভেব নাক আর।
কখনো কি হ'তে পারে প্রবোধ প্রচার॥
আমাদের সিদ্ধ বিদ্যা, বিদ্যমানে এ অবিদ্যা,
প্রকাশ করিবে বিদ্যা, হেন বিদ্যা কার।
কেবা আছে মম সম, কোথা সেই দম শম,
কোথা সে নিয়ম, যম, যম আমি যা'র॥
প্রাণধন তুমি ধনি, তুমি-ধনে আমি ধনী,
আমি ফণী তুমি মণি, ভূষণ আমার॥

বাগেশ্বরী—ধামাল।

কি কর অবোধ মন, লহ সুবিধান।
আত্মা-নদী-জ্ঞান-নীরে সুখে কর স্নান॥
কি কহিব শোভা তার, করুণা-তরঙ্গ-হার,
শীতল হয়েছে যার, সুচারু সোপান॥
অন্তরা।
বিষয় সলিলে মন, কেন কর নিমজ্জন,
ইথে পাপ হুতাশন, বাড়ব সমান।
স্পর্শমাত্রে জ্ঞান-জল, হবে তুমি সুশীতল,
যা'বে তৃষ্ণা, ক্ষুধানল, পা'বে পরিত্রাণ॥

খাম্বাজ—আড়া।

কেহ নাহি আর, ভবে কেহ নাহি আর।
সর্ব্বগত তুমি বিভু, তুমি সর্ব্বসার॥
কোথা হে করুণাকর, কাতরে করুণা কর,
কৃপাময় নাম ধর, করুণা-অপার।
ক্ষুধানলে সদা জ্বলি, কার বলে হব বলী,
তোমা বিনা কারে বলি, কে আছে আমার॥

---

* ক্ষমা—অপরাধ-সহন।
† শান্তি—সর্ব্বত্র সমভাবে স্পৃহানিবৃত্তি।

ভবক্ষুধা করে কৃশ, কর হে পরম-ঈশ,
বিষয়-বাসনা-বিষ, বারিনিধি পার।
হর হর তাপ হর, জগতের পাপ হর,
তবে বুঝি মহেশ্বর, মহিমা অপার॥
কেমনেতে স্থির থাকি, মনেরে বুঝায়ে রাখি,
যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখি অন্ধকার।
হৃদয়-আকাশে আসি, রবি-ছবি-ভাস ভাসি,
অজ্ঞান-তিমির-রাশি, করহ সংহার॥
এই দেখি এই সব, পরে এই সব শব,
বুঝিতে না পারি তব, এ ভব-ব্যাপার।
ভ্রম যেন নাহি হয়, মোহ যেন নাহি রয়,
দূর কর সমুদয়, মায়ার বিকার॥
নিজ দেহ দেখে স্থূল, মনের হইল ভুল,
নাহি ভাবে সর্ব্বমূল, তুমি মূলাধার।
আত্মভাব রেখে দূরে, না গিয়ে সন্তোষপুরে,
কামনাকাননে ঘুরে, করে হাহাকার॥
প্রকাশিয়া নিজ স্নেহ, অধিকার করি দেহ,
মনেরে প্রবোধ দেহ, এসে একবার।
পেলে তব শ্রীচরণ, মোহিত হইবে মন,
আশারোগ নিবারণ, তবে হবে তার॥
মনেতে বিরাজ কর, মনের মালিন্য হর,
এই মন কলেবর, বিভব তোমার।
স্বরূপ স্বভাব ধরি, দরশন দেহ হরি,
জনম সফল করি, হেরে সে আকার॥
তব রূপ ধ্যানে ধরি, জ্ঞানেতে তোমায় স্মরি,
আর যেন নাহি করি, আমার আমার।
অসার সংসার এই, সার ইথে কিছু নেই,
মন যেন ভাবে এই, তুমি মাত্র সার॥

বেহাগ—আড়া।

এই আছে, এই নাই এই তো শরীর।
তবে কিসে এ জীবনে, জানিয়াছ স্থির॥
দেহেতে লাবণ্য শোভা, ক্ষণমাত্র মনোলোভা,
যেমন কমলদলে, টলটল নীর॥
জলে দেখ বিম্ব যত, দেহে প্রাণ সেইমত,
আকাশে প্রকাশে প্রভা যেমন অচির।
অনিত্য বিষয়াসবে, মত্ত হও কেন সবে,
সত্য-সুধা পান কর হয়ে অতি ধীর॥

খাম্বাজ—একতালা।

আমার তুলনা কি হয় আমি অতুল্য অজয়।
তমোগুণে তমোরূপী, মম সম নয়॥
সর্ব্বোপরি করি গর্ব্ব, ইন্দ্র চন্দ্র অতি খর্ব্ব,
তুচ্ছ বিধি হরি শর্ব্ব আমি সর্ব্বময়॥
আমার সহিত তুলে, তুলনা করিলে ভুলে,
লঘু হয়ে রবি শশী গগনতে রয়॥

বেহাগ—আড়া।

আমি সহজ ত নয় জীবের সহজতনয়।
সৃষ্টি স্থিতি লয় আমার প্রভাবেতে হয়॥
সবার প্রধান আমি কুলীন-কুলের স্বামী,
কে আছে, কাহার কাছে, দিব পরিচয়॥
আমার যে কত মান, নাহি তা'র পরিমাণ
অভিমানে অনুমান, ম্রিয়মাণ হয়।
কে বুঝিবে ফলিতার্থ, মম অর্থ পরমার্থ,
অপদার্থ অযথার্থ হেরি সমুদয়॥
মায়াময় এ সংসারে, দয়া নাহি করি যারে
সেই জীব একেবারে, মাটি হ'য়ে রয়।
কথা নাহি স্বরে মুখে, নিয়ত মনের দুখে
বঞ্চিত সঞ্চিত সুখে, থাকিতে বিষয়॥
বিধি হরি হর কেবা, আর যত দেবী-দেবা,
না ক'রে আমার সেবা, স্থির কেবা রয়।
জলচর, স্থলচর ভূচর, পবনচর
যত সব চরাচর, আমা ছাড়া নয়॥
আমার চেতনে ভাই অচেতন কেহ নাই,
সচেতন সব ঠাঁই, দেখ বিশ্বময়।
প্রভাহীন হ'লে আমি, কাম নাহি হয় কামী,
তবে আর আমি আমি মুখে কেবা কয়॥
না থাকিলে অহঙ্কার, তবে বল অহং কার,
সহজে প্রবৃত্তি পায় নিবৃত্তিতে লয়।
প্রকৃতি প্রধানা স্থূল, জগতের আমি মূল,
আমা হ'তে যত কূল, হ'তেছে উদয়॥
করি ক্রম পরিক্রম, ক্রমে আমি করি ক্রম,
এ ক্রমের ব্যতিক্রম, কখনো কি হয়?
করিয়া কারণ-বৃষ্টি, প্রত্যক্ষ করাই দৃষ্টি,
মূঢ় জনে এই সৃষ্টি, মিছে তবু কয়॥

আলেয়া—মধ্যমান।

এই শরীর-রতন হইবে পতন।
নিজভাবে ভাবী হয়ে কর রে যতন॥
এই শরীর-রতন হইবে পতন।
না হইল সুখলাভ মনের মতন॥

ধুয়া

আপন আপন-রব, নিশির-স্বপন সব,
গোপন কি আছে তব, ভব-প্রকরণ।
পেয়েছ ভোগের দেহ, তার প্রতি কর স্নেহ,
পরে আর নাহি কেহ, মুদিলে নয়ন॥
প্রকৃত প্রকৃতি-গুণ, বিকৃতি কি তাহে পুন,
আকৃতি দেখিয়া কর সুকৃতি-সাধন।
দেহ ছাড়া আত্মা এক, নাই নাই মিছে ভেক,
দৃষ্টিহীনে অভিষেক কোরো না রে মন॥
পেয়েছ উজ্জ্বল আঁখি, তার কাছে কোথা ফাঁকি,
বুঝিতে কি আছে বাকী, সার বিবরণ।
স্বভাবে রাখিয়া দৃষ্টি, দেখ দেখি এই সৃষ্টি,
সৃষ্টিছাড়া অনা সৃষ্টি, সৃষ্টির কারণ॥
গ্রহ তারা তিথি রাশি, কাল দণ্ড রাশি রাশি,
রীতিমত আসে যায় করিয়া ভ্রমণ।
স্বভাবের এই ধারা, স্বভাবেতে বদ্ধ তারা,
স্বভাবে অভাব-ভাব হয় কি কখন॥
এ তো নহে ভার বোঝা, সহজেই যায় বোঝা,
সোজা পথ ছেড়ে করে কুপথে গমন।
সোজা পথে স্বর্গভোগ, ভ্রমে ভোগে কর্ম্মভোগ,
করিতেছে মিছে যোগ, যত মূঢ়গণ॥
শোন্ শোন্ নরলোক, কোথা তোর পরলোক,
অজ্ঞান-মদের ঝোঁক, প্রলাপ-বচন।
পরকালে কর্ম্মফল, কেবল ধূর্ত্তের ছল,
আকাশ-তরুর ফল, অলীক যেমন॥
গগনের নাহি মূল, তাতে নাহি ফোটে ফুল,
পুরাণের লেখা ভুল, মিছে দরশন*॥
সাধে আমি বলি রূঢ়, বল্ বল্ ওরে মূঢ়,
কোথা পেলি মর্ম্ম গূঢ়, আত্মনিরূপণ॥
যাহা নাই তাই আছে, শুনেছিস্ কার কাছে,
মিছে কাচে কাচ কাচে, মূর্খ যত জন।
কোথা তোর দিব্যজ্ঞান, ধ্যান নয় এ যে ধ্যান,
নয়নে না হয় কেন, আত্মা-দরশন॥

ভ্রমে যত হয়ে কাল, আপনার কয়ে কাল,
জীবনান্তে পরকাল, অলীক কথন।
পদ্মপাতে যথা জল, নাহি পায় বাসস্থল,
সেইরূপ ভাবি ফল, কর্ম্মেতে ঘটন॥
প্রকৃতির কিবে লীলে, দুগ্ধেতে অম্বল দিলে,
পরিণামে হয় যথা দধির সৃজন।
বায়ু বহ্নি ধরা জলে, পরস্পর যোগ-বলে,
স্বভাবে সেরূপ সদা হতেছে চেতন॥
অজ্ঞান মানবচয়, এই দেহ জড় কয়,
জড় নয় জড় নয় দেহ সচেতন।
বৃহস্পতি করি যুক্তি, করেছেন এই উক্তি,
অন্য আর নাই মুক্তি, মুক্তিই মরণ॥
আকার প্রকার রব, সম সব অবয়ব,
সমান জনম মৃত্যু সমান গঠন।
সম ছেদ সম ভেদ, কিছু নাই ভেদাভেদ,
সম সুখ সম দুখ রমণ গমন॥
তবে কেন ভণ্ড নরে, মিছে ভেদাভেদ ধরে,
কল্পনা করিয়ে করে, বর্ণ নিরূপণ।
এই বড় এই ক্ষুদ্র, এই দ্বিজ, এই শূদ্র,
ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে, ও হয় যবন॥
সাধে আমি হই ক্রুদ্ধ, বোধেরে করিয়া রুদ্ধ,
এ অশুদ্ধ আমি শুদ্ধ, এ ভেদ কেমন।
কত দূর অভিমান, অজ্ঞানের এই ভান,
কেমন পাষাণ প্রাণ, প্রেমহীন মন॥
অরসিক হয়ে রসে, দ্বেষ-বশে ব'লে বসে,
এ হয় পাপের অন্ন, কোরো না ভোজন।
না খেলে তো নাহি ত্রাণ, খেলে পরে থাকে প্রাণ,
দেহে করি বল দান, বাঁচায় জীবন॥
নরাধম কর্ম্মচেটো, হেন "অন্ন" বলে এঁটো'
ব্রহ্মরূপে করে যেই জীবের পালন।
দুঃখে বহে চক্ষে ধারা, হয়ে সবে ভেদহারা,
বলে এই পরদারা, কোরো না হরণ॥
পর-বোধ আছে যার, সেই ভাবে পরদার,
পর নহে কেহ কার, সকলি আপন।
সকলেরি এক গতি, সকলেরি এক মতি,
সকলেরি মনে রতি, সহিত মদন॥
পরস্পর নহে পর, স্বভাবের অনুচর,
স্বভাবে অভাব যার, সে করে বারণ।
ভোগে ভেদ যদি রবে, পশু পাখী সবে ভবে,
স্বেচ্ছামত কেন তবে, করিবে গমন॥

* দরশন—দর্শন অর্থাৎ ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি।

খাঁটি নহে কারো মন, প্রেম-অন্ধ যত জন,
বলে এই পরধন, কোরো না গ্রহণ।
পাগলেরা এই কথা, বলিতেছে যথা তথা,
বাচাল হইয়া করে শাস্ত্র আলাপন॥
প্রাণে আর নাহি সয়, দিলে সত্য পরিচয়,
পাগলে পাগল কয়, এ কি কুলক্ষণ।
নাস্তিকে নাস্তিক ভাষে, শুনিয়া প্রকৃতি হাসে,
তাহারা আস্তিক যদি নাস্তিক কেমন॥
জয় জয় বৃহস্পতি, চার্ব্বাক-চরণে নতি,
বৌদ্ধমত সত্য অতি শাস্ত্র সনাতন।
অদৃশ্য পদার্থবাদী, প্রতারক মিথ্যাবাদী,
হেরিব না হেরিব না তাদের বদন॥

বেহাগ—আড়া।

স্বেচ্ছাময় মন তুমি জগতের ভূপ।
আপন স্বরূপ তুমি আপন স্বরূপ॥
লোক সব মিছে ভ্রমে, সংসার-কাননে ভ্রমে,
নাহি দোষ কোন ক্রমে, নিজ নিজ রূপ।
নানা ভাবে ভাব হরে, অভাবের ভাব ধরে,
বিরূপ স্বভাবে করে, স্বভাবে বিরূপ॥
সুখে নাহি কাল বঞ্চে, পড়িয়া বিষম-তঞ্চে,
রূপ রস আদি পঞ্চে, ভাবে নানা রূপ।
আত্মহিতে যত কর্ম্ম, সেই মাত্র মূল-ধর্ম্ম,
কি কব তাহার মর্ম্ম, অতি অপরূপ॥
হয়ে মন অনুকূল, ঘুচাও মনের ভুল,
দেখাও সহজ ভাব, স্বভাব অনুপ।
আর কত দিনে সবে, এক রবে এক কবে,
এক ভাবে এই ভবে, হবে একরূপ॥
আত্মহিতে হবে রত, সবে মাত্র একমত,
না থাকিবে মতামত, ইচ্ছা-অনুরূপ।
ভিন্ন ভাব যারা ধরে, নানা পথে ঘুরে মরে,
আপন নাশের তরে, নিজে খোঁড়ে কূপ॥
না চিনিয়া ভাল মন্দ, যত অন্ধ করে দ্বন্দ্ব,
নাশিতে তাদের ধন্ধ, বুঝাব কিরূপ।
কাশীবাসী ওরে জীব, শিবময় মনঃ শিব
শিবরূপে না পূজিয়ে, পূজিস্ কিরূপ॥
বঞ্চনা-মদের ঘোর, বাড়িয়াছে বড় জোর,
করিস্ কি মিছে শোর, চুপ চুপ চুপ॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

ওরে এরা কে রে দুরাচার।
অতি কদাকার, দেখি অতি কদাকার॥
কি সাহসে দাঁড়াইল সমুখে আমার।
ওরে এরা কে রে দুরাচার॥

ধুয়া

মর মর্ সর্ সর্, ও রে এরে ধর ধর্,
কাট কাট্, কেটে ফ্যাল্, মার মার মার্
হাদে এটা ঘেঁসে ঘেঁসে, বসেছে নিকটে এসে,
গদি হেসে বেসে হেসে, করে কি ব্যভার॥
কিছু নাহি করে ভয়, ঘাড় নেড়ে খাড়া রয়,
বুক চেড়ে কথা কয়, এত অহঙ্কার।
অতি-নীচ দুরাশয়, আমার সমান হয়,
কত বড় লোক আমি ক'রে না বিচার॥
সহিতে না পারি যাহা, সকলেই করে তাহা,
কোনমতে ছাড়িব না কিসে পাবে পার।
এ ব্যাটা, চড়েছে গাড়ী, এ ব্যাটা রেখেছে দাড়ি,
ঠিক্ যেন তলো- হাঁড়ি, মুখ ভার ভার॥
দারা সহ যোগ করি, যত্তপি স্বভাব ধরি,
এ জগতে বল তবে রক্ষা থাকে কার।
কে পারে আমার চোটে, মুখে যেন খই ফোটে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য কেঁপে ওঠে, ছাড়িলে হুঙ্কার॥
মহাবীর আমি ক্রোধ, বোধের কি রাখি বোধ,
জনমের মত তারে করেছি সংহার॥
উপরোধ অনুরোধ, হিতাহিত বোধাবোধ,
কোনো কালে, আমি কারো, ধারিনেকো ধার॥
পিতা মাতা বন্ধু ভাই, কিছুই বিচার নাই,
যখন যাহারে পাই, তখনি প্রহার।
যে আমারে হিত বলে, তাহা শুনে অঙ্গ জ্বলে,
আগে যেন গালে গিয়ে চড় মারি তা'র॥
কত কত রাজকুল, কাহারো রাখিনি মূল,
করিয়া জ্ঞানের ভুল, হয়েছি প্রচার।
পরস্পর আপনারা, বিবাদে পড়েছে মারা,
শোক পেয়ে দারা সুত, করে হাহাকার॥
বিরি হর, মুরহর, হইলে আমার চর,
অন্ধ হয়ে একেবারে দেখে অন্ধকার।
কোথা হিংসে প্রাণপ্রিয়ে, শীঘ্র আসি দেখসিয়ে,
দেবলোকে করিয়াছে স্বর্গ অধিকার॥

পোড়াও পোড়াও কোপে, ওড়াও ওড়াও তোপে,
সমুদয় উড়ে পুড়ে, হোক ছারখার।
আমি তরু তুমি ছায়া, আমি প্রাণী তুমি মায়া,
মিলন করিয়ে কায়া, ধরি একাকার॥
ধরিলে যুগল-বেশ, অস্থির করিব দেশ,
অশেষ হইবে শেষ, শেষ থাকা ভার।
আকাশেরে চেলে নিয়া, পাতালে ফেলিব গিয়া,
পবন অনল ক্ষিতি, কোথা রবে আর॥
যার বাসে করি বাস, তার ঘটে সর্ব্বনাশ,
সকলি অসার হয়, নাহি থাকে সার।
অনুকূলা দেবী ভ্রান্তি, কোথা শ্রদ্ধা, কোথা শান্তি,
কোথা দয়া কোথা ক্ষান্তি, নষ্ট পরিবার॥
শত্রুগণে ফেলো মেরে, একেবারে দেও সেরে,
জগতে না হয় যেন, প্রবোধ প্রচার।
অগ্নি জ্বালো মন ফুঁড়ে, সকলে মরুক পুড়ে,
আমরাই সৃষ্টি জুড়ে, করিব বিহার॥

ভাই বোন, যত-গুলো, সকলেই যাক্ চুলো,
নেড়া হোক্ মূলোক্ষেত, কিছু যেন রয় না।
কিছু যেন রয় না॥
লাথি মেরে দেও তেড়ে, ওরা যাক্ দেশ ছেড়ে,
থালা ঘড়া কড়া কেঁড়ে, কিছু যেন লয় না।
কিছু যেন লয় না।
প্রাণে আর সয় না, প্রাণে আর সয় না।
সয় না-রে প্রাণে আর, সয় না সয় না॥
বাপ বুড়ো বড় ঠক্, মুখে মিঠে হাড়ে টক্,
বোসে আছে যেন বক, তত্ত্ব কভু লয় না,
তত্ত্ব কভু লয় না।
উদরে ধরেছে যেটা, সাক্ষাৎ ডাকিনী সেটা,
দেখিলে শরীর জ্বলে, ঠিক্ যেন ময়না।
ঠিক্ যেন ময়না॥
প্রাণে আর সয় না, প্রাণে আর সয় না,
সয় না-রে প্রাণে আর সয় না সয় না॥

খেমটা।

প্রাণে আর সয় না। প্রাণে আর সয় না।
সয় না রে প্রাণে আর সয় না সয় না॥
খোঁপা বেঁধে পেটে পেড়ে,
চোপা করে নথ নেড়ে,
ঠেকারে বাঁচে না আর গায়ে দিয়ে গয়না।
গায়ে দিয়ে গয়না॥
শুয়েছে ছাপোর খাটে, রয়েছে রাণীর ঠাটে,
রাগেতে গুমুরে মরি গতোর তো বয় না।
গতোর তো বয় না॥
প্রাণে আর সয় না প্রাণে আর সয় না।
সয় না-রে, প্রাণে আর সয় না, সয় না॥
দেওর বিষম ছাই, ননদীরে রক্ষা নাই,
মরুক্ তাদের ভাই, তাতে কিছু বয় না।
তাতে কিছু বয় না॥
বুকে ক'রে পতি লয়ে, আমি থাকি এয়ো হয়ে,
যতিনী সতিনী মাগী, রাঁড় কেন হয় না।
রাঁড় কেন হয় না।
প্রাণে আর সয় না প্রাণে আর সয় না।
সয় না-রে প্রাণে আর সয় না সয় না॥

তাল—খেমটা।

বল বল, কিসে হ'বে, ক্ষুধা নিবারণ।
কঠোর জঠরজ্বালা, করে জ্বালাতন॥

ধুয়া

সাধ্ ক'রে দিই গাল্, এত চাল্ এত ডাল,
একদিনে গেল কাল্, কি করি এখন।
তেল, লুণ,, নাই ঘরে, হাঁড়ী ঠন্ ঠন্ করে,
নূতন করিতে হ'বে, সব আয়োজন॥
সকলেরি মুখ-বাঁকা, কোথা গেলে পাব টাকা,
কার্ কাছে যেতে পারি, পেতে পারি ধন।
চুরি ক'রে আনি কড়ি, পাছে শেষ ধরা পড়ি,
দিয়ে দড়ি হাতে খড়ি, করিবে শাসন॥
যতই বাড়িছে বেলা, ততই ক্ষুধার ঠেলা,
আজ্ বুঝি কপালেতে, হ'লো না ভোজন।
চল দেখি হাটে যাই, চিড়ে মুড়ি যদি পাই,
ফাকা ফুকো খেয়ে তবে, বাঁচাব জীবন॥
এই দেখি শত শত, বড় বড় ধনি যত,
আমাদের করে না কেন, ধন বিতরণ।
গোয়ালার বাড়ী ওই, ভাঁড়্-ভরা ছানা দই,
চুপি চুপি কেন তাই, করিনে হরণ॥

ফলবান্ যত গাছ, ফলেছে বাছের বাছ,
পুকুরেতে কত মাছ, না হয় গণন।
গাছে উঠে, ফল পাড়ি, জড় করি কাঁড়ি কাঁড়ি,
যত পারি বাড়ী নিয়ে, করিব গমন॥
পুকুরের কর্ত্তা যা'রা, এখানে তো নাই তা'রা,
ছিপ্ ফেলে ধরি মাছ, কে করে বারণ।
দেখে যদি ছিপ্ সুতো, না হয়-মারিবে জুতো,
ধুলো ঝেড়ে চোলে যাব, মুদিয়ে নয়ন॥
যা হবার তাই হয়, মিছে কেন করি ভয়,
পেটে খেলে পিঠে সয়, এই তো বচন।
চুরি ক'রে নৎ, ঢেঁড়ি, সে দিনে খেটেছি বেড়ী,
না হয় আবার গিয়ে, খাটিব তখন॥
বেড়ী নয়, মল পরি, মাটি কেটে, দিন হরি,
কারাগার সে আমার, শ্বশুর-সদন।
ছাদে ওই থালখানা, যদি ভাই যায় আনা,
সুদিন তো হবে তায়, সুখেতে যাপন॥
ধোবারা কাপোড় কাচে, ভাল ভাল ধুতি আছে,
শুকুতে দিয়েছে, সব চিকন-বসন।
সবুজ, সফেদ্ লাল, পাল্লাদার বেড়ে সাল,
আনিয়াছে পাল পাল, খোট্টা মহাজন॥
মোগোল, পাঠান কত, কাবেলের মেয়া যত,
উটে উটে, আনিতেছে, করিয়া যতন।
এ সব সুখের যোগ, যদি নাহি হয় ভোগ,
তবে কেন করি মিছে, শরীর-ধারণ॥
বেনের দোকান লোট্,-রূপা, সোনা, টাকা, নোট্,
বেঁধে মোট্, ছোট্ ছোট্, পালা ওরে, মন॥

(অন্যদিকে অবলোকন পূর্ব্বক)

এই দেখি পেট ডোঙ্গা, ঢেঁকুর উঠিছে চোঙা,
হাতী, ঘোড়া, কত কত, করেছি ভক্ষণ।
কোথায় গিয়াছে গোলে, আবার উঠেছে জোলে,
দে রে দে রে খেতে দে রে, বাঁচা রে এখন॥
কটাক্ষেতে দিয়ে টান্, এখনিই আন্ আন্,
খান্ খান্ কোরে খাই, এ তিন্ ভুবন।
প্রিয়তমা তৃষ্ণা সতী, আমি তা'র প্রাণপতি,
এই দেখ বুকে তা'রে করেছি স্থাপন॥
আমাদের হ'য়ে বশ, মনের বিষয়-রস,
মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ডকোটি, করিছে সৃজন।
আমার কারণে তাঁর, নিদ্রা নাই একবার,
বাসনার পথে শুধু করেন ভ্রমণ॥
দেহ হ'লে নিদ্রাকুল, তবু নাই তায় ভুল,
স্বপনে আপন ভাব, করেন জ্ঞাপন।
আমাদের ঘোর বেগ, কিসে তিনি নিরুদ্বেগ,
মন বিনা এই বেগ, কে করে ধারণ॥
হেন সাধ্য কার আছে, কে যায় মনের কাছে,
মনের প্রবোধ দিয়া, কে করে বারণ।
যদি কেউ খড়ি পেতে, কোনরূপে গুণে গেঁথে,
আকাশের কত তারা, করে নিরূপণ॥
যদি কেউ এ জগতে, উপায়েতে কোনমতে,
প্রতাপে করিতে পারে, বাতাস বন্ধন।
কোনরূপে যদি কেউ, জলধির যত ঢেউ,
রোধ করি একেবারে, করে নিবারণ॥
প্রকৃতির এ সংসারে, কোনরূপ অস্ত্রধারে,
যদ্যপি করিতে পারে, আকাশ-খণ্ডন।
পূর্ব্বদিকে প্রাতে রবি, প্রভাবে প্রকাশে ছবি,
সে উদয় রোধ যদি করে কোন জন॥
এ সব সম্ভব নয়, সম্ভাবনা যদি হয়,
হয় হয় হলে হলে কে করে বারণ।
মনেরে কে দেবে বোধ, লাঠি ধোরে আছে ক্রোধ,
করিবে আমায় রোধ, কে আছে এমন্॥

(তৃষ্ণায় মুখচুম্বন পূর্ব্বক ক্ষুধায় অত্যন্ত
কাতর হইয়া আর একদিকে মুখ
করিয়া পেটে হাত দিয়া
মুখভঙ্গিমা।)

পেটের নিকটে আর, কিছুতে না পাই পার,
সমুদয় অন্ধকার করি দরশন।
ঢুকিয়াছে ভস্মকীট, না মরে ক্ষুধার ছিট,
চুমুকেতে কত আর করিব শোষণ॥
উঠিয়াছে খাই খাই, না মেটে আশার খাঁই,
খাঁই খাঁই রবে সবে ছাড়িছে বচন।
ঠাঁই ঠাঁই ডাঁই ডাঁই যেন পর্ব্বতের চাঁই
কোথা হতে এসে করে কোথায় গমন॥
এই দেখি এই এই, ক্ষণপরে নেই নেই,
এ থেয়ের থেই কেটা করে নিরূপণ।
কেবা বাছে পচা সড়া, কেবা আছে বাসিমড়া,
যত পারি তত করি উদরে ধারণ॥

ওই যে ঠাকুর-ঘরে, বামুনেরা পূজা করে,
বহুবিধ খাদ্য নিয়া করে নিবেদন।
ওতো কভু শুদ্ধ নয়, এঁটো করা সমুদয়,
কতক্ষণ আগে আমি করেছি ভক্ষণ॥
ওদের কুলের বধূ, প্রফুল্ল ফুলের-মধু,
কেহ নাহি পায় যার দেখিতে বদন।
কত দিন আগে আমি, হয়েছি তাহার স্বামী,
ঘরে ব'সে মনে মনে করেছি রমণ॥
ওরা পেয়ে খাট্ খানা, সুখে হয়ে আট খানা,
ধোরে কত ঠাট্ খানা করেছে শয়ন।
সকলের অগোচরে, সময়ের অবসরে,
কত দিন শুয়ে তায় করেছি যাপন॥
দেবপতি তারাপতি, হ'ল গুরুদারাপতি,
তাহে কিছু একা নয় কামের সাধন।
সম্ভোগে হইল লোভ, না ভুগিলে পায় ক্ষোভ,
সেধে কেঁদে পূজে ছিল আমার চরণ॥
আমি জাগি সর্ব্ব আগে, কাম ক্রোধ পরে জাগে,
না চাগালে কেবা চাগে, সবারি মরণ।
মানসের ভালবাসা, মানসেই ভালবাসা,
আমার চরণে আশা লয়েছে শরণ॥
বিধি হরি স্মরহর, সেবা করে নিরন্তর,
আমারে না দিয়ে কিছু করে না গ্রহণ।
ধর্ম্মের যে পুত্র হয়, যারে লোকে যম কয়,
সে যমের উচ্চপদ, আমার কারণ॥
আমার সেবক যারা, দারুণ চতুর তারা,
চতুরতা কেবা জানে তাদের মতন॥
ডুব দিয়ে জল খায়, শিব নাহি টের্ পায়,
নল-দিয়ে দুধ করে উদরে শোষণ॥
রেখে বস্তু অবয়ব, জিব দিয়ে চাটে সব,
জিলিপির ফের ভেঙ্গে করিবে ভোজন।
পিতা মাতা দেব গুরু সবার উপরে গুরু,
নিজ এঁটো সকলেরে করে বিতরণ॥

(আবার আর এক দিকে চাহিয়া।)
তাল একতালা।

হায় হায় মজিল নয়ন, কি করি এখন,
বল কি করি এখন।
অপরূপ মনোলোভা, আহা মরি কিবে শোভা,
জনমে করি নি কভু হেন দরশন॥
হায় হায় মজিল নয়ন।

আহা এই নদীতটে, দোকান্ জাঁকালো বটে,
একেবারে খুলে গেল ভুলে গেল মন।
বিম্বাধর, পানতুয়া, বাসিত-চন্দন-চুয়া,
ভাসিছে হাসির রসে, কিবে সুগঠন॥
পাক্ রেখে কড়া কড়া, ভাজিতেছে ছানাবড়া,
পড়ে রস্, টস্ টস্, মুখের বচন।
সুরূপ চিবুক-তাজা, যেন বর্দ্ধমেনে খাজা,
অথবা কি, সরভাজা, সুচারু-বদন॥
মরি মরি কিবে নাসা, নিখুতি-সন্দেশ-খাসা,
মনোহরা, মনোহরা, শোভিছে শ্রবণ।
পয়োধর তিলেগজা, সাজানো রয়েছে মজা,
আয় আয় বোলে মন, করে অকর্ষণ॥
দেহেতে লাবণ্য-নীর, যেন পাতা-সাঁজোক্ষীর,
ঢল ঢল সর তায়, সুখের যৌবন।
এই ক্ষীর, এই সর, সুমধুর বহুতর,
হায়, আমি কতক্ষণে, করিব ভোজন॥
দিবে নিশি জ্বলে খোলা, সদাই রয়েছে খোলা,
এক মনে গড়িতেছে, কত শত মন।
নাহি দেখি দান তোলা, মনে মনে মনতোলা
সে মন ওজনে কত কে জানে কেমন॥
যাই দেখি মন এঁচে, যদি কিছু দেয় যেচে,
প্রতিগ্রাহী হয়ে তবে করিব গ্রহণ।
না গেলে তো নয় নয়, যেতে এই করি ভয়,
বোধ হয় জিলিপি জিলিপি যেন মন॥
আমার এ পোড়া পেট্ কিছুতেই ভরেনা।
কিছুতেই ভরে না॥

আমার এ পোড়া পেট্ কিছুতেই ভরে না।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চেলে, কাঁড়ি ক'রে দেও ফেলে,
নিশ্বাসে করিব শেষ এক্ কোণে ধরে না॥
আমার এই পোড়া পেট, কিছুতেই ভরে না।
কিছুতেই ভরে না॥

ক্ষান্ত নই দিনে রেতে, বসেছি আটোল পেতে,
কখনই পুরিবে না কোঁচড় আমার।
যত পাই পেটে ভরি, সমুদ্র শোষণ করি,
তথাচ রয়েছ খালি, উদর-ভাণ্ডার॥
কিছুতে না হয় তৃপ্তি, সন্তোষের কোথা দীপ্তি,
আমার ভয়েতে তারা, নিকটেতে চরে না।
আমার এ পোড়া পেট, কিছুতেই ভরে না।
কিছুতেই ভরে না॥

কোনমতে নাহি আলি, কিসে হবে আৎখালি,
দশন-ঘষণে সব, করি চুর্ মার্ ।
জঠর অনলে পুড়ে, ছাই হয়ে যায় উড়ে,
কোথায় গিয়েছে তার, চিহ্ন নাই আর ॥
উদরেই সমুদয়, কোথায় উদরাময়,
পেট ফাঁপা দূরে থাক, বায়ু কভু সরে না ॥
আমার এ পোড়া পেট কিছুতেই ভরে না ।
কিছুতেই ভরে না ॥

বাসনার হয়ে বশ, খেতেছি বিষয়-রস,
করেছি অখিলময়, রসনা-বিস্তার ।
আমার বিক্রম যথা, শান্তির সঞ্চার তথা,
বিষম ভ্রান্তির কথা, বিশাল ব্যাপার ॥
আমার কি আছে ঘুম, কেবল ভোগের ধুম,
যত পাই তত খাই আশা কভু মরে না ।
আমার এ পোড়া পেট, কিছুতেই ভরে না ।
কিছুতেই ভরে না ॥

বাহার—খেমটা ।

দিন্ দুপুরে চাঁদ উঠেছে, রাৎ পোয়ানো ভার,
হ'লো পূর্ণিমেতে আমাবস্যা,
তেরো- পহর্ অন্ধকার ॥
এসে বেন্দাবনে ব'লে গেল, বামী বষ্টমী,
একাদশীর্ দিনে হবে, জন্ম-অষ্টমী ॥
আর্ ভাদর্ মাসের সাতুই পোষে,
চড়ক্ পূজোর্ দিন্ এবার্ ।
সেই ময়রা মাগী মোরে গেল, মেরে বুকে শূল,
বামুন্‌গুলো ওষুদ্ নিয়ে মাথায় বোচ্চে চুল,
কাল্ বিষ্টিজলে ছিষ্টি ভেসে,
পুড়ে হ'লো ছারেখার ॥
ঐ সুয্যিমামা পূর্ব্বদিকে, অস্তে চ'লে যায়,
উত্তুর্ দখিণ কোণ থেকে আজ,
বাতাস্ লাগ্‌চে গায় ।
সেই রাজার্ বাড়ীর টাটু ঘোড়া,
শিং উঠেছে দুটো তার ॥
ঐ কলু রামী, ধোপা শ্যামী, হাস্‌তেছে কেমন ।
এক বাপের পেটেতে এরা, জন্মেছে কজন্ ।
কাল্ কাম্‌রূপেতে কাক মরেছে
কাশীধামে হাহাকার্ ॥

বাহার—খেম্‌টা

কোর্ব্ব কত নিজ গুণ প্রকাশ ।
আমার বাতাসে হয় সর্ব্বনাশ ॥
আমার ছায়ার্ আগে আগে, সাধ্য কে দাঁড়ায় ।
ভয়ে উস্কুখুস্কু ফলনাতুস্কু, শুষ্কু হয়ে যায় ॥
আমায় দেখলে পরে অন্নপুন্ন,
আপনি করেন উপবাস ॥
আমার্ মিষ্টি কথা, যষ্টি লাগে গায় ।
যদি আড়নয়নে দিষ্টি করি, ছিষ্টি উড়ে যায়,
আমার্ পদার্পণে ঘু-ঘু চরে,
হাড়ে গজায় দুব্বোঘাস ॥

রঙ্গিণী—চৌপদী

যৌবন গিয়েছে চোসে, শরীর পড়েছে খোসে,
তবু আছ ঠিক্ বোসে, ঠোঁটে দিয়ে কস্-লো,
ঠোঁটে দিয়ে কস্ ।
ভাল ভাল ভাগ্য জোর, কটাক্ষেই কর ভোর,
এখন' লাবণ্য তোর,করে টস্ টস্-লো ।
করে টস্-টস্ ॥
তোয়ারি তোমার চেয়ে, এমন কে আছে মেয়ে,
ঈষৎ ভঙ্গিতে চেয়ে, কর সব বশ লো,
কর সব বশ ।
তুমি দিদি কল্পলতা, সমাদর যথা তথা,
পড়িলে তোমার কথা, সবে গায় যশ লো,
সবে গায় যশ ॥
স্থিরভাবে অষ্ট যাম, পদানত রতি কাম,
বায়ুবেগে তোর নাম, ছোটে দিক্ দশ লো,
ছোটে দিক্ দশ ।
দল হীন হ'লো কলি, তথাচ মোহিত অলি,
হ্যাঁলো দিদি বুড়ো হলি, তবু এত রস লো,
তবু এত রস ।

বারোয়া—আড়া ।

ছিছি ধনি, ওখানে দাঁড়ায়ে কেন আর ।
এসো এসো, কোলে এসো ব'সো একবার ॥
আজি একি শুভদিন, আমি তব প্রেমাধীন,
দেখি নাই বহু দিন, বদন তোমার ।

তোল' প্রিয়ে মুখ তোল', মুখের আঁচল খোল,'
শোভায় হরণ কর, মনের আঁধার ॥
করযুগে ছেঁদে ধর, হর হর তাপ হর,
মানস প্রফুল্ল কর, এখনি আমার।
তুমি লো প্রাণের প্রাণ, বাহিরেতে কেন প্রাণ,
তোমায় করেছি দান, হৃদয়-ভাণ্ডার ॥
শুন শুন প্রাণ-প্রিয়ে, দেহ নিয়ে মন নিয়ে,
প্রাণের আসন গিয়ে কর অধিকার।
নখর-পল্লব যেন, অধর শোভিত হেন,
নূপুরের ধ্বনি পায়, ভ্রমর-ঝঙ্কার।
বচন কোকিল-স্বর, নয়নেতে পঞ্চশর,
করেছে বসন্ত তব, দেহ অধিকার ॥

বাহার—খেম্‌টা।

জয় মহারাজ, ভয় করো না আর।
আমি কোর্ব্বো একা, একাকার ॥
এমন্ পতিব্রতা সতী আছে কে।
আমি সাত পুরুষকে, রমণ করাই অতি পুলকে,
সেই সাধ্বীসতী সাবিত্রীকে,
সদা ঘটাই ব্যভিচার ॥
আমার একটুখানি, বাতাস্ লাগলে গায়।
বেচে কোশা কুশী, মুনি ঋষি, বেশ্যা বাড়ী যায়।
লোকের পাত্রাপাত্র, গোত্রাগোত্র,
এখন্ কিছু নাই বিচার ॥

আদরীণীছন্দ।

ছি ছি ছি, দোড়য়ে এসে, জোড়য়ে ধ'রে,
মনে আগুন কেন জ্বালো।
ও কথা, আর বোলো না আর বোলো না,
আর বোলো না, অম্‌নি ভালো,
অম্‌নি ভালো ॥

ছি ছি ছি, সভার মাজে, মরি লাজে,
দিনের বেলা রবির আলো।
ও কথা আর বোলো না। আর বোলো না,
আর বলো না। অম্‌নি ভালো,
অম্‌নি ভালো।

ছি ছি ছি, সময় আছে, সবাই কাছে,
কামের পাশা কেন চালো।
ও কথা, আর বলো না, আর বলো না,
আর বলো না। অম্‌নি ভালো,
অম্‌নি ভালো ॥

ছি ছি ছি, রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে,
ঠিক যেন ত্রিভঙ্গ কালো।
ও কথা আর বোলো না, আর বোলো না,
আর বোলো না।
অমনি ভাল, অমনি ভাল ॥

বেহাগ— আড়া।

তোমার ভোগের নহে, এ ভব বিভব,
ভাবের ভবন-ভব স্বভাবে সম্ভব।
তুমি আমি নাহি রব, রবে মাত্র এক রব,
যত সব, তত শব, এই সব, এই শব ॥
ধরি হে চরণ তব, মন হে প্রসন্ন ভব,
কাম-আদি মনোভব, কর পরাভব ॥

বেহাগ—আড়া।

ওহে জীব, হও শিব, কিবে অশিব তোমার?
সরল-স্বভাবে কর, সাধু ব্যবহার।
সুযোগে করিয়ে যোগ, কর সবে সুখভোগ,
ভোগ, মোক্ষ ভরা এই, ভবের ভাণ্ডার ॥
ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, পুরুষার্থ, যার নাম,
সুখে চতুর্ব্বর্গধাম, কর অধিকার।
"করুণা তরুর" তলে, যে বসেছে কুতূহলে,
চারি ফল এসে ফলে, করতলে তার ॥
বায়ুবৎ ব্যবহারে, গতি করি এ সংসারে,
করুণা-কুসুম-বাস, কর রে বিস্তার ॥
দ্বেষ হিংসা হর হর, দয়া-ধর্ম্ম ধর ধর,
যত পার কর কর, পর উপকার ॥
সবে যেন ঘরে ঘরে, ভাল খায়; ভাল পরে,
কেহ যেন নাহি করে, দুখে হাহাকার।
যে জন পামরমতি, হৃদয়-নিদয় অতি,
কেন গো-মা-বসুমতি, বহ তার ভার ॥

আপনিই সুখে রয়, সে কি হয় দয়াময়,
পর দুখে দুখী নয়, বৃথা-জন্ম তার।
বুঝিয়া দেহের মর্ম্ম, করিবে যে সব কর্ম্ম,
তার মাঝে দান-ধর্ম্ম, শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
করি ধন উপার্জ্জন, কর কর বিতরণ,
সঞ্চয়ের প্রয়োজন, কি আছে তোমার।
যা করিবে বিতরণ, সে ধন তোমার ধন,
মোলে পরে ধন জন সঙ্গে যায় কার॥
আপনি না খায় পরে, করেতে না, দান করে,
বৃথায় শরীর ধরে, সেই দুরাচার।
যে জন কৃপণ হয়, বেঁচে থেকে ম'রে রয়,
সে যদি সজীব, তবে, মরেছে কে আর॥
কভু সে জীবিত নয়, ভ্রমেতে জীবিত কয়,
কামারের জাঁতা সম, শ্বাসের সঞ্চার।
না পায় সুযশ রস, ধরাময় অপযশ,
কখন না থাকে বশ, দারা পরিবার॥
যত জন পরিজন, সবে করে অযতন,
পিতা ব'লে পুত্র নাহি ডাকে একবার॥
মোলে বাপ যায় পাপ, নাহি তায় পরিতাপ,
দারা মনে ইচ্ছা করে, বিধবা-আধার॥
কৃপণের পিতা যিনি, পুত্রহীন কাজে তিনি,
কখন কি কন্ ইনি, তনয় আমার।
ধন-ভোগ নাহি করে, পাপ-ভোগ ভুগে মরে,
কৃপণ আপনি নাহি, হয় আপনার॥
অদাতা অধম জন, মাটী খুঁড়ে পোতে ধন,
তার মাঝে প্রয়োজন, কত আছে তার।
টাকা পোতে লোকে কয়, মাটী খোঁড়া সে ত নয়,
অধ-গমনের পথ, করে পরিষ্কার॥
"কমলা" বচন ধর, সকলের দুখ হর,
অচলা হইয়া কর, জগতে বিহার।
প্রকাশিয়া নিজ স্নেহ, ধনধান্য দেহ দেহ,
কভু যেন নাহি কেহ, থাকে অনাহার॥
সমভাবে রবে সবে, কারো না বিপদ হবে,
উথুলে উঠুক ভবে, সুখ পারাবার।
লক্ষ্মীহীন, যত দীন, কত কষ্টে কাটে দিন,
সংসারে তাদের হয়, সকলি অসার॥
লক্ষ্মীছাড়া সবে কয়, সমাদর নাহি রয়,
পূজ্য সেই বিশ্বময়, লক্ষ্মী আছে যার।
ধনবলে বল ধরে, দরিদ্রের দুঃখ হরে,
হিতকর কর্ম্ম করে, অশেষ প্রকার॥
ধনেতে ধর্ম্মের যোগ, ধনে হয় স্বর্গ-ভোগ,
এই ধন সুবিমল, সুখের আধার।
তুমি কৃপা কর যারে, ভোগ মোক্ষ দেহ তারে,
কর তার একেবারে, ত্রিতাপ সংহার॥
ওমা লক্ষ্মি! তাই কই, "লক্ষ্মীছাড়া" যদি হই,
"দয়াময়ী" নামে হবে, কলঙ্ক অপার।
কৃপণতা কর কেন? "কৃপা দৃষ্টি" রাখ হেন,
"লক্ষ্মীছাড়া" নাম যেন, না হয় প্রচার॥

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

জানা গেল যত, করুণাময়, করুণা তোমার হে,
নামের মহিমা যদি না ধরিবে,
কাতরে করুণা যদি না করিবে,
জীবের যাতনা যদি না হরিবে,-
অনাথ তবে হে কেমনে তরিবে,
তোমা বিনে আর কাহারে স্মরিবে,
বল না কে আছে আর হে।
ভবের ব্যাপারে হয়েছ ব্যাপারী,
বিষম-ব্যাপার বুঝিতে না পারি,
মূলধন কোথা মনে না বিচারি,
লাভের ব্যাপারে মানিলাম হারি,
অসার-সংসারে করেছ সংসারী,
কেমনে পাইব সার হে।
মলেম্ মলেম্ হলেম্ মাটী,
পায়ের বন্ধন কেমনে কাটি,
নিয়ত মারিছে মাথায় লাটি,
কারাগারে পোড়ে কেবলি খাটি,
খাটাখাটি কোরে খেটে মরি শুধু,
খাঁটি কর একবার হে।
গৃহস্থ করেছ দিয়ে গৃহ ঘর,
সকলি আপন, সকলি তো পর,
নিজ নিজ ভাবে কহে পরস্পর,
কারে বলি নিজ, কারে বলি পর,
জনক জননী সুত সহোদর,
শত শত পরিবার হে।
ভোগের সম্ভব থাকিতে ভবে,
বিষম-ব্যাকুল কেন হে তবে,
কি হ'লো, কি হ'লো, কি হবে কি হবে,

কারে দিব ভার, কে ভার লবে,
দেখ আহা সবে, আহা, হাহা রবে,
কত করে হাহাকার হে।
সকলেরি দেখি মলিনমুখ,
বিপুল বিষাদে বিদরে বুক,
ঐহিক সম্পদ ভোগের সুখ,
তাহাতে দিতেছ দারুণ দুখ,
ভোগেতে বঞ্চনা, যোগেতে বঞ্চনা,
লাঞ্ছনা হইল সার হে।
বিষয়ী করিয়া দিলে না বিষয়,
তার কি আছে বিশেষ বিষয়,
এই বড় নাথ দুখের বিষয়,
বুঝিতে পারি নে তোমার বিষয়,
ভারী হয়ে ভার না নিলে যদি,
কারে দিব তবে ভার হে।
দিলে না, হ'লো না, সুখের সুভোগ,
ভোগ করি শুধু, আপন কুভোগ,
এখন' রয়েছে যোগের সুযোগ,
সে যোগে কেন হে, না হয় সুযোগ,
ভোগে কর্ম্মভোগ, যোগে অনুযোগ,
এ যোগাযোগ কার হে।
ভোগের সুভোগ আর্ তো ধরি নে,
যোগের সুযোগ আর্ তো করি নে,
আসার আশায় আর তো মরি নে,
চরাচরে আমি আর্ তো চরি নে,
আমি ছাড়ি আমি, তাই কর তুমি,
যা হয় সুবিচার হে।
আর্ কি হে আমি, এ আমি রব,
আর্ কি তোমারে, আমি হে কব,
একেবারে নাথ, শেষ কোরে সব,
মুখে আমি ভব, তব নাম লব,
সুখে হব ভব পার হে।

ভজন।

অরহৎ অরহৎ, শিরকো জহরৎ,
মেরা গুরুজী অরহৎ।
তোম্ সব্ লোগ্ নিস্তার হোয়ে গা,
লেহ এহীকা মৎ।
বাবা লেহ এহীকা মৎ॥

কহি জাৎকো না মানো বাবা,
না মানো দেবী, দেবা।
এক মন্‌সে, অর্হৎ জীঁকো,
পাওমে করো সেবা।
বাবা পাওমে করো সেবা॥

যব্ হি যেসা আয়ে মন্‌মে,
তেস্‌সে করো ভোগ্।
ছোড়্ দেও সব্ ধূর্ত্তকো বাৎ,
ভুক্কা যাগ্ যোগ্॥
বাবা ভুক্কা যাগ্ যোগ্॥

আব্ কি নারী, পর কি নারী,
যেস্কি মেলে সঙ্গ॥
নেহি ছোড়্ দেও ক্যা খুসি হায়,
কাম্ দেও-কি রঙ্গ।
বাবা কাম দেওকি রঙ্গ॥

এসে পাপ, এসে পুণ্য, এহো ধূর্ত্তকী বাৎ,
মরণ সে যব্ মুক্ত হোয়্ তব,
পাপ যায় কোন্ সাৎ।
বাবা পাপ যায় কোন্ সাৎ॥

দিন্ দিন দিন্ গাওমে ঢালো সবহুঁ গঙ্গাজল্।
তবু তেরে কি, শোধন্ হোবে জঠরভরা সব্ মল্,
বাবা জঠর্ ভরা সব্ মল্॥
কাম্ বাজার্ সে, লুট করো সব্,
কাঁহে রহোতো ভাক্কা॥
এহি লোগমে ভোগ করো সব,
বাবা কাঁহা পরলোগ ফাক্কা॥
কাঁহা পরলোগ ফাক্কা॥

অর্হৎ মেরা, প্রাণ-পেয়ারো, অর্হৎ মেরা জান।
অর্হৎ পাওমে প্রণৎ করো সব,
আয়োর্ না জানো আন্।
বাবা আয়োর্ না জানো আন্॥

আলেয়া—রূপক।

হায় হায়, কি অধর্ম্ম, মুখে বলে ধর্ম্ম ধর্ম্ম,
ছেড়ে ধর্ম্ম, করে কর্ম্ম, মর্ম্ম বোঝা ভার।
"অহিংসা-পরমধর্ম্ম" করে না প্রচার॥
কাল্পনিক-আচরণে, হিংসা করে যত জনে,
কিছুমাত্র নাহি মনে, দয়ার সঞ্চার।
রচনা করিয়ে বেদ, যাগ যজ্ঞ পরিচ্ছেদ,
করিতেছে পশুচ্ছেদ, বিবিধ-প্রকার।
হত্যা ক'রে পুণ্য হয়, এই কি রে শাস্ত্রে কয়?
ওরে তোরা দুরাশয়, অতি দুরাচার।
অধর্ম্মেতে ধর্ম্ম লাভ, বিপরীত এই ভাব,
নিষ্ঠুরতা আবির্ভাব, অন্তরে সবার।
পাপী যদি নর হয়, রাক্ষস্ কাহারে কয়?
সাপের অধিক এরা, পাপের আধার।
এতদূর ভ্রান্ত সবে, যজ্ঞ করি পুণ্য হবে,
পুণ্যবলে স্বর্গে রবে, পেয়ে অধিকার।
কিসে পাবে স্বর্গফল? গোড়া কেটে ডালে জল,
পাপ্ ক'রে, পুণ্য বল্, কবে হয় কা'র।
চিরস্থায়ী, "আত্মা" নয়, মোলেই তো মুক্তি হয়,
পরলোক কেন কয়? যুক্তি কোথা তার।
মিছে করি যাগ যোগ, ভোগে কষ্টভোগ রোগ,
দেহ গেলে ভোগাভোগ, কিসে হবে আর?
অতি শঠ দুষ্ট যারা, ভোগায় ভোগায় তারা,
হয়ে সবে আলো-হারা, দেখে অন্ধকার।
"আত্মা" না থাকিলে আর, ভোগ তবে হবে কার,
আহা কেহ একবার, করে না বিচার।
কেন তোরা কষ্ট সোস্? দুখে কেন নষ্ট হ'স্,
বুদ্ধ-মত যদি ল'স্ ভাবনা কি আর।
হিংসা পাপে তোরে যাবি, সুখ মোক্ষ হাতে পাবি,
একেবারে দূর হ'বে মনের বিকার।
যে নারীতে, যে সময়, ভোগের বাসনা হয়,
সেই নারী, সে সময়, ভোগ্য আপনার।
সে যে প্রিয়া, তুমি প্রিয়, উভয়েই "রমণীয়,
স্বীয় আর পরকীয়, ক'রো না বিচার।
স্ববাদ্ সম্পর্ক যেটা, কাল্পনিক মিছে সেটা,
এখনি হতেছে সৃষ্টি এখনি সংহার।
গড়িয়া অলীক মত, ব্যলীক বঞ্চক যত,
অন্ধ ক'রে রাখিয়াছে, অখিল-সংসার।

বাহার—খেম্‌টা।

প্রাণে, জলতে হ'লেই, বল্‌তে হয়।
পোড়া দেশের লোকের আচার্ দেখে,
চোল্‌তে পথে করি ভয়॥
ঢুকে কারাগারে, সাধু হ'ল চোর্,
বন্দি-গুলো ফন্দি ক'রে, পালায় ভেঙে দোর্,
এক্ ফাকা-ঘরে, সোল্‌তে জ্বলে,
জোর্ বাতাসে সে কিরয়।
ওরে, "পাচ্ ঘরা" আর্ "দশঘরার্" মেলা,
সাৎগাঁয়ের লোক্ "একগাঁয়েতে",
কর্ত্তেছে খেলা।
ক'রে ঢলাঢলি দশ্ দিকেতে,
ঢে'ল্‌তে থাকে সমুদয়।
এরা, অগ্রদ্বীপের্ মেলা ক'রে সায়,
নেড়া হয়ে নবদ্বীপে, চ'লে যেতে চায়,
কেটা জলের ঘরে আগুন্ জ্বালে?
সহজ্ বড় সহজ্ নয়।
হয়, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাৎ সমুদ্র পার,
কাছে থাক্‌তে পারে, রাখ্‌তে পারে,
শক্তি আছে কার,
ওরে মুখের্ বাহির হোলে পরে,
সাধ্য কি আর কথা কয়॥
সুখে, প্রেমানন্দ-হাটে কর হাট্ আমার
আমার, তোমার্ তোমার্, ছাড়ো মিছে ঠাট্,
এই ভাঙাহাটে ঢেড্‌রা পিটে,
দিচ্ছ কারে পরিচয়॥
দেখি সমভাবে, সব্ গুলো অসৎ,
কেউ বেঁচে থেকে সৎ হ'ল না, মোরে হবে সৎ,
যার মাথা নাই তার মাথা-ব্যথা, খেপেছে
সব জগৎময়॥

ঝিঁঝিট—আড়খেম্‌টা।

ওরে, ন্যাংটা, ওরে, ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা রে।
এই কি রে তোর্ ধর্ম্ম॥
ছি ছি, এই কি রে, তোর্ ধর্ম্ম॥
এমন্ মানব্ জনম পেয়ে, করিলি কি কর্ম্ম।
ছি ছি, এই কি রে তোর্ ধর্ম্ম॥
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা রে,
এই কি রে তোর্ ধর্ম্ম।

নিষ্ঠে মেখে বিষ্ঠে-গায়, গন্ধে কাছে টে'কা দায়,
কিলিবিলি করে "ক্রিমি" ফুঁড়ে পচা-চর্ম্ম।
ছি ছি, এই কি রে তোর্ ধর্ম্ম।
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা রে,
এই কিরে তোর্ ধর্ম্ম ॥

মস্তকেতে মাথা-মল্, করিতেছে ভল্‌ভল,
রবিতাপে হয়ে জল্, মুখে ঢোকে ঘর্ম্ম।
ছি ছি এই কি রে, তোর্ ধর্ম্ম।
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা রে,
এই কি রে তোর্ ধর্ম্ম ॥

মূর্ত্তিখানা কদাকার, তাহে অতি দুরাচার,
পিশাচের ব্যবহার, মরি কি অধর্ম্ম।
ছি ছি, এই কি রে তোর্ ধর্ম্ম।
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা রে,
এই কি রে তোর্ ধর্ম্ম ॥

নরকেতে ডুবে রোস্, নিজে কভু নর্ নোস্,
শাস্ত্র ধ'রে কথা ক'স কোথা পেলি মর্ম্ম ॥
ছি ছি, এই কি রে তোর ধর্ম্ম ?
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা রে,
এই কি রে তোর্ ধর্ম্ম।

গণ্ড গবা মূর্খ ঘোর্, বৃথায় করিস্ শোর্,
শাস্ত্রের বিচারে তোর্ কিসে হবে শর্ম্ম ॥
ছি ছি, এই কি রে, তোর্ ধর্ম্ম।
ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা, ওরে ন্যাংটা রে,
এই কি রে তোর্ ধর্ম্ম ॥

পরজ—পোস্তা।

ওরে ভিখারী ! এই কি রে তোর্ প্রসঙ্গ ॥
তোর্ ধর্ম্ম-কথায়, মর্ম্ম-ব্যথায়,
কর্ম্মদোষের্ আসঙ্গ ॥
এই কি রে তোর প্রসঙ্গ।
দেখ যুক্তি-মতে, এ জগতে,
স্বভাবে সব "উলঙ্গ" ॥
তুই যখন্ এলি, ন্যাংটা ছিলি,
খালি ছিল সর্ব্বাঙ্গ ॥
শেষে যাবি যখন্, ন্যাংটা তখন্,
হবি পুন অসঙ্গ।
কেন ভবের নাটে, কাপড় পোরে,
করিস্ মিছে কুরঙ্গ ॥
রাখ্ জ্ঞানাঙ্কুশে, শাসন্ ক'রে,
মানস্ মাতাল মাতঙ্গ।
আমার্ স্বভাবসিদ্ধ-মূর্ত্তি দেখে,
কেন করিস্ আতঙ্গ ॥
তোর বুদ্ধধর্ম্ম শুদ্ধ নহে,
মিছে করিস্ কুসঙ্গ।
ছি ছি, কষ্ট পেয়ে নষ্ট হ'লি,
কবে হবে সুসঙ্গ ॥
তোর মনে ময়লা কয়লা ভরা,
বাহিরেতে গৌরাঙ্গ।
মিছে বাহির শাদা, ফটিক চাঁদা,
বিষদন্ত-ভুজঙ্গ ॥
তুই ঘোর তুফানে পোড়ে কেবল,
দেখিস্ তরল্ তরঙ্গ।
ওরে স্থির পাণিতে পাতর ভাসে,
জলে কলের শূড়ঙ্গ ॥
ডোব্ আমার সঙ্গে, প্রেমতরঙ্গে,
দেখ্‌বি কত সুরঙ্গ।
ডুবে থাকলে খানিক্, পাবি মাণিক,
নাচবি হয়ে ত্রিভঙ্গ ॥
তোর কাঁচাবাঁধন্ খাঁচা ছেড়ে,
উড়ে যাবে বিহঙ্গ।
নে আমার দীক্ষে, কেটে শিক্ষে,
ফেলে ভিক্ষে-করঙ্গ ॥

আড়ান—আড়া।

মন রে আমার, কর ভ্রম পরিহার।
না জেনে অহং, কেন কর অহংকার ॥
মিছে আঁচে তুলে আঁচ্, করিতেছ সাতপাঁচ,
করিতেছ কত কাচ্ অশেষ প্রকার।
পাঁচে করি পাঁচাপাঁচি, আঁচে কর আঁচাআঁচি,
এ দিকে, যে কাছাকাছি হয়েছে তোমার ॥

প্রকৃতি বিকৃতি কর, কি প্রকৃতি তুমি ধর,
আকৃতির ভেদে কর সুকৃতি-স্বীকার।
অভাবের ভাব ধরে, স্বভাবে অভাব করে,
স্বভাবের ভাবে নাহি চরে একবার॥
কল্পিত-ভাবিত সবে, ভ্রমেতে ভ্রমিছে ভবে,
তবে আর কবে হবে ভাবের সঞ্চার।
তোমরা মানব যত, রয়েছ ত শত শত,
অবিরত কত মত, করিছ আচার॥
টলিতেছ চলিতেছ, কত ছলে ছলিতেছ,
চলিতেছ বলিতেছ নরের আকার।
টল টল, চল চল, ছল ছল, যত ছল,
কিন্তু ভাই বল বল বল কর কার॥
একাকারে এলে দেশে, একাকারে যাবে শেষে,
একেতেই হবে শেষে সব একাকার।
দেশ দেশ ক'রে দ্বেষ, বেশ বেশ ধ'রে বেশ,
দেশেতে বেশের ভেদ, ভাল দেশাচার॥
একেতেই সব হয়, একেতেই সব লয়,
কিছু নয় কিছু নয় আকার প্রকার!
যখন্ এসেছ ভবে, উলঙ্গ তো ছিলে সবে,
এখন্ বসন তবে সাজে কি প্রকার॥
যখন্ মরণ হবে, বসন কোথায় রবে,
দিগম্বর হয়ে সবে যাবে ভব-পার।
মনে যার থাকে নিষ্ঠে, কি তার চন্দন বিষ্ঠে,
এ শুচি এ অশুচি কি সে করে বিচার॥
ভিতরেতে ভরা মল, মন নহে নিরমল,
বাহিরে ঢালিয়ে জল কর পরিষ্কার।
হায় একি ভ্রম ধরে,, মিছে অভিমানে মরে,
বাহির পবিত্র করে ভিতর অসার॥
যারে বল নিরমল, আগে তাহা ছিল মল,
যত দেখ স্থল জল মলের ভাণ্ডার।
অমল কাহারে কয়, মল ছাড়া কিছু নয়,
মলময় সমুদয় অখিল-সংসার॥
খাও অন্ন খাও জল, খাও মূল খাও ফল,
পরিণামে হবে মল সংশয় কি তার।
সেই মল পুনর্ব্বার, স্থলরূপে হয় সার,
অসারের মাঝে সার কে বুঝিবে সার॥
অসারে ভাবিলে সার, অসারেই হয় সার,
এ অসার এই সার বিষম-আকার।
দেহ মাঝে 'আত্মা' যিনি, অতি শুদ্ধ সার তিনি,
অসারে সারত্ব তাঁর কে করে সংহার॥
ভুল-পথে সবে চলে, পুণ্য পাপ কারে বলে,
জলবিম্ব মিশে জলে হয় জলাকার।
মরিলেই মুক্ত হয়, কিছু আর নাহি রয়,
পরলোক কারে কয় কারে কই আর॥
দেহে 'আত্মা' যারে কয়, অবিনাশী সে তো নয়,
শরীর হইলে লয় লয় হয় তাঁর।
এই হয় এই লয়, হয়ে আর নাহি রয়,
স্বপ্নবৎ সমুদয়; কেবা হয় কার॥
সবাই খেয়েছে মদ, সবারি টলেছে পদ,
পরস্পর ভুলে কয় আমার আমার।
কেন ভাবে নারী নর, এ—আমার এ যে পর,
নয়ন মুদিলে পর সব অন্ধকার॥
কেবা কার হয় যোগ্য, কেবা কার চিরভোগ্য,
যখন যে ভোগ করে তখন তাহার।
কারে দিব উপদেশ, ভোগের হইলে শেষ,
তখন সম্বন্ধ-লেশ নাহি থাকে আর॥
আমি তো আমার নয়, নারী কি আমার হয়,
যাহে যার অভিরুচি করুক্ বিহার।
দোষ যেন নাহি ধরে, দ্বেষ যেন নাহি করে,
এই দ্বেষ ঘোরতর পাপের আগার॥
পর কারো নহে কেহ, সমভাবে কর স্নেহ,
রোগের আধার দেহ ভোগের আধার।
দ্বেষহীন মহাধর্ম্ম, বুঝে তার সার মর্ম্ম,
আত্মহিতে কর কর্ম্ম ইচ্ছা যে প্রকার॥

ভজন।

তুষ্টিনিকেতন, রিষ্টিবিনাশক,
সৃষ্টি-পালন-লয়কারী,
নিন্দিত রজত, শ্বেতকলেবর,
ভস্মভূষণ জটাধারী॥
সর্ব্বশিবময়, সম্পদসদন,
পঞ্চবদন মদনারি।
রক্ষ নিজ সুতে, মোক্ষপ্রদায়ক,
দক্ষদুহিতামনোহারী॥
সর্ব্ব-শুভঙ্কর, শঙ্কর-সুরেশ,
শুদ্ধ সতত, সদাচারী।
নির্ম্মল-নির্গুণ, নিত্য-নিরাময়,
ত্বং হি ত্রিগুণ-ত্রিপুরারি॥

শাশ্বত-চিন্ময়, বিশ্বপ্রকাশক,
আদ্য-অনাদি-অবিকারী।
সংহর ঈশ্বর সংসার-পিপাসা,
দেহি চরণ-সুধাবারি॥
মা কালি মা-কালি, জয় কালি, জয় কালি।
মা তোমাকে প্রণাম করি।

বেহাগ—আড়া।

নিদ্রাগত কত মন, রহিবে রে আর।
চৈতন্য সহায় করি, ভাব সর্ব্বসার॥
বিষয়-বাসনাধীনে জাগিলে না চিরদিনে,
জান না, যে, দিনে দিনে, যেতে হবে পার॥
নিজপুত্রে রেখে ঘাটে, তপন বসেছে পাটে,
নিশা-নিশাচরী ঠাটে, করিবে আহার।
জ্ঞানেরে জাগাও আগে, নিজে জাগো যোগেযাগে,
এই বেলা দিবাভাগে, কর আত্মসার॥
গুপ্ত-আজ্ঞা, আজ্ঞা ছাড়ি, বায়ু ভরে দিয়ে পাড়ি,
সিন্ধু পারে গুরু-বাড়ী চল "সহস্রার"।
তবে তো চরমকালে, মিশাবে পরমকালে,
নাহি আর সেই কালে, কাল-অধিকার॥

বেহাগ—একতালা।

কে রে বামা,—বারিদবরণী,
তরুণী ভালে ধরেছে তরণি,
কাহার ঘরণী, আসিয়ে ধরণী
করিছে দনুজ-জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ,
অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন-নিধন-করণ-কারণ,
চরণ শরণ লয়॥
বামা, হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কার রবে, সকল শাসিছে,
নিকটে আসিছে, বিপক্ষ নাশিছে,
গ্রাসিছে বারণ হয়।
বামা, টলিছে চলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে,
ছলিছে ভুবনময়।
কে রে, ললিত রসনা, বিকট দশনা,
করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা,
হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা,
আসবে মগণা রয়॥

ঝিঁঝিট—আড়া॥

দনুজদলনী দুর্গা, জননী যাহার রে,
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, কি ভয় তাহার রে॥
মুখে বল দুর্গে দুর্গে, তরিবে এ ভব-দুর্গে,
নাহি দুর্গানাম দুর্গে, কাল অধিকার রে।
কালীনামে কাল হর, কালী-রূপ ধ্যানে ধর,
দেহ, মন, কালী কর, কালী সর্ব্বসার রে।
কালীভক্ত যেই জীব, শিব তারে দেন শিব,
আপনি করেন তার অশিব-সংহার রে।
মুদিয়ে নয়ন তারা, অন্তরে জাগাও তারা,
তারাকারা প্রেমধারা, ফেল অনিবার রে।
তারা-গুণ কর গান, তারা বিনে নাই ত্রাণ,
তারানামামৃত-পান, কর একবার রে।
তারানাম নাহি করে, ধিক্ ধিক্ সেই নরে,
বৃথা সে শরীর ধরে, বৃথা জন্ম তার রে।
কালী-সহ ভাব কাল, কালেতে পলাবে কাল,
ইহকাল, পরকাল, সফল তোমার রে॥

বাহার—আড়া।

হায় হায় হায়, একি, সুখের বিহার।
ধরি চরণে তোমার, ধরি চরণে তোমার।
ছেড় না ছেড় না ধনি, হৃদয় আমার॥
কারে আমি, আমি কই, আমাতে তো, আমি নই,
আমারে তোমায় দিয়ে, হয়েছি তোমার।
এ প্রকার সুখোদয়, হয় নি হবার নয়,
এমন্ সুখের ভোগ কবে হবে কার।
ঘুচিল মনের খেদ, এখন্ পেয়েছি ভেদ,
ক্ষণকাল বিচ্ছেদ না হয় যেন আর।
তোমারে হৃদয়ে ধরি, সর্ব্ব দুঃখ পরিহরি
তৃণ সম জ্ঞান করি নিখিল সংসার॥

বেহাগ—একতালা।

কে রে বামা,—ষোড়শী রূপসী,
সুরেশী, এ যে নহে মানুষী,
ভালে শিশুশশী করে শোভে অসি,
রূপসী, চারু ভাস।
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ হতেছে কম্প,
গেল রে পৃথ্বী, করে কি কীর্ত্তি,
চরণে কৃত্তিবাস॥
কে রে করাল কামিনী, মরালগামিনী,
কাহারো স্বামিনী, ভুবনভামিনী,
রূপেতে প্রভাত করেছে যামিনী,
দামিনীজড়িত-হাস॥
কে রে যোগিনী সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে
রণতরঙ্গে নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির অঙ্গে,
করিছে তিমির নাশ।
আহা, যে দেখি পর্ব্ব যে ছিল গর্ব্ব,
হইল খর্ব্ব, গেল রে সর্ব্ব,
চরণ-সরোজে পড়িয়ে শর্ব্ব,
করিছে সর্ব্বনাশ।
দেখি নিকট মরণ, কর রে স্মরণ,
মরণ-হরণ অভয় চরণ,
নিবিড় নবীননীরদবরণ,
মানসে কর প্রকাশ।

বারোয়াঁ—ঠুংরি।

মজ মজ মজ, তারাতত্ত্বরসে মজ।
ভজ ভজ ভজ ভজ, শিবকালী ভজ॥
হয়ে মন মধুকর আনন্দে ঝঙ্কার কর,
ধর ধর ধর দেহে, পাদপদ্মরজ।
দুর্গা যেই মুখে রটে, তার কি দুর্গতি ঘটে,
কারে শঙ্কা, মারো ডঙ্কা, চোড়ে ভক্তিগজ।
আর কি কালের ভয় সে কাল কোথায় রয়,
মহাকাল কালী-মন্ত্রে তুলে দেও ধ্বজ।
ভাবে হও গদগদ, তুচ্ছ হবে ব্রহ্মপদ
করহ সম্পদ পদ কালীপদরজ॥

সুহিনী বাহার—তেওট।

রমণীর শিরোমণি রূপে মুনি-মন হরে।
ত্রিভুবন-মনোলোভা ধরাতে না শোভা ধরে॥
শশধর ধরে শশ, কি তার রূপের যশ,
পরিপূর্ণ সুধারস চারু মুখসুধাকরে॥
অধরে মধুরহাসি, ক্ষরে সুধা রাশি রাশি,
চেতন হরিল আসি, কুটিলকটাক্ষ-শরে।
এ যে অতি রূপবতী, গতি জিনি গজপতি,
রতি ছেড়ে রতিপতি, রতি-লোভে পায়ে ধরে।
কেশ-দ্বেষে জলধর, হইয়ে গগনচর,
বরষায় নিরন্তর ডেকে-ডেকে কেঁদে মরে॥
আর দেখ বিষধরী, কেশদ্বেষ-বিষ ধরি,
মাঝে মাঝে ফণা ধরি, রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ করে।
হেরি করপদ্মরজে নলিনী মলিনী লাজে,
কলঙ্ক-কণ্টক-সাজে প্রবেশিল সরোবরে।
খঞ্জন-গঞ্জনকর, রঞ্জন-নয়নবর,
অঞ্জন কি মনোহর, মন নিরঞ্জ করে।
কটি মানে মানী মানী, * নহে আর অভিমানী,
এ কটিরে ক্ষীণ মানি অপমানে বনে চরে।
বদনে রদন রাজে, উপমা না তাহে সাজে,
কনকমুকুর সাজে, মুকুতা কি শোভা করে।
সুরভি-বাসের বাসা, মরি কি সুন্দরনাসা,
নিশ্বাসে চপলা খেলে, শীতল সমীর সরে।
অধর ললিত-রাগে, বিম্বফল কোথা লাগে,
রাগ দেখে রাগেরাগে, রেগে শেষে গোলে মরে,
কুচ-কলিকার কাছে, কদম্ব কোথায় আছে,
নিহরি শিহরি শেষে, আপনি আপনি ঝরে।
ললিত লাবণ্যকায়, চোলে যেতে গোলে যায়,
বিধি বুঝি হায় হায়, গড়েছে নবনী সরে।
পরশ "পরশ" প্রায়, অথচ সরস হায়,
হইল সুবর্ণ কায়, ঢলঢল রসভরে।
স্বর্গ মিছে উপসর্গ, মানি নে স্বর্গের বর্গ,
কপালিনী চতুর্ব্বর্গ, ধরিয়াছে নিজ করে।
ছাড়িলাম স্বাভিমত, মনোমত এই মত,
পেলেম পরমপথ, হায় হায়, হরে হরে॥

---

* ন

আলেয়া—আড়া।

সর্ব্বজীবে সমভাব, ভাব ও রে মন।
মমতা সমতা কর, ক্ষমতা যেমন॥
এই আমি এই মম, কেবলি মনেরি ভ্রম,
নিশির স্বপন সম দেহ ধন জন॥
আপন আপন রব, কেন কর জীব সব,
আপন শরীর তব; নহে রে আপন॥
কেবা আত্ম কেবা পর, প্রেমভাবে পরস্পর,
পূজ প্রভু পরাৎপর, পতিতপাবন।
কত দিন আর রবে এখনি তো যেতে হবে,
হেসে খেলে নেচে গেয়ে কর রে গমন॥

বারোঁয়া—আড়া।

এ ভব-ভীমজলধি, অকূল পাথার।
যদি না জানি সাঁতার।
তবু কি ভয় আমার॥
অকূলে কি আমি রব, হরি হরি মুখে কব,
সুখে তব নাম লব, হব ভব পার।
পদতরি দেহ তরি, হরি ভয় হরি হরি,
ভাবিক নাবিক হরি, তুমি কর্ণধার॥
তরঙ্গে নাহিক ডর, গুণধর গুণ ধর,
নির্গুণের গুণে আছে, ত্রিগুণ সঞ্চার।
আছি প্রতিকূল কূলে, লহ অনুকূল কূলে,
অকূল সাগরকূলে কেন রাখ আর॥
কিছু নাহি দেখি আর, হেরি শুধু নীরাকার,
নীরাকারে হ'লে বিভু, তুমি নিরাকার॥
কি কব দুখের লেখা, ডেকে নাহি পাই দেখা,
অকূলে পড়িয়া একা, হেরি অন্ধকার॥
বিষম ভীষণ ভব, ভবধর তুমি ভব,
প্রপন্নে প্রসন্ন ভব, ভবমূলাধার।

বারোঁয়া—আড়া।

ভবে বৃথা জন্ম তার, মিছে ধরে নরাকার॥
ভবে বৃথা জন্ম তার।
যার মনে নাহি করে, বিবেক বিহার॥
যদি চাও চিরপদ, ভাবে হও গদগদ,
ছাড় অভিমান মদ দ্বেষ অহঙ্কার॥
মোহ-মদে হয়ে মত্ত, ভুলিয়া পরমতত্ত্ব,
তত্ত্বের না জেনে তত্ত্ব, তত্ত্ব কর কার?
তত্ত্ব তত্ত্বে পড় টোলে, ভক্তিরসে যাও গোলে,
সে তত্ত্বের তত্ত্বী হ'লে, তত্ত্ব নাই আর।
আপনার নহে কেহ, কার প্রতি কর স্নেহ,
তুমি কার কার দেহ, কর রে বিচার॥
মন বশীভূত করি, বিরাগের অস্ত্র ধরি,
কাম-আদি যত অরি, করহ সংহার॥

বেহাগ—আড়া।

কোথা হে অনাথনাথ, দীন দয়াময়॥
কতদিনে দীন হীনে, হইবে সদয়॥
ঘোরতর মনোরোগ, কতই করিব ভোগ,
সুখের সুযোগ যোগ, কখন না হয়।
বিষয়-বাসনা-রস, পরিহরি একাদশ,
যদি এসে হয় বশ, তবে কারে ভয়॥
হয়ে মন আজ্ঞাচারী, প্রবৃত্তির আজ্ঞাধারী,
রিপুদের আজ্ঞাকারী, আজ্ঞাকারী নয়।
কল্পনার সিংহাসনে, মোহে মুগ্ধ প্রতিক্ষণে,
কেমনে হইবে মনে, বৈরাগ্য উদয়॥
না জেনে আপন বিত্ত, অনিত্য ভাবিয়া নিত্য,
বিষম বিকল চিত্ত, সকল সময়।
করি এই অনুরোধ, দেহ নাথ নিজবোধ,
লোভ মোহ কাম ক্রোধ করি পরাজয়॥

ললিত—ঠুংরি।

একি রে সেই বারাণসী—সেই বারাণসী,
একি সেই বারাণসী,
একি রে,—সেই বারাণসী।
উত্তরে বরুণা যার, দক্ষিণেতে অসী॥
পতিতপাবনী-গঙ্গা, সম্মুখে আপনি ভঙ্গা,
মণিকর্ণিকার ঘাটে, লয়ে তত্ত্বমসি॥
দেবদেব স্মরহর, পরব্রহ্ম বিশ্বেশ্বর,
শক্তিরূপে মুক্তি যার, বামভাগে বসি॥
কীট-আদি যত জীব, সকল হতেছে শিব
শিবময় সমুদয়, এই পঞ্চক্রোশী॥

স্বর্গের অমর যত, হাহাকার করে কত,
বিষয়বাসনা-বিষ—বারিনিধি পশি।
গুপ্তভাবে শোভা ধরে, অন্তরেতে আলো করে,
ত্রিতাপতিমির হরে জ্ঞানরূপ শশী॥

—

বারোঁয়া—তেওট।

যে যা বলে, বলে বলে, বলুক্ রে।
বলে, বল্ আছে কার।
প্রত্যয় পরমনিধি, মনে জেনো সার॥
ভক্তি রাখ, শ্রদ্ধা রাখ, আপনার ভাবে থাক,
যে নামেতে ইচ্ছা হয়, ডাক একবার।
যেও না রে কার দ্বারে, আপন হৃদয়াগারে,
ভাবভরে ভাব তাঁরে, ভাবনা কি তার॥
না জেনে আচার ক্রম, বিছার কামোড় সম,
কি ছার মনের ভ্রম, মিছার বিচার।
দেশ কাল পাত্র ভেদ, ধর্ম্ম বর্ণ পরিচ্ছেদ,
প্রভেদ অন্তরে খেদ, স্বভাবে সঞ্চার।
সার-মতে রেখে মতি, সার-পথে কর গতি,
সিন্ধুজলে নদী নদ সব একাকার।
যেখানে সেখানে রবে, কোন কথা নাহি কবে,
শুধু তাঁর নাম লবে, বদনে তোমার।
ধরো নাক কোন বেশ, করো নাক কিছু দ্বেষ,
মূল মাত্র উপদেশ, আত্মা মূলাধার।
যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ.
স্বভাবের ভাবে করে, সাকার স্বীকার॥
ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, সবারি অন্তরে রন
স্বভাবে সদয় হন ভাব লন তার।
ছিঁড়িলে ভারির শিকে, নষ্ট যথা দুই দিকে,
একেবারে ভেঙ্গে যায় দু'দিকের ভার
সেইরূপ দ্বেষী যত, দুই দিকে হয় হত,
সংসারসাগরে ডুবে না পায় পাথার।
আকার প্রকার তার, হয় হ'ক্ যে প্রকার,
বিচার করিয়ে তার ফল নাই আর॥
ভক্তিহ্রদে মগ্ন হও, একেবারে ডুবে রও,
পুনর্ব্বার ভেসে আর, দিও না সাঁতার॥

—

ভৈরবী—আড়্গেমটা।

এসে আনন্দধামে, সুখেতে আনন্দ কর।
ভুলে সদানন্দ চিদানন্দ, নিরানন্দ কেন ধর॥
ভোগ কর পার যত, যোগ কর সাধ্য-মত,
ভোগে যোগে হয়ে রত, আনন্দকাননে চর।
না হ'লে ইচ্ছার ভোগ, করো না রে অনুযোগ,
পাপরোগ, কর্ম্মভোগ, একেবারে পরিহর॥
নাটে নাটে, ঠাটে ঠাটে, ফির না রে বাটে বাটে,
এ ভব-আনন্দহাটে, নিরানন্দে কেন মর॥
স্বভাব করিয়া বশ, স্বভাবের গাও যশ,
তৃপ্ত হয়ে খাও রস, কাছে সুধারত্নাকর॥
যত দিন ভবে থাক, এক ভাব মনে রাখ,
দুর্গা ব'লে সদা ডাক, নেচে গেয়ে কাল হর।
অপরূপ কিবা রূপ, অরূপের দেখ রূপ,
ধরেছ মানবরূপ পেয়েছ তো কলেবর।
প্রকৃতির যত কার্য্য, কিরূপে হতেছে ধার্য্য
হের হের মহারাজ্য চারু বিশ্ব-চরাচর॥
দেখ নিশা দেখ দিবা, মরি কি বিমল বিভা,
কিরূপ ধরেছে নিভা নিশাকর দিবাকর।
যিনি এই ভবকর, অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর,
প্রজা হয়ে তাঁর করে দান কর শ্রদ্ধা-কর॥
রোগ দম্ভ অহঙ্কার, কর কর পরিহার,
যিনি এই সর্ব্বসার মনে মনে তারে স্মর।
যে পেয়েছে সার মর্ম্ম, সে কি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম,
হৃদয়ে উদয় শর্ম্ম পরব্রহ্ম পরাৎপর॥

—

ললিত—তেওট।

কর কর কর মন, স্নেহ পরিহার।
বিষয়-বিশাল বিষ, অসার-সংসার॥
পঞ্চের প্রপঞ্চ দেহ, মুগ্ধ মন তঞ্চ-স্নেহ,
পঞ্চাতীত আত্মা বিনা, কেহ নাহি আর॥
ভ্রমময় মায়া-সূত্র, ইন্দ্রিয়-গলিত মূত্র,
মিছে কন্যা, মিছে পুত্র, মিছে পরিবার॥
অন্ধ যত নরলোক, নাহি ভাবে পরলোক,
ভ্রান্ত হয়ে ধরে শোক, করে হাহাকার।
আপনি আপন জানো, আত্মধনে মনে মানো,
আর সব পর শুধু, আত্মা আপনার॥

রামপ্রসাদী সুর।

এ জগতে কি আর আছে।
বল কি আছে, কার কাছে চাবো,
এ জগতে কি আর আছে।
আর,—কোথাও নাই রে কোথাও নাই রে,
যা আছে তা, আমার আছে ॥

পদ।

আর চাই নে চোখে, চাই নে কিছু,
নাচি নে আর নাটের নাচে।
ওরে সবাই এসে, নৃত্য ক'রে,
আমার কাছে পেলা যাচে ॥
যতন্ ক'রে রতন্ পেলেম্
মতন্ মতন্ বাছের কাছে।
আমি কাঁচা সোনার মুখ্ দেখেছি,
আর কি ভুলি ঝুঁটো কাঁচে ॥
তুমি আমি ভেদ রাখ নি, দেখাচ্ছ,
সব আঁচে আঁচে।
আমি যা পাব তা পাব শেষে,
পাঁচ্ মিশালে, পাঁচে পাঁচে ॥
এইটি-মাত্র ভিক্ষা করি,
বিড়ম্বনা ঘটে পাছে।
ওহে দোহাই ঈশ্বর, দোহাই দোহাই,
মই কেড় না তুলে গাছে ॥

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

কোথা হে হর বিশ্বেশ্বর, যেন লজ্জা নাহি পাই,
রাঙ্গাপদ ধ্যান করি, কাশীধামে যাই ॥
হর হর হরি, মুখে শুধু জপ করি,
দুর্গানাম বল বিনা, অন্য বল নাই।
ইচ্ছাময় বেদে কয়, নাম ধর ইচ্ছাময়,
মনে যাহা ইচ্ছা হয়, কর নাথ তাই।
হ'লে জয় ভাল হয়, না হয় তো নয় নয়,
পাঁচে পাঁচ হ'লে লয়, পদে দিয়ো ঠাঁই।
তোমা বিনা নাহি জানি, তোমা বিনা নাহি মানি,
নিরন্তর মনে শুধু, তব গুণ গাই।
কৃপা কর কৃপাময়, আর না যাতনা সয়,
ঘুচে যাক্ ভবক্ষুধা, তত্ত্বসুধা খাই ॥

ললিত—আড়া।

হরি হে তোমারি দোহাই।
তোমা-বিনে এ জগতে আর কেহ নাই ॥
দেখ নাথ, দেখ দেখ, নিয়ত অন্তরে থেক,
ভবভয়-ভাঙ্গা, রাঙা-পদে দেহ ঠাঁই।
আমি দাস তুমি স্বামী, আমি হে তোমার আমি,
তুমি তুমি, আমি আমি, হ'তে নাহি চাই ॥
সুধা মিষ্ট অতিশয়, আস্বাদনে তৃপ্তি হয়,
সুধা আমি হবনাক, সুধা আমি খাই।
তোমাতে হইলে লয়, "তুমি-বোধ" যদি রয়,
আমার "আমিত্ব" হর, ক্ষতি তাহে নাই ॥
ঘুচাও সকল আশা, না হয় না হয় আসা,
মনে মাত্র এই আশা, শ্রীচরণ পাই ॥

ভৈরবী—আড়া।

দারুণ শোকের বাণে, দহিছে হৃদয় রে।
জেনেছি আমারে বিধি, নিতান্ত নিদয় রে ॥
বহে ধারা দু'নয়নে, মোহে মুগ্ধ প্রতিক্ষণে,
কেমনে হইবে মনে, প্রবোধ উদয় রে।
যেখানে মমতা-স্নেহ, ব্যাপিয়া রয়েছে দেহ,
বিবেকাদি বৃত্তি কভু, সেখানে কি রয় রে ॥

সঙ্গীত।

একি গো, এ কি গো, মা গো মা গো, ও মা,
এতো নহে মা গো, শুভ সমাচার।
বিষম-বিশাল-বিষয়-বাসনা
বিষেতে বিভুর ঘটিল বিকার ॥
কেমনে কে মনে প্রদান করিল,
প্রবৃত্তি-প্রণয় পূর্ব্বসংস্কার।
জগতে জনক যাতনা-জালেতে,
যতনে জড়িত হবে পুনর্ব্বার ॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্, কি কব অধিক,
কে আছে এমন, কারে বলি আর।
সর্ব্বমূলাধার হয়ে সর্ব্বসার,
সারেতে কিরূপে হতেছে অসার ॥

ভজন।

জয় মধুসূদন, মঙ্গলমন্দির,
জয় জয় মুরহর হে।
অপরূপরূপ, অরূপ-বিরূপ,
স্বরূপ স্বরূপধর হে॥

ধুয়া।

মরি মরি কিবে মাধুরী হায়,
মহেশমানস মোহিত তায়,
মহী মোহকর-মদনমোহন,
মূর্ত্তি-মনোহর হে॥
মোহনমুকুট মুখসুশোভিত,
মথুরামহীপ-মুকুন্দ-মাধব,
মধুরমুরলিধর হে।
ব্রজবল্লব * বালকব্রজবল্লভ †,
ব্রজবল্লবী ‡ বল্লভাবপুল্লভ,
বাঁশরীবদন-বিপিনবিহারী,
বিনোদ বঙ্কিমবর হে॥
বারিধিবালিকা বিহারবিলাসী,
বামন-বকারি বংশীবটবাসী,
বিরিঞ্চি বাসব-বিশেষ-বাঞ্ছিত,
বিরাট-কলেবর হে।
নিবিড় নীলনলিননয়ন,
নবনী লোলুপ-নন্দনন্দন,
নবীননীরদ নিন্দিত রূপ,
নিখিল-নটবর হে॥
পরমানন্দ-প্রেম-প্রসঙ্গ,
প্রমোদপীযূষ পূরিত অঙ্গ,
পতিতপাবন প্রণতপালক,
পরমপুরুষ পর হে।
তপনতনয়ত টবিহারক,
তপনতনয়তাপতারক,
তাপিত-ত্রাসিত-তনয়ে ত্রাহি,
হরি হরিভয় হর হে॥
ক্ষণকাল রে।

রামকেলী—ঠুংরি।

শুনহে, সুজনরাজ, মানস আমার।
ছাড় ছাড় দ্বেষ হিংসা ক্রোধ অহঙ্কার॥
কৃপাজলে স্নান কর, বিরাগ-বসন পর,
ধর ধর অঙ্গে ধর, ক্ষমা অলঙ্কার।
ভয়ানক এই ক্রোধ, রাখে না পদার্থ-বোধ,
উপরোধ অনুরোধ, করে পরিহার।
ক্রোধের অধীন যারা, আঁখি থেকে অন্ধ তারা,
ভ্রমে কভু হিতাহিত, করে না বিচার॥
মরি মরি আহা আহা, ক্ষমা ধৈর্য্য গুণ যাহা,
পৃথিবীর কাছে তাহা, শেখো একবার।
তরুর স্বভাব ধর, ছেদকের দুঃখহর,
যত পার, তত কর, পর উপকার॥
প্রিয়হাস, প্রিয়ভাষ, সদালাপ সুসম্ভাষ,
সকলে সমান ভাবে, সদা সদাচার।
মুখেতে মধুর রস, পাইবে মধুর যশ,
শীলতায় কর বশ, অখিল সংসার॥

রামকেলি—আড়া।

মহারাজ, কর দরশন, জুড়ালো নয়ন,
হেরে জুড়ালো নয়ন।
আহা আহা কিবে শোভা, ত্রিভুবন মনোলোভা,
মুখে আর সরে না বচন॥
একেবারে মুগ্ধ হ'লে, প্রাণ আর মন॥
দেহে আর নাহি পাপ, ঘুচে গেল সব তাপ,
ভবভয় সমুদয়, হ'লো নিবারণ।
যে দিকেতে ফিরে চাই, মোহিত হইয়া যাই,
পুন আর পারিনেক' ফিরাতে নয়ন॥
স্বর্গ আর কারে বলে, চতুর্ব্বর্গ করতলে,
সমভাবে জলে স্থলে, মুক্তির সদন।
আশাপাশ হরিবারে, বররূপে বরিবারে,
ভঙ্গিভরে মুক্তি নারী, করে আকর্ষণ॥
কারে বলি হায় হায়, সুদুর্ল্লভ নর-কায়,
এতদিনে হ'লো তায়, সফল জীবন।
পাদপদ্মে সদাব্রত, হয়ে তায়, মধুব্রত,
গান করি মকরন্দ করিব ভোজন॥

* বল্লব।—গোপ।—আহির।
† বল্লভ।—নায়ক, প্রিয়, অধ্যক্ষ। ‡ বল্লবী।—গোপিনী।

হাফ আকড়াই গীত

মহড়া।

কি ভাবেতে যেতে বল, শান্ত হওয়া দায়।
আমরা কেমনে যাব ঘরে, প্রাণে না ধৈর্য্য ধরে,
রাই গো সকলে মজি এস কৃষ্ণের পায়।

অন্তরা।

কালরূপে ভুলাইব সব গোপিকায়,
কৃষ্ণ হবেন অনুকূল যত গোকুলে গোকুল,
গোপী গোপকুল হ'ল হ'ল প্রতিকূল।

চিতেন।

ভেবেছ কি মননে, গোপনে ভাবিবে কৃষ্ণে,
শ্রীকৃষ্ণের ভাবে হয়ে নিবিষ্টে,
একি কথা শুনি রাধে,
শুধু শ্রীকৃষ্ণ তোমার নয়, সকলের দয়াময়,
যে মজে শ্রীকৃষ্ণের রাঙ্গা পদে।
সবে ভাবিব কৃষ্ণ-ভাব শ্রীকৃষ্ণের দাসী হব,
শ্রীকৃষ্ণ পাব এই যমুনায়।

গীত।

অপার মহিমা তব শুনি পুরাণে।
যার চিন্তামণি অন্তরে তার কি চিন্তা মরণে?
যে জন কৃষ্ণ বলে একবার,
অতুল্য অমূল্য কৈবল্য হয় তার,
শুন শ্যাম গুণধাম, তব নাম করি সার।
ভক্তি-ভবজলধি-জলে হয় পার॥
তুমি হে দীননাথ, অকিঞ্চনের ধন,
তব তত্ত্ব জেনে সার, করেছিলাম পদ সার,
তবে কেন ঘটিল এমন?
বিপদে নাহি দিলে পদাশ্রয়!
এ কেমন ধর্ম্ম তোমার, ওহে ভক্তাধীন দয়াময়।
কি কব মাধব, যে তব ব্যবহার।
যার কৃষ্ণ জ্ঞান, কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ মন, কৃষ্ণ প্রাণ,
কৃষ্ণ হে তার কি দশা এমনি হয়?
কংসের দাসী হে ছিলাম আমি হরি,
দিয়ে রাঙ্গা পদে স্থান, রাখিলে দুঃখিনীর মান,
আমি নারী চিন্তে নারি।
কুরূপা কুৎসিতা আগে ছিলাম আমি শ্যাম,
পরে সুন্দরী করি, আমায় শ্রীহরি,
রাখিলে হে নিজ নাম, তোমার মহিমা অনুপাম,
বিশ্বজয়ী তুমি ঐ তোমা বই নাহি জানি শ্যাম॥

গীত।

নব নীল নীরধর কলেবর,
আহা মরে যাই।
অপরূপ রূপ, এ রূপের স্বরূপ, দেখি নাই।
আহা মরি কিরূপ লাবণ্য,
চারু কলেবর, ভুবন আলো করে,
ভাব ভঙ্গিভরে, হরে চৈতন্য।
চারু পলকে পলকে, দামিনী নলকে,
ঝলকে ঝলকে ও কাল কায়।
আমি কেন আজ এলেম যমুনায়?
প্রাণ সই, চেয়ে দেখ ঐ,
প্রেম পবনে করি ভর,
উঠেছে জলধর ধর গো ধর,
মানস-চাতক উড়ে যায়।
এ ভাবের বল অভিপ্রায়।
সখি, ঐ মেঘে হ'ল জল,
দাঁড়াবার নাহি স্থল, বল গো বল,
বৃন্দে কি করি উপায়?
আমি কেন আজ এলেম যমুনায়।

গীত।

ও কে তুমি হে নবীন জটাধারী ?
মনোহর কলেবর,
নটবর যোগিবর,
চাহ চকিতে চঞ্চল চারুচক্ষে
ভিক্ষার ঝুলি কক্ষে,
কহ কি দুঃখে,
হ'লে তুমি ভিখারী ?
শিরে ভাল জটাজাল,
ফণিফাল শশিভাল,
দিয়ে তাল বাজে গাল,
শ্রীরাধা ব'লে,
এ কি ভাব দেখালে ?
আবার শিঙ্গেতে গান বলে কিশোরী।

গীত।

অতি সরল বাঁশের
মোহন বাঁশরী আমার।
এ রবে কে রবে ?
যাতে ব্রহ্মাদি দেবগণে সবে,
হয় উচাটন।
সাধে কি মন ভোলে গোপিকার ?
ব্রহ্মার সৃজন,
আমার এই মোহন বাঁশরী।
আমি ক্ষীরোদে পেয়েছি,
শুন ও সহচরি !
এত অন্য, সামান্য
বাঁশের বাঁশী নয়—
বাঁশী কত গুণ ধরে, আমার অধরে,
সর্ব্বদা নাম ধরে শ্রীরাধার॥

গীত।

স্বভাবে অভাব সব,
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের কি ভাব !
ঋতু বসন্ত আগমনে,
বৃন্দাবনে যেন বর্ষার আবির্ভাব !
একি প্রমাদ হ'ল,
কিসে বাঁচে জীবন ?
মরে সব গোপগোপীগণ।
রাধার নয়ন নীরধর,
দেখ ঐ নিরন্তর
কৃষ্ণবিরহ-বারি করে বরিষণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে বদনে—
তৃষিত চাতকী সম হইলে মানস মম,
জুড়াইব কৃষ্ণ-প্রেমবারি বরিষণে—
আবার কুহুরব বজ্র হানে পিকবর।
মনের বিষাদে, কাঁদে শ্রীরাধে,
কোথা বিপদে দয়াময়।

গীত।

আমার এই মনোরথে
আজ এসহে বিভু বিশ্বসার।
ষড়চক্র বিবেক হয়,
জ্ঞান শ্রদ্ধা দ্বয়,
রজ্জু তার।
আছে-বাসনা-সারথী,
তুমি হয়ে রথী,
রথে, আমার মানসপ্রথে,
চল সহস্রার।
তুমি আনন্দ-আলোক,
বালক-পালক,
হরি এ দীন বালকে,
বিষয়-বারি কর পার॥

গ্রন্থাবলী সমাপ্ত